শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীস্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানুগবর তথা শ্রীগৌর-গোবিন্দলীলামৃত-
অক্ষয় সরোবরের পরমহংসরাজ
শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তধারার পুনঃ-প্রবর্ত্তক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের প্রগাঢ় স্নেহধন্য

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষকাচার্য্যভাস্কর
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের
পরম-প্রিয়পার্ষদ তথা

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য অনন্তশ্রীবিভূষিত
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলমুকুটমণি জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

প্রিয়তমপার্ষদ তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত
সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের
প্রেরণা, কৃপানির্দ্দেশ ও সম্পাদনায়

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-মহামণ্ডলেশ্বর
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিআনন্দ সাগর মহারাজ কর্ত্তৃক
নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থানঃ—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ রোড্,
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ পিন্ নং—৭৪১৩০২
ফোন্—(০৩৪৭২) ২৪০০৮৬
E-mail: math@scsmath.com
Website: http://www.scsmath.com

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭ দমদম পার্ক, কলিকাতা—৭০০ ০৫৫
ফোন্—(০৩৩) ২৫৯০- ৯১৭৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড্, গৌরবাটসাহী,
পুরী, উড়িষ্যা, পিন্ নং—৭৫২০০১
ফোন্—(০৬৭৫২) ২৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ—হাপানিয়া,
জেলা—বৰ্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন্—(০৩৪৫৩) ২৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি চিড়িয়ামোড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা
পোঃ এয়ারপোর্ট, কলিকাতা—৭০০০৫২
ফোন্—(০৩৩) ২৫৭৩-৫৪২৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পোঃ গোবৰ্দ্ধন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ পিন্ নং—২৮১৫০২
ফোন্—(০৫৬৫) ২৮১৫৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
৯৬ সেবাকুঞ্জ রোড, বৃন্দাবন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ, পিন্ নং—২৮১১২১
ফোন্—(০৫৬৫) ২৪৫৬৭৭৮

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম
গ্রাম-বামুনপাড়া, পোঃ-খাঁপুর,
জেলা-বর্ধমান।
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

প্রথম সংস্করণ—শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি
শ্রীগৌরাব্দ—৫০৭; বঙ্গাব্দ—১৩৯৯; ইং ৮ /২৩/৯৩।
মুদ্রণ-সেবা—এডেস্‌্হইস্ কীয়াডো, বুডাপেস্ট, হাঙ্গেরী
প্রথম মুদ্রণ-৫০০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথি
শ্রীগৌরাব্দ—৫২১; বঙ্গাব্দ—১৪১৩; ইং ১৪/৩/২০০৬।
মুদ্রণ-সেবা—শ্রীনিবাস ফাইন আর্টস্ (প্রাঃ লিমিটেড্)
তামিলনাড়ু, ভারতবর্ষ
প্রকাশক—নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সেবায়
শ্রীশ্রুতশ্রবা দাস
দ্বিতীয় মুদ্রণ-৫০০০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুখবন্ধ

মহাবদান্য অবতারী সংকীর্ত্তনতনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের চরিতামৃতের প্রসারিত অমন্দোদয়দয়া আজ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতা সেই শ্রীচরিতামৃতসিন্ধুর ভুবনবিপ্লাবী বিন্দুর আস্বাদনের পরম সৌভাগ্য বরণে ধন্যাতিধন্য। আজ "পৃথিবী পর্য্যন্ত যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।" এই ভগবদ্বাণীর সার্থক রূপায়ণ অজ্ঞান তিমিরান্ধেরও চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে। আজ "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রের তুমুল হরিসংকীর্ত্তনরব ভুবনেশ্বরী মহামায়ার কল্লোল কোলাহলকে স্তব্ধীভূত করিয়া "বর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বোপরি"। উদ্বেলিত সাধুহৃদয় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গাহিয়া উঠে—

"নাম নাচে জীব নাচে নাচে প্রেমধন। জগৎ নাচায় মায়া করে পলায়ন।"

জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা পরমদয়াল শিরোমণি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর প্রগাঢ় স্নেহধন্য ও শ্রীরূপ-রঘুনাথের একান্ত অনুগত নিজজন তথা রসিকেন্দ্র চূড়ামণি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের পরমরসিকভক্ত শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিধারার মূলপুরুষ শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"গৌরকথা পয়োরাশী, কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি', আনিয়াছে অমৃতের ধার।
সেই কাব্যসুধা পানে, বৈষ্ণবশীতল প্রাণে, আরো পিতে চাহে বার বার ॥"

কি অপূর্ব্ব স্বরূপসম্পদ যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশন করিয়াছেন আজ আর তাহা কোনপ্রকার ব্যাখ্যারই অপেক্ষা রাখে না। শুধু তাঁহার শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে পরিপূর্ণ যে সুমধুরভাষা-রাকাচন্দ্রিমার সুস্নিগ্ধ করুণালোকের কিঞ্চিৎ প্রতিফলনই শত শত নিরাশ হৃদয়ের গভীর অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া কত সহজে ও সরলভাবে সর্ব্বসংশয় ছেদন পূর্ব্বক আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধন করিতে পারে তাহা তৎকৃত নিম্নোদ্ধৃত পয়ারেই সম্যক্ অভিব্যক্ত।

"যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই বড় হয় হিত ॥"

সাধু-গুরু-প্রসাদ-লাভকারী প্রকৃত শ্রৌতপন্থীর ইহাই একমাত্র শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য, চিন্তনীয়, অবিচিন্ত্য-স্বরূপ-সম্পদ। পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীগুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামীর শ্রীমুখে শুনিয়াছি "যদি কোন কারণে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এককালে পৃথিবী হইতে আত্মগোপন করেন এবং শুধুমাত্র শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত প্রকট থাকেন, তাহা হইলেও জানিবে পারমার্থিক পৃথিবীর কোন হানি হয় নাই।" কেননা শ্রীচৈতন্য-লীলাই সর্ব্ববেদ-ইতিহাস-পুরাণাদির সারাৎসার পরমরমণীয় শত শত ধারা দশদিকে প্রবাহিত অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত প্রস্রবণের আনন্দচিন্ময় রসপূর্ণ সুমহান্ অক্ষয় সরোবর।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হইতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনো-হংস চরাহ তাহাতে ॥"

সকলের জীবনের সব সাধ কখন পূর্ণ হয় না। তাই এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে সেই শিশুকাল হইতে যে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রতি মধুর আকর্ষণের মাধ্যমে মনে হইত— "মনে

করি নদে জুড়ি, হৃদয় বিছাই। তাহার উপরে সোনার গৌরাঙ্গ নাচাই॥” — যে শ্রীচরিতামৃতের অসমানোর্দ্ধ এককথায় অতুলনীয় ব্যাখ্যা ও টিপ্পনীপূর্ণ ভাষ্য শ্রীল গুরুমহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে শ্রবণে কৃত কৃতার্থ হইয়াছি এবং নিজ পাঠানুশীলনের প্রয়োজনে সহজবহনযোগ্য মূল গ্রন্থরাজের বহুপ্রচারিত ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ (দুষ্প্রাপ্য হেতু) একটি সংস্করণ সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা অদ্যাবধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাই যে এই প্রকার অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ও এই অধমাধমকে নিমিত্ত করিয়া প্রকটিত হইবেন তাহা ভাবি নাই, কিন্তু শ্রীল গুরুমহারাজের অহৈতুকী করুণায় এবং আমার পরমবান্ধবগণের ঐকান্তিকী সেবা-প্রচেষ্টায় বিশেষতঃ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিআনন্দ সাগর মহারাজের এডিটিং টাইপসেটিং ও প্রুফ্‌রিডিং প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সহায়তায় তথা সদাহাস্যময়-প্রভু শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ ও তৎসুপুত্র শ্রীমান্ অধীরেন্দ্র দাসাধিকরীর অর্থানুকূল্যসহ প্রকাশ প্রচেষ্টার তুলনা নাই।

শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আশ্রম হইতে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি বৃহৎ সংস্করণ যাহা ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তথা আমার পরমগুরুপাদপদ্ম ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের যথাক্রমে ‘অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য’ ও ‘অনুভাষ্য’ সহ প্রকাশিত হইয়া সম্প্রদায়ের পরমগৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে, আমরা পাঠান্তরাদি নির্ণয়ে সেই সমস্ত সংস্করণ গুলিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। আমি এইস্থলে সকলের প্রতি সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

সর্ব্বশেষে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার অসংখ্য প্রণতি জানাই। তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত যাহা পাঠ করিলে অতিবড় পাষণ্ডীরও হৃদয় বিগলিত হইয়া সমস্ত মালিন্য দূরীভূত হইয়া যায় এবং অন্তর ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া উঠে। যদিও তিনি তাঁহার পরবর্ত্তীকালে “ব্যাস আসিয়া চৈতন্য লীলার বিস্তার বর্ণন করিবেন” বলিয়া জানাইয়াছেন এবং তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীকেই নির্দ্দেশ করে তবুও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়কে “শ্রীচৈতন্য-লীলার-ব্যাস” বলিয়া বার বার সবিনয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব এই স্থলে আমি সকাতরে কৃপাপ্রার্থনা মুখে উক্ত জগদ্‌গুরু-দ্বয়ের শ্রীচরণ কমল বন্দন পূর্ব্বক জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কৃতাপরাধের জন্য একান্ত-ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সকলের জয়ধ্বনি প্রদান পূর্ব্বক মুখবন্ধের পরিসমাপ্তি করিতেছি।

দাস-বৃন্দাবনং বন্দে কৃষ্ণদাস-প্রভুং তথা।
ছন্নাবতার-চৈতন্য-লীলা-বিস্তার-কারিণৌ॥
দ্বৌ নিত্যানন্দপাদাব্জ-করুণারেণু ভুষিতৌ।
ব্যক্ত-ছন্নৌ বুধাচিন্ত্যৌ বাবন্দে ব্যাসরূপিণৌ॥
শ্রীগুরু-গৌর-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দাশ্চগণৈঃ সহ।
জয়ন্তি পাঠকাশ্চাত্র সর্ব্বেষাং করুণার্থিনঃ॥

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম, গোবর্দ্ধন।
শ্রীল সারঙ্গ ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।
৬ই অগ্রহায়ণ, ২১শে নভেম্বর, ইং ১৯৯২ সাল।

দীনাধম
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পুনর্মুদ্রণে প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি

যাঁহার অফুরন্ত উদ্যম ও প্রেরণায় আজ আমি উদ্দীপিত হইয়া এই গ্রন্থরাজের পুনর্মুদ্রণে ব্রতী ও সফল হইয়াছি, আমি প্রথমেই সেই আমার শিক্ষাগুরু পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিয়া সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম-বান্ধব শ্রীপাদ ভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজকে এই গ্রন্থরাজের প্রকাশে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা বিশেষতঃ প্রুফ্‌রিডিং কার্য্যে অক্লান্ত ভাবে সহায়তার জন্য এবং শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্তিরঞ্জন প্রভুর প্রশংসনীয় আন্তরিক সেবা, এবং আর যাঁহাদের হৃদয়গ্রাহী ও কার্য্যকরী আর্থিক সহায়তা ভিন্ন এই দুরূহ পুনর্মুদ্রণ কিছুতেই সম্ভব হইত না, সেই আমার পরমাদরণীয় বন্ধুগণ শ্রীপাদ ভক্তিবিমল অবধূত মহারাজ, শ্রীপাদ জগন্নাথ স্বামী প্রভু, শ্রীপাদ অনন্তকৃষ্ণ প্রভু, শ্রীযুক্তা জীবন দিদি, শ্রীপাদ পরমানন্দ প্রভু ও শ্রীপাদ সাধুপ্রিয় প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ। এই স্থলে আমি সকলকেই আমার সকৃতজ্ঞ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই। এ ছাড়া আর কিছু বলিবার নাই। শুধু এইটুকু পাঠকগণের চরণে নিবেদন এই যে, আমরা যথাসাধ্য মুদ্রণ-প্রমাদ বর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছি তবু যদি কিছু অনবধানতা বশতঃ থাকিয়া থাকে, তাহা জানাইলে পরম অনুগৃহীত বোধ করিব। জয়ন্তি পাঠকাশ্চাত্র সর্ব্বেষাং করুণা প্রার্থী—

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠসেবায়
দীনাধম শ্রুতশ্রবা দাস

আদিলীলার সূচী

মধ্যলীলার সূচী

মধ্যলীলার সূচী

অন্ত্যলীলার সূচী

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
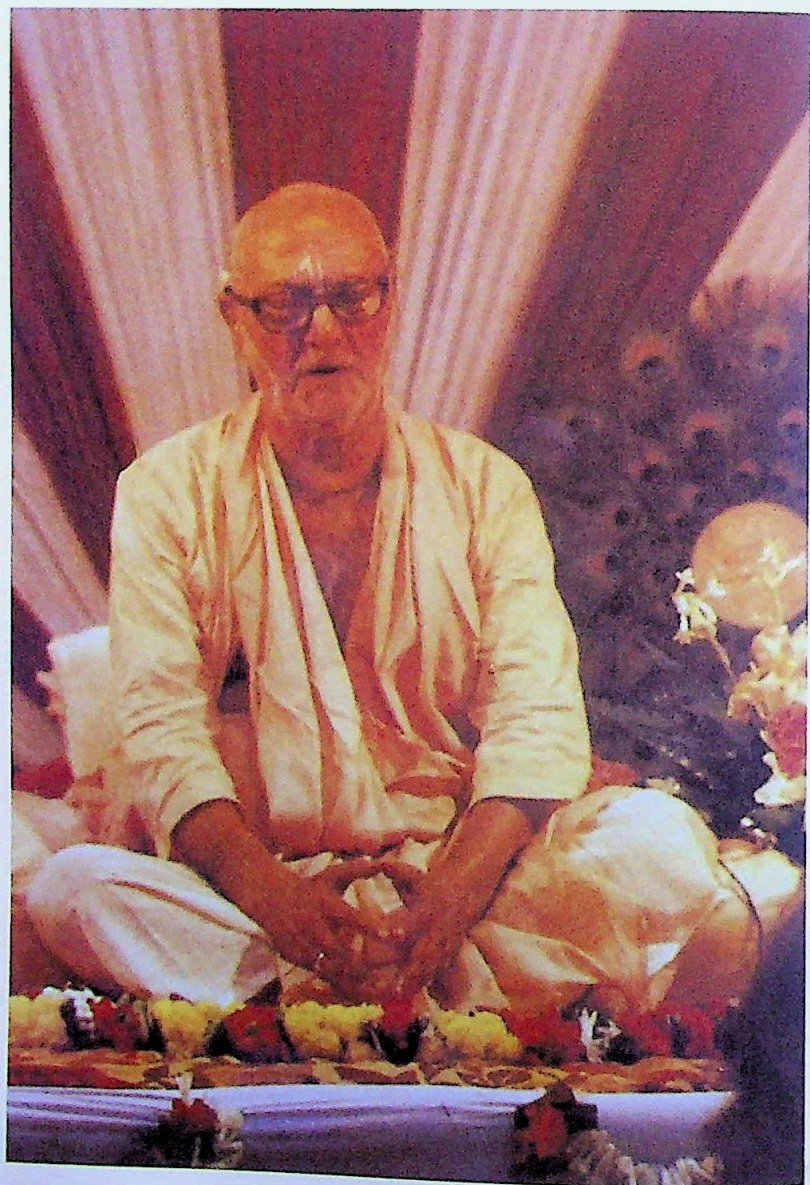
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
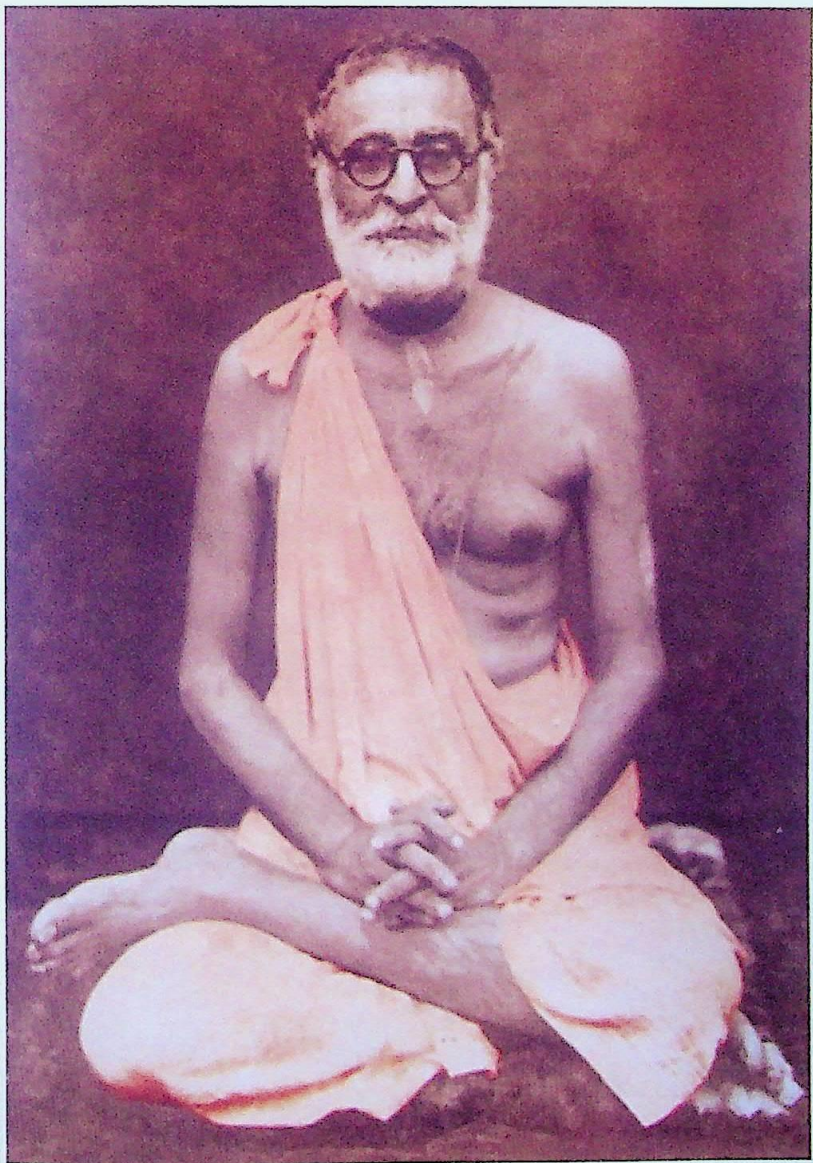
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
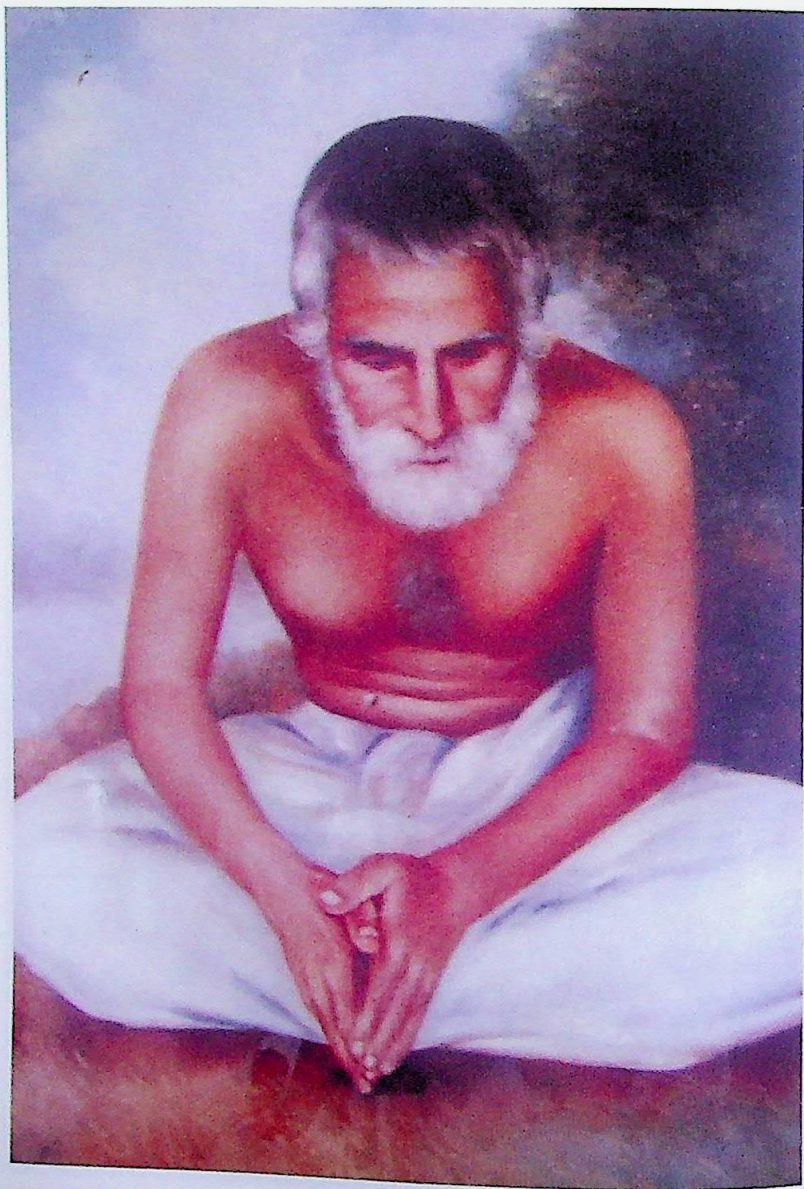
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
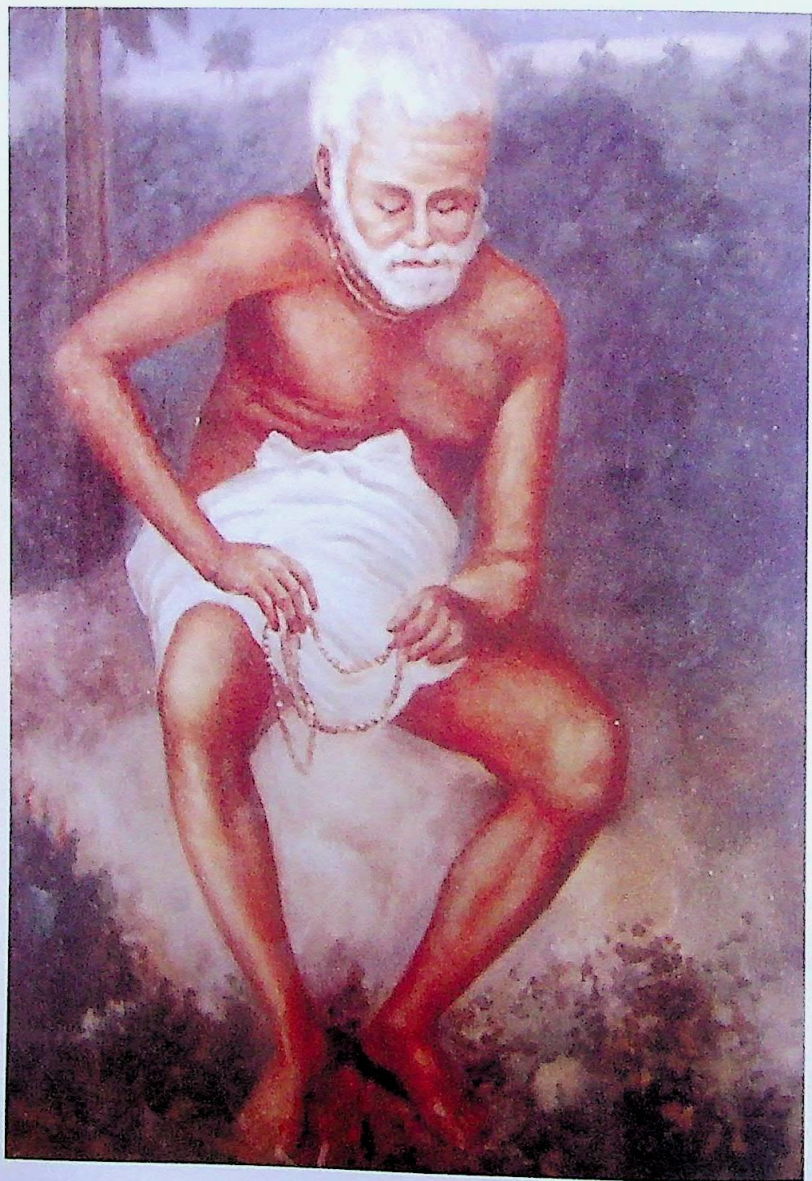
বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদিলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥

দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশ-অবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশসকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তি-গণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

উদয়াচলরূপ গৌড়দেশে যুগপৎ দিবাকর-নিশাকর-স্বরূপ আশ্চর্য্যরূপে উদিত, মঙ্গল-দাতা, জীবের অন্ধকারবিনাশী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥৩॥

উপনিষদ্গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন, তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি। যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন, তিনি আমার প্রভুর অংশ-স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ বলেন, আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব কৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর পরতত্ত্ব নাই।

বিদগ্ধমাধবে (১/২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥৪॥

সুবর্ণকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন্। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগতকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥৫॥

রাধাকৃষ্ণেরপ্রণয়-বিকৃতিরূপহ্লাদিনী-শক্তি-ক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্বপ্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্য-তত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি দ্বারা সুবলিত সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥৬॥

শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, আমার অদ্ভুত-মধুরিমা, যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ, আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়—

এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥

সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী, গর্ভোদশায়ী, পয়োব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দরাম আমার শরণস্বরূপ হউন।

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৮॥

মায়াতীত, সর্ব্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ,—এই পূর্ণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত চতুর্ব্যূহতত্ত্বে যাঁহার সঙ্কর্ষণাখ্যরূপ বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দস্বরূপ রামের প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯॥

যাঁহার একটী অংশস্বরূপ—মায়াভর্ত্তা, ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ কারণাব্ধিশায়ী, আদিদেব পুরুষাবতার,—সেই নিত্যানন্দরামকে আমি প্রণাম করি।

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০॥

যাঁহার নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা বিধাতার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রাম-স্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১১॥

যাঁহার অংশের অংশ, তাঁহার অংশ—ক্ষীরোদশায়ী, অখিল পরমাত্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু; যাঁহার কলা পৃথ্বীধারী 'অনন্ত', সেই নিত্যানন্দ-রামকে আমি প্রণাম করি।

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥১২॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥১৩॥

যে মহাবিষ্ণু, মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে—সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য-ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

কৃষ্ণের ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত, ভক্তশক্তি—এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥১৫॥

আমি পঙ্গু এবং মন্দমতি; যাঁহারা আমার একমাত্র গতি, যাঁহাদের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥১৬॥

জ্যোতির্ম্ময়শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষতলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে অবস্থিত

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রিয়সখীগণ সেবা করিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে স্মরণ করি।

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

রাসরসপ্রবর্ত্তক বংশীবট-তটস্থিত শ্রীমদ্-গোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥১৮॥
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ ॥১৯॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি 'মঙ্গলাচরণ'।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণ ॥২০॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ ॥২১॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।
বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ॥২২॥
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেব-নমস্কার।
সামান্য-বিশেষ-রূপে দুই ত' প্রকার ॥২৩॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
যাহা হৈতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ ॥২৪॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ ॥২৫॥
সেই শ্লোকে কহি বাহ্যাবতার-কারণ।
পঞ্চ ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল-প্রয়োজন ॥২৬॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব ॥২৭॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈতের-তত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥২৮॥
এই চৌদ্দশ্লোকে করি মঙ্গলাচরণ।
তহিঁ মধ্যে কহি সব বস্তুনিরূপণ ॥২৯॥
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবেরে করি' নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার ॥৩০॥
সকল বৈষ্ণব, শুন করি' একমন।
চৈতন্য-কৃষ্ণের শাস্ত্রে যেমত নিরূপণ ॥৩১॥
কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
শক্তি,—এই ছয় রূপে করেন বিলাস ॥৩২॥
এই ছয় তত্ত্বের করি চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ ॥৩৩॥

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥*

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥৩৫॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥৩৬॥
এই ছয় গুরু শিক্ষাগুরু যে আমার।
তাঁ-সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ॥৩৭॥
ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাস প্রধান।
তাঁহার চরণপদ্মে সহস্র প্রণাম ॥৩৮॥
অদ্বৈত আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার।
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার ॥৩৯॥
নিত্যানন্দরায়—প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ।
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো যাঁর মুঞি দাস ॥৪০॥
গদাধর পণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি।
তাঁ-সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি ॥৪১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম ॥৪২॥
সাবরণে প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
এই ছয় তেঁহো যৈছে—করিয়ে বিচার ॥৪৩॥
যদ্যপি আমার গুরু—চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ ॥৪৪॥
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৭/২৭)—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥৪৬॥

* আদি ১ম পঃ ১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব, গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে । গুরুতে সামান্য নরবুদ্ধিতে অসূয়া অর্থাৎ অনাদর করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ,—এই দুই রূপ ॥৪৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৯/৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥৪৮॥

হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুলব্ধ কবিসকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না; যেহেতু, তুমি অপার রূপা বশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্য-রূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৪৯॥

নিত্য-ভক্তিযোগ দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন, আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞানজনিত বিমল-প্রেমযোগ দান করি। তাঁহারা তাহদ্বারা আমার পরমানন্দধাম লাভ করেন।

যথা ভগবান্ ব্রহ্মণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্ ॥৫০॥

ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে এইরূপ উপদেশ দ্বারা অনুভব করাইয়াছিলেন

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩০)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥৫১॥

বিজ্ঞানসমন্বিত রহস্য ও তদঙ্গযুক্ত আমার পরম গুহ্যজ্ঞান তোমাকে কৃপা করিয়া আমি বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর।

(তত্রৈব ৩১,৩২,৩৩,৩৪,৩৫)—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥৫২॥

আমার স্বরূপ, আমার লক্ষণ, আমার রূপ, গুণ ও লীলা যে প্রকার, সেই সকলের তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি প্রাপ্ত হও।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥৫৩

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল আমি ছিলাম। সৎ, অসৎ এবং অনির্ব্বচনীয় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত অন্য কিছুই আমা হইতে পৃথগ্‌রূপে ছিল না। সৃষ্টি হইলে পর এ-সমুদয়-স্বরূপে আমিই অবশিষ্ট থকিব।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥৫৪॥

স্বরূপতত্ত্বই অর্থ, অর্থাৎ যথার্থতত্ত্ব। সেই তত্ত্বের বাহিরে যাহা প্রতীত হয় এবং সেই স্বরূপতত্ত্বে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আত্মতত্ত্বের মায়াবৈভব বলিয়া জানিবে। সহজে বুঝা যায় না বলিয়া ইহার দুটী প্রাদেশিক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বরূপতত্ত্বকে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান কর। সূর্য্যের ইতরতত্ত্ব দুইরূপে প্রতীত হয়—একরূপ আভাস, অন্যরূপ তমঃ। সূর্য্যের প্রতিচ্ছবি জল হইতে অন্য স্থানে পতিত হয়, তাহাকে 'আভাস' বলে। সূর্য্যের প্রভাব যেদিকে দৃশ্য না হয়, তাহাকে 'তমঃ' অর্থাৎ 'অন্ধকার' বলে। চিজ্জগৎ ভগবৎস্বরূপের কিরণস্বরূপ। তাহার সাদৃশ্যাবলম্বি আভাসরূপ মায়া-বৈভব—ইহাই আভাসের উদাহরণ। চিত্তত্ত্ব হইতে সুদুরবর্ত্তী অন্ধকার ঐ মায়াবৈভব; এইটী দ্বিতীয় উদাহরণ। তাৎপর্য্য এই, আত্মতত্ত্ব ও মায়াতত্ত্বের পরস্পর দুই প্রকার সম্বন্ধ; প্রথম সম্বন্ধ এই যে, আত্মস্বরূপ ব্যতীত ইতরস্বরূপ যাহা প্রকাশিত হয় তাহা 'মায়া'; এবং আত্ম-স্বরূপ হইতে সুদুরবর্ত্তী অনাত্ম অজ্ঞানও মায়া।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥৫৫॥

যেরূপ মহাভূতসকল বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভূতমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্র বর্ত্তমান, সেইরূপে আমি ভূতময় জগতে সর্ব্বভূতে সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরমাত্মভাবে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথগ্ ভগবদ্রূপে নিত্য বিরাজমান এবং ভক্তজনের একমাত্র প্রেমাস্পদ। তাৎপর্য্য,—ক্ষিতি-জল-তেজো-বায়ু-আকাশ-রূপ মহাভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া যেমন স্থূলজগৎকে প্রকাশ করতঃ তাহার উপকরণরূপে তন্মধ্যস্থিত হইয়াও মহাভূতাবস্থায় স্বতন্ত্র আছে, তদ্রূপ চিন্ময় পরমেশ্বর স্বীয় জড়শক্তি ও জীবশক্তিদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া একাংশে জগতে সর্ব্বব্যাপী থাকিয়াও যুগপৎ তদীয় চিদ্ধামে পূর্ণচিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য বিরাজমান। আবার চিদ্বিগ্রহের কিরণপরমাণুস্বরূপ জীবগণ শুদ্ধ-প্রেমমার্গে তাঁহার বিমলপ্রেম আস্বাদন করেন—ইহাই রহস্য।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥

যিনি আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু তিনি অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা এই বিষয়ের বিচারপূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তাহারই অনুসন্ধান করিবেন। তাৎপর্য্য,—প্রেমরহস্য যে উপায়ে সাধিত হয়, তাহার নাম সাধনভক্তি। তত্ত্বজিজ্ঞাসু পুরুষ সদ্গুরুচরণ হইতে অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধিনিষেধ শিক্ষাপূর্ব্বক তত্ত্বানুশীলন করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (১)—

চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥৫৭॥

চিন্তামণিস্বরূপ সোমগিরি-নামা যিনি আমার গুরু, তিনি জয়যুক্ত হউন। ময়ূরপুচ্ছধারী আমার শিক্ষাগুরু ভগবান্ও জয়যুক্ত হউন। তাঁহার পদকল্পতরুপল্লবরূপ নখাগ্রের শোভাতে আকৃষ্ট হইয়া জয়শ্রী অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা স্বয়ম্বরজনিত সুখ লাভ করিতেছেন।

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে ॥৫৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৬/২৬)—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥৫৯॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশ দ্বারা তাঁহার সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনাবন্ধন ছেদন করিবেন।

তত্রৈব (৩/২৫/২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৬০॥

সাধুসঙ্গক্রমে আমার বীর্য্য-সূচক হৃৎকর্ণ-রসায়ন কথাসকল আলোচিত হয়। সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্র অপবর্গ-পথস্বরূপ আমাতে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/৬৮)—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

সাধুসকল আমার হৃদয় এবং আমিই সাধু-গণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কাহাকেও জানেন না; আমিও তাঁহাদের ব্যতীত আর কাহাকেও আমার বলিয়া জানি না।

তত্রৈব (১/১৩/১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥৬৩॥

আপনার ন্যায় ভাগবতসকল স্বয়ং তীর্থ-স্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃস্থিত ভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপদ্বারা-মলিন তীর্থসকলকে পবিত্র করেন।

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদ্গণ এক, সাধকগণ আর ॥৬৪॥
ঈশ্বরের অবতার এ-তিন প্রকার।
অংশ-অবতার, আর গুণ-অবতার ॥৬৫॥
শক্ত্যাবেশ-অবতার—তৃতীয় এমত।
অংশ-অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥৬৬॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব—তিন গুণাবতারে গণি।
শক্ত্যাবেশ—সনকাদি, পৃথু, ব্যাসমুনি ॥৬৭॥
দুইরূপে হয় ভগবানের প্রকাশ।
একে ত' প্রকাশ হয়, আরে ত' বিলাস ॥৬৮॥
একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত' ভেদ নাহি, একই স্বরূপ ॥৬৯॥
মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য 'প্রকাশ' ॥৭০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩-৪)—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্ ॥৭২॥
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্।
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥৭৩॥

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্যশক্তিবলে দুই দুইটী গোপীর মধ্যে এক একটী মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ গোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্রূপ প্রবিষ্ট হইলে, গোপীগণ অনুভব করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছেন। সেই সময় সস্ত্রীক দেবগণ ঔৎসুক্যসহকারে শত শত রথে আরোহণপূর্ব্বক আকাশমার্গে পরিদৃশ্য হইলেন। তৎপরে দুন্দুভি-নাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তত্রৈব (১০/৬৯/২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥৭৪॥

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই কৃষ্ণ এক একটী স্বরূপে গৃহে গৃহে যুগপৎ ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

লঘুভাগবতামৃতে (১/১/২১)—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥৭৫॥

একরূপে অনেক অবিকল যুগপৎ প্রকাশকে 'প্রকাশ' বলে

একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয়, 'বিলাস' তার নাম ॥৭৬॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/১/১৫)—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে ॥৭৭॥

অচিন্ত্যশক্তিবিলাসক্রমে তাঁহার স্বরূপ যখন আত্মসদৃশ-প্রায় অন্যরূপে প্রকাশিত, তখন তাহাকে 'বিলাস' বলা যায়।

যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ।
যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ ॥৭৮॥
ঈশ্বরের শক্তি হয় ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥৭৯॥
ব্রজে গোপীগণ আর সবাতে প্রধান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্বয়ং ভগবান্ ॥৮০॥
স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কায়ব্যূহ—তাঁর সম।
ভক্ত সহিতে হয় তাঁহার আবরণ ॥৮১॥
ভক্ত আদি ক্রমে কৈল সবার বন্দন।
এ-সবার বন্দন সর্ব্ব শুভের কারণ ॥৮২॥

প্রথম শ্লোকে সামান্য মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ বন্দন ॥৮৩॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥*
ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটীসূর্য্যচন্দ্র জিনি' দোঁহার নিজধাম ॥৮৫॥
সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয় ॥৮৬॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ ॥৮৭॥
সূর্য্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার ॥৮৮॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান-
তমোনাশ করি' কৈল তত্ত্ববস্তু-দান ॥৮৯॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব ॥৯০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণকর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পর্য্যন্ত কৈতবশূন্য পরম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানপ্রদ। ইহার শ্রবণেচ্ছুক ব্যক্তিগণ ইচ্ছামত ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। অতএব ভাগবত ব্যতীত অন্যশাস্ত্রের প্রয়োজন কি?।

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥৯২॥

* আদি ১ম পঃ ২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

উক্ত শ্লোকে শ্রীধরস্বামিচরণের ব্যাখ্যা—
''প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ'' ইতি ॥

তার মধ্যে মুক্তিবাঞ্ছাই প্রধান কৈতব। স্বামিপাদ তজ্জন্যই প্র-শব্দে মোক্ষের অভি-সন্ধিরূপ কৈতবরাহিত্য উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো-ধর্ম্ম ॥৯৪॥
যাঁহার প্রসাদে এই তমো হয় নাশ।
তমো নাশ করি' করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥৯৫॥
তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নামসঙ্কীর্ত্তন—সর্ব্ব আনন্দস্বরূপ ॥৯৬॥
সূর্য্য চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে।
বহির্ব্বস্তু ঘট পট আদি সে প্রকাশে ॥৯৭॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
দুই ভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥৯৮॥
এক ভাগবত বড়—ভাগবতশাস্ত্র।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥৯৯॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ ॥১০০॥
এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত—চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ ॥১০১॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয় ॥১০২॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ ॥১০৩॥
এই দুই শ্লোকে কৈল মঙ্গল বন্দন।
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন ॥১০৪॥
বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।
বিস্তারি' না বর্ণি সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে ॥১০৫॥
অনাদি-ব্যবহারসিদ্ধপ্রাচীনের স্বশাস্ত্রে উক্তি—
"মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা" ইতি ॥১০৬॥

পরিমিত সারবাক্যের উক্তিকে বাগ্মিতা বলে।

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে, পাইবে সন্তোষ ॥১০৭॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম প্রেমরসতত্ত্ব ॥১০৮॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার ॥১০৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১০॥
ইতিশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেআদিখণ্ডে গুর্ব্বাদি-বন্দন-মঙ্গলাচরণং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥১॥

যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞব্যক্তিও নানামতবাদ-রূপ কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে বন্দনা করি।

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥

হে দয়াসমুদ্র চৈতন্যদেব, কৃষ্ণবিষয়ক উচ্চকীর্ত্তন-গীত-নর্ত্তনাদি অম্বুজ-শোভিত এবং হংস-চক্রবাক-ভ্রমররূপ সাধুভক্তসকলের বিহার-স্থান, তথা সকলের কর্ণানন্দজনক স্রোতের অস্ফুট মধুরধ্বনিরূপ তোমার দীপ্তিমতী লীলামৃতভাগীরথী আমার মরুপ্রাঙ্গণস্বরূপ জিহ্বা-ক্ষেত্রে নিরন্তর বহিতে থাকুক।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥৩॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ।
বস্তু-নির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ ॥৪॥
যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥৫॥ *
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—অনুবাদ তিন।
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয় চিহ্ন ॥৬॥
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন।
সেই অর্থ কহি, শুন শাস্ত্রবিবরণ ॥৭॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, বিষ্ণু-পরতত্ত্ব।
পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ পরম মহত্ত্ব ॥৮॥
‘নন্দসুত’ বলি’ যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি ॥৯॥
প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান্ ॥১০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১১॥

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়-জ্ঞানের প্রথম প্রতীতি—ব্রহ্ম, দ্বিতীয় প্রতীতি—পরমাত্মা ও তৃতীয় প্রতীতি—ভগবান্।

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল ॥১২॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ ॥১৩॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৪॥

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্য্য-দ্বারা পৃথক্‌কৃত নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি ॥১৫॥
সেই গোবিন্দ ভজি আমি, তেঁহো মোর পতি।

* আদি ১ম পঃ ৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি ॥১৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৬/৪৭) —

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধ মন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥

দিগ্বসন, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ, শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসিসকল ব্রহ্মধাম লাভ করেন।

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয় ॥১৮॥
অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে ॥১৯॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪২) —

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব, আমি এক অংশে পরমাত্মরূপে অখিল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৯/৪২) —

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥২১॥

ভীষ্ম কহিলেন—হে কৃষ্ণ, একই সূর্য্য যেরূপ প্রতি চক্ষুর বিষয়ীভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ তোমার এক অংশরূপ পরমাত্মা প্রতি দেহীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া পৃথক্ তত্ত্বরূপে অনুমিত হন। কিন্তু যখন তাহারা তোমার আত্মকল্পিত হয় অর্থাৎ তোমার দাসরূপে আপনাদিগকে জানে, তখন আর সে ভেদমোহ থাকে না। পরমাত্মাকে তোমার অংশ জানিয়া সেইরূপ বিগত-ভেদমোহ হইয়া আমিও তোমার অজস্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলাম।

সেই ত' গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥২২॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ॥২৩॥
বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম।
'পূর্ণতত্ত্ব' যাঁরে কহে, নাহি যাঁর সম ॥২৪॥
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁহার দর্শন।
সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ ॥২৫॥
জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব।
ব্রহ্ম-আত্মরূপে তাঁরে করে অনুভব ॥২৬॥
উপাসনা-ভেদে জানি ঈশ্বর-মহিমা।
অতএব সূর্য্য তাঁর দিয়ে ত' উপমা ॥২৭॥
সেই নারায়ণ কৃষ্ণের স্বরূপ অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ ॥২৮॥
ইঁহো ত' দ্বিভুজ, তিঁহো ধরে চারি হাত।
ইঁহো বেণু ধরে, তিঁহো চক্রাদিক সাথ ॥২৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/১৪) —

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৩০॥

হে অধীশ, তুমি অখিললোকসাক্ষী। তুমি যখন দেহিমাত্রের আত্মা অর্থাৎ অত্যন্ত প্রিয়বস্তু, তখন কি তুমি আমার জনক নারায়ণ নহ? নরজাত জল-শব্দে নার, তাঁহাতে যাঁহার অয়ন, তিনিই নারায়ণ। তিনি তোমার অঙ্গ অর্থাৎ অংশ। তোমার অংশরূপ কারণাব্ধিশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী ও গর্ভোদশায়ী কেহই মায়ার অধীন নন। তাঁহারা মায়াধীশ মায়াতীত পরমসত্য।

শিশু বৎস হরি' ব্রহ্মা করি' অপরাধ।
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ ॥৩১॥
তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয়।
তুমি পিতা-মাতা, আমি তোমার তনয় ॥৩২॥
পিতা মাতা বালকের না লয় অপরাধ।
অপরাধ ক্ষম, মোরে করহ প্রসাদ ॥৩৩॥

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা, তোমার পিতা নারায়ণ।
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ॥৩৪॥
ব্রহ্মা বলেন, তুমি কি না হও নারায়ণ।
তুমি নারায়ণ—শুন তাহার কারণ ॥৩৫॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টে যত জীবরূপ।
তাহার যে আত্মা তুমি মূল-স্বরূপ ॥৩৬॥
পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয় ॥৩৭॥
'নার' শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয়।
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয় ॥৩৮॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু, শুন দ্বিতীয় কারণ ॥৩৯॥
জীবের ঈশ্বর—পুরুষাদি অবতার।
তাঁহা সবা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার ॥৪০॥
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা।
তোমার শক্তিতে তাঁরা জগৎ-রক্ষিতা ॥৪১॥
নারের অয়ন যাতে করহ পালন।
অতএব হও তুমি মূল নারায়ণ ॥৪২॥
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥৪৩॥
ইথে যত জীব, তার ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম ॥৪৪॥
তোমার দর্শনে সর্ব্ব জগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কার নাহি স্থিতি গতি ॥৪৫॥
নারের অয়ন যাতে কর দরশন।
তাহাতেও হও তুমি মূল নারায়ণ ॥৪৬॥
কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা, তোমার না বুঝি বচন।
জীব-হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ ॥৪৭॥
ব্রহ্মা কহে—জলে জীবে যেই নারায়ণ।
সে সব তোমার অংশ,—এই সত্য বচন ॥৪৮॥
কারণাব্ধি-গর্ভোদক-ক্ষীরোদকশায়ী।
মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে, তাতে সব মায়ী ॥৪৯॥
সেই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্যামী।
ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের আত্মা যে পুরুষ-নামী ॥৫০॥
হিরণ্যগর্ভের আত্মা গর্ভোদকশায়ী।
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী ॥৫১॥
এ সবার দর্শনে ত' আছে মায়াগন্ধ।
তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥৫২॥

ভাঃ ১১/১৫/১৬ শ্লোকের
ভাবার্থদীপিকায়—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।
ঈশস্য যৎ ত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎ প্রচক্ষতে ॥৫৩॥

বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ—এই সকল মায়া-সম্বন্ধীয় উপাধি। উপাধিশূন্য তত্ত্বই তুরীয় (চতুর্থ)।

যদ্যপি তিনের মায়া লইয়া ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সবে মায়া-পার ॥৫৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১১/৩৮)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥৫৫॥

প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

সেই তিন জনের তুমি পরম আশ্রয়।
তুমি মূলনারায়ণ—ইথে কি সংশয় ॥৫৬॥
সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ তোমার প্রকাশ, তুমি মূল-নারায়ণ ॥৫৭॥
অতএব ব্রহ্মবাক্যে পরব্যোম-নারায়ণ।
তেঁহ কৃষ্ণের প্রকাশ—এই তত্ত্ব-বিবরণ ॥৫৮॥
এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবত-সার।
পরিভাষা-রূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার ॥৫৯॥
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার।
এ অর্থ না জানি' মূর্খ অর্থ করে আর ॥৬০॥
অবতারী নারায়ণ, কৃষ্ণ অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার ॥৬১॥
এইমতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ ॥৬২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৬৩॥*

শুন ভাই, এই শ্লোকার্থ করহ বিচার।
এক মুখ্যতত্ত্ব, তিন তাহার প্রচার ॥৬৪॥
অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—তিন তার রূপ ॥৬৫॥
এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন।
আর এক শুন ভাগবতের বচন ॥৬৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥৬৭॥

রাম-নৃসিংহাদি, পুরুষাবতারের অংশ বা কলা। কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; দৈত্যনিপীড়িত লোককে যুগে যুগে ইঁহারা রক্ষা করেন।

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন ॥৬৮॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যাঁর যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয় ॥৬৯॥
অবতার সব—পুরুষের কলা-অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥৭০॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান।
পরব্যোমে-নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥৭১॥
তেঁহ আসি' কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি—কি আর বিচার ॥৭২॥
তারে কহে—কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ ॥৭৩॥

আলঙ্কারিক-ন্যায় একাদশীতত্ত্বে (১৩)—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥

আলঙ্কারিক-বিচারমতে অপরিজ্ঞাত বিষয়কে 'বিধেয়' ও পরিজ্ঞাত বস্তুকে 'অনুবাদ' বলে। 'এই বিপ্র পণ্ডিত' এই উক্তিতে 'এই ব্যক্তি বিপ্র' ইহা সকলেই জানেন, অতএব ইহা অনুবাদ। 'বিপ্র যে পণ্ডিত' ইহা সকলে জানে না, অতএব তাহা বিধেয়; অনুবাদ না বলিয়া যিনি বিধেয় অগ্রে বলেন, তাঁহার বাক্যের আশ্রয় না থাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না।

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাদ্বিধেয় ॥৭৫॥
'বিধেয়' কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত ॥৭৬॥
যৈছে কহি,—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য ॥৭৭॥
বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাত ॥৭৮॥
তৈছে ইঁহ অবতার, সব তাঁর জ্ঞাত।
কার অবতার—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥৭৯॥
'এতে' শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয় সংবাদ ॥৮০॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥৮১॥
অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ং ভগবত্তা' পিছে বিধেয় সংবাদ ॥৮২॥
কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং-ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য ॥৮৩॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥৮৪॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং-ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা ব্যাখ্যান ॥৮৫॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥৮৬॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ ॥৮৭॥
যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥৮৮॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥৮৯॥

* আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন ॥৯০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১০/১-২)—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥৯১॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥৯২॥

এই ভাগবত-শাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—এই দশটি বিষয় বিবৃত হইয়াছে। দশম তত্ত্ব যে আশ্রয়—তাহার বিশুদ্ধ আলোচনার জন্য পূর্ব্ব নয়টি লক্ষণ মহাত্মাগণ কোন স্থলে স্তুতি ও আখ্যানচ্ছলে এবং কোন স্থলে সাক্ষাৎ বিচার দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উৎপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ ॥৯৩॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥৯৪॥

ভাঃ ১০/১/১ শ্লোকের ভাবার্থদীপিকায়—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥৯৫॥

দশমস্কন্ধে আশ্রিতগণের আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লক্ষিত হইয়াছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরমধাম ও জগদ্ধামকে আমি নমস্কার করি।

কৃষ্ণের স্বরূপ, আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥৯৬॥
কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥৯৭॥
অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্ম দুই ত' প্রকার ॥৯৮॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি' ॥৯৯॥
এই ছয়-রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপে, নাহি কিছু ভেদ ॥১০০॥
চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥১০১॥
মায়াশক্তি, বহিরঙ্গা, জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥১০২॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য, নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি, তার বিভেদ অনন্ত ॥১০৩॥
এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥১০৪॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয় ॥১০৫॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥১০৬॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১০৭॥

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভালমতে।
তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ॥১০৮॥
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥১০৯॥
অতএব চৈতন্য-গোসাঞি পরতত্ত্ব-সীমা।
তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ॥১১০॥
সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভব তাঁতে, যাতে অবতারী ॥১১১॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমতে কহে, যেমন যার মতি ॥১১২॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥১১৩॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥১১৪॥
কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী ॥১১৫॥

সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' এক মন ॥১১৬॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥১১৭॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥১১৮॥
চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে।
কৃষ্ণের মহিমা কহি করিয়া বিস্তারে ॥১১৯॥
চৈতন্য-গোসাঞির এই তত্ত্ব-নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১২০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তু-নির্দ্দেশ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥১॥

যাঁহার পদাশ্রয়-শক্তি-বলে অজ্ঞব্যক্তিও শাস্ত্ররূপ আকরসমূহ হইতে সিদ্ধান্তরূপ উৎকৃষ্ট মণি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ ॥৩॥

বিদগ্ধমাধবে (১/২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥৪॥ *

পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥৫॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার ॥৬॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥৭॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর ॥৮॥
'বৈবস্বত' নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥৯॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥১০॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার—চারি রস।
চারি ভাবের ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ ॥১১॥
দাস-সখা-পিতামাতা-প্রেয়সীগণ লঞা।
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥১২॥
যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান।
অন্তর্দ্ধান করি' মনে করে অনুমান ॥১৩॥
চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান ॥১৪॥
সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥১৫॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১৬॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা ॥১৭॥
সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য ॥১৮॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥১৯॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে ॥২০॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥২১॥

---

* আদি ১ম পঃ ৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৭)—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥২২॥

হে অর্জ্জুন, যখন যখন ধর্ম্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখন আমি আপনাকে প্রকট করি।

তত্রৈব (৪/৮)—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥২৩॥

সাধুদিগের পরিত্রাণ দুষ্কৃতদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি প্রতিযুগে প্রকাশিত হই।

তত্রৈব (৩/২৪)—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

যদি আমি কর্ম্মাচরণদ্বারা কর্ম্ম ব্যবস্থা না রক্ষা করি, তবে এই লোক উৎসন্ন হয় এবং সাঙ্কর্য্যের কারণ হইয়া আমিই প্রজা-বিনাশক হইয়া পড়ি।

তত্রৈব (৩/২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২৫॥

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, তাহাই অপর ব্যক্তি অনুকরণ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ যাহাকে 'প্রমাণ' বলেন সকলেই তাহাতে অনুবর্ত্তমান (অনুরত) হন।

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥২৬॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/৩৭)
বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো-ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥২৭॥

ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন না কেন, কৃষ্ণ ব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছে ?

তাহাতে আপন ভক্তগণ করি' সঙ্গে।
পৃথিবীতে অবতরি' করিমু নানা রঙ্গে ॥২৮॥
এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায় ॥২৯॥
চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার ॥৩০॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥৩১॥
প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম ॥৩২॥
ডুভৃঞ্ ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥৩৩॥
শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য ॥৩৪॥
তাঁর যুগাবতার জানি' গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয় ॥৩৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

তোমার এই বালক শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ অন্য তিনযুগে ধারণ করেন; অধুনা দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥৩৭॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম ॥৩৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৩৯॥

দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাস, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী, শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত—এইরূপে উপলক্ষিত হন।

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥৪০॥

তপ্তহেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গম্ভীর ॥৪১॥
দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারি হস্ত হয় 'মহাপুরুষ' বিখ্যাত ॥৪২॥
'ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম।
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল-তনু চৈতন্য গুণধাম ॥৪৩॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমললোচন।
তিলফুল-জিনি-নাসা, সুধাংশু-বদন ॥৪৪॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব্বভূতে সম ॥৪৫॥
চন্দনের অঙ্গদ-বালা, চন্দন-ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥৪৬॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্রনামে কৈল তাঁর নাম গণন ॥৪৭॥
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি চারি নাম বিশেষ ॥৪৮॥

মহাভারতে দানধর্ম্মে, (১২৭)

বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে (৯২ ও ৯৫) —

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥৪৯॥

সুবর্ণবর্ণ, গলিত-হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দন মালা শোভিত—এই চারিটি গৃহস্থলীলায় লক্ষিত। সন্ন্যাসাশ্রমী, হরি-রহস্যালোচনরূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরিকীর্ত্তন-রূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদী অভক্ত-নিবৃত্তি-কারিণী শান্তিলব্ধ মহাভাব-পরায়ণ।

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন সার ॥৫০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৫১॥

যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-বর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর, সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।

শুন, ভাই, এই সব চৈতন্য-মহিমা।
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥৫২॥
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তিঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥৫৩॥
কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥৫৪॥
কেহ তাঁরে বলে যদি কৃষ্ণ-বরণ।
আর বিশেষণে তারে করে নিবারণ ॥৫৫॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ ॥৫৬॥

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (১)—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫৭॥

শ্রীরাধিকার ভাবরূপ দ্যুতির আতিশয্যক্রমে অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌররূপপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তনময় যজ্ঞ দ্বারা পণ্ডিত-সকল কলিকালে স্পষ্টরূপে অভিযজন করেন। তিনি সন্ন্যাসান্তর্গত পারমহংস্যরূপ চতুর্থাশ্রম-সেবিগণের একমাত্র উপাস্যতত্ত্ব। সেই চৈতন্যাকৃতি পরমপুরুষ শীঘ্র আমাদের প্রতি যথেষ্ট কৃপা করুন।

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥৫৮॥
জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥৫৯॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥৬০॥
বাহু তুলি' হরি বলি' প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥৬১॥

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (৮)—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।
পদালম্ভঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৬২॥

যাঁহার হাসিমাখা দৃষ্টি জগতের শোক সম্পূর্ণরূপে দূর করে, যাঁহার বাক্যারম্ভ কুশলসমূহের বল্লীরূপ ভক্তিলতাকে পল্লবিত করে ও যাঁহার চরণাশ্রয় সমস্ত প্রেমরহস্য প্রণয়ন করে, সেই চৈতন্যাকৃতি পরমপুরুষ আমাদের প্রতি প্রচুর কৃপা করুন।

শ্রীঅঙ্গ, শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন ॥৬৩॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥৬৪॥

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (১)—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

মানবশরীরধারী শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের প্রণয়-গৃহীতা শ্রীচৈতন্যদেব সকলজীবের সর্ব্বদা উপাস্য। স্বীয় ভক্তদিগকে বিশুদ্ধ স্বভজনমুদ্রা উপদেশ করিতে করিতে সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন?

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্যসাধন।
'অঙ্গ' শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥৬৬॥
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান ॥৬৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূ-জলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥৬৮॥ *

জলশায়ী অন্তর্যামী যেই নারায়ণ।
সেহো তোমার অংশ, তুমি মূল নারায়ণ ॥৬৯॥
'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়াকার্য্য নহে—সব চিদানন্দময় ॥৭০॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ॥৭১॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥৭২॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥৭৩॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বুলেন কীর্ত্তন করিয়া ॥৭৪॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥৭৫॥
সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥৭৬॥
সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥৭৭॥
কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥৭৮॥
'ভাগবতসন্দর্ভ'-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
এ-শ্লোক জীবগোসাঞি করিয়াছেন ব্যাখ্যানে ॥

তত্ত্বসন্দর্ভে (২)—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈভব-লক্ষিত, ভিতরে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, বাহে গৌরস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন।
কৃপা করি' ব্যাস প্রতি করিয়াছেন কথন ॥৮১॥

উপপুরাণে—

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥৮২॥

হে ব্রহ্মন, কোন বিশেষ কলিযুগে আমি

* আদি ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ।
চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট প্রমাণ ॥৮৩॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥৮৪॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ ॥৮৫॥

আলবন্দারু যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে (১৫)—
ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥৮৬॥

হে ভগবন্, তোমার অবতারতত্ত্বজ্ঞ পরমার্থবিৎ ব্যাসাদি ভক্তগণ প্রবল সাত্ত্বিকশাস্ত্র দ্বারা তোমার শীল, রূপ, চরিত্র ও পরম সাত্ত্বিকভাব লক্ষ্য করিয়া তোমাকে জানিতে পারেন, কিন্তু রাজস ও তামস-গুণবিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি জীবগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥৮৭॥

আলবন্দারু যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে (১৮)—
উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥৮৮॥

হে ভগবন্, দেশ, কাল, চিন্তা —এই তিনটী সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গূঢ়স্বভাব সম ও অতিশয় শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। মায়াবল দ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর, কিন্তু তোমার অনন্যভক্তগণ সর্ব্বদা তোমাতে দর্শন করিতে যোগ্য হন।

অসুরস্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি জানে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে ॥৮৯॥

পদ্মপুরাণে—
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥৯০॥

এই লোকে 'দৈব' ও 'আসুর' ভেদে দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণুভক্তগণ 'দৈব' এবং যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয়, তাহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব।

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥৯১॥
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার।
প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার ॥৯২॥
পিতা মাতা গুরু আদি যত মান্যগণ।
প্রথমে করেন সবার পৃথিবীতে জনম ॥৯৩॥
মাধব-ঈশ্বর-পুরী, শচী, জগন্নাথ।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রকট হৈলা সেই সাথ ॥৯৪॥
প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার।
কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥৯৫॥
কেহ পাপে, কেহ পুণ্যে করে বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ ॥৯৬॥
লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়।
বিচার করেন, লোকের কৈছে হিত হয় ॥৯৭॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার।
আপনি আচরি' ভক্তি করেন প্রচার ॥৯৮॥
নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ॥৯৯॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন ॥১০০॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥১০১॥
কৃষ্ণ বশ করিবেন কোন্ আরাধনে।
বিচারিতে এক শ্লোক আইল তাঁর মনে ॥১০২॥

বিষ্ণুধর্ম্ম-বচন ও গৌতমীয়-তন্ত্র-বাক্য—
তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥

তুলসীদল ও গণ্ডূষমাত্রজল তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাৎসল্যবশতঃ ভক্তের নিকট বিক্রীত হন।

এ শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ॥১০৪॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥১০৫॥
তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি' আচার্য্য করেন আরাধন ॥১০৬॥
গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥১০৭॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার ॥১০৮॥
চৈতন্যের অবতার এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু ॥১০৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৯/১১)—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥১১০॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার ॥১১১॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল সুনিশ্চিতে।
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে ॥১১২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে আশীর্ব্বাদ-মঙ্গলাচরণে চৈতন্যাবতার-সামান্যকারণং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥

অজ্ঞব্যক্তিও শ্রীচৈতন্যপ্রসাদে শাস্ত্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করিতে সমর্থ হন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৩॥
মূল-শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস ॥৪॥
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার ॥৫॥
সত্য এই হেতু, কিন্তু এহো বহিরঙ্গ।
আর এক হেতু, শুন, আছে অন্তরঙ্গ ॥৬॥
পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥৭॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করেন জগৎ-পালন ॥৮॥
কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল।
ভারহরণ-কাল তাতে হইল মিশাল ॥৯॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাঁতে আসি' মিলে ॥১০॥
নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, মৎস্যাদ্যবতার।
যুগ-মন্বন্তরাবতার, যত আছে আর ॥১১॥
সবে আসি' কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥১২॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর-সংহারে ॥১৩॥

আনুষঙ্গ-কর্ম্ম এই অসুর-মারণ।
যে লাগি' অবতার, কহি সে মূল কারণ ॥১৪॥
প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ-ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥১৫॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥১৬॥
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥১৭॥
আমারে ঈশ্বর মানে, আপনাকে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥১৮॥
আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোর স্বভাবে ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২০॥

হে পার্থ, যিনি আমাকে যেভাবে উপাসনা করেন, আমি তাঁহার নিকট সেইভাবে প্রাপ্য হই; সকল মানবই আমার বর্ত্ম অর্থাৎ মৎপ্রদর্শিত পথের অনুগামী।

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ॥২১॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥২২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮২/৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥২৩॥

আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ! আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ, তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন পালন ॥২৪॥
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক,—তুমি আমি সম ॥২৫॥
প্রিয়া যদি মান করি' করয়ে ভর্ৎসন।
বেদ স্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন ॥২৬॥
এই শুদ্ধাভক্তি লঞা করিমু অবতার।
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার ॥২৭॥
বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥২৮॥
মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপনপ্রভাবে ॥২৯॥
আমিহ না জানি তাহা, না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন ॥৩০॥
ধর্ম্ম ছাড়ি' রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে, কভু না মিলে,—দৈবের ঘটন ॥৩১॥
এই সব রসনির্যাস করিব আস্বাদ।
এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ ॥৩২॥
ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি' ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ॥৩৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩৬)—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥

ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য ভগবান্ নরদেহ প্রকটপূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করতঃ তদধিকারী ভক্তজন সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন।

'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ্, সেই ইহা কয়।
কর্ত্তব্য অবশ্য এই, অন্যথা প্রত্যবায় ॥৩৫॥
এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ।
অসুরসংহার—আনুষঙ্গ প্রয়োজন ॥৩৬॥
এইমত চৈতন্য-কৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান্।
যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম ॥৩৭॥
কোন কারণে যবে হৈল অবতারে মন।
যুগধর্ম্ম-কাল হৈল সে কালে মিলন ॥৩৮॥
দুই হেতু অবতরি' লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম-নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৩৯॥
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে।
নাম-প্রেমমালা গাঁথি' পরাইল সংসারে ॥৪০॥

এইমত ভক্তভাব করি' অঙ্গীকার।
আপনি আচরি' ভক্তি করিল প্রচার ॥৪১॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি প্রেম, চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার ॥৪২॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি' মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ-আস্বাদনে ॥৪৩॥
তটস্থ হইয়া হৃদি বিচার যদি করি।
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥৪৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/৫/৩৮)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদুবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥৪৫॥

উল্লাসময়ী রতি উত্তরোত্তর আস্বাদনবিশেষ প্রতীত হয়। সেই রতি স্থলবিশেষে বাসনাক্রমে পরমাস্বাদন-বিশেষ হইয়া মধুর-রস-রূপে প্রকাশ পায়।

অতএব মধুর রস কহি তার নাম।
স্বকীয়া-পরকীয়া-রূপে দ্বিবিধ সংস্থান ॥৪৬॥
পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥৪৭॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি ॥৪৮॥
প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ-কারণ ॥৪৯॥
অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি'।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি ॥৫০॥

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (২)—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্যাসঃ প্রেম্ণো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

দেবতাদিগের পক্ষে দুর্গম, উপনিষদ্গণের কষ্টগম্য, মুনিগণের সর্ব্বস্ব, প্রণতপটলীভক্তগণের মধুরিমা, ব্রজযুবতীগণের নয়নগত প্রেমের নির্যাস-বস্তুস্বরূপ, সেই চৈতন্যচন্দ্র কি পুনরায় আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন ?

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৫২॥

যে কৌতুকী কৃষ্ণ প্রণয়িজনের রসসমূহ আস্বাদন করতঃ অপার (অসীম) কোন এক প্রকার মধুর-রসবিশেষ ভোগ করিবার আশয়ে নিজবর্ণ গোপন করতঃ শ্রীরাধার দ্যুতি স্বীকারপূর্ব্বক চৈতন্যাকৃতিতে প্রকট হইয়াছেন, তিনি আমাদিগকে বিশেষ কৃপা করুন।

ভাবগ্রহণের হেতু করিল ধর্ম্ম স্থাপন।
তার মুখ্য হেতু কহি, শুন সর্ব্বজন ॥৫৩॥
মূল হেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস।
এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ ॥৫৪॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥ *

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি' ॥৫৬॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঞি ॥৫৭॥
ইথি লাগি' আগে কহি তাহার বিবরণ।
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন ॥৫৮॥
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার ॥৫৯॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥৬০॥
সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥৬১॥

* আদি ১ম পঃ ৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥৬২॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১/২/৬৯) ধ্রুবের উক্তি—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥

হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধব্যাপারই চিন্ময় । মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকারী' ও 'মিশ্রা'—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা।

সন্ধিনীর সার অংশ—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥৬৪॥
মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥৬৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৩/২৩)—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥৬৬॥

শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন,—ভগবানের স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনী-প্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম 'বসুদেব'। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি জড়ীয় ও মায়িক—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি । তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীর নিত্যকার্য্য।

কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥৬৭॥
হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম 'মহাভাব' ॥৬৮॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥৬৯॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধা-প্রকরণে (২/২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥৭০॥

ব্রজবিলাসিনী গোপীগণের মধ্যে চন্দ্রাবলী ও রাধিকা শ্রেষ্ঠা; আবার, সেই দুয়ের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা । তিনি মহাভাবস্বরূপা, তাঁহার তুল্য গুণ আর কোন গোপীকারই নাই।

কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়-কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায় ॥৭১॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৭২॥

আনন্দচিন্ময়রস দ্বারা প্রতিভাবিত যে গোপীসকল, তাঁহাদের সহিত স্ব-স্বরূপে অখিলাত্মভূত আদিপুরুষ গোবিন্দ গোলোকে নিত্য নিবাস করেন, তাঁহাকে আমি ভজনা করি।

কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস আস্বাদন।
ক্রীড়ার সহায় যৈছে, শুন বিবরণ ॥৭৩॥
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার।
এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর ॥৭৪॥
ব্রজাঙ্গনা-রূপ, আর কান্তাগণ-সার।
শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার ॥৭৫॥
অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার।
অংশিনী রাধা হৈতে তিন গণের বিস্তার ॥৭৬॥
বৈভবগণ যেন তাঁর অঙ্গ-বিভূতি।
বিম্ব-প্রতিবিম্ব-রূপ মহিষীর ততি ॥৭৭॥

লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব-বিলাসাংশরূপ।
মহিষীগণ প্রাভব-প্রকাশস্বরূপ ॥৭৮॥
আকার-স্বরূপ-ভেদে ব্রজদেবীগণ।
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥৭৯॥
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি' বহু ত' প্রকাশ ॥৮০॥
তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে ॥৮১॥
গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি ॥৮২॥

বৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্র-বাক্যে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥৮৩॥

পরদেবতা রাধিকাদেবী 'সাক্ষাৎকৃষ্ণময়ী', 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', 'সর্ব্বকান্তি', 'কৃষ্ণসম্মোহিনী' ও 'পরাশক্তি' বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

'দেবী' কহি দ্যোতমানা, পরমা সুন্দরী।
কিংবা, কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতি নগরী ॥৮৪॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে ॥৮৫॥
কিংবা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥৮৬॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে ॥৮৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩০/২)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৮৮॥

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে।

অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম-দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব-জগতের মাতা ॥৮৯॥
'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তিঁহো হন অধিষ্ঠান ॥৯০॥
কিংবা, 'সর্ব্বলক্ষ্মী'—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।
তাঁর অধিষ্ঠাত্রী শক্তি—সর্ব্বশক্তিবর্য্য ॥৯১॥
সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-কান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে।
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে ॥৯২॥
কিংবা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে।
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে ॥৯৩॥
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিত পূরণ।
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ বিবরণ ॥৯৪॥
জগৎমোহন কৃষ্ণ, তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী ॥৯৫॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ ॥৯৬॥
মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে—যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥৯৭॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥৯৮॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি'।
রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি' ॥৯৯॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
এই ত' পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার ॥১০০॥
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ।
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস ॥১০১॥
অবতরি' প্রভু প্রচারিল সঙ্কীর্ত্তন।
এহো বাহ্য হেতু, পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন ॥১০২॥
অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ।
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ ॥১০৩॥
অতি গূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধ প্রকার।
দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥১০৪॥
স্বরূপ-গোসাঞি—প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ ॥১০৫॥
রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি প্রভুর অন্তর।
সেইভাবে সুখ-দুঃখ উঠে নিরন্তর ॥১০৬॥

শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময়-বাদ ॥১০৭॥
রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
সেই ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি-দিনে ॥১০৮॥
রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি'।
আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি' ॥১০৯॥
যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর।
সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥১১০॥
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে।
আগে ইহা বিবরিব করিয়া বিস্তারে ॥১১১॥
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম।
কৌমার, পৌগণ্ড, আর কৈশোর অতিমর্ম্ম ॥
বাৎসল্য-আবেশে কৈল কৌমার সফল।
পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল ॥১১৩॥
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস।
বাঞ্ছা ভরি' আস্বাদিল রসের নির্যাস ॥১১৪॥
কৈশোর-বয়সে কাম, জগৎসকল।
রাসাদি-লীলায় তিন করিল সফল ॥১১৫॥

বিষ্ণুপুরাণে (৫/১৩/৫৯) —

সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥১১৬॥

অমঙ্গল-শূন্য শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর-বয়সে রজনী-যোগে স্ত্রীগণ মধ্যস্থিত হইয়া বিহার করতঃ কৈশোর-বয়সকে বিশেষ সম্মান করিয়াছেন। মহাভাবময়ী রাধা ও ভাবময়ী গোপীগণের মধ্যস্থিত পরমচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণই কূটস্থ তত্ত্ব।

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/২৩১) —

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্‌কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥

এই কৃষ্ণ প্রগল্ভতা-সহকারে পূর্ব্বরজনীর রতিকলাসম্বন্ধীয় বাক্য দ্বারা শ্রীরাধিকার নয়নদ্বয়কে লজ্জার দ্বারা আবৃতপ্রায় করিয়া, তাঁহার স্তনযুগলে চিত্রকেলিভ্রমরাদি চিত্রিত করতঃ সখীদিগের মধ্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবম্ভুত রসক্রীড়া দ্বারা কুঞ্জে বিহার করতঃ হরি কৈশোর-বয়স সফল করিয়া থাকেন।

বিদগ্ধমাধবে (৭/৩) —

পৌর্ণমাসীর প্রতি শ্রীবৃন্দাদেবীর উক্তি —

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যম্
মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি
র্মকরাঙ্কস্তুবিশেষতস্তদাত্র ॥১১৮॥

হে সখি, যদি মথুরায় হরি ও মধুরনয়নী রাধিকা প্রকট না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত সৃষ্টি, বিশেষতঃ কন্দর্প সর্গ বিফল হইত।

এইমত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের সদন।
যদ্যপি করিল রস-নির্যাস-চর্ব্বণ ॥১১৯॥
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ।
তাহা আস্বাদিতে যদি করিল যতন ॥১২০॥
তাঁহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান।
কৃষ্ণ কহে,—আমি হই রসের নিদান ॥১২১॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥১২২॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল ॥১২৩॥
রাধিকা প্রেমগুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥১২৪॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৮/৭৭) —

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি হরেঃ পাদমূলাৎ কুতোঽসৌ
কুণ্ডারণ্যে কিমিহ কুরুতে নৃত্যশিক্ষাং গুরুঃ কঃ।
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥

'হে প্রিয়সখি বৃন্দে, তুমি কোথা হইতে অসিতেছ?' 'রাধে, কৃষ্ণপাদমূল হইতে আসিতেছি।' 'কৃষ্ণ কোথায়?'

'কুণ্ডারণ্যে (রাধা-কুণ্ড-কাননে)।' 'তিনি কি করিতেছেন?' 'নৃত্যশিক্ষা করিতেছেন।' 'নৃত্য শিক্ষার গুরু কে?' 'তোমার মূর্ত্তি দিগ্বিদিকে প্রতি তরুলতায় স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া শৈলূষী অর্থাৎ বাজিকরের ন্যায় আপনার পাছে পাছে নৃত্য করিতেছে; তাহারই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন।' এইটী প্রশ্নোত্তরময় শ্লোক।

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহ হইতে কোটিগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ ॥১২৬॥
আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্ম্মময় ॥১২৭॥
রাধা-প্রেমা বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঞি।
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই ॥১২৮॥
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত।
তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত ॥১২৯॥
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর।
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য, বক্র ব্যবহার ॥১৩০॥

দানকেলিকৌমুদীতে (২)—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥১৩১॥

রাধিকার অনুরাগ বিভু অর্থাৎ শেষ-সীমাবিশিষ্ট হইয়াও সর্ব্বদা বর্দ্ধনশীল, অত্যন্ত গুরু হইয়াও গৌরবাচরণ-বিহীন, শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইয়াও মুহুর্মুহুঃ বক্রগতিবিশিষ্টা; এইরূপ কৃষ্ণে যে রাধিকার অনুরাগ, তাহা জয়যুক্ত হউক।

সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়' ॥১৩২॥
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ ॥১৩৩॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি, কি করি উপায় ॥১৩৪॥
কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয়।
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয় ॥১৩৫॥
এত চিন্তি' রহে কৃষ্ণ পরমকৌতুকী।
হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম-লোভ ধক্ধকি ॥১৩৬॥
এই এক, শুন আর লোভের প্রকার।
স্বমাধুর্য্য দেখি' কৃষ্ণ করেন বিচার ॥১৩৭॥
অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥১৩৮॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥১৩৯॥
যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎপ্রেমদর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ ॥১৪০॥
আমার মাধুর্য্য নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ-দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে ॥১৪১॥
মন্মাধুর্য্য রাধার প্রেম—দোঁহে হোড় করি'।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে, কেহ নাহি হারি ॥১৪২॥
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥১৪৩॥
দর্পণাদ্যে দেখি' যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ, আস্বাদিতে নারি ॥১৪৪॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥১৪৫॥

ললিতমাধবে (৮/৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥১৪৬॥

কৃষ্ণ কহিলেন,—আহা! এই প্রগাঢ়-মাধুর্য্য-চমৎকারকারী অবিচারিত-পূর্ব্ব চিত্রিত শ্রেষ্ঠ পুরুষটী কে? ইঁহাকে দৃষ্টি করিয়া আমি ক্ষুব্ধচিত্তে দেখিতেছি এবং বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে রাধিকার ন্যায় ইচ্ছা করিতেছি।

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণআদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥১৪৭॥

শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥১৪৮॥
এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥১৪৯॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধিরে নিন্দন।
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন ॥১৫০॥
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥১৫১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮২/৩৯)—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥১৫২॥

গোপীগণ বহুদিনের বাঞ্ছনীয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তদ্দর্শনসময়ে, চক্ষের নিমেষসৃষ্টিকারী বিধাতাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এবং দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা হৃদয়ে সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট আলিঙ্গন করতঃ পরমভাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই ভাব ব্রহ্মধ্যাতা যোগিদিগেরও অপ্রাপ্য।

তত্রৈব (১০/৩১/১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১৫৩॥

গোপীগণ কহিলেন,—হে কৃষ্ণ, তুমি দিবাভাগে যখন বনে গমন কর, তখন তোমার কুটিল-কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ না দেখিয়া আমাদের এক এক ত্রুটি-কালও যুগস্বরূপ হইয়া পড়ে। তোমার মুখদর্শক যে আমাদের চক্ষু, তাহাতে যে বিধাতা পলক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া স্থির করি।

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রে ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্ ॥১৫৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২১/৭)—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষমোক্ষম্ ॥১৫৫॥

গোপীগণ কহিলেন,—হে সখিগণ, গাভিগণসহ বয়স্যগণ-বেষ্টিত হইয়া নন্দনন্দনদ্বয় যখন বনে প্রবেশ করেন তখন তাঁহাদের বেণুগীতযুক্ত এবং অনুরক্তজনের প্রতি কটাক্ষকারী বদন যাঁহারা চক্ষের দ্বারা সেবন করেন, তাঁহারই ধন্য। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট লাভ আর দেখা যায় না।

তত্রৈব (১০/৪৪/১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১৫৬॥

মথুরাবাসিনীগণ কহিলেন,—আহা! গোপীগণ কি তপস্যই করিয়াছেন! শ্রী, ঐশ্বর্য্য ও যশসমূহের একান্ত আশ্রয়, দুর্লভ, স্বতঃসিদ্ধ, সমানাধিক-রহিত, লাবণ্য-সাররূপ এই শ্রীকৃষ্ণবদনামৃত তাঁহারা নয়নদ্বারা নিরন্তর পান করেন।

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥১৫৭॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥
এই ত' দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ।
তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ ॥১৫৯॥
অত্যন্তনিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত।
স্বরূপ-গোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ॥১৬০॥
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো তাঁহা হৈতে।
চৈতন্য-গোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম্ম যাতে ॥
গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম, কভু নহে কাম ॥১৬২॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৮৩,২৮৪)

গৌতমীয়তন্ত্র-বাক্য—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥

গোপরামাদিগের শুদ্ধপ্রেমকেই 'কাম' বলিয়া আখ্যা দেওয়া প্রথা হইয়াছে। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদিও ঐ প্রেমের পিপাসু।

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥১৬৪॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥১৬৫॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল॥১৬৬॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥১৬৭॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন॥১৬৮॥
সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখহেতু করে প্রেম-সেবন॥১৬৯॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্র যৈছে নাহি কোন দাগ॥১৭০॥
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর॥১৭১॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি' মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥১৭২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥১৭৩॥

গোপীগণ কহিলেন,—হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণকমল আমাদের কর্কশ স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি, সেই চরণদ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা সূক্ষ্ম পাষাণাদিদ্বারা ক্ষত হওয়ায় অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবনস্বরূপ তুমি, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু করে সব ব্যবহার॥১৭৪॥
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥১৭৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২১)—

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ॥১৭৬॥

হে গোপীগণ, আমার জন্য তোমারা লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ও বান্ধবসকল পরিত্যাগ করিয়াছ; তথাপি আমাতে তোমাদের অধিকতর অনুবৃত্তি হইবে বলিয়া আমি তিরোহিত হইয়াছিলাম। হে প্রিয়াগণ, তোমাদের প্রিয়সাধনে প্রবৃত্ত যে আমি, আমার প্রতি দোষারোপ করিও না।

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এক আছে পূর্ব্ব হৈতে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে॥১৭৭॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥১৭৮॥*

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর ভজনে।
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ-শ্রীমুখবচনে॥১৭৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥১৮০॥

হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহুজীবনেও আমি নিজ

* আদি ৪র্থ পঃ ২০সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সৎকার দ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না; যেহেতু, তোমরা অতি কঠিন সংসারশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ কার্য্য দ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি', জানিহ নিশ্চিত ॥১৮১॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ ॥১৮২॥
এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি' করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ ॥১৮৩॥

লঘুভাগবতামৃতে (২/৪০)
আদিপুরাণ বচন—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনম্ ॥

যে গোপীসকল তাঁহাদের নিজশরীর কৃষ্ণের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে যত্ন প্রকাশ করেন, হে পার্থ, সেই গোপীগণ অপেক্ষা আমার প্রেমভাজন আর কেহই নাই।

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব ॥১৮৫॥
গোপীগণ করেন যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ ॥১৮৬॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয় ॥১৮৭॥
তাঁ-সবার নাহি নিজসুখ-অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ, পড়িল বিরোধ ॥১৮৮॥
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান।
গোপিকার সুখে কৃষ্ণসুখ-পর্য্যবসান ॥১৮৯॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা।
সে মাধুর্য্য বাড়ে নাহিক সমতা ॥১৯০॥
আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ।
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গমুখ ॥১৯১॥
গোপী-শোভা দেখি' কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত।
কৃষ্ণ-শোভা দেখি' গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥
এইমত পরস্পর পড়ে হুড়াহুড়ি।
পরস্পর বাড়ে, কেহ মুখ নাহি মুড়ি ॥১৯৩॥
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপী-রূপ-গুণে।
তাঁর সুখে সুখবৃদ্ধি হয়ে গোপীগণে ॥১৯৪॥
অতএব সেই সুখ কৃষ্ণ-সুখ পোষে।
এই হেতু গোপী-প্রেমে নাহি কাম-দোষে ॥১৯৫॥

স্তবমালায় কেশবাষ্টকে (৮)—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিনদেশতঃ কেশবম্ ॥

বন হইতে ব্রজে আসিতেছেন যে কেশব, তাঁহাকে আমি ভজনা করি। তিনি মৃদুহাস্য যুক্ত নটনশীলভঙ্গীশতদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে অর্চ্চিত হইয়াছেন। সেই গোপীগণের স্তনস্তবকে ভ্রমরতুল্য তাঁহার নয়নের প্রান্তভাগ বিচরণ করিতেছে।

আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন।
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥১৯৭॥
গোপীপ্রেমে করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি।
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হঞা মহাতুষ্টি ॥১৯৮॥
প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ।
তাঁহা নাহি নিজ সুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ ॥১৯৯॥
নিরুপাধি প্রেম যাহাঁ, তাহাঁ এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি ॥২০০॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ॥

ভঃ রঃ সিঃ (৩/২/৬২)—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥২০২॥

শ্রীকৃষ্ণকে চামর ব্যজন করিবার সময় প্রেমানন্দ-জনিত দেহের জড়তাকে সেবার বাধাকর জানিয়া দারুক অভিনন্দন করিলেন না।

ভঃ রঃ সিঃ (২/৩/৫৪)—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপিবাষ্পপূরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥২০৩॥

পদ্মলোচনী কৃষ্ণভামিনী কৃষ্ণদর্শনের বাধাকর নেত্রজলবর্ষণশীল আনন্দকে অতিশয় নিন্দা করিলেন।

আর শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণপ্রেম-সেবা বিনে।
স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে ॥২০৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/১১-১২)—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

আমার গুণশ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী যে আমি, আমাতে সমুদ্রপ্রবিষ্ট গঙ্গাজলের ন্যায় যে মনের অবিচ্ছিন্না অবস্থার উদয় হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। পুরুষোত্তমস্বরূপে আমাতে সেই ভক্তি অহৈতুকী ও অব্যবহিতা। অহৈতুকী—হেতুরহিতা, স্বতঃসিদ্ধা; অব্যবহিতা—ব্যবধান বা অবান্তর-ফলানুসন্ধান-রহিতা।

তত্রৈব (৩/২৯/১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (ঐশ্বর্য্যসম্পত্তি), সামীপ্য (নৈকট্যলাভ), সারূপ্য (চতুর্ভুজাকার), একত্ব (সাযুজ্য বা অভেদগতি) প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না; যেহেতু আমার অপ্রাকৃতসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই।

তত্রৈব (৯/৪/৬৭)—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥

আমার সেবাদ্বারা সালোক্যাদি-মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং আগত হইলেও আমার সেবাতে পূর্ণমনা হইয়া শুদ্ধভক্ত যখন সে সমুদয় গ্রহণ করেন না, তখন মায়িকভোগ ও সাযুজ্যমুক্তি—যাহা কালের দ্বারা অতি সত্বরে নষ্ট হয়, তাহা কেন ইচ্ছা করিবেন? সাযুজ্যমুক্তি দ্বারা জীবের সত্তা কাল-কবলে পতিত হয়; অতএব ভুক্তি ও সাযুজ্য-মুক্তি, ইহাদের স্থায়িত্ব নাই।

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥২০৯॥
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী।
গোপিকা হয়েন প্রিয়া শিষ্যা, সখী, দাসী ॥২১০॥
গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত।
প্রেমসেবা-পরিপাটি, ইষ্টসমীহিত ॥২১১॥

আদিপুরাণবচন—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন ॥

গোপীসকল আমার সর্ব্বস্ব—তাঁহারা আমার সহায় অর্থাৎ প্রিয়া, গুরুস্বরূপ স্নেহ করেন, শিষ্যের ন্যায় সেবা করেন, উপভোগযোগ্যা, বন্ধুর ন্যায় প্রেমাচরণ করেন এবং বিবাহিত-স্বরূপে ব্যবহার করেন।

লঘুভাগবতামৃতে (২/৩৯) আদিপুরাণবচন—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥

আমার মাহাত্ম্য, আমার সেবা, আমার প্রতি শ্রদ্ধা, আমার মনের ভাব কেবল গোপীগণই জানেন। হে পার্থ, স্বরূপতঃ ঐসমস্ত আর কেহই জানেন না।

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা ॥

লঘুভাগবতামৃতে (২/৪৫) পদ্মপুরাণবচন—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥

রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া, রাধাকুণ্ডও তদ্রূপ; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা।

লঘুভাগবতামৃতে (২/৪৬) আদিপুরাণবচন—
ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥

বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে গোপীকাসকল ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় 'রাধা' নাম্নী গোপী বর্ত্তমান।

রাধাসহ ক্রীড়া রস-বৃদ্ধির কারণ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥২১৭॥
কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥২১৮॥

শ্রীগীতগোবিন্দে (৩/১)—
কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥২১৯॥

কংসারি কৃষ্ণ সম্পূর্ণসাররূপ রাসলীলা-বাসনাবদ্ধা রাধাকে হৃদয়ে লইয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণেকে ত্যাগ করিয়া গেলেন।

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার ॥২২০॥
সেই ভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ।
অবতারের এই বাঞ্ছা মূল-কারণ ॥২২১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥২২২॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার ॥২২৩॥

শ্রীগীতগোবিন্দে (১/১১)—
বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥

হে সখি, অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা জগতে আনন্দ জন্মাইয়া এবং ইন্দীবরসদৃশ সুন্দর, কোমল করচরণাদি দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের হৃদয়ে কন্দর্পোৎসব উদয় করতঃ ব্রজসুন্দরীগণকে লইয়া স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গনমূর্ত্তিবিশিষ্ট শৃঙ্গার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ বসন্তকালে ক্রীড়া করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি রসের সদন।
অশেষ-বিশেষে কৈল রস আস্বাদন ॥২২৫॥
সেই দ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগ-ধর্ম্ম।
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম ॥২২৬॥
অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস।
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস ॥২২৭॥
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ।
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ ॥২২৮॥
ষষ্ঠশ্লোকের এই কহিল আভাস।
মূল শ্লোকের অর্থ শুন, করিয়ে প্রকাশ ॥২২৯॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ *

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়,—কহিতে না যুয়ায়।
না কহিলে, কেহ ইহার অন্ত নাহি পায় ॥২৩১॥
অতএব কহি কিছু করিঞা নিগূঢ়।
বুঝিবে রসিক ভক্ত, না বুঝিবে মূঢ় ॥২৩২॥
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এ সব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥২৩৩॥
এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ ॥২৩৪॥
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ ॥২৩৫॥
যে লাগি' কহিতে ভয়, সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ॥২৩৬॥

* আদি ১ম পঃ ৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার।
নিঃশঙ্কে কহিয়ে, তার হউক চমৎকার ॥২৩৭॥
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে।
পূর্ণানন্দ-রসস্বরূপ সবে কহে মোরে ॥২৩৮॥
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন।
আমাকে আনন্দ দিবে—ঐছে কোন্‌জন ॥২৩৯॥
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ।
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন ॥২৪০॥
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব ॥২৪১॥
কোটিকাম-জিনি' রূপ যদ্যপি আমার।
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার ॥২৪২॥
মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥২৪৩॥
মোর বংশী-গীত আকর্ষয়ে ত্রিভুবন।
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥২৪৪॥
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ।
মোর চিত্ত-ঘ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গ-গন্ধ ॥২৪৫॥
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সুরস।
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ ॥২৪৬॥
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল।
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥২৪৭॥
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু।
রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু ॥২৪৮॥
এইমত অনুভব আমার প্রতীত।
বিচারি' দেখিয়ে যদি, সব বিপরীত ॥২৪৯॥
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥২৫০॥
পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন।
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন ॥২৫১॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু, জনম সফলে।
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি' কোলে ॥২৫২॥
অনুকূলবাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয় অন্ধ ॥২৫৩॥
তাম্বুলচর্ব্বিত যবে করে আস্বাদনে।
আনন্দসমুদ্রে ডুবে, কিছুই না জানে ॥২৫৪॥
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ।
শতমুখে বলি, তবু না পাই তার অন্ত ॥২৫৫॥
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার অঙ্গের মাধুরী।
তাহা দেখি' সুখে আমি আপনা পাশরি ॥
দোঁহার যে সম-রস, ভরত-মুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥২৫৭॥
অন্যের সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই।
তাহা হৈতে রাধা-সঙ্গে শত অধিকাই ॥২৫৮॥

ললিতমাধবে (৯/৯)—

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে মুহুর্মোদতে ॥

হে কল্যাণি, অমৃতমাধুরীপরিমলবিজয়ী তোমার বিম্বাধর; পদ্মগন্ধযুক্ত তোমার মুখ, কোকিলধ্বনি-তিরস্কারী তোমার বাক্যসকল, চন্দনের ন্যায় শীতল অঙ্গ ও সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপ তোমার শরীর,—এতাদৃশ রূপগুণলীলাময়ী তোমাকে লাভ করিয়া আমার ইন্দ্রিয়গণ পুনঃ পুনঃ মহামোদ লাভ করিতেছে।

শ্রীরূপগোস্বামীর উক্তি—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে সংহৃষ্টনাসাপুটাম্।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং
দম্ভোদগীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাম্ ॥

কংসারি-শ্রীকৃষ্ণের রূপে লোভযুক্ত শ্রীরাধার নয়নযুগল, কৃষ্ণস্পর্শে অতি হর্ষান্বিত তাঁহার ত্বগিন্দ্রিয়, বাক্যশ্রবণে উৎকণ্ঠিতা শ্রুতি, কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে প্রফুল্ল নাসাপুট, কৃষ্ণের অধরামৃতবশীকৃত রসনা, সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখাব্জ, নম্রীভূত ধৈর্য্যনাশক উৎকট রোমাঞ্চাদি-বিকার-সমূহে ব্যস্ত অঙ্গসমূহ লক্ষিত হইল।

তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস।
আমার মোহিনী রাধা, তারে করে বশ ॥২৬১॥
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥২৬২॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার ॥২৬৪॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইব লীলা-আচরণদ্বারে ॥২৬৫॥
এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন ॥২৬৬॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে ॥২৬৭॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ ॥২৬৮॥
সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয়।
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময় ॥২৬৯॥
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন।
তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণে আকর্ষণ ॥২৭০॥
পিতামাতা, গুরুগণ, আগে অবতরি'।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥২৭১॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধ-দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥২৭২॥
এই ত' ষষ্ঠশ্লোকের করিলুঁ ব্যাখ্যান।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পাদপদ্ম করি' ধ্যান ॥২৭৩॥
এই দুই শ্লোকের আমি যে করিল অর্থ।
শ্রীরূপ-গোসাঞির শ্লোক প্রমাণ সমর্থ ॥২৭৪॥

স্তবমালায় দ্বিতীয় চৈতন্যাষ্টকে (৩)—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ *

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বলক্ষণম্।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে শ্লোকষট্‌কৈর্নিরূপিতম্ ॥

মঙ্গলাচরণ, কৃষ্ণচৈতন্য-তত্ত্বলক্ষণ এবং চৈতন্যাবতারের প্রয়োজন,—এই তিনটী বিষয় ছয়টী শ্লোক দ্বারা নিরূপিত হইল।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৭৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে
চৈতন্যাবতার-মূলপ্রয়োজনকথনং নাম
চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥১॥

অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট ঈশ্বর নিত্যানন্দকে বন্দনা করি। মুর্খলোকেও তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এই ষট্‌শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা।
পঞ্চশ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্ব-সীমা ॥৩॥
সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ॥৪॥
একই স্বরূপ দোঁহে, ভিন্নমাত্র কায়।
আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥৫॥
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥৬॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োঽব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥৭॥ †

---

* আদি ৪র্থ পঃ ৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† আদি ১ম পঃ ৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীবলরাম গোসাঞি মূল-সঙ্কর্ষণ।
পঞ্চরূপ ধরি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৮॥
আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায়।
সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করে ধরি' চারি কায় ॥৯॥
সৃষ্ট্যাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন।
'শেষ'-রূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন ॥১০॥
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥১১॥
সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারিশ্লোক।
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্বলোক ॥১২॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১৩॥ *

প্রকৃতির পার 'পরব্যোম'-নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যাদি-গুণবান্ ॥১৪॥
সর্ব্বগ, অনন্ত ব্রহ্ম-বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাহাঞি বিশ্রাম ॥১৫॥
তাহার উপরিভাগে 'কৃষ্ণলোক' খ্যাতি।
দ্বারকা-মথুরা-গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥১৬॥
সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল—ব্রজলোকধাম।
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন-নাম ॥১৭॥
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনুসম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে, নাহি তাঁর সীমা ॥১৮॥
ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তাঁর, নাহি দুই কায় ॥১৯॥
চিন্তামণি-ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তাঁরে প্রপঞ্চের সম ॥২০॥
প্রেমনেত্রে দেখে তাঁর স্বরূপ-প্রকাশ।
গোপ-গোপীসঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥২১॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২৯)—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২২॥

লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষদ্বারা আবৃত, চিন্তামণি-সমূহ-নির্ম্মিত স্থানে, কামদুঘ-গোসমূহ-পালনকারী শতসহস্র লক্ষ্মীগণকর্ত্তৃক সম্ভ্রমদ্বারা সেবিত সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।

মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া।
নানা-রূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈঞা ॥২৩॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী, তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥২৪॥
এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময়।
নিজগণ লঞা খেলে অনন্ত সময় ॥২৫॥
পরব্যোম-মধ্যে করি' স্বরূপপ্রকাশ।
নারায়ণরূপে করেন বিবিধ বিলাস ॥২৬॥
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ।
নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ॥২৭॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, মহৈশ্বর্য্যময়।
শ্রী-ভূ-নীলা-শক্তি যাঁর চরণ সেবয় ॥২৮॥
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম।
তথাপি জীবেরে কৃপায় করে এত কর্ম্ম ॥২৯॥
সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-প্রকার।
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবেরে নিস্তার ॥৩০॥
ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তের তাঁহা নাহি গতি।
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে হয় তা-সবার স্থিতি ॥৩১॥
বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল।
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা, পরম উজ্জ্বল ॥৩২॥
'সিদ্ধলোক' নাম তার প্রকৃতির পার।
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি-বিকার ॥৩৩॥
সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহিরে নির্ব্বিশেষ।
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ॥৩৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/১/২৯)—

কামাদ্দ্বেষাৎ ভয়াৎ স্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥৩৫॥

* আদি ১ম পঃ ৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

অনেকেই ভক্তির ন্যায় কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহক্রমে তাঁহাতে মন আবিষ্ট করিয়া সেই পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার গতি লাভ করেন।

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৭৬)—

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতম্।
তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাজুষোঃ॥

শাস্ত্রে যে যে স্থলে ভগবৎশত্রু ও প্রিয়ব্যক্তি-দিগের একত্ব-প্রাপ্তির কথার উল্লেখ আছে, সে সকল, কিরণস্থলীয় ব্রহ্ম ও সূর্য্যস্থলীয় কৃষ্ণের একত্ববিচার-স্থলে কথিত হইয়াছে মাত্র। ফলকথা—ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তিগণ বৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য এবং ভগবৎশত্রুগণ বিলাস-শূন্য 'সিদ্ধলোক' প্রাপ্ত হন।

তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তিবিলাস।
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ॥৩৭॥
নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়।
সাযুজ্যের অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥৩৮॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৭৮)—
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য—

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ॥৩৯॥

তমঃ অর্থাৎ মায়িকজগতের পারে ব্রহ্মধাম-রূপ 'সিদ্ধলোক'। সেখানে ব্রহ্মসুখমগ্ন মায়া-বাদিগণ ও ভগবৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট কংসাদি অসুর-গণ বাস করেন; পাতঞ্জলযোগিগণ কৈবল্য-লাভ করিয়াও সেই লোক প্রাপ্ত হইবেন।

সেই পরব্যোমে নারায়ণের চারি পাশে।
দ্বারকায় চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় প্রকাশে ॥৪০॥
বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ।
'দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ' এই—তুরীয়, বিশুদ্ধ ॥৪১॥
তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ।
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তিঁহো, কারণের কারণ ॥৪২॥
চিচ্ছক্তিবিলাস এক—'শুদ্ধসত্ত্ব' নাম।
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ॥৪৩॥
ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময়।
সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥৪৪॥
'জীব' নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।
মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥৪৫॥
যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয়।
সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয় ॥৪৬॥
সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য্য অপার।
'অনন্ত' কহিতে নারে মহিমা যাঁহার ॥৪৭॥
তুরীয়, বিশুদ্ধসত্ত্ব, 'সঙ্কর্ষণ' নাম।
তিঁহো যাঁর অংশ, সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥৪৮॥
অষ্টম শ্লোকের কৈল সংক্ষেপ বিবরণ।
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৪৯॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামিকড়চায়—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৫০॥৮

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম।
তাহার বাহিরে 'কারণার্ণব' নাম ॥৫১॥
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি ॥৫২॥
বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময়।
মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥৫৩॥
চিন্ময়-জল সেই পরম-কারণ।
যার এক কণা গঙ্গা পতিতপাবন ॥৫৪॥
সেই ত' কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ।
আপনার এক অংশে করেন শয়ন ॥৫৫॥
মহৎস্রষ্টা পুরুষ, তিঁহো জগৎ-কারণ।
আদ্য-অবতার করে মায়ার দরশন ॥৫৬॥
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥৫৭॥
সেই ত' মায়ার দুই-বিধ অবস্থিতি।
জগতের উপাদান 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ॥৫৮॥

* আদি ১ম পঃ ৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা ॥৫৯॥
কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥৬০॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ, যৈছে অজাগলস্তন ॥৬১॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহ নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু—নারায়ণ ॥৬২॥
ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা—পুরুষাবতার ॥৬৩॥
কৃষ্ণ—কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ—চক্র-দণ্ডাদি উপায় ॥৬৪॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥৬৫॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৬৬॥
অগণ্য, অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ ॥৬৭॥
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ ॥৬৮॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে ॥৬৯॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে ॥৭০॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৭১॥

ব্রহ্মাণ্ডনাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া তাঁহার এক নিশ্বাস-কাল পর্য্যন্ত অবস্থিত, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/১১)—

ক্বাহং তমো-মহদহং-খ-চরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট-সপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাহবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥৭২॥

(ব্রহ্মা গো-বৎস হরণ করিয়া পরে নিজাপরাধ-প্রশমনের জন্য যে স্তব করেন, তন্মধ্যে ইহা একটি,—) প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চ-ভূত-নির্ম্মিত সপ্তবিতস্তি-পরিমিত এই কায়ান্তর্গত আমি বা কোথায়, আর সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুরূপে তোমার লোমবিবরে পরিভ্রমণ করে, এতাদৃশ যে তুমি, তোমার মহিমাই বা কোথায়? অর্থাৎ আমার ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ তোমার মহিমার সহিত তুলনায় কিছুই নয়।

অংশের অংশ যেই, 'কলা' তার নাম।
গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি শ্রীবলরাম ॥৭৩॥
তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ।
তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥৭৪॥
যাঁহাকে ত' কলা কহি, তিঁহো মহাবিষ্ণু।
মহাপুরুষাবতারী, সেহো সর্ব্বজিষ্ণু ॥৭৫॥
গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী দোঁহে 'পুরুষ' নাম।
সেই দুই, যাঁর অংশ,—বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥৭৬॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/২/৯) সাত্বততন্ত্র-বচন—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৭৭॥

নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটি রূপ,—প্রথম মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু; দ্বিতীয় গর্ভোদশায়ী সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ; তৃতীয় ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি-জীবের অন্তর্যামী ঈশ্বর ও পরমাত্মা। এই তিনটির তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়-বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি।
মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥৭৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥*

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা।
নানা অবতার করে, জগতের ভর্ত্তা ॥৮০॥
সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান।
সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার' নাম ॥৮১॥
আদ্যাবতার, মহাপুরুষ, ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, সর্ব্বাশ্রয়-ধাম ॥৮২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৬/৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৮৩॥

কারণব্ধিশায়ী পুরুষই ভগবানের আদ্যাবতার। কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি, মনাদি মহত্তত্ত্ব, মহাভূতাদি অহঙ্কার, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট, স্বরাট, স্থাবর ও জঙ্গম, সকলই তাঁহার বিভূতিরূপ।

তত্রৈব (১/৩/১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥৮৪॥

ভগবান্ লোকসৃষ্টি-মানসে মহদাদি দ্বারা সম্ভূত ও ষোড়শকলা-বিশিষ্ট পুরুষাখ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা-রূপে তিঁহো জগৎ-আধার ॥৮৫॥
প্রকৃতি-সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি-সহ নাহি স্পর্শগন্ধ ॥৮৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১১/৩৮)—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥৮৭॥†

এইমত গীতাতেহো পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয় ॥৮৮॥
আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে ॥৮৯॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার ॥৯০॥
সেই ত' পুরুষ যাঁর 'অংশ' ধরে নাম।
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম ॥৯১॥
এই ত' নবম শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥৯২॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসঙ্ঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৯৩॥‡

সেই ত' পুরুষ অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু-মূর্ত্তি হঞা ॥৯৪॥
ভিতরে প্রবেশি' দেখে সব অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার ॥৯৫॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজল করিল সৃজন।
সেই জলে কৈল অৰ্দ্ধ-ব্রহ্মাণ্ড ভরণ ॥৯৬॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ পঞ্চাশৎকোটি-যোজন।
আয়াম, বিস্তার, দুই হয় এক সম ॥৯৭॥
জলে ভরি' অৰ্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজ-বাস।
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দভুবন প্রকাশ ॥৯৮॥
তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজ-ধাম।
শেষ-শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম ॥৯৯॥
অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন ॥১০০॥
সহস্র-চরণ-হস্ত, সহস্র-নয়ন।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ, জগৎ-কারণ ॥১০১॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হৈল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥১০২॥

---

* আদি ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ২য় পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ১ম পঃ ১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দভুবন।
তেঁহো ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন ॥১০৩॥
বিষ্ণুরূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত-বিষ্ণু স্পর্শ নাহি মায়া-গুণে ॥১০৪॥
রুদ্ররূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়—ইচ্ছায় যাঁহার ॥১০৫॥
হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, জগৎ-কারণ।
যাঁর অংশে করি' করে বিরাট্-কল্পন ॥১০৬॥
হেন নারায়ণ,—যাঁর অংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥১০৭॥
দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন ॥১০৮॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥১০৯॥*

নারায়ণের নাভিনাল-মধ্যেতে ধরণী।
ধরণীর মধ্যে সপ্ত সমুদ্র যে গণি ॥১১০॥
তাঁহা ক্ষীরোদধি-মধ্যে 'শ্বেতদ্বীপ' নাম।
পালয়িতা বিষ্ণু,—তাঁর সেই নিজ ধাম ॥১১১॥
সকল জীবের তিঁহো হয়ে অন্তর্যামী।
জগৎ-পালক তিঁহো জগতের স্বামী ॥১১২॥
যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অবতার।
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে, অধর্ম্ম সংহার ॥১১৩॥
দেবগণে না পায় যাঁহার দরশন।
ক্ষীরোদকতীরে যাই' করেন স্তবন ॥১১৪॥
তবে অবতরি' করে জগৎ পালন।
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥১১৫॥
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ।
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব-অবতংস ॥১১৬॥
সেই বিষ্ণু 'শেষ' রূপে ধরেন ধরণী।
কাঁহা আছে মহী, শিরে, হেন নাহি জানি ॥১১৭॥

সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল।
সূর্য্য জিনি' মণিগণ করে ঝলমল ॥১১৮॥
পঞ্চাশৎকোটি-যোজন পৃথিবী বিস্তার।
যাঁর একফণে রহে সর্ষপ-আকার ॥১১৯॥
সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥১২০॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাহি পা'ন ॥১২১॥
সনকাদি ভাগবত শুনে যার মুখে।
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥১২২॥
ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন।
আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ॥১২৩॥
এত-মূর্ত্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে।
কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে ॥১২৪॥
সেই ত' অনন্ত, যাঁর কহি এক কলা।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ॥
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দতত্ত্বসীমা।
তাঁহাকে 'অনন্ত' কহি, কি তাঁর মহিমা ॥১২৬॥
অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি'।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে অবতারী ॥১২৭॥
অবতার-অবতারী—অভেদ, যে জানে।
পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণকে কেহো কাহো করি' মানে ॥
কেহো বলে, কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নরনারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন ॥১২৯॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী-অবতার।
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার ॥১৩০॥
কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয়।
সর্ব্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥১৩১॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, কিছু মিথ্যা নহে ॥১৩২॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি।
সর্ব্ব-অবতার-লীলা করি' সবারে দেখাই ॥১৩৩॥
এইরূপে নিত্যানন্দ 'অনন্ত' প্রকাশ।
সেইভাবে—কহে মুঞি চৈতন্যের দাস ॥১৩৪॥

* আদি ১ম পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্য-লীলা।
পূর্ব্বে যেন তিনভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥১৩৫॥
বৃষ হঞা কৃষ্ণসনে মাথামাথি রণ।
কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ সম্বাহন ॥১৩৬॥
আপনাকে ভৃত্য করি' কৃষ্ণে প্রভু জ্ঞানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥১৩৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১১/৪০) —

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥

কখনও প্রাকৃতব্যক্তির ন্যায় বৃষরূপ হইয়া শব্দ করিতে করিতে দুই ভাই যুদ্ধ করেন; কখনও হংস-ময়ূরাদির অনুকরণ করতঃ তাহাদের শব্দ করেন।

তত্রৈব (১০/১৫/১৪) —

ক্বচিৎ ক্রীড়া-পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্।
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥

কখনও বা ক্রীড়া-পরিশ্রমে রাখালদিগের ক্রোড়ে মাথা দিয়া, কৃষ্ণ স্বয়ং শয়ন করেন এবং বল-দেবকে শয়ন করাইয়া তাঁহার পাদসম্বাহন করেন।

তত্রৈব (১০/১৩/৩৭) —

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥

(কৃষ্ণের যোগমায়া-দর্শনে বলদেবের বিস্ময়, —) এই মায়া কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? দৈবী, মানুষী, কি আসুরী? আমাকে বিমোহিত করিতে আমার প্রভু কৃষ্ণের মায়া ব্যতীত আর কোন প্রকার মায়াই সমর্থ হয় না।

তত্রৈব (১০/৬৮/৩৭) —

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোক-পালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥১৪১॥

লোকপালসকল সমস্ততীর্থগণের তীর্থস্বরূপ যাঁহার পদরজ মস্তকে ধারণ করেন এবং ব্রহ্মা, শিব, আমি বলদেব ও লক্ষ্মী, — আমারা কেহ অংশ, কেহ অংশাংশরূপে যাঁহার পদরজ চিরকাল ধারণ করি, তাঁহার নিকট সামান্য রাজসিংহাসনের কি মাহাত্ম্য ?

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥
এইমত চৈতন্য-গোসাঞি একলা ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥১৪৩॥
গুরুবর্গ, — নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য্য।
শ্রীবাসাদি, আর যত — লঘু, সম, আর্য্য ॥১৪৪॥
সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায়।
সবা লঞা নিজ-কার্য্য সাধে গৌর-রায় ॥
অদ্বৈত আচার্য্য, নিত্যানন্দ, — দুই অঙ্গ।
দুইজন লঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ ॥১৪৬॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
প্রভু, গুরু করি' মানে তিঁহো ত' কিঙ্কর ॥১৪৭॥
আচার্য্য-গোসাঞির তত্ত্ব না যায় কথন।
কৃষ্ণ অবতারিয়া যেঁহো তারিল ভুবন ॥১৪৮॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥১৪৯॥
রামের চরিত্র সব, — দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্র লীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥১৫০॥
নিষেধ করিতে নারে, যাতে ছোট ভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই' ॥১৫১॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥১৫২॥
রাম-লক্ষণ — কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥১৫৩॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশী-রূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥১৫৪॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৯) —

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৫৫॥

কলাবিভাগে রামাদিমূর্ত্তিতে ভগবান্ জগতে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে পরমপুরুষ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥১৫৬॥
নিত্যানন্দ-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত, অপার।
এক কণা স্পর্শি মাত্র,—সে কৃপা তাঁহার ॥১৫৭॥
আর এক শুন তাঁর কৃপার মহিমা।
অধম জীবেরে যৈছে চড়াইল ঊর্দ্ধ সীমা ॥১৫৮॥
বেদগুহ্য কথা এই অযোগ্য কহিতে।
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে ॥১৫৯॥
উল্লাস-উপরি লেখোঁ তোমার প্রসাদ।
নিত্যানন্দ প্রভু, মোর ক্ষম অপরাধ ॥১৬০॥
অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তাঁর নাম ॥১৬১॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইলা তিঁহো পাঞা নিমন্ত্রণ ॥১৬২॥
মহাপ্রেমময় তিঁহো বসিলা অঙ্গনে।
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে ॥১৬৩॥
নমস্কার করিতে, কার উপরেতে চড়ে।
প্রেমে কারে বংশী মারে, কাহাকে চাপড়ে ॥
যে নয়ন দেখিতে অশ্রু হয় মনে যার।
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার ॥১৬৫॥
কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলক-কদম্ব।
এক অঙ্গে জাড্য তাঁর, আর অঙ্গে কম্প ॥১৬৬॥
নিত্যানন্দ বলি' যবে করেন হুঙ্কার।
তাহা দেখি' লোকের হয় মহা-চমৎকার ॥১৬৭॥
গুণার্ণব মিশ্র নামে এক বিপ্র আর্য্য।
শ্রীমূর্ত্তি-নিকটে তেঁহো করে সেবা-কার্য্য ॥
অঙ্গনে বসিয়া তেঁহো না কৈল সম্ভোষ।
তাহা দেখি' ক্রুদ্ধ হঞা বলে রামদাস ॥১৬৯॥
এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ।
বলদেব দেখি' যে না কৈল প্রত্যুদ্গম ॥১৭০॥
এত বলি' নাচে গায়, করয়ে সন্তোষ।
কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র—না করিল রোষ ॥১৭১॥
উৎসবান্তে গেলা তিঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর কিছু হইল বাদ ॥১৭২॥
চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
নিত্যানন্দ-প্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস ॥১৭৩॥
ইহা জানি' রামদাসের দুঃখ হৈল মনে।
তবে ত' ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে ॥১৭৪॥
দুই ভাই একতনু—সমান-প্রকাশ।
নিত্যানন্দ না মান', তোমার হবে সর্ব্বনাশ ॥
একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান।
'অর্দ্ধকুক্কুটি-ন্যায়' তোমার প্রমাণ ॥১৭৬॥
কিংবা, দোঁহা না মানিঞা হও ত' পাষণ্ড।
একে মানি' আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড ॥
ক্রুদ্ধ হৈয়া বংশী ভাঙ্গি' চলে রামদাস।
তৎকালে আমার ভ্রাতার হৈল সর্ব্বনাশ ॥১৭৮॥
এই ত' কহিল তাঁর সেবক-প্রভাব।
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব ॥১৭৯॥
ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি, লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন ॥১৮০॥
নৈহাটি-নিকটে 'ঝামট্পুর' নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম ॥১৮১॥
দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজপাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে ॥১৮২॥
'উঠ', 'উঠ' বলি' মোরে বলে বার বার।
উঠি' তাঁর রূপ দেখি' হৈনু চমৎকার ॥১৮৩॥
শ্যাম-চিক্কণ কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর।
সাক্ষাৎ কন্দর্প, যৈছে মহামল্ল-বীর ॥১৮৪॥
সুবলিত হস্ত, পদ, কমল-লোচন।
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান ॥১৮৫॥
সুবর্ণ-কুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ-বালা।
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা ॥১৮৬॥
চন্দন লেপিত অঙ্গে, তিলক সুঠাম।
মত্তগজ জিনি' মদ-মন্থর পয়ান ॥১৮৭॥

কোটীচন্দ্র-জিনি' মুখ উজ্জ্বল-বরণ।
দাড়িম্ব-বীজ-সম দন্তে তাম্বূল-চর্ব্বণ ॥১৮৮॥
প্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বলে ॥১৮৯॥
রাঙ্গা-যষ্টি-হস্তে দোলে যেন মত্ত সিংহ।
চারি পাশে বেড়ি' আছে চরণেতে ভৃঙ্গ ॥১৯০॥
পারিষদগণে দেখি' সব গোপ-বেশে।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে সবে সপ্রেম আবেশে ॥১৯১॥
শিঙ্গা বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়।
সেবক যোগায় তাম্বূল, চামর ঢুলায় ॥১৯২॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বৈভব।
কিবা রূপ, গুণ, লীলা—অলৌকিক সব ॥১৯৩॥
আনন্দে বিহ্বল আমি, কিছু নাহি জানি।
তবে হাসি' প্রভু মোরে কহিলেন বাণী ॥১৯৪॥
আরে আরে কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ',—তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয় ॥১৯৫॥
এত বলি' প্রেরিলা মোরে হাতসানি দিয়া।
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লঞা ॥১৯৬॥
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমিতে।
স্বপ্নভঙ্গ হৈল, দেখি, হঞাছে প্রভাতে ॥১৯৭॥
কি দেখিনু, কি শুনিনু, করিয়ে বিচার।
প্রভু-আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার ॥১৯৮॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন ॥১৯৯॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ-রাম।
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবন-ধাম ॥২০০॥
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয় ॥২০১॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ-মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় ॥২০২॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত ॥২০৩॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥২০৪॥

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥২০৫॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্য ক্ষয়।
মোর নাম লয় যেই, তার পাপ হয় ॥২০৬॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক-নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে ॥২০৭॥
প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥২০৮॥
যে আগে পড়য়ে, তারে করয়ে নিস্তার।
অতএব নিস্তারিল মো-হেন দুরাচার ॥২০৯॥
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন।
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ ॥২১০॥
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ-দরশন।
কহিবার যোগ্য নহে এসব কথন ॥২১১॥
বৃন্দাবন-পুরন্দর শ্রীমদনগোপাল।
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥২১২॥
শ্রীরাধা-ললিতা-সঙ্গে রাস-বিলাস।
মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁহার প্রকাশ ॥২১৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/৩)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥২১৪॥

শ্রীরাসলীলায় গোপীদিগের বিচ্ছেদ-বিলাপের পর সহসা পীতাম্বর, বনমালী, হাস্যবদন, সাক্ষাৎ মদনমোহন তাঁহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন।

স্বমাধুর্য্যে লোকের মন করে আকর্ষণ।
দুই পাশে রাধা-ললিতা করেন সেবন ॥২১৫॥
নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল।
শ্রীরাধা-মদনমোহনে প্রভু করি' দিল ॥২১৬॥
মো-অধমে দিল শ্রীগোবিন্দ দরশন।
কহিবার কথা নহে অকথ্য-কথন ॥২১৭॥
বৃন্দাবনে যোগপীঠে কল্পতরু-বনে।
রত্নমণ্ডপ, তাহে রত্নসিংহাসনে ॥২১৮॥
শ্রীগোবিন্দ বসিয়াছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎ মোহন ॥২১৯॥

বাম-পার্শ্বে শ্রীরাধিকা সখীগণ-সঙ্গে।
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে ॥২২০॥
যাঁর ধ্যান নিজ-লোকে করে পদ্মাসন।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসন ॥২২১॥
চৌদ্দভুবনে যাঁর সবে করে ধ্যান।
বৈকুণ্ঠাদি পুরে যাঁর লীলাগুণ গান ॥২২২॥
যাঁর মাধুরীতে করে লক্ষ্মী আকর্ষণ।
রূপগোসাঞি করিয়াছেন সে-রূপ বর্ণন ॥২২৩॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৩৭)—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥

হে সখে, যদি বান্ধবের সঙ্গ করিতে তোমার লোভ থাকে, তবে কেশীঘাটের নিকটবর্ত্তী ঈষদ্ধাস্যযুক্ত, ত্রিবক্রতাশালী, বামঅঞ্চলে নেত্রকটাক্ষবিশিষ্ট, অধরপঙ্কজ-কিশলয়ে বিরাজিত-বংশী ও ময়ুরপুচ্ছদ্বারা উৎকৃষ্ট শোভান্বিত গোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিও না। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলে অন্যত্র বিরাগ উপস্থিত হইবে।

সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন।
যেবা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমা-হেন জ্ঞান ॥
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ॥২২৬॥
হেন যে গোবিন্দ প্রভু, পাইনু যাঁহা হৈতে।
তাঁহার চরণ-কৃপা কে পারে বর্ণিতে ॥২২৭॥
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম-মঙ্গল ॥২২৮॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য ॥২২৯॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু, তার পদছায়া।
অধমেরে দিল প্রভুনিত্যানন্দ-দয়া ॥২৩০॥
'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন।
সেই সূত্র, এই তার কৈল বিবরণ ॥২৩১॥
সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয়।
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায় ॥২৩২॥
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া ॥২৩৩॥
নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর ॥২৩৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৩৫॥

ইতিশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১॥

যাঁহার প্রসাদে অজ্ঞব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন, সেই অদ্ভুতচেষ্টা-বিশিষ্ট শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পঞ্চ শ্লোকে কহিল শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব।
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব ॥৩॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥৪॥*
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥৫॥†

অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর ॥৬॥

* আদি ১ম পঃ ১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ১ম পঃ ১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করেন জগদাদি কার্য্য।
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য ॥৭॥
যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায় ॥৮॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ ॥৯॥
সে পুরুষের অংশ—অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ।
শরীর-বিশেষ তাঁর—নাহিক বিচ্ছেদ ॥১০॥
সহায় করেন তাঁর লইয়া 'প্রধান'।
কোটি ব্রহ্মাণ্ড করেন ইচ্ছায় নির্ম্মাণ ॥১১॥
জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ॥১২॥
কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার।
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার ॥১৩॥
মায়া যৈছে দুই অংশ—'নিমিত্ত', 'উপাদান'।
মায়া—'নিমিত্ত'-হেতু, উপাদান—'প্রধান' ॥
পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি হইয়া।
বিশ্ব-সৃষ্টি করে 'নিমিত্ত' 'উপাদান' লঞা ॥১৫॥
আপনে পুরুষ—বিশ্বের 'নিমিত্ত'-কারণ।
অদ্বৈত-রূপে 'উপাদান' হন নারায়ণ ॥১৬॥
'নিমিত্তাংশে' করে তেঁহো মায়াতে ঈক্ষণ।
'উপাদান' অদ্বৈত করেন ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ॥১৭॥
যদ্যপি সাংখ্য মানে, 'প্রধান'—কারণ।
জড় হইতে কভু নহে জগৎ-সৃজন ॥১৮॥
নিজ সৃষ্টিশক্তি প্রভু সঞ্চারে প্রধানে।
ঈশ্বরের শক্ত্যে তবে হয়ে ত' নির্ম্মাণে ॥১৯॥
অদ্বৈত-আচার্য্য—কোটিব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা।
আর এক এক মূর্ত্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা ॥২০॥
সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ,—অদ্বৈত।
'অঙ্গ' শব্দে অংশ করি' কহে ভাগবত ॥২১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ৮(১০/১৪/১৪)—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥২২॥ *

ঈশ্বরের 'অঙ্গ', অংশ—চিদানন্দময়।
মায়ার সম্বন্ধ নাহি, এই শ্লোকে কয় ॥২৩॥
'অংশ' না কহিয়া, কেন কহ তাঁরে 'অঙ্গ'।
'অংশ' হৈতে 'অঙ্গ', যাতে হয় অন্তরঙ্গ ॥২৪॥
মহাবিষ্ণুর অংশ—অদ্বৈত গুণধাম।
ঈশ্বরে অভেদ, তেঞি 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম ॥২৫॥
পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব-বিশ্বের সৃজন।
অবতরি' কৈল এবে ভক্তি-প্রবর্ত্তন ॥২৬॥
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি' দান।
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান ॥২৭॥
ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য্য।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য' ॥২৮॥
বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের আর্য্য।
দুইনাম-মিলনে হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য ॥২৯॥
কমল-নয়নের তেঁহো, যাতে 'অঙ্গ', 'অংশ'।
'কমলাক্ষ' বলি' ধরে নাম অবতংস ॥৩০॥
ঈশ্বরসারূপ্য পায় পারিষদগণ।
চতুর্ভুজ, পীতবাস, যৈছে নারায়ণ ॥৩১॥
অদ্বৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ, সকলি আশ্চর্য্য ॥৩২॥
যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥৩৩॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার ॥৩৪॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ-মহিমা অপার।
জীবকীট কোথায় পাইবেক তার পার ॥৩৫॥
আচার্য্য গোসাঞি চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৬॥
প্রভুর উপাঙ্গ—শ্রীবাসাদি ভক্তগণ।
হস্তমুখনেত্র-অঙ্গ চক্রাদ্যস্ত্র-সম ॥৩৭॥
এ সব লইয়া চৈতন্যপ্রভুর বিহার।
এ সব লইয়া করেন বাঞ্ছিত-প্রচার ॥৩৮॥

* আদি ২য় পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

মাধবেন্দ্র-পুরীর ইঁহো শিষ্য, এই জ্ঞানে।
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু গুরু করি' মানে ॥
লৌকিক-লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা-রক্ষণ।
স্তুতি-ভক্ত্যে করে তাঁর চরণ-বন্দন ॥৪০॥
চৈতন্য-গোসাঞিকে আচার্য্য করে 'প্রভু' জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস' অভিমান ॥৪১॥
সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে।
'কৃষ্ণদাস' হও—জীবে উপদেশ করে ॥৪২॥
কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥৪৩॥
মুঞি যে চৈতন্যদাস, আর নিত্যানন্দ।
দাস-ভাব-সম নহে অন্যত্র আনন্দ ॥৪৪॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥৪৫॥
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি-ভব-নারদাদি-শুক-সনাতন ॥৪৬॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল ॥৪৭॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ॥৪৮॥
এ সব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥৪৯॥
এইমত গায়, নাচে, করে অট্টহাস।
লোকে উপদেশে,—'হও চৈতন্যের দাস' ॥৫০॥
চৈতন্য-গোসাঞি মোরে করে গুরু-জ্ঞান।
তথাপিহ মোর হয় 'দাস' অভিমান ॥৫১॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥৫২॥
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ॥৫৩॥
অন্যের কা কথা, ব্রজে নন্দ মহাশয়।
তাঁর সম 'গুরু' কৃষ্ণের আর কেহ নয় ॥৫৪॥
শুদ্ধবাৎসল্যে ঈশ্বর-জ্ঞান নাহি তাঁর।
তাঁহাকেই প্রেমে করায় দাস্য-অনুকার ॥৫৫॥
তেঁহো রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে।
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে ॥৫৬॥
শুন উদ্ধব, সত্য, কৃষ্ণ,—আমার তনয়।
তেঁহো ঈশ্বর—হেন যদি তোমার মনে লয় ॥৫৭॥
তথাপি তাঁহাতে রহু মোর মনোবৃত্তি।
তোমার ঈশ্বর-কৃষ্ণে হউক মোর মতি ॥৫৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে
(১০/৪৭/৬৬-৬৭)—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বণাদিষু ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥৬০॥

নন্দ কহিলেন,—হে উদ্ধব, আমাদের সমস্ত মানসবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজকে আশ্রয় করুক; আমাদিগের বাক্যসকল তাঁহার নামকীর্ত্তন করুক এবং আমাদিগের দেহ তাঁহার অভিবাদনে প্রযুক্ত হউক। কর্ম্মফলানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের যে কোন অবস্থা হউক না কেন, দানাদি শুভানুষ্ঠনের দ্বারা পরম পুরুষ কৃষ্ণে আমাদিগের রতি পরিবর্দ্ধিত হউক।

শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-হীন, কেবল-সখ্যময় ॥৬১॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুদ্ধ করে, স্কন্ধে আরোহণ।
তাঁরা দাস্যভাবে করে চরণ-সেবন ॥৬২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৫/১৭)—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥৬৩॥

কৃষ্ণ শয়ন করিলে কোন সখা তাঁহার পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন, কেহ বা বিশুদ্ধসখ্যভাবে পল্লব-রচিত ব্যজন দ্বারা বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ।
যাঁর পদধূলি করে উদ্ধব প্রার্থন ॥৬৪॥

যাঁ-সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন।
তাঁহারা আপনাকে করে দাসী-অভিমান ॥৬৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/৬)—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজ-জনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬৬॥

হে ব্রজদুঃখ-নাশক, হে যোষিদগণের মধ্যে পরম-নায়ক, হে নিজজন-সন্দেহ (গর্ব্ব)-দূরকারী মন্দহাস্যময়, হে সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী—তোমার মুখপদ্ম আমাদিগকে দর্শন করাও।

তত্রৈব (১০/৪৭/২১)—

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদা নু ॥৬৭॥

সম্প্রতি খেদের বিষয় এই যে, আমাদের আর্য্য-পুত্র মথুরা-নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। হে উদ্ধব, পিতা নন্দের গৃহ ও গোপবান্ধব-গণকে তিনি কি স্মরণ করেন? কখনও কি তিনি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলেন? আহা! তিনি কি আর অগুরুবৎ-গন্ধযুক্ত হস্ত আমাদের মস্তকে ধারণ করিবেন ?

তাঁ-সবার কথা রহু,—শ্রীমতী রাধিকা।
সবা হৈতে সকলাংশে পরম-অধিকা ॥৬৮॥
তেঁহো তাঁর দাসী হৈঞা সেবেন চরণ।
যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বদ্ধ অনুক্ষণ ॥৬৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩০/৩৯)—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥৭০॥

হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হা মহাবাহো! আমি তোমার অতিদীনা দাসী, আমাকে নিকটস্থ কর।

দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী।
তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী ॥৭১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৩/১১)—

তপশ্চরন্তীমাজ্ঞায় স্বপাদস্পর্শনাশয়া।
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎ পাণিং সাহং তদ্গৃহমার্জ্জনী ॥

(দ্রৌপদীর নিকট কৃষ্ণমহিষী কালিন্দী কহি-লেন,—) আমি শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শ-লালসায় তপস্যা করিতেছিলাম, কৃপাপূর্ব্বক কৃষ্ণ স্বীয় সখার সহিত আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিলেন তদবধি আমি ইঁহার গৃহমার্জ্জন-কারিণী দাসী।

তত্রৈব (১০/৮৩/৩৯)—

আত্মারামস্য তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥৭৩॥

আমরা কত কত তপস্যাদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই আত্মারাম পুরুষের গৃহদাসীত্ব লাভ করিয়াছি।

আনের কি কথা, বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য-বাৎসল্যাদিময় ॥৭৪॥
তেঁহো আপনাকে করেন দাস-ভাবনা।
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনু আছে কোন জনা ॥৭৫॥
সহস্র-বদনে যেঁহো শেষ-সঙ্কর্ষণ।
দশ দেহ ধরি' করে কৃষ্ণের সেবন ॥৭৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র—সদাশিবের অংশ।
গুণাবতার তেঁহো, সর্ব্বদেব-অবতংস ॥৭৭॥
তেঁহো করেন কৃষ্ণের দাস্য-প্রত্যাশ।
নিরন্তর কহে শিব, 'মুঞি কৃষ্ণদাস' ॥৭৮॥
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, বিহ্বল দিগম্বর।
কৃষ্ণ-গুণ-লীলা গায়, নাচে নিরন্তর ॥৭৯॥
পিতা-মাতা-গুরু-সখা-ভাব কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয় ॥৮০॥
এক কৃষ্ণ—সর্ব্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর ॥৮১॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর ॥৮২॥

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস।
যে না মানে, তাঁর হয় সেই পাপে নাশ ॥৮৩॥
চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস ॥৮৪॥
এত বলি' নাচে, গায়, হুঙ্কার গম্ভীর।
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হৈঞা সুস্থির ॥৮৫॥
ভক্ত-অভিমান মূল শ্রীবলরামে।
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণে ॥৮৬॥
তাঁর অবতার এক শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত বলি' অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ ॥৮৭॥
তাঁর অবতার আন শ্রীযুত লক্ষ্মণ।
শ্রীরামের দাস্য তিঁহো কৈল অনুক্ষণ ॥৮৮॥
সঙ্কর্ষণ-অবতার কারণাব্ধিশায়ী।
তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভাব অনুযায়ী ॥৮৯॥
তাঁহার প্রকাশ-ভেদ, অদ্বৈত-আচার্য্য।
কায়মনোবাক্যে তাঁর ভক্তি সদা কার্য্য ॥৯০॥
বাক্যে কহে, মুঞি চৈতন্যের অনুচর।
মুঞি তাঁর ভক্ত—মনে ভাবে নিরন্তর ॥৯১॥
জল-তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন।
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন ॥৯২॥
পৃথিবী ধরেন যেই শেষ-সঙ্কর্ষণ।
কায়ব্যূহ করি' করেন কৃষ্ণের সেবন ॥৯৩॥
এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার।
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার ॥৯৪॥
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে 'ভক্ত-অবতার'।
'ভক্ত-অবতার' পদ উপরি সবার ॥৯৫॥
একমাত্র 'অংশী'—কৃষ্ণ, 'অংশ'—অবতার।
অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ-আচার ॥৯৬॥
জ্যেষ্ঠ-ভাবে অংশীতে হয় প্রভু-জ্ঞান।
কনিষ্ঠ-ভাবে আপনাতে ভক্ত-অভিমান ॥৯৭॥
কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥৯৮॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি' মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন প্রমাণে ॥৯৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/১৫)—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥১০০॥

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী বা স্বয়ং আমি—আমার তত প্রিয় নই, যেরূপ আমার ভক্ত তুমি আমার প্রিয়।

কৃষ্ণসাম্যে নহে তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন।
ভক্তভাবে করে তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ ॥১০১॥
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই,—বিজ্ঞের অনুভব।
মূঢ়লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব ॥১০২॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' বলরাম, লক্ষ্মণ।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ, সঙ্কর্ষণ ॥১০৩॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসামৃত করে পান।
সেই সুখে মত্ত, কিছু নাহি জানে আন ॥১০৪॥
অন্যের আছুক্ কার্য্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন-মাধুর্য্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥১০৫॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তাহা আস্বাদন ॥১০৬॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি' হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥১০৭॥
নানা-ভক্তভাবে করেন স্বমাধুর্য্য পান।
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান ॥১০৮॥
অবতারগণের ভক্তভাবে অধিকার।
ভক্তভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর ॥১০৯॥
মূল-ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ।
ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈতে গণন ॥১১০॥
অদ্বৈত-আচার্য্য গোসাঞির মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥১১১॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল ॥১১২॥
অদ্বৈত-মহিমা অনন্ত কে পারে কহিতে।
সেই লিখি, যেই শুনি মহাজন হৈতে ॥১১৩॥
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার।
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আমার ॥১১৪॥

তোমার মহিমা—কোটিসমুদ্র-অগাধ।
তাহার ইয়ত্তা কহি—এ বড় অপরাধ ॥১১৫॥
জয় জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ আর্য্য ॥১১৬॥
দুই শ্লোকে কহিল অদ্বৈত-তত্ত্বনিরূপণ।
পঞ্চতত্ত্বের বিচার কিছু শুন, ভক্তগণ ॥১১৭॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥১॥

অগতি বা অকিঞ্চনের গতি, পরমার্থহীন ব্যক্তির মহদর্থসাধক শ্রীচৈতন্যকে নমস্কার করিয়া, তাঁহার প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণন করিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত সেই বড় ধন্য ॥২॥
পূর্ব্বে গুর্ব্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥৩॥
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥৪॥
পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তত্ত্ব বিবিধ বিভেদ ॥৫॥

শ্রীস্বরূপগোস্বামি-কড়চায়—

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম ॥*

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর ॥৭॥
রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর ॥৮॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥৯॥
একলা ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য-ঈশ্বর।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥১০॥
কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥১১॥
ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য-গোসাঞি।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই ॥১২॥
'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য্য-গোসাঞি।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই ॥১৩॥
এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥১৪॥
এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' করি' জানি ॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥১৬॥
গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার।
'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি' গণন যাঁহার ॥১৭॥
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্ত্তন প্রচার ॥১৮॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥১৯॥
সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥২০॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ ॥২১॥
পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥২২॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥২৩॥
লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥২৪॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ,বালক, যুবা, সবারে ডুবায় ॥২৫॥

* আদি ১ম পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥২৬॥
জগৎ ডুবিল, জীবের হইল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥২৭॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজন।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবন ॥২৮॥
মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥২৯॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥৩০॥
তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন ॥৩১॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥৩২॥
এত বলি' মনে কিছু করিয়া বিচার।
সন্ন্যাস-আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার ॥৩৩॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে ॥৩৪॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদি গণ ॥৩৫॥
পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্ম্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥৩৬॥
অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥৩৭॥
সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥৩৮॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥৩৯॥
বৃন্দাবনে যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে ॥৪০॥
সন্ন্যাসী হইয়া করেন গায়ন, নাচন।
না করে বেদান্ত শ্রবণ, করে সঙ্কীর্ত্তন ॥৪১॥
মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥৪২॥
এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥৪৩॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥৪৪॥
কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥৪৫॥
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥৪৬॥
সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥৪৭॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
শ্রীভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম ॥৪৮॥
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥৪৯॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন!
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥৫০॥
তোমাকে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥৫১॥
ইহা শুনি' রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥৫২॥
আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ', প্রসন্ন হইয়া ॥৫৩॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥৫৪॥
না যাহ' সন্ন্যাসী-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥৫৫॥
প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥৫৬॥
সে বিপ্র জানেন, প্রভু না যান কার ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥৫৭॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥৫৮॥
সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে।
পাদ প্রক্ষালিয়া বসিল সেই স্থানে ॥৫৯॥

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহাতেজোময় বপু কোটীসূর্য্যাভাস ॥৬০॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥৬১॥
প্রকাশানন্দ-নামে এক সন্ন্যাসী প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥৬২॥
ইহাঁ আইস গোসাঞি, শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥৬৩॥
প্রভু কহে,—আমি হই হীন-সম্প্রদায়।
তোমা-সবার সম্প্রদায়ে বসিতে না যুয়ায় ॥৬৪॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥৬৫॥
পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥৬৬॥
সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥৬৭॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন।
ভাবুক সব সঙ্গে লঞা করহ কীর্ত্তন ॥৬৮॥
বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম্ম ॥৬৯॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥৭০॥
প্রভু কহে,—শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥৭১॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার ॥৭২॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥৭৩॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম।
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম ॥৭৪॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে ॥৭৫॥

বৃহন্নারদীয়
(৩৮/১২৬) বচন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৭৬॥

কলিতে হরিনাম বই আর গতি নাই; হরিনামই একমাত্র গতি।

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥৭৭॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥৭৮॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥৭৯॥
পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে ॥৮০॥
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥৮১॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন।
এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন ॥৮২॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥৮৩॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥৮৪॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥৮৫॥
কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥৮৬॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥৮৭॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥৮৮॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥৮৯॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥৯০॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥৯১॥

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন ॥৯২॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥৯৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৯৪॥

কৃষ্ণসেবা-ব্রত পুরুষ অবশ-চিত্ত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্ত্তনে জাতানুরাগ-বশতঃ শ্লথহৃদয় হন; উন্মত্তের ন্যায় লোকবাহ্য অর্থাৎ অপেক্ষা-শূন্য হইয়া কখনও হাস্য, কখনও রোদন, কখনও চিৎকার, কখনও গান-নৃত্যাদি করেন।

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন করি ॥৯৫॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥৯৬॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥৯৭॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪/৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥

হে জগদ্গুরো, আমি তোমার স্বরূপের সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া আহ্লাদরূপ-বিশুদ্ধ-সমুদ্রে অবস্থিতি করিতেছি, আর সমস্ত সুখ আমার নিকট গোষ্পদস্বরূপ বোধ হইতেছে; ব্রহ্মলয়ে জীবের যে সুখ, তাহাও গোষ্পদস্বরূপ। গোষ্পদ অর্থাৎ গরুর পদচিহ্নে যে গর্ত্ত হয়, তাহাতে যে জল থাকে, তাহা সমুদ্রের তুলনায় অতিক্ষুদ্র।

প্রভুর মিষ্টবাক্যে শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥৯৯॥
যে কিছু কহিলে তুমি, সর্ব্ব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয় ॥১০০॥
কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহায় সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ ॥১০১॥
এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন।
দুঃখ না মানিহ যদি, করি নিবেদন ॥১০২॥
ইহা শুনি' বলে সর্ব্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥১০৩॥
তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥১০৪॥
তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥১০৫॥
প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র—ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ ॥১০৬॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥১০৭॥
উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥১০৮॥
গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ যায় সর্ব্ব কার্য্য ॥১০৯॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা।
গৌণার্থ করিল, মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥১১০॥
'ব্রহ্ম' শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ, অনূর্দ্ধ-সমান ॥১১১॥
তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে 'নিরাকার' ॥১১২॥
চিদানন্দ—দেহ, তাঁর স্থান, পরিবার।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥১১৩॥
তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ ॥১১৪॥
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥১১৫॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥১১৬॥

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্ ।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥১১৭॥

শ্রীভগবদ্গীতায় (৭/৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত-রূপ স্থূল-জগৎ; মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপ লিঙ্গ-জগৎ। এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি—'অপরা' বা 'জড়া'; ইহার নাম 'মায়া-প্রকৃতি'। ইহা হইতে পৃথক আমার আর একটী 'পরা-প্রকৃতি' আছে। সেই প্রকৃতিই জীবস্বরূপ হইয়া এই জগতে পরিপূর্ণ।

বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥

বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার,—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যাসংজ্ঞ-বিশিষ্টা । বিষ্ণুর পরাশক্তিই 'চিচ্ছক্তি'; ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি জীবশক্তি; (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে 'অপরা' [ভিন্না] বলিয়া উক্ত হইয়াছে); কর্ম্ম-সংজ্ঞারূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম 'মায়া'।

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব ।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥১২০॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ ।
ব্যাস ভ্রান্ত—বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥১২১॥
পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।
এত কহি' 'বিবর্ত্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥১২২॥
বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—হয় বিবর্ত্তের স্থান ॥১২৩॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥১২৪॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥১২৫॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥১২৬॥
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥১২৭॥
'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান ।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্ব-ধাম ॥১২৮॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করি প্রণব উদ্দেশ ।
'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের এক দেশ ॥১২৯॥
'প্রণব' মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন ।
মহাবাক্যে করি' 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥১৩০॥
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান ।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥১৩১॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণ-শিরোমণি ।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥১৩২॥
এইমত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া ।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥১৩৩॥
এইমতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥১৩৪॥
সকল সন্ন্যাসী কহে,—শুনহ শ্রীপাদ ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥১৩৫॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সবে জানি ।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু ইহা মানি ॥১৩৬॥
মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল ।
মুখ্যার্থে লাগা'ল প্রভু সূত্রসকল ॥১৩৭॥
বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্' ।
ষড়্বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥১৩৮॥
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যে তাঁর নাহি মায়াগন্ধ ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥১৩৯॥
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' কহি' চিচ্ছক্তি না মানি' ।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥১৪০॥
ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায় ।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের সহায় ॥১৪১॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম ।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম্ ॥১৪২॥
কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥১৪৩॥

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রস করায় আস্বাদন ॥১৪৪॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥১৪৫॥
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন-নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥১৪৬॥
এইমত সর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥১৪৭॥
বেদময়-মূর্ত্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্ব্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥১৪৮॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥১৪৯॥
এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ ॥১৫০॥
তবে সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সবে, মধ্যে বসাইয়া ॥১৫১॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥১৫২॥
চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, আর সনাতন।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥১৫৩॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥১৫৪॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥১৫৫॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥১৫৬॥
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥১৫৭॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥১৫৮॥
বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥১৫৯॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥১৬০॥
রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥১৬১॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিলাঙ ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥১৬২॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥১৬৩॥
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥১৬৪॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥১৬৫॥
আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥১৬৬॥
সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ॥১৬৭॥
এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥১৬৮॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥১৬৯॥
সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥১৭০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৭১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ততে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্ ॥১॥

যে ভগবান্ চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মুর্খ চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়াও হঠাৎ এই গ্রন্থলিখনরূপ নৃত্য-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, তাঁহাকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ ॥২॥

জয় জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় কৃপাময়।
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত মহাশয় ॥৩॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥৪॥
মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবার স্মরণে।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥৫॥
এ সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল ॥৬॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥৭॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥৮॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥৯॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি' কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস ॥১০॥
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার ॥১১॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন ॥১২॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধ বাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥১৩॥
যদি বা তার্কিক কহে,—তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥১৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥১৫॥
বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥১৬॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/১/৩৬) তন্ত্রবচন—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥১৭॥

জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদিপুণ্য-দ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়; কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই, সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া (শুদ্ধভক্তের দাস্য ও সম্বন্ধজ্ঞান) আছে,তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয়।

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥১৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৬/১৮)—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥১৯॥

নারদ কহিলেন,—হে বৎস যুধিষ্ঠির! ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তোমাদের ও যদুদের সম্বন্ধে কখনও পতি, গুরু, দেবতা, প্রিয়বন্ধু, কুলপতি, কখনও বা কিঙ্করও হন। এস্থলে ইহাই জ্ঞাতব্য যে ভজনশীল লোকদিগকে মুকুন্দ সহজে 'মুক্তি' দান করেন; কিন্তু ভজনে যাঁহার কোনপ্রকার নিষ্ঠা-চাতুর্য্য আছে, তাহা দেখিলে সেই ভক্তকে 'ভক্তি-যোগ' দেন।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত—অন্যের কা কথা ॥২০॥
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রেম—নিগূঢ় ভাণ্ডার।
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার ॥২১॥
অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য-নাম যেই লয়।
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রু-বিহ্বল সে হয় ॥২২॥
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ, অশ্রু-গঙ্গা বয় ॥২৩॥
'কৃষ্ণনাম' করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/২৪)—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥২৫॥

(শৌনক কহিলেন,—)হরিনাম গ্রহণ করিলেযাহার হৃদয়ে বিকার, নেত্রে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় প্রস্তরময় অর্থাৎ কঠিন অপরাধ দ্বারা তাহার হৃদয় কঠিন হইয়াছে, নামে গলিত হয় না।

'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥২৬॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥২৭॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন ॥২৮॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥২৯॥
তবে জানি, অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর ॥৩০॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥৩১॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥৩২॥
ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল ॥৩৩॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস ॥৩৪॥
বৃন্দাবন দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥৩৫॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা ॥৩৬॥
ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহঁা জানি' করিয়া উদ্ধার ॥৩৭॥
'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন।
সেহ মহা-বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥৩৮॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥৩৯॥
বৃন্দাবনদাস-পদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি' তেঁহো তারিলা সংসার ॥৪০॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন ॥৪১॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত-বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥৪২॥
অতএব ভজ, লোক, চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ, পাবে প্রেমানন্দ ॥৪৩॥
বৃন্দাবন দাস কৈল 'চৈতন্য-মঙ্গল'।
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥৪৪॥
সূত্র করি' সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥৪৫॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার ॥৪৬॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥৪৭॥
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ-লীলা রহিল অবশেষ ॥৪৮॥
সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ।
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন ॥৪৯॥
বৃন্দাবনে কল্পদ্রুমে সুবর্ণ-সদন।
মহা-যোগপীঠ তাহাঁ, রত্ন-সিংহাসন ॥৫০॥
তাতে বসি' আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
'শ্রীগোবিন্দ-দেব' নাম সাক্ষাৎ মদন ॥৫১॥
রাজ-সেবা হয় তাহাঁ বিচিত্র প্রকার।
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার ॥৫২॥
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ।
সহস্র-বদনে সেবা না যায় বর্ণন ॥৫৩॥
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ ॥৫৪॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর ॥৫৫॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা শূন্য তাঁর চিত ॥৫৬॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস ॥৫৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৮/১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলা-ভক্তি, সমস্তগুণ-সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন, তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণসকল অসম্ভব।

পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু, উদার, সর্ব্ব-আর্য্য ॥৫৯॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইঁহা—পণ্ডিত হরিদাস ॥৬০॥
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস।
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস ॥৬১॥
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণবে সন্তোষ ॥৬২॥
নিরন্তর শুনে তেঁহো 'চৈতন্যমঙ্গল'।
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ॥৬৩॥
কথায় সভা উজ্জ্বল করে যেন পূর্ণচন্দ্র।
নিজ-গুণামৃতে বাড়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ ॥৬৪॥
তেঁহো অতি কৃপা করি' আজ্ঞা দিলা মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে ॥৬৫॥
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য—গোবিন্দ গোসাঞি।
গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাঞি ॥৬৬॥
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী।
চৈতন্যচরিতে তেঁহো অতি বড় রঙ্গী ॥৬৭॥
পণ্ডিত-গোসাঞির শিষ্য—ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই ॥৬৮॥
তাঁর শিষ্য—গোবিন্দ-পূজক চৈতন্যদাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী, প্রেমী কৃষ্ণদাস ॥৬৯॥
আচার্য্যগোসাঞির শিষ্য—চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
নিরবধি তাঁর চিত্তে শ্রীচৈতন্যানন্দ ॥৭০॥
আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ।
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন ॥৭১॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া।
তাঁ-সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া ॥৭২॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥৭৩॥
দরশন করি কৈলুঁ চরণ বন্দন।
গোসাঞিদাস পূজারী করে চরণ-সেবন ॥৭৪॥
প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল ॥৭৫॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল।
গোসাঞিদাস আনি' মালা মোর গলে দিল ॥৭৬॥
আজ্ঞা-মালা পাঞা আমার হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ ॥৭৭॥
এই গ্রন্থ লেখায় মোরে 'মদনমোহন'।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥৭৮॥
সেই লিখি, মদনগোপাল মোরে যে লেখায়।
কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ॥৭৯॥
কুলাধিদেবতা মোর—মদনমোহন।
যাঁর সেবক—রঘুনাথ, রূপ, সনাতন ॥৮০॥
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি' ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥৮১॥
চৈতন্যলীলাতে 'ব্যাস'—বৃন্দাবন দাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ ॥৮২॥
মূর্খ, নীচ, ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস ॥৮৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-চরণের এই বল।
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিতসকল ॥৮৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৮৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থকরণে বৈষ্ণবাজ্ঞারূপকথনং নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদঃ

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্ ॥১॥

যাঁহার অনুকম্পা লাভ করিয়া কুক্কুরও মহাসমুদ্র সন্তরণ করিতে সমর্থ হয়, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয় জয়াদ্বৈত জয় জয় নিত্যানন্দ ॥২॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
সর্ব্বাভীষ্ট-পূর্ত্তি-হেতু যাঁহার স্মরণ ॥৩॥
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥৪॥
এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ।
জানি বা না জানি, করি আপন-শোধন ॥৫॥
মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রেমামরতরুঃ স্বয়ম্।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে॥

শ্রীচৈতন্য স্বয়ংই প্রেমরূপ-দেবতরু, স্বয়ংই তাহার মালাকার। যিনি সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি আশ্রয় করি।

প্রভু কহে, আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥৭॥
এত চিন্তি' লৈলা প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিলা ফলোদ্যান-কর্ম্ম ॥৮॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি'।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি' ইচ্ছা-পানি ॥৯॥
জয় শ্রীমাধবপুরী কৃষ্ণপ্রেমপূর।
ভক্তিকল্পতরুর তেঁহো প্রথম অঙ্কুর ॥১০॥
শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে অঙ্কুর পুষ্ট হৈল।
আপনে চৈতন্যমালী স্কন্ধ উপজিল ॥১১॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয়।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥১২॥
পরমানন্দ পুরী, আর কেশব ভারতী।
ব্রহ্মানন্দ পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী ॥১৩॥
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ।
শ্রীনৃসিংহতীর্থ, আর পুরী সুখানন্দ ॥১৪॥
এই নব মূল নিকসিল বৃক্ষমূলে।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে ॥১৫॥
মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
এই নব মূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥১৬॥
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা নিকসিল।
উপরি উপরি শাখা অসংখ্য হইল ॥১৭॥
বিশ বিশ শাখা করি' এক এক মণ্ডল।
মহা-মহা-শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥১৮॥
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত।
যত উপজিল শাখা কে গণিবে কত ॥১৯॥
মুখ্য মুখ্য শাখাগণের নাম-গণন।
আগে ত' করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন ॥২০॥
শাখার উপরে হৈল বৃক্ষ দুই স্কন্ধ।
এক 'অদ্বৈত' নাম, আর 'নিত্যানন্দ' ॥২১॥
সেই দুইস্কন্ধে শাখা যত উপজিল।
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল ॥২২॥
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা।
জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ॥২৩॥
শিষ্য, প্রশিষ্য, আর উপশিষ্যগণ।
জগৎ ব্যাপিল তার নাহিক গণন ॥২৪॥
উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব্ব অঙ্গে।
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে ॥২৫॥
মূলস্কন্ধের শাখা-উপশাখাগণে।
লাগিল যে প্রেমফল,—অমৃতকে জিনে ॥২৬॥
পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল ॥২৭॥
ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি ॥২৮॥
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র ॥২৯॥

অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি' ফেলে চতুর্দ্দিশে।
দরিদ্র কুড়াঞা খায়, মালাকার হাসে ॥৩০॥
মালাকার কহে,— শুন, বৃক্ষ-পরিবার।
মূলশাখা-উপশাখা যতেক প্রকার ॥৩১॥
অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয়-কর্ম্ম।
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম ॥৩২॥
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন।
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ॥৩৩॥
একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ॥৩৪॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম ॥৩৫॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে ॥৩৬॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥৩৭॥
আত্ম-ইচ্ছামতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ॥৩৮॥
অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে ॥৩৯॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি ॥৪০॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥৪১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২২/৩৫)—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥৪২॥

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্মসাফল্য।

বিষ্ণুপুরাণে (৩/১২/৪৫)—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥৪৩॥

কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা ইহকাল ও পরকাল-সম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন।

মালী মনুষ্য আমার নাহি রাজ্য-ধন।
ফল-ফুল দিয়া করি' পুণ্য উপার্জ্জন ॥৪৪॥
মালী হঞা বৃক্ষ হইলাঙ এই ত' ইচ্ছাতে।
সর্ব্বপ্রাণীর উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে ॥৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২২/৩৩)—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥৪৬॥

বৃক্ষদিগের উদ্দেশ করিয়া কহিতেছেন,—অহো, ইঁহারা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইঁহাদের জন্ম সফল। ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থীসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা সুজনগণের ন্যায় ব্যবহার করেন।

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার।
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার ॥৪৭॥
যে যাহাঁ তাহাঁ দান করে প্রেমফল।
ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল ॥৪৮॥
মহা-মাদক প্রেমফল পেট ভরি' খায়।
মাতিল সকল লোক—হাসে, নাচে, গায় ॥৪৯॥
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত' হুঙ্কার।
দেখি' আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার ॥৫০॥
এই মালাকার খায় এই প্রেমফল।
নিরবধি মত্ত রহে, বিবশ-বিহ্বল ॥৫১॥
সর্ব্বলোকে মত্ত কৈলা আপন-সমান।
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন ॥৫২॥
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল, বলি' মাতোয়াল।
সেই ফল খায়, নাচে, বলে—ভাল, ভাল, ॥৫৩॥
এই ত' কহিলুঁ প্রেমফল-বিতরণ।
এবে শুন, ফলদাতা যে যে শাখাগণ ॥৫৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্‌ভবেৎ॥

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমধুপদিগকে আমি বারবার নমস্কার করি। তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে আশ্রয় করিলে কুক্কুরও সেই পাদপদ্মগন্ধ লাভ করে।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এই মালীর—এই বৃক্ষের অকথ্য কথন!
এবে শুন মুখ্যশাখার নাম-বিবরণ ॥৩॥
চৈতন্য-গোসাঞির যত পারিষদচয়।
লঘু-গুরু-ভাব তাঁর না হয় নিশ্চয় ॥৪॥
যত যত মহান্ত কৈলা তাঁ-সবার গণন।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥৫॥
অতএব তাঁ-সবারে করি' নমস্কার।
নাম-মাত্র করি, দোষ না লবে আমার ॥৬॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পবৃক্ষের কৃষ্ণপ্রেম-ফলদাতা শাখারূপ তৎপ্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
দুই ভাই—দুই শাখা, জগতে বিদিত ॥৮॥
শ্রীপতি, শ্রীনিধি—তাঁর দুই সহোদর।
চারি ভাইর দাস-দাসী, গৃহ-পরিকর ॥৯॥
দুই শাখার উপশাখায় তাঁ-সবার গণন।
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্ত্তন ॥১০॥
সবংশে করেন যাঁরা চৈতন্যের সেবা।
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা ॥১১॥
'আচার্য্যরত্ন' নাম ধরে বড় এক শাখা।
তাঁর পরিকর, তাঁর শাখা-উপশাখা ॥১২॥
আচার্য্যরত্নের নাম 'শ্রীচন্দ্রশেখর'।
যাঁর ঘরে দেবী-ভাবে নাচিলা ঈশ্বর ॥১৩॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—বড়শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥১৪॥
বড় শাখা,—গদাধর পণ্ডিত-গোসাঞি।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা, তাঁর সম কেহ নাই ॥১৫॥
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য,—তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখা-উপশাখার লেখা ॥১৬॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য।
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যাঁর নৃত্য ॥১৭॥
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যাঁর নৃত্যকালে।
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে ॥১৮॥
দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ', চন্দ্রমুখ।
তারা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ ॥১৯॥
প্রভু বলেন,—তুমি মোর পক্ষ এক শাখা।
আকাশে উড়িয়া যাঙ, পাঙ আর পাখা ॥২০॥
পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥২১॥
প্রীত্যে করিতে চাহে প্রভুকে লালন-পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন ॥
দুইজনে খট্‌মটি লাগায় কন্দল।
তাঁর প্রীত্যের কথা আগে কহিব সকল ॥২৩॥
রাঘব-পণ্ডিত—প্রভুর আদ্য-অনুচর।
তাঁর শাখা মুখ্য এক,—মকরধ্বজ কর ॥২৪॥
তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয় দাসী।
প্রভুর ভোগসামগ্রী যে করে বারমাসি ॥২৫॥
সে সব সামগ্রী যত ঝালিতে ভরিয়া।
রাঘব লইয়া যান গুপত করিয়া ॥২৬॥
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' প্রসিদ্ধি যাহার ॥২৭॥
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার।
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার ॥২৮॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়—পণ্ডিত গঙ্গাদাস।
যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ববন্ধ-নাশ ॥২৯॥

চৈতন্য-পার্ষদ—শ্রীআচার্য্য পুরন্দর।
পিতা করি' যাঁরে বলে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৩০॥
দামোদরপণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।
প্রভুর উপরে যেঁহো কৈল বাক্যদণ্ড ॥৩১॥
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া ॥৩২॥
তাঁহার অনুজ শাখা—শঙ্করপণ্ডিত।
'প্রভু-পাদোপধান' যাঁর নাম বিদিত ॥৩৩॥
সদাশিবপণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ।
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস ॥৩৪॥
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী।
প্রভু তাঁর নাম কৈলা 'নৃসিংহানন্দ' করি' ॥
নারায়ণ-পণ্ডিত এক বড়ই উদার।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আর ॥৩৬॥
শ্রীমান্‌পণ্ডিত শাখা—প্রভুর নিজ ভৃত্য।
দেউটি ধরেন, যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥৩৭॥
শুক্লাম্বর-ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্।
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইলা ভগবান্ ॥৩৮॥
নন্দন-আচার্য্য-শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত ॥৩৯॥
শ্রীমুকুন্দ-দত্ত-শাখা—প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-গোসাঞি ॥৪০॥
বাসুদেব দত্ত—প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র-মুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয় ॥৪১॥
জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া ॥৪২॥
হরিদাসঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিন লক্ষ নাম তেঁহো লয়েন অপতিত ॥৪৩॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙ্মাত্র।
আচার্য্য-গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥৪৪॥
প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ।
যবন-তাড়নেও যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ ॥৪৫॥
তেঁহো সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে।
নাচিল চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে ॥৪৬॥

তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যেবা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ ॥৪৭॥
তাঁর উপশাখা,—যত কুলীনগ্রামী জন।
সত্যরাজ-আদি—তাঁর কৃপার ভাজন ॥৪৮॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত-শাখা—প্রেমের ভাণ্ডার।
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি' দৈন্য যাঁর ॥৪৯॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, না লয় কার ধন।
আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্ব ভরণ ॥৫০॥
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ,—দুই তার ক্ষয় ॥৫১॥
শ্রীমান্ সেন প্রভুর সেবক প্রধান।
চৈতন্য-চরণ বিনু নাহি জানে আন ॥৫২॥
শ্রীগদাধর দাস-শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যেঁহ বোলাইল হরি ॥৫৩॥
শিবানন্দ সেন—প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ।
প্রভু-স্থানে যাইতে সবে লয়েন যাঁর সঙ্গ ॥৫৪॥
প্রতিবর্ষে প্রভুগণ সঙ্গেতে লইয়া।
নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া ॥৫৫॥
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ-তিন স্বরূপে।
'সাক্ষাৎ', 'আবেশ' আর 'আবির্ভাব' রূপে ॥
'সাক্ষাতে' সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ।
নকুল ব্রহ্মচারী-দেহে প্রভুর 'আবেশ' ॥৫৭॥
'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল।
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছে ত' রাখিল ॥৫৮॥
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের 'আবির্ভাব'।
অলৌকিক ঐছে প্রভুর অনেক স্বভাব ॥৫৯॥
আস্বাদিল এ সব রস সেন শিবানন্দ।
বিস্তারি' কহিব আগে এ সব আনন্দ ॥৬০॥
শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর।
পুত্র-ভৃত্য-আদি করি' চৈতন্য-কিঙ্কর ॥৬১॥
চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর ॥৬২॥
শ্রীবল্লভ সেন, আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত ॥৬৩॥

প্রভুপ্রিয় গোবিন্দানন্দ—মহাভাগবত।
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া আদি—শ্রীগোবিন্দ দত্ত ॥৬৪॥
শ্রীবিজয়দাস-নাম প্রভুর আখরিয়া।
প্রভুরে অনেক গ্রন্থ দিয়াছে লিখিয়া ॥৬৫॥
'রত্নবাহু' বলি' প্রভু থুইল তাঁর নাম।
অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস-নাম ॥৬৬॥
খোলা-বেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস।
যাঁহা-সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস ॥৬৭॥
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড়-মোচা-ফল।
যাঁর ফুটা-লৌহপাত্রে প্রভু পিলা জল ॥৬৮॥
প্রভুর অতিপ্রিয় দাস ভগবান্ পণ্ডিত।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত ॥৬৯॥
জগদীশ পণ্ডিত, আর হিরণ্য মহাশয়।
যারে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময় ॥৭০॥
এই দুই-ঘরে প্রভু একাদশী দিনে।
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি' খাইল আপনে ॥৭১॥
প্রভুর পড়ুয়া দুই,—পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
ব্যাকরণে দুই শিষ্য—দুই মহাশয় ॥৭২॥
বনমালী পণ্ডিত-শাখা বিখ্যাত জগতে।
সোণার মুষল হল যে দেখিল প্রভুর হাতে ॥৭৩॥
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান্।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তেঁহো সেবক-প্রধান ॥৭৪॥
গরুড় পণ্ডিত লয় শ্রীনাম-মঙ্গল।
নাম-বলে বিষ যাঁরে না করিল বল ॥৭৫॥
গোপীনাথ সিংহ—এক চৈতন্যের দাস।
অক্রূর বলি' প্রভু যাঁরে কৈলা পরিহাস ॥৭৬॥
ভাগবতী দেবানন্দ বক্রেশ্বর-কৃপাতে।
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে ॥৭৭॥
খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন ॥৭৮॥
এই সব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেম-ফল-ফুল করে যাহাঁ তাহাঁ দান ॥৭৯॥
কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ ॥৮০॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবেই চৈতন্যভৃত্য,—চৈতন্য-প্রাণধন ॥৮১॥
প্রভু কহে, কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥৮২॥
কুলীনগ্রামীর ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায় ॥৮৩॥
অনুপম-বল্লভ, শ্রীরূপ-সনাতন।
এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে গণন ॥৮৪॥
তাঁর মধ্যে রূপ-সনাতন—বড় শাখা।
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি—উপশাখা ॥৮৫॥
মালীর ইচ্ছায় শাখা বহুত বাড়িল।
বাড়িয়া পশ্চিম দেশ সব আচ্ছাদিল ॥৮৬॥
আ-সিন্ধুনদী-তীর আর হিমালয়।
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত তীর্থ হয় ॥৮৭॥
দুই শাখার প্রেমফলে সকল ভাসিল।
প্রেমফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল ॥৮৮॥
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার ॥৮৯॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার।
বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি-পূজার প্রচার ॥৯০॥
মহাপ্রভুর প্রিয় ভৃত্য—রঘুনাথদাস।
সর্ব্বত্যজি' কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥৯১॥
প্রভুসমর্পিল তাঁরে স্বরূপের হাতে।
প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ॥৯২॥
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ-সেবন।
স্বরূপের অন্তর্দ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ॥৯৩॥
বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ দেখিয়া।
গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া ॥৯৪॥
এই ত' নিশ্চয় করি' আইল বৃন্দাবনে।
আসি' রূপ-সনাতনের বন্দিল চরণে ॥৯৫॥
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল।
নিজ তৃতীয় ভাই করি' নিকটে রাখিল ॥৯৬॥
মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর।
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর ॥৯৭॥

অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য-কথন।
পল দুই-তিন মাঠা করেন ভক্ষণ ॥৯৮॥
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম।
দুই সহস্র বৈষ্ণবেরে নিত্য পরণাম ॥৯৯॥
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানস সেবন।
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র-কথন ॥১০০॥
তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান ॥১০১॥
সার্দ্ধ সপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা, সেহ নহে কোনদিনে ॥১০২॥
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার।
সেই রূপ-রঘুনাথ প্রভু যে আমার ॥১০৩॥
ইঁহা-সবার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন।
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন ॥১০৪॥
শ্রীগোপাল ভট্ট—এক শাখা সর্ব্বোত্তম।
রূপ-সনাতন সঙ্গে যাঁর প্রেম-আলাপন ॥১০৫॥
শঙ্করারণ্য—আচার্য্য-বৃক্ষের এক শাখা।
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র,—উপশাখা লেখা ॥
শ্রীনাথ পণ্ডিত—প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি' বশ ত্রিভুবন ॥১০৭॥
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস।
প্রভুর আজ্ঞাতে তেঁহো কৈল গঙ্গাবাস ॥১০৮॥
কৃষ্ণদাস বৈদ্য, আর পণ্ডিত-শেখর।
কবিচন্দ্র, আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর ॥১০৯॥
শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান।
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্ ॥১১০॥
সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন।
মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, শ্রীমধুসূদন ॥১১১॥
পুরুষোত্তম, শ্রীগালীম, জগন্নাথদাস।
শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস ॥১১২॥
রামদাস, কবিদত্ত, শ্রীগোপালদাস।
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর সারঙ্গদাস ॥১১৩॥
জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ।
গোপাল আচার্য্য, আর বিপ্র বাণীনাথ ॥১১৪॥

গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব,—তিন ভাই।
যাঁ-সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই ॥১১৫॥
রামদাস অভিরাম—সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি' যে করিল বাঁশী ॥১১৬॥
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা।
তাঁর সঙ্গে তিনজন প্রভু-আজ্ঞায় আইলা ॥১১৭॥
শ্রীরামদাস, মাধব, আর বাসুদেব ঘোষ।
প্রভু-সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ ॥১১৮॥
ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীমাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন ॥১১৯॥
মহা-কৃপাপাত্র, প্রভুর জগাই, মাধাই।
'পতিতপাবন' নামের সাক্ষী দুই ভাই ॥১২০॥
গৌড়দেশ-ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন।
অনন্ত চৈতন্যভক্ত না যায় গণন ॥১২১॥
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে।
দুই স্থানে প্রভু-সেবা কৈল নানা-রঙ্গে ॥১২২॥
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সে সব কথন ॥১২৩॥
নীলাচলে প্রভুসঙ্গে সব ভক্তগণ।
সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম্ম দুইজন ॥১২৪॥
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর।
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥১২৫॥
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস।
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথ দাস ॥১২৬॥
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ।
নীলাচলে রহি' প্রভুর করেন সেবন ॥১২৭॥
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী।
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি' ॥১২৮॥
নীলাচলে প্রভুসহ প্রথম মিলন।
সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ॥১২৯॥
বড়শাখা এক,—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
তাঁর ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ॥১৩০॥
কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, রায় ভবানন্দ।
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥১৩১॥

আলিঙ্গন করি' তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব—তোমার নন্দন ॥১৩২॥
রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ।
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ॥১৩৩॥
এই পঞ্চ পুত্র তোমার—মোর প্রিয়পাত্র।
রামানন্দ সহ মোর দেহ-ভেদ মাত্র ॥১৩৪॥
প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওড্র কৃষ্ণানন্দ।
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ ॥১৩৫॥
ভগবান্ আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী।
শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি ॥১৩৬॥
মাধবী-দেবী—শিখিমাহিতির ভগিনী।
শ্রীরাধার দাসীমধ্যে যাঁর নাম গণি ॥১৩৭॥
ঈশ্বরপুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর ॥১৩৮॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভু-স্থানে মিলিলা আসিয়া ॥১৩৯॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে ॥১৪০॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ॥১৪১॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী বলবানে ॥১৪২॥
রামাই-নন্দাই—দোঁহে প্রভুর কিঙ্কর।
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥১৪৩॥
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই।
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ॥১৪৪॥
কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈঞা কৈল দক্ষিণ গমন ॥১৪৫॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—ভক্তি-অধিকারী।
মথুরা-গমনে প্রভুর যিঁহো ব্রহ্মচারী ॥১৪৬॥
বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥১৪৭॥
রামভদ্রাচার্য্য, আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন আচার্য্য, আর রঘু, নীলাম্বর ॥১৪৮॥
সিঙ্গাভট্ট, কামাভট্ট, দন্তুর শিবানন্দ।
গৌড়ে পূর্ব্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥১৪৯॥
অচ্যুতানন্দ—অদ্বৈত-আচার্য্য-তনয়।
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ॥১৫০॥
নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস।
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ॥১৫১॥
বারাণসী-মধ্যে প্রভু-ভক্ত তিন জন।
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন ॥১৫২॥
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি' বৃন্দাবন ॥১৫৩॥
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস।
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস ॥১৫৪॥
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন।
উচ্ছিষ্ট-মার্জ্জন আর পাদ-সম্বাহন ॥১৫৫॥
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভুর স্থানে।
অষ্টমাস রহিল ভিক্ষা দেন কোন দিনে ॥১৫৬॥
প্রভুর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা।
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞির নিকটে রহিলা ॥
তাঁর স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত।
প্রভুর কৃপায় তিঁহো কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত ॥১৫৮॥
এইমত সংখ্যাতীত চৈতন্য-ভক্তগণ।
দিঙ্মাত্র লিখি, সম্যক্ না যায় কথন ॥১৫৯॥
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল।
তার শিষ্য-উপশিষ্য, তার উপডাল ॥১৬০॥
সকল ভরিয়া আছে প্রেমফুল-ফলে।
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেম-জলে ॥১৬১॥
এক এক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা।
'সহস্র বদনে' যার দিতে নারে সীমা ॥১৬২॥
সংক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
সমগ্র বলিতে নারে 'সহস্র বদন' ॥১৬৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধ-শাখা-বর্ণনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিত্যানন্দপদাম্ভোজ-ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্।
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥১॥

প্রেমরূপ মধুপানোন্মত্ত নিত্যানন্দপাদপদ্মের ভৃঙ্গসকলকে নমস্কার করিয়া তন্মধ্যে কয়েকটী মুখ্যভক্তের নামোল্লেখ করিতেছি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার চরণাশ্রিত যেই, সেই ধন্য ॥২॥
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত, জয় নিত্যানন্দ।
জয় জয় মহাপ্রভুর সর্ব্বভক্তবৃন্দ ॥৩॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ।
ঊর্দ্ধ স্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর ঊর্দ্ধ স্কন্ধরূপ শ্রীঅবধূত নিত্যানন্দচন্দ্রের শাখা-রূপ গণ-সকলকে নমস্কার করি।

শ্রীনিত্যানন্দ-বৃক্ষের স্কন্ধ-গুরুতর।
তাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর ॥৫॥
মালাকারের ইচ্ছা-জলে বাড়ে শাখাগণ।
প্রেম-ফুল-ফলে ভরি' ছাইল ভুবন ॥৬॥
অসংখ্য অনন্ত গণ কে করু গণন।
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য মুখ্য জন ॥৭॥
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—স্কন্ধ-মহাশাখা।
তাঁর উপশাখা যত, অসংখ্য তার লেখা ॥৮॥
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহা-ভাগবত।
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত ॥৯॥
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি-মণ্ডপে তেঁহো মূলস্তম্ভ ॥১০॥
অদ্যাপি যাঁহার কৃপা-মহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে ॥১১॥
সেই বীরভদ্র-গোসাঞির চরণ—শরণ।
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট-পূরণ ॥১২॥
শ্রীরামদাস আর, গদাধর দাস।
চৈতন্য-গোসাঞির ভক্ত রহে তাঁর পাশ ॥১৩॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥১৪॥
অতএব দুইগণে দুঁহার গণন।
মাধব-বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥১৫॥
রামদাস—মুখ্যশাখা, সখ্য-প্রেমরাশি।
ষোলসাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি' কৈল বাঁশী ॥১৬॥
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানকেলি কৈল নিত্যানন্দ ॥১৭॥
শ্রীমাধব ঘোষ—মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে।
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে ॥১৮॥
বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ-পাষাণ-দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥১৯॥
মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিক লীলা।
ব্যাঘ্র-গালে চড় মারে, সর্প-সনে খেলা ॥২০॥
নিত্যানন্দের গণ যত,—সব ব্রজসখা।
শৃঙ্গ-বেত্র-গোপবেশ, শিরে শিখিপাখা ॥২১॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়।
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি হয় ॥২২॥
সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম ॥২৩॥
কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥২৪॥
সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেমের নিবাস ॥২৫॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি ॥২৬॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি ॥২৭॥
নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়—পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর ॥২৮॥
পরমেশ্বরদাস—নিত্যানন্দৈক-শরণ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তাঁরে যে করে স্মরণ ॥২৯॥

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত হয় জগৎ-পাবন।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে, যেন বর্ষা ঘন ॥৩০॥
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
অত্যন্ত বিরক্ত, সদা কৃষ্ণপ্রেমময় ॥৩১॥
মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল ॥৩২॥
নবদ্বীপে পুরুষোত্তম পণ্ডিত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-নামে যাঁর মহোন্মাদ হয় ॥৩৩॥
বলরাম দাস—কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী ॥৩৪॥
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥৩৫॥
রাঢ়ে যাঁর জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহো পরম কিঙ্কর ॥৩৬॥
কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান।
নিত্যানন্দ-চন্দ্র বিনা নাহি জানে আন ॥৩৭॥
শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তমদাস—তাঁহার তনয় ॥৩৮॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্য-লীলা করে কৃষ্ণ-সনে ॥৩৯॥
তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃতপূর ॥৪০॥
মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ।
সর্ব্বভাবে সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥৪১॥
আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী।
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী' ॥৪২॥
বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস,—তিন ভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই ॥৪৩॥
নিত্যানন্দভৃত্য—পরমানন্দ উপাধ্যায়।
শ্রীজীব পণ্ডিত নিত্যানন্দের গুণ গায় ॥৪৪॥
পরমানন্দ গুপ্ত—কৃষ্ণভক্ত মহামতি।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ॥৪৫॥
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর।
দেবানন্দ—চারি ভাই নিতাই-কিঙ্কর ॥৪৬॥
হোড় কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দপ্রভু-প্রাণ।
শ্রীনিত্যানন্দ-পদ বিনা নাহি জানে আন ॥৪৭॥
নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য মাধব, শ্রীধর।
রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর ॥৪৮॥
শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ।
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ ॥৪৯॥
বসন্ত, নবনী হোড়, গোপাল, সনাতন।
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন ॥৫০॥
কংসারি সেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ, তিন কবিরাজ ॥৫১॥
পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাস দামোদর।
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর ॥৫২॥
নর্ত্তক গোপাল, রামভদ্র, গৌরাঙ্গদাস।
নৃসিংহচৈতন্য, মীনকেতন রামদাস ॥৫৩॥
বৃন্দাবন দাস—নারায়ণীর নন্দন।
'চৈতন্য-মঙ্গল' যেঁহো করিল রচন ॥৫৪॥
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন দাস ॥৫৫॥
সর্ব্বশাখা-শ্রেষ্ঠ বীরভদ্র গোসাঞি।
তাঁর উপশাখা যত, তার অন্ত নাই ॥৫৬॥
অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন।
আত্মপবিত্রতা-হেতু লিখিলাঙ কত জন ॥৫৭॥
এই সর্ব্বশাখা পূর্ণ—পক্ক-প্রেমফলে।
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে ॥৫৮॥
অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে (সবে) ধরে মহাবল ॥
সংক্ষেপে কহিলাঙ এই নিত্যানন্দ গণ।
যাঁহার অবধি না পায় 'সহস্র-বদন' ॥৬০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৬১॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দ-স্কন্ধ-শাখা-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্
সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বাঽসারান্ সারভৃতো
নৌমি চৈতন্যজীবনান্ ॥১॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর অনুগতজন দুই প্রকার, অর্থাৎ 'সারগ্রাহী' ও 'অসারবাহী'। তন্মধ্যে অসারবাহীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত সারগ্রাহী চৈতন্যদাসদিগকে প্রণাম করি।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥২॥

শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥৩॥

শ্রীচৈতন্যাখ্য অমরতরুর দ্বিতীয়স্কন্ধ-রূপী অদ্বৈত প্রভুর শাখাস্বরূপ গণসকলকে নমস্কার করি।

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ—আচার্য্য গোসাঞি।
তাঁর যত শাখা হইল, তার লেখা নাঞি ॥৪॥
চৈতন্য-মালীর কৃপাজলের সেচনে।
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাড়ে দিনে দিনে ॥৫॥
সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল।
সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল ॥৬॥
সেই জল স্কন্ধে করে শাখাতে সঞ্চার।
ফলে-ফুলে বাড়ে,—শাখা হইল বিস্তার ॥৭॥
প্রথমেতে একমত আচার্য্যের গণ।
পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ ॥৮॥
কেহ ত' আচার্য্যের আজ্ঞায়, কেহ ত' স্বতন্ত্র।
স্বমত কল্পনা করে দৈব পরতন্ত্র ॥৯॥
আচার্য্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার ॥১০॥
অসারের নামে ইহাঁ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ জানিবারে করি একত্র গণন ॥১১॥
ধান্যরাশি মাপে যৈছে পাত্না সহিতে।
পশ্চাতে পাত্না উড়াঞা সংস্কার করিতে ॥১২॥
অচ্যুতানন্দ—বড় শাখা, আচার্য্য-নন্দন।
আজন্ম সেবিলা তিঁহো চৈতন্যচরণ ॥১৩॥
চৈতন্য-গোসাঞির গুরু—কেশব ভারতী।
এই পিতার বাক্য শুনি' দুঃখ পাইল অতি ॥১৪॥
জগদ্গুরুতে তুমি কর ঐছে উপদেশ।
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হইল দেশ ॥১৫॥
চৌদ্দ ভুবনের গুরু—চৈতন্য-গোসাঞি।
তাঁর গুরু—অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই ॥১৬॥
পঞ্চম বর্ষের বালক কহে সিদ্ধান্তের সার।
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার ॥১৭॥
কৃষ্ণমিশ্র-নাম আর আচার্য্য-তনয়।
চৈতন্য-গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয় ॥১৮॥
শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত।
তাঁহার চরিত্র, শুন, অত্যন্ত অদ্ভুত ॥১৯॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন করে বড় প্রেম-সুখে ॥২০॥
নানা-ভাবোদগম দেহে অদ্ভুত নর্ত্তন।
দুই গোসাঞি 'হরি' বলে আনন্দিত মন ॥২১॥
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমেতে পড়িল, দেহে নাহিক সম্বিৎ ॥২২॥
দুঃখিত হইলা আচার্য্য পুত্র কোলে লঞা।
রক্ষা করে নৃসিংহের মন্ত্র পড়িয়া ॥২৩॥
নানা মন্ত্র পড়েন আচার্য্য, না হয় চেতন।
আচার্য্যের দুঃখে বৈষ্ণব করেন ক্রন্দন ॥২৪॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর হৃদে হস্ত ধরি'।
উঠহ, গোপাল—বল বল 'হরি হরি' ॥২৫॥
উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি'।
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি ॥২৬॥
আচার্য্যের আর পুত্র—শ্রীবলরাম।
আর পুত্র—'স্বরূপ' শাখা 'জগদীশ' নাম ॥২৭॥
'কমলাকান্ত বিশ্বাস' নাম আচার্য্য-কিঙ্কর।
আচার্য্য-ব্যবহার সব—তাঁহার গোচর ॥২৮॥
নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিল পাঠাইয়া ॥২৯॥

সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু-স্থানে ॥৩০॥
সে পত্রীতে লেখা আছে,—এই ত' লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করিয়াছে স্থাপন ॥৩১॥
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত-তিন ॥৩২॥
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হৈল দুঃখ।
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চাঁদমুখ ॥৩৩॥
আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য—দৈবত ঈশ্বর ॥৩৪॥
ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা ॥৩৫॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল,—ইহঁা আজি হৈতে।
বাউলিয়া 'বিশ্বাসে' এথা না দিবে আসিতে ॥৩৬॥
দণ্ড শুনি' 'বিশ্বাস' হইল পরম দুঃখিত।
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥৩৭॥
বিশ্বাসেরে কহে,—তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥৩৮॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান ॥৩৯॥
মুক্তি—শ্রেষ্ঠ করি' কৈনু বশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥৪০॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ শ্রীমুকুন্দ ॥৪১॥
যে দণ্ড পাইল শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড-প্রসাদ আর লোক পাবে কতি ॥ ৪২॥
এত কহি' আচার্য্য তাঁরে করিয়া আশ্বাস।
আনন্দিত হইয়া আইল মহাপ্রভু-পাশ ॥৪৩॥
প্রভুকে কহেন,—তোমার না বুঝি এ লীলা।
আমা হৈতে প্রসাদপাত্র করিলা কমলা ॥৪৪॥
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ।
তোমার চরণে আমি কি কৈনু অপরাধ ॥৪৫॥
এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
বোলাইয়া কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥৪৬॥

আচার্য্য কহে,—ইহাকে কেনে দিলে দরশন।
দুই প্রকারেতে করে মোরে বিড়ম্বন ॥৪৭॥
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুঁহার অন্তর-কথা দুঁহে সে জানিল ॥৪৮॥
প্রভু কহে,—বাউলিয়া, ঐছে কেনে কর।
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর ॥৪৯॥
প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥৫০॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন ॥৫১॥
লোকলজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি।
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি' ॥৫২॥
এই শিক্ষা সবাকারে, সবে মনে কৈল।
আচার্য্য-গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল ॥৫৩॥
আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে।
প্রভুর গম্ভীর বাক্য আচার্য্য সমুঝে ॥৫৪॥
এই ত' প্রস্তাবে আছে বহুল বিচার।
গ্রন্থ-বাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার ॥৫৫॥
শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য—অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা-উপশাখা-গণের নাহি লেখা ॥৫৬॥
বাসুদেব দত্তের তেঁহো কৃপার ভাজন।
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্য-চরণ ॥৫৭॥
ভাগবতাচার্য্য, আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য।
চক্রপাণি আচার্য্য, আর অনন্ত আচার্য্য ॥৫৮॥
নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্যদাস।
দুর্ল্লভ বিশ্বাস, আর বনমালিদাস ॥৫৯॥
জগন্নাথ কর, আর কর ভবনাথ।
হৃদয়ানন্দ, সেন, আর দাস ভোলানাথ ॥৬০॥
যাদবদাস, বিজয়দাস, দাস জনার্দ্দন।
অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত, দাস নারায়ণ ॥৬১॥
শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস।
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী আর কৃষ্ণদাস ॥৬২॥
পুরুষোত্তম পণ্ডিত, আর রঘুনাথ।
বনমালী কবিচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ ॥৬৩॥

লোকনাথ পণ্ডিত, আর মুরারি পণ্ডিত।
শ্রীহরিচরণ, আর মাধব পণ্ডিত ॥৬৪॥
বিজয় পণ্ডিত, আর পণ্ডিত শ্রীরাম।
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা কত লইব নাম ॥৬৫॥
মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায়।
সেই জলে জীয়ে শাখা,—ফুল-ফল পায় ॥৬৬॥
ইহার মধ্যে মালি-পাছে কোন শাখাগণ।
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈব কারণ ॥৬৭॥
সৃজাইল, জীয়াইল, তাঁরে না মানিলা।
কৃতঘ্ন হইলা, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈলা ॥৬৮॥
ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে।
জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মরে ॥৬৯॥
চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥৭০॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ॥৭১॥
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ॥৭২॥
যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দের মত।
সেই আচার্য্যের গণ—'মহাভাগবত' ॥৭৩॥
সেই সেই,—আচার্য্যের কৃপার ভাজন।
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্য-চরণ ॥৭৪॥
অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার।
আর যত মত সব হইল ছারখার ॥৭৫॥
সেই আচার্য্যগণে মোর কোটী নমস্কার।
অচ্যুতানন্দ প্রায়, চৈতন্য—জীবন যাঁহার ॥৭৬॥
এই ত' কহিলাঙ আচার্য্য-গোসাঞির গণ।
তিন স্কন্ধের কৈল শাখার সংক্ষেপ গণন ॥৭৭॥
শাখার উপশাখা, তার নাহিক গণন।
কিছুমাত্র কহি' করি দিগ্‌দরশন ॥৭৮॥
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন ॥৭৯॥
শাখা-শ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥৮০॥
অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, মিশ্র নয়ন।
গঙ্গামন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ ॥৮১॥
ভূগর্ভ গোসাঞি, আর ভাগবত দাস।
যেই দুই আসি' কৈল বৃন্দাবনে বাস ॥৮২॥
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী—বড় মহাশয়।
বল্লভচৈতন্যদাস—কৃষ্ণপ্রেমময় ॥৮৩॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, আর উদ্ধব দাস।
জিতামিত্র, কাষ্ঠকাটা-জগন্নাথদাস ॥৮৪॥
শ্রীহরি আচার্য্য, দাস পুরিয়াগোপাল।
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্পগোপাল ॥৮৫॥
শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ।
বঙ্গবাটী-চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ ॥৮৬॥
অমোঘ পণ্ডিত, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ।
যদু গাঙ্গুলি আর মঙ্গল বৈষ্ণব ॥৮৭॥
চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম।
মদনগোপাল পায়ে যাঁহার বিশ্রাম ॥৮৮॥
এই ত' সংক্ষেপে কহিলাঙ পণ্ডিতের গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন ॥৮৯॥
পণ্ডিতের গণ সব,—ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ—সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৯০॥
এই তিন স্কন্ধের কৈলুঁ শাখার গণন।
যাঁ-সবা-স্মরণে ভববন্ধ-বিমোচন ॥৯১॥
যাঁ-সবা-স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ।
যাঁ-সবা-স্মরণে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৯২॥
অতএব তাঁ-সবার বন্দিয়ে চরণ।
চৈতন্য-মালীর কহি লীলা-অনুক্রম ॥৯৩॥
গৌরলীলামৃতসিন্ধু—অপার, অগাধ।
কে করিতে পারে তাঁহা অবগাহ-সাধ ॥৯৪॥
তাহার মাধুরী-গন্ধে লুব্ধ হয় মন।
অতএব তটে রহি' চাকি এক কণ ॥৯৫॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈত-স্কন্ধ-শাখা-বর্ণনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্॥

যাঁহার-প্রসন্নতা-ক্রমে এই অধমজনও তল্-লীলা-বর্ণনে সদ্যই যোগ্যতা লাভ করিতেছে, সেই চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ ॥২॥
জয় জয় গদাধর জয় শ্রীনিবাস।
জয় মুকুন্দ বাসুদেব জয় হরিদাস ॥৩॥
জয় দামোদর-স্বরূপ জয় মুরারি গুপ্ত।
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত ॥৪॥
জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত চন্দ্রগণ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥৫॥
এই ত' কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ।
এবে কহি চৈতন্য-লীলাক্রম-অনুবন্ধ ॥৬॥
প্রথমে ত' সূত্ররূপে করিয়ে গণন।
পাছে তাহা বিস্তারি করিব বিবরণ ॥৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি'।
আটচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি' ॥৮॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হইল অন্তর্দ্ধান ॥৯॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস ॥১০॥
চব্বিশ বৎসর-শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
আর চব্বিশ বৎসর কৈল নীলাচলে বাস ॥১১॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন ॥১২॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম-লীলামৃতে ভাসা'ল সকলে ॥১৩॥
গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—'আদি' লীলাখ্যান।
'মধ্য' 'অন্ত্য' নামে—শেষলীলার দুই নাম ॥
আদিলীলা-মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রথিত ॥১৫॥
প্রভুর যে-শেষ-লীলা স্বরূপ-দামোদর।
সূত্র করি' গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥১৬॥
এই দুই জনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া।
বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া ॥১৭॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন,—চারি ভেদ।
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ ॥১৮॥

সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥

সেই সর্ব্বসদ্গুণপূর্ণ ফাল্গুনপূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি, যে পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণনাম-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়।
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রের গ্রহণ হয় ॥২০॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা।
জন্মিলা চৈতন্যপ্রভু 'নাম' জন্মাইয়া ॥২১॥
জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যুবাকালে।
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে ॥২২॥
বাল্যভাব-ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন।
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি' রহয়ে রোদন ॥২৩॥
অতএব 'হরি' 'হরি' বলে নারীগণ।
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ব-বন্ধুজন ॥২৪॥
'গৌরহরি' বলি' তারে হাসে সর্ব্ব নারী।
অতএব হৈল তাঁর নাম 'গৌরহরি' ॥২৫॥
বাল্য-বয়স—যাবৎ হাতে খড়ি দিল।
পৌগণ্ড-বয়স—যাবৎ বিবাহ না কৈল ॥২৬॥
বিবাহ করিলে হৈল নবীন যৌবন।
সর্ব্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥২৭॥
পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে।
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে ॥২৮॥
সূত্র-বৃত্তি-টীকায় কৃষ্ণনামের তাৎপর্য্য।
শিষ্যের প্রতীত হয়,—সবার আশ্চর্য্য ॥২৯॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ-নামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥৩০॥

কিশোর-বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি-দিনে প্রেমে নৃত্য, সঙ্গে ভক্তগণ ॥৩১॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া ॥৩২॥
চব্বিশ বৎসর ঐছে নবদ্বীপ-গ্রামে।
লওয়াইল সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেম-নামে ॥৩৩॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস।
ভক্তগণ লঞা কৈলা নীলাচলে বাস ॥৩৪॥
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর।
নৃত্য, গীত, প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর ॥৩৫॥
সেতুবন্ধ, আর গৌড়-ব্যাপি বৃন্দাবন।
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ ॥৩৬॥
এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলা-মুখ্যধাম।
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ—'অন্ত্যলীলা' নাম ॥৩৭॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি লওয়াইল নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥৩৮॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে।
প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন-ছলে ॥৩৯॥
রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ।
উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ-বচন ॥৪০॥
শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
সেইমত উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিনে ॥৪১॥
বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত ॥৪২॥
কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেম-চেষ্টিত।
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন-বাঞ্ছিত ॥৪৩॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা।
কে বলিতে পারে, তাহা বিস্তার করিয়া ॥৪৪॥
সূত্র করি' গণে যদি আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে তিঁহো নাহি পায় অন্ত ॥৪৫॥
দামোদর-স্বরূপ, আর গুপ্ত মুরারি।
মুখ্যমুখ্যলীলা সূত্রে লিখিয়াছে বিচারি' ॥৪৬॥
সেই অনুসারে লিখি লীলা-সূত্রগণ।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন তাহা দাস-বৃন্দাবন ॥৪৭॥

চৈতন্য-লীলার ব্যাস,—দাস-বৃন্দাবন।
মধুর করিয়া লীলা করিলা রচন ॥৪৮॥
গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে।
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে ॥৪৯॥
প্রভুর লীলামৃত তিঁহো কৈল আস্বাদন।
তাঁর ভুক্ত-শেষ কিছু করিয়ে চর্ব্বণ ॥৫০॥
আদিলীলা-সূত্র লিখি, শুন, ভক্তগণ।
সংক্ষেপে লিখিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥৫১॥
কোন বাঞ্ছা পূরণ লাগি' ব্রজেন্দ্রকুমার।
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিলা বিচার ॥৫২॥
আগে অবতারিলা যে যে গুরু-পরিবার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥৫৩॥
শ্রীশচী-জগন্নাথ, শ্রীমাধবপুরী।
কেশব ভারতী, আর শ্রীঈশ্বর পুরী ॥৫৪॥
অদ্বৈত আচার্য্য, আর পণ্ডিত শ্রীবাস।
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস ॥৫৫॥
শ্রীহট্ট-নিবাসী শ্রীউপেন্দ্রমিশ্র-নাম।
বৈষ্ণব, পণ্ডিত, ধনী, সদ্‌গুণ-প্রধান ॥৫৬॥
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র—সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর ॥৫৭॥
জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ ॥৫৮॥
জগন্নাথ, মিশ্রবর—পদবী 'পুরন্দর'।
নন্দ-বসুদেব পূর্ব্বে সদ্‌গুণ-সাগর ॥৫৯॥
তাঁর পত্নী 'শচী' নাম, পতিব্রতা সতী।
যাঁর পিতা 'নীলাম্বর' নাম চক্রবর্ত্তী ॥৬০॥
রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ ॥৬১॥
অসংখ্য ভক্তের করাইলা অবতার।
শেষে অবতীর্ণ হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৬২॥
প্রভুর আবির্ভাবপূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈত-আচার্য্যের স্থানে করেন গমন ॥৬৩॥
গীতা-ভাগবত কহে আচার্য্য-গোসাঞি।
জ্ঞান-কর্ম্ম নিন্দি' করে ভক্তির বড়াই ॥৬৪॥

সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞান, যোগ, তপো-ধর্ম্ম নাহি মানে আন ॥৬৫॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করে বৈষ্ণবের গণ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসঙ্কীর্ত্তন ॥৬৬॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি' কৃষ্ণবহির্ম্মুখ।
বিষয়ে নিমগ্ন লোক দেখি' পায় দুঃখ ॥৬৭॥
লোকের নিস্তার-হেতু করেন চিন্তন।
কেমতে এ সর্ব্বলোকের হইবে তারণ ॥৬৮॥
কৃষ্ণ অবতরি' করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥৬৯॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া ॥৭০॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৭১॥
জগন্নাথমিশ্র-পত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল, জন্মি' জন্মি' মরে ॥৭২॥
অপত্য-বিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
পুত্র লাগি' আরাধিল বিষ্ণুর চরণ ॥৭৩॥
তবে পুত্র জনমিল 'বিশ্বরূপ' নাম।
মহা-গুণবান্ তেঁহ—'বলদেব'-ধাম ॥৭৪॥
বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে 'সঙ্কর্ষণ'।
তেঁহ—বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ ॥৭৫॥
তাঁহা বই বিশ্বে কিছু নাহি দেখি আর।
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম যে তাঁহার ॥৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৫/৩৫)—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥৭৭॥

অনন্ত ভগবান্ জগদীশ্বরে কিছুই বিচিত্র নয়,—যাঁহাতে এই বিশ্ব বস্ত্রের তন্তু-ব্যাপারের ন্যায় ওতপ্রোতরূপে প্রতীত হয়।

অতএব প্রভু তাঁরে বলে, 'বড় ভাই'।
কৃষ্ণ-বলরাম দুই—চৈতন্য-নিতাই ॥৭৮॥
পুত্র পাঞা দম্পতি হৈলা আনন্দিত মন।
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ ॥৭৯॥
চৌদ্দশত ছয় শকে শেষ মাঘ-মাসে।
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রবেশে ॥৮০॥
মিশ্র কহে শচী-স্থানে,—দেখি অন্য রীত।
জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত ॥৮১॥
যাহাঁ তাহাঁ সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান।
ঘরে পাঠাইয়া দেয় ধন, বস্ত্র, ধান ॥৮২॥
শচী কহে,—মুঞি দেখোঁ আকাশ-উপরে।
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি' স্তুতি যেন করে ॥৮৩॥
জগন্নাথ মিশ্র কহে,—স্বপ্ন যে দেখিল।
জ্যোতির্ম্ময়-ধাম মোর হৃদয়ে পশিল ॥৮৪॥
আমার হৃদয় হৈতে তোমার হৃদয়ে।
হেন বুঝি, জন্মিবেন কোন মহাশয়ে ॥৮৫॥
এত বলি' দুঁহে রহে হরষিত হঞা।
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া ॥৮৬॥
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ মাস।
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে,—মিশ্রের হৈল ত্রাস ॥৮৭॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া।
এই মাসে পুত্র হবে শুভক্ষণ পাঞা ॥৮৮॥
চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥৮৯॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥৯০॥
অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥৯১॥
এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥৯২॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন ॥৯৩॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি' ॥৯৪॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥৯৫॥
'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥৯৬॥

প্রসন্ন হৈল দশ দিক্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥৯৭॥

যথা রাগঃ—

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥৯৮॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত-মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥৯৯॥
দেখি' উপরাগ হাসি', শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি',
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥১০০॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি' মনে সবিস্ময়,
ঠারেঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস ॥১০১॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই' স্নান কৈল গঙ্গা-জলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥১০২॥
এইমত ভক্তযতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥১০৩॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি',
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি' বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥১০৪॥
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।
নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দরশন ॥১০৫॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥১০৬॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥১০৭॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥১০৮॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥১০৯॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে।
সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥১১০॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতা ঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥১১১॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥১১২॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥১১৩॥

দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী-চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥১১৪॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥১১৫॥
সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥১১৬॥
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবী হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥১১৭॥
পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্র-সহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা-ঠাকুরাণী ॥১১৮॥
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য-কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥১১৯॥
মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥১২০॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,—এই তারিবে সংসারে ॥১২১॥
ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥১২২॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥১২৩॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।
ইঁহা-সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥১২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্ম-মহোৎসব-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

হঃ ভঃ বিঃ (২০/১)—
কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যমমুং ভজে ॥১॥

যাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ স্মরণ করিলেও দুষ্কর বিষয় সুকর হইয়া পড়ে, বিস্মৃত হইলে সুকরও দুষ্কর হইয়া পড়ে; সেই শ্রীচৈতন্যকে আমি ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র।
যশোদা-নন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র ॥৩॥
সংক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম।
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন ॥৪॥
বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাম্।
লৌকিকীমপি তামীশ-চেষ্টয়া বলিতান্তরাম্ ॥৫॥

চৈতন্য-কৃষ্ণের মনোহর বাল্যলীলা আমি বন্দনা করি; সেই বাল্যলীলা লৌকিকী লীলার ন্যায় হইলেও তাহা ঈশচেষ্টা-মিশ্র।

বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান শয়ন।
পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন চরণ ॥৬॥
গৃহে দুইজন দেখি' লঘুপদ-চিহ্ন।
তাহাতেই ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন ॥৭॥
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয় ॥৮॥
মিশ্র কহে,—বালগোপাল আছে শিলা-সঙ্গে।
তিঁহো মূর্ত্তি-হঞা খেলে, জানি, ঘরে রঙ্গে ॥৯॥
সেইক্ষণে জাগি' নিমাই করয়ে ক্রন্দন।
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন ॥১০॥
স্তন পিয়াইতে পুত্রের চরণ দেখিল।
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি'—মিশ্রে বোলাইল ॥১১॥
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি।
গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ॥১২॥
চিহ্ন দেখি' চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া।
লগ্ন গণি' পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া ॥১৩॥
বত্রিশ লক্ষণ—মহাপুরুষ-ভূষণ।
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ ॥১৪॥

তথাহি সামুদ্রিকে ৩য় শ্লোকঃ—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রিহ্রস্ব-পৃথু-গম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্ ॥১৫॥

নাসা, ভুজ, হনু, নেত্র, ও জানু—এই পাঁচটি দীর্ঘ; ত্বক, কেশ, অঙ্গুলীপর্ব্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম; নেত্র, পদতল, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও নখ—এই সাতটি রক্ত; বক্ষ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ—এই ছয়টি উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন—এই তিনটি হ্রস্ব; কটি, ললাট ও বক্ষ—এই তিনটি বিস্তীর্ণ; নাভি, স্বর, সত্ত্ব—এই তিনটি গম্ভীর; যিনি এই বত্রিশটি লক্ষণযুক্ত, তিনি মহাপুরুষ।

নারায়ণের চিহ্নযুক্ত শ্রীহস্ত-চরণ।
এই শিশু সর্ব্ব লোকে করিবে তারণ ॥১৬॥
এই ত' করিবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার।
ইহা হৈতে হবে দুই কুলের নিস্তার ॥১৭॥
মহোৎসব কর, সব বোলাহ ব্রাহ্মণ।
আজি দিন ভাল,—করিব নাম-করণ ॥১৮॥
সর্ব্বলোকে করিবে এই ধারণ, পোষণ।
'বিশ্বম্ভর' নাম ইহার,—এই ত' কারণ ॥১৯॥
শুনি' শচী-মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি' মহোৎসব কৈল ॥২০॥
তবে কত দিনে প্রভুর জানু-চংক্রমণ।
নানা চমৎকার তথা করাইল দর্শন ॥২১॥
ক্রন্দনের ছলে বলাইল হরিনাম।
নারী সব 'হরি' বলে—হাসে গৌরধাম ॥২২॥
তবে কত দিনে কৈল পদ-চংক্রমণ।
শিশুগণে মিলি' কৈল বিবিধ খেলন ॥২৩॥
এক দিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া।
বাটা ভরি' দিয়া বলে—খাও ত' বসিয়া ॥২৪॥
এত বলি' গেলা শচী গৃহে কর্ম্ম করিতে।
লুকাঞা লাগিলা শিশু মৃত্তিকা খাইতে ॥২৫॥
দেখি' শচী ধাঞা আইলা করি' 'হায়' 'হায়'।
মাটি কাড়ি' লঞা বলে মাটি কেনে খায় ॥২৬॥
কান্দিয়া বলেন শিশু—কেনে কর রোষ।
তুমি মাটি খাইতে দিলে মোর কিবা দোষ ॥২৭॥
খই-সন্দেশ-অন্ন, যতেক—মাটির বিকার।
ইহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ-বিচার ॥২৮॥
মাটি—দেহ, মাটি—ভক্ষ্য, দেখহ বিচারি'।
অবিচারে দেহ' দোষ কি বলিতে পারি ॥২৯॥
অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে।
মাটি খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ॥৩০॥
মাটির বিকার অন্ন খাইলে দেহ-পুষ্টি হয়।
মাটি খাইলে রোগ হয়, দেহ যায় ক্ষয় ॥৩১॥
মাটির বিকার ঘটে পানি ভরি' আনি।
মাটি-পিণ্ডে ধরি যবে, শোষি' যায় পানি ॥৩২॥
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে।
আগে কেন ইহা মাতা না শিখালে মোরে ॥৩৩॥
এবে সে জানিলাঙ, আর মাটি না খাইব।
ক্ষুধা লাগে যবে, তবে তোমার স্তন পিব ॥৩৪॥

এত বলি' জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তন পান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥৩৫॥
এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়।
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায় ॥৩৬॥
অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিনবার।
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার ॥৩৭॥
চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া।
তার স্কন্ধে চড়ি' আইলা তারে ভুলাইয়া ॥৩৮॥
ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে।
বিষ্ণু-নৈবেদ্য খাইল একাদশী-দিনে ॥৩৯॥
শিশুগণ লয়ে পাড়া-পড়সীর ঘরে।
চুরি করি' দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে ॥৪০॥
শিশু সব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন।
শুনি' শচী পুত্রে কিছু দিলা ওলাহন ॥৪১॥
কেনে চুরি কর, কেনে মারহ শিশুরে।
কেনে পর-ঘরে যাহ', কি বা নাহি ঘরে ॥৪২॥
শুনি' ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর-ভিতর যাঞা।
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল, ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥৪৩॥
তবে শচী কোলে করি' করাইল সন্তোষ।
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি' নিজ দোষ ॥৪৪॥
কভু মৃদুহস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন।
মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥৪৫॥
নারীগণ কহে,—নারিকেল দেহ' আনি'।
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী ॥৪৬॥
বাহিরে যাঞা আনিলেন দুই নারিকেল।
দেখিয়া অপূর্ব্ব হৈলা বিস্মিত সকল ॥৪৭॥
কভু শিশু-সঙ্গে স্নান করিল গঙ্গাতে।
কন্যাগণ আইলা তাহাঁ দেবতা পূজিতে ॥৪৮॥
গঙ্গাস্নান করি' পূজা করিতে লাগিলা।
কন্যাগণ-মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা ॥৪৯॥
কন্যারে কহে,—আমা পূজ', আমি দিব বর।
গঙ্গা-দুর্গা—দাসী মোর, মহেশ—কিঙ্কর ॥৫০॥
আপনি চন্দন পরি' পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খা'ন—সন্দেশ, চাল, কলা ॥

ক্রোধে কন্যাগণ কহে,—শুন হে নিমাঞি।
গ্রাম-সম্বন্ধে হও তুমি আমা-সবার ভাই ॥৫২॥
আমা-সবার পক্ষে ইহা কহিতে না যুয়ায়।
না লহ দেবতা-সজ্জ, না কর অন্যায় ॥৫৩॥
প্রভু কহে,—তোমা-সবাকে দিলাঙ এই বর।
তোমা-সবার ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর ॥৫৪॥
পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্।
সাত সাত পুত্র হবে—চিরায়ু, মতিমান্ ॥৫৫॥
বর শুনি' কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভর্ৎসন করে করি' মিথ্যা রোষ ॥৫৬॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি' কহে প্রভু সক্রোধ হইয়া ॥৫৭॥
যদি নৈবেদ্য না দেহ' হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে, আর চারি সতিনী ॥৫৮॥
ইহা শুনি' তা-সবার মনে হৈল ভয়।
কোন কিছু জানে, কিবা দেবাবিষ্ট হয় ॥৫৯॥
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল।
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল ॥৬০॥
এইমত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়।
দুঃখ কারো মনে নহে, সবে সুখ পায় ॥৬১॥
এক দিন বল্লভাচার্য্য-কন্যা 'লক্ষ্মী' নাম।
দেবতা পূজিতে আইল করি' গঙ্গাস্নান ॥৬২॥
তাঁরে দেখি' প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন।
লক্ষ্মী চিত্তে সুখ পাইল প্রভুর দর্শন ॥৬৩॥
সাহজিক প্রীতি দুঁহার করিল উদয়।
বাল্যভাবে ছন্ন তনু হইল নিশ্চয় ॥৬৪॥
দুঁহা দেখি' দুঁহার চিত্তে হইল উল্লাস।
দেবপূজা-ছলে কৈল দুঁহে পরকাশ ॥৬৫॥
প্রভু কহে,—আমা পূজ', আমি—মহেশ্বর।
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর ॥৬৬॥
লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল স-পুষ্প চন্দন।
মল্লিকার মালা দিয়া করিল বন্দন ॥৬৭॥
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি' তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল ॥৬৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২২/২৫)—
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥
হে সাধ্বীগণ, তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি, তাহাতেই আমার বিশেষ আনন্দ। তোমাদের আশয় সিদ্ধ হইবার যোগ্য বটে।
এইমত লীলা দুঁহে করি' গেলা ঘরে।
গম্ভীর চৈতন্য-লীলা কে বুঝিতে পারে ॥৭০॥
চৈতন্য-চাপল্য দেখি' প্রেমে সর্ব্বজন।
শচী-জগন্নাথে দেখি' দেন ওলাহন ॥৭১॥
এক দিন শচী-দেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া।
ধরিবারে গেলা পুত্রে, গেলা পলাইয়া ॥৭২॥
উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ত্যক্ত-হাণ্ডীর উপর।
বসিয়াছেন সুখে প্রভু দেব-বিশ্বম্ভর ॥৭৩॥
শচী আসি' কহে,—কেনে অশুচি ছুঁইলা।
গঙ্গাস্নান কর যাই'—অপবিত্র হইলা ॥৭৪॥
ইহা শুনি' মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান।
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইলা স্নান ॥৭৫॥
কভু পুত্রসঙ্গে শচী করিলা শয়ন।
দেখে, দিব্যলোক আসি' ভরিল ভবন ॥৭৬॥
শচী বলে,—যাহ', পুত্র, বোলাহ বাপেরে।
মাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ॥৭৭॥
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্‌ঝন্।
শুনি' চমকিত হৈল পিতা-মাতার মন ॥৭৮॥
মিশ্র কহে,—এই বড় অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর শূন্যপদে কেনে নূপুরের ধ্বনি ॥৭৯॥
শচী কহে,—আর এক অদ্ভুত দেখিল।
দিব্য দিব্য লোক আসি' অঙ্গন ভরিল ॥৮০॥
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি।
কাহাকে বা স্তুতি করে, অনুমান করি ॥৮১॥
মিশ্র বলে,—কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই।
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক,—এই মাত্র চাই ॥৮২॥
এক দিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া।
ধর্ম্ম-শিক্ষা দিল বহু ভর্ৎসনা করিয়া ॥৮৩॥
রাত্রে স্বপ্ন দেখে,—এক আসি' ব্রাহ্মণ।
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন ॥৮৪॥
মিশ্র, তুমি পুত্রের তত্ত্ব কিছুই না জান।
ভর্ৎসন-তাড়ন কর,—পুত্র করি' মান' ॥৮৫॥
মিশ্র কহে,—দেব, সিদ্ধ, মুনি কেনে নয়।
যে সে বড় হউক, এবে আমার তনয় ॥৮৬॥
পুত্রের লালন-শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম।
আমি না শিখালে, কৈছে জানিবে ধর্ম্ম-মর্ম্ম ॥৮৭॥
বিপ্র কহে,—এই যদি দৈব-সিদ্ধ হয়।
স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় ॥৮৮॥
মিশ্র কহে,—পুত্র কেনে নহে নারায়ণ।
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রকে শিক্ষণ ॥৮৯॥
এইমতে দুঁহে করেন ধর্ম্মের বিচার।
শুদ্ধবাৎসল্য মিশ্রের, নাহি জানে আর ॥৯০॥
এত শুনি' দ্বিজ গেলা হঞা আনন্দিত।
মিশ্র জাগিয়া হইলা পরম বিস্মিত ॥৯১॥
বন্ধু-বান্ধব-স্থানে স্বপ্ন কহিল।
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল ॥৯২॥
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র।
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়িল আনন্দ ॥৯৩॥
কত দিনে মিশ্র পুত্রের হাতে খড়ি দিল।
অল্প দিনে দ্বাদশ-ফলা অক্ষর শিখিল ॥৯৪॥
বাল্যলীলা-সূত্র এই কহিল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥৯৫॥
অতএব বাল্যলীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি-ভয়ে বিস্তারিয়া না কহিল ॥৯৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৭॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্য-লীলা-সূত্রবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥১॥

যাঁহার পাদপদ্মে সুমনঃ (জাতিপুষ্প) অর্পণ করিবামাত্র, কুমনাঃ পুরুষও সুমনস্ত্ব লাভ করে, সেই চৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র, জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন।
পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন ॥৩॥
পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥৪॥

কৃষ্ণচৈতন্যের বিদ্যারম্ভ হইতে পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত মনোহর পৌগণ্ডলীলা অত্যন্ত বিস্তৃত।

গঙ্গাদাস পণ্ডিত-স্থানে পড়েন ব্যাকরণ।
শ্রবণ-মাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্রবৃত্তিগণ ॥৫॥
অল্পকালে হৈলা পঞ্জী-টীকাতে প্রবীণ।
চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন ॥৬॥
অধ্যয়ন-লীলা প্রভুর দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' কৈল বিস্তারিত বর্ণন ॥৭॥
এক দিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে,—মাতা, মোরে দেহ' এক দান ॥৮॥
মাতা বলে,—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে,—একাদশীতে অন্ন না খাইবে ॥৯॥
শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা ॥১০॥
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন।
কন্যা মাগি' বিবাহ দিতে কৈল মন ॥১১॥
বিশ্বরূপ শুনি' ঘর ছাড়ি' পলাইলা।
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা ॥১২॥
শুনি' শচী-মিশ্রের দুঃখী হৈল মন।
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন ॥১৩॥
ভাল হৈল,—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল।
পিতৃকুল মাতৃকুল,—দুই উদ্ধারিল ॥১৪॥
আমি ত' করিব তোমা দুঁহার সেবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন ॥১৫॥
এক দিন নৈবেদ্য-তাম্বূল খাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হঞা ॥১৬॥
আস্তে-ব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিল পানি।
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অপূর্ব্ব কাহিনী ॥১৭॥
এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা।
সন্ন্যাস করহ তুমি' আমারে কহিলা ॥১৮॥
আমি কহি—আমার অনাথ পিতা-মাতা।
আমি বালক,—সন্ন্যাসের কিবা জানি কথা ॥১৯॥
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃ-মাতৃ-সেবন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥২০॥
তবে বিশ্বরূপ ইহাঁ পাঠাইল মোরে।
মাতাকে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে ॥২১॥
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি।
কি কারণে লীলা—ইহা বুঝিতে না পারি ॥২২॥
কতদিন রহি' মিশ্র গেলা পরলোক।
মাতা-পুত্র দুঁহার বাড়িল হৃদি শোক ॥২৩॥
বন্ধু-বান্ধব আসি' দুঁহা প্রবোধিল।
পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল ॥২৪॥
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিলা চিন্তন।
গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম ॥২৫॥
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন।
এত চিন্তি' বিবাহ করিতে হৈল মন ॥২৬॥

স্মৃতির বচন—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥২৭॥

গৃহকে 'গৃহ' বলে না, গৃহণীকে 'গৃহ' বলা যায়; গৃহিনীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে।

দৈবে এক দিন প্রভু পড়িয়া আসিতে।
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গা-পথে ॥২৮॥

পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দুঁহার উদয় করিলা।
দৈবে বনমালী ঘটক শচী-স্থানে আইলা ॥২৯॥
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন।
লক্ষ্মীকে বিবাহ কৈল শচীর নন্দন ॥৩০॥
বিস্তারিয়া বর্ণিলা তাহা বৃন্দাবন দাস।
এই ত' পৌগণ্ড-লীলার সূত্র প্রকাশ ॥৩১॥
পৌগণ্ড-লীলায় লীলা বহুত প্রকার।
বৃন্দাবন দাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার ॥৩২॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল।
'চৈতন্যমঙ্গলে' সর্ব্বলোকে খ্যাতি হৈল ॥৩৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৪॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ড-লীলাসূত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কৃপাসুধা-সরিদ্‌যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥১॥

যাঁহার কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী বিশ্বকে আপ্লাবন করিয়াও সর্ব্বদা নীচগা-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই চৈতন্য-প্রভুকে আমি ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
জীয়াৎ কৈশোর-চৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্‌দেব্যা দিশাংজয়ি-জয়চ্ছলাৎ॥

গৃহাগত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবীকর্ত্তৃকঅর্চ্চিত এবং দিগ্বিজয়ী-জয়চ্ছলে বাগ্‌দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত কিশোরচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন।

এই ত' কৈশোর-লীলা-সূত্র-অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পড়াইতে করিলা আরম্ভ ॥৪॥
শত শত শিষ্য সঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি' সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥৫॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব পণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥৬॥
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণ-সঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে ॥৭॥
কতদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহাঁ যায়, তাহাঁ লওয়ায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৮॥
বিদ্যার প্রভাব দেখি' চমৎকার চিত্তে।
শত শত পড়ুয়া আসি' লাগিলা পড়িতে ॥৯॥
সেই দেশে বিপ্র, নাম—মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য-সাধন ॥১০॥
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥১১॥
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে,—শুনহ তপন।
নিমাঞিপণ্ডিত-স্থানে করহ গমন ॥১২॥
তিঁহো তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তিঁহো,—নাহিক সংশয় ॥১৩॥
স্বপ্ন দেখি' মিশ্র আসি' প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥১৪॥
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর,—উপদেশ কৈল ॥১৫॥
তাঁর ইচ্ছা,—প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল,—তুমি যাহ' বারাণসী ॥১৬॥
তাহাঁ আমা-সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥১৭॥
প্রভুর অনন্ত লীলা বুঝিতে না পারি।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী ॥১৮॥
এইমত বঙ্গের লোকের কৈল সবার হিত।
'নাম' দিয়া ভক্ত কৈল, পড়াঞা পণ্ডিত ॥১৯॥
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥২০॥
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহ-সর্প বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥২১॥
অন্তরে জানিলা প্রভু, যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি' ॥২২॥

ঘরে আইলা প্রভু বহু লঞা ধন-জন।
তত্ত্ব কহি' কৈল শচীর দুঃখ-বিমোচন ॥২৩॥
শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যা-বলে সবা জিনি' ঔদ্ধত্য প্রকাশ ॥২৪॥
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া-ঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত' করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী জয় ॥২৫॥
বৃন্দাবন দাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার।
স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার ॥২৬॥
সেই অংশ কহি, তাঁরে করি' নমস্কার।
যা শুনি' দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥২৭॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥২৮॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁই আইলা।
গঙ্গারে বন্দন করি' প্রভুরে মিলিলা ॥২৯॥
বসাইল তারে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া ॥৩০॥
ব্যাকরণ পড়াহ, নিমাঞি পণ্ডিত—তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥৩১॥
ব্যাকরণ-মধ্যে, জানি, পড়াহ কলাপ।
শুনিলুঁ ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥৩২॥
প্রভু কহে, ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি।
শিষ্যেতে না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি ॥৩৩॥
কাহাঁ তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাহাঁ আমি সবে শিশু—পড়ুয়া নবীন ॥৩৪॥
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি' কর যদি গঙ্গার বর্ণন ॥৩৫॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটী একে শত শ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা ॥৩৬॥
শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর ॥৩৭॥
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ, কিংবা সরস্বতী ॥৩৮॥
এক শ্লোকের অর্থ কর যদি নিজ-মুখে।
শুনি' সব লোক তবে পায় বড়সুখে ॥৩৯॥
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শত-শ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত' পড়িল ॥৪০॥

তথাহি দিগ্বিজয়ীবাক্য—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥৪১॥

এই গঙ্গাদেবীর মহত্ত্ব সর্ব্বদা দেদীপ্যমান, যেহেতু ইনি অতি সৌভাগ্যবতী। ইনি শ্রীবিষ্ণু-চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, আর ইনি লক্ষ্মীদেবীর দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় সুর-নরগণ দ্বারা অর্চ্চিত-চরণ হইয়াছেন। ইনি অদ্ভুতগুণবতী, ভবানীস্বামী মহাদেবের উপর প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি কহিল।
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল ॥৪২॥
ঝঞ্জাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পড়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল ॥৪৩॥
প্রভু কহে, দেবের বরে তুমি—'কবিবর'।
ঐছে দেবের বরে কেহ হয়—'শ্রুতিধর' ॥৪৪॥
শ্লোকের অর্থ কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে,—কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ ॥৪৫॥
বিপ্র কহে,—শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ।
উপমালঙ্কার-গুণ, কিছু অনুপ্রাস ॥৪৬॥
প্রভু কহেন,—কহি, যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ॥৪৭॥
প্রতিভার বাক্য তোমার দেবতা সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ-দোষে ॥৪৮॥
তাতে ভাল করি' শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে,—যে কহিলে সেই বেদসার ॥৪৯॥
বৈয়াকরণ তুমি, নাহি পড় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ॥৫০॥
প্রভু কহেন,—অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে ॥৫১॥

নাহি পড়ি অলঙ্কার, করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ॥৫২॥
কবি কহে,—কহ দেখি, কোন্ গুণ-দোষ।
প্রভু কহেন,—কহি, শুন, না করিহ রোষ ॥৫৩॥
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি, শুন, করহ বিচার ॥৫৪॥
'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—দুই ঠাঞি চিহ্ন।
'বিরুদ্ধমতি', 'ভগ্নক্রম', 'পুনরাত্ত', দোষ তিন ॥
'গঙ্গার মহত্ত্ব'—শ্লোকে মূল 'বিধেয়'।
ইদং শব্দে 'অনুবাদ'—পাছে ত' বিধেয় ॥৫৬॥
'বিধেয়' আগে কহি' পাছে কহিলা 'অনুবাদ'।
এই লাগি' শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ ॥৫৭॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥*

'দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী'—ইহাঁ 'দ্বিতীয়ত্ব' বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥৫৯॥
'দ্বিতীয়' শব্দ—বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে ॥৬০॥
'অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ'—এই দোষ নাম।
আর এক দোষ আগে, শুন সাবধান ॥৬১॥
'ভবানীভর্তুঃ' শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নাম এই মহা দোষ ॥৬২॥
ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
তাঁর ভর্ত্তা কহিলা দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি' ॥৬৩॥
'শিবপত্নীর ভর্ত্তা'—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥৬৪॥
'ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তা-হস্তে দেহ' দান'।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়ভর্ত্তা জ্ঞান ॥৬৫॥
'বিভবতি' ক্রিয়ার বাক্য—সাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ।
'অদ্ভুতগুণা'—এই পুনরাত্ত দূষণ ॥৬৬॥
তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক পাদে নাহি, এই দোষ 'ভগ্নক্রম' ॥৬৭॥

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চদোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥৬৮॥
দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥৬৯॥
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥৭০॥

তথাহি ভরতমুনিবাক্য—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতম্।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥৭১॥

বিভুষিত সুন্দর বপুশ্বিত্রযুক্ত হইলে যেরূপ দুর্ভগ হয়, রসালঙ্করাযুক্ত কাব্যও দোষযুক্ত হইলে তদ্রূপ হয়।

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥৭২॥
শব্দালঙ্কার—তিনপাদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥৭৩॥
প্রথম-চরণে পঞ্চ 'ত' কারের পাঁতি।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ 'রেফ' স্থিতি ॥৭৪॥
চতুর্থ-চরণে চারি 'ভ'-কার-প্রকাশ।
অতএব শব্দালঙ্কার অনুপ্রাস ॥৭৫॥
'শ্রী' শব্দে, 'লক্ষ্মী' শব্দে—এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তবদাভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥৭৬॥
'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে অর্থের বিভেদ।
পুনরুক্তবদাভাসে, শব্দালঙ্কার ভেদ ॥৭৭॥
'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার—উপমা-প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম—'বিরোধাভাস' ॥
'গঙ্গাতে কমল জন্মে'—সবার সুবোধ।
'কমলে গঙ্গার জন্ম'—অত্যন্ত বিরোধ ॥৭৯॥
'ইঁহা বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি'।
বিরোধালঙ্কার ইহার মহা-চমৎকৃতি ॥৮০॥
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি, বিরোধ-আভাস ॥৮১॥

শ্রীভগবৎ-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপাদোক্ত শ্লোক—

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥

* আদি ২য় পঃ ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

জলেই পদ্ম জন্মে, পদ্ম হইতে কখনও জলের জন্ম হয় না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণে ইহার বিপরীত দেখা যায়, তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহানদী গঙ্গা জন্ম লাভ করিয়াছেন।

গঙ্গার মহত্ত্ব—সাধ্য, সাধন তাহার।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—'অনুমান' অলঙ্কার ॥৮৩॥
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি আছয়ে অপার ॥৮৪॥
প্রতিভা, কবিত্ব তোমার দেবতা-প্রসাদে।
অবিচার কাব্যে অবশ্য পড়ে দোষ-বাধে ॥৮৫॥
বিচার করিলে কবিত্ব হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে অর্থ করে ঝলমল ॥৮৬॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা—স্তম্ভিত ॥৮৭॥
কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর।
তবে বিচারয়ে মনে হইয়া ফাঁপর ॥৮৮॥
পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধি-লোপ।
জানি, সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥৮৯॥
যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাঞি-মুখে রহি' বলে আপনে সরস্বতী ॥৯০॥
এত ভাবি' কহে,—শুন, নিমাঞি পণ্ডিত।
তব ব্যাখ্যা শুনি' আমি হইলাঙ বিস্মিত ॥৯১॥
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ॥৯২॥
ইহা শুনি' মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি' কহে, করি' ভঙ্গী ॥৯৩॥
শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি।
সরস্বতী যে বলায়, সেই বলি বাণী ॥৯৪॥
ইহা শুনি' দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়।
শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥৯৫॥
আজি তাঁরে নিবেদিব, করি' জপ-ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥৯৬॥
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ করাইল।
বিচার-সময় তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল ॥৯৭॥
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা-সবা নিষেধি' প্রভু কবিকে কহিল ॥৯৮॥
তুমি মহাপণ্ডিত হও, কবি-শিরোমণি।
যাঁর মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥৯৯॥
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজল-ধার।
তোমা-সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥১০০॥
ভবভূতি, জয়দেব, আর কালিদাস।
তাঁ-সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ ॥১০১॥
দোষ-গুণ-বিচারে এই অল্প করি' মানি।
কবিত্ব-করণে শক্তি তাঁহি সে বাখানি ॥১০২॥
শৈশব-চাপল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হঙ তোমার ॥১০৩॥
আজি বাসা যাহ', কালি মিলন আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥১০৪॥
এইমতে নিজ-ঘরে গেলা দুই জন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন ॥১০৫॥
সরস্বতী রাত্রে তাঁরে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি' প্রভুরে জানিল ॥১০৬॥
প্রাতে আসি' প্রভুপদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥১০৭॥
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফল-জীবন।
বিদ্যা-বলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥১০৮॥
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু করিল ইহাঁ, বিশেষ প্রকাশ ॥১০৯॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি হয় শ্রবণে যাহার ॥১১০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোর-লীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥১॥

যাঁহার প্রসাদে যবনগণও সচ্চরিত্র হইয়া কৃষ্ণ-নাম জপ করিয়া থাকেন, সেই স্বচ্ছন্দ অদ্ভুতচেষ্টা-বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
কৈশোর-লীলার সূত্র করিল গণন।
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম ॥৩॥
বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্যকীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥৪॥

বিদ্যা, সৌন্দর্য্য, সদ্বেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন, প্রেম ও নাম-দানদ্বারা গৌরচন্দ্র যৌবনকালে শোভা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যৌবন প্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ।
দিব্য বস্ত্র, দিব্য বেশ, মাল্য-চন্দন ॥৫॥
বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাঁহো না করে গণন।
সকল পণ্ডিত জিনি' করে অধ্যাপন ॥৬॥
বায়ুব্যাধি-ছলে কৈল প্রেম পরকাশ।
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস ॥৭॥
তবে ত' করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন ॥৮॥
দীক্ষা-অনন্তরে হৈল, প্রেমের প্রকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস ॥৯॥
শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত-মিলন।
অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন ॥১০॥
প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস।
খাটে বসি' প্রভু কৈলা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥১১॥
তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন।
প্রভুকে মিলিয়া পাইলা ষড়্‌ভুজ-দর্শন ॥১২॥
প্রথমে ষড়্‌ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-শার্ঙ্গবেণুধর ॥১৩॥
পাছে চতুর্ভুজ হৈলা, তিন অঙ্গ বক্র।
দুই হস্তে বেণু বাজায়, দুই হস্তে শঙ্খ-চক্র ॥১৪॥
তবে ত' দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন।
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫॥
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞির ব্যাস-পূজন।
নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষল ধারণ ॥১৬॥
তবে শচী দেখিল, রামকৃষ্ণ—দুই ভাই।
তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই ॥১৭॥
তবে সপ্তপ্রহর ছিলা প্রভু ভাবাবেশে।
যথা তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে ॥১৮॥
বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে।
তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥১৯॥
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ।
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ ॥২০॥

বৃহন্নারদীয় (৩৮/১২৬) বচন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥*

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার ॥২২॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার ॥২৩॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥২৪॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্তি 'এব' কার ॥২৫॥
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান ॥২৬॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে ॥২৭॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মরে, তবু জল না মাগয় ॥২৮॥

* আদি ৭ম পঃ ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত-বৃত্তি, কিংবা শাক-ফল খাবে ॥২৯॥
সদা নাম লবে, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইমত আচার করে ভক্তিধর্ম্ম-পোষ ॥৩০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকান্তর্গত পদ্য—
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩১॥
যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।
ঊর্দ্ধ বাহু করি' কহোঁ, শুন, সর্ব্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক ॥৩২॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥৩৩॥
তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর।
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সম্বৎসর ॥৩৪॥
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম আবেশে।
পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে ॥৩৫॥
কীর্ত্তন শুনি' বাহিরে তারা জ্বলি' পুড়ি' মরে।
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে ॥৩৬॥
এক দিন বিপ্র, নাম—'গোপাল চাপাল'।
পাষণ্ডী-প্রধান সেই দুর্ম্মুখ, বাচাল ॥৩৭॥
ভবানী-পূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥৩৮॥
কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল।
হরিদ্রা, সিন্দূর, রক্তচন্দন, তণ্ডুল ॥৩৯॥
মদ্যভাণ্ড-পাশে ধরি' নিজ ঘরে গেল।
প্রাতঃকালে শ্রীবাস তাহা ত' দেখিল ॥৪০॥
বড় বড় লোকেরে আনিল বোলাইয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া ॥৪১॥
নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানী-পূজন।
আমার মহিমা দেখ, ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥৪২॥
তবে সব শিষ্টলোক করে হাহাকার।
ঐছে কর্ম্ম হেথা কৈল কোন্ দুরাচার ॥৪৩॥
হাড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল।
জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল ॥৪৪॥
তিন দিন রহি' সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার ॥৪৫॥
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর ॥৪৬॥
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত' বসিয়া।
এক দিন বলে কিছু প্রভুকে দেখিয়া ॥৪৭॥
গ্রাম সম্বন্ধে আমি তোমার মাতুল।
ভাগিনা, মুই কুষ্ঠব্যাধিতে হঞাছি ব্যাকুল ॥৪৮॥
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার।
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার ॥৪৯॥
এত শুনি' মহাপ্রভুর হইল ক্রুদ্ধ মন।
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন-বচন ॥৫০॥
আরে পাপি, ভক্তদ্বেষি, তোরে না উদ্ধারিমু।
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু ॥৫১॥
শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী-পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ॥৫২॥
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু সঞ্চার ॥৫৩॥
এত বলি' গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান।
সেই পাপী দুঃখ ভোগে, না যায় পরাণ ॥৫৪॥
সন্ন্যাস করিয়া যবে প্রভু নীলাচলে গেলা।
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা ॥৫৫॥
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ।
হিত উপদেশ কৈল হইয়া করুণ ॥৫৬॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের স্থানে আছে অপরাধ।
তথা যাহ', তেঁহো যদি করেন প্রসাদ ॥৫৭॥
তবে তোর হবে এই পাপ-বিমোচন।
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ ॥৫৮॥
তবে বিপ্র আসি' লইল শ্রীবাস-শরণ।
তাঁহার কৃপায় হৈল পাপ বিমোচন ॥৫৯॥

আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে।
দ্বারে কপাট,—না পাইল ভিতরে যাইতে ॥৬০॥
ফিরি' গেল বিপ্র ঘরে মনে দুঃখ পাঞা।
আর দিন প্রভুকে কহে গঙ্গায় দেখিয়া ॥৬১॥
শাপিব তোমারে মুঞি, পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ ॥৬২॥
সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি' মহাপ্রভুর হইল উল্লাস ॥৬৩॥
প্রভুর শাপ-বার্ত্তা শুনে হঞা শ্রদ্ধাবান্।
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ ॥৬৪॥
মুকুন্দ-দত্তেরে কৈল দণ্ড-পরসাদ।
খণ্ডিল তাহার চিত্তের সব অবসাদ ॥৬৫॥
আচার্য্য-গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি ॥৬৬॥
ভঙ্গী করি' জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান ॥৬৭॥
তবে আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল ॥৬৮॥
মুরারিগুপ্ত-মুখে শুনি' রাম-গুণগ্রাম।
ললাটে লিখিল তাঁর 'রামদাস' নাম ॥৬৯॥
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান।
সমস্ত ভক্তেরে দিল ইষ্ট বরদান ॥৭০॥
হরিদাস ঠাকুরেরে করিল প্রসাদ।
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ ॥৭১॥
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল।
শুনিয়া পড়ুয়া তাহাঁ অর্থবাদ কৈল ॥৭২॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি' প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবারে নিষেধিল,—ইহার না দেখিহ মুখ ॥৭৩॥
সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
ভক্তির মহিমা তাহাঁ করিল ব্যাখ্যান ॥৭৪॥
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস ॥৭৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবলা ভক্তি যেরূপ আমাকে বাধ্য করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ-যোগ, অভেদ-ব্রহ্মবাদরূপ সাংখ্য-জ্ঞান, ব্রাহ্মণের স্বশাখা-অধ্যয়নরূপ স্বাধ্যায়, সর্ব্ববিধ তপস্যা ও ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাদি দ্বারা আমি সেরূপ বাধ্য হই না।

মুরারিকে কহে প্রভু কৃষ্ণ বশ কৈলা।
শুনিয়া মুরারি শ্লোক কহিতে লাগিলা ॥৭৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮১/১৬)—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতিস্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥৭৮॥

কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, কোথায় শ্রীনিকেতন কৃষ্ণ! অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে অলিঙ্গন করিলেন,—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।

এক দিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা।
সঙ্কীর্ত্তন করি' বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা ॥৭৯॥
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল।
তৎক্ষণে জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল ॥৮০॥
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ লাগিলে ফলিতে।
পাকিল অনেক ফল, সবেই বিস্মিতে ॥৮১॥
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল।
প্রক্ষালন করি' কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল ॥৮২॥
রক্ত-পীতবর্ণ, নাহি অষ্ঠি-বল্কল।
এক জনের পেট ভরে খাইলে এক ফল ॥৮৩॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন।
সবাকে খাওয়াল আগে করিয়া ভক্ষণ ॥৮৪॥
অষ্ঠি-বল্কল নাহি,—অমৃত-রসময়।
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয় ॥৮৫॥
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস।
বৈষ্ণব খায়েন ফল,—প্রভুর উল্লাস ॥৮৬॥
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন।
অন্য লোক নাহি জানে বিনা ভক্তগণ ॥৮৭॥

এইমত বারমাস কীর্ত্তন অবসানে।
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে ॥৮৮॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ।
আপন-ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ ॥৮৯॥
এক দিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল।
'বৃহৎ সহস্র নাম' পড়, শুনিতে মন হৈল ॥৯০॥
পড়িতে আইলা স্তবে নৃসিংহের নাম।
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা প্রভু গুণধাম ॥৯১॥
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা।
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইয়া ॥৯২॥
নৃসিংহ-আবেশ দেখি' মহাতেজোময়।
পথ ছাড়ি' ভাগে লোক পাঞা বড় ভয় ॥৯৩॥
লোক-ভয় দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল।
শ্রীবাস-গৃহেতে গিয়া গদা ফেলাইল ॥৯৪॥
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ।
লোক ভয় পায়,—মোর হয় অপরাধ ॥৯৫॥
শ্রীবাস বলেন,—যে তোমার নাম লয়।
তার কোটি অপরাধ, সব হয় ক্ষয় ॥৯৬॥
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার।
যে তোমা দেখিল, তার ছুটিল সংসার ॥৯৭॥
এত বলি' শ্রীবাস করিল সেবন।
তুষ্ট হঞা প্রভু আইলা আপন-ভবন ॥৯৮॥
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়।
প্রভুর অঙ্গনে নাচে, ডম্বুরু বাজায় ॥৯৯॥
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন।
তার স্কন্ধে চড়ি' নৃত্য কৈল বহুক্ষণ ॥১০০॥
আর দিন এক ভিক্ষুক আইলা মাগিতে।
প্রভুর নৃত্য দেখি' নৃত্য লাগিলা করিতে ॥১০১॥
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে পরম উল্লাসে।
প্রভু তারে প্রেম দিল, প্রেমরসে ভাসে ॥১০২॥
আর দিনে জ্যোতিষ এক সর্ব্বজ্ঞ আইল।
তাহারে সম্মান করি' প্রভু প্রশ্ন কৈল ॥১০৩॥
কে আছিলুঁ পূর্ব্বজন্মে আমি, কহ গণি'।
গণিতে লাগিলা সর্ব্বজ্ঞ প্রভুবাক্য শুনি' ॥১০৪॥
গণি' ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ,—মহাজ্যোতির্ম্ময়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড,—সবার আশ্রয় ॥১০৫॥
পরমতত্ত্ব, পরব্রহ্ম, পরম-ঈশ্বর।
দেখি' প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁফর ॥১০৬॥
বলিতে না পারে কিছু, মৌন হইল।
প্রভু পুনঃ প্রশ্ন কৈল, কহিতে লাগিল ॥১০৭॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি পরম-আশ্রয়।
পরিপূর্ণ ভগবান্—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥১০৮॥
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ—তোমার স্বরূপ ॥১০৯॥
প্রভু হাসি' কৈলা,—তুমি কিছু না জানিলা।
পূর্ব্বে আমি আছিলাম জাতিতে গোয়ালা ॥
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল।
সেই পুণ্যে হৈলাঙ আমি ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল ॥১১১॥
সর্ব্বজ্ঞ কহে, আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাঙ।
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি' ফাঁফর হইলাঙ ॥১১২॥
সেইরূপে এইরূপে দেখি একাকার।
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায় তোমার ॥১১৩॥
যে হও, সে হও তুমি, তোমাকে নমস্কার।
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার ॥১১৪॥
এক দিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া।
'মধু আন', 'মধু আন' বলেন ডাকিয়া ॥১১৫॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি প্রভুর আবেশ জানিল।
গঙ্গাজল-পাত্র আনি' সম্মুখে ধরিল ॥১১৬॥
জল পান করিয়া নাচে হঞা বিহ্বল।
যমুনাকর্ষণ-লীলা দেখয়ে সকল ॥১১৭॥
মদমত্ত-গতি বলদেব-অনুকার।
আচার্য্য শেখর তাঁরে দেখে রামাকার ॥১১৮॥
বনমালী আচার্য্য দেখে সোনার লাঙ্গল।
সবে মিলি' নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল ॥১১৯॥
এইমত নৃত্য হইল চারি প্রহর।
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি' সবে গেলা ঘর ॥১২০॥
নগরিয়া লোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা।
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা ॥১২১॥

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন' ॥১২২॥
মৃদঙ্গ-করতাল সঙ্কীর্ত্তন-মহাধ্বনি।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি বিনা অন্য নাহি শুনি ॥১২৩॥
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হৈল সকল যবন।
কাজী-পাশে আসি' সব কৈল নিবেদন ॥১২৪॥
ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইল।
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিল ॥১২৫॥
এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানি।
এবে যে উদ্যম চালাও, কার বল জানি ॥১২৬॥
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে।
আজি আমি ক্ষমা করি' যাইতেছোঁ ঘরে ॥১২৭॥
আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু।
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু ॥১২৮॥
এত বলি' কাজী গেল,—নগরিয়া লোক।
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক ॥১২৯॥
প্রভু আজ্ঞা দিল—যাই' করহ কীর্ত্তন।
মুঞি সংহারিমু আজি সকল যবন ॥১৩০॥
ঘরে গিয়া সবলোক করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে, চমকিত মন ॥১৩১॥
তা-সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি'।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি' আনি' ॥
নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগর-মণ্ডন ॥১৩৩॥
সন্ধ্যাতে দিউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখ, কোন্ কাজী আসি' মোরে মানা করে ॥
এত কহি' সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥১৩৫॥
আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস।
মধ্যে নাচে আচার্য্য-গোসাঞি পরম উল্লাস ॥
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
তাঁর সঙ্গে নাচি' বুলে প্রভু নিত্যানন্দ ॥১৩৭॥
বৃন্দাবন দাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে'।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন চৈতন্য-কৃপাবলে ॥১৩৮॥
এইমত কীর্ত্তন করি' নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজীদ্বারে গেলা ॥১৩৯॥
তর্জ্জ-গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র-বলে লোক প্রশ্রয়-পাগল ॥১৪০॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনি' না হয় বাহিরে ॥১৪১॥
উদ্ধত লোক ভাঙ্গে কাজীর ঘর-পুষ্পবন।
বিস্তারি' বর্ণিলা ইহা দাস-বৃন্দাবন ॥১৪২॥
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা।
ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজীরে বোলাইলা ॥১৪৩॥
দূর হইতে আইলা কাজী মাথা নোঙাইয়া।
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া ॥১৪৪॥
প্রভু বলেন,—আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত।
আমা দেখি' লুকাইলা,—এ-ধর্ম্ম কেমত ॥১৪৫॥
কাজী কহে,—তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া।
তোমা শান্ত করাইতে রহিনু লুকাইয়া ॥১৪৬॥
এবে তুমি শান্ত হৈলে, আসি' মিলিলাঙ।
ভাগ্য মোর,—তুমি-হেন অতিথি পাইলাঙ ॥১৪৭॥
গ্রামসম্বন্ধে 'চক্রবর্ত্তী' হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা ॥১৪৮॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা ॥১৪৯॥
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয়।
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয় ॥১৫০॥
এইমত দুঁহার কথা হয় ঠারে-ঠোরে।
ভিতরের অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে ॥১৫১॥
প্রভু কহে,—প্রশ্ন লাগি' আইলাম তোমার স্থানে।
কাজী কহে,—আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে ॥
প্রভু কহে,—গোদুগ্ধ খাও, গাভী তোমার মাতা।
বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহো পিতা ॥১৫৩॥
পিতা-মাতা মারি' খাও—এবা কোন্ ধর্ম্ম।
কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ॥১৫৪॥
কাজী কহে,—তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ।
তৈছে আমার শাস্ত্র—কেতাব 'কোরাণ' ॥১৫৫॥

সেই শাস্ত্রে কহে,—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গ-ভেদ।
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্র-বধের নিষেধ ॥১৫৬॥
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয়।
শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয় ॥১৫৭॥
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী।
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি ॥১৫৮॥
প্রভু কহে,—বেদে কহে গোবধ নিষেধ।
অতএব হিন্দুমাত্র না করে গোবধ ॥১৫৯॥
জিয়াইতে পারে যদি, তবে মারে প্রাণী।
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞা-বাণী ॥১৬০॥
অতএব 'জরদ্গব' মারে মুনিগণ।
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন ॥১৬১॥
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার।
তাতে তার বধ নহে, হয় উপকার ॥১৬২॥
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে ॥১৬৩॥

মলমাসতত্ত্বে ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়
কৃষ্ণজন্মখণ্ডে (১৮৫/১৮০)—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংস-দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর দ্বারা সুতোৎপত্তি,—কলিকালে এই পাঁচটি নিষিদ্ধ হইয়াছে।

তোমরা জীয়াইতে নার,—বধমাত্র সার।
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার ॥১৬৫॥
গো-অঙ্গে যত লোম, তত সহস্র বৎসর।
গোবধী রৌরব-মধ্যে পচে নিরন্তর ॥১৬৬॥
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা—সেহ ভ্রান্ত হৈল।
না জানি' শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল ॥১৬৭॥
শুনি' স্তব্ধ হৈল কাজী, নাহি স্ফুরে বাণী।
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি' ॥১৬৮॥
তুমি যে কহিলে, পণ্ডিত, সেই সত্য হয়।
আধুনিক আমার শাস্ত্র, বিচার-সহ নয় ॥১৬৯॥
কল্পিত আমার শাস্ত্র,—আমি সব জানি।
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি ॥১৭০॥
সহজে যবন-শাস্ত্রে অদৃঢ় বিচার।
হাসি' তাহে মহাপ্রভু পুছেন আরবার ॥১৭১॥
আর এক প্রশ্ন করি, শুন, তুমি মামা।
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা ॥১৭২॥
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন।
বাদ্যগীত-কোলাহল, সঙ্গীত, নর্ত্তন ॥১৭৩॥
তুমি কাজী,—হিন্দু-ধর্ম্ম-বিরোধে অধিকারী।
এবে যে না কর মানা বুঝিতে না পারি ॥১৭৪॥
কাজী বলে,—সবে তোমায় বলে 'গৌরহরি'।
সেই নামে আমি তোমায় সম্বোধন করি ॥১৭৫॥
শুন, গৌরহরি, এই প্রশ্নের কারণ।
নিভৃতে হও যদি, তবে করি নিবেদন ॥১৭৬॥
প্রভু বলে,—এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয়।
স্ফুট করি' কহ তুমি, না করিহ ভয় ॥১৭৭॥
কাজী কহে,—যবে আমি হিন্দুর ঘরে গিয়া।
কীর্ত্তন করিলুঁ মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া ॥১৭৮॥
সেই রাত্রে এক সিংহ মহা-ভয়ঙ্কর।
নরদেহ, সিংহমুখ, গর্জ্জয়ে বিস্তর ॥১৭৯॥
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি'।
অট্ট অট্ট হাসে, করে দন্ত-কড়মড়ি ॥১৮০॥
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর-স্বরে বলে।
ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে ॥১৮১॥
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্, করিমু তোর ক্ষয়।
আঁখি মুদি' কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয় ॥১৮২॥
ভীত দেখি' সিংহ বলে হইয়া সদয়।
তোরে শিক্ষা দিতে কৈলু তোর পরাজয় ॥১৮৩॥
সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত।
তেঞি ক্ষমা করি' না করিনু প্রাণাঘাত ॥১৮৪॥
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু।
সবংশে তোমারে আর যবন নাশিমু ॥১৮৫॥
এত কহি' সিংহ গেল, আমার হৈল ভয়।
এই দেখ, নখচিহ্ন আমার হৃদয় ॥১৮৬॥

এত বলি' কাজী নিজ-বুক দেখাইল।
শুনি' দেখি' সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল ॥১৮৭॥
কাজী কহে,—ইহা আমি কারে না কহিল।
সেই দিন এক আমার পিয়াদা আইল ॥১৮৮॥
আসি' কহে,—গেলুঁ মুঞি কীর্ত্তন নিষেধিতে।
অগ্নি উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে ॥১৮৯॥
পুড়িল সকল দাড়ি, মুখে হৈল ব্রণ।
যেই পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ ॥১৯০॥
তাহা দেখি' রহিনু মুঞি মহাভয় পাঞা।
কীর্ত্তন না বর্জ্জিয়া ঘরে রহোঁ ত' বসিয়া ॥১৯১॥
তবে ত' নগরে হইবে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
শুনি' সব ম্লেচ্ছ আসি' কৈল নিবেদন ॥১৯২॥
নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি বই নাহি শুনি আর ॥১৯৩॥
আর ম্লেচ্ছ কহে,—হিন্দু 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, গড়ি' যায় ধূলি ॥১৯৪॥
'হরি' 'হরি' করি' হিন্দু করে কোলাহল।
পাতসাহ শুনিলে তোমার করিবেক ফল ॥১৯৫॥
তবে সেই যবনেরে আমি ত' পুছিল।
হিন্দু 'হরি' বলে, তার স্বভাব জানিল ॥১৯৬॥
তুমি ত' যবন হঞা কেনে অনুক্ষণ।
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ॥১৯৭॥
ম্লেচ্ছ কহে,—হিন্দুরে আমি করি পরিহাস।
কেহ কেহ—কৃষ্ণদাস, কেহ—রামদাস ॥১৯৮॥
কেহ—হরিদাস, সদা বলে 'হরি' 'হরি'।
জানি কার ঘরে ধন করিবেক চুরি ॥১৯৯॥
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে 'হরি' 'হরি'।
ইচ্ছা নাহি, তবু বলে,—কি উপায় করি ॥২০০॥
আর ম্লেচ্ছ কহে,—শুন—আমি ত' এইমতে।
হিন্দুকে পরিহাস কৈনু সে দিন হইতে ॥২০১॥
জিহ্বা কৃষ্ণনাম করে, না মানে বর্জ্জন।
না জানি, কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ ॥২০২॥
এত শুনি' তা-সবারে ঘরে পাঠাইল।
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ-সাত আইল ॥
আসি' কহে,—হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাঞি।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই ॥২০৪॥
মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি করি জাগরণ।
তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য,—যোগ্য আচরণ ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাঞি পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত ॥২০৬॥
উচ্চ করি' গায় গীত, দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥২০৭॥
না জানি, কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে, গায়।
হাসে, কান্দে, পড়ে, উঠে, গড়াগড়ি যায় ॥২০৮॥
নগরিয়া পাগল কৈল সদা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ ॥২০৯॥
'নিমাঞি' নাম ছাড়ি' এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি' ॥২১০॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ॥২১১॥
হিন্দুশাস্ত্রে 'ঈশ্বর' নাম—মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥২১২॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি, সব তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করহ বর্জ্জন ॥২১৩॥
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিল সবারে।
সবে ঘরে যাহ', আমি নিষেধিব তারে ॥২১৪॥
হিন্দুর ঈশ্বর বড় যেই নারায়ণ।
সেই তুমি হও,—হেন লয় মোর মন ॥২১৫॥
এত শুনি' মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজিরে ছুঁইয়া ॥২১৬॥
তোমার মুখে কৃষ্ণনাম,—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র ॥২১৭॥
'হরি' 'কৃষ্ণ' 'নারায়ণ'—লৈলে তিন নাম।
বড় ভাগ্যবান্ তুমি, বড় পুণ্যবান্ ॥২১৮॥
এত শুনি' কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানি।
প্রভুর চরণ ছুঁই' বলে প্রিয়বাণী ॥২১৯॥
তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি।
এই কৃপা কর, যেন তোমাতে রহু ভক্তি ॥২২০॥

প্রভু কহে,—এক দান মাগিয়ে তোমায়।
সঙ্কীর্ত্তন বাদ যৈছে নহে নদীয়ায় ॥২২১॥
কাজী কহে,—মোর বংশে যত উপজিবে।
তাহাকে 'তালাক' দিব, কীর্ত্তন না বাধিবে ॥
শুনি' প্রভু 'হরি' বলি' উঠিলা আপনি।
উঠিল বৈষ্ণব সব করি' হরি-ধ্বনি ॥২২৩॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন।
সঙ্গে চলি' আইসে কাজী উল্লসিত মন ॥২২৪॥
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন।
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ॥২২৫॥
এইমতে কাজীরে প্রভু করিলা প্রসাদ।
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ॥২২৬॥
এক দিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ॥২২৭॥
শ্রীবাস-পুত্রের তাহাঁ হৈল পরলোক।
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ॥২২৮॥
মৃতপুত্র-মুখে কৈল জ্ঞানের কথন।
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাস-নন্দন ॥২২৯॥
তবে ত' করিলা সব ভক্তে বর দান।
উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ॥২৩০॥
শ্রীবাসের বস্ত্র সিয়ে দরজী যবন।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ॥২৩১॥
দেখিনু দেখিনু বলি' হইল পাগল।
প্রেমে নৃত্য করে হৈল বৈষ্ণব আগল ॥২৩২॥
আবেশে শ্রীবাসে প্রভু বংশী মাগিল।
শ্রীবাস কহে, বংশী তোমার গোপী হরি' নিল ॥
শুনি' প্রভু 'বল' 'বল' বলেন আবেশে।
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবন-লীলারসে ॥২৩৪॥
প্রথমেতে বৃন্দাবন-মাধুর্য্য বর্ণিল।
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল ॥২৩৫॥
তবে 'বল' 'বল' প্রভু বলে বার বার।
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার ॥২৩৬॥
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ।
তাঁ-সবার সঙ্গে যৈছে বন-বিহরণ ॥২৩৭॥

তাহি মধ্যে ছয়-ঋতুর লীলার বর্ণন।
মধুপান, রাসোৎসব, জলকেলি কথন ॥২৩৮॥
'বল' 'বল' বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস।
শ্রীবাস কহেন তবে রাসরসের বিলাস ॥২৩৯॥
কহিতে, শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল।
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি' আলিঙ্গন কৈল ॥২৪০॥
তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা।
রুক্মিণ্যাদি-রূপ প্রভু আপনে হইলা ॥২৪১॥
কভু দুর্গা, লক্ষ্মী হয়, কভু বা চিচ্ছক্তি।
খাটে বসি' ভক্তগণে দিলা প্রেমভক্তি ॥২৪২॥
এক দিন মহাপ্রভু নৃত্য-অবসানে।
এক ব্রাহ্মণী আসি' ধরিল চরণে ॥২৪৩॥
চরণের ধূলি সেই লয় বার বার।
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার ॥২৪৪॥
সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল।
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি' উঠাইল ॥২৪৫॥
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা।
প্রাতঃকালে ভক্ত সবে ঘরে লঞা গেলা ॥২৪৬॥
এক দিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া।
'গোপী' 'গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া ॥২৪৭॥
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে।
'গোপী' 'গোপী' নাম শুনি' লাগিল বলিতে ॥
কৃষ্ণনাম না লও কেনে, কৃষ্ণনাম—ধন্য।
'গোপী' 'গোপী' বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ॥
শুনি' প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণে দোষোদ্গার।
ঠেঙ্গা লঞা উঠিলা প্রভু পড়ুয়া মারিবার ॥২৫০॥
ভয়ে পলায় পড়ুয়া, প্রভু পাছে পাছে ধায়।
আস্তে ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায় ॥২৫১॥
প্রভুরে শান্ত করি' আনিল নিজ-ঘরে।
পড়ুয়া পলায়া গেল পড়ুয়া-সভারে ॥২৫২॥
পড়ুয়া সহস্র যাহাঁ পড়ে একঠাঞি।
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাহাঁ যাই' ॥২৫৩॥
শুনি' ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ।
সবে মেলি' করে তবে প্রভুর নিন্দন ॥২৫৪॥

সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্ম্মভয় নাই ॥২৫৫॥
পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয়, কি করিতে পারে ॥২৫৬॥
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ।
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ ॥২৫৭॥
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়।
যাহাঁ তাহাঁ প্রভুর নিন্দা হাসি' সে করয় ॥২৫৮॥
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞি জানি' সবার দুর্গতি।
ঘরে বসি' চিন্তেন তা-সবার অব্যাহতি ॥২৫৯॥
যত অধ্যাপক, আর তাঁর শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী, কর্ম্মী, তপোনিষ্ঠ, নিন্দুক, দুর্জ্জন ॥২৬০॥
এই সব মোর নিন্দা-অপরাধ হৈতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি, না পারে লইতে ॥২৬১॥
নিস্তারিতে আইলাম আমি, হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ॥২৬২॥
আমাকে প্রণতি করে, হয় পাপক্ষয়।
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয় ॥২৬৩॥
মোরে নিন্দা করে যে, না করে নমস্কার।
এ সব জীবেরে অবশ্য করিব উদ্ধার ॥২৬৪॥
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব।
সন্ন্যাসি-বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব ॥২৬৫॥
প্রণতিতে হ'বে ইহার অপরাধ ক্ষয়।
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করাইব উদয় ॥২৬৬॥
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার।
আর কোন উপায় নাহি, এই যুক্তি সার ॥২৬৭॥
এই দৃঢ় যুক্তি করি' প্রভু আছে ঘরে।
কেশব ভারতী আইলা নদীয়া-নগরে ॥২৬৮॥
প্রভু তাঁরে নমস্করি' কৈল নিমন্ত্রণ।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে কৈল নিবেদন ॥২৬৯॥
তুমি ত' ঈশ্বর বট,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কৃপা করি' কর মোর সংসার মোচন ॥২৭০॥
ভারতী কহেন,—তুমি ঈশ্বর, অন্তর্যামী।
যে কহ, সে করিব,—স্বতন্ত্র নহি আমি ॥২৭১॥

এত বলি' ভারতী গোসাঞি কাটোয়াতে গেলা।
মহাপ্রভু তাহা যাই' সন্ন্যাস করিলা ॥২৭২॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
মুকুন্দদত্ত,—এই তিন কৈল সর্ব্ব কার্য্য ॥২৭৩॥
এই আদি-লীলার কৈল সূত্র গণন।
বিস্তারি' বর্ণিলা ইহা দাস-বৃন্দাবন ॥২৭৪॥
যশোদানন্দন হৈলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন ॥২৭৫॥
স্বমাধুর্য্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥২৭৬॥
গোপী-ভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দন মানে আপনার কান্ত ॥২৭৭॥
গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥২৭৮॥
শ্যামসুন্দর, শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জা-বিভূষণ।
গোপ-বেশ, ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন ॥২৭৯॥
ইহা ছাড়ি' কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব নাহি যায় নিকট তাহার ॥২৮০॥

ললিতমাধবে (৬/১৪) সূর্য্যপত্নী
সবর্ণার প্রতি বিশাখার উক্তি—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥

কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকসহকারে অদ্ভুত-রুচিযুক্ত চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে গোপীদিগের রাগোদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সুতরাং নন্দনন্দনে অনন্য-ভজনশীল দুর্গম পারকীয়-পথাবলম্বিনী গোপীগণের ভবক্রিয়া কোন্ পণ্ডিত বুঝিতে পারেন?

বসন্তকালে রাসলীলা করে গোবর্দ্ধনে।
অন্তর্দ্ধান কৈলা সঙ্কেত করি' রাধা সনে ॥২৮২॥
নিভৃতনিকুঞ্জে বসি' দেখে রাধার বাট।
অন্বেষিতে আইলা তাহাঁ গোপিকার ঠাট ॥২৮৩॥

দূর হৈতে কৃষ্ণ দেখি' বলে গোপীগণ।
এই দেখ কুঞ্জ-ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৮৪॥
গোপীগণ দেখি' কৃষ্ণের হইল সাধ্বস।
লুকাইতে নারিল, ভয়ে হৈলা বিবশ ॥২৮৫॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি' আছেন বসিয়া।
কৃষ্ণ দেখি' গোপী কহে নিকটে আসিয়া ॥২৮৬॥
ইঁহো কৃষ্ণ নহে, ইঁহো নারায়ণ-মূর্ত্তি।
এত বলি' সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি ॥২৮৭॥
'নমো নারায়ণ', দেব করহ প্রসাদ।
কৃষ্ণসঙ্গে দেহ' মোরে, ঘুচাহ বিষাদ ॥২৮৮॥
এত বলি' নমস্করি' গেলা গোপীগণ।
হেনকালে রাধা আসি' দিলা দরশন ॥২৮৯॥
রাধা দেখি' কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে।
সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে ॥২৯০॥
লুকাইয়া দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে।
বহু যত্ন কৈলা কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে ॥২৯১॥
রাধার বিশুদ্ধ-ভাবের অচিন্ত্য প্রভাব।
যে কৃষ্ণেরে করাইলা দ্বিভুজ স্বভাব ॥২৯২॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে (৭)
শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয়বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষিগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং স্বমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥

কুঞ্জে রাসারম্ভে কৃষ্ণ কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত ছিলেন। মৃগনয়না গোপীদিগের আগমন দেখিয়া শঙ্কিত-ভাবে স্বীয় মনোহর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। সাধারণ গোপী এইমাত্র কহিলেন যে, 'ইনি আমাদের প্রেম-বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন।' কিন্তু রাধাপ্রেমের কি আশ্চর্য্য মহিমা! শ্রীরাধার আগমনমাত্রেই কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রাখিতে পারিলেন না।

সেই ব্রজেশ্বর—ইঁহ জগন্নাথ পিতা।
সেই ব্রজেশ্বরী—ইঁহ শচীদেবী মাতা ॥২৯৪॥
সেই নন্দসুত—ইঁহ চৈতন্য-গোসাঞি।
সেই বলদেব—ইঁহ নিত্যানন্দ ভাই ॥২৯৫॥
বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য,—তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণচৈতন্য সহায় ॥২৯৬॥
প্রেম ভক্তি দিয়া তেঁহো ভাসা'ল জগতে।
তাঁর চরিত্র-চিত্র লোকে না পারে বুঝিতে ॥২৯৭॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি ভক্ত-অবতার।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার ॥২৯৮॥
সখ্য, দাস্য,—দুই ভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার ॥২৯৯॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন ॥৩০০॥
পণ্ডিত গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে প্রভু হন তাঁর বশ ॥৩০১॥
তিঁহ শ্যাম,—বংশীমুখ, গোপবিলাসী।
ইঁহ গৌর—কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী ॥৩০২॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি'।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে 'প্রাণনাথ' করি' ॥৩০৩॥
সেই কৃষ্ণ, সেই গোপী,—পরম বিরোধ।
অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ ॥৩০৪॥
ইথে তর্ক করি' কেহ না কর সংশয়।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি এইমত হয় ॥৩০৫॥
অচিন্ত্য, অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার।
চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার ॥৩০৬॥
তর্কে ইহা নাহি মানে যেই দুরাচার।
কুম্ভীপাকে পচে সেই, নাহিক নিস্তার ॥৩০৭॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/৫/৯৩) ও
মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে (৫/১২)—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥৩০৮॥

প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব, তাহাই অচিন্ত্য-লক্ষণ। তর্ক—প্রাকৃত, সুতরাং সে তত্ত্বকে

স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্য-ভাব-সকলে তর্ক যোজনা করিবে না।

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস।
সেই জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ ॥৩০৯॥
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার।
ইহা যেই শুনে, শুদ্ধভক্তি হয় তার ॥৩১০॥
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ।
তবে সে গ্রন্থের অর্থ পাইবে আস্বাদ ॥৩১১॥
অতএব ভাগবতে ব্যাসের আচার।
কথা কহি' অনুবাদ করে বার বার ॥৩১২॥
তাতে আদি-লীলার করি পরিচ্ছেদ গণন।
প্রথম পরিচ্ছেদে কৈল 'মঙ্গলাচরণ' ॥৩১৩॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ'।
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৩১৪॥
তিঁহ ত' চৈতন্য-কৃষ্ণ—শচীর নন্দন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে জন্মের 'সামান্য' কারণ ॥
তহিঁ মধ্যে প্রেমদান—'বিশেষ' কারণ।
যুগধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-প্রেম-প্রচারণ ॥৩১৬॥
চতুর্থে কহিল জন্মের 'মূল' কারণ।
স্বমাধুর্য্য-প্রেমানন্দরস-আস্বাদন ॥৩১৭॥
পঞ্চমে 'শ্রীনিত্যানন্দ' তত্ত্ব নিরূপণ।
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন ॥৩১৮॥
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'অদ্বৈত-তত্ত্বে'র বিচার।
অদ্বৈত-আচার্য্য—মহাবিষ্ণু-অবতার ॥৩১৯॥
সপ্তম পরিচ্ছেদে 'পঞ্চতত্ত্বে'র আখ্যান।
পঞ্চতত্ত্ব মিলি' যৈছে কৈল প্রেমদান ॥৩২০॥
অষ্টমে 'চৈতন্যলীলা-বর্ণন' কারণ।
এক কৃষ্ণনামের মহা-মহিমা-কথন ॥৩২১॥
নবমেতে 'ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন'।
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ আরোপণ ॥৩২২॥
দশমেতে মূল-স্কন্ধের 'শাখাদি-গণন'।
সর্ব্বশাখাগণের যৈছে ফল-বিতরণ ॥৩২৩॥
একাদশে 'নিত্যানন্দশাখা-বিবরণ'।
দ্বাদশে 'অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার বর্ণন' ॥৩২৪॥
ত্রয়োদশে মহাপ্রভুর 'জন্ম-বিবরণ'।
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম ॥৩২৫॥
চতুর্দ্দশে 'বাল্যলীলা'র কিছু বিবরণ।
পঞ্চদশে পৌগণ্ডলীলা'র সংক্ষেপে কথন ॥
ষোড়শে কহিল 'কৈশোরলীলা'র উদ্দেশ।
সপ্তদশে 'যৌবনলীলা' কহিল বিশেষ ॥৩২৭॥
এই সপ্তদশ প্রকার 'আদি-লীলা'র প্রবন্ধ।
দ্বাদশ প্রবন্ধ, তাতে গ্রন্থ-মুখবন্ধ ॥৩২৮॥
পঞ্চপ্রবন্ধে পঞ্চবয়স চরিত।
সংক্ষেপে কহিলুঁ অতি,—না কৈলুঁ বিস্তৃত ॥
বৃন্দাবন দাস ইহা 'চৈতন্যমঙ্গলে'।
বিস্তারি' বর্ণিলা নিত্যানন্দ-আজ্ঞা-বলে ॥৩৩০॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা—অদ্ভুত, অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যাঁর নাহি পায় অন্ত ॥৩৩১॥
যেই যেই অংশ কহে, যেই শুনে ধন্য।
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥৩৩২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ।
শ্রীবাসাদি গদাধরাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥৩৩৩॥
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে।
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ সবার চরণে ॥৩৩৪॥
শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথদাস, আর শ্রীজীব-চরণ ॥৩৩৫॥
শিরে ধরি বন্দোঁ, নিত্য করোঁ তাঁর আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৩৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবন-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্তা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥১॥

অজ্ঞজনও যাঁহার প্রসাদে সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান্ চৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌসহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥ *
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥৩॥ †
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৪॥ ‡
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥§
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥৬॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥৭॥
পূর্ব্বে কহিলুঁ আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥৮॥
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈলুঁ।
যে কিছু বিশেষ, সূত্রমধ্যেই কহিলুঁ ॥৯॥
এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥১০॥
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিলা বর্ণন ॥১১॥
সেই ভাগের ইহঁা সূত্র মাত্র লিখিব।
তাঁহা যে বিশেষ কিছু, ইহঁা বিস্তারিব ॥১২॥
চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস-বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥১৩॥
ভক্তি করি' শিরে ধরি তাঁহার চরণ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন ॥১৪॥
চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাঁহা যে করিলা লীলা—'আদি-লীলা' নাম ॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥১৬॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাঁহা যেই লীলা, তার 'শেষলীলা' নাম ॥১৭॥
শেষলীলার 'মধ্য', 'অন্ত্য',—দুই নাম হয়।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয় ॥১৮॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন।
নীলাচলে-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন ॥১৯॥
তাঁহা যেই লীলা, তার 'মধ্যলীলা' নাম।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা' অভিধান ॥২০॥
'আদিলীলা', 'মধ্যলীলা', 'অন্ত্যলীলা' আর।
এবে 'মধ্যলীলা' কিছু করিয়ে বিস্তার ॥২১॥
অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইল ভক্তি ॥২২॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীতরঙ্গে ॥২৩॥

---

* আদি ১ম পঃ ২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ১ম পঃ ১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ১ম পঃ ১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥২৪॥
সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাঁহা তাঁহা প্রেমদান ॥২৫॥
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার।
চৈতন্যের প্রিয় যিঁহো লওয়াইল সংসার ॥২৬॥
চৈতন্য-গোসাঞি যাঁরে বলে 'বড় ভাই'।
তেঁহো কহে, মোর প্রভু—চৈতন্য-গোসাঞি ॥২৭॥
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান ॥২৮॥
'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য' নাম।
'চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥২৯॥
এইমত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল।
দীনহীন, নিন্দক, সবারে নিস্তারিল ॥৩০॥
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥৩১॥
ভক্তিপ্রচারিয়ে সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥৩২॥
নানা শাস্ত্র আনি' কৈল ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ় অধম জনেরে তিঁহো করিলা নিস্তার ॥৩৩॥
প্রভু আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥৩৪॥
হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত।
দশম-টিপ্পনী, আর দশম-চরিত ॥৩৫॥
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করু গণন ॥৩৬॥
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥৩৭॥
রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব ॥৩৮॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী।
অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ আর পদ্যাবলী ॥৩৯॥
গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন ॥৪০॥
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥৪১॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম—শ্রীজীবগোসাঞি।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥৪২॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নাম গ্রন্থ-বিস্তার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥৪৩॥
গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস-পূর ॥৪৪॥
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥৪৫॥
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে কৈলা, নীলাদ্রি গমন ॥৪৬॥
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা রহিলা চারিমাস।
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥৪৭॥
বিদায় সময় প্রভু কহিলা সবারে।
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥৪৮॥
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ॥৪৯॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈল গতাগতি।
অন্যোন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥৫০॥
তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥৫১॥
নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, পরম বিষাদে ॥৫২॥
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥৫৩॥
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন।
তাঁহা এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥৫৪॥
সেইত পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু ॥৫৫॥ধ্রু॥
এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এভাব অন্তর ॥৫৬॥
এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥৫৭॥

কাব্যপ্রকাশে (১/৪) —

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে॥

যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত; উন্মীলিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে; সুরতব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ।
দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ ॥৫৯॥
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি' শ্রীরূপ-গোসাঞি।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিলা তথাই ॥৬০॥
শ্লোক করি' এক তালপত্রেতে লিখিয়া।
আপন বাসার চালে রাখিলা গুঞ্জিয়া ॥৬১॥
শ্লোক রাখি' গেলা সমুদ্রস্নান করিতে।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥৬২॥
হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন।
জগন্নাথ-মন্দিরে না যান তিনজন ॥৬৩॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল-ভোগ দেখিয়া।
নিজ-গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ॥৬৪॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তাঁরে আসি' আপনে মিলে,—প্রভুর নিয়ম ॥৬৫॥
দৈবে আসি' প্রভু যবে উর্দ্ধেতে চাহিল।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ॥৬৬॥
শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া।
রূপ-গোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥৬৭॥
উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥৬৮॥
মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে? ৬৯॥
এত বলি' তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ-গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥৭০॥
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ॥৭১॥
স্বরূপ কহে,—যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥৭২॥
প্রভু কহে,—তারে আমি সন্তুষ্ট হঞা।
আলিঙ্গন কৈলুঁ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥৭৩॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥৭৪॥
এ সব কহিব আগে বিস্তার করিঞা।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইঞা ॥৭৫॥

শ্রীরূপকৃত-শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৭৬॥

হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমস্বরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দীপুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন, ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি' যৈছে প্রভুর ভাবন ॥৭৭॥
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন ॥৭৮॥
রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন।
কাহাঁ গোপ-বেশ, কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥৭৯॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ, সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৮০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮২/৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥৮১॥

গোপীগণ বলিলেন,—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিতজনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥৮২॥
ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিঞা।
রূপ-গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইঞা ॥

ললিতমাধবে (১০/৩৮) শ্রীরাধার উক্তি—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্ ॥৮৪॥

হে কৃষ্ণ, তোমার যে লীলা-রস-গন্ধ-বিস্তারী বনসমূহদ্বারা ব্যাপ্ত মাথুর-মণ্ডলীয় মাধুরী দ্বারা পরিবৃত এবং ভাবদ্বারা মুগ্ধমন গোপীগণ যে আমরা, আমাদের কর্ত্তৃক পরিসেবিত ধন্যবৃন্দাবনভূমি বিলাস করিতেছেন। বংশীবদন, তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই লীলা বিহার কর।

এইরূপ মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথে।
সুভদ্রা-সহিত দেখে, বংশী নাহি হাতে ॥৮৫॥
ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহাঁ পাব, এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥৮৬॥
রাধিকা-উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
উদ্ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে ॥৮৭॥
দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল।
এইমত শেষ লীলার বিধান করিল ॥৮৮॥
সন্ন্যাস করি' চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম।
অনন্ত, অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ॥৮৯॥
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্দরশন।
মুখ্য-মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন ॥৯০॥
প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
সন্ন্যাস করি' চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥৯১॥
প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥৯২॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেলা 'যমুনা' বলিয়া ॥৯৩॥
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ॥৯৪॥
মাতা ভক্তগণের তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি' কৈল নীলাদ্রিগমন ॥৯৫॥
পথে নানা লীলা, সব দেব-দরশন।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ॥৯৬॥
ক্ষীর-চুরি-কথা, সাক্ষিগোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন ॥৯৭॥
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥৯৮॥
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু হইল চেতন ॥৯৯॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
পাছে আসি' মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥১০০॥
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন-ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥১০১॥
তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ॥১০২॥
জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন।
পথে-পথে গ্রামে-গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥১০৩॥
গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন ॥১০৪॥
ত্রিমল্ল-ত্রিপদী-স্থান কৈল দরশন।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥১০৫॥

তবে ত' পাষণ্ডিগণে করিল দলন।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥১০৬॥

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥১০৭॥

ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ॥১০৮॥

শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট—পরম পণ্ডিত।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥১০৯॥

চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥১১০॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন ॥১১১॥

তবে ভট্টথারি হইতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥১১২॥

শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখবিমোচন ॥১১৩॥

তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তাঁ-সবার ॥১১৪॥

অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন।
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন ॥১১৫॥

তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন।
সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর দরশন ॥১১৬॥

তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ, তাহাতে লিখন ॥১১৭॥

শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥১১৮॥

সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি' নিল।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥১১৯॥

ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, দুই পুঁথি পাঞা।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা ॥১২০॥

পুনরপি নীলাচলে গমন করিল।
ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥১২১॥

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥১২২॥

ভক্তসনে দিন কত তাহাঞি রহিল।
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল ॥১২৩॥

নিত্যানন্দ-সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিঞা।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা ॥১২৪॥

বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি-দিনে।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥১২৫॥

সবে মিলি' যুক্তি করি' কীর্ত্তন আরম্ভিল।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥১২৬॥

পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥১২৭॥

রাজ-আজ্ঞা লঞা তিঁহো আইলা কত দিনে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে ॥১২৮॥

কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি-মিলন।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥১২৯॥

দামোদরস্বরূপ-মিলনে পরম আনন্দ।
শিখিমাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ ॥১৩০॥

গৌড় হৈতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন।
কুলীনগ্রামবাসী-সঙ্গে প্রথম মিলন ॥১৩১॥

নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ-সঙ্গে মিলিলা সবে আসি' ॥১৩২॥

স্নানযাত্রা দেখি' প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ।
সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা মার্জ্জন ॥১৩৩॥

সবা-সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন।
রথ-অগ্রে নৃত্য করি' উদ্যানে গমন ॥১৩৪॥

প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে।
গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥১৩৫॥

প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে।
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥১৩৬॥

সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী।
ষাঠীর মাতা কহে, যাতে রাণ্ডী হউক ষাঠী ॥১৩৭॥

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥১৩৮॥

আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাস-স্থান।
শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ॥১৩৯॥

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্।
প্রভুর চরণ দেখি' কৈল অন্তর্দ্ধান ॥১৪০॥
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥১৪১॥
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥১৪২॥
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ-সংমার্জ্জন।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥১৪৩॥
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥১৪৪॥
গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি।
হেরা-পঞ্চমী দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥১৪৫॥
কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈলা।
দধিভার বহি' তবে লগুড় ফিরাইলা ॥১৪৬॥
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥১৪৭॥
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥১৪৮॥
পুরীগোসাঞি-সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান-প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥১৪৯॥
আসি' বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা ॥১৫০॥
পঞ্চ দিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম ॥১৫১॥
কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন ॥১৫২॥
কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল-বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥১৫৩॥
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥১৫৪॥
বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি' নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥১৫৫॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥১৫৬॥
পথে দুইদিকে পুষ্পকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥১৫৭॥
রত্নবন্ধ-ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষি-কোলাহল, সুধা-সম জল ॥১৫৮॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিঞা ॥১৫৯॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে।
পথবান্ধা না যায়, নৃসিংহ হৈলা বিস্মিতে ॥১৬০॥
নিশ্চয় করিয়া কহি, শুন, ভক্তগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥১৬১॥
'কানাইর নাটশালা' হৈতে আসিব ফিরিঞা।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিলুঁ নিশ্চয় করিঞা ॥১৬২॥
গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥১৬৩॥
যাঁহা যায় প্রভু, তাঁহা কোটিসংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি' খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত্ত হয় পথে ॥১৬৫॥
ঐছে চলি' আইলা প্রভু 'রামকেলি' গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥১৬৬॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥১৬৭॥
গৌড়াধ্যক্ষ যবন-রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হঞা ॥১৬৮॥
বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥১৬৯॥
কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন, যাঁহা উঁহার মন ॥১৭০॥
কেশব-ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥১৭১॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥১৭২॥
যবনে তোমার ঠাঞি করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আর হানি ॥১৭৩॥

রাজারে প্রবোধি' কেশব, ব্রাহ্মণ পাঠাঞা।
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল যাঞা ॥১৭৪॥
দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তিঁহো লাগিল কহিতে ॥১৭৫॥
যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয় ॥১৭৭॥
মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু-অংশ সম ॥১৭৮॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ ॥১৭৯॥
রাজা কহে, শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইহাঁ নাহিক সংশয় ॥১৮০॥
এত কহি' রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তবে দবির খাস আইলা আপনার ঘরে ॥১৮১॥
ঘরে আসি' দুই ভাই যুকতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা ॥১৮২॥
অর্দ্ধ রাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে ॥১৮৩॥
তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে ॥১৮৪॥
দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥১৮৫॥
দৈন্য রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে,—উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল ॥১৮৬॥
উঠি' দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি'।
দৈন্য করি' স্তুতি করে করযোড় করি' ॥১৮৭॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয় ॥১৮৮॥
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥১৮৯॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/১৫২)—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥১৯০॥

আমার ন্যায় পাপী নাই, আমার ন্যায় অপরাধীও নাই। হে পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তৎপরিহারে চেষ্টা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

পতিত-পাবন-হেতু তোমার অবতার।
আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর ॥১৯১॥
জগাই-মাধাই—দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ॥১৯২॥
ব্রাহ্মণ জাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর ॥১৯৩॥
সবে এক দোষ তার, হয়ে পাপাচার।
পাপরাশি দহে নামাভাসেই তোমার ॥১৯৪॥
তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন।
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ ॥১৯৫॥
জগাই-মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন ॥১৯৬॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী-সঙ্গে আমার সঙ্গম ॥১৯৭॥
মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিঞা।
কুবিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া ॥১৯৮॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে ॥১৯৯॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ-বল।
'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল ॥২০০॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময়।
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥২০১॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক্ তোমার দয়া-বল ॥২০২॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥২০৩॥

আপনার নিকট আমি একটী বিজ্ঞাপন করিতেছি, তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়,—পরমার্থ-পরিপূর্ণ; তাহা এই যে, যদি আমার প্রতি দয়া না করেন, তাহা হইলে হে নাথ, আপনার উপযুক্ত দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবেন?

আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥২০৪॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥২০৫॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥২০৬॥

আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্যকিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব।

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—শুন, দবির খাস।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস ॥২০৭॥
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥
দৈন্যপত্রী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥২০৯॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রীদ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিলুঁ বারে বারে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত-শ্লোক—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥২১১॥

পরপুরুষানুরক্তা রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন ॥২১২॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥
ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে।
ঘরে যাহ', ভয় কিছু না করিহ মনে ॥২১৪॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥২১৫॥
এত বলি' দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে।
দুই ভাই ধরি' প্রভুর পদ নিল মাথে ॥২১৬॥
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।
সবে কৃপা করি' উদ্ধার' এই দুই জনে ॥২১৭॥
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণে।
'হরি' 'হরি' বলে সবে আনন্দিত-মনে ॥২১৮॥
নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥২১৯॥
সবার চরণে ধরি' পড়ে দুই ভাই।
সবে বলে,—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি ॥
সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি' চলন-সময়।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥২২১॥
ইহাঁ হৈতে চল, প্রভু, ইহাঁ নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥২২২॥
তথাপি যবনজাতি, না করিহ প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে রীতি ॥২২৩॥
যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥২২৪॥
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা, লোক-চেষ্টাময় ॥২২৫॥
এত বলি' চরণ বন্দি' গেলা দুইজন।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥২২৬॥
প্রাতে চলি' আইলা 'কানাইর নাটশালা'।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥২২৭॥
সেই রাত্রে প্রভু তাঁহা চিন্তে মনে মন।
সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে, বলে সনাতন ॥২২৮॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক-সঙ্গে।
কিছু সুখ না হইবে, হবে রসভঙ্গে ॥২২৯॥

একাকী যাইব, কিংবা সঙ্গে একজন।
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন ॥২৩০॥
এত চিন্তি' প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি'।
নীলাচলে যাব বলি' চলিলা গৌরহরি ॥২৩১॥
এইমত চলি' চলি' আইলা শান্তিপুরে।
দিন পাঁচ-সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥২৩২॥
শচীদেবী আসি' তাঁরে কৈল নমস্কার।
সাত দিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার ॥২৩৩॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥২৩৪॥
জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে।
আমারে মিলিবা আসি' রথযাত্রা-কালে ॥২৩৫॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, আর পণ্ডিত দামোদর।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥২৩৬॥
দিন কত রহি' তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে, না জানে কোন জন ॥২৩৭॥
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে ॥২৩৮॥
দিন চারি কাশীতে রহি' গেলা বৃন্দাবন।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥২৩৯॥
লীলাস্থল দেখি' প্রেমে হইলা অস্থির।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥২৪০॥
গঙ্গাতীর-পথে লঞা প্রয়াগে আইলা।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি' তথাই মিলিলা ॥২৪১॥
দণ্ডবৎ করি' রূপ ভূমিতে পড়িলা।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥২৪২॥
শ্রীরূপে শিক্ষা করাই' পাঠা'ন বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥২৪৩॥
কাশীতে প্রভুকে আসি' মিলিলা সনাতন।
দুই মাস রহি' তাঁরে করাইলা শিক্ষণ ॥২৪৪॥
মথুরা পাঠাইলা তাঁরে দিয়া ভক্তিবল।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি' গেলা নীলাচল ॥২৪৫॥
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস।
কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রবাস ॥২৪৬॥
আনন্দে ভক্ত-সঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস।
জগন্নাথ-দরশন, প্রেমের উল্লাস ॥২৪৭॥
মধ্যলীলার কৈলুঁ এই সূত্র-বিবরণ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন, ভক্তগণ ॥২৪৮॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বর্ষ তাহাঁ বাস, কাহাঁ নাহি গেলা ॥২৪৯॥
প্রতিবর্ষ আইসেন তাহাঁ গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥২৫০॥
নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন-বিলাস।
আ-চণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥২৫১॥
পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥২৫২॥
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর ॥২৫৩॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি।
প্রভুসঙ্গে এই সব কৈল নিত্য স্থিতি ॥২৫৪॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি,—যত দাস ॥২৫৫॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে, রহে চারিমাস।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥২৫৬॥
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি,—অদ্ভুত সে সব।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥২৫৭॥
তবে রূপ-গোসাঞির পুনরাগমন।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ ॥২৫৮॥
তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্য-দণ্ড ॥২৫৯॥
তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥২৬০॥
তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইলা বৃন্দাবন।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥২৬১॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥২৬২॥
তবে ত' বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥২৬৩॥

প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি' তাঁর গুণে ॥২৬৪॥
গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা।
রাজা মারিতেছিল, প্রভু হৈল ত্রাতা ॥২৬৫॥
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি' অর্দ্ধেক রাখিল ॥২৬৬॥
ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দ ভুবন।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥২৬৭॥
মনুষ্যের বেশ ধরি' যাত্রিকের ছলে।
প্রভুর দর্শন করে আসি' নীলাচলে ॥২৬৮॥
এক দিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥২৬৯॥
শুনি' ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচনে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ ছাড়ি' কি কর কীর্ত্তনে ॥২৭০॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশা'বে ভুবন ॥২৭১॥
দশদিকে কোটি কোটি লোক হেনকালে।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করে কোলাহলে ॥২৭২॥
জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগৎ তারিতে প্রভু, তোমার অবতার ॥২৭৩॥
বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥২৭৪॥
শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়।
বাহিরে আসি' দরশন দিলা দয়াময় ॥২৭৫॥
বাহু তুলি' বলে প্রভু,—বল, 'হরি' 'হরি'।
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি' ॥২৭৬॥
প্রভু দেখি' প্রেমে লোক আনন্দিত মন।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি' করয়ে স্তবন ॥২৭৭॥
স্তব শুনি' প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস।
ঘরে গুপ্ত হও, কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥২৭৮॥
কে শিখাল এই লোকে, কহে কোন্ বাত।
ইহা-সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত ॥২৭৯॥
সূর্য্য যেন উদয় করি' চাহে লুকাইতে।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥২৮০॥
প্রভু কহেন,—শ্রীনিবাস, ছাড় বিড়ম্বনা।
সবে মেলি' কর মোরে কতেক লাঞ্ছনা ॥২৮১॥
এত বলি' লোকে করি' শুভদৃষ্টি দান।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥
রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥২৮৩॥
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে ॥২৮৪॥
ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর।
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥২৮৫॥
এই ত' কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥২৮৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৮৭॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা-সূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥১॥

প্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্র অনুবর্ণনে এই পরিচ্ছেদে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-প্রলাপাদি বর্ণন করিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর ॥৩॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি-দিনে ॥৪॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা, প্রলাপময় বাদ ॥৫॥
লোমকূপে রক্তোদগম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥৬॥

গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্তে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥৭॥
তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে ॥৮॥
চটক পর্ব্বত দেখি' 'গোবর্দ্ধন' ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥৯॥
উপবনোদ্যান দেখি' বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাহাঁ যাই' নাচে, গায়, ক্ষণে মূর্চ্ছা যা'ন ॥১০॥
কাহাঁ নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥১১॥
হস্তপদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি' ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে ॥১২॥
হস্ত, পদ, শির, সব শরীর-ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥১৩॥
এইমত অদ্ভুত-ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্যে হাহা-হুতাশ ॥১৪॥
কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক ॥১৬॥
এইমত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর।
রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর ॥১৭॥

জগন্নাথবল্লভনাটকে (৩/৯)—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরির্নায়ং ন চ প্রেম বা
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং নো জীবনং বাশ্রবং
দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং হা হা বিধেঃ কা গতিঃ ॥

আমাদের কৃষ্ণ প্রেমদত্ত-আঘাতজনিত রোগ অনুভব করিতেছেন না। প্রেমের কথাই বা কি বলিব, তাহা স্থানাস্থান না জানিয়া আঘাত করে! মদনের ত'কথাই নাই, কেননা আমরা যে অতিশয় দুর্ব্বলা, তাহা সে বুঝিল না! কাহাকেই বা কি বলিব, কেহই অন্যের অখিল দুঃখ বুঝে না! আমাদের জীবন আমাদের বশে নয়; যৌবনও দুই তিন দিনের ন্যায় অল্পক্ষণ-স্থায়ী! হায়! এরূপ অবস্থায়, হে বিধাতঃ, আমাদের কি গতি হইবে?

অস্যার্থঃ—যথা রাগঃ

উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ-পূর,
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
বাহিরে নাগররাজ, ভিতরে শঠের কাজ,
পরনারী বধে সাবধান ॥১৯॥
সখি হে, না বুঝিয়ে বিধির বিধান।
সুখ লাগি' কৈলুঁ প্রীতি, হৈল বিপরীত গতি,
এবে যায়, না রহে পরাণ ॥২০॥
কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানাস্থান,
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোরে, হাতে-গলে বান্ধি' মোরে,
রাখিয়াছে, নারি' উকাশিতে ॥২১॥
যে মদন তনুহীন, পরদ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে, বিন্ধি' কৈল জরজরে,
দুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥২২॥
অন্যের যে দুঃখ মনে, অন্যে তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাহাঁ লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,
যাতে কহে ধৈর্য্য ধরিবার ॥২৩॥
'কৃষ্ণ—কৃপা-পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার',
সখি, তোর এ ব্যর্থ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ॥২৪॥
শত বৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি'।
নারীর যৌবন-ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন—দিন দুই-চারি ॥২৫॥
অগ্নি যৈছে নিজ-ধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।

কৃষ্ণ ঐছে নিজ-গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে ॥২৬॥
এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
উঘাড়িয়া দুঃখের কপাট।
ভাবের তরঙ্গ-বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥২৭॥

গোস্বামি-পাদোক্ত-শ্লোক—

শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলম্।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ ॥২৮॥

হে সখি, শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা-সেবন না করিয়া আমার দিনগুলি ও অখিল ইন্দ্রিয়সকল ব্যর্থ হইতেছে, এখন সেইসকল পাষাণ ও শুষ্ককাষ্ঠভারসদৃশ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমি নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে ধারণ করিতে সমর্থ হইব?

বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে-চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক্ তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ॥২৯॥
সখি হে, শুন, মোর হত বিধিবল।
মোর বপু-চিত্ত-মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥৩০॥ধ্রু॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ হে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥৩১॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণ-গুণ-চরিত,
সুধাসার-স্বাদু-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম ॥৩২॥
মৃগমদ-নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব্ব-মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥৩৩॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহ-সম জানি ॥৩৪॥
করি' এত বিলাপন, প্রভু শচীনন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।
দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥৩৫॥

শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে (৩/১১)—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥৩৬॥

দৈবাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ আমার নয়নগোচর হইলে আমার চিত্ত দর্শনসৌভাগ্যমদকর্ত্তৃক হত হওয়ায়, 'মদন' ও 'আনন্দ' নামক কোন তত্ত্ব তাহা অপহরণ করিয়াছিল, আমাকে প্রাণ ভরিয়া সেই রূপ-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেয় নাই। আবার, যখন পুনরায় সেই কৃষ্ণস্বরূপ দেখিতে পাইব, তখন সেই সময়কে বহুরত্ন দিয়া অলঙ্কৃত করিব।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিনু বংশীবদনে,
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
'আনন্দ' আর 'মদন', হরি' নিল মোর মন,
দেখিতে না পাইলুঁ নেত্র ভরি' ॥৩৭॥
পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল।
দিয়া মাল্যচন্দন, নানা রত্ন-আভরণ,
অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥৩৮॥
ক্ষণে বাহ্য হৈল মন, আগে দেখে দুই জন,
তাঁরে পুছে,—আমি না চৈতন্য?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু, কিবা আমি প্রলাপিনু,

তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ? ৩৯॥
শুন, মোর প্রাণের বান্ধব।
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥৪০॥
পুনঃ কহে,—হায় হায়, শুন, স্বরূপ-রামরায়,
এই মোর হৃদয় নিশ্চয়।
শুনি' করহ বিচার, হয়, নয়—কহ সার,
এত বলি' শ্লোক উচ্চারয় ॥৪১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/১) তোষণীধৃত-শ্লোক—
কইঅবরহিঅং পেম্মং ণ হি হোই মাণুসে লোএ।
জই হোই কস্স বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই॥

এই প্রাকৃত-শ্লোকের সংস্কৃতে পরিণতি—"কৈতব-রহিতং প্রেম ন হি ভবতি মানুষে লোকে। যদিভবতি কস্য বিরহো বিরহে সত্যপি ন কো জীবতি॥"অর্থাৎ প্রেম কৈতব-রহিত এবং মনুষ্যলোকে কখনই উদিত হয় না। যদি উদিত হয়, তবে বিরহ হয় না। যদি বিরহ হয়, তবে জীবন থাকে না।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥৪৩॥
এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
শুনে দুঁহে এক-মন হঞা।
আপন-হৃদয়-কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজবীজ খাঞা ॥৪৪॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুপাদোক্ত-শ্লোক—
ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥৪৫॥

হে সখি, কৃষ্ণে আমার সামান্য প্রেমগন্ধও নাই। তবে যে আমি ক্রন্দন করি, তাহা কেবল নিজের সৌভাগ্যাতিশয্য প্রকাশ করিবার জন্য। বংশী-বদন কৃষ্ণের দর্শন বিনা আমি যে প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি, তাহা বৃথা।

দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি ভায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন,
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥৪৬॥
যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদ মুখ,
যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন'।
নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণ-কীটেরে করিয়ে ধারণ ॥৪৭॥
কৃষ্ণপ্রেমা সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধগঙ্গাজল,
সেই প্রেমা—অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥৪৮॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥৪৯॥
এইমত দিনে-দিনে, স্বরূপ-রামানন্দ-সনে,
নিজ-ভাব করেন বিদিত।
বাহে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥৫০॥
এই প্রেমা-আস্বাদন, তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥৫১॥

বিদগ্ধমাধবে (২/১৮)
নান্দীমুখীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—
পীড়াভির্নবকালকূট-কটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥

হে সুন্দরি, নন্দনন্দনসম্বন্ধীয় প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাঁহার বক্রমধুরভাব-বিক্রমসকল

স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেই প্রেম দুইরূপে কার্য্য করে, অর্থাৎ নূতন সর্পবিষের কটুতার গর্ব্বকে স্বজাত পীড়ার দ্বারা নির্ব্বাসিত করে, অর্থাৎ যাহার পর নাই এরূপ দুঃখ উদয় করায়; আবার, আনন্দের বর্ষণ দ্বারা অমৃত-মাধুর্য্যের যে অহঙ্কার, তাহার সঙ্কোচনকারী পরম সুখ প্রদান করে।

যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম-সুভদ্রা-সাথ,
তবে জানে—আইলাম কুরুক্ষেত্রে।
সফল হৈল জীবন, দেখিলুঁ পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥৫৩॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি' করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব ব'লে।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥৫৪॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি', মাটীর উপরে বসি',
নখে করে পৃথিবী লিখন।
হা-হা কাহাঁ বৃন্দাবন, কাহাঁ গোপেন্দ্রনন্দন,
কাহাঁ সেই বংশীবদন ॥৫৫॥
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাহাঁ সেই বেণুগান,
কাহাঁ সেই যমুনা-পুলিন।
কাহাঁ সে রাসবিলাস, কাহাঁ নৃত্যগীত-হাস,
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন ॥৫৬॥
উঠিল নানা ভাবোদ্বেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥৫৭॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪১)—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥৫৮॥

হে হরি! হে অনাথবন্ধু! হে করুণার একমাত্র সমুদ্র! তোমার দর্শন বিনা আমার এই অধন্য দিবারাত্রিসকল আমি কিরূপে যাপন করিব?

তোমার দর্শন-বিনে, অধন্য এ রাত্রি-দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি' দেহ' দরশন ॥৫৯॥
উঠিল ভাব-চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায় ॥৬০॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥৬১॥

হে বংশীবিলাসি কৃষ্ণ, তোমার শৈশব-মাধুর্য্য ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত। আমার চাপল্য তুমিই জান ও আমিই জানি, আর কেহ জানে না। এই চক্ষুদুইটী দ্বারা বিরলে তোমার সুন্দর মুখাম্বুজ দর্শন করিবার জন্য এখন কি করিব?

যথা রাগঃ—

তোমার মাধুরী-বল, তাতে মোর চাপল,
এই দুই, তুমি আমি জানি।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ,
তাহা মোরে কহ ত' আপনি ॥৬২॥
নানা-ভাবের প্রাবল্য, হৈল সন্ধি-শাবল্য,
ভাবে-ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য, চাপল্য, দৈন্য, রোষামর্ষ আদি সৈন্য,
প্রেমোন্মাদ—সবার কারণ ॥৬৩॥
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ—ইক্ষুবন,
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তনুমনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সম্বোধন ॥৬৪॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলবাক্য (৪০)—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো।

হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥৬৫॥

হে দেব! হে দয়িত! হে ভুবনের একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নরঞ্জন! আহা! তুমি কবে আবার আমাকে দর্শন দিবে ?

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান।
সোল্লুণ্ঠ-বচন-রীতি, মান, গর্ব্ব, ব্যাজ-স্তুতি,
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ॥৬৬॥
তুমি দেব—ক্রীড়া-রত, ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত, তাতে বৈস মোর চিত,
মোর ভাগ্যে কৈলে আগমন ॥৬৭॥
ভুবনের নারীগণ, সবা' কর আকর্ষণ,
তাঁহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ—চিত্ত হর, ঐছে কোন্ পামর,
তোমারে বা কেবা করে মান ॥৬৮॥
তোমার চপল মতি, একত্র না হয় স্থিতি,
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত' করুণাসিন্ধু, আমার পরাণ-বন্ধু,
তোমায় নাহি মোর কভু রোষ ॥৬৯॥
তুমি নাথ,—ব্রজপ্রাণ, ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহুকার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ, সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস ॥৭০॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি', কৃষ্ণ ছাড়ি' গেলা জানি,
শুন, মোর এ স্তুতি-বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন-প্রাণ,
হা হা পুনঃ দেহ' দরশন ॥৭১॥
স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি' ইতি-উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥৭২॥
মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি' করে হুহুঙ্কার,
কহে,—এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি' করয়ে নিশ্চয় ॥৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৬৮) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥৭৪॥

হে সখি, সাক্ষাৎ-কন্দর্পস্বরূপ, দ্যুতিকদম্বমাধুর্য্য-স্বরূপ, মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্যস্বরূপ, মনোনয়নের অমৃত-স্বরূপ, গোপীজনের বেণীর উন্মোচন দ্বারা আনন্দ-প্রদস্বরূপ, আমার প্রাণবল্লভস্বরূপ, এই যে সাক্ষাৎ নন্দনন্দন আমার দর্শন-পথে অভ্যুদিত হইলেন।

কিবা এই সাক্ষাৎ কাম, দ্যুতিবিম্ব-মূর্ত্তিমান্,
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত।
কিবা মনো-নেত্রোৎসব, কিবা প্রাণবল্লভ,
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥৭৫॥
গুরু—নানা ভাবগণ, শিষ্য—প্রভুর তনু-মন,
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল্য, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্যু,
এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় ॥৭৬॥
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥৭৭॥
পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধদাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥৭৮॥
লীলাশুক-মর্ত্ত্য জন, তাঁর হয় ভাবোদ্গম,
ঈশ্বরে সে,—কি ইহা বিস্ময়।
তাহে মুখ্য-রসাশ্রয়, হইয়াছেন মহাশয়,
তাতে হয় সর্ব্বভাবোদয় ॥৭৯॥

পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে,
যত্নেহ আস্বাদ না হৈল।
শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি' অঙ্গীকার,
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল ॥৮০॥
আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু—দাতা-শিরোমণি ॥৮১॥
এই গুপ্তভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥৮২॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কেহ না বুঝয়,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥৮৩॥
চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহা বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥৮৪॥
যদি কেহ হেন কয়, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়,
ইতর-জনে নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্ব-চিত্ত নারি আরাধিতে ॥৮৫॥
নাহি কাহাঁ সবিরোধ, নাহি কাহাঁ অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবরণ।
যদি হয় রাগোদ্দেশ, তাহাঁ হয়ে আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥৮৬॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥৮৭॥
ভাগবত—শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইহাঁ শ্লোক দুই-চারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেনে না বুঝিবে সর্ব্বজন ॥৮৮॥
শেষ-লীলার সূত্রগণ, কৈলুঁ কিছু বিবরণ,
ইহাঁ বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃ-শেষ, বিস্তারিব লীলা-শেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয় ॥৮৯॥
আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি,—এ বড় বিস্ময় ॥৯০॥
এই অন্ত্যলীলা-সার, সূত্রমধ্যে বিস্তার,
করি' কিছু করিলুঁ বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ-ধন ॥৯১॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিচার।
যদি তত দিন জিয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি' করিব বিস্তার ॥৯২॥
ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত,
তাই লিখি, নাহি মোর দোষ ॥৯৩॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ ॥৯৪॥
পাঞা যাঁর আজ্ঞা-ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে-মধ্যখণ্ডে অন্ত্য-লীলাসূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপবর্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥১॥

সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণপ্রেমে বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা করিলেও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিপুর পোঁছিয়া ভক্তগণের সহিত উল্লাসপ্রাপ্ত শ্রীগৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ-মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥৩॥
সন্ন্যাস করি' প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়-দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥৪॥
এই শ্লোক পড়ি' প্রভু ভাবের আবেশে।
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ়-দেশে ॥৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৩/৫৭)—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥৬॥

অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কহিলেন,—প্রাচীন মহজ্জনের উপাসিত এই পরাত্ম-নিষ্ঠারূপ ভিক্ষুক-আশ্রম আশ্রয়পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-নিষেবণ দ্বারা এই দুরন্তপার সংসাররূপ তমঃ আমি উত্তীর্ণ হইব।

প্রভু কহে,—সাধু এই ভিক্ষুক-বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥৭॥
পরাত্মনিষ্ঠা-মাত্র বেশ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ ॥৮॥
সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি' নিভৃতে বসিয়া ॥৯॥
এত বলি' চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন।
দিক্-বিদিক্-জ্ঞান নহি, কিবা রাত্রি-দিন ॥১০॥
নিত্যানন্দ, আচার্য্যরত্ন, মুকুন্দ,—তিন জন।
প্রভু-পাছে-পাছে তিনে করেন গমন ॥১১॥
যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সেই লোক।
প্রেমাবেশে 'হরি' বলে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥
গোপ-বালক সব প্রভুকে দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' ডাকে উচ্চ করিয়া ॥১৩॥
শুনি' তা-সবার নিকট গেলা গৌরহরি।
'বল' 'বল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি' ॥১৪॥
তা-সবার স্তুতি করে,—তোমরা ভাগ্যবান্।
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম ॥১৫॥
গুপ্তে তা-সবাকে আনি' ঠাকুর নিত্যানন্দ।
শিখাইলা সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ ॥১৬॥
বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে।
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইহ তাঁরে ॥১৭॥
তবে প্রভু পুছিলেন,—শুন, শিশুগণ।
কহ দেখি, কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ॥১৮॥
শিশু সব গঙ্গাতীরপথ দেখাইল।
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ॥১৯॥
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ-গোসাঞি।
শীঘ্র যাহ' তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঞি ॥২০॥
প্রভু লয়ে যাব আমি তাঁহার মন্দিরে।
সাবধানে রহেন যেন নৌকা লঞা তীরে ॥২১॥
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন।
শচী-মাতা লঞা আইস, আর ভক্তগণ ॥২২॥
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয়।
মহাপ্রভুর আগে আসি' দিল পরিচয় ॥২৩॥
প্রভু কহে,—শ্রীপাদ, তোমার কোথাকে গমন।
শ্রীপাদ কহে, তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ॥২৪॥
প্রভু কহে, কত দূরে আছে বৃন্দাবন।
তিঁহো কহেন,—কর এই যমুনা দরশন ॥২৫॥
এত বলি' আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গারে যমুনা-জ্ঞানে ॥২৬॥

অহো ভাগ্য, যমুনারে পাইলুঁ দরশন।
এত বলি' যমুনার করেন স্তবন ॥২৭॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৫/১৩)-ধৃত
পদ্মপুরাণবাক্য—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥২৮॥

চিদানন্দসূর্য্যস্বরূপ নন্দনন্দনের সর্ব্বদা প্রেমের পাত্রী, ব্রহ্মদ্রবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, জগতের মঙ্গলকারিণী, সূর্য্যপুত্রী যমুনা আমাদের শরীরকে পবিত্র করুন।

এত বলি' নমস্করি' কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ॥২৯॥
হেনকালে আচার্য্য-গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা।
আইল নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস লঞা ॥৩০॥
আগে আচার্য্য আসি' রহিলা নমস্কার করি'।
আচার্য্য দেখি' বলে প্রভু মনে সংশয় করি' ॥
তুমি ত' আচার্য্য-গোসাঞি, এথা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥৩২॥
আচার্য্য কহে,—তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥৩৩॥
প্রভু কহে,—নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥৩৪॥
আচার্য্য কহে, মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন।
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥৩৫॥
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥৩৬॥
পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান।
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' শুষ্ক কর পরিধান ॥৩৭॥
প্রেমাবেশে তিন দিন আছ উপবাস।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ॥৩৮॥
এক মুষ্টি অন্ন মুঞি করিয়াছোঁ পাক।
শুখারুখা ব্যঞ্জন কৈলুঁ, সূপ আর শাক ॥৩৯॥
এত বলি' নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ-ঘর।
পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর ॥৪০॥
প্রথমে পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী।
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি ॥৪১॥
তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি'।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু-পাত্রোপরি ॥৪২॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঞি ভোগ বাড়াইল ভালমতে ॥৪৩॥
মধ্যে পীত-ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন-ডোঙ্গা, আর মুদ্গসূপ ॥৪৪॥
সাদ্রক, বাস্তুক-শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল, কুষ্মাণ্ড-বড়ি, মানকচু আর ॥৪৫॥
চই-মরিচ-সুখ্‌ত দিয়া সব ফল-মূলে।
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত-ঝালে ॥৪৬॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল-ফুলবড়ি-ভাজা, কুষ্মাণ্ড-মানচাকি ॥৪৭॥
নারিকেল-শস্য, ছানা, শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর ॥৪৮॥
মধুরাম্লবড়া, অম্লাদি পাঁচ-ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ॥৪৯॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী, নারিকেল, যত পিঠা ইষ্ট ॥৫০॥
বত্তিশা-আঠিয়া-কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি,—ডোঙ্গা অতি বড় দঢ় ॥৫১॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া।
তিন ভাগের আশে পাশে রাখিল ধরিঞা ॥৫২॥
সঘৃত-পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরিঞা।
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত-দুগ্ধ রাখে ত' ধরিঞা ॥৫৩॥
দুগ্ধ-চিড়া কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকী।
যতেক করিল, তাহা কহিতে না শকি ॥৫৪॥
দুই পাশে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'।
চাঁপাকলা-দধি-সন্দেশ কহিতে না পারি ॥৫৫॥
অন্ন-ব্যঞ্জন-উপরি দিল তুলসীমঞ্জরী।
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি' ॥৫৬॥

তিন শুভ্রপীঠ, তার উপরি বসন।
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাৎ কৃষ্ণে করাইল ভোজন ॥৫৭॥
আরতির কালে দুই প্রভু বোলাইল।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি' আরতি দেখিল ॥৫৮॥
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করা'ল শয়ন।
আচার্য্য আসি' প্রভুরে তবে কৈলা নিবেদন ॥
গৃহের ভিতরে প্রভু করহ গমন।
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ॥৬০॥
মুকুন্দ, হরিদাস,—দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল ॥৬১॥
মুকুন্দ বলে, মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ' ঘরে ॥৬২॥
হরিদাস বলে, মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে একমুষ্টি পাছে করিমু ভোজন ॥৬৩॥
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর-ঘরে।
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তরে ॥৬৪॥
ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ ॥৬৫॥
প্রভু জানে, তিন ভোগ—কৃষ্ণের নৈবেদ্য।
আচার্য্যের মনঃ-কথা নহে প্রভুর বেদ্য ॥৬৬॥
প্রভু বলে, বৈস তুমি করিতে ভোজন।
আচার্য্য কহে, আমি করিব পরিবেশন ॥৬৭॥
কোন্ স্থানে বসিব, আর আন' দুই পাত।
অল্প করি' তাহে আনি' দেহ' ব্যঞ্জন-ভাত ॥৬৮॥
আচার্য্য কহে, বৈস দোঁহে পিণ্ডার উপরে।
এত বলি' হাতে ধরি' বসাইল দুঁহারে ॥৬৯॥
প্রভু কহে, সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ।
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয়-বারণ ॥৭০॥
আচার্য্য কহে, ছাড় তুমি আপনার চুরি।
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি ॥৭১॥
ভোজন করহ, ছাড় বচন-চাতুরী।
প্রভু কহে, এত অন্ন খাইতে না পারি ॥৭২॥
আচার্য্য বলে অকপটে করহ আহার।
যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর ॥৭৩॥

প্রভু বলে, এত অন্ন নারিব খাইতে।
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে ॥৭৪॥
আচার্য্য বলে, নীলাচলে খাও চৌয়ান্নবার।
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ॥৭৫॥
তিন জনার ভক্ষ্যপিণ্ড—তোমার একগ্রাস।
তার লেখায় এই অন্ন নয় পঞ্চগ্রাস ॥৭৬॥
মোর ভাগ্যে, মোর ঘরে, তোমার আগমন।
ছাড়হ চাতুরী, প্রভু, করহ ভোজন ॥৭৭॥
এত বলি' জল দিল দুই গোসাঞির হাতে।
হাসিয়া লাগিলা দুঁহে ভোজন করিতে ॥৭৮॥
নিত্যানন্দ কহে, কৈলুঁ তিন উপবাস।
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ ॥৭৯॥
আজি উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে।
অর্দ্ধপেট না ভরিল এই গ্রাসেক অন্নে ॥৮০॥
আচার্য্য কহে, তুমি তৈর্থিক সন্ন্যাসী।
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী ॥৮১॥
দরিদ্রব্রাহ্মণ-ঘরে যে পাইলা মুষ্ট্যেক অন্ন।
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ-মন ॥৮২॥
নিত্যানন্দ বলে, যবে কৈলে নিমন্ত্রণ।
তত দিতে চাহ, যত করিয়ে ভোজন ॥৮৩॥
শুনি' নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অদ্বৈত।
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পিরীত ॥৮৪॥
ভ্রষ্ট অবধূত তুমি, উদর ভরিতে।
সন্ন্যাস করিয়াছ, বুঝি, ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ॥৮৫॥
তুমি খেতে পার দশ-বিশ মানের অন্ন।
আমি তাহা কাহাঁ পাব, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ॥৮৬॥
যে পাঞাছ মুষ্ট্যেক অন্ন, তাহা খাঞা উঠ।
পাগলামি না করিহ, না ছড়াইও ঝুট ॥৮৭॥
এইমত হাস্যরসে করেন ভোজন।
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ॥৮৮॥
সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য পুনঃ করেন পূরণ।
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥৮৯॥
দোনা ব্যঞ্জন ভরি' করেন প্রার্থন।
প্রভু বলেন, আর কত করিব ভোজন ॥৯০॥

আচার্য্য কহে, যে দিয়াছি, তাহা না ছাড়িবা।
এখন যে দিয়ে, তার অর্দ্ধেক খাইবা ॥৯১॥
নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুর করাইল ভোজন।
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ॥৯২॥
নিত্যানন্দ কহে, আমার পেট না ভরিল।
লঞা যাহ', তোর অন্ন কিছু না খাইল ॥৯৩॥
এত বলি' এক গ্রাস অন্ন হাতে লঞা।
উঝালি' ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা ॥৯৪॥
ভাত দুই-চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে।
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহুরঙ্গে ॥৯৫॥
অবধূতের ঝুটা লাগিল মোর অঙ্গে।
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে ॥৯৬॥
তোরে নিমন্ত্রণ করি' পাইনু তার ফল।
তোর জাতি-কুল নাহি, সহজে পাগল ॥৯৭॥
আপনার সম মোরে করিবার তরে।
ঝুটা দিলে, বিপ্র বলি' ভয় না করিলে ॥৯৮॥
নিত্যানন্দ বলে,—এই কৃষ্ণের প্রসাদ।
ইহাকে 'ঝুটা' কহিলে, কৈলে অপরাধ ॥৯৯॥
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন।
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥১০০॥
আচার্য্য কহে, না করিব সন্ন্যাসী-নিমন্ত্রণ।
সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম ॥১০১॥
এত বলি' দুই জনে করাইল আচমন।
উত্তম শয্যাতে লইয়া করাইল শয়ন ॥১০২॥
লবঙ্গ এলাচী-বীজ—উত্তম রসবাস।
তুলসী-মঞ্জরী সহ দিল মুখবাস ॥১০৩॥
সুগন্ধি চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর।
সুগন্ধি পুষ্পমালা আনি' দিল হৃদয়-উপর ॥১০৪॥
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ-সম্বাহন।
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন ॥১০৫॥
বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড়হ নাচান।
মুকুন্দ-হরিদাস লইয়া করহ ভোজন ॥১০৬॥
তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ॥১০৭॥
শান্তিপুরের লোক শুনি' প্রভুর আগমন।
দেখিতে আইলা লোক প্রভুর চরণ ॥১০৮॥
'হরি' 'হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা।
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিঞা ॥১০৯॥
গৌর-দেহ-কান্তি সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল।
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল ॥১১০॥
আইসে যায় লোক সব, নাহি সমাধান।
লোকের সঙ্ঘট্টে দিন হৈল অবসান ॥১১১॥
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন।
আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ॥১১২॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি বুলে আচার্য্য ধরিঞা।
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥১১৩॥

তথাহি পদং—

কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥১১৪॥ধ্রু॥

ওর,—সীমা; এই পদটী বিদ্যাপতির।

এই পদ গাওয়াইয়া হর্ষে করেন নর্ত্তন।
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন ॥১১৫॥
ফিরি' ফিরি' কভু প্রভুর ধরেন চরণ।
চরণ ধরিয়া প্রভুরে বলেন বচন ॥১১৬॥
অনেক দিন তুমি মোরে বেড়াইলে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি, এবে রাখিব বান্ধিয়া ॥১১৭॥
এত বলি' আচার্য্য আনন্দে করেন নর্ত্তন।
প্রহরেক-রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন ॥১১৮॥
প্রেমের উৎকণ্ঠা,—প্রভুর নাহি কৃষ্ণ-সঙ্গ।
বিরহে বাড়িল, প্রেমজ্বালার তরঙ্গ ॥১১৯॥
ব্যাকুল হঞা প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
গোসাঞি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা ॥১২০॥
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিলা গাইতে ॥১২১॥
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি' প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ ॥১২২॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদগদ বচন।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥১২৩॥

তথাহি পদং—

হা হা প্রাণপ্রিয়সখি, কি না হৈল মোরে।
কানুপ্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে ॥১২৪॥ধ্রু॥
রাত্রি-দিনে পোড়ে মন সোয়াস্তি না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ, তাঁহা উড়ি' যাঙ ॥১২৫॥
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর সুস্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥১২৬॥
নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, চাপল, গর্ব্ব, দৈন্য।
প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য ॥১২৭॥
জর-জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥১২৮॥
দেখিয়া চিন্তিত হৈলা যত ভক্তগণ।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥১২৯॥
'বল' 'বল' বলে, নাচে, আনন্দে বিহ্বল।
বুঝন না যায়, ভাব-তরঙ্গ প্রবল ॥১৩০॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিঞা।
আচার্য্য, হরিদাস বুলে পাছে ত' নাচিঞা ॥১৩১॥
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে।
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ, ভাবের তরঙ্গে ॥১৩২॥
তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন।
উদ্দণ্ড-নৃত্যেতে প্রভুর হৈল পরিশ্রম ॥১৩৩॥
তবু ত' না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে রাখিল ধরিঞা ॥১৩৪॥
আচার্য্য-গোসাঞি তবে রাখিল কীর্ত্তন।
নানা সেবা করি' প্রভুকে করাইল শয়ন ॥১৩৫॥
এইমত দশ দিন ভোজন-কীর্ত্তন।
একরূপে করি' করে প্রভুর সেবন ॥১৩৬॥
প্রভাতে আচার্য্য-রত্ন দোলায় চড়াঞা।
ভক্তগণ-সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ॥১৩৭॥
নদীয়া-নগরের লোক—স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ।
সব লোক আইল, হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ ॥১৩৮॥
প্রাতঃকৃত্য করি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শচীমাতা লঞা আইলা অদ্বৈত-ভবন ॥১৩৯॥
শচী-আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাঞা ॥১৪০॥
দোঁহার দর্শনে দুঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ॥১৪১॥
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায়,—অশ্রু ভরিল নয়ন ॥১৪২॥
কান্দিয়া কহেন শচী, বাছারে নিমাঞি।
বিশ্বরূপ-সম না করিহ নিঠুরাই ॥১৪৩॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুনঃ না দিল দরশন।
তুমি তৈছে কৈলে, মোর হইবে মরণ ॥১৪৪॥
কান্দিয়া বলেন প্রভু, শুন, মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই ॥১৪৫॥
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে।
কোটি জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে ॥
জানি' বা না জানি' যদি করিলুঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥১৪৭॥
তুমি যাঁহা কহ, আমি তাঁহাই রহিব।
তুমি যেই আজ্ঞা কর, সেই ত' করিব ॥১৪৮॥
এত বলি' পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ॥১৪৯॥
তবে আই লঞা, আচার্য্য গেলা অভ্যন্তরে।
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বরে ॥১৫০॥
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে।
সবার মুখ দেখি' করে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥১৫১॥
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ।
সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ॥১৫২॥
শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর।
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর ॥১৫৩॥
বুদ্ধিমন্ত খাঁন, নন্দন, শ্রীধর, বিজয়।
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় ॥১৫৪॥
কত নাম লইব যত নবদ্বীপবাসী।
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি' ॥১৫৫॥
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' 'হরি' 'হরি'।
আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥১৫৬॥

যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে।
নানা-গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ॥১৫৭॥
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্নপান।
বহুদিন আচার্য্য-গোসাঞি কৈল সমাধান ॥১৫৮॥
আচার্য্য-গোসাঞির ভাণ্ডার—অক্ষয়, অব্যয়।
যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয় ॥১৫৯॥
সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন।
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ॥১৬০॥
দিনে আচার্য্যের প্রীতি—প্রভুর দর্শন।
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥১৬১॥
কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয়।
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদগদ, প্রলয় ॥১৬২॥
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাঞা।
দেখি' শচীমাতা কহে রোদন করিয়া ॥১৬৩॥
চূর্ণ হৈল, হেন বাসোঁ নিমাঞি-কলেবর।
হাহা করি' বিষ্ণু-পাশে মাগে এই বর ॥১৬৪॥
বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন।
তার প্রতিফল মোরে দেহ', নারায়ণ ॥১৬৫॥
যে কালে নিমাঞি পড়ে ধরণী-উপরে।
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাঞি-শরীরে ॥১৬৬॥
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল।
হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল ॥১৬৭॥
শ্রীবাসাদি যত প্রভুর বিপ্র ভক্তগণ।
প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবাকার মন ॥১৬৮॥
শুনি' শচী সবাকারে করিল মিনতি।
নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ॥১৬৯॥
তোমা-সবা-সনে হবে অন্যত্র মিলন।
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ॥১৭০॥
যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাঞির অবস্থান।
মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগোঁ দান ॥১৭১॥
শুনি' ভক্তগণ কহে করি' নমস্কার।
মাতার যে ইচ্ছা, সেই সম্মত সবার ॥১৭২॥
মাতার ব্যগ্রতা দেখি' প্রভুর ব্যগ্র মন।
ভক্তগণ একত্র করি' বলিলা বচন ॥১৭৩॥
তোমা-সবার আজ্ঞা বিনা চলিলাম বৃন্দাবন।
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন ॥১৭৪॥
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছোঁ সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা-সবা হৈতে নহিব উদাস ॥১৭৫॥
তোমা-সব না ছাড়িব, যাবৎ আমি জীব'।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ॥১৭৬॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,—নহে সন্ন্যাস করিঞা।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লঞা ॥১৭৭॥
কেহ যেন এই বলি' না করে নিন্দন।
সেই যুক্তি কহ, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম ॥১৭৮॥
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন।
শচীপাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ॥১৭৯॥
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল।
শুনি' শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল ॥১৮০॥
তেঁহো যদি ইহাঁ রহে, তবে মোর সুখ।
তাঁর নিন্দা হয় যদি, তবে মোর দুঃখ ॥১৮১॥
তাতে এই যুক্তি ভাল, মোর মনে লয়।
নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয় ॥১৮২॥
নীলাচলে-নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোক-গতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥১৮৩॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন ॥১৮৪॥
আপনার দুঃখ-সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ-সুখ মানি ॥১৮৫॥
শুনি' ভক্তগণ তাঁরে করিল স্তবন।
বেদ-আজ্ঞা যৈছে, মাতা, তোমার বচন ॥১৮৬॥
প্রভু-আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ॥১৮৭॥
নবদ্বীপ-বাসী আদি যত ভক্তগণ।
সবারে সম্মান করি' বলিলা বচন ॥১৮৮॥
তুমি-সব লোক—মোর পরম বান্ধব।
এই ভিক্ষা মাগোঁ—মোরে দেহ' তুমি-সব ॥
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন ॥১৯০॥

আজ্ঞা দেহ' নীলাচলে করিয়ে গমন।
মধ্যে মধ্যে আসি' তোমায় দিব দরশন ॥১৯১॥
এত বলি' সবাকারে ঈষৎ হাসিঞা।
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিঞা ॥১৯২॥
সবা বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে হৈল মন।
হরিদাস কান্দি' কহে করুণ বচন ॥১৯৩॥
নীলাচলে যাবে তুমি, মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥১৯৪॥
মুঞি অধম না পাইয়া তোমার দরশন।
কেমনে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ॥১৯৫॥
প্রভু কহে,—কর তুমি দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥১৯৬॥
তোমার লাগি' জগন্নাথে করিব নিবেদন।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥১৯৭॥
তবে ত' আচার্য্য কহে বিনয় করিঞা।
দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত' করিঞা ॥১৯৮॥
আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন।
রহিলা অদ্বৈত-গৃহে, না কৈল গমন ॥১৯৯॥
আনন্দিত হৈল আচার্য্য, শচী, ভক্ত, সব।
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহা-মহোৎসব ॥২০০॥
দিনে কৃষ্ণ-কথা-রস ভক্তগণ-সঙ্গে।
রাত্রে মহা-মহোৎসব সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥২০১॥
আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন।
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥২০২॥
আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি, গৃহ-সম্পদ্-ধনে।
সকল সফল হৈল প্রভুর আগমনে ॥২০৩॥
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি' পুত্রমুখ।
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ ॥২০৪॥
এইমত অদ্বৈত-গৃহে ভক্তগণ মিলে।
বঞ্চিলা কতদিন মহা-কুতূহলে ॥২০৫॥
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে।
নিজ-নিজ-গৃহে সবে করহ গমনে ॥২০৬॥
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
পুনরপি আমা-সঙ্গে হইবে মিলন ॥২০৭॥
কভু বা তোমরা করিবে নীলাদ্রি গমন।
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান ॥২০৮॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ।
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ॥২০৯॥
এই চারি জন, আচার্য্য দিল প্রভু-সনে।
জননী প্রবোধ করি' বন্দিল চরণে ॥২১০॥
তাঁরে প্রদক্ষিণ করি' করিল গমন।
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ॥২১১॥
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা।
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ॥২১২॥
কতদূর গিয়া প্রভু করি' যোড়হাত।
আচার্য্যে প্রবোধি' কহে কিছু মিষ্ট বাত ॥২১৩॥
জননী প্রবোধি', কর ভক্ত-সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ ॥২১৪॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন।
নিবৃত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ॥২১৫॥
গঙ্গাতীরে-তীরে প্রভু চারিজন-সাথে।
নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে ॥২১৬॥
'চৈতন্যমঙ্গলে' প্রভুর নীলাদ্রি-গমন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥২১৭॥
অদ্বৈত-গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥২১৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২১৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাস-করণাদ্বৈতগৃহে ভোজনবিলাসবর্ণনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ।
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেম্ণা তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি ॥১॥

যাঁহাকে ক্ষীর অর্পণ করিবার জন্য ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথের 'ক্ষীরচোরা' নাম হইয়াছিল এবং যাঁহার ভক্তিতে বশ হইয়া শ্রীগোপালদেব প্রকাশ পাইয়াছিলেন, সেই মাধবেন্দ্রপুরীকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
নীলাদ্রিগমন, জগন্নাথ-দরশন।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-প্রভুর মিলন ॥৩॥
এ সকল লীলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥৪॥
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিহার।
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥৫॥
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি।
দম্ভ করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥৬॥
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন।
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন ॥৭॥
তাঁর সূত্রে আছে, তেঁহ না কৈল বর্ণন।
যথা কথঞ্চিৎ করি' সে লীলা কথন ॥৮॥
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার।
তাঁর পায় অপরাধ না হউক্ আমার ॥৯॥
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে।
চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন কুতূহলে ॥১০॥
ভিক্ষা লাগি' এক দিন এক গ্রাম গিয়া।
আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ॥১১॥
পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে।
তা-সবারে কৃপা করি' আইলা রেমুণারে ॥১২॥
রেমুণাতে গোপীনাথ পরম-মোহন।
ভক্তি করি' কৈল প্রভু তাঁর দরশন ॥১৩॥
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে।
তাঁর পুষ্প-চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ॥১৪॥
চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত মন।
বহু নৃত্যগীত কৈল লঞা ভক্তগণ ॥১৫॥
প্রভুর প্রভাব দেখি' প্রেম-রূপ-গুণ।
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ॥১৬॥
নানারূপে প্রীত্যে কৈল প্রভুর সেবন।
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন ॥১৭॥
মহাপ্রসাদ-ক্ষীর-লোভে রহিলা প্রভু তথা।
পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ॥১৮॥
'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম।
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত' আখ্যান ॥১৯॥
পূর্ব্বে মাধবপুরীর লাগি' ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা হরি' ॥২০॥
পূর্ব্বে শ্রীমাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ॥২১॥
প্রেমে মত্ত,—নাহি তাঁর রাত্রি-দিন-জ্ঞান।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, নাহি স্থানাস্থান ॥২২॥
শৈল পরিক্রমা করি' গোবিন্দকুণ্ডে আসি'।
স্নান করি' বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি' ॥২৩॥
গোপ-বালক এক দুগ্ধ-ভাণ্ড লঞা।
আসি' আগে ধরি' কিছু বলিল হাসিয়া ॥২৪॥
পুরী, এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান।
মাগি' কেনে নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান ॥২৫॥
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
তাহার মধুর-বাক্যে গেল ভোক-শোষ ॥২৬॥
পুরী কহে,—কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস।
কেমতে জানিলে, আমি করি উপবাস ॥২৭॥
বালক কহে,—গোপ আমি, এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ॥২৮॥
কেহ অন্ন মাগি' খায়, কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক-জনে আমি দিয়ে ত' আহার ॥২৯॥
জল নিতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখি' গেল।
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ॥৩০॥
গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব।
পুনঃ আসি' আমি এই ভাণ্ড লইব ॥৩১॥
এত বলি' গেলা বালক না দেখিয়ে আর।
মাধব-পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার ॥৩২॥

দুগ্ধ পান করি' ভাণ্ড ধুঞা রাখিল।
বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল ॥৩৩॥
বসি' নাম লয় পুরী, নাহি নিদ্রা হয়।
শেষরাত্রে তন্দ্রা হৈল,—বাহ্যবৃত্তি-লয় ॥৩৪॥
স্বপ্নে দেখে, সেই বালক সম্মুখে আসিঞা।
এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিঞা ॥৩৫॥
কুঞ্জ দেখাঞা কহে,—আমি এই কুঞ্জে রই।
শীত-বৃষ্টি-বাতাগ্নিতে মহা-দুঃখ পাই ॥৩৬॥
গ্রামের লোক আনি' আমা কাঢ়' কুঞ্জ হৈতে।
পর্ব্বত-উপরি লঞা রাখ ভালমতে ॥৩৭॥
এক মঠ করি' তাঁহা করহ স্থাপন।
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ॥৩৮॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ।
কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন ॥৩৯॥
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার।
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ॥৪০॥
'শ্রীগোপাল' নাম মোর,—গোবর্দ্ধনধারী।
বজ্রের স্থাপিত, আমি ইহাঁ অধিকারী ॥৪১॥
শৈল-উপরি হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাঞা।
ম্লেচ্ছ-ভয়ে সেবক মোর গেল পলাঞা ॥৪২॥
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ-স্থানে।
ভাল, আইলা তুমি, আমা কাঢ় সাবধানে ॥৪৩॥
এত বলি' যেই বালক অন্তর্দ্ধান হৈল।
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল ॥৪৪॥
শ্রীকৃষ্ণকে দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে।
এত বলি' প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ॥৪৫॥
ক্ষণেক রোদন করি' মন কৈল স্থির।
আজ্ঞা-পালন লাগি' হইলা সুস্থির ॥৪৬॥
প্রাতঃস্নান করি' পুরী গ্রামমধ্যে গেলা।
সব লোক একত্র করি' কহিতে লাগিলা ॥৪৭॥
গ্রামের ঈশ্বর তোমার—গোবর্দ্ধনধারী।
কুঞ্জে আছে, চল, তাঁরে বাহির যে করি ॥৪৮॥
কুঠারি কোদালি লহ দ্বার করিতে।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ,—নারি প্রবেশিতে ॥৪৯॥
শুনি' লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে।
কুঞ্জ কাটি' দ্বার করি' করিলা প্রবেশে ॥৫০॥
ঠাকুর দেখিল মাটী-তৃণে আচ্ছাদিত।
দেখি' সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ॥৫১॥
আবরণ দূর করি' করিল চিহ্নিতে।
মহা-ভারি ঠাকুর—কেহ নারে চালাইতে ॥৫২॥
মহা-মহা-বলিষ্ঠ লোক একত্র করিঞা।
পর্ব্বত-উপরি গেল পুরী ঠাকুর লঞা ॥৫৩॥
পাথরের সিংহাসনে ঠাকুর বসাইল।
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ॥৫৪॥
গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নবঘট লঞা।
গোবিন্দ-কুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা ॥৫৫॥
নবশতঘট জল কৈল উপনীত।
নানা বাদ্য-ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত ॥৫৬॥
কেহ গায়, কেহ নাচে, মহোৎসব হৈল।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল ॥৫৭॥
ভোগ-সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত।
নানা উপহার, তাহা কহিতে পারি কত ॥৫৮॥
তুলসী আদি, পুষ্প, বস্ত্র আইল অনেক।
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ॥৫৯॥
অমঙ্গলা দূর করি' করাইল স্নান।
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ॥৬০॥
পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃতে স্নান করাঞা।
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিঞা ॥৬১॥
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
শঙ্খ-গন্ধোদক কৈল স্নান সমাধান ॥৬২॥
শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন করি' বস্ত্র পরাইল।
চন্দন, তুলসী, পুষ্প-মালা অঙ্গে দিল ॥৬৩॥
ধূপ, দীপ, করি' নানা ভোগ লাগাইল।
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যত কিছু আইল ॥৬৪॥
সুবাসিত জল নবপাত্রে সমর্পিল।
আচমন দিয়া সে তাম্বূল নিবেদিল ॥৬৫॥
আরাত্রিক করি' কৈল বহুত স্তবন।
দণ্ডবৎ করি' কৈল আত্ম-সমর্পণ ॥৬৬॥

গ্রামের যতেক তণ্ডুল, দালি, গোধূম-চূর্ণ।
সকল আনিয়া দিল পর্ব্বত হৈল পূর্ণ ॥৬৭॥
কুম্ভকার ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন।
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন ॥৬৮॥
দশবিপ্র অন্ন রান্ধি' করে এক স্তূপ।
জনা-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি নানা সূপ ॥৬৯॥
বন্য শাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন।
কেহ বড়া-বড়ি-কড়ি করে বিপ্রগণ ॥৭০॥
জনা-পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি' ॥৭১॥
নববস্ত্র পাতি' তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি' রান্ধি' তার উপর রাশি কৈল ভাত ॥৭২॥
তার পাশে রুটি-রাশির পর্ব্বত হইল।
সূপ-আদি-ব্যঞ্জন-ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ॥৭৩॥
তার পাশে দধি, দুগ্ধ, মাঠা, শিখরিণী।
পায়স, মথনি, সর পাশে ধরি' আনি' ॥৭৪॥
হেনমতে অন্নকূট করিল সাজন।
পুরী-গোসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ॥৭৫॥
অনেক ঘট ভরি' দিল সুবাসিত জল।
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল ॥৭৬॥
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল।
তাঁর হস্ত-স্পর্শে পুনঃ তেমনি হইল ॥৭৭॥
ইহা অনুভব কৈল মাধব-গোসাঞি।
তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকান কিছু নাই ॥৭৮॥
একদিনের উদ্‌যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল।
গোপাল-প্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল ॥৭৯॥
আচমন দিয়া দিল বিড়ক-সঞ্চয়।
আরতি করিল, লোকে করে জয় জয় ॥৮০॥
শয্যা করাইল, নূতন খাট আনাঞা।
নববস্ত্র আনি' তার উপরে পাতিয়া ॥৮১॥
তৃণ-টাটি দিয়া চারি দিক্ আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ॥৮২॥
পুরী-গোসাঞি আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে।
আ-বাল-বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ॥৮৩॥
সবে বসি' ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ॥৮৪॥
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল।
গোপাল দেখিয়া সেহ প্রসাদ পাইল ॥৮৫॥
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ॥৮৬॥
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল।
সেই সেই সেবা-মধ্যে সবা নিয়োজিল ॥৮৭॥
পুনঃ দিন-শেষে প্রভুর করাইল উত্থান।
কিছু ভোগ লাগাইল করাইল জলপান ॥৮৮॥
গোপাল প্রকট হৈল,—দেশে শব্দ হৈল।
আশ-পাশ-গ্রামের লোক দেখিতে আইল ॥৮৯॥
একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিঞা।
অন্নকুট করে সবে হরষিত হঞা ॥৯০॥
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন।
পুরী গোসাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ॥৯১॥
প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন।
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ॥৯২॥
অন্ন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ,—গ্রামে যত ছিল।
গোপালের আগে লোক আনিঞা ধরিল ॥৯৩॥
পূর্ব্বদিন-প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন।
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥৯৪॥
ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ-পিরীতি।
গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি ॥৯৫॥
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক।
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥৯৬॥
আশ-পাশ ব্রজভূমের যত লোক সব।
এক এক দিন সবে করে মহোৎসব ॥৯৭॥
গোপাল-প্রকট শুনি' নানা দেশ হৈতে।
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিল আসিতে ॥৯৮॥
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী।
ভক্তি করি' নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি' ॥৯৯॥
স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র, গন্ধ, ভক্ষ্য-উপহার।
অসংখ্য আইসে, নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ॥১০০॥

এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির।
কেহ পাক-ভাণ্ডার কৈল, কেহ ত' প্রাচীর ॥১০১॥
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল।
দশসহস্র গাভী গোপালের হৈল ॥১০২॥
গৌড় হইতে আইলা দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ।
পুরী-গোসাঞি রাখিল তারে করিয়া যতন ॥১০৩॥
সেই দুই শিষ্য করি' সেবা সমর্পিল।
রাজ-সেবা হয়,—পুরীর আনন্দ বাড়িল ॥১০৪॥
এইমত বৎসর দুই করিল সেবন।
এক দিন পুরী-গোসাঞি দেখিল স্বপন ॥১০৫॥
গোপাল কহে, পুরী আমার তাপ নাহি যায়।
মলয়জ-চন্দন লেপ', তবে সে জুড়ায় ॥১০৬॥
মলয়জ আন', যাঞা নীলাচল হৈতে।
অন্যে হৈতে নহে, তুমি চলহ ত্বরিতে ॥১০৭॥
স্বপ্ন দেখি' পুরী-গোসাঞির হৈল প্রেমাবেশ।
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ ॥১০৮॥
সেবায় নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন।
আজ্ঞা মাগি' গৌড়-দেশে করিল গমন ॥১০৯॥
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি' আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥১১০॥
তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যত্ন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা ॥১১১॥
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন।
তাঁর রূপ দেখিঞা হৈল বিহ্বল-মন ॥১১২॥
নৃত্যগীত করি' জগমোহনে বসিলা।
ক্যা ক্যা ভোগ লাগে—ব্রাহ্মণে পুছিলা ॥১১৩॥
সেবার সৌষ্ঠব দেখি' আনন্দিত মনে।
উত্তম ভোগ লাগে,—ইহা কৈল অনুমানে ॥১১৪॥
যেমন ইহা ভোগ লাগে, সকল শুনিব।
তেমন অনুমানে ভোগ গোপালকে লাগাইব ॥১১৫॥
এই লাগি' পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে।
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥১১৬॥
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর—'অমৃতকেলি' নাম।
দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ভরি' অমৃত-সমান ॥১১৭॥

'গোপীনাথের ক্ষীর' বলি' প্রসিদ্ধ নাম যার।
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ॥১১৮॥
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল।
শুনি' পুরী-গোসাঞি কিছু মনে বিচারিল ॥১১৯॥
অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই।
স্বাদ জানি' তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥১২০॥
এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল।
হেনকালে ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥১২১॥
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার।
বাহির হৈলা, কারে কিছু না কহিল আর ॥১২২॥
অযাচিত-বৃত্তি-পুরী—বিরক্ত, উদাস।
অযাচিত পাইলে খা'ন, নহে উপবাস ॥১২৩॥
প্রেমামৃতে তৃপ্তি, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে।
ক্ষীর-ইচ্ছা হৈল, তাহে মানে অপরাধে ॥১২৪॥
গ্রামের শূন্যহটে বসি' করেন কীর্ত্তন।
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥১২৫॥
নিজ-কৃত্য করি' পূজারী করিল শয়ন।
স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি' বলিলা বচন ॥১২৬॥
উঠহ, পূজারী, কর দ্বার বিমোচন।
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী-কারণ ॥১২৭॥
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়।
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥১২৮॥
মাধব-পুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা।
তাহাকে ত' এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ' লঞা ॥১২৯॥
স্বপ্ন দেখি' পূজারী উঠি' করিলা বিচার।
স্নান করি' কপাট খুলি' মুক্ত কৈল দ্বার ॥১৩০॥
ধড়ার আঁচল-তলে পাইল সেই ক্ষীর।
স্থান লেপি' ক্ষীর লঞা হইল বাহির ॥১৩১॥
দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা।
হাটে-হাটে বলে মাধবপুরীকে চাহিঞা ॥১৩২॥
ক্ষীর লহ এই, যার নাম 'মাধবপুরী'।
তোমা লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ॥১৩৩॥
ক্ষীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে।
তোমা-সম-ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ॥১৩৪॥

এত শুনি' পুরী-গোসাঞি পরিচয় দিল।
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ হৈল ॥১৩৫॥
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী।
শুনি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী ॥১৩৬॥
প্রেম দেখি' সেবক কহে হইয়া বিস্মিত।
কৃষ্ণ যে ইঁহার বশ,—হয় যথোচিত ॥১৩৭॥
এত বলি' নমস্করি' করিলা গমন।
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ॥১৩৮॥
পাত্র প্রক্ষালন করি' খণ্ড খণ্ড কৈল।
বহির্ব্বাসে বান্ধি' সেই ঠিকারি রাখিল ॥১৩৯॥
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ।
খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত-কথন ॥১৪০॥
ঠাকুর মোরে ক্ষীর দিল—লোক সব শুনি'।
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি ॥১৪১॥
সেই ভয়ে রাত্রি-শেষে চলিলা শ্রীপুরী।
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি' ॥১৪২॥
চলি' চলি' আইলা পুরী শ্রীনীলাচল।
জগন্নাথ দেখি' হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ॥১৪৩॥
প্রেমাবেশে উঠে, পড়ে, হাসে, নাচে, গায়।
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায় ॥১৪৪॥
মাধবপুরী শ্রীপাদ আইল,—লোকে হৈল খ্যাতি।
সব লোক আসি' তাঁরে করে বহু ভক্তি ॥১৪৫॥
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥১৪৬॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥১৪৭॥
যদ্যপি উদ্বেগ হইল পলাইতে মন।
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হইল বন্ধন ॥১৪৮॥
জগন্নাথের সেবক যত, যতেক মহান্ত।
সবাকে কহিল সব গোপাল বৃত্তান্ত ॥১৪৯॥
গোপাল চন্দন মাগে,—শুনি' ভক্তগণ।
আনন্দে চন্দন লাগি' করিল যতন ॥১৫০॥
রাজপাত্র-সনে যার যার পরিচয়।
তারে মাগি' কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয় ॥১৫১॥

এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে।
পুরী-গোসাঞির সঙ্গে দিল সম্বল-সহিতে ॥
ঘাটী-দানী ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে।
রাজলেখা করি' দিল পুরী-গোসাঞির করে ॥
চলিল মাধবপুরী চন্দন লঞা।
কতদিনে রেমুণাতে উত্তরিল গিয়া ॥১৫৪॥
গোপীনাথ-চরণে কৈল বহু নমস্কার।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার ॥১৫৫॥
পুরী দেখি' সেবক সব সম্মান করিল।
ক্ষীরপ্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ॥১৫৬॥
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন।
শেষরাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন ॥১৫৭॥
গোপাল আসিয়া কহে,—শুনহ, মাধব।
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব ॥১৫৮॥
কর্পূর সহিত ঘষি' এ সব চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ॥১৫৯॥
গোপীনাথ আমার সে একই অঙ্গ হয়।
ইঁহাকে চন্দন দিলে, আমার তাপ-ক্ষয় ॥১৬০॥
দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে।
বিশ্বাস করি' চন্দন দেহ' আমার বচনে ॥১৬১॥
এত বলি' গোপাল গেল, গোসাঞি জাগিলা।
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিলা ॥
প্রভুর আজ্ঞা হৈল,—এই কর্পূর-চন্দন।
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ॥১৬৩॥
ইঁহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবে শীতল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর,—তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ॥১৬৪॥
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন।
শুনি' আনন্দিত হৈল সেবকের মন ॥১৬৫॥
পুরী কহে,—এই দুই ঘষিবে চন্দন।
আর জনা-দুই দেহ', দিব যে বেতন ॥১৬৬॥
এইমত চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া।
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ॥১৬৭॥
প্রত্যহ চন্দন পরায়, যাবৎ হৈল অন্ত।
তথায় রহিল পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ॥১৬৮॥

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা ॥১৬৯॥
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত-চরিত।
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥১৭০॥
প্রভু কহে,—নিত্যানন্দ, করহ বিচার।
পুরী-সম ভাগ্যবান্ জগতে নাহি আর ॥১৭১॥
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল।
তিনবারে স্বপ্নে আসি' যাঁরে আজ্ঞা কৈল ॥১৭২॥
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হৈলা।
সেবা অঙ্গীকার করি' জগত তারিলা ॥১৭৩॥
যাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি' ॥১৭৪॥
কর্পূর-চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল।
আনন্দে পুরী-গোসাঞির প্রেম উথলিল ॥১৭৫॥
ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল।
পুরী দুঃখ পাবে, ইহা জানিয়া গোপাল ॥১৭৬॥
মহা-দয়াময় প্রভু—ভকতবৎসল।
চন্দন পরি' ভক্তশ্রম করিল সফল ॥১৭৭॥
পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার।
অলৌকিক প্রেম চিত্তে লাগে চমৎকার ॥১৭৮॥
পরম-বিরক্ত, মৌনী, সর্ব্বত্র উদাসীন।
গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়-সঙ্গ-হীন ॥১৭৯॥
হেন-জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা।
সহস্র ক্রোশ আসি' বুলে চন্দন মাগিঞা ॥১৮০॥
ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিঞা না খায়।
হেন-জন চন্দন-ভার বহি' লঞা যায় ॥১৮১॥
মণেক চন্দন, তোলা-বিশেক কর্পূর।
গোপালে পরাইব—এই আনন্দ প্রচুর ॥১৮২॥
উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিঞা।
তাঁহা এড়াইল রাজপত্র দেখাঞা ॥১৮৩॥
ম্লেচ্ছদেশে দূর পথ, জগাতি অপার।
কেমতে চন্দন নিব, নাহি এ বিচার ॥১৮৪॥
সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটীদান দিতে।
তথাপি উৎসাহ বড়, চন্দন লঞা যাইতে ॥১৮৫॥
প্রগাঢ়-প্রেমের এই স্বভাব-আচার।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥১৮৬॥
এই তার গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ॥
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল।
আনন্দ বাড়িল মনে, দুঃখ না গণিল ॥১৮৮॥
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান।
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্ ॥১৮৯॥
এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার।
বুঝিতেও আমা-সবার নাহি অধিকার ॥১৯০॥
এত বলি' পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোক-চন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক ॥১৯১॥
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার।
গন্ধ বাড়ে, তৈছে এই শ্লোকের বিচার ॥১৯২॥
রত্নগণ-মধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ॥১৯৩॥
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী ॥১৯৪॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন ॥১৯৫॥
শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোকের সহিতে ॥১৯৬॥

তথাহি পদ্যাবলীতে (৩৩০)-ধৃত
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদবাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥১৯৭॥

ওহে দীনদয়ার্দ্রনাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে! হে দয়িত, আমি এখন কি করিব ?

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে।
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িল ভূমিতে ॥১৯৮॥

আস্তে-ব্যস্তে কোলে করি' নিল নিত্যানন্দ।
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ॥১৯৯॥
প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি' ইতি-উতি ধায়।
হুঙ্কার করয়ে, হাসে, কান্দে, নাচে, গায় ॥২০০॥
'অয়ি দীন', 'অয়ি দীন', বলে বার বার।
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী, নেত্রে অশ্রুধার ॥২০১॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, জাড্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥২০২॥
এই শ্লোকে উঘাড়িলা প্রেমের কপাট।
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥২০৩॥
লোকের সংঘট্ট দেখি' প্রভুর বাহ্য হইল।
ঠাকুরের ভোগ সরি' আরতি বাজিল ॥২০৪॥
ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হৈল বাহির।
প্রভুর আগে আনি' দিল প্রসাদ বার ক্ষীর ॥
ক্ষীর দেখি' মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল।
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ॥২০৬॥
সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল।
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল ॥২০৭॥
গোপীনাথ-রূপে যদি করিয়াছেন ভোজন।
ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ॥২০৮॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইলা।
মঙ্গল-আরতি দেখি' প্রভাতে চলিলা ॥২০৯॥
এই ত' আখ্যানে কহিলা দোঁহার মহিমা।
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, আর ভক্তপ্রেম-সীমা ॥২১০॥
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন।
গোপাল-গোপীনাথ-পুরীগোসাঞির গুণ ॥২১১॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সেই পায় প্রেমধন ॥২১২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২১৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী-চরিতাস্বাদনং নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥১॥

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমারূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের উপকারের জন্য শতদিবস চলিলে যে দেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথায় পদচালনপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতচেষ্ট সাক্ষি-গোপালকে আমি প্রণাম করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম।
বরাহ-ঠাকুর দেখি' করিলা প্রণাম ॥৩॥
নৃত্যগীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন।
যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥৪॥
কটকে আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' হৈলা আনন্দিতে ॥৫॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল স্তবন ॥৬॥
সেই রাত্রি তাঁহা রহি' ভক্তগণ-সঙ্গে।
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥৭॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি যবে তীর্থ ভ্রমিলা।
সাক্ষিগোপাল দেখিবারে কটক আইলা ॥৮॥
সাক্ষিগোপালের কথা শুনি' লোকমুখে।
সেই কথা কহেন, প্রভু শুনে মহাসুখে ॥৯॥
পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত' ব্রাহ্মণ।
তীর্থ করিবারে দুঁহে করিলা গমন ॥১০॥
গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ—সকল করিয়া।
মথুরাতে আইলা দুঁহে আনন্দিত হঞা ॥১১॥
বনযাত্রায় বন দেখি' দেখে গোবর্দ্ধন।
দ্বাদশ-বন দেখি' শেষে গেলা বৃন্দাবন ॥১২॥

বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহা-সেবা হয় ॥১৩॥
কেশীতীর্থ, কালীয়-হ্রদাদিকে কৈল স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি' তাঁহা করিলা বিশ্রাম ॥১৪॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দুঁহার মন নিল হরি'।
সুখ পাঞা রহে তাঁহা দিন দুই-চারি ॥১৫॥
দুইবিপ্র-মধ্যে এক বিপ্র—বৃদ্ধপ্রায়।
আর বিপ্র—যুবা, তাঁর করেন সহায় ॥১৬॥
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন।
তাঁহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন ॥১৭॥
বিপ্র বলে,—তুমি মোর বহু সেবা কৈলা।
সহায় হঞা মোরে তীর্থ করাইলা ॥১৮॥
পুত্রেও পিতার ঐছে না করে সেবন।
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম ॥১৯॥
কৃতঘ্নতা হয় তোমায় না কৈলে সম্মান।
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যাদান ॥২০॥
ছোটবিপ্র কহে,—শুন, বিপ্র-মহাশয়।
অসম্ভব কহ কেনে, যেই নাহি হয় ॥২১॥
মহাকুলীন তুমি—বিদ্যা-ধনাদি-প্রবীণ।
আমি অকুলীন, আর ধন-বিদ্যা-হীন ॥২২॥
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা-ব্যবহার ॥২৩॥
ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষে ভক্তি-সম্পদ্ বাড়য় ॥২৪॥
বড়বিপ্র কহে,—তুমি না কর সংশয়।
তোমাকে কন্যা দিব আমি, ইথে কি বিস্ময় ॥২৫॥
ছোটবিপ্র বলে,—তোমার স্ত্রীপুত্র সব।
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥২৬॥
তা-সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান।
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ ॥২৭॥
ভীষ্মকের ইচ্ছা,—কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে।
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে ॥২৮॥
বড়বিপ্র কহে,—কন্যা মোর নিজ-ধন।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ॥২৯॥

তোমাকে কন্যা দিব, সবাকে করি' তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি, করহ স্বীকার ॥৩০॥
ছোটবিপ্র কহে,—যদি কন্যা দিতে আছে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্য-বচন ॥৩১॥
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
তুমি জান, নিজ-কন্যা ইহারে আমি দিল ॥৩২॥
ছোটবিপ্র বলে,—ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি ॥৩৩॥
এত বলি' দুইজনে চলিলা দেশেরে।
গুরুবুদ্ধ্যে ছোট-বিপ্র বহু সেবা করে ॥৩৪॥
দেশে আসি' দুইজনে গেলা নিজ-ঘরে।
কতদিনে বড়-বিপ্র চিন্তিত অন্তরে ॥৩৫॥
তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিলুঁ,—কেমতে সত্য হয়।
স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু জানিবে নিশ্চয় ॥৩৬॥
এক দিন নিজ-লোক একত্র কহিল।
তা-সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥৩৭॥
শুনি, সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার।
ঐছে বাত্ মুখে তুমি না আনিবে আর ॥৩৮॥
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিঞা সকল লোক করিবে উপহাস ॥৩৯॥
বিপ্র বলে,—তীর্থ-বাক্য কেমনে করি আন।
যে হউক, সে হউক আমি দিব কন্যাদান ॥৪০॥
জ্ঞাতি লোক কহে,—মোরা তোমাকে ছাড়িব।
স্ত্রী-পুত্র কহে,—বিষ খাইয়া মরিব ॥৪১॥
বিপ্র বলে,—সাক্ষী বোলাঞা করিবেক ন্যায়।
জিতি' কন্যা লবে, মোর ধর্ম্ম ব্যর্থ যায় ॥৪২॥
পুত্র বলে,—প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূর দেশে।
কে তোমার সাক্ষী দিবে, চিন্তা কর কিসে ॥৪৩॥
নাহি কহি,—না কহিও এ মিথ্যা-বচন।
সবে কহিবে, মোর কিছু নাহিক স্মরণ ॥৪৪॥
তুমি যদি কহ,—আমি কিছুই না জানি।
তবে আমি ন্যায় করি' ব্রাহ্মণেরে জিনি' ॥৪৫॥
এত শুনি' বিপ্রের চিন্তিত হৈল মন।
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ ॥৪৬॥

মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ-জন।
দুই রক্ষা কর, গোপাল, লইনু শরণ ॥৪৭॥
এইমত বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল।
আর দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইল ॥৪৮॥
আসিয়া পরম-ভক্ত্যে নমস্কার করি'।
বিনয় করিঞা কহে কর দুই যুড়ি' ॥৪৯॥
তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার ব্যবহার ॥৫০॥
এত শুনি' সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি'।
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি' ॥৫১॥
অরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাহে যেন চাঁদ ধরিতে ॥৫২॥
ঠেঙ্গা দেখি' সেই বিপ্র পলাঞা গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল ॥৫৩॥
সব লোক বড়বিপ্রে ডাকিয়া আনিল।
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল ॥৫৪॥
ইঁহো মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার।
এবে যে না দেন, পুছ ইঁহার ব্যবহার ॥৫৫॥
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন।
কন্যা কেনে না দেহ', যদি দিয়াছ বচন ॥৫৬॥
বিপ্র কহে,—শুন, লোক, মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি, মোর নাহিক স্মরণ ॥৫৭॥
এত শুনি' তাঁর পুত্র বাক্য-ছল পাঞা।
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিঞা ॥৫৮॥
তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন।
ধন দেখি' এই দুষ্টের লৈতে হৈল মন ॥৫৯॥
আর কেহ সঙ্গে নাহি, এই সঙ্গে একল।
ধুতুরা খাওয়াঞা বাপে করিল পাগল ॥৬০॥
সব ধন লঞা কহে, চোরে লইল ধন।
কন্যা দিতে চাহিয়াছে উঠাইল বচন ॥৬১॥
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে।
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ॥৬২॥
এত শুনি' লোকের মনে হইল সংশয়।
সম্ভবে,—ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয় ॥৬৩॥

তবে ছোটবিপ্র কহে,—শুন, মহাজন।
ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন ॥৬৪॥
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা।
তোরে আমি কন্যা দিব আপনে কহিলা ॥৬৫॥
তবে মুঞি নিষেধিনু,—শুন, দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর ॥৬৬॥
কাহাঁ তুমি পণ্ডিত, ধনী, পরম-কুলীন।
কাহাঁ মুঞি দরিদ্র, মূর্খ, নীচ, কুলহীন ॥৬৭॥
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার।
তোরে কন্যা দিব, তুমি করহ স্বীকার ॥৬৮॥
তবে আমি কহিলাঙ—শুন, মহামতি।
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ॥৬৯॥
কন্যা দিতে নারিবে, হবে অসত্য-বচন।
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন ॥৭০॥
কন্যা তোরে দিব, দ্বিধা না করিহ চিত্তে।
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ॥৭১॥
তবে আমি কহিলাঙ, দৃঢ় করি' মন।
গোপালের আগে কহ এ-সত্য বচন ॥৭২॥
তবে ইঁহো গোপাল-আগে যাইয়া কহিল।
তুমি জান, এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল ॥৭৩॥
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিঞা।
কহিলাঙ তাঁর পদে প্রণত হঞা ॥৭৪॥
যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান।
সাক্ষী বোলাইমু তোমায়, হইও সাবধান ॥৭৫॥
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি' মানে ত্রিভুবন ॥৭৬॥
তবে বড়বিপ্র কহে,—এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন, আপনে আসি' এথা ॥৭৭॥
তবে কন্যা দিব আমি, জানিহ নিশ্চয়।
তাঁর পুত্র কহে,—এই ভাল বাত হয় ॥৭৮॥
বড়বিপ্রের মনে,—কৃষ্ণ বড় দয়াবান্।
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহো করিবে প্রমাণ ॥৭৯॥
পুত্রের মনে,—প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে।
এই বুদ্ধ্যে দুইজন হইলা সম্মতে ॥৮০॥

ছোটবিপ্র বলে,—পত্র করহ লিখন।
পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন ॥৮১॥
তবে সব লোক মেলি' পত্র ত' লিখিল।
দুঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল ॥৮২॥
তবে ছোটবিপ্র কহে,—শুন, সর্ব্বজন।
এই বিপ্র—সত্য-বাক্, ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥৮৩॥
স্ববাক্য ছাড়িতে ইঁহার নাহি কভু মন।
স্বজন-মৃত্যু-ভয়ে কহে অসত্য-বচন ॥৮৪॥
ইঁহার পুণ্যে কৃষ্ণে আনি' সাক্ষী বোলাইব।
তবে এই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥৮৫॥
এত শুনি' নাস্তিক লোক উপহাস করে।
কেহ বলে, ঈশ্বর—দয়ালু, আসিতেহ পারে ॥৮৬॥
তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন।
দণ্ডবৎ করি' কহে সব বিবরণ ॥৮৭॥
ব্রহ্মণ্য-দেব তুমি—বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হঞা সদয় ॥৮৮॥
কন্যা পাব,—মোর মনে ইহা নাহি সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়,—এই বড় দুঃখ ॥৮৯॥
এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ', দয়াময়।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥৯০॥
কৃষ্ণ কহে,—বিপ্র, তুমি যাহ' স্ব-ভবনে।
সভা করি' মোরে তুমি করিহ স্মরণে ॥৯১॥
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব।
তবে দুই বিপ্রের সত্য-প্রতিজ্ঞা রাখিব ॥৯২॥
বিপ্র বলে,—যদি হও চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি।
তবু তোমার বাক্যে কারু না হবে প্রতীতি ॥৯৩॥
এই মূর্ত্তি গিয়া, যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ' যদি,—তবে সর্ব্বলোক শুনে ॥৯৪॥
কৃষ্ণ কহে,—প্রতিমা চলে, কোথাহ না শুনি।
বিপ্র বলে,—প্রতিমা হঞা কহ কেনে বাণী ॥৯৫॥
প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥৯৬॥
হাসিঞা গোপাল কহে,—শুনহ, ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥৯৭॥

উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে।
আমাকে দেখিলে, আমি রহিব সেই স্থানে ॥৯৮॥
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা।
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা ॥৯৯॥
একসের অন্ন রান্ধি' করিহ সমর্পণ।
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥১০০॥
আর দিন আজ্ঞা মাগি' চলিল ব্রাহ্মণ।
তার পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ॥১০১॥
নূপুরের ধ্বনি শুনি' আনন্দিত মন।
উত্তমান্ন পাক করি' করায় ভোজন ॥১০২॥
এইমতে চলি' বিপ্র নিজ-দেশ আইলা।
গ্রামের নিকট আসি' মনেতে চিন্তিলা ॥১০৩॥
এবে মুঞি গ্রামে আইনু, যাইমু ভবনে।
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমনে ॥১০৪॥
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়।
ইহাঁ যদি রহেন, তবু কিছু নাহি ভয় ॥১০৫॥
এত ভাবি' সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল।
হাসিঞা গোপাল-দেব তথায় রহিল ॥১০৬॥
ব্রাহ্মণেরে কহে,—তুমি যাহ' নিজ-ঘর।
এথায় রহিব আমি, না যাব অতঃপর ॥১০৭॥
তবে সেই বিপ্র যাই' নগরে কহিল।
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল ॥১০৮॥
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিঞা লোক দণ্ডবৎ করে ॥১০৯॥
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলিঞা আইলা,—শুনিয়া বিস্মিত ॥১১০॥
তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা।
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥১১১॥
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল ॥১১২॥
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর।
তুমি-দুই—জন্মে-জন্মে আমার কিঙ্কর ॥১১৩॥
দুঁহার সত্যে তুষ্ট হইলাঙ, দুঁহে মাগ' বর।
দুইবিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর ॥১১৪॥

যদি বর দিবে, তবে রহ এই স্থানে।
কিঙ্করেরে দয়া তব সর্ব্বলোকে জানে ॥১১৫॥
গোপাল রহিলা, দুঁহে করেন সেবন।
দেখিতে আইলা সব দেশের লোক-জন ॥১১৬॥
সে দেশের রাজা আইল আশ্চর্য্য শুনিঞা।
পরম সন্তোষ পাইল গোপালে দেখিঞা ॥১১৭॥
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল।
'সাক্ষিগোপাল' বলি' তাঁর নাম খ্যাতি হৈল ॥
এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষিগোপাল।
সেবা অঙ্গীকার করি' আছেন চিরকাল ॥১১৯॥
উৎকলের রাজা—শ্রীপুরুষোত্তম-নাম।
সেই দেশ জিনি' নিল করিয়া সংগ্রাম ॥১২০॥
সেই রাজা জিনি' নিল তাঁর সিংহাসন।
'মাণিক্য-সিংহাসন' নাম অনেক রতন ॥১২১॥
পুরুষোত্তম-দেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য।
গোপাল-চরণে মাগে,— চল মোর রাজ্য ॥১২২॥
তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল।
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ॥১২৩॥
জগন্নাথে আনি' দিল মাণিক্য-সিংহাসন।
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন ॥১২৪॥
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে।
ভক্তি করি' বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥১২৫॥
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয়।
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয় ॥১২৬॥
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত।
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত ॥১২৭॥
এত চিন্তি' নমস্করি' গেলা স্বভবনে।
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে ॥১২৮॥
বাল্যকালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি'।
মুক্তা পরাঞাছিল বহু যত্ন করি' ॥১২৯॥
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে।
সেই মুক্তা পরাহ, যাহা চাহিয়াছ দিতে ॥১৩০॥
স্বপ্নে দেখি' সেই রাণী রাজাকে কহিল।
রাজাসহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥১৩১॥
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা।
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ॥১৩২॥
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি।
এই লাগি' 'সাক্ষিগোপাল' নাম হৈল খ্যাতি ॥
নিত্যানন্দ-মুখে শুনি' গোপাল-চরিত।
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত-সহিত ॥১৩৪॥
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি।
ভক্তগণে দেখে,—যেন দুঁহে এক মূর্ত্তি ॥১৩৫॥
দুঁহে,—এক বর্ণ, দুঁহে—প্রকাণ্ড-শরীর।
দুঁহে—রক্তাম্বর, দুঁহার স্বভাব—গম্ভীর ॥১৩৬॥
মহা-তেজোময় দুঁহে কমল-নয়ন।
দুঁহার ভাবাবেশ, দুঁহে-চন্দ্রবদন ॥১৩৭॥
দুঁহা দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করি' হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে ॥১৩৮॥
এইমত মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিঞা।
প্রভাতে চলিলা মঙ্গল-আরতি দেখিঞা ॥১৩৯॥
ভুবনেশ্বর-পথে যৈছে কৈল দরশন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥১৪০॥
কমলপুরে আসি' ভার্গীনদী-স্নান কৈল।
নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ॥১৪১॥
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে।
এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড-ভঙ্গে ॥১৪২॥
তিন খণ্ড করি' দণ্ড দিল ভাসাঞা।
ভক্ত-সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিঞা ॥১৪৩॥
জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈলা।
দণ্ডবৎ করি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥১৪৪॥
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা, সবে নাচে গায়।
প্রেমাবেশে প্রভু-সঙ্গে রাজমার্গে যায় ॥১৪৫॥
হাসি, কান্দে, নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
তিনক্রোশ পথ হৈল—সহস্র-যোজন ॥১৪৬॥
চলিতে চলিতে প্রভু আইলা 'আঠারনালা'।
তাঁহা আসি' প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা ॥১৪৭॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—দেহ' মোর দণ্ড।
নিত্যানন্দ বলে,—দণ্ড হৈল তিন খণ্ড ॥১৪৮॥

প্রেমাবেশে পড়িলা তুমি, তোমারে ধরিনু।
তোমা-সহ তেরছে দণ্ড-উপরে পড়িনু ॥১৪৯॥
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল।
সেই দণ্ড কাহাঁ পড়িল, কিছু না জানিল ॥১৫০॥
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড।
যে উচিত হয়, মোর কর তাহা দণ্ড ॥১৫১॥
শুনি' কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা।
ঈষৎ ক্রোধ করি' কিছু কহিতে লাগিলা ॥১৫২॥
নীলাচলে আসি' মোর সবে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল, তাহা না রাখিলা ॥১৫৩॥
তুমি-সব আগে যাহ' ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাই, না যাব সহিতে ॥১৫৪॥
মুকুন্দ দত্ত কহে,—প্রভু, তুমি যাহ' আগে।
আমি-সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে ॥
এত শুনি' প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি।
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ॥১৫৬॥
ইঁহো কেনে দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেনে ভাঙ্গায়।
ভাঙ্গাঞা ক্রোধে তেঁহো ইঁহাকে দোষায় ॥১৫৭॥
দণ্ডভঙ্গ-লীলা এই—পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, দুঁহার পদে যাঁর ভক্তি ধীর ॥১৫৮॥
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য।
নিত্যানন্দ—বক্তা যার, শ্রোতা—শ্রীচৈতন্য ॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তারে গোপাল-চরণ ॥১৬০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬১॥
ইতিশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেমধ্যখণ্ডে সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণনং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক-কর্কশাশয়ম্।
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥১॥
যে সর্ব্বভূমা পুরুষ কুতর্ক-কর্কশ-হৃদয় সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি প্রণাম করি।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে।
জগন্নাথ দেখি' প্রেমে হইলা অস্থিরে ॥৩॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাঞা।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হঞা ॥৪॥
দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন।
পড়িছা মারিতে তেঁহো কৈল নিবারণ ॥৫॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি' সার্ব্বভৌম হৈলা বিস্মিত অপার ॥৬॥
বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হৈল।
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল ॥৭॥
শিষ্য পড়িছা-দ্বারা নিল বহাঞা।
ঘরে আনি' পবিত্র-স্থানে রাখিল শোয়াঞা ॥৮॥
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদর-স্পন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥৯॥
সূক্ষ্ম তূলা আনি' নাসা-অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তূলা দেখি' ধৈর্য্য হৈল ॥১০॥
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণ-মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ॥১১॥
'সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক' এই নাম যে 'প্রণয়'।
নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে 'সূদ্দীপ্ত ভাব' হয় ॥১২॥
'অধিরূঢ়-মহাভাব' যাঁর, তাঁর এ বিকার।
মনুষ্যের দেহে দেখি,—বড় চমৎকার ॥১৩॥
এত চিন্তি' ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া।
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল নিয়া ॥১৪॥
তাঁহা শুনি' লোকে কহে অন্যোন্যে বাত্।
এক সন্ন্যাসী আসি' দেখি' জগন্নাথ ॥১৫॥
মূর্চ্ছিত হৈল, চেতন না হয় শরীরে।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপনার ঘরে ॥১৬॥
শুনি' সবে জানিলা এই মহাপ্রভুর কার্য্য।
হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথাচার্য্য ॥১৭॥

নদীয়া-নিবাসী, বিশারদের জামাতা।
মহাপ্রভুর ভক্ত তেঁহো প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা ॥১৮॥

মুকুন্দ-সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয়।
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ॥১৯॥

মুকুন্দ তাঁহারে দেখি' কৈল নমস্কার।
তেঁহো আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ॥২০॥

মুকুন্দ কহে,—প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে।
আমি-সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে ॥২১॥

নিত্যানন্দ-গোসাঞিকে আচার্য্য কৈল নমস্কার।
সবে মেলি' পুছে প্রভুর বার্ত্তা বার বার ॥২২॥

মুকুন্দ কহে,—মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা-সবা লঞা ॥২৩॥

আমা-সবা ছাড়ি' আগে গেলা দরশনে।
আমি-সব পাছে আইলাঙ তাঁর অন্বেষণে ॥২৪॥

অন্যোন্যে লোকের মুখে যে কথা শুনিল।
সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভু,— অনুমান কৈল ॥২৫॥

ঈশ্বর-দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন ॥২৬॥

তোমার মিলনে যবে আমার হৈল মন।
দৈবে সেইক্ষণে পাইলুঁ তোমার দরশন ॥২৭॥

চল, সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন।
প্রভু দেখি' পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন ॥২৮॥

এত শুনি' গোপীনাথ সবারে লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা ॥২৯॥

সার্ব্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল।
প্রভু দেখি' আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল ॥৩০॥

সার্ব্বভৌমে জানাঞা সবা নিল অভ্যন্তরে।
নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে তেঁহো কৈল নমস্কারে ॥

সবা-সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন।
প্রভু দেখি' সবার হৈল হরষিত মন ॥৩২॥

সার্ব্বভৌম পাঠাইল সব দর্শন করিতে।
'চন্দনেশ্বর' নিজপুত্র দিল সবার সাথে ॥৩৩॥

জগন্নাথ দেখি' সবার হইল আনন্দ।
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥৩৪॥

সবে মেলি' ধরি' তাঁরে সুস্থির করিল।
ঈশ্বর-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥৩৫॥

প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে।
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ॥৩৬॥

উচ্চ করি' করে সবে নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ॥৩৭॥

হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি' 'হরি' বলি'।
আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ॥৩৮॥

সার্ব্বভৌম কহে,—শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন।
মুঞি ভিক্ষা দিমু আজি মহা-প্রসাদান্ন ॥৩৯॥

সমুদ্রস্নান করি' প্রভু শীঘ্র আইলা।
চরণ পাখালি' প্রভু আসনে বসিলা ॥৪০॥

বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজন করিল ॥৪১॥

সুবর্ণ-থালাতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন।
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ॥৪২॥

সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে।
প্রভু কহে,—মোরে দেহ' লাফ্রা-ব্যঞ্জনে ॥৪৩॥

পীঠা-পানা দেহ' তুমি ইঁহা-সবাকারে।
সবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি' দুই করে ॥৪৪॥

জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন।
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন ॥৪৫॥

এত বলি' পীঠা-পানা সব খাওয়াইলা।
ভিক্ষা করাঞা আচমন করাইলা ॥৪৬॥

আজ্ঞা মাগি' গোপীনাথ আচার্য্যকে লঞা।
প্রভুর নিকটে আইলা ভোজন করিয়া ॥৪৭॥

'নমো নারায়ণায়' বলি' নমস্কার কৈল।
'কৃষ্ণে মতিরস্তু' বলি গোসাঞি কহিল ॥৪৮॥

শুনি' সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল।
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ইঁহো, বচনে জানিল ॥৪৯॥

গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম।
গোসাঞির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্ব্বাশ্রম ॥৫০॥

গোপীনাথাচার্য্য কহে,—নবদ্বীপে ঘর।
'জগন্নাথ'—নাম, পদবী—'মিশ্র পুরন্দর' ॥৫১॥

'বিশ্বম্ভর'—নাম ইঁহার, তাঁর ইঁহো পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র ॥৫২॥
সার্ব্বভৌম কহে,—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
বিশারদের সমাধ্যায়ী,—এই তাঁর খ্যাতি ॥৫৩॥
'মিশ্র পুরন্দর' তাঁর মান্য, হেন জানি।
পিতার সম্বন্ধে দোঁহাকে পূজ্য করি' মানি ॥৫৪॥
নদীয়া-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা।
প্রীত হঞা গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা ॥৫৫॥
সহজেই-পূজ্য তুমি, আরে ত' সন্ন্যাস।
অতএব হঙ তোমার আমি নিজ-দাস ॥৫৬॥
শুনি' মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয়-বচন ॥৫৭॥
তুমি জগদ্গুরু—সর্ব্বলোক-হিতকর্ত্তা।
বেদান্ত পড়াও, সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা ॥৫৮॥
আমি বালক-সন্ন্যাসী,—ভাল-মন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় নিলুঁ, গুরু করি' মানি ॥৫৯॥
তোমার সঙ্গ লাগি' মোর ইহাঁ আগমন।
সর্ব্বপ্রকারে করিবে আমায় পালন ॥৬০॥
আজি যে হৈল আমার বড়ই বিপত্তি।
তাহা হৈতে কৈলে তুমি আমার অব্যাহতি ॥৬১॥
ভট্ট কহে,—একলে তুমি না যাইহ দর্শনে।
আমার সঙ্গে যাবে, কিংবা আমার লোক-সনে ॥
প্রভু কহে,—মন্দির ভিতরে না যাইব।
গরুড়ের পাশে রহি' দর্শন করিব ॥৬৩॥
গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম।
তুমি গোসাঞিরে লঞা করাইহ দর্শন ॥৬৪॥
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ—নির্জ্জন স্থান।
তাঁহা বাসা দেহ', কর সর্ব্ব সমাধান ॥৬৫॥
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল।
জলপাত্র আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল ॥৬৬॥
আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া।
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা ॥৬৭॥
মুকুন্দদত্ত লঞা আইলা সার্ব্বভৌম স্থানে।
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিলা বচনে ॥৬৮॥

প্রকৃতি,—বিনীত, সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর।
আমার বহুপ্রীতি বাড়ে ইঁহার উপর ॥৬৯॥
কোন্ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ।
কি নাম ইঁহার, শুনিতে হয় মন ॥৭০॥
গোপীনাথ কহে,—নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
গুরু ইঁহার কেশব-ভারতী মহাধন্য ॥৭১॥
সার্ব্বভৌম কহে,—ইঁহার নাম সর্ব্বোত্তম।
ভারতী-সম্প্রদায় এই,—হয়েন মধ্যম ॥৭২॥
গোপীনাথ কহে,— ইঁহার নাহি বাহ্যাপেক্ষা।
অতএব বড় সম্প্রদায়ের নাহিক অপেক্ষা ॥৭৩॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—ইঁহার প্রৌঢ় যৌবন।
কেমনে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ॥৭৪॥
নিরন্তর ইঁহাকে বেদান্ত শুনাইব।
বৈরাগ্য-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ করাইব ॥৭৫॥
কহেন যদি, পুনরপি যোগ-পট্ট দিয়া।
সংস্কার করিয়ে উত্তম-সম্প্রদায়ে আনিয়া ॥৭৬॥
শুনি' গোপীনাথ-মুকুন্দ, দুঁহে, দুঃখী হৈলা।
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা ॥৭৭॥
ভট্টাচার্য্য, তুমি ইঁহার না জান মহিমা।
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা ॥৭৮॥
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহো পরম-ঈশ্বর।
অজ্ঞ-স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ॥৭৯॥
শিষ্যগণ কহে,—ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে।
আচার্য্য কহে,—বিজ্ঞমত ঈশ্বর-লক্ষণে ॥৮০॥
শিষ্য কহে,—ঈশ্বর-তত্ত্ব সাধি অনুমানে।
আচার্য্য কহে,—অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে ॥
অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে ॥৮২॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥৮৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে
(১০/১৪/২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥৮৪॥

হে দেব, তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের-প্রসাদ-লেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা চিরদিন অনুমানদ্বারা শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহই সে তত্ত্ব জানিতে পারে না।

যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি—শাস্ত্র-জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ॥৮৫॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে ॥৮৬॥
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে।
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান কভু নহে ॥৮৭॥
সার্ব্বভৌম কহে,—আচার্য্য, কহ সাবধানে।
তোমাতে ঈশ্বর-কৃপা ইথে কি প্রমাণে ॥৮৮॥
আচার্য্য কহে,—বস্তুবিষয়ে হয় বস্তু-জ্ঞান।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞান হয় কৃপাতে,—প্রমাণ ॥৮৯॥
ইঁহার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহা-প্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন ॥৯০॥
তবু ত' ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
ঈশ্বরের মায়া,—এই বলে ব্যবহার ॥৯১॥
দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।
শুনি' হাসি' সার্ব্বভৌম বলিল বচন ॥৯২॥
ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ।
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি, কিছু না লইহ দোষ ॥৯৩॥
মহা-ভাগবত হয় চৈতন্য-গোসাঞি।
এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই ॥৯৪॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি বিষ্ণু-নাম।
কলিযুগে অবতার নাহি,—শাস্ত্রজ্ঞান ॥৯৫॥
শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে।
শাস্ত্রজ্ঞ হঞা তুমি কর অভিমানে ॥৯৬॥
ভাগবত-ভারত দুই—শাস্ত্রের প্রধান।
সেই দুইগ্রন্থ-বাক্যে নাহি অবধান ॥৯৭॥
সেই দুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ-অবতার।
তুমি কহ,—কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার ॥৯৮॥
কলিকালে লীলাবতার না করে ভগবান্।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি' কহি তার নাম ॥৯৯॥
প্রতিযুগে করেন কৃষ্ণ যুগ-অবতার।
তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার ॥১০০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥*

তত্রৈব (১১/৫/৩১)—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥১০২॥

বিদেহরাজ নিমির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকরভাজন-মুনি কলিকালের অবতার ও তদ্ভজন-প্রণালী বর্ণন করিতেছেন—হে রাজন! দ্বাপরযুগে এবম্বিধ মানবগণ জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি বিবিধ তন্ত্রবিধানানুসারে কলি-যুগের আরাধনার নিয়ম শ্রবণ করুন।

তত্রৈব (১১/৫/৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥†

মহাভারতে দানধর্ম্মে (১৪৯),
বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে (৯২ ও ৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥‡

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন।
উষর-ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥১০৫॥
তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ কহিবে ॥১০৬॥
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক, নানা-বাদ।
ইহার কি দোষ,—এই মায়ার প্রসাদ ॥১০৭॥

* আদি ৩য় পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ৩য় পঃ ৫১সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/৪/৩১)—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদ-সংবাদ-ভুবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥১০৮॥

প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন,—বাদিদিগের সম্বন্ধে যাঁহার শক্তিসকল বিবাদ ও সংবাদ উৎপন্ন করে এবং উহাদের আত্মমোহ মুহুর্মুহু জন্মাইয়া দেয়, সেই অনন্তগুণস্বরূপ ভূমা পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

তত্রৈব (১১/২২/৪)—

যুক্তঞ্চ সন্তি সর্ব্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্ ॥

ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র যুক্ত হইয়াছে; কেননা, মদীয় মায়া অবলম্বন-পূর্ব্বক যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে দুর্ঘট কিছুই নয়। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের মায়া অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি; সুতরাং অনেকস্থলে সত্যকে গোপন করিয়া মিথ্যাকে প্রতিপন্ন করিতে পারেন। সেই মায়ার আশ্রয়ে কপিল, গৌতম, জৈমিনী ও কণাদাদি ব্রাহ্মণগণ বহুতর অসার বাক্য যুক্ত-বাক্যের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন।

তবে ভট্টাচার্য্য কহে, যাহ' গোসাঞিের স্থানে।
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ॥১১০॥
প্রসাদ আনি' তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা।
পশ্চাৎ আসি' আমারে করাইহ শিক্ষা ॥১১১॥
আচার্য্য—ভগিনীপতি, শ্যালক—ভট্টাচার্য্য।
নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করা'ন আচার্য্য ॥১১২॥
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ।
ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ॥১১৩॥
গোসাঞিের স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন।
ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥১১৪॥
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা।
ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে, মনে পাঞা ব্যথা ॥
শুনি মহাপ্রভু কহে ঐছে মৎ কহ।
আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ ॥১১৬॥
আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম চাহেন রাখিতে।
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে ॥১১৭॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সনে।
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে ॥১১৮॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা।
প্রভুরে আসন দিয়া আপনে বসিলা ॥১১৯॥
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা।
স্নেহ-ভক্তি করি' কিছু প্রভুরে কহিলা ॥১২০॥
বেদান্ত-শ্রবণ,—এই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥১২১॥
প্রভু কহে,—মোরে তুমি কর অনুগ্রহ।
সেই সে কর্ত্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ ॥১২২॥
সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে।
ভাল-মন্দ নাহি কহে, বসি' মাত্র শুনে ॥১২৩॥
অষ্টম-দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম।
সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ॥১২৪॥
ভালমন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি'।
বুঝ, কি না বুঝ,—ইহা জানিতে না পারি ॥১২৫॥
প্রভু কহে,—মূর্খ আমি, নাহি অধ্যয়ন।
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ॥১২৬॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি' শ্রবণ মাত্র করি।
তুমি যেই অর্থ কর, বুঝিতে না পারি ॥১২৭॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—না বুঝি, হেন জ্ঞান যার।
বুঝিবার লাগি' সেহ পুছে পুনর্ব্বার ॥১২৮॥
তুমি শুনি' শুনি' রহ মৌন মাত্র ধরি'।
হৃদয়ে কি আছে তোমার, বুঝিতে না পারি ॥
প্রভু কহে,—সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি' মন হয় ত' বিকল ॥১৩০॥
সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।
তুমি, ভাষ্য কহ—সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥১৩১॥
সূত্রের মুখ্য অর্থ না করহ ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ॥১৩২॥

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।
সেই অর্থ মুখ্য,—ব্যাসসূত্রে সব কয় ॥১৩৩॥
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের 'লক্ষণা' ॥
প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ—প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥১৩৫॥
জীবের অস্থি-বিষ্ঠা দুই,—শঙ্খ-গোময়।
শ্রুতি-বাক্যে সেই দুই মহা-পবিত্র হয় ॥১৩৬॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কয়।
'লক্ষণা' করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য-হানি হয় ॥১৩৭॥
ব্যাস-সূত্রের অর্থ—যৈছে সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥১৩৮॥
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম—বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ ॥১৩৯॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥১৪০॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৬/৬৭)-ধৃত হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রবচন—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥১৪২॥

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে 'নির্ব্বিশেষ' করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ-তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নির্ব্বিশেষ' 'সবিশেষ'—ভগবানের এই দুটী গুণই নিত্য,—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে; কেননা, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥১৪৩॥
'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥১৪৪॥
ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তবে কৈল বিলোকন ॥১৪৫॥
সে কালে নাহিক জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥১৪৬॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥১৪৭॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয় ॥১৪৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৩২)—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥১৪৯॥

নন্দ-গোপ ও ব্রজবাসিদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ ॥১৫০॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥১৫২॥
স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ॥১৫৩॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১-৬৩)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥১৫৪॥*
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥১৫৫॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥১৫৬॥

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিই জীবশক্তি; সেই জীবশক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত

* আদি ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

হইয়া সংসারগত অখিলতাপ নিত্য ভোগ করেন। আবার, সেই 'ক্ষেত্রজ্ঞ'-নাম্নী শক্তি অবিদ্যা কুণ্ঠাবৃত হইয়া, হে ভূপাল, সর্ব্বভূতে তারতম্যের সহিত বর্ত্তমান থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি—মধ্যমা এবং অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়াদ্বারা আবৃত হইয়া সংসারতাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থান-ক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করতঃ উচ্চনীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

তত্রৈব (১/১২/৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥*

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ ॥১৫৮॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি ॥১৫৯॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি ॥১৬০॥
ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান',—পরম সাহস ॥১৬১॥
'মায়াধীশ'-'মায়াবশ',—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥১৬২॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি' মানে।
হেন জীবে 'অভেদ' কহ ঈশ্বরের সনে ॥১৬৩॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/৪,৫)—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥১৬৪॥

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার,—এই আটটী আমারই অপরাশক্তির বৃত্তিবিশেষ।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥†

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার ॥১৬৬॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ড্য ॥১৬৭॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥১৬৮॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ ॥১৬৯॥
'পরিণাম-বাদ' ব্যাস-সূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥১৭০॥
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভাব।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর, তবু অবিকার ॥১৭১॥
ব্যাস—ভ্রান্ত বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া ॥১৭২॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি,—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ॥১৭৩॥
'প্রণব' যে মহাবাক্য—ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগতে উৎপত্তি ॥১৭৪॥
'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥১৭৫॥
এইমতে কল্পিত ভাষ্যে শত দোষ দিল।
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল ॥১৭৬॥
বিতণ্ডা, ছল, নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।
সব খণ্ডি' প্রভু নিজ-মত সে স্থাপিল ॥১৭৭॥
ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়' হয়।
প্রেম—'প্রয়োজন', বেদে তিন বস্তু কয় ॥১৭৮॥
আর যে যে-কিছু কহে, সকলই কল্পনা।
স্বতঃপ্রমাণ বেদ-বাক্যে করেন লক্ষণা ॥১৭৯॥
আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল ॥১৮০॥

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে (৬২/৩১)—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥

* আদি ৪র্থ পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† আদি ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন,—কল্পিত স্বাগমদ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দ্বারা বহির্ম্মুখ-জীবের জীববৃদ্ধিকার্য্যে বিরক্তি না জন্মে।

তত্রৈব (২৫/৭)—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥

মহাদেব কহিলেন,—আমি কলিকালে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসচ্ছাস্ত্রদ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত বিধান করিব।

শুনি' ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী, হইলা স্তম্ভিত॥১৮৩॥
প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য্য, না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি—পরম-পুরুষার্থ হয়॥১৮৪॥
'আত্মারাম' পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥১৮৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥১৮৬॥

আত্মাতেই যাঁহাদিগের রতি, এরূপ বাসনা-গ্রন্থিশূন্য মুনিসকলও বৃহৎকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; কেননা, জগতের চিত্তহারী হরির এইরূপ একটী গুণ আছে।

শুনি' ভট্টাচার্য্য কহে,—শুন, মহাশয়।
এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে বাঞ্ছা হয়॥১৮৭॥
প্রভু কহে,—তুমি কি অর্থ কর, তাহা আগে শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ, যেবা কিছু জানি॥১৮৮॥
শুনি' ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান।
তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান॥১৮৯॥
নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্রমত লঞা।
শুনি' প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥১৯০॥
ভট্টাচার্য্য, জানি,—তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি।
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কারো নাহি শক্তি॥
কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভায়।
ইহা বই শ্লোকের আছে আরো অভিপ্রায়॥১৯২॥
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল।
তাঁর নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল॥১৯৩॥
আত্মারামাশ্চ-শ্লোকে 'একাদশ' পদ হয়।
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়॥১৯৪॥
তত্তৎপদ-প্রাধান্যে 'আত্মারাম' মিলাঞা।
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা॥১৯৫॥
ভগবান্, তার শক্তি, তাঁর গুণগন।
অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কথন॥১৯৬॥
অন্য যত সাধ্য-সাধন করি' আচ্ছাদন।
এই তিনে হরে সিদ্ধ-সাধকের মন॥১৯৭॥
সনকাদি-শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান॥১৯৮॥
শুনি' ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি' করে আপনা ধিক্কার॥১৯৯॥
ইঁহো ত' সাক্ষাৎ কৃষ্ণ,—মুঞি না জানিয়া।
মহা-অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া॥২০০॥
আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥২০১॥
নিজ-রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন।
চতুর্ভুজ-রূপ প্রভু হইলা তখন॥২০২॥
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ-রূপ।
পাছে শ্যাম-বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥২০৩॥
দেখি' সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি'॥২০৪॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥২০৫॥
শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না যাইতে।
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে॥২০৬॥
শুনি' সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন॥২০৭॥
অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, স্বেদ, কম্প থরহরি।
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে প্রভু-পদ ধরি'॥২০৮॥
দেখি' গোপীনাথাচার্য্য হরষিত-মন।

ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি' হাসে প্রভুর গণ ॥২০৯॥
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি।
সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি ॥২১০॥
প্রভু কহে,—তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে।
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে ॥২১১॥
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল।
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল ॥২১২॥
জগৎ নিস্তারিলে তুমি,—সেহ অল্পকার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি,—এ শক্তি আশ্চর্য্য ॥২১৩॥
তর্ক-শাস্ত্রে জড় আমি, যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ॥২১৪॥
স্তুতি শুনি' মহাপ্রভু নিজ-বাসা আইলা।
ভট্টাচার্য্য আচার্য্য-দ্বারে ভিক্ষা করাইলা ॥২১৫॥
আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে।
দর্শন করিলা জগন্নাথ-শয্যোত্থানে ॥২১৬॥
পূজারী আনিয়া মালা-প্রসাদান্ন দিলা।
প্রসাদান্ন-মালা পাঞা প্রভু হর্ষ হৈলা ॥২১৭॥
সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া।
ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা ॥২১৮॥
অরুণোদয়-কালে হৈল প্রভুর আগমন।
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ ॥২১৯॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' স্ফুট কহি' ভট্টাচার্য্য জাগিলা।
কৃষ্ণনাম শুনি' প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ॥২২০॥
বাহিরে প্রভুর তেঁহো পাইল দরশন।
আস্তে-ব্যস্তে আসি' কৈল চরণ বন্দন ॥২২১॥
বসিতে আসন দিয়া দুঁহে ত' বসিলা।
প্রসাদান্ন খুলি' প্রভু তাঁর হাতে দিলা ॥২২২॥
প্রসাদান্ন পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হৈল।
স্নান, সন্ধ্যা, দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল ॥২২৩॥
চৈতন্য-প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল।
এই শ্লোক পড়ি' অন্ন ভক্ষণ করিল ॥২২৪॥

পদ্মপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, প্রদত্ত হইবামাত্র ভক্ষণ করাই বিধি; ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদপ্রাপ্তিমাত্র শিষ্টলোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশ-কালের কোন নিয়ম নাই;—ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন।

দেখিয়া আনন্দ হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥২২৭॥
দুইজনে ধরি' দুঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা স্পর্শে, দোঁহার ফুলে মন ॥২২৮॥
স্বেদ-কম্প-অশ্রু দুঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥২২৯॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥২৩০॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥২৩১॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয় ॥২৩২॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি ছিন্ন কৈলে তুমি মায়ার বন্ধন ॥২৩৩॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥২৩৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৭/৪২)—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥২৩৫॥

সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্তস্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারই এই দুষ্পারা দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগালকুক্কুরভক্ষ্য এই

প্রাকৃতশরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে ভগবান্ দয়া করেন না।

এত কহি' মহাপ্রভু আইলা নিজ-স্থানে।
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে॥
চৈতন্য-চরণ বিনা নাহি জানে আন।
ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান॥২৩৭॥
গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া।
'হরি' 'হরি' বলি' নাচে হাতে তালি দিয়া॥
আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দর্শনে।
জগন্নাথ না দেখি' আইলা প্রভু-স্থানে॥২৩৯॥
দণ্ডবৎ করি' কৈল বহুবিধ স্তুতি।
দৈন্য করি' কহে নিজ-পূর্ব্বদুর্ম্মতি॥২৪০॥
ভক্তিসাধন-শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥২৪১॥

বৃহন্নারদীয়বাক্য—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ *

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার।
শুনি' ভট্টাচার্য্য-মনে হৈল চমৎকার॥২৪৩॥
গোপীনাথাচার্য্য বলে,—আমি পূর্ব্বে যে কহিল।
শুন, ভট্টাচার্য্য, তোমার সেই ত' হইল॥২৪৪॥
ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি' নমস্কারে।
তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে॥২৪৫॥
তুমি—মহা-ভাগবত, আমি—তর্ক-অন্ধে।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে॥২৪৬॥
বিনয় শুনি' তুষ্ট্যে প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
কহিল,—করহ যাঞা ঈশ্বর দরশন॥২৪৭॥
জগদানন্দ-দামোদর,—দুই সঙ্গে লঞা।
ঘরে আইল ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া॥২৪৮॥
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহুত আনিলা।
নিজবিপ্র-হাতে দুই জনা সঙ্গে দিলা॥২৪৯॥
নিজ কৃত দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে।
প্রভুকে দিহ' বলি' দিল জগদানন্দ-হাতে॥

* আদি ৭ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রভু-স্থানে আইলা দুঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা।
মুকুন্দ দত্ত পত্রী নিল তাঁর হাতে পাঞা॥২৫১॥
দুই শ্লোক বাহির-ভিতে লিখিয়া রাখিল।
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল॥২৫২॥
প্রভু শ্লোক পড়ি' পত্র ছিণ্ডিয়া ফেলিল।
ভিত্ত্যে দেখি' ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৬/৭৪)-ধৃত
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-কৃত শ্লোকদ্বয়—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥২৫৪॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥২৫৫॥

বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী এক সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপাসমুদ্র তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই। কালে নিজভক্তিযোগকে বিনষ্ট-প্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।

এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যাকার॥
সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন॥২৫৭॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম'।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম॥২৫৮॥
এক দিন সার্ব্বভৌম প্রভু-আগে আইলা।
নমস্কার করি' শ্লোক পড়িতে লাগিলা॥২৫৯॥
ভাগবতের 'ব্রহ্মস্তবে'র শ্লোক পড়িলা।
শ্লোক-শেষে দুই অক্ষর-পাঠ ফিরাইলা॥২৬০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভিবির্দধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২৬১॥

যিনি তোমার অনুকম্পা-লাভের আশয়ে স্বকর্ম্মের মন্দফল ভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা তোমাতে ভক্তি বিধান করিয়া জীবন যাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন। এই শ্লোকটী পাঠকালে সার্ব্বভৌম "ভক্তিপদে স দায়ভাক্" এইরূপ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে, 'মুক্তিপদে'—ইহা পাঠ হয়।
'ভক্তিপদে' কেনে পড়, কি তোমার আশয় ॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—'ভক্তি' সম নহে মুক্তি-ফল।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥২৬৩॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে ॥২৬৪॥
সেই দুইর দণ্ড—হয় 'ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি'।
তার মুক্তি ফল নহে, যেই করে ভক্তি ॥২৬৫॥
যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চপ্রকার।
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর ॥
'সালোক্যাদি' চারি যদি হয় সেবা-দ্বার।
তবু কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥২৬৭॥
'সাযুজ্য' শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥২৬৮॥
ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার।
ব্রহ্ম-সাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥২৬৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥*

প্রভু কহে,—'মুক্তিপদে'র আর অর্থ হয়।
মুক্তিপদ-শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' কহয় ॥২৭১॥
মুক্তি পদে যাঁর, সেই 'মুক্তিপদ' হয়।
কিংবা নবম পদার্থ 'মুক্তির' সমাশ্রয় ॥২৭২॥
দুই-অর্থে 'কৃষ্ণ' কহি, কেনে পাঠ ফিরি।
সার্ব্বভৌম কহে,—ও-পাঠ কহিতে না পারি ॥
যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দে কয়।
তথাপি 'আশ্লিষ্য-দোষে' কহন না যায় ॥২৭৪॥
যদ্যপি 'মুক্তি' শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' কহে তবু 'সাযুজ্যে' প্রতীতি ॥২৭৫॥
মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা-ত্রাস।
ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ত' উল্লাস ॥২৭৬॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥২৭৭॥
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে।
তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্য-প্রসাদে ॥২৭৮॥
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥২৭৯॥
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি' সর্ব্বজন।
প্রভুকে জানিল—'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥
কাশীমিশ্র-আদি যত নীলাচলবাসী।
শরণ লইল সবে প্রভু-পদে আসি' ॥২৮১॥
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা-বিবরণ ॥২৮২॥
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥২৮৩॥
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন।
এই মহাপ্রভুর লীলা, সার্ব্বভৌম-মিলন ॥২৮৪॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ।
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হৈতে হয় বিমোচন ॥২৮৫॥
শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্যচরণ ॥২৮৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৮৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমোদ্ধারো নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

* আদি ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥১॥

যিনি দয়ার্দ্রবুদ্ধি হইয়া 'বাসুদেব'-নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়া সুন্দর-রূপে পুষ্ট করতঃ ভক্তিতুষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ধন্য চৈতন্যদেবকে আমি নমস্কার করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল।
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ॥৩॥
মাঘ-শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস।
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ॥৪॥
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল।
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল ॥৫॥
চৈত্রে রহি' কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন।
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ॥৬॥
নিজগণ আনি' কহে বিনয় করিয়া।
আলিঙ্গন করি' সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥৭॥
তোমা-সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি'।
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা-সবা ছাড়িতে না পারি ॥৮॥
তোমা-সব বন্ধু মোর বন্ধুকৃত্য কৈলে।
ইহাঁ আনি' মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ॥৯॥
এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে।
সবে মেলি' আজ্ঞা দেহ', যাইব দক্ষিণে ॥১০॥
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে অবশ্য আমি যাব।
একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব ॥১১॥
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি-সব রহিবে তাবৎ ॥১২॥
বিশ্বরূপ-সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণ-দেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল ॥১৩॥
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহাদুঃখ।
নিঃশব্দ হইলা সবে, শুকাইল মুখ ॥১৪॥
নিত্যানন্দপ্রভু কহে,—ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি, কে ইহা সহয় ॥১৫॥
দুই-এক সঙ্গে চলুক্, না পড় হঠ-রঙ্গে।
যারে কহ, সেই-দুই চলুক্ তোমার সঙ্গে ॥১৬॥
দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি।
আমি সঙ্গে যাই, প্রভু, আজ্ঞা দেহ' তুমি ॥১৭॥
প্রভু কহে,আমি—নর্ত্তক, তুমি—সূত্রধার।
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তন আমার ॥১৮॥
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাঙ বৃন্দাবন।
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈত-ভবন ॥১৯॥
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড।
তোমা-সবার গাঢ়-স্নেহে আমার কার্য্য-ভঙ্গ ॥
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে ॥২১॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ॥২২॥
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি' সন্ন্যাস-ধর্ম্ম।
তিনবারে শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন ॥২৩॥
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ, নাহি কহে মুখে।
ইহার দুঃখ দেখি' মোর দ্বিগুণ হয়ে দুঃখে ॥২৪॥
আমি ত'—সন্ন্যাসী, দামোদর—ব্রহ্মচারী।
সদা রহে আমার উপর শিক্ষা-দণ্ড ধরি' ॥২৫॥
ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার।
ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার ॥২৬॥
লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে।
আমি লোকাপেক্ষা কভু না পারি ছাড়িতে ॥২৭॥
অতএব তুমি-সব রহ নীলাচলে।
দিন কত আমি তীর্থ ভ্রমিব একলে ॥২৮॥
ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয়ে যে-যে-গুণে।
দোষারোপ-ছলে করে গুণ আস্বাদনে ॥২৯॥
চৈতন্যের ভক্ত-বাৎসল্য—অকথ্য-কথন।
আপনে বৈরাগ্য-দুঃখ করেন সহন ॥৩০॥
সেই দুঃখ দেখি' যেই ভক্ত দুঃখ পায়।
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায় ॥৩১॥

গুণ-দোষোদ্গার-ছলে সবা নিষেধিয়া।
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া ॥৩২॥
তবে চারি জন বহু মিনতি করিল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু কভু না মানিল ॥৩৩॥
তবে নিত্যানন্দ কহে,—যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যে হউক কর্ত্তব্য আমার ॥৩৪॥
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার ॥৩৫॥
কৌপীন, বহির্ব্বাস আর জলপাত্র।
আর কিছু নাহি যাবে, সবে এই মাত্র ॥৩৬॥
তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ॥৩৭॥
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন।
এ-সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ॥৩৮॥
'কৃষ্ণদাস' নামে এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহো সঙ্গে করি' লহ, ধর নিবেদন ॥৩৯॥
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে।
যে তোমার ইচ্ছা, কর, কিছু না বলিবে ॥৪০॥
তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি' অঙ্গীকারে।
তাহা-সবা লঞা গেলা সার্ব্বভৌম-ঘরে ॥৪১॥
নমস্করি' সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল।
সবাকারে মিলি' তবে আসনে বসিল ॥৪২॥
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা প্রভু কহিল তাঁহারে।
তোমার ঠাঞি আইলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে ॥৪৩॥
সন্ন্যাস করি' বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে ॥৪৪॥
আজ্ঞা দেহ', অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি' আসিব ॥৪৫॥
শুনি' সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর।
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ-উত্তর ॥৪৬॥
বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমার সঙ্গ।
হেন-সঙ্গ বিধি মোর করিলেক ভঙ্গ ॥৪৭॥
শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥৪৮॥
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কত রহ, দেখি তোমার চরণ ॥৪৯॥
তাহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হৈল মন।
রহিল দিবস কত, না কৈল গমন ॥৫০॥
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি' করেন নিমন্ত্রণ।
গৃহে পাক করি' প্রভুকে করা'ন ভোজন ॥৫১॥
তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম—'ষাঠীর মাতা'।
রান্ধি' ভিক্ষা দেন তিঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ॥৫২॥
আগে ত' কহিব তাহা করিয়া বিস্তার।
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ-যাত্রা সমাচার ॥৫৩॥
দিন পাঁচ রহি' প্রভু ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
চলিবার লাগি' আজ্ঞা মাগিলা আপনে ॥৫৪॥
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা।
প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ-মন্দিরে গেলা ॥৫৫॥
দর্শন করি' ঠাকুর-পাশ আজ্ঞা মাগিলা।
পূজারী প্রভুরে মালা-প্রসাদ আনি' দিলা ॥৫৬॥
আজ্ঞা-মালা-পাঞা হর্ষে নমস্কার করি'।
আনন্দে দক্ষিণ-দেশে চলে গৌরহরি ॥৫৭॥
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে আর যত নিজ জন।
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি' করিলা গমন ॥৫৮॥
সমুদ্র-তীরে-তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য-গোপীনাথে ॥৫৯॥
চারি কৌপীন-বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে।
তাহা, প্রসাদান্ন, লঞা আইস বিপ্রদ্বারে ॥৬০॥
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে, প্রভু, মোর নিবেদনে ॥৬১॥
'রামানন্দ রায়' আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে ॥৬২॥
শূদ্র বিষয়ী-জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥৬৩॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ॥৬৪॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস,—দুঁহের তিঁহো সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ॥৬৫॥

অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে 'বৈষ্ণব' বলিয়া ॥৬৬॥
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব ॥৬৭॥
অঙ্গীকার করি' প্রভু তাঁহার বচন।
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥৬৮॥
ঘরে কৃষ্ণ ভজি' মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে।
নীলাচলে আসি' যেন তোমার প্রসাদে ॥৬৯॥
এত বলি' মহাপ্রভু করিলা গমন।
মূর্চ্ছিত হঞা তাহাঁ পড়িলা সার্ব্বভৌম ॥৭০॥
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ॥৭১॥
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময় ॥৭২॥

ভবভূতিকৃত 'উত্তর-রামচরিতে' (৩/২৩)—
বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ ॥

অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু; অন্যে তাহা বুঝিবার যোগ্য হয় না।

নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইল।
তাঁর লোকসঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইল ॥৭৪॥
ভক্তগণ শীঘ্র আসি' লৈল প্রভুর সাথ।
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ॥৭৫॥
সবা-সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা।
নমস্কার করি' তারে বহুস্তুতি কৈলা ॥৭৬॥
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
দেখিতে আইলা তাহাঁ বৈসে যত জন ॥৭৭॥
চৌদিকেতে সব লোক বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি ॥৭৮॥
কাঞ্চন-সদৃশ দেহ, অরুণ বসন।
পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ তাহাতে ভূষণ ॥৭৯॥
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
যত লোক আইসে, কেহ নাহি যায় ঘর ॥৮০॥
কেহ নাচে, কেহ গায় 'শ্রীকৃষ্ণ' 'গোপাল'।
প্রেমেতে ভাসিল লোক,—স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল ॥
দেখি' নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে।
এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে-গ্রামে ॥৮২॥
অতিকাল হৈল, লোক ছাড়িয়া না যায়।
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি সৃজিলা উপায় ॥৮৩॥
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লঞা।
তাহা দেখি' লোক আইসে চৌদিকে ধাঞা ॥৮৪॥
মধ্যাহ্ন করিতে আইলা দেবতা-মন্দিরে।
নিজগণ প্রবেশি' কপাট দিল বহির্দ্বারে ॥৮৫॥
তবে দুইপ্রভুরে গোপীনাথ ভিক্ষা করাইল।
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি' খাইল ॥৮৬॥
শুনি' শুনি' লোক-সব আসি' বহির্দ্বারে।
'হরি' 'হরি' বলি' লোক কলরব করে ॥৮৭॥
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন।
আনন্দে আসিয়া লোক পাইল দরশন ॥৮৮॥
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে, যায়।
'বৈষ্ণব' হইল লোক, সবে নাচে, গায় ॥৮৯॥
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ-সঙ্গে।
সেই রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥৯০॥
প্রাতঃকালে স্নান করি' করিলা গমন।
ভক্তগণে বিদায় দিলা করি' আলিঙ্গন ॥৯১॥
মূর্চ্ছিত হঞা সবে ভূমিতে পড়িলা।
তাঁহা-সবা পানে প্রভু ফিরি' না চাহিলা ॥৯২॥
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা।
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ॥৯৩॥
ভক্তগণ উপবাসী তাহাঁই রহিলা।
আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা ॥৯৪॥
মত্তসিংহ-প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি' নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৯৫॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যং—
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব!
কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্॥
এই শ্লোক পড়ি' পথে চলিলা গৌরহরি।
লোক দেখি' পথে কহে,—বল 'হরি' 'হরি'॥
সেই লোক প্রেমমত্ত হঞা বলে 'হরি' 'কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ ॥৯৮॥
কতক্ষণে রহি' প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করিল তারে শক্তি সঞ্চারিয়া ॥৯৯॥
সেইজন নিজ-গ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বলি' হাসে, কান্দে, নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈল সব নিজ-গ্রাম ॥১০১॥
গ্রামান্তর হৈতে দেখিতে আইল যত জন।
তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম ॥১০২॥
সেই যাই' গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়।
অন্যগ্রামী আসি' তাঁরে দেখি' বৈষ্ণব হয় ॥১০৩॥
সেই যাই' অন্য গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত 'বৈষ্ণব' হৈল সব দক্ষিণ-দেশ ॥১০৪॥
এইমত পথে যাইতে শত শত জন।
'বৈষ্ণব' করেন তাঁরে করি' আলিঙ্গন ॥১০৫॥
যেই গ্রামে রহি' ভিক্ষা করেন যাঁর ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে॥
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত।
সেই সব আচার্য্য হঞা তারিল জগৎ ॥১০৭॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ 'বৈষ্ণব' হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ॥১০৮॥
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সেই শক্তি প্রকাশি' নিস্তারিল দক্ষিণদেশে॥
প্রভুকে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এ-সব লীলা সত্য করি' লয় ॥১১০॥
অলৌকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥১১১॥
প্রথমে কহিল প্রভুর যেরূপে গমন।
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ-ভ্রমণ ॥১১২॥
এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে।
কূর্ম্ম দেখি' কৈল তারে স্তবন-প্রণামে ॥১১৩॥
প্রেমাবেশে হাসি' কান্দি' নৃত্য-গীত কৈল।
দেখি' সর্ব্ব লোকের চিত্তে চমৎকার হৈল ॥১১৪॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈলা চমৎকারে ॥১১৫॥
দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল, বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি' ॥১১৬॥
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি' অবিরাম।
সেই লোক 'বৈষ্ণব' কৈল অন্য সব গ্রাম ॥১১৭॥
এইমত পরম্পরায় দেশ 'বৈষ্ণব' হৈল।
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ॥১১৮॥
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিলা।
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিলা ॥১১৯॥
যেই গ্রামে যায় তাহাঁ এই ব্যবহার।
এক ঠাঞি কহিল, না কহিব আর বার ॥১২০॥
'কূর্ম্ম' নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥১২১॥
ঘরে আনি' প্রভুর কৈল পাদ প্রক্ষালন।
সেই জল বংশ-সহিত করিল ভক্ষণ ॥১২২॥
অনেকপ্রকার স্নেহে ভিক্ষা করাইল।
গোসাঞির প্রসাদান্ন সবংশে খাইল ॥১২৩॥
যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে।
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ॥১২৪॥
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কহন।
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধন ॥১২৫॥
কৃপা কর, প্রভু, মোরে, যাঙ তোমা-সঙ্গে।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ-তরঙ্গে ॥১২৬॥
প্রভু কহে,—ঐছে বাত্ কভু না কহিবা।
গৃহে রহি' কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর লৈবা ॥১২৭॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥১২৮॥

কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥১২৯॥
এইমত যাঁর ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা।
সেই ঐছে কহে, তাঁরে করায় এই শিক্ষা ॥১৩০॥
পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই গ্রামে।
যাঁর ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ॥১৩১॥
কূর্ম্মে যৈছে রীতি, তৈছে কৈল সর্ব্বঠাঞি।
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ॥
অতএব ইহাঁ কহিলাঙ করিয়া বিস্তার।
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ॥১৩৩॥
এইমত সেই রাত্রি তাহাঁই রহিলা।
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ॥১৩৪॥
প্রভুর অনুব্রজি' কূর্ম্ম বহু দূর আইলা।
প্রভু তাঁরে যত্ন করি' ঘরে পাঠাইলা ॥১৩৫॥
'বাসুদেব' নাম এক দ্বিজ মহাশয়।
সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ, তাতে কীড়াময় ॥১৩৬॥
অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়।
উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয় ॥১৩৭॥
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোসাঞির আগমন।
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন ॥১৩৮॥
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিঞা।
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হঞা ॥১৩৯॥
অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা।
সেইক্ষণে আসি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ॥১৪০॥
প্রভু-স্পর্শে দুঃখ-সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল ॥১৪১॥
প্রভুর কৃপা দেখি' তাঁর বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি' পায়ে ধরি' করেন স্তবন ॥১৪২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮১/১৬)—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥১৪৩॥*

বহু স্তুতি করি' কহে,—শুন, দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥১৪৪॥
মোরে দেখি' মোর গন্ধে পলায় পামর।
হেন-মোরে স্পর্শ' তুমি,—স্বতন্ত্র-ঈশ্বর ॥১৪৫॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হঞা।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া ॥১৪৬॥
প্রভু কহে,—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর লহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥১৪৭॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
দুইবিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ॥১৪৯॥
'বাসুদেবোদ্ধার' এই কহিল আখ্যান।
'বাসুদেবামৃতপ্রদ' হৈল প্রভুর নাম ॥১৫০।
এই ত' কহিল প্রভুর প্রথম গমন।
কূর্ম্ম-দরশন, বাসুদেব-বিমোচন ॥১৫১॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যে করে শ্রবণ।
অচিরাতে মিলয়ে তারে চৈতন্য-চরণ ॥১৫২॥
চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি, যেই মহান্তের মুখে শুনি ॥১৫৩॥
ইথে অপরাধ মোর না লইও, ভক্তগণ।
তোমা-সবার চরণ—মোর একান্ত শরণ ॥১৫৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণযাত্রায়াং 'বাসুদেবোদ্ধারো' নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সঞ্চার্য্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি ॥১॥

সিদ্ধান্তামৃতসমুদ্ররূপ শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ-নামক ভক্তমেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তামৃত সঞ্চারণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক বিস্তীর্ণ সেই

* আদি ১৭শ পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভক্তিসিদ্ধান্ত দ্বারা পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা-রূপ সমুদ্রতা লাভ করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পূর্ব্ব-রীতে প্রভু আগে গমন করিলা।
'জিয়ড়নৃসিংহ' ক্ষেত্রে কতদিনে গেলা ॥৩॥
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ-প্রণতি।
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্য-গীত-স্তুতি ॥৪॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ ॥৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৯/১)-টীকায়
শ্রীধর-স্বামি-ধৃত আগমবচনে—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥৬॥

কেশরী যেরূপ উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বীয় সন্তানদিগের প্রতি অনুগ্র, নৃসিংহদেব সেইরূপ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগের প্রতি উগ্র হইয়াও প্রহ্লাদাদি স্বভক্তের প্রতি স্নেহপূর্ণ।

এইমত নানা শ্লোক পড়ি' স্তুতি কৈল।
নৃসিংহ-সেবক মালা-প্রসাদ আনি' দিল ॥৭॥
পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্রে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি' করিলা গমন ॥৮॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে।
দিগ্ বিদিক্ নাহি জ্ঞান রাত্রি-দিবসে ॥৯॥
পূর্ব্ববৎ 'বৈষ্ণব' করি' সর্ব্ব লোকগণে।
গোদাবরী-তীরে প্রভু আইলা কতদিনে ॥১০॥
গোদাবরী দেখি' হইল 'যমুনা' স্মরণ।
তীরে বন দেখি' স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ॥১১॥
সেই বনে কতক্ষণ করি' নৃত্য-গান।
গোদাবরী পার হঞা তাহাঁ কৈল স্নান ॥১২॥
ঘাট ছাড়ি' কতদূরে জল-সন্নিধানে।
বসি' প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৩॥
হেনকালে দোলায় চড়ি' রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায় ॥১৪॥
তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তিঁহো স্নানাদি-তর্পণ ॥১৫॥
প্রভু তাঁরে দেখি' জানিল,—এই রামরায়।
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি' ধায় ॥১৬॥
তথাপি ধৈর্য্য ধরি' প্রভু রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ আইলা অপূর্ব্ব সন্ন্যাসী দেখিয়া ॥১৭॥
সূর্য্যশত-সম কান্তি, অরুণ বসন।
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ, কমল-লোচন ॥১৮॥
দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার।
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ॥১৯॥
উঠি' প্রভু কহে,—উঠ, কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ'।
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ ॥২০॥
তথাপি পুছিল,—তুমি রায় রামানন্দ?
তিঁহো কহে,—হঙ মুঞি দাস শূদ্র মন্দ ॥২১॥
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য, দোঁহে,—অচেতন ॥২২॥
স্বাভাবিক প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া দুঁহে ভূমিতে পড়িলা ॥২৩॥
স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্য।
দুঁহার মুখেতে শুনি' গদগদ 'কৃষ্ণ' বর্ণ ॥২৪॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার।
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার ॥২৫॥
এই ত' সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম।
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেনে করেন ক্রন্দন ॥২৬॥
এই মহারাজ—মহাপণ্ডিত, গম্ভীর।
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইলা অস্থির ॥২৭॥
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি' প্রভু কৈল সম্বরণ ॥২৮॥
সুস্থ হঞা দুঁহে সেই স্থানেতে বসিলা।
তবে হাসি' মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা ॥২৯॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে।
তোমারে মিলিতে মোরে করিল যতনে ॥৩০॥
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন।
ভাল হৈল, অনায়াসে পাইলুঁ দরশন ॥৩১॥

রায় কহে,—সার্ব্বভৌম করে ভৃত্য-জ্ঞান।
পরোক্ষেহ মোর হিতে হয় সাবধান ॥৩২॥
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন।
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম ॥৩৩॥
সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা,—তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তাঁর প্রেমাধীন ॥৩৪॥
কাহাঁ তুমি—সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ।
কাহাঁ মুঞি—রাজসেবক বিষয়ী শূদ্রাধম ॥৩৫॥
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা, বেদভয়।
মোর দর্শন তোমা বেদে নিষেধয় ॥৩৬॥
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে জানে তোমার মর্ম্ম ॥৩৭॥
আমা নিস্তারিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
পরম-দয়ালু তুমি পতিত-পাবন ॥৩৮॥
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/৪)—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ ॥৪০॥

হে ভগবান্, দীনচেতা গৃহিলোকদিগের নিত্য মঙ্গলসাধনের জন্য মহদ্ব্যক্তিগণ তাহাদের গৃহে গিয়া থাকেন, অন্যকারণে গমন করেন না।

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন।
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন ॥৪১॥
'কৃষ্ণ' 'হরি' নাম শুনি' সবার বদনে।
সবার অঙ্গ—পুলকিত, অশ্রু—নয়নে ॥৪২॥
আকৃত্যে-প্রকৃত্যে তোমার ঈশ্বর-লক্ষণ।
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ ॥৪৩॥
প্রভু কহে,—তুমি মহা-ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন ॥৪৪॥
অন্যের কি কথা,—আমি—'মায়াবাদী সন্ন্যাসী'।
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ-প্রেমে ভাসি ॥৪৫॥
এই জানি' কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে ॥৪৬॥
এইমত দুঁহে স্তুতি করে দুঁহার গুণ।
দুঁহে দুঁহার দরশনে আনন্দিত মন ॥৪৭॥
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
দণ্ডবৎ করি' কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥৪৮॥
নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া ॥৪৯॥
তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ॥৫০॥
রায় কহে,—আইলা যদি পামর শোধিতে।
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিত্তে ॥৫১॥
দিন পাঁচ-সাত রহি' করহ মার্জ্জন।
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন ॥৫২॥
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায়।
তথাপি দণ্ডবৎ করি' চলিলা রামরায় ॥৫৩॥
প্রভু যাই' সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল।
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি' সন্ধ্যা হৈল ॥৫৪॥
প্রভু স্নান-কৃত্য করি' আছেন বসিয়া।
একভৃত্য-সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া ॥৫৫॥
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে।
দুইজনে কৃষ্ণকথা কয় সেই স্থানে ॥৫৬॥
প্রভু কহে,—পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে,—স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয় ॥৫৭॥

বিষ্ণুপুরাণে (৩/৮/৮) পরাশরোক্তি—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্ ॥৫৮॥

পরমেশ্বর বিষ্ণু বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের আচারযুক্ত পুরুষ-কর্ত্তৃক আরাধিত হন। বর্ণাশ্রমাচার ব্যতীত তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিবার অন্য কোন কারণ নাই।

প্রভু কহে,—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, কৃষ্ণে-কর্ম্মার্পণ—সর্ব্বসাধ্য-সার ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৭)—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥৬০॥

হে কৌন্তেয়, যাহাই কর, যাহাই ভক্ষণ কর, যাহাই হবন কর, যাহাই দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই, আমি কৃষ্ণ, আমাতে অর্পণ কর।

প্রভু কহে,—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ,—এই সাধ্য-সার ॥৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি ভগবান্ যাহা 'ধর্ম্ম' বলিয়া আদেশ করিয়াছি, তাহার গুণদোষ বিচার-পূর্ব্বক সেই সকল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সাধু)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র আমি যে ভগবান্ আমার শরণাপন্ন হও। তাহা হইলে আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। তুমি শোক করিও না।

প্রভু কহে,—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি—সাধ্যসার ॥৬৪॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৬৫॥

অভেদব্রহ্মবাদরূপ জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা স্বয়ং প্রসন্নাত্মা, শোক ও বাঞ্ছা-রহিত ও সর্ব্বভূতে সমভাবযুক্ত ব্রহ্মতা লাভ করিয়া পরে আমার পরা ভক্তি প্রাপ্ত হয়।

প্রভু কহে,—এহো বাহ্য, আগে কহ আর।
রায় কহে, জ্ঞানশূন্যা ভক্তি—সাধ্যসার ॥৬৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৩)—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥

ব্রহ্মা ভগবানকে কহিলেন,—"হে ভগবান্, নির্ভেদব্রহ্মচিন্তারূপ জ্ঞানচেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া ভক্তগণ সাধুমুখবিগলিত আপনার কথা শ্রবণ করেন ও কায়মনোবাক্যে সাধুপথে স্থিত হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, ত্রৈলোক্য-মধ্যে আপনি দুর্ল্লভ হইয়াও তাঁহাদের নিকট সুলভ হইয়া পড়েন।"

প্রভু কহে,—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, প্রেমভক্তি—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৬৮॥

পদ্যাবলীতে (১৩)-ধৃত রামানন্দরায়-কৃত শ্লোক—

নানোপচার-কৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্য-পেয়ে ॥৬৯॥

যেমত জঠরে যে-পর্য্যন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে, ততক্ষণই ভক্ষ্য-পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়, সেইরূপ আর্ত্তবন্ধুর নানা উপচারে পূজা হইলেও তাহা প্রেমযুক্ত হইলেই ভক্ত-গণের হৃদয় আনন্দে গলিত হয়।

তত্রৈব (১৪)-ধৃত শ্লোক—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥৭০॥

কোটিজন্মকৃত সুকৃতি দ্বারা যাহা পাওয়া যায় না, অথচ লোভরূপ একটী মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায়, এরূপ কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত মতি যাহা হইতেই পাও, ক্রয় করিয়া ফেল।

প্রভু কহে,—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে, দাস্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৭১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৫/১৬)—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে ॥৭২॥

যাঁহার নামশ্রবণমাত্রই জীব নির্ম্মল হন, সেই তীর্থপদ ভগবানের যাঁহারা দাস, তাঁহাদের আর কি অবশিষ্ট প্রাপ্য থাকে?

যামুনমুনি-বিরচিত স্তোত্ররত্নে (৪৬)—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥৭৩॥ *

প্রভু কহে,—এহো হয়, কিছু আগে আর।
রায় কহে, সখ্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৭৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১২/১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৭৫॥

যিনি জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মসুখানুভূতিস্বরূপে, দাস্য-রসের ভক্তগণের নিকট পরদেবতারূপে এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তিদিগের নিকট নরবালকরূপে প্রকাশ পা'ন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজরাখালগণ বহু-সুকৃতিফলে সখ্যরসে বিহার করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে,—এহো উত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, বাৎসল্য-প্রেম—সর্ব্বসাধ্যসার ॥৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/৪৬)—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥৭৭॥

হে ব্রহ্মন, নন্দ এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহার পুত্ররূপে উদিত হইয়াছিলেন? যশোদাই বা এমন কি সুকৃতি করিয়াছিলেন যে, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁহাকে 'মা' বলিয়া তাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন?

তত্রৈব (১০/৯/২০)—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥

যশোদা-গোপী সাধারণের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যে-প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণুবক্ষঃ-স্থলাশ্রয়া লক্ষ্মীও পা'ন নাই।

প্রভু কহে,—এহো উত্তম, আগে কহ আর।
রায় কহে, কান্তভাব—প্রেমসাধ্যসার ॥৭৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৭/৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥৮০॥

শ্রীবৃন্দাবনে রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড-দ্বারা গৃহীতকণ্ঠ ব্রজসুন্দরীদিগের যে-প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, তাহা বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী প্রভৃতি পরব্যোমস্থ নিতান্ত অনুগত শক্তি-গণেরও প্রাপ্য হয় নাই, পদ্মগন্ধপ্রভাবা স্বর্গীয় রমণীগণেরও সেরূপ হয় নাই, তখন অন্য স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বলিব?

তত্রৈব (১০/৩২/২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥৮১॥ †

কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-তারতম্য বহুত আছয় ॥৮২॥
কিন্তু যাঁর যেই রস, সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হঞা বিচারিলে, আছে তর-তম ॥৮৩॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/৫/৩৮)—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ‡

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-রসের গুণ—পরে পরে হয়।
এক-দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥৮৫॥

* মধ্য ১ম পঃ ২০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† আদি ৫ম পঃ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

‡ আদি ৪র্থ পঃ ৪৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি-রসে।
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর-পর-ভূতে।
দুই-তিন-গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥৮৭॥
পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই 'প্রেমা' হৈতে।
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ,—কহে ভাগবতে ॥৮৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮২/৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৮৯॥*

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে, কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥৯০॥
এই 'প্রেমে'র অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব 'ঋণী' হয়,—কহে ভাগবতে ॥৯১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়-গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥৯২॥†

যদ্যপি কৃষ্ণ-সৌন্দর্য্য—মাধুর্য্যের ধুর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥৯৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৬)—

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥৯৪॥

দেবকীসুত ভগবান্ সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সার হইলেও ব্রজদেবীর সঙ্গে তিনি হেমমণি-দিগের মধ্যে মহা-মরকতের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন।

প্রভু কহে, এই—'সাধ্যাবধি' সুনিশ্চয়।
কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয় ॥৯৫॥
রায় কহে,—ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি, আছয়ে ভুবনে ॥৯৬॥
ইঁহার মধ্যে রাধার প্রেম—'সাধ্যশিরোমণি'।
যাঁহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি ॥৯৭॥

লঘুভাগবতামৃতে (২/৪৫) পদ্মপুরাণবচন—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥৯৮॥‡

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩০/২৮)—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥৯৯॥§

প্রভু কহে,—আগে কহ, শুনিতে পাই সুখে।
অপূর্ব্বামৃত-নদী বহে তোমার মুখে ॥১০০॥
চুরি করি' রাধাকে নিল গোপীগণের ডরে।
অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে ॥
রাধা লাগি' গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ।
তবে জানি,—রাধায় কৃষ্ণের গাঢ়-অনুরাগ ॥১০২॥
রায় কহে,—তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা-প্রেমের নাহিক উপমা ॥১০৩॥
গোপীগণের রাস-নৃত্য-মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি' বনে ফিরে বিলাপ করিয়া ॥১০৪॥

শ্রীগীতগোবিন্দে (৩/১)—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥১০৫॥¶

তত্রৈব (৩/২)—

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥১০৬॥

অনঙ্গবাণব্রণদ্বারা খিন্নমানস ও কৃতানুতাপ হইয়া, মাধব কলিন্দনন্দিনীতটস্থিত বনে ইতস্ততঃ রাধিকাকে অন্বেষণ করিয়াও না পাইয়া কুঞ্জমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বিষাদ করিতে লাগিলেন।

এই দুই-শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি।
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ॥১০৭॥

---

* আদি ৪র্থ পঃ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ৪র্থ পঃ ১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ৪র্থ পঃ ২১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ৪র্থ পঃ ৮৮-সংখ্যা দ্রষ্টব্য
¶ আদি ৪র্থ পঃ ২১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শতকোটি গোপী-সঙ্গে রাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্তে রহে রাধা-পাশ ॥১০৮॥
সাধারণ-প্রেমে দেখি সর্ব্বত্র 'সমতা'।
রাধার কুটিল-প্রেমে হইল 'বামতা' ॥১০৯॥
উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১০২)—
অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥
সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব কুটিলা গতি; এতন্নিবন্ধন যুবক-যুবতির মধ্যে 'অহেতু' ও 'সহেতু' এই দুইপ্রকার মানের উদয় হয়।
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা শ্রীহরি ॥১১১॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥১১২॥
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥১১৩॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাহাঁ রাধা না পাঞা।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা ॥১১৪॥
শতকোটি-গোপীতে নহে কাম-নির্ব্বাপণ।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ ॥১১৫॥
প্রভু কহে,—যে লাগি' আইলাম তোমা-স্থানে।
সেই সব তত্ত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে ॥১১৬॥
এবে জানিলুঁ সাধ্য-সাধন-নির্ণয়।
আগে আর আছে কিছু, শুনিতে মন হয় ॥১১৭॥
'কৃষ্ণের স্বরূপ' কহ 'রাধার স্বরূপ'।
'রস'—কোন্ তত্ত্ব, 'প্রেম'—কোন্ তত্ত্বরূপ ॥
কৃপা করি' এই তত্ত্ব কহ ত' আমারে।
তোমা-বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে ॥১১৯॥
রায় কহে,—ইহা আমি কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহাও, সেই কহি বাণী ॥১২০॥
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক-পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি, কে বুঝে তোমার নাট ॥১২১॥
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥১২২॥
প্রভু কহে,—মায়াবাদী আমি ত' সন্ন্যাসী।
ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি, মায়াবাদে ভাসি ॥১২৩॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হৈল।
কৃষ্ণভক্তি-তত্ত্ব কহ, তাঁহারে পুছিল ॥১২৪॥
তিঁহো কহে,—আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে, তিঁহো নাহি এথা ॥১২৫॥
তোমার ঠাঞি আইলাঙ তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর 'সন্ন্যাসী' জানিয়া ॥১২৬॥
কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥১২৭॥
'সন্ন্যাসী' বলিয়া মোরে না করিহ বঞ্চন।
কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব কহি' পূর্ণ কর মন ॥১২৮॥
যদ্যপি রায়—প্রেমী, মহাভাগবতে।
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে ॥১২৯॥
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা—পরম প্রবল।
জানিলেহ রায়ের মন হৈল টলমল ॥১৩০॥
রায় কহে,—আমি—নট, তুমি—সূত্রধার।
যেই মত নাচাও, সেই মত চাহি নাচিবার ॥১৩১॥
মোর জিহ্বা—বীণাযন্ত্র, তুমি—বীণা-ধারী।
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ॥১৩২॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব-অবতারী, সর্ব্বকারণ-প্রধান ॥১৩৩॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইঁহা, সবার আধার ॥১৩৪॥
সচ্চিদানন্দ-তনু, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ ॥১৩৫॥
ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১)—
ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১৩৬॥*
বৃন্দাবনে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন'।
কামগায়ত্রী-কামবীজে যাঁর উপাসন ॥১৩৭॥
পুরুষ, যোষিৎ, কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন ॥১৩৮॥

* আদি ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩২/২)—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥১৩৯॥*

নানা-ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃতের 'বিষয়' 'আশ্রয়' ॥১৪০॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/১/১)—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ
প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ-তারকা-পালিঃ।
কলিত-শ্যামা-ললিততো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥১৪১॥

(ভক্তিরসামৃতে) অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, প্রসরণশীলকান্তি দ্বারা তারকা-পালি-নাম্নী সখীদ্বয়ের অবরুদ্ধকারী, শ্যামা এবং ললিতাসখীর বশকারী, রাধার অত্যন্ত প্রিয়, এবম্বিধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

শৃঙ্গার-রসরাজময়-মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত-সর্ব্ব-চিত্ত-হর ॥১৪২॥

শ্রীগীতগোবিন্দে (১/১১)—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥†

লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ ॥১৪৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৯/৫৮)—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্
হত্বেহ ভূয়স্ত্বরয়েতমন্তি মে ॥১৪৫॥

ভূমা পুরুষ কহিলেন,—"হে কৃষ্ণার্জ্জুন, তোমাদিগকে দেখিবার মানসে আমি ব্রাহ্মণ-কুমারদিগকে এখানে অনিয়াছি। তোমরা জগতের ধর্ম্মরক্ষার জন্য কলার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছ এবং অবনীর ভাররূপ অসুর-দিগকে মারিয়া পুনরায় শীঘ্র আগমন কর।" তাৎপর্য্য এই,—ভূমা পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার রূপ দেখিবার মানসে দ্বিজকুমারদিগকে অপহরণের ছল করিয়া কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন।

তত্রৈব (১০/১৬/৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১৪৬॥

(নাগপত্নিগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কহিলেন,—) হে দেব, যাঁহার চরণরেণু লাভ করিবার বাসনায় কমলা বহুকাল সমস্তকাম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ধৃতব্রতা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই চরণরেণু এই কালীয়সর্প যে কি সুকৃতি দ্বারা লাভ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল, তাহা আমরা জানি না।

আপন-মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ॥১৪৭॥

ললিতমাধবে (৮/৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥১৪৮॥‡

এই ত' সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ।
এবে সংক্ষেপে কহি রাধা-তত্ত্বরূপ ॥১৪৯॥

কৃষ্ণের অনন্ত-শক্তি, তাতে তিন—প্রধান।
'চিচ্ছক্তি', 'মায়াশক্তি', 'জীবশক্তি' নাম ॥১৫০॥

'অন্তরঙ্গা', বহিরঙ্গা', 'তটস্থা' কহি যারে।
অন্তরঙ্গা 'স্বরূপ-শক্তি'—সবার উপরে ॥১৫১॥

* আদি ৫ম পঃ ২১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† আদি ৪র্থ পঃ ২২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

‡ আদি ৪র্থ পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ *

সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
অতএব স্বরূপ-শক্তি হয় তিন-রূপ ॥১৫৩॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে জ্ঞান করি' মানি ॥১৫৪॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১/২/৬৯)—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ †

কৃষ্ণকে আহ্লাদে, তাতে নাম— 'হ্লাদিনী'।
সেই শক্তি-দ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি ॥১৫৬॥
সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।
ভক্তগণে সুখ দিতে 'হ্লাদিনী'—কারণ ॥১৫৭॥
হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রূপ রসের আখ্যান ॥১৫৮॥
প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী ॥১৫৯॥

উজ্জ্বলনীলমণীতে শ্রীরাধা-প্রকরণে (২/২)—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥১৬০॥ ‡

প্রেমের 'স্বরূপ-দেহ' —প্রেম-বিভাবিত।
'কৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা' জগতে বিদিত ॥১৬১॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭)—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৬২॥ §

সেই মহাভাব হয় 'চিন্তামণি-সার'।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য তাঁর ॥১৬৩॥
'মহাভাব-চিন্তামণি' রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী—তাঁর কায়ব্যূহরূপ ॥১৬৪॥
রাধা-প্রতি কৃষ্ণ-স্নেহ—সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।
তাতে সুগন্ধি দেহ—উজ্জ্বল-বরণ ॥১৬৫॥
কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম।
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম ॥১৬৬॥
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান।
নিজ-লজ্জা-শ্যাম-পট্টসাটী-পরিধান ॥১৬৭॥
কৃষ্ণ-অনুরাগ—দ্বিতীয় অরুণ-বসন।
প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥১৬৮॥
সৌন্দর্য্য—কুঙ্কুম, সখী-প্রণয়—চন্দন।
স্মিতকান্তি—কর্পূর, তিন—অঙ্গে বিলেপন ॥১৬৯॥
কৃষ্ণের-উজ্জ্বল রস—মৃগমদ-ভর।
সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥১৭০॥
প্রচ্ছন্ন-মান বাম্য—ধম্মিল্ল-বিন্যাস।
'ধীরাধীরাত্মক' গুণ—অঙ্গে পট্টবাস ॥১৭১॥
রাগ-তাম্বূলরাগে অধর উজ্জ্বল।
প্রেমকৌটিল্য—নেত্রযুগলে কজ্জল ॥১৭২॥
'সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক' ভাব, হর্ষাদি 'সঞ্চারী'।
এই সব ভাব-ভূষণ সব-অঙ্গে ভরি' ॥১৭৩॥
'কিলকিঞ্চিতাদি' ভাব-বিংশতি-ভূষিত।
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥১৭৪॥
সৌভাগ্য-তিলক চারু-ললাটে উজ্জ্বল।
প্রেম-বৈচিত্ত্য—রত্ন, হৃদয়—তরল ॥১৭৫॥
মধ্য-বয়স, সখী-স্কন্ধে কর-ন্যাস।
কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি-সখী আশপাশ ॥১৭৬॥
নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক।
তাতে বসি' আছে, সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ ॥১৭৭॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ—অবতংস কাণে।
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ-প্রবাহ-বচনে ॥১৭৮॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান।
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥১৭৯॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের আকর।
অনুপম-গুণগণ পূর্ণ কলেবর ॥১৮০॥

---

* আদি ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ৪র্থ পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ৪র্থ পঃ ৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ৪র্থ পঃ ৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে (১১/১২২)—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈকা
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চান্যা।
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চান্যা॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের জন্মভূমি কে?—একা শ্রীমতী রাধিকা। কৃষ্ণের অনুপমগুণা প্রিয়া কে?—একা রাধিকা, অন্যে নয়। কেশে কুটিলতা, চক্ষে তরলতা, কুচদ্বয়ে নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি রাধিকারই আছে। একা রাধিকাই হরির বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্য সমর্থা, আর কেহই নয়।

যাঁহার সৌভাগ্য-গুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যাঁর ঠাঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজ-রামা ॥১৮২॥
যাঁর সৌন্দর্য্যাদি-গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী।
যাঁর পতিব্রতা ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ॥১৮৩॥
যাঁর সদ্গুণ-গণনে কৃষ্ণ না পায় পার।
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ॥১৮৪॥
প্রভু কহে,—জানিলুঁ কৃষ্ণ-রাধা-প্রেম-তত্ত্ব।
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাস-মহত্ত্ব ॥১৮৫॥
রায় কহে,—কৃষ্ণ হয় 'ধীর-ললিত'।
নিরন্তর কামক্রীড়া—যাঁহার চরিত ॥১৮৬॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/২৩০)—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ॥

যে-পুরুষ—চতুর, নবতরুণ, পরিহাস-বিশারদ, চিন্তাশূন্য ও প্রেয়সীবশ, তিনি—'ধীর-ললিত'।

রাত্রি-দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা-সঙ্গে।
কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়া-রঙ্গে ॥১৮৮॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/২৩১)—

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরীপাণ্ডিত্যপারং গতঃ
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্কুঞ্জে বিহারং হরিঃ॥*

প্রভু কহে,—এহো হয়, আগে কহ আর।
রায় কহে,—ইহা বই বুদ্ধি-গতি নাহি আর ॥১৯০॥
যেবা 'প্রেমবিলাস-বিবর্ত্ত' এক হয়।
তাহা শুনি' তোমার সুখ হয়, কি না হয় ॥১৯১॥
এত বলি' আপন-কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ॥১৯২॥

গীত—

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ॥
না সো রমণ, না হাম রমণী।
দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি' ॥
এ সখি, সে সব প্রেমকাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি' ॥
না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্।
দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ ॥
অব্ সোহি বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সু-পুরুখ-প্রেমকি ঐছন রীতি ॥১৯৩॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাবকথনে (১৫৫)—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্-
যুঞ্জন্নদ্রি-নিকুঞ্জ-কুঞ্জরপতে নির্ধূত-ভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মম্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নব-রাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-কারুকৃতী॥

হে গোবর্দ্ধনপর্ব্বত-নিকুঞ্জবাসি কবিরাজ, শৃঙ্গার-শিল্পশাস্ত্র-নিপুণ বিধাতা রাধিকা ও তোমার চিত্ত-লাক্ষাকে সাত্ত্বিক-বিকাররূপ ধর্ম্মদ্বারা দ্রবীভূত করতঃ ভেদভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্য মধ্যে নবরাগ-হিঙ্গুলদ্বারা স্বয়ং জগতের আশ্চর্য্য-সম্বর্দ্ধনার্থ উভয়ের সেই চিত্তদ্বয়কে অতিশয় রঞ্জিত করিয়াছেন।

প্রভু কহে,—'সাধ্যবস্তুর অবধি' এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিলুঁ নিশ্চয় ॥১৯৫॥
'সাধ্যবস্তু' 'সাধন' বিনা কেহ নাহি পায়।
কৃপা করি' কহ, রায়, পাবার উপায় ॥১৯৬॥

* আদি ৪র্থ পঃ ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

রায় কহে,—যেই কহাও, সেই কহি বাণী।
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ, কিছুই না জানি ॥১৯৭॥
ত্রিভুবন-মধ্যে ঐছে হয় কোন্ ধীর।
যে তোমার মায়া-নাটে হইবেক স্থির ॥১৯৮॥
মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা।
অত্যন্ত রহস্য, শুন, সাধনের কথা ॥১৯৯॥
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর।
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ॥২০০॥
সবে এক সখিগণের ইহাঁ অধিকার।
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥২০১॥
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয়।
সখী লীলা বিস্তারিয়া, সখী আস্বাদয় ॥২০২॥
সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ॥২০৩॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥২০৪॥

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে (১০/১৭)—

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ
ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীরিবেশঃ
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥২০৫॥

রাধাকৃষ্ণের ভাব—স্বপ্রকাশ সুখরূপ এবং বিভু অর্থাৎ অনন্ত হইলেও সখীগণ ব্যতীত একক্ষণও রসপুষ্টি বহন করিতে পারে না, যেরূপ ঈশ্বরের চিদ্বিভূতিব্যতিরেকে ঈশ্বরত্ব পুষ্টি লাভ করে না, তদ্রূপ। অতএব তৎ-প্রবিষ্ট কোন্ রসজ্ঞ সখীদিগের পদাশ্রয় না করেন?

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥২০৬॥
কৃষ্ণ-সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ-সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥২০৭॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥২০৮॥
কৃষ্ণলীলামৃত যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ-সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি-সুখ হয় ॥

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃতে (১০/১৬)—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদবিধো-
হ্লাদিনী-নামশক্তেঃ-
সারাংশ-প্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়দলপুষ্পাদি
তুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরস
নিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং
সন্তি যত্তন্ন চিত্রম্ ॥২১০॥

ব্রজসখীগণ শ্রীরাধার তুল্য এবং ব্রজকুমুদ-চন্দ্রেরহ্লাদিনী-নাম্নী শক্তিস্বরূপা শ্রীরাধিকার সারাংশপ্রেমবল্লীর কিসলয়দলপুষ্পাদি-স্বরূপ। কৃষ্ণলীলামৃত-রসসমূহ-দ্বারা পর-মোল্লাসময়ী রাধিকা সিক্তা হইলেই সখীগণ আপনাদিগের সেচন হইতেও শতগুণ অধিক জাতোল্লাসা হন;—ইহা বিচিত্র নয়।

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম ॥২১১॥
নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি' সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ-সঙ্গ হৈতে কোটি-সুখ পায় ॥২১২॥
অন্যোন্য বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট।
তাঁ-সবার প্রেম দেখি' কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥২১৩॥
সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত-কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম ॥২১৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৮৩,২৮৪)
গৌতমীয়তন্ত্র-বাক্য—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥*

নিজেন্দ্রিয়সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাব-বর্য্য ॥২১৬॥
নিজেন্দ্রিয়সুখবাঞ্ছা নাহি গোপীকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার ॥২১৭॥

* আদি ৪র্থ পঃ ১৬৩সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥২১৮॥*

সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয় ॥২১৯॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২২০॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥২২১॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২২২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥

মুনিগণ প্রাণায়ামদ্বারা নিশ্বাস জয়পূর্ব্বক মন ও ইন্দ্রিয়দিগকে দৃঢ়রূপে যোগযুক্ত করিয়া হৃদয়ে যে-ব্রহ্মের উপাসনা করিয়াছিলেন, ভগবানের শত্রুসকলও তাহার অনুধ্যানবলে সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রজস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্পশরীরতুল্য ভুজদণ্ডের সৌন্দর্য্যরূপ তীব্র-বিষকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার পাদপদ্মসুধা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও সেই গোপীদেহ লাভ করিয়া গোপীভাবে তাঁহার পাদপদ্মসুধা পান করিয়াছি।

'সমদৃশঃ' শব্দে কহে 'সেই ভাবে অনুগতি'।
'সমাঃ' শব্দে কহে শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি ॥
'অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধা'য় কহে 'কৃষ্ণসঙ্গানন্দ'।
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ॥২২৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৯/২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২২৬॥

(শ্রীশুকদেব কহিলেন,—) যশোদাপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিমান্ দেহিদিগের পক্ষে যেরূপ সুলভ আত্মভূত জ্ঞানিদিগের পক্ষে সেরূপ ন'ন।

অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥২২৭॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাহাঁঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥২২৮॥
গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥২২৯॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত,—লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৩০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৭/৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥২৩১॥†

এত শুনি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ॥২৩২॥
এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে নিজ-নিজ-কার্য্যে দুঁহে গেলা ॥২৩৩॥
বিদায়-সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
রামানন্দ রায় কহে মিনতি করিয়া ॥২৩৪॥
মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন।
দিন দশ রহি' শোধ মোর দুষ্ট মন ॥২৩৫॥
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে।
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে ॥২৩৬॥
প্রভু কহে,—আইলাঙ শুনি' তোমার গুণ।
কৃষ্ণকথা শুনি' শুদ্ধ করাইতে মন ॥২৩৭॥
যৈছে শুনিলুঁ, তৈছে দেখিলুঁ তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস-জ্ঞানের তুমি সীমা ॥২৩৮॥

* আদি ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† মধ্য ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

দশ দিনের কা-কথা, যাবৎ আমি জীব'।
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছড়িতে নারিব ॥২৩৯॥
নীলাচলে তুমি-আমি থাকিব এক-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥২৪০॥
এত বলি' দুঁহে নিজ-নিজ-কার্য্যে গেলা।
সন্ধ্যাকালে রায় পুনঃ আসিয়া মিলিলা ॥২৪১॥
অন্যোন্যে মিলি' দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা ॥২৪২॥
প্রভু পুছে, রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেই রাত্রে কথা পরস্পর ॥২৪৩॥
প্রভু কহে,—কোন বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?
রায় কহে,—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥২৪৫॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥২৪৬॥
দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥২৪৭॥
মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি' মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত শিরোমণি ॥২৪৮॥
গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ-ধর্ম্ম?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি—যেই গীতের মর্ম্ম ॥
শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥২৫০॥
কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥২৫১॥
ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান ॥২৫২॥
সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাহাঁ বাস?
শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাহাঁ নিত্য-লীলারাস ॥২৫৩॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন ॥২৫৪॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল 'রাধা-কৃষ্ণ' নাম ॥২৫৫॥
মুক্তি ভুক্তি, বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি?
স্থাবরদেহ, দেবদেহ, যৈছে অবস্থিতি ॥২৫৬॥
অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে ॥২৫৭॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্ ॥২৫৮॥
এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা-রসে।
নৃত্য-গীত-রোদনে হৈল রাত্রি-শেষে ॥২৫৯॥
দোঁহে নিজ-নিজ-কার্য্যে চলিলা বিহানে।
সন্ধ্যাকালে রায় আসি' মিলিলা আর দিনে ॥
ইষ্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি' কতক্ষণ।
প্রভুপদ ধরি' রায় করে নিবেদন ॥২৬১॥
'কৃষ্ণতত্ত্ব', 'রাধাতত্ত্ব', 'প্রেমতত্ত্বসার'।
'রসতত্ত্ব' 'লীলাতত্ত্ব' বিবিধ প্রকার ॥২৬২॥
এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন।
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ ॥২৬৩॥
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে, বস্তু প্রকাশে হৃদয় ॥২৬৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/১)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥

এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও লয় যে-তত্ত্ব হইতে হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় হয়, অন্বয়ব্যতিরেক-দ্বারা বিচার করিলে যিনি সমস্ত অর্থ বা ব্যাপারে একমাত্র পরম 'জ্ঞ-তত্ত্ব' অর্থাৎ 'স্বরূপতত্ত্ব' বলিয়া স্থির হন; যিনি দৃশ্যমান জগতে একমাত্র স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্র রাজা; যিনি আদিকবি ব্রহ্মাকে অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন; যাঁহাতে সমস্ত বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের মুহুর্মুহু মোহ জন্মিয়া থাকে; যাঁহাতে তেজোবারিমৃত্তিকা প্রভৃতি ভূতনিচয়ের বিনিময় অর্থাৎ পৃথক্‌রূপ সত্তা; যাঁহাতে তিন প্রকার সৃষ্টি অর্থাৎ চিদুদয়রূপ সৃষ্টি,

জীব-প্রাকট্যরূপ সৃষ্টি ও মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডরূপ সৃষ্টি—সত্যরূপে বর্ত্তমান; সেই আত্মশক্তিদ্বারা নিত্য-কুহক-শূন্য পরমসত্য-তত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমরা ধ্যান করি।

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে।
কৃপা করি' কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ॥২৬৬॥
পহিলে দেখিলুঁ তোমার সন্ন্যাসী স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ ॥২৬৭॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ॥২৬৮॥
তাহাতে প্রকট দেখি স-বংশী বদন।
নানা-ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥২৬৯॥
এইমত তোমা দেখি' হয় চমৎকার।
অকপটে কহ, প্রভু, কারণ ইহার ॥২৭০॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ॥২৭১॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥২৭২॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি ॥২৭৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৭৪॥

যিনি ভাগবতোত্তম, তিনি-সর্ব্বভূতে আত্মার আত্মরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই দেখেন এবং আত্মার আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত-ভূতকে দেখিতে পা'ন।

তত্রৈব (১০/৩৫/৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥২৭৫॥

পুষ্পফলাঢ্য বনলতা ও ভাবদ্বারা অবনত তরু সকল, প্রেমপুলকিত-শরীরযুক্ত বনস্পতি-সকল আত্মগত কৃষ্ণকে প্রকট করতঃ মধুধারা বর্ষণ করিয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহাঁ তাহাঁ রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥২৭৬॥
রায় কহে,—প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি।
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ॥২৭৭॥
রাধিকার ভাবকান্তি করি' অঙ্গীকার।
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥২৭৮॥
নিজ-গূঢ়কার্য্য তোমার—প্রেম আস্বাদন।
আনুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥২৭৯॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর,—তোমার কোন্ ব্যবহার ॥২৮০॥
তবে হাসি' তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ।
'রসরাজ', 'মহাভাব'—দুই এক রূপ ॥২৮১॥
দেখি' রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে।
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে ॥২৮২॥
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি' করাইল চেতন।
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি' বিস্মিত হৈল মন ॥২৮৩॥
আলিঙ্গন করি' প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে অন্যজন ॥২৮৪॥
মোর তত্ত্বলীলা-রস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইলুঁ তোমারে ॥২৮৫॥
গৌর অঙ্গ নহে, মোর—রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্র সুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন ॥
তাঁর ভাবে বিভাবিত করি' আত্ম-মন।
তবে নিজ-মাধুর্য্য করি আস্বাদন ॥২৮৭॥
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম।
লুকাইলে প্রেম-বলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম ॥২৮৮॥
গুপ্তে রাখিহ, কাহাঁ না করিহ প্রকাশ।
আমার বাতুল-চেষ্টা লোকে উপহাস ॥২৮৯॥
আমি—এক বাতুল, তুমি—দ্বিতীয় বাতুল।
অতএব তোমায়-আমায় হই সম-তুল ॥২৯০॥
এইরূপ দশরাত্রি রামানন্দ-সঙ্গে।
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥২৯১॥

নিগূঢ় ব্রজের রস-লীলার বিচার।
অনেক কহিল, তার না পাইল পার ॥২৯২॥
তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্নচিন্তামণি।
কেহ যদি কাহাঁ পোতা পায় একখানি ॥২৯৩॥
ক্রমে উঠাইতে, সেহ উত্তম বস্তু পায়।
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু-রামরায় ॥২৯৪॥
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা।
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা ॥২৯৫॥
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ' নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি' তাহাঁ আসিব অল্পকালে ॥২৯৬॥
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥২৯৭॥
এত বলি' রামানন্দে করি' আলিঙ্গন।
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ॥২৯৮॥
প্রাতঃকালে উঠি' প্রভু দেখি' হনুমান্।
তাঁরে নমস্করি' প্রভু দক্ষিণে করিলা প্রয়াণ ॥
'বিদ্যাপুরে' নানা-মত লোক বৈসে যত।
প্রভু-দর্শনে 'বৈষ্ণব' হৈল, ছাড়ি' নিজমত ॥
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল।
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ॥৩০১॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ রামানন্দের মিলন।
বিস্তারি' বর্ণিতে নারে সহস্র-বদন ॥৩০২॥
সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥৩০৩॥
রাধাকৃষ্ণলীলা—তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥৩০৪॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তাঁর কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥৩০৫॥
'রসতত্ত্ব-জ্ঞান' হয় ইহার শ্রবণে।
'প্রেমভক্তি' হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ॥৩০৬॥
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি' শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥৩০৭॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাস পাইয়ে, তর্কে হয় বহুদূর ॥৩০৮॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁরে মিলে এই ধন ॥৩০৯॥
রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥৩১০॥
দামোদর-স্বরূপের কড়চা-অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন-লীলা করিল প্রচারে ॥৩১১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩১২॥
ইতিশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেমধ্যখণ্ডে রামানন্দ-রায়-সঙ্গোৎসবো নামাষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥১॥
বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদাদি বহুবিধমতরূপ কুম্ভীরগ্রস্ত গজেন্দ্রস্থলীয় দাক্ষিণাত্যবাসী মনুষ্যদিগকে কৃপাচক্রদ্বারা গৌরচন্দ্র উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
দক্ষিণগমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ॥৩॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল ॥৪॥
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ-বামে তীর্থ-গমন হয় ফেরাফেরি ॥৫॥
অতএব নাম-মাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম ॥৬॥
পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন।
যেই গ্রামে যায়, সে গ্রামের যত জন ॥৭॥
সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই 'বৈষ্ণব' করি' ॥৮॥

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার ॥৯॥
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে।
নিজ-নিজ-মত ছাড়ি' হইল বৈষ্ণবে ॥১০॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহ 'তত্ত্ববাদী', কেহ হয় 'শ্রীবৈষ্ণব' ॥১১॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে ॥১২॥

তথাহি—

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! পাহি মাম্।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! রক্ষ মাম্॥

এই শ্লোক পথে পড়ি' করিলা প্রয়াণ।
গৌতমী-গঙ্গায় যাই' কৈল গঙ্গাস্নান ॥১৪॥
মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে যাই' মহেশ দেখিল।
তাহাঁ সব লোকে কৃষ্ণনাম লওয়াইল ॥১৫॥
রামদাস মহাদেবে করিল দরশন।
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন ॥১৬॥
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি।
সিদ্ধবট গেলা যাহাঁ মূর্ত্তি সীতাপতি ॥১৭॥
রঘুনাথ দেখি' কৈল প্রণতি স্তবন।
তাহাঁ এক বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥১৮॥
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়।
'রাম' 'রাম' বিনা অন্য বাণী না কহয় ॥১৯॥
সেই দিন তাঁর ঘরে রহি' ভিক্ষা করি'।
তাঁরে কৃপা করি' আগে চলিলা গৌরহরি ॥২০॥
স্কন্দক্ষেত্র-তীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন।
ত্রিমঠ আইলা, তাহাঁ দেখি' ত্রিবিক্রম ॥২১॥
পুনঃ সিদ্ধবট আইলা সেই বিপ্র-ঘরে।
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ॥২২॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কহ বিপ্র, এই তোমার কোন্ দশা হৈল ॥২৩॥
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম।
এবে কেনে নিরন্তর লও কৃষ্ণনাম ॥২৪॥
বিপ্র বলে,—এই তোমার দর্শন-প্রভাবে।
তোমা দেখি' গেল মোর আজন্ম-স্বভাবে ॥২৫॥
বাল্যাবধি রামনাম-গ্রহণ আমার।
তোমা দেখি' কৃষ্ণনাম আইল একবার ॥২৬॥
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিলা।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে, রামনাম দূরে গেলা ॥২৭॥
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এক হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ॥২৮॥

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৮)—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥২৯॥

অনন্ত সত্যানন্দ-চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগি-সকল রমণ (আনন্দ লাভ) করেন। এই জন্যই পরম-ব্রহ্মবস্তুকে রামনামে অভিহিত করা যায়।

শ্রীধরস্বামি-ধৃত মহাভারতে উঃ পঃ (৭১/৪)—

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥৩০॥

কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তাবাচক; ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। কৃষ্-ধাতুতে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরংব্রহ্ম দুইনাম সমান হইল।
পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥৩১॥

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে (৯), উত্তরখণ্ডে শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামস্তোত্রে (৭২/৩৩৫)—

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥৩২॥

'রাম' 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি রমণ (আনন্দ লাভ) করি। হে বরাননে, একটী রাম-নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৩৩॥

(বিষ্ণুর) পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে

সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই, এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার।
তথাপি লইতে নারি, শুন, হেতু তার ॥৩৪॥
ইষ্টদেব রাম তাঁর নামে সুখ পাই।
সুখ পাঞা রামনাম রাত্রি-দিন গাই ॥৩৫॥
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল।
তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল ॥৩৬॥
সেই কৃষ্ণ তুমি—ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।
এত কহি' বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ॥৩৭॥
তাঁরে কৃপা করি' প্রভু চলিলা আর দিনে।
বৃদ্ধকাশী আসি' কৈল শিব দরশনে ॥৩৮॥
তাহাঁ হৈতে চলি' আগে গেলা এক গ্রামে।
ব্রাহ্মণ-সমাজ তাহাঁ, করিল বিশ্রামে ॥৩৯॥
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে।
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে, না যায় গণনে ॥৪০॥
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি' তাতে প্রেমাবেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, 'বৈষ্ণব' হৈল সর্ব্বদেশ ॥
তার্কিক-মীমাংসক, যত মায়াবাদিগণ।
সাংখ্য, পাতঞ্জল, স্মৃতি, পুরাণ, আগম ॥৪২॥
নিজ-নিজ-শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড।
সর্ব্ব মত দুষি' প্রভু করে খণ্ড খণ্ড ॥৪৩॥
সর্ব্বত্র স্থাপয় প্রভু বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥৪৪॥
হারি' হারি' প্রভুমতে করেন প্রবেশ।
এইমতে 'বৈষ্ণব' করিল দক্ষিণ দেশ ॥৪৫॥
পাষণ্ডী আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব্ব করি' আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ॥৪৬॥
বৌদ্ধাচার্য্য মহা-পণ্ডিত নিজ নব মতে।
প্রভুর আগে উদ্গ্রাহ করি' লাগিলা বলিতে ॥৪৭॥
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে।
তথাপি বলিলা প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে ॥৪৮॥
তর্ক-প্রধান বৌদ্ধ-শাস্ত্র 'নব মতে'।
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে ॥৪৯॥
বৌদ্ধাচার্য্য 'নব প্রশ্ন' সব উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ॥৫০॥
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয় ॥৫১॥
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি' বৌদ্ধ ঘরে গেল।
সকল বৌদ্ধ মিলি' তবে কুমন্ত্রণা কৈল ॥৫২॥
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে ভরিয়া।
প্রভু-আগে নিল 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া ॥৫৩॥
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল।
ওষ্ঠে করি' থালি-সহ অন্ন লঞা গেল ॥৫৪॥
বৌদ্ধগণের উপরে অন্ন পড়ে অমেধ্য হঞা।
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ॥৫৫॥
তেরছে পড়িল থালি,—মাথা কাটি' গেল।
মূর্চ্ছিত হঞা আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ॥৫৬॥
হাহাকার করি' কান্দে সব শিষ্যগণ।
সবে আসি' প্রভু-পদে লইল শরণ ॥৫৭॥
তুমি ত' ঈশ্বর সাক্ষাৎ, ক্ষম অপরাধ।
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ ॥৫৮॥
প্রভু কহে, সবে কহ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
গুরু-কর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি' ॥৫৯॥
তোমা-সবার 'গুরু' তবে পাইবে চেতন।
সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥৬০॥
গুরু-কর্ণে কহে সবে 'কৃষ্ণ' 'রাম' 'হরি'।
চেতন পাঞা আচার্য্য বলে 'হরি' 'হরি' ॥৬১॥
কৃষ্ণ বলি' আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ॥৬২॥
এইরূপে কৌতুক করি' শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন ॥৬৩॥
মহাপ্রভু চলি' আইলা ত্রিপতী-ত্রিমল্লে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি' ব্যেঙ্কটাদ্রে্য চলে ॥৬৪॥
ত্রিপতি আসিয়া কৈল শ্রীরাম দরশন।
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম স্তবন ॥৬৫॥

স্বপ্রভাবে লোক-সবার করাঞা বিস্ময়।
পানা-নৃসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ॥৬৬॥
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল।
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ॥৬৭॥
শিবকাঞ্চী আসিয়া কৈল শিব দরশন।
প্রভাবে 'বৈষ্ণব' কৈল সব শৈবগণ ॥৬৮॥
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি' দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
প্রণাম করিয়া কৈল বহুত স্তবন ॥৬৯॥
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুত করিল।
দিন-দুই রহি' লোকে 'কৃষ্ণভক্ত' কৈল ॥৭০॥
ত্রিমলয় দেখি' গেলা ত্রিকালহস্তী-স্থানে।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিল প্রণামে ॥৭১॥
পক্ষীতীর্থ দেখি' কৈল শিব দরশন।
বৃদ্ধকোল-তীর্থে তবে করিলা গমন ॥৭২॥
শ্বেতবরাহ দেখি' তাঁরে নমস্করি'।
পীতাম্বর-শিব-স্থানে গেলা গৌরহরি ॥৭৩॥
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি' দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ॥৭৪॥
গো-সমাজে শিব দেখি' আইলা বেদাবন।
মহাদেব দেখি' তাঁরে করিলা বন্দন ॥৭৫॥
অমৃতলিঙ্গ-শিব দেখি' বন্দন করিল।
সব শিবালয়ে শৈব 'বৈষ্ণব' হইল ॥৭৬॥
দেবস্থানে আসি' কৈল বিষ্ণু দরশন।
শ্রী-বৈষ্ণবের সঙ্গে তাহাঁ গোষ্ঠী অনুক্ষণ ॥৭৭॥
কুম্ভকর্ণ-কপালে দেখি' সরোবর।
শিব-ক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৭৮॥
পাপনাশনে বিষ্ণু কৈল দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিলা গমন ॥৭৯॥
কাবেরীতে স্নান করি' দেখি' রঙ্গনাথ।
স্তুতি-প্রণতি করি' মানিলা কৃতার্থ ॥৮০॥
প্রেমাবেশে কৈল বহুত গান নর্ত্তন।
দেখি' চমৎকার হৈল সব লোকের মন ॥৮১॥
শ্রী-বৈষ্ণব এক,—'ব্যেঙ্কট ভট্ট' নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥৮২॥
নিজ-ঘরে লঞা কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল লঞা কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥৮৩॥
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি' প্রভু, হৈল উপসন্ন ॥৮৪॥
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণকথা কহি' কৃপায় উদ্ধার' আমারে ॥৮৫॥
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথা-রসে।
ভট্টসঙ্গে গোঙাইল সুখে চারি মাসে ॥৮৬॥
কাবেরীতে স্নান করি' শ্রীরঙ্গ দর্শন।
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন ॥৮৭॥
সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি' সর্ব্বলোক।
দেখিবারে আইসে, দেখে, খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইল নানা-দেশ হৈতে।
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুকে দেখিতে ॥৮৯॥
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর।
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল,—লোকে চমৎকার ॥৯০॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৯১॥
এক এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল ॥৯২॥
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ।
দেবালয়ে আসি' করে গীতা আবর্ত্তন ॥৯৩॥
অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে।
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে ॥৯৪॥
কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে।
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত-মনে ॥৯৫॥
পুলকাশ্রু, কম্প, স্বেদ,—যাবৎ পঠন।
দেখি' আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ॥৯৬॥
মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে, শুন মহাশয়।
কোন্ অর্থ জানি' তোমার এত সুখ হয় ॥৯৭॥
বিপ্র কহে,—মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি, গুরু-আজ্ঞা মানি' ॥৯৮॥
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয় রজ্জুধর।
বসিয়াছেন তাতে,—যেন শ্যামল সুন্দর ॥৯৯॥

অর্জ্জুনেরে কহিলেন হিত-উপদেশ।
তাঁরে দেখি' হয় মোর আনন্দ-আবেশ ॥১০০॥
যাবৎ পড়োঁ, তাবৎ পাঙ তাঁর দরশন।
এই লাগি' গীতা-পাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥১০১॥
প্রভু কহে,—গীতা-পাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ-সার ॥১০২॥
এত বলি' সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু-পদ ধরি' বিপ্র করেন রোদন ॥১০৩॥
তোমা দেখি' তাহা হৈতে দ্বিগুণ সুখ হয়।
সেই কৃষ্ণ তুমি,—হেন মোর মনে লয় ॥১০৪॥
কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হঞাছে নির্ম্মল।
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল ॥১০৫॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করাইল শিক্ষণ।
এই বাত্ কাহাঁ না করিহ প্রকাশন ॥১০৬॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল।
চারি মাস প্রভু-সঙ্গ কভু না ছাড়িল ॥১০৭॥
এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র।
নিরন্তর ভট্ট-সঙ্গে কৃষ্ণকথানন্দ ॥১০৮॥
'শ্রী-বৈষ্ণব' ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥১০৯॥
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব।
হাস্য-পরিহাসে দুঁহে সখ্যের স্বভাব ॥১১০॥
প্রভু কহে,—ভট্ট, তোমার লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা, পতিব্রতা শিরোমণি ॥১১১॥
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ—গোপ, গো-চারক।
সাধ্বী হঞা কেনে চাহে তাঁহার সঙ্গম ॥১১২॥
এই লাগি' সুখভোগ ছাড়ি' চিরকাল।
ব্রত-নিয়ম করি' তপ করিল অপার ॥১১৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৬/৩৬)—

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১১৪॥ *

* মধ্য ৮ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভট্ট কহে, কৃষ্ণ-নারায়ণ—একই স্বরূপ।
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদিরূপ ॥১১৫॥
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম।
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ॥১১৬॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥১১৭॥

'নারায়ণ' ও 'কৃষ্ণে'র স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ।
অধিক লাভ পাইয়ে, আর রাস-বিলাস ॥১১৮॥
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ।
ইহাতে কি দোষ, কেনে কর পরিহাস ॥১১৯॥
প্রভু কহে,—দোষ নাহি, ইহা আমি জানি।
রাস না পাইল লক্ষ্মী, শাস্ত্রে ইহা শুনি ॥১২০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৭/৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥১২১॥ †

লক্ষ্মী কেনে না পাইল, ইহার কি কারণ।
তপ করি' কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ॥১২২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/২৩)—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ‡

শ্রুতি পায়, লক্ষ্মী না পায়, ইথে কি কারণ।
ভট্ট কহে,—ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ॥১২৪॥

† মধ্য ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ৮ম পঃ ২২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥১২৫॥
তুমি সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ, জান নিজকর্ম্ম।
যারে জানাহ, সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম॥১২৬॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ॥১২৭॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন ॥১২৮॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বান্ধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কান্ধে ॥১২৯॥
'ব্রজেন্দ্রনন্দন' বলি' তাঁরে জানে ব্রজজন।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি কোন সম্বন্ধ-মানন ॥১৩০॥
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন।
সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৯/২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥১৩২॥ *

শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরীসুত ভজে গোপীভাব লঞা ॥১৩৩॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ॥১৩৪॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী—প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥১৩৫॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপিকা-অনুগা হঞা না কৈল ভজন ॥১৩৬॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস ॥১৩৭॥
পূর্ব্বে ভট্টের মনে এক ছিল অভিমান।
'শ্রীনারায়ণ' হয়েন স্বয়ং ভগবান্ ॥১৩৮॥
তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি-কক্ষা হয়।
'শ্রী-বৈষ্ণবে'র ভজন এই সর্ব্বোপরি হয় ॥১৩৯॥
এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন।
পরিহাসদ্বারে উঠায় এতেক বচন ॥১৪০॥

* মধ্য ৮ম পঃ ২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রভু কহে,—ভট্ট, তুমি না করিহ সংশয়।
'স্বয়ং ভগবান্' কৃষ্ণ এই ত' নিশ্চয় ॥১৪১॥
কৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি—শ্রীনারায়ণ।
অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের হরে তেঁহ মন ॥১৪২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ †

নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।
অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥১৪৪॥
তুমি যে পড়িলা শ্লোক, সে হয় প্রমাণ।
সেই শ্লোকে আইসে 'কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্' ॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/৫৯)—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ‡

'স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন।
গোপিকার মন হরিতে নারে 'নারায়ণ' ॥১৪৭॥
নারায়ণের কা কথা, শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
গোপিকারে হাস্য করাইতে হয় 'নারায়ণে' ॥১৪৮॥
'চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি' দেখায় গোপীগণের আগে।
সেই 'কৃষ্ণে' গোপিকার নহে অনুরাগে ॥১৪৯॥

ললিতমাধবে (৬/১৪)—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো ভাবস্য কস্তাং কৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবীসঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াম্।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ §

এত কহি' প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া।
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ॥১৫১॥
দুঃখ না ভাবিহ, ভট্ট, কৈলুঁ পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন, যাতে বৈষ্ণব-বিশ্বাস ॥১৫২॥
কৃষ্ণ-নারায়ণ, যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ ॥১৫৩॥

† আদি ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ৯ম পঃ ১১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ১৭শ পঃ ২৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ 'স্বরূপ' ॥১৫৪॥
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ॥১৫৫॥
এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥১৫৬॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/৮৬)
শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন—

মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥১৫৭॥

বৈদুর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তরসম্বন্ধস্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্তভাবনুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।

ভট্ট কহে,—কাহাঁ আমি জীব পামর।
কাহাঁ তুমি সেই কৃষ্ণ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥১৫৮॥
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি।
তুমি যেই কহ, সেই সত্য করি' মানি ॥১৫৯॥
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ।
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দরশন ॥১৬০॥
কৃপা করি' কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা।
যাঁর রূপ-গুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা ॥১৬১॥
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি।
কৃতার্থ করিলে, মোরে কহিলে কৃপা করি' ॥১৬২॥
এত বলি' ভট্ট পড়িলা প্রভুর চরণে।
কৃপা করি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥১৬৩॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্ট-আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ॥১৬৪॥
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট, না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিলা প্রভু অনেক যতনে ॥১৬৫॥
প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈল অচেতন।
এই রঙ্গলীলা করে শচীর নন্দন ॥১৬৬॥
ঋষভ পর্ব্বতে চলি' আইলা গৌরহরি।
নারায়ণ দেখিলা তাহাঁ নতিস্তুতি করি' ॥১৬৭॥
পরমানন্দপুরী তাহাঁ রহে চতুর্ম্মাস।
শুনি' মহাপ্রভু গেলা পুরী-গোসাঞির পাশ ॥
পুরী-গোসাঞির প্রভু কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমে পুরী গোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ॥১৬৯॥
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সেই বিপ্র-ঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে ॥১৭০॥
পুরী-গোসাঞি বলে,—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥১৭১॥
প্রভু কহে,—তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥১৭২॥
তোমার নিকটে রহি,—হেন বাঞ্ছা হয়।
নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয় ॥১৭৩॥
এত বলি' তাঁর ঠাঞি এই আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ॥১৭৪॥
পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে।
মহাপ্রভু চলি' তবে আইলা শ্রীশৈলে ॥১৭৫॥
শিব-দুর্গা রহে তাহাঁ ব্রাহ্মণের বেশে।
মহাপ্রভু দেখি' দোঁহার হইল উল্লাসে ॥১৭৬॥
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি' নিমন্ত্রণ।
নিভৃতে বসি' গুপ্তবার্ত্তা কহে দুইজন ॥১৭৭॥
তাঁর সঙ্গে মহাপ্রভু করি' ইষ্টগোষ্ঠী।
আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরী কামকোষ্ঠী ॥১৭৮॥
দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে।
তাহাঁ দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ-সহিতে ॥১৭৯॥
সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
রামভক্ত সেই বিপ্র—বিরক্ত মহাজন ॥১৮০॥
কৃতমালায় স্নান করি' আইলা তাঁর ঘরে।
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র,—পাক নাহি করে ॥১৮১॥
মহাপ্রভু কহে তাঁরে,—শুন মহাশয়।
মধ্যাহ্ন হৈল, কেনে পাক নাহি হয় ॥১৮২॥
বিপ্র কহে,—প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি।
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি ॥১৮৩॥
বন্য শাক-ফল-মূল আনিবে লক্ষ্মণ।
তবে সীতা করিবেন পাক-প্রয়োজন ॥১৮৪॥

তাঁর উপাসনা শুনি' প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তে-ব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ॥১৮৫॥
প্রভু ভিক্ষা কৈল দিনের তৃতীয়প্রহরে।
নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে ॥১৮৬॥
প্রভু কহে,—বিপ্র কাঁহে কর উপবাস।
কেনে এত দুঃখ, কেনে করহ হুতাশ ॥১৮৭॥
বিপ্র কহে,—মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ॥১৮৮॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে,—ইহা কানে শুনি ॥১৮৯॥
এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায়।
এই দুঃখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায় ॥১৯০॥
প্রভু কহে,—এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা মনে না করহ বিচার ॥১৯১॥
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ের তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক্, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ ॥১৯৩॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা পাঠাইল ॥১৯৪॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥১৯৫॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কু-ভাবনা না করিহ মনে ॥১৯৬॥
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ ॥১৯৭॥
তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন।
কৃতমালায় স্নান করি' আইলা দুর্ব্বশন ॥১৯৮॥
দুর্ব্বশনে রঘুনাথে কৈল দরশন।
মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের কৈল বন্দন ॥১৯৯॥
সেতুবন্ধে আসি' কৈল ধনুস্তীর্থে স্নান।
রামেশ্বর দেখি' তাহাঁ করিল বিশ্রাম ॥২০০॥
বিপ্র-সভায় শুনে তাহাঁ কূর্ম্ম-পুরাণ।
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান ॥২০১॥

পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা—রামের গৃহিণী ॥২০২॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতাকে আবরণ ॥২০৩॥
'মায়াসীতা' রাবণ নিল, শুনিয়া আখ্যানে।
শুনি' মহাপ্রভু হৈল আনন্দিত মনে ॥২০৪॥
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
'মায়াসীতা' দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে ॥২০৫॥
রঘুনাথ আসি' যবে রাবণে মারিল।
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ॥২০৬॥
তবে মায়াসীতা অগ্নে কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য-সীতা আনি' দিল রাম-বিদ্যমান ॥২০৭॥
এ সব সিদ্ধান্ত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি' সেই পত্র নিল ॥২০৮॥
নূতন পত্র লেখাঞা পুস্তকে দেওয়াইল।
প্রতীতি লাগি' পুরাতন পত্র মাগি' নিল ॥২০৯॥
পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি' দিলা ॥২১০॥

কূর্ম্মপুরাণে ও বৃহদগ্নিপুরাণে—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়া-সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥২১১॥
পরীক্ষা-সময়ে বহ্নিং ছায়া-সীতা বিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥২১২॥

সীতাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি 'ছায়াসীতা' প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়া-সীতা হরণ করিয়াছিল; মূলসীতা 'বহ্নিপুরে' রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অগ্নি-দেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত করিলেন।

পত্র পাঞা বিপ্রের হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুর চরণে ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥২১৩॥
বিপ্র কহে,—তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলা দরশন ॥২১৪॥

মহা-দুঃখ হইতে মোরে করিলা নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ॥২১৫॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেই দিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইলুঁ দরশনে ॥২১৬॥
এত বলি' সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল।
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ॥২১৭॥
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি' তাঁরে কৃপা করি'।
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি ॥২১৮॥
তাম্রপর্ণী স্নান করি' তাম্রপর্ণী তীরে।
নয় ত্রিপতি দেখি' বুলে কুতূহলে ॥২১৯॥
চিয়ড়তলা তীর্থে দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তিলকাঞ্চী আসি' কৈল শিব দরশন ॥২২০॥
গজেন্দ্রমোক্ষণ-তীর্থে দেখি' বিষ্ণুমূর্ত্তি।
পানাগড়ি-তীর্থে আসি' দেখিল সীতাপতি ॥
চাম্‌তাপুরে আসি' দেখি' শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
শ্রীবৈকুণ্ঠে আসি' কৈল বিষ্ণু দরশন ॥২২২॥
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন।
কন্যাকুমারী তাহাঁ কৈল দরশন ॥২২৩॥
আম্‌লিতলায় দেখি' শ্রীরাম গৌরহরি।
মল্লার-দেশেতে আইলা যথা ভট্টথারি ॥২২৪॥
তমাল-কার্ত্তিক দেখি' আইল বেতাপনি।
রঘুনাথ দেখি' তাহাঁ বঞ্চিলা রজনী ॥২২৫॥
গোসাঞির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ।
ভট্টথারি-সহ তাহাঁ হৈল দরশন ॥২২৬॥
স্ত্রীধন দেখাঞা তাঁর লোভ জন্মাইল।
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল ॥২২৭॥
প্রাতে উঠি' আইলা বিপ্র ভট্টথারি-ঘরে।
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে ॥২২৮॥
আসিয়া কহেন সব ভট্টথারিগণে।
আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ॥২২৯॥
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ, তুমিহ সন্ন্যাসী।
মোরে দুঃখ দেহ',—তোমার 'ন্যায়' নাহি বাসি ॥
শুনি' সব ভট্টথারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা ॥২৩১॥

তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে।
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টথারি পলায় চারি ভিতে ॥২৩২॥
ভট্টথারি-ঘরে মহা উঠিল ক্রন্দন।
কেশে ধরি' বিপ্রে লঞা করিল গমন ॥২৩৩॥
সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে।
স্নান করি' গেলা আদিকেশব-মন্দিরে ॥২৩৪॥
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হৈলা।
নতি, স্তুতি, নৃত্য, গীত, বহুত করিলা ॥২৩৫॥
প্রেম দেখি' লোকে হৈল মহা-চমৎকার।
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ॥২৩৬॥
মহাভক্তগণসহ তাহাঁ গোষ্ঠী কৈল।
'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়' পুঁথি তাহাঁ পাইল ॥২৩৭॥
পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার।
কম্প-অশ্রু-স্বেদ-স্তম্ভ-পুলক বিকার ॥২৩৮॥
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম।
গোবিন্দমহিমা জ্ঞানের পরম কারণ ॥২৩৯॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার।
সকল-বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥২৪০॥
বহু যত্নে সেই পুঁথি নিল লেখাইয়া।
'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইলা হরষিত হঞা ॥২৪১॥
দিন-দুই পদ্মনাভের কৈল দরশন।
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন ॥২৪২॥
দিন-দুই তাহাঁ করি' কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
পয়স্বিনী আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ॥২৪৩॥
শৃঙ্গেরি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
মৎস্য-তীর্থ দেখি' কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে ॥২৪৪॥
মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাহাঁ 'তত্ত্ববাদী'।
উড়ুপীতে 'কৃষ্ণ' দেখি' তাহাঁ হৈল প্রেমোন্মাদী ॥
'নর্ত্তক-গোপাল' দেখে পরম-মোহনে।
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ॥২৪৬॥
গোপীচন্দন-তলে আছিল ডিঙ্গাতে।
মধ্বাচার্য্য-ঠাঞি আইলা কোনমতে ॥২৪৭॥
মধ্বাচার্য্য আনি' তাঁরে করিলা স্থাপন।
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ ॥২৪৮॥

কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি' প্রভু মহাসুখ পাইল।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত বহুক্ষণ কৈল ॥২৪৯॥
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে 'মায়াবাদী' জ্ঞানে।
প্রথম দর্শনে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে ॥২৫০॥
পাছে প্রেমাবেশ দেখি' হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার ॥২৫১॥
'বৈষ্ণবতা' সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি'।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু কহে গৌরমণি ॥২৫২॥
তাঁ-সবার অন্তরে গর্ব্ব জানি' গৌরচন্দ্র।
তাঁ-সবা-সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ ॥২৫৩॥
তত্ত্ববাদী-আচার্য্য—সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ॥২৫৪॥
সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে ॥২৫৫॥
আচার্য্য কহে,—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ 'সাধন' ॥২৫৬॥
'পঞ্চবিধ মুক্তি' পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
'সাধ্য-শ্রেষ্ঠ' হয়,—এই শাস্ত্র-নিরূপণ ॥২৫৭॥
প্রভু কহে,—শাস্ত্রে কহে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-ফলের 'পরম-সাধন' ॥২৫৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৫/২৩,২৪)—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥২৫৯॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥২৬০॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নবলক্ষণ-সম্পন্না ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়া সাধিত হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়,—ইহাই শাস্ত্রের উত্তম তাৎপর্য্য।

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা ॥২৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥২৬২॥ *

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥২৬৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/৩২)—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ †

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ‡

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২০/৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

যে পর্য্যন্ত কর্ম্মমার্গে নির্ব্বেদ উদিত না হয়, অথবা মৎকথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম কৃত হউক্।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম ॥২৬৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ §

তত্রৈব (৫/১৪/৪৪)—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥২৬৯॥

পত্নী এবং প্রধান-প্রধান-দেবতাদিগের প্রার্থনীয়া সদয়-দৃষ্টিযুক্তা রাজ্যশ্রীকেও ভরত-মহারাজ যে অভিলাষ করেন নাই, তাহা তাঁহার পক্ষে উচিতই (হইয়াছে);

---

* আদি ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ৮ম পঃ ৬২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ৮ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

যেহেতু তাঁহার ন্যায় কৃষ্ণসেবানুরক্ত-মনা সাধুদিগের পক্ষে যখন নির্ব্বাণমুক্তিও তুচ্ছ তখন পার্থিব সুখের ত' কথাই নাই।

তত্রৈব (৬/১৭/২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥২৭০॥

স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকে তুল্যার্থদর্শী নারায়ণ-ভক্তগণ কিছুতেই ভীত হন না।

মুক্তি, কর্ম্ম,—দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ' তুমি 'সাধ্য', 'সাধন' ॥২৭১॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন-লক্ষণ ॥২৭২॥
শুনি' তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি' হইলা বিস্মিত ॥২৭৩॥
আচার্য্য কহে,—তুমি যেই কহ, সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয় ॥২৭৪॥
তথাপি মধ্বাচার্য্য ঐছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ।
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ ॥২৭৫॥
প্রভু কহে,—কর্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥২৭৬॥
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
'সত্যবিগ্রহ ঈশ্বরে' করহ নিশ্চয়ে ॥২৭৭॥
এইমত তাঁর ঘরে গর্ব্ব চূর্ণ করি'।
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি ॥২৭৮॥
ত্রিতকূপে বিশালা করিল দর্শন।
পঞ্চাপ্সরা-তীর্থে আইলা শচীর নন্দন ॥২৭৯॥
গোকর্ণে শিব দেখি' আইলা দ্বৈপায়নি।
সূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসিশিরোমণি ॥২৮০॥
কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি' দেখেন ক্ষীর-ভগবতী।
লাঙ্গ-গণেশ দেখি' দেখেন চোর-পার্ব্বতী ॥২৮১॥
তথা হৈতে পাণ্ডরপুরে আইলা গৌরচন্দ্র।
বিঠ্ঠল-ঠাকুর দেখি' পাইলা আনন্দ ॥২৮২॥
প্রেমাবেশে কৈল বহুত কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
তাহাঁ এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥২৮৩॥
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
ভিক্ষা করি' তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল ॥২৮৪॥
মাধব-পুরীর শিষ্য 'শ্রীরঙ্গ-পুরী' নাম।
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করিলা বিশ্রাম ॥২৮৫॥
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
বিপ্রগৃহে বসি' আছেন, দেখিলা তাঁহারে ॥
প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ড-পরণাম।
অশ্রু, পুলক, কম্প, সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম ॥২৮৭॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা শ্রীরঙ্গ-পুরীর মন।
উঠহ শ্রীপাদ বলি' বলিলা বচন ॥২৮৮॥
শ্রীপাদ, ধর মোর গোসাঞির সম্বন্ধ।
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ ॥২৮৯॥
এত বলি' প্রভুকে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন।
গলাগলি করি' দুঁহে করেন ক্রন্দন ॥২৯০॥
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি' দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা।
ঈশ্বর-পুরীর সম্বন্ধ গোসাঞি জানাইলা ॥২৯১॥
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুঁহার উথলিল।
দুঁহে মান্য করি' দুঁহে আনন্দে বসিল ॥২৯২॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
এইমতে গোঙাইল পাঁচ-সাত দিনে ॥২৯৩॥
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্মস্থান।
গোসাঞি কৌতুকে কহেন, 'নবদ্বীপ' নাম ॥
শ্রীমাধব-পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গ-পুরী।
পূর্ব্বে আসিয়াছিলা তিঁহো নদীয়া-নগরী ॥২৯৫॥
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল।
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহাঁ যে খাইল ॥২৯৬॥
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী, তিঁহো—মহা-পতিব্রতা।
বাৎসল্যে হয়েন তিঁহো যেন জগন্মাতা ॥২৯৭॥
রন্ধনে নিপুণা তাঁ-সম নাহি ত্রিভুবনে।
পুত্রসম স্নেহ করেন সন্ন্যাসী-ভোজনে ॥২৯৮॥
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস।
'শঙ্করারণ্য' নাম তাঁর অল্প বয়স ॥২৯৯॥
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল।
প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গ-পুরী এতেক কহিল ॥৩০০॥

প্রভু কহে,—পূর্ব্বাশ্রমে তিঁহো মোর ভ্রাতা।
জগন্নাথ মিশ্র—পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা ॥৩০১॥
এইমত দুইজনে ইষ্টগোষ্ঠী করি'।
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী ॥৩০২॥
দিন-চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ।
ভীমনদী স্নান করি' করেন বিঠ্‌ঠল দর্শন ॥৩০৩॥
তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে।
নানা তীর্থ দেখি' তাহাঁ দেবতা-মন্দিরে ॥৩০৪॥
ব্রাহ্মণ-সমাজ সব—বৈষ্ণব-চরিত্র।
বৈষ্ণব সকল পড়ে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' ॥৩০৫॥
কৃষ্ণকর্ণামৃত শুনি' প্রভুর আনন্দ হৈল।
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাঞা লৈল ॥৩০৬॥
'কর্ণামৃত' সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে ॥৩০৭॥
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-কৃষ্ণলীলার অবধি।
সেই জানে, যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি ॥৩০৮॥
'ব্রহ্মসংহিতা', 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা।
মহা যত্ন করি' পুঁথি আইলা লঞা ॥৩০৯॥
তাপী স্নান করি' আইলা মাহিষ্মতীপুরে।
নানা তীর্থ দেখি' তাহাঁ নর্ম্মদার তীরে ॥৩১০॥
ধনুস্তীর্থ দেখি' করিলা নির্বিন্ধ্যে স্নানে।
ঋষ্যমূক-গিরি আইলা দণ্ডকারণ্যে ॥৩১১॥
'সপ্ততাল-বৃক্ষ' দেখে কানন-ভিতর।
অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর ॥৩১২॥
সপ্ততাল দেখি' প্রভু আলিঙ্গন কৈল।
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্দ্ধান হৈল ॥৩১৩॥
শূন্যস্থল দেখি' লোকের হৈল চমৎকার।
লোকে কহে, এ সন্ন্যাসী,—রাম-অবতার ॥৩১৪॥
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম।
ঐছে শক্তি কার হয়, বিনা এক রাম? ৩১৫॥
প্রভু আসি' কৈল পম্পা-সরোবরে স্নান।
পঞ্চবটী আসি' তাহাঁ করিল বিশ্রাম ॥৩১৬॥
নাসিকে ত্র্যম্বক দেখি' গেলা ব্রহ্মগিরি।
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ॥৩১৭॥
সপ্ত গোদাবরী আইলা করি' তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর ॥৩১৮॥
রামানন্দ রায় শুনি' প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুসহ মিলন ॥৩১৯॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া।
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঞা ॥৩২০॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দুঁহাকার মন ॥৩২১॥
কতক্ষণে দুই জনা সুস্থির হঞা।
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্রে বসিয়া ॥৩২২॥
তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা।
কর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা,—দুই পুঁথি দিলা ॥৩২৩॥
প্রভু কহে,—তুমি যে 'প্রেম-সিদ্ধান্ত' কহিলে।
এই দুই পুস্তকে সেই রসের সাক্ষী দিলে ॥৩২৪॥
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাঞা।
প্রভু-সহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া ॥৩২৫॥
গোসাঞি আইলা, গ্রামে হৈল কোলাহল।
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ॥৩২৬॥
লোক দেখি' রামানন্দ গেলা নিজ-ঘরে।
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥৩২৭॥
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন।
দুইজনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ ॥৩২৮॥
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রি-দিনে।
পরম-আনন্দে গেল পাঁচ-সাত দিনে ॥৩২৯॥
রামানন্দ কহে,—প্রভু, তোমার আজ্ঞা পাঞা।
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিয়া ॥৩৩০॥
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে।
চলিবার উদ্‌যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে ॥৩৩১॥
প্রভু কহে—এথা মোর এ-নিমিত্তে আগমন।
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন ॥৩৩২॥
রায় কহে,—প্রভু, আগে চল নীলাচলে।
মোর সঙ্গে হাতী-ঘোড়া, সৈন্য-কোলাহলে ॥
দিন দশে ইহা-সবার করি' সমাধান।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব প্রয়াণ ॥৩৩৪॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া।
নীলাচলে চলিলা প্রভু আনন্দিত হঞা ॥৩৩৫॥
যেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈলা আগমন।
সেই পথে চলিলা দেখি' সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ ॥৩৩৬॥
যাঁহা যায়, লোক উঠে হরিধ্বনি করি'।
দেখি' আনন্দিত-মন হৈলা গৌরহরি ॥৩৩৭॥
আলালনাথে আসি' কৃষ্ণদাসে পাঠাইল।
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল ॥৩৩৮॥
প্রভুর আগমন শুনি' নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায় ॥৩৩৯॥
জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ ॥৩৪০॥
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা।
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ্ পাঞা ॥৩৪১॥
প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দ-ক্রন্দন ॥৩৪২॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা।
সমুদ্রের তীরে আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥৩৪৩॥
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গনে ॥৩৪৪॥
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে।
সবা-সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দরশনে ॥৩৪৫॥
জগন্নাথ-দরশন প্রেমাবেশে কৈল।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রুতে শরীর ভাসিল ॥৩৪৬॥
বহু নৃত্যগীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
পাণ্ডাপাল আইল সবে মালা-প্রসাদ লঞা ॥৩৪৭॥
মালা-প্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা।
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা ॥৩৪৮॥
কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর পড়িলা চরণে।
মান্য করি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ॥৩৪৯॥
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা।
মোর ঘরে ভিক্ষা বলি' নিমন্ত্রণ কৈলা ॥৩৫০॥
দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল।
পীঠা-পানা আদি জগন্নাথ যে খাইল ॥৩৫১॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ॥৩৫২॥
ভিক্ষা করাঞা তাঁরে করাইল শয়ন।
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদসম্বাহন ॥৩৫৩॥
প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে।
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে ॥৩৫৪॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে আর লঞা নিজগণ।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি' কৈল জাগরণ ॥৩৫৫॥
প্রভু কহে,—এত তীর্থ কৈলুঁ পর্য্যটন।
তোমা-সম বৈষ্ণব না দেখিলুঁ একজন ॥৩৫৬॥
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।
ভট্ট কহে,—এই লাগি' মিলিতে কহিল ॥৩৫৭॥
তীর্থযাত্রা-কথা এই কৈলুঁ সমাপন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥৩৫৮॥
অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা, তার করি টানাটানি ॥৩৫৯॥
প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন।
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ় প্রেমধন ॥৩৬০॥
চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য্য ছাড়িয়া, মুখে বল 'হরি' 'হরি' ॥৩৬১॥
এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই কহে মর্ম্ম ॥৩৬২॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ, গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি,—স্পর্শি রহি' তীর ॥৩৬৩॥
চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ॥৩৬৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৬৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশ-তীর্থ-ভ্রমণ-নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥১॥

যিনি স্বীয় দর্শনামৃত-বর্ষণদ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টি-হেতু ম্লানভূত ভক্ত-শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥
বসিতে আসন দিল করি' নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে ॥৪॥
শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো—মহা-কৃপাময় ॥৫॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্ব্বজন।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥৬॥
ভট্ট কহে,—যে শুনিলা সব সত্য হয়।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥৭॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজদরশনে ॥৮॥
তথাপি কোন প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥৯॥
রাজা কহে,—জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা।
ভট্ট কহে,—মহান্তের এই এক লীলা ॥১০॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥১১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৩/১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥*

বৈষ্ণবের এই হয় এক স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১৩॥

রাজা কহে,—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে।
পায় পড়ি' যত্ন করি' কেনে না রাখিলে ॥১৪॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—তেঁহো স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নহে পরতন্ত্র ॥১৫॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাযত্ন কৈলুঁ।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, রাখিতে নারিলুঁ ॥১৬॥
রাজা কহে,—ভট্ট, তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ তাতে সত্য মানি ॥১৭॥
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হৈলে আগমন।
একবার দেখি' করি সফল নয়ন ॥১৮॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—তেঁহো আসিবে অল্পকালে।
রহিতে তাঁর এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥১৯॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জনে।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থানে ॥২০॥
রাজা কহে,—ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জ্জন ॥২১॥
এত কহি' রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥২২॥
কাশীমিশ্র কহে,—আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর গৃহে 'প্রভুপাদের' হবে অবস্থান ॥২৩॥
এইমত পুরুষোত্তমবাসী সর্ব্বজন।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥২৪॥
সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইল ॥২৫॥
শুনি' আনন্দিত হৈল সবাকার মন।
সবে আসি' সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥২৬॥
প্রভুর সহিত আমা-সবার করাহ দরশন।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ ॥২৭॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—কালি কাশীমিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন, তাহাঁ মিলা'ব সবারে ॥২৮॥
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥২৯॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাহাঁ মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥৩০॥

---

* আদি ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

দরশন করি' প্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥৩১॥
কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥৩২॥
প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মসাৎ করি' তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ॥৩৩॥
তবে মহাপ্রভু তাহাঁ বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥৩৪॥
সুখী হৈলা দেখি' প্রভু বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব-সমাধান ॥৩৫॥
সার্ব্বভৌম কহে,—প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা।
তুমি অঙ্গীকার কর—কাশীমিশ্রের আশা ॥৩৬॥
প্রভু কহে,—এই দেহ তোমা-সবাকার।
যেই তুমি কহ, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥৩৭॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে বসি'।
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥৩৮॥
এই সব লোক, প্রভু, বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥৩৯॥
তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার।
তৈছে এই সব,—সবে কর অঙ্গীকার ॥৪০॥
জগন্নাথ-সেবক এই, নাম—জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥৪১॥
কৃষ্ণদাস-নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী।
শিখি মাহাতি-নাম এই লিখনাধিকারী ॥৪২॥
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব প্রধান।
জগন্নাথের মহা-সোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম ॥৪৩॥
মুরারি মাহাতি ইঁহ—শিখিমাহাতির ভাই।
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥৪৪॥
চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস,—ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥৪৫॥
প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহ মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥৪৬॥
এ সব বৈষ্ণব—এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥৪৭॥

তবে সবে ভূমে পড়ি' দণ্ডবৎ হঞা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥৪৮॥
হেনকালে আইল তথায় ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥৪৯॥
সার্ব্বভৌম কহে,—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥৫০॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি' কহে রামানন্দ বিবরণ ॥৫১॥
রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায় ॥৫২॥
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥৫৩॥
রায় কহে,—আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম।
তবু তুমি স্পর্শ,—এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥৫৪॥
নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্ম সমর্পিলুঁ আমি তোমার চরণে ॥৫৫॥
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥৫৬॥
আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥৫৭॥
প্রভু কহে,—কি সঙ্কোচ, তুমি নহ পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥৫৮॥
দিন পাঁচ-সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥৫৯॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥৬০॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ-পট্টনায়কে নিকটে রাখিল ॥৬১॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করাইল।
তবে প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥৬২॥
প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য্য, শুনহ ইঁহার চরিত।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত ॥৬৩॥
ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলুঁ উদ্ধারিয়া ॥৬৪॥

এবে আমি ইহাঁ আনি' করিলাঙ বিদায়।
যাঁহা ইচ্ছা, যাহ', আমা-সনে নাহি আর দায় ॥৬৫॥
এত শুনি' কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিল।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি' গেল ॥৬৬॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ॥৬৭॥
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
'আই'কে কহিবে যাই' প্রভুর আগমন ॥৬৮॥
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি' প্রভুর আগমন ॥৬৯॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাঞা।
এত কহি' তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥৭০॥
আর দিনে প্রভু-স্থানে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ' গৌড়-দেশে পাঠাই একজন ॥৭১॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি' শচী 'আই'।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই' ॥৭২॥
একজন যাই' কহুক্ শুভ সমাচার।
প্রভু কহে,—সেই কর, যে ইচ্ছা তোমার ॥৭৩॥
তবে সেই কৃষ্ণদাস গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥৭৪॥
তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ ॥৭৫॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু,—কহে সমাচার ॥৭৬॥
শুনি' আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ ॥৭৭॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥৭৮॥
আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি' নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥৭৯॥
শুনি' আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল।
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-গীত-হুঙ্কার কৈল ॥৮০॥
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, সেন শিবানন্দ ॥৮১॥
আচার্য্যরত্ন, আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি, আর পণ্ডিত গদাধর ॥৮২॥
শ্রীরাম পণ্ডিত, আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত, আর বিজয়, শ্রীধর ॥৮৩॥
রাঘবপণ্ডিত, আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ ॥৮৪॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মেলি' গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥৮৫॥
আচার্য্যের সবে কৈল চরণ বন্দন।
আচার্য্য-গোসাঞি সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥৮৬॥
দিন-দুই-তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে আচার্য্য যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥৮৭॥
সবে মেলি' নবদ্বীপে একত্র হঞা।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥৮৮॥
প্রভুর সমাচার শুনি' কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ-রামানন্দ মিলিলা সবে আসি' ॥৮৯॥
মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥৯০॥
সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে-তীরে আইলা নদীয়া-নগরী ॥৯১॥
আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিলা করিয়া সম্মান ॥৯২॥
প্রভুর আগমন তেঁহ তাহাঁঞি শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥৯৩॥
প্রভুর এক ভক্ত—দ্বিজ 'কমলাকান্ত' নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ॥৯৪॥
সত্বরে আসিয়া তেঁহ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাঞা তাঁহারে ॥৯৫॥
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥৯৬॥
প্রভু কহে,—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি' কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥৯৭॥
পুরী কহে,— তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাঙ নীলাচল-পুরী ॥৯৮॥

দক্ষিণ হৈতে শুনি' তোমার আগমন।
শচী আনন্দিত, আর যত ভক্তগণ ॥৯৯॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি' আইলাঙ ত্বরিতে ॥১০০॥
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল, আর সেবার কিঙ্কর ॥১০১॥
আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর ॥১০২॥
'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে ॥১০৩॥
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥১০৪॥
'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥১০৫॥
পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥১০৬॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এই ত' কারণে।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥১০৭॥
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ।
যোগপট্ট না দিল, নাম হৈল 'স্বরূপ' ॥১০৮॥
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণপ্রেম আনন্দে বিহ্বলে ॥১০৯॥
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥১১০॥
কৃষ্ণরস-তত্ত্ব-বেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥১১১॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, পাছে প্রভু শুনে ॥১১২॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥১১৩॥
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥১১৪॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ ॥১১৫॥
সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে—বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥১১৬॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥১১৭॥
সেই দামোদর আসি' দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১১৮॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে
(৮/১৪)—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।

উঠাঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥১২০॥
কতক্ষণে দুইজনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥১২১॥
তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥১২২॥
স্বরূপ কহে,—প্রভু, মোর ক্ষম' অপরাধ।
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥১২৩॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্য-দেশ ॥১২৪॥
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি' চরণে আনিলা ॥১২৫॥
তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন।

নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥১২৬॥
জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম।
সবা-সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥১২৭॥
পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরী-গোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি' দিল এক কিঙ্কর ॥১২৯॥
আর দিন সার্ব্বভৌম-আদি ভক্ত-সঙ্গে।
বসিয়া আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥১৩০॥
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি' কহে বিনয়-বচন ॥১৩১॥
ঈশ্বর-পুরীর-ভৃত্য—'গোবিন্দ' মোর নাম।
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে যাই' সেবিহ তাঁহারে ॥১৩৩॥
কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা-পদে ধাঞা ॥
গোসাঞি কহিল, 'পুরীশ্বর' বাৎসল্য করে মোরে।
কৃপা করি' মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥
এত শুনি' সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা।
পুরী-গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহে ত' রাখিল ॥
প্রভু কহে,—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥১৩৭॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥১৩৮॥
স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥১৩৯॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটী সুখ স্নেহ-আচরণে।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে ॥১৪০॥
এত বলি' গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন।
গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥১৪১॥
প্রভু কহে,—ভট্টাচার্য্য, করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥১৪২॥
তাঁহারে আপন-সেবা করাইতে না যুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ॥১৪৩॥
ভট্ট কহে,—গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র—প্রমাণ ॥১৪৪॥

রঘুবংশে (১৪/৪৬)—

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ
প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগৃহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং
হ্যবিচারণীয়া ॥১৪৫॥

পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরামকর্ত্তৃক তন্মাতা (রেণুকা) শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন,—ইহা শ্রবণকরিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা — অবিচারণীয়া।

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (২২/৯)—

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥

মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচার-পূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয়; ইহাতে আপনারও শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন-শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥১৪৭॥
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি' সবে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥১৪৮॥
ছোট-বড়-কীর্ত্তনীয়া—দুই হরিদাস।
রামাই, নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥১৪৯॥
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥১৫০॥
আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দরশনে ॥১৫১॥
আজ্ঞা দেহ' যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে,—গুরু তেঁহ, যাব তাঁর ঠাঞি ॥১৫২॥
এত বলি' মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চলি' আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥১৫৩॥

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥১৫৪॥
দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাঞি।
মুকুন্দেরে পুছে,—কাহাঁ ভারতী-গোসাঞি ॥১৫৫॥
মুকুন্দ কহে,—এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে,—তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান ॥১৫৬॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতী-গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ॥১৫৭॥
শুনি' ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইঁহারে ॥১৫৮॥
ভাল কহেন,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি ॥১৫৯॥
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিয়া অন্তর ॥১৬০॥
চর্ম্মাম্বর ছাড়ি' ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি' কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥১৬১॥
ভারতী কহে,—তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুনঃ না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিত্তে ॥১৬২॥
সাম্প্রতিক 'দুই ব্রহ্ম' ইহাঁ 'চলাচল'।
জগন্নাথ—অচল, তুমি—ব্রহ্ম সচল ॥১৬৩॥
তুমি—গৌরবর্ণ, তেঁহ—শ্যামলবরণ।
দুই ব্রহ্মে কৈল সব জগৎ-তারণ ॥১৬৪॥
প্রভু কহে,—সত্য কহি, তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে ॥১৬৫॥
'ব্রহ্মানন্দ' নাম তুমি—গৌর-ব্রহ্ম 'চল'।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন 'অচল' ॥১৬৬॥
ভারতী কহে,—সার্ব্বভৌম, মধ্যস্থ হঞা।
ইঁহার সনে আমার 'ন্যায়' বুঝ' মন দিয়া ॥১৬৭॥
'ব্যাপ্য' 'ব্যাপক' ভাবে 'জীব' 'ব্রহ্মে' জানি।
জীব—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি ॥
চর্ম্ম ঘুচাঞা কৈল আমারে শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে, এই ত' কারণ ॥১৬৯॥

মহাভারতে দানধর্ম্মে (১২৭),
বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে (৯২,৯৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥*
এই সব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর—দ্বিভুজে অঙ্গদ ॥১৭১॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—ভারতী, দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে,—যেই কহ, সেই সত্য হয় ॥১৭২॥
গুরু-শিষ্য ন্যায়ে শিষ্যের সত্য পরাজয়।
ভারতী কহে,—এ নহে, অন্য হেতু হয় ॥১৭৩॥
ভক্ত-ঠাঞি হার' তুমি,—এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥১৭৪॥
আজন্ম করিনু মুঞি 'নিরাকার' ধ্যান।
তোমা দেখি' 'কৃষ্ণ' হৈল মোর বিদ্যমান ॥১৭৫॥
কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে-নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ ॥১৭৬॥
বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার।
ইঁহা দেখি' সেই দশা হইল আমার ॥১৭৭॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলবাক্য—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১৭৮॥

অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধু-লম্পট শঠ কর্ত্তৃক হঠ-ক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

প্রভু কহে,—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥১৭৯॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—তোমার হয় সত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন ॥১৮০॥
প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দরশন ইঁহার ॥১৮১॥
প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', কি কহ সার্ব্বভৌম।
'অতিস্তুতি' হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥১৮২॥

* আদি ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এত বলি' ভারতীরে লঞা নিজ-বাসা আইলা।
ভারতী-গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥১৮৩॥
রামভদ্রাচার্য্য, আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু-পদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥১৮৪॥
কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ-স্থানে ॥১৮৫॥
প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর দরশন।
লোক-ভিড় আগে সব করি' নিবারণ ॥১৮৬॥
যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহাঁ তাহাঁ হয় ॥১৮৭॥
সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ-স্থানে ॥
এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥১৮৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৯০॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব-মিলনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥১॥

শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃত-শরীর শ্রীগৌরচন্দ্র অতিশয় উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া স্বমাধুর্য্যদ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় ডুবাইয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু-স্থানে।
অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥৩॥
প্রভু কহে,—কহ তুমি নাহি কিছু ভয়।
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হৈলে নয় ॥৪॥
সার্ব্বভৌম কহে,—এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠা হঞাছে, তোমা মিলিবারে চায় ॥৫॥
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে 'নারায়ণ'।
সার্ব্বভৌম, কহ কেন অযোগ্য বচন? ৬॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥৭॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৮/২৪)—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষতোঽপ্যসাধু ॥৮॥

শ্রীচৈতন্যদেব খেদের সহিত কহিলেন,—হায়, ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাঁহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী ও স্ত্রী-সন্দর্শন বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু।

সার্ব্বভৌম কহে,—সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা, কিন্তু ভক্তোত্তম ॥৯॥
প্রভু কহে,—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥১০॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৮/২৫)—

আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥১১॥

যেরূপ সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলে মনের ক্ষোভ জন্মে, সেইরূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিলেও ভয় হইয়া থাকে।

ঐছে বাত্ পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ॥১২॥
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ-ঘরে গেলা।
বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য্য চিন্তিত হইলা ॥১৩॥
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা।
পাত্র-মিত্র-সঙ্গে রাজা দরশনে চলিলা ॥১৪॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি' মিলিলা বহুরঙ্গে ॥১৫॥

রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ॥১৬॥
রায়-সঙ্গে প্রভুর দেখি' স্নেহব্যবহার।
সর্ব্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার ॥১৭॥
রায় কহে,—তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার আজ্ঞায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল ॥১৮॥
আমি কহি,—আমা হৈতে না হয় 'বিষয়'।
চৈতন্যচরণে রহোঁ, যদি আজ্ঞা হয় ॥১৯॥
তোমার নাম শুনি' রাজা আনন্দিত হৈল।
আসন হৈতে উঠি' মোরে আলিঙ্গন কৈল ॥২০॥
তোমার নাম শুনি' হৈল মহা-প্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি' করে পিরীতি বিশেষ ॥২১॥
তোমার যে বর্ত্তন, তুমি খাও সেই বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হঞা ভজ চৈতন্যের চরণ ॥২২॥
আমি—ছার, যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই ভজে, তাঁর সফল জীবনে ॥২৩॥
পরম-কৃপালু তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কোন-জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন ॥২৪॥
যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিলুঁ তোমাতে।
তার এক প্রেম-লেশ নাহিক আমাতে ॥২৫॥
প্রভু কহে,—তুমি কৃষ্ণভকত-প্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥২৬॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥২৭॥

আদিপুরাণ-বচন—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ
ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা-
স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥২৮॥

হে পার্থ, যাঁহারা কেবল আমারই ভক্ত, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাঁহাদিগকেই আমার 'উত্তম ভক্ত' বলিয়া জানি।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৯/২১,২২)—

আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥২৯॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্ ॥৩০॥

আমার পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা অভিবন্দন, আমার ভক্তের বিশেষপূজা, সর্ব্বভূতে মৎসম্বন্ধবুদ্ধি, আমার জন্য অঙ্গচেষ্টা, বাক্য দ্বারা আমার গুণ ব্যাখ্যা, আমাতে মন অর্পণ এবং সর্ব্বকাম-বিসর্জ্জন,—এই সকলই ভক্তের লক্ষণ।

লঘুভাগবতামৃতে (২/৪) পদ্মপুরাণবচন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥৩১॥

(মহাদেব কহিলেন,—) হে দেবি, অন্যান্য দেবতার আরাধনাপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; বিষ্ণুর আরাধনা অপেক্ষা ভক্তের অর্চ্চন শ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৭/২০)—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৩২॥

দেবদেব জনার্দ্দনের যাঁহারা নিত্য গান করেন, সেই বৈকুণ্ঠপথগামী কৃষ্ণদাসদিগের সেবা অল্প-তপস্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য।

পুরী, ভারতী-গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ ॥৩৩॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ॥৩৪॥
প্রভু কহে,—রায়, দেখিলে কমলনয়ন?
রায় কহে,—এবে যাই' পাব দরশন ॥৩৫॥
প্রভু কহে,—রায়, তুমি কি কার্য্য করিলে?
ঈশ্বরে না দেখি' কেনে আগে এথা আইলে?
রায় কহে, চরণ—রথ, হৃদয়—সারথি।
যাহাঁ লঞা যায়, তাহাঁ যায় জীব-রথী ॥৩৭॥
আমি কি করিব, মন ইহাঁ লঞা আইল।
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈল ॥৩৮॥

প্রভু কহে,—শীঘ্র গিয়া কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই' কর কুটুম্ব মিলন ॥৩৯॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দরশনে।
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ॥৪০॥
ক্ষেত্রে আসি' রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা।
সার্ব্বভৌমে নমস্করি' তাঁহারে পুছিলা ॥৪১॥
মোর লাগি' প্রভুপদে কৈলে নিবেদন?
সার্ব্বভৌম কহে,—কৈনু অনেক যতন ॥৪২॥
তথাপি না করে তেঁহ রাজ-দরশন।
ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন পুনঃ যদি করি নিবেদন ॥
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা।
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা ॥৪৪॥
পাপী-নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
জগাই-মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ॥৪৫॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি' করিবে জগৎ-নিস্তার।
এই প্রতিজ্ঞা করি' করিয়াছেন অবতার ॥৪৬॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৮/২৯)—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
সংবীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাম্।
মদেকবর্জ্জ্যং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥৪৭॥

অদর্শনীয় নীচজাতিসকলকে দর্শন দিতেছেন, তথাপি আমাকে দর্শন দিবেন না! আমি বিনা সকল জীবকে কৃপা করিবেন, ইহাই স্থির করিয়া কি তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন?

তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবে দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ॥৪৮॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা-ধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ ॥৪৯॥
এত শুনি' সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত।
রাজার অনুরাগ দেখি' হইলা বিস্মিত ॥৫০॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—দেব, না কর বিষাদ।
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ॥৫১॥
তেঁহ—প্রেমাধীন, তোমার প্রেম—গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ॥৫২॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় কর প্রভু দেখিবে যাহায় ॥৫৩॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা।
রথ-আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥৫৪॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি' রাজবেশ ॥৫৫॥
'কৃষ্ণ-রাসপঞ্চাধ্যায়' করিতে পঠন।
একলে যাই' মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ॥৫৬॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি, সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি'।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় 'বৈষ্ণব' জানি' ॥
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম-গুণ।
প্রভু-আগে কহিতে, প্রভুর ফিরি' গেল মন ॥
শুনি' গজপতির মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে এই মন্ত্রণা দৃঢ় কৈল ॥৫৯॥
স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে,—তিন দিন আছয়ে যাত্রারে ॥৬০॥
রাজারে প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয়।
স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ॥৬১॥
স্নানযাত্রা দেখি' প্রভুর হৈল বড় সুখ।
ঈশ্বরের 'অনবসরে' পাইল বড় দুঃখ ॥৬২॥
গোপীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ॥৬৩॥
পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ।
গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে,—কৈল নিবেদন ॥৬৪॥
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা।
প্রভু আইলা,—রাজা-ঠাঞি কহিলেন গিয়া ॥৬৫॥
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য।
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি' কহে,—শুন ভট্টাচার্য্য ॥
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছেন দুইশত।
মহাপ্রভুর ভক্ত, সব—মহাভাগবত ॥৬৭॥
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান।
তাঁ-সবারে চাহি বাসা প্রসাদ-সমাধান ॥৬৮॥

রাজা কহে,—পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব।
বাসা আদি যে চাহিয়ে,—পড়িছা সব দিব ॥৬৯॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হৈতে।
ভট্টাচার্য্য, একে একে দেখাহ আমাতে ॥৭০॥
ভট্ট কহে,—অট্টালিকায় কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবারে, করা'বে দরশন ॥৭১॥
আমি কাহারে নাহি চিনি, চিনিতে মন হয়।
গোপীনাথাচার্য্য সবারে করা'বে পরিচয় ॥৭২॥
এত বলি' তিনজন অট্টালিকায় চড়িল।
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইল ॥৭৩॥
দামোদর-স্বরূপ, গোবিন্দ,—দুইজন।
মালা প্রসাদ লঞা যায়, যাঁহা বৈষ্ণবগণ ॥৭৪॥
প্রথমেতে মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে।
রাজা কহে,—এই দুই কোন্, চিনাহ আমারে ॥
ভট্টাচার্য্য কহে,—এই স্বরূপ-দামোদর।
মহাপ্রভুর হয় ইঁহ দ্বিতীয় কলেবর ॥৭৬॥
দ্বিতীয়, গোবিন্দ—ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিয়া।
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ॥৭৭॥
আদৌমালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল।
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি' তাঁরে দিল ॥
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে।
তাঁরে নাহি চিনে আচার্য্য, পুছিল দামোদরে ॥
দামোদর কহে,—ইঁহার 'গোবিন্দ' নাম।
ঈশ্বর-পুরীর সেবক অতি গুণবান্ ॥৮০॥
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল।
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল ॥৮১॥
রাজা কহে,—যাঁরে মালা দিল দুইজন।
আশ্চর্য্য তেজ,—বড় মহান্ত,—কহ কোন্‌জন?
আচার্য্য কহে,—ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাপ্রভুর মান্যপাত্র, সর্ব্ব-শিরোধার্য্য ॥৮৩॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
বিদ্যানিধি-আচার্য্য, ইঁহ পণ্ডিত-গদাধর ॥৮৪॥
আচার্য্যরত্ন ইঁহ, পণ্ডিত-পুরন্দর।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইঁহ, পণ্ডিত-শঙ্কর ॥৮৫॥

এই মুরারি গুপ্ত, ইঁহ পণ্ডিত নারায়ণ।
হরিদাস ঠাকুর ইঁহ ভুবনপাবন ॥৮৬॥
এই হরি-ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ।
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ॥৮৭॥
গোবিন্দ, মাধব ঘোষ, এই বাসুঘোষ।
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ ॥৮৮॥
রাঘব পণ্ডিত, ইঁহ আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই, শ্রীকান্ত, নারায়ণ ॥৮৯॥
শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয়।
বল্লভ-সেন, এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয় ॥৯০॥
কুলীন-গ্রামবাসী এই সত্যরাজ-খান।
রামানন্দ-আদি সবে দেখ বিদ্যমান ॥৯১॥
মুকুন্দদাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব, আর সুলোচন ॥৯২॥
কতেক কহিব, এই দেখ যত জন।
চৈতন্যের গণ, সব—চৈতন্যজীবন ॥৯৩॥
রাজা কহে,—দেখি' মোর হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥৯৪॥
কোটিসূর্য্য-সম সব—উজ্জ্বল-বরণ।
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন ॥৯৫॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাহাঁ নাহি দেখি' ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥৯৬॥
ভট্টাচার্য্য কহে এই মধুর বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৯৭॥
অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্মপ্রচারণ।
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৯৮॥
সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, আর—কলিহতজন ॥৯৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০০॥*

রাজা কহে,—শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ? ১০১॥

* আদি ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভট্ট কহে,—তাঁর কৃপা-লেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি' লইতে পারে॥
তাঁর কৃপা নহে যারে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে
(১০/১৪/২৯)—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥১০৪॥*

রাজা কহে,—সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসা-গৃহে চলিলা ধাঞা॥১০৫॥
ভট্ট কহে,—এই ত' স্বাভাবিক প্রেম-রীত।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত॥১০৬॥
আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া॥১০৭॥
রাজা কহে,—ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
প্রসাদ লঞা সঙ্গে চলে পাঁচ-সাত॥১০৮॥
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন।
এত মহাপ্রসাদ চাহি'—কহ কি কারণ॥১০৯॥
ভট্ট কহে,—ভক্তগণ আইল জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাঁরা লঞা॥১১০॥
রাজা কহে,—উপবাস, ক্ষৌর—তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাইব অন্ন-পান॥১১১॥
ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি-ধর্ম্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম॥১১২॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা—ক্ষৌর, উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা—প্রসাদ-ভোজন॥১১৩॥
তাহাঁ উপবাস যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু-আজ্ঞা—প্রসাদত্যাগে হয় অপরাধ॥১১৪॥
বিশেষে মহাপ্রভু করে আপনে পরিবেশন।
এত লাভ ছাড়ি' কেনে করিবে উপোষণ॥১১৫॥
পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ-অন্ন আনি' দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি' আমি সে অন্ন খাইল॥১১৬॥
যাঁরে কৃপা করি' করেন হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে বেদ-লোক-ধর্ম্ম॥১১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২৯/৪৬)—

যদা যস্যানুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

যে-কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলেতে আইলা।
কাশীমিশ্র, পড়িছা-পাত্র, দুঁহে আনাইলা॥১১৯॥
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুইজনে।
প্রভু-স্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে॥১২০॥
সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ।
স্বচ্ছন্দ দর্শন করাইহ, নহে যেন বাধ॥১২১॥
প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে, সাবধান হঞা।
আজ্ঞা নহে, তবু করিহ, ইঙ্গিত জানিয়া॥১২২॥
এত বলি' বিদায় দিল সেই দুইজনে।
সার্ব্বভৌম দেখিতে আইল বৈষ্ণব-মিলনে॥
গোপীনাথাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
দুঁহে দেখে দূরে প্রভু-বৈষ্ণব-সম্মিলন॥১২৪॥
সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি' সব বৈষ্ণবগণ।
কাশীমিশ্র-গৃহ-পথে করিলা গমন॥১২৫॥
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ-সঙ্গে।
বৈষ্ণবে মিলিলা আসি' পথে বহুরঙ্গে॥১২৬॥
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥১২৭॥
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম-অস্থির।
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর॥১২৮॥
শ্রীবাসাদি করিল প্রভুর চরণ বন্দন।
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন॥১২৯॥
একে একে সর্ব্বভক্তে কৈল সম্ভাষণ।
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন॥১৩০॥

* মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্প স্থান।
অসংখ্য বৈষ্ণব তাহাঁ হৈল পরিমাণ ॥১৩১॥
আপন-নিকটে প্রভু সবা বসাইলা।
আপনি স্বহস্তে সবারে মাল্য-গন্ধ দিলা ॥১৩২॥
ভট্টাচার্য্য আইলা তবে মহাপ্রভুর স্থানে।
যথাযোগ্য মিলিলা সবাকার সনে ॥১৩৩॥
অদ্বৈতেরে কহেন প্রভু মধুর-বচনে।
আজি আমি পূর্ণ হইলাঙ তোমার আগমনে॥
অদ্বৈত কহে,—ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।
যদ্যপি আপনে পূর্ণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ॥১৩৫॥
তথাপিহ ভক্ত-সঙ্গে হয় সুখোল্লাস।
ভক্ত-সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস ॥১৩৬॥
বাসুদেব দেখি' প্রভু আনন্দিত হঞা।
তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া ॥১৩৭॥
যদ্যপি মুকুন্দ—আমা-সঙ্গে শিশু হৈতে।
তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে॥
বাসু কহে,—মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ।
তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম ॥১৩৯॥
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ।
তোমার কৃপাপাত্র, তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ॥১৪০॥
পুনঃ প্রভু কহে, আমি তোমার নিমিত্তে।
দুই পুস্তক আনিয়াছি 'দক্ষিণ' হইতে ॥১৪১॥
স্বরূপের কাছে আছে, লহ তা লিখিয়া।
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাঞা ॥১৪২॥
প্রত্যেক বৈষ্ণব সবে লিখিয়া লইল।
ক্রমে ক্রমে দুই গ্রন্থ সর্ব্বত্র ব্যাপিল ॥১৪৩॥
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত।
তোমার-চারি-ভাইর আমি হইনু বিক্রীত ॥১৪৪॥
শ্রীবাস কহেন,—কেনে কহ বিপরীত।
কৃপা-মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত ॥১৪৫॥
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে।
সগৌরব-প্রীতি আমার তোমার উপরে ॥১৪৬॥
শুদ্ধ কেবল-প্রেম শঙ্কর উপরে।
অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে ॥১৪৭॥
দামোদর কহে,—শঙ্কর ছোট আমা হৈতে।
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে ॥১৪৮॥
শিবানন্দে কহে প্রভু,—তোমার আমাতে।
গাঢ় অনুরাগ হয়, জানি আগে হৈতে ॥১৪৯॥
শুনি' শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িয়া ॥১৫০॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৮/৪২)
যামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে (২৬)—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ ॥১৫১॥

হে অনন্ত, ভবার্ণবে নিমগ্ন থাকিয়া বহুদিন পরে আপনাকে কূলস্বরূপে লাভ করিয়াছি। হে ভগবান্, আপনিও আমাকে লাভ করিয়া আপনার দয়ার অতি উত্তম পাত্র পাইলেন।

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভুরে না দেখিয়া।
বাহিরেতে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥১৫২॥
মুরারি না দেখিয়া প্রভু করে অন্বেষণ।
মুরারি লইতে ধাঞা আইলা বহুজন ॥১৫৩॥
তৃণ দুইগুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া।
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা ॥১৫৪॥
মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে।
পাছে ভাগে মুরারি, লাগিলা কহিতে ॥১৫৫॥
মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, মুঞি ত' পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে এই কলেবর ॥১৫৬॥
প্রভু কহে,—মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি' মোর বিদীর্ণ হয় মন ॥১৫৭॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন ॥১৫৮॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর।
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ॥১৫৯॥
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি' গুণ গান।

পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান ॥১৬০॥
সবারে সম্মানি' প্রভুর হইল উল্লাস।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে,—কাহাঁ হরিদাস ॥
দূর হৈতে হরিদাস গোসাঞে না দেখিয়া।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি' আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥
মিলন-স্থানে আসি' প্রভুরে না মিলিলা।
রাজপথ-প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ॥১৬৩॥
ভক্ত সব ধাঞা আইল হরিদাসে নিতে।
প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে ॥
হরিদাস কহে,—আমি নীচ-জাতি ছার।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহাঁ পড়ি' রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ ॥১৬৬॥
জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহাঁ পড়ি' রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয় ॥১৬৭॥
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল ॥১৬৮॥
হেনকালে কাশীমিশ্র, পড়িছা,—দুইজন।
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ॥১৬৯॥
সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখি' সুখ বড় পাইলা।
যথাযোগ্য সবা-সনে আনন্দে মিলিলা ॥১৭০॥
প্রভুপদে দুইজনে কৈল নিবেদনে।
আজ্ঞা দেহ',—বৈষ্ণবের করি সমাধানে ॥১৭১॥
সবার করিয়াছি বাসা-গৃহ-স্থান।
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান ॥১৭২॥
প্রভু কহে,—গোপীনাথ, যাহ' বৈষ্ণব লঞা।
যাহাঁ যাহাঁ কহে বাসা, তাহাঁ দেহ' লঞা ॥১৭৩॥
মহাপ্রসাদান্ন দেহ' বাণীনাথ স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণব ইঁহো করিবে সমাধানে ॥১৭৪॥
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে।
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জ্জনে ॥১৭৫॥
সেই ঘর আমাকে দেহ',—আছে প্রয়োজন।
নিভৃতে বসিয়া তাহাঁ করিব স্মরণ ॥১৭৬॥
মিশ্র কহে,—সব তোমার, চাহ কি কারণে?
আপন-ইচ্ছায় লহ, যেই তোমার মনে ॥১৭৭॥
আমি-দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী।
যে চাহ, সেই আজ্ঞা দেহ' কৃপা করি' ॥১৭৮॥
এত কহি' দুইজনে বিদায় লইল।
গোপীনাথ, বাণীনাথ, দুঁহে সঙ্গে নিল ॥১৭৯॥
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসা ঘর।
বাণীনাথ-ঠাঞি দিল প্রসাদ বিস্তর ॥১৮০॥
বাণীনাথ আইলা বহু প্রসাদ পিঠা লঞা।
গোপীনাথ আইলা বাসা সংস্কার করিয়া ॥১৮১॥
মহাপ্রভু কহে,—শুন, সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ।
নিজ-নিজ-বাসা সবে করহ গমন ॥১৮২॥
সমুদ্রস্নান করি' কর চূড়া দরশন।
তবে আজি ইঁহ আসি' করিবে ভোজন ॥১৮৩॥
প্রভু নমস্করি' সবে বাসাতে চলিলা।
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসা স্থান দিলা ॥১৮৪॥
মহাপ্রভু আইলা তবে হরিদাস-মিলনে।
হরিদাস করে প্রেমে নাম-সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৮৫॥
প্রভু দেখি' পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাঞা ॥১৮৬॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু, ভৃত্য-গুণে ॥১৮৭॥
হরিদাস কহে,—প্রভু, না ছুঁইও মোরে।
মুঞি—নীচ, অস্পৃশ্য, পরম-পামরে ॥১৮৮॥
প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥১৮৯॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপো-দান ॥১৯০॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥১৯১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥১৯২॥

হে ভগবান্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্তপ্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত।

এত বলি' তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা স্থানে ॥১৯৩॥
এই স্থানে রহি' কর নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
প্রতিদিন আসি' আমি করিব মিলন ॥১৯৪॥
মন্দিরের চক্র দেখি' করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন ॥১৯৫॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
হরিদাসে মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥১৯৬॥
সমুদ্রস্নান করি' প্রভু আইলা নিজ-স্থানে।
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে ॥১৯৭॥
আসি' জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন।
প্রভুর আবাসে আইলা করিতে ভোজন ॥১৯৮॥
সবারে বসাইলা প্রভু যোগ্য ক্রম করি'।
শ্রীহস্তে পরিবেশন কৈল গৌরহরি ॥১৯৯॥
অল্প অন্ন নাহি আইসে, দিতে প্রভুর হাতে।
দুই-তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে ॥২০০॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
উর্দ্ধ-হস্তে বসি' রহে সর্ব্ব ভক্তগণ ॥২০১॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন।
তুমি না বসিলে, কেহ না করে ভোজন ॥২০২॥
তোমা-সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ।
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ॥২০৩॥
আচার্য্য আসিয়াছেন ভিক্ষার প্রসাদান্ন লঞা।
পুরী, ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ॥
নিত্যানন্দ লঞা ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি।
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি ॥২০৫॥
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিলা।
যত্ন করি' হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইলা ॥২০৬॥
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসীরে লঞা।
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ॥২০৭॥
স্বরূপ, দামোদর, আর জগদানন্দ।
বৈষ্ণবেরে পরিবেশে তিন জনে আনন্দ ॥২০৮॥
নানা পিঠাপানা খায় আনন্দ করিয়া।
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে আনন্দিত হঞা ॥২০৯॥
ভোজন সমাপ্ত হৈল, কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন ॥২১০॥
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ-বাসা গেলা।
সন্ধ্যাকালে আসি' পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ॥২১১॥
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণবগণে ॥২১২॥
সবা লঞা গেলা প্রভু জগন্নাথালয়।
কীর্ত্তন-আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ॥২১৩॥
সন্ধ্যা-ধূপ দেখি' আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আসি' সবারে দিল মাল্য-চন্দন ॥২১৪॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥২১৫॥
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে, বত্রিশ করতাল।
হরিধ্বনি করে সবে, বলে—ভাল, ভাল ॥২১৬॥
কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি' ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥২১৭॥
কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেম উথলি' চলিল।
নীলাচলবাসী লোক ধাঞা আইল ॥২১৮॥
কীর্ত্তন দেখি' সবার মনে হৈল চমৎকার।
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার ॥২১৯॥
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।
প্রদক্ষিণ করি' বুলেন নর্ত্তন করিয়া ॥২২০॥
আগে-পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।
আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ॥২২১॥
অশ্রু, পুলক, কম্প, স্বেদ, গম্ভীর হুঙ্কার।
প্রেমের বিকার দেখি' লোকে চমৎকার ॥২২২॥
পিচ্‌কারি-ধারা জিনি' অশ্রু নয়নে।
চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥২২৩॥

'বেড়ানৃত্য' মহাপ্রভু করি' কতক্ষণ।
মন্দিরের পাছে রহি' করয়ে কীর্ত্তন ॥২২৪॥
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব-নৃত্য করে গৌররায় ॥২২৫॥
বহুক্ষণ নৃত্য করি' প্রভু স্থির হৈলা।
চারি মহান্তেরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ॥
এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ-রায়ে।
অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায়ে ॥২২৭॥
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস নাচে আর সম্প্রদায়-ভিতর ॥২২৮॥
মধ্যে রহি' মহাপ্রভু করেন দরশন।
তাহাঁ এক ঐশ্বর্য্য হইল প্রকটন ॥২২৯॥
চারিদিকে নৃত্যগীত করে যত জন।
সবে কহে,—প্রভু করে আমারে দরশন ॥২৩০॥
চারি জনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ।
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥২৩১॥
দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি' মাত্র জানে।
কেমনে চৌদিকে দেখে,—ইহা নাহি জানে ॥
পুলিন-ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্য-স্থানে।
চৌদিকের সখা কহে,—আমারে নেহানে ॥২৩৩॥
নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে।
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥২৩৪॥
মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন।
দেখি' প্রেমাবেশে ভাসে নীলাচল-জন ॥২৩৫॥
গজপতি রাজা শুনি' কীর্ত্তন-মহত্ত্ব।
অট্টালিকা চড়ি' দেখে স্বগণ-সহিত ॥২৩৬॥
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার।
প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ॥২৩৭॥
কীর্ত্তন-সমাপ্ত্যে প্রভু দেখি' পুষ্পাঞ্জলি।
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি' ॥
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর।
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ॥২৩৯॥
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ॥২৪০॥
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥২৪১॥
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর কীর্ত্তন-বিলাস।
যেবা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ॥২৪২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৪৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'বেড়া-কীর্ত্তন'-বিলাস-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সংমার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ।
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥১॥

গৌরচন্দ্র আত্মীয় ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির সংমার্জ্জন ও প্রক্ষালন করতঃ স্বীয় শীতল ও উজ্জ্বল চিত্তের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া কৃষ্ণের উপবেশন-যোগ্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥৩॥
পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা।
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥৪॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি।
প্রভুর আজ্ঞা হয় যদি, দেখিবার যাই ॥৫॥
ভট্টাচার্য্য লিখিল,—প্রভুর আজ্ঞা না হৈল।
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল ॥৬॥
প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ।
মোর লাগি' তাঁ-সবারে করিহ নিবেদন ॥৭॥
সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয়।
মোর লাগি' প্রভুপদে করিবে বিনয় ॥৮॥

তাঁ-সবার প্রসাদে মিলে শ্রীপ্রভুর পায়।
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ॥৯॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী ॥১০॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি' চিন্তিত হঞা।
ভক্তগণ-পাশ গেলা সেই পত্রী লঞা ॥১১॥
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ।
পিছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন ॥১২॥
পত্রী দেখি' সবার মনে হইল বিস্ময়।
প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়! ১৩॥
সবে কহে,—প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে।
আমি-সব কহি যদি, দুঃখ সে মানিবে ॥১৪॥
সার্ব্বভৌম কহে,—সবে চল একবার।
মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার ॥১৫॥
এত বলি' সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে।
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে ॥১৬॥
প্রভু কহে,—কি কহিতে সবার আগমন?
দেখিয়ে কহিতে চাহ,—না কহ, কি কারণ? ১৭॥
নিত্যানন্দ কহে,—তোমায় চাহি নিবেদিতে।
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে ॥১৮॥
যোগ্যাযোগ্য তোমায় সব চাহি নিবেদিতে।
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ॥১৯॥
কাণে মুদ্রা লই' মুঞি হইব ভিখারী।
রাজ্যভোগ নহে চিত্তে বিনা গৌরহরি ॥২০॥
দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া।
ধরিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া ॥২১॥
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হয় মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥২২॥
তোমা-সবার ইচ্ছা,—এই আমারে লঞা।
রাজাকে মিলহ ইঁহ কটকেতে গিয়া ॥২৩॥
পরমার্থ থাকুক্, লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন ॥২৪॥
তোমা-সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যবে, মিলি তবে তাঁরে ॥২৫॥
দামোদর কহে,—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ॥২৬॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব, তোমাকে বিধি দিব?
আপনি মিলিবে তাঁরে, তাহাও দেখিব ॥২৭॥
রাজা তোমারে স্নেহ করে, তুমি—স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তাঁরে তোমার পরশ ॥২৮॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম-স্বতন্ত্র।
তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র ॥২৯॥
নিত্যানন্দ কহে,—ঐছে হয় কোন্ জন।
যে তোমারে কহে, কর রাজদরশন ॥৩০॥
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ-প্রাণ সে ছাড়য় ॥৩১॥
যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণী সব তাহাতে প্রমাণ।
কৃষ্ণ লাগি' পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ॥৩২॥
এক যুক্তি আছে, যদি কর অবধান।
তুমি না মিলিলেহ তাঁরে, রহে তাঁর প্রাণ ॥৩৩॥
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ', কৃপা করি'।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে, তোমার আশা ধরি' ॥
প্রভু কহে,—তুমি-সব পরম বিদ্বান্।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥৩৫॥
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞি গোবিন্দের পাশ।
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ॥৩৬॥
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌমপাশ দিল।
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠা'ল ॥৩৭॥
বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন।
প্রভুরূপ করি' করে বস্ত্রের পূজন ॥৩৮॥
রামানন্দ রায় যবে 'দক্ষিণ' হৈতে আইলা।
প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ॥৩৯॥
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা।
আপনি মিলন লাগি' কহিতে লাগিলা ॥৪০॥
মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে।
মোরে মিলিবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ॥৪১॥
একসঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে মিলিলা ॥৪২॥

প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার।
প্রসঙ্গ পাঞা ঐছে কহে বার বার ॥৪৩॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ।
রাজপ্রীতি কহি' দ্রবাইল প্রভুর মন ॥৪৪॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে।
রামানন্দ সাধিলেন প্রভুরে মিলিবারে ॥৪৫॥
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈলা নিবেদন।
একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ ॥৪৬॥
প্রভু কহে,—রামানন্দ, কহ বিচারিয়া।
রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হঞা ? ৪৭॥
রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুইকুল-নাশ।
পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস ॥৪৮॥
রামানন্দ কহে,—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র ॥৪৯॥
প্রভু কহে,—আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি ॥৫০॥
শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায় ॥৫১॥
রায় কহে,—যত পাপী করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর-সেবক তোমার ভক্ত গজপতি ॥৫২॥
প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দু-পাতে, কেহ না করে পরশ ॥৫৩॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র—সর্ব্ব-গুণবান্।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম ॥৫৪॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি' মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ॥৫৫॥
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'—এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিবে আপনি ॥৫৬॥
তবে রায় যাই' সব রাজারে কহিলা।
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা ॥৫৭॥
সুন্দর, রাজার পুত্র—শ্যামল-বরণ।
কিশোর-বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন ॥৫৮॥
পীতাম্বর, ধরে অঙ্গে রত্ন-আভরণ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তেঁহ হৈলা 'উদ্দীপন' ॥৫৯॥
তাঁরে দেখি' মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে তাঁর মিলি' কহিতে লাগিল ॥৬০॥
এই—মহাভাগবত, যাঁহার দর্শনে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে ॥৬১॥
কৃতার্থ হইলাঙ আমি ইঁহার দরশনে।
এত বলি' কৈল তাঁরে পুনঃ আলিঙ্গনে ॥৬২॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক বিশেষ ॥৬৩॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নাচে, করয়ে রোদন।
তাঁর ভাগ্য দেখি' শ্লাঘা করে ভক্তগণ ॥৬৪॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি' আমায় মিলিহ,—এই আজ্ঞা দিল ॥
বিদায় হঞা রায় আইল রাজপুত্রে লঞা।
রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া ॥৬৬॥
পুত্রে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥৬৭॥
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন।
প্রভুভক্তগণ-মধ্যে হৈলা একজন ॥৬৮॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে ॥৬৯॥
আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ।
তাহাঁ তাহাঁ ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ॥৭০॥
এইমত নানা-রঙ্গে দিন কত গেল।
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল ॥৭১॥
প্রথমেই কাশীমিশ্রে প্রভু বোলাইল।
পড়িছা-পাত্র, সার্ব্বভৌমে বোলাঞা আনিল ॥
তিনজন-পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল।
গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি' নিল ॥৭৩॥
পড়িছা কহে,—আমি-সব সেবক তোমার।
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥৭৪॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হঞাছে আমারে।
প্রভুর আজ্ঞা যেই, সেই শীঘ্র করিবারে ॥৭৫॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন।
এই এক লীলা কর, যে তোমার মন ॥৭৬॥

কিন্তু ঘট, সংমার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে।
আজ্ঞা দেহ', আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে ॥৭৭॥
নূতন একশত ঘট, শত সংমার্জ্জনী।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রভুর ইচ্ছা জানি' ॥৭৮॥
আর দিনে প্রভাতে লঞা নিজগণ।
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন ॥৭৯॥
শ্রীহস্তে দিল সবারে এক এক মার্জ্জনী।
সবগণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি ॥৮০॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ॥৮১॥
ভিতর মন্দির উপর,—সকল মাজিল।
সিংহাসন মাজি' পুনঃ স্থাপন করিল ॥৮২॥
ছোট-বড়-মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন।
পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন ॥৮৩॥
চারিদিকে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে।
আপনি শোধেন প্রভু, শিখা'ন সবারে ॥৮৪॥
প্রেমোল্লাসে শোধেন, লয়েন কৃষ্ণনাম।
ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ-কাম ॥৮৫॥
ধূলি-ধূসর তনু দেখিতে শোভন।
কাহাঁ কাহাঁ অশ্রুজলে করে সংমার্জ্জন ॥৮৬॥
ভোগমন্দির শোধন করি' শোধিল প্রাঙ্গণ।
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ॥৮৭॥
তৃণ, ধূলি, ঝিঁকুর, সব একত্র করিয়া।
বহির্ব্বাসে লঞা ফেলায় বাহির করিয়া ॥৮৮॥
এইমত ভক্তগণ করি' নিজ-বাসে।
তৃণ, ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম-হরিষে ॥৮৯॥
প্রভু কহে,—কে কত করিয়াছে সংমার্জ্জন।
তৃণ, ধূলি দেখিলেই জানিব পরিশ্রম ॥৯০॥
সবার ঝ্যাটান বোঝা একত্র করিল।
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল ॥৯১॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন।
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ॥৯২॥
সূক্ষ্ম ধূলি, তৃণ, কাঁকর, সব করহ দূর।
ভালমতে শোধন করহ প্রভুর অন্তঃপুর ॥৯৩॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥৯৪॥
আর শত-জন শত-ঘটে জল ভরি'।
প্রথমেই লঞা আছে কাল অপেক্ষা করি' ॥৯৫॥
জল আন' বলি' যবে মহাপ্রভু কহিল।
তবে শত ঘট আনি' প্রভু আগে দিল ॥৯৬॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ-অধো ভিত্তি, গৃহ-মধ্য, সিংহাসন ॥৯৭॥
খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল।
সেই জলে ঊর্দ্ধে শোধি ভিত্তি প্রক্ষালিল ॥৯৮॥
শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জ্জন।
প্রভু-আগে জল আনি' দেয় ভক্তগণ ॥৯৯॥
ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্যে প্রক্ষালন।
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন ॥১০০॥
কেহ জল আনি' দেয় মহাপ্রভুর করে।
কেহ জল দেয় তাঁর চরণ-উপরে ॥১০১॥
কেহ লুকাঞা করে সেই জল পান।
কেহ মাগি' লয়, কেহ অন্যে করে দান ॥১০২॥
ঘর ধুই' প্রণালিকায় জল ছাড়ি' দিল।
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল ॥১০৩॥
নিজ-বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জ্জন।
মহাপ্রভু নিজ-বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ॥১০৪॥
শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জ্জন।
মন্দির শোধিয়া কৈল, যেন নিজ মন ॥১০৫॥
নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে।
আপন-হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ॥১০৬॥
শত-শত জন জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থান নাহি, কেহ কূপে জল ভরে ॥১০৭॥
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লঞা যায়, আর শত জন ॥১০৮॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি' ॥১০৯॥
ঘটে ঘটে ঠেকি' কত ঘট ভাঙ্গি' গেল।
শত শত ঘট লোক তাহাঁ লঞা আইল ॥১১০॥

জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি।
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ॥১১১॥
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' করে ঘটের প্রার্থন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' করে ঘট সমর্পণ ॥১১২॥
যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণনামে।
কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সব-কামে ॥১১৩॥
প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম।
একলে প্রেমাবেশে করে শতজনের কাম ॥১১৪॥
শত-হস্তে করেন যেন ক্ষালন-মার্জ্জন।
প্রতিজন-পাশে যাই' করান শিক্ষণ ॥১১৫॥
ভাল কর্ম্ম দেখি' তারে করে প্রশংসন।
মনে না মিলিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন ॥১১৬॥
তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।
এইমত ভাল কর্ম্ম সেই যেন করে ॥১১৭॥
এ-কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা।
ভাল-মতে করে কর্ম্ম সবে মন দিয়া ॥১১৮॥
তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন।
ভোগমন্দির-আদি তবে কৈল প্রক্ষালন ॥১১৯॥
নাটশালা ধুই' ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ।
পাকশালা-আদি করি' করিল প্রক্ষালন ॥১২০॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল।
সব অন্তঃপুর ভাল মতে ধোয়াইল ॥১২১॥
হেনকালে গৌড়ীয়া এক সুবুদ্ধি সরল।
প্রভুর চরণ-যুগে দিল ঘট-জল ॥১২২॥
সেই জল লঞা আপনে পান কৈল।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর মনে রোষ হৈল ॥১২৩॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ।
ধর্ম্মসংস্থাপন লাগি' বাহিরে মহারোষ ॥১২৪॥
শিক্ষা লাগি' স্বরূপে ডাকি' কহিল তাঁহারে।
এই দেখ তোমার 'গৌড়ীয়া'র ব্যবহারে ॥১২৫॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল।
সেই জল আপনি লঞা পান কৈল ॥১২৬॥
এই অপরাধে মোর কাহাঁ হবে গতি।
তোমার 'গৌড়ীয়া' করে এতেক দুর্গতি! ১২৭॥

তবে স্বরূপ-গোসাঞি তার ঘাড়ে হাত দিয়া।
ঢেকা মারি' পুরীর বাহির রাখিলেন লঞা ॥১২৮॥
পুনঃ আসি' প্রভু-পায় করিল বিনয়।
অজ্ঞে অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায় ॥১২৯॥
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
সারি করি' দুই পাশে সবারে বসাইল ॥১৩০॥
আপনে বসিয়া মাঝে, আপনার হাতে।
তৃণ, কাঁকর, কুটা লাগিলা কুড়াইতে ॥১৩১॥
কে কত কুড়ায়, সব একত্র করিব।
যার অল্প, তার ঠাঞি পিঠা-পানা লইব ॥১৩২॥
এইমত সব পুরী করিল শোধন।
শীতল, নির্ম্মল কৈল,—যেন নিজ-মন ॥১৩৩॥
প্রণালিকা ছাড়ি' যদি পানি বহাইল।
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ॥১৩৪॥
এইমত পুরদ্বার-আগে পথ যত।
সকল শোধিল, তাহা কে বর্ণিবে কত ॥১৩৫॥
নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির শোধিল।
ক্ষণেক বিশ্রাম করি' নৃত্য আরম্ভিল ॥১৩৬॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করেন প্রভু মত্তসিংহ-সম ॥১৩৭॥
স্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্যাশ্রু, পুলক, হুঙ্কার।
নিজ-অঙ্গ ধুই' আগে চলে অশ্রুধার ॥১৩৮॥
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন।
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ॥১৩৯॥
মহা-উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল ॥১৪০॥
স্বরূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদা ভায়।
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায় ॥১৪১॥
এইমত কতক্ষণ নৃত্য যে করিয়া।
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় জানিয়া ॥১৪২॥
আচার্য্য-গোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল-নাম।
নৃত্য করিতে তাঁরে আজ্ঞা দিল গৌরধাম ॥১৪৩॥
প্রেমাবেশে নৃত্য করি' হইলা মূর্চ্ছিতে।
অচেতন হঞা তেঁহ পড়িলা ভূমিতে ॥১৪৪॥

আস্তে-ব্যস্তে আচার্য্য তাঁরে কৈল কোলে।
শ্বাস-রহিত দেখি' আচার্য্য হৈলা বিকলে ॥১৪৫॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি' মারে জল-ছাঁটি।
হুঙ্কারের শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি' ॥১৪৬॥
অনেক করিল, তবু না হয় চেতন।
আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ॥১৪৭॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর বুকে হস্ত দিল।
উঠহ গোপাল বলি' উচ্চৈঃস্বরে কহিল ॥১৪৮॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন।
'হরি' বলি' নৃত্য করে সর্ব্বভক্তগণ ॥১৪৯॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপে করি' করিলুঁ বর্ণন ॥১৫০॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া।
স্নান করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা ॥১৫১॥
তীরে উঠি' পরি' সবে শুষ্ক বসন।
নৃসিংহ-দেবে নমস্করি' গেলা উপবন ॥১৫২॥
উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা।
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা ॥১৫৩॥
কাশীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা—দুইজন।
পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥১৫৪॥
তত অন্ন-পিঠা-পানা, সব পাঠাইল।
দেখি' মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ॥১৫৫॥
পুরী-গোসাঞি, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
অদ্বৈত-অচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥১৫৬॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর।
শঙ্কর, নন্দনাচার্য্য, আর রাঘব, বক্রেশ্বর ॥১৫৭॥
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম।
পিণ্ডার উপরে প্রভু বৈসে লঞা ভক্তগণ ॥১৫৮॥
তার তলে, তার তলে করি' অনুক্রম।
উদ্যান ভরি' বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ॥১৫৯॥
'হরিদাস' বলি' প্রভু ডাকে ঘনে ঘন।
দূরে রহি' হরিদাস করে নিবেদন ॥১৬০॥
ভক্ত-সঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার।
এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি মুঞি ছার ॥১৬১॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে।
মন জানি' প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে ॥১৬২॥
স্বরূপ গোসাঞি, জগদানন্দ, দামোদর।
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ॥১৬৩॥
পরিবেশন করে তাহাঁ এই সাতজন।
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ ॥১৬৪॥
পুলিন-ভোজন কৃষ্ণ পূর্ব্বে যৈছে কৈল।
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ॥১৬৫॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অস্থির।
সময় বুঝিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ॥১৬৬॥
প্রভু কহে, মোরে দেহ' লাফ্‌রা-ব্যঞ্জনে।
পিঠা-পানা, অমৃত-গুটিকা দেহ' ভক্তগণে ॥
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন, যাঁরে যেই ভায়।
তাঁরে তাঁরে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায় ॥১৬৮॥
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে।
প্রভুর পাতে ভাল-দ্রব্য দেন আচম্বিতে ॥১৬৯॥
যদ্যপি দিলে প্রভু তাঁরে করেন রোষ।
বলে-ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ॥১৭০॥
পুনরপি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ।
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ॥১৭১॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস।
তাঁর আগে কিছু খা'ন—মনে ঐ ত্রাস ॥১৭২॥
স্বরূপ-গোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা।
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাঞা ॥১৭৩॥
এই মহাপ্রসাদ অল্প করহ আস্বাদন।
দেখ, জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ॥১৭৪॥
এত বলি' আগে কিছু করে সমর্পণ।
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ॥১৭৫॥
এইমত দুই জন করে বার বার।
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার ॥১৭৬॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাঞাছেন বাম-পাশে।
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি' সার্ব্বভৌম হাসে ॥১৭৭॥
সার্ব্বভৌমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম।
স্নেহ করি' বার বার করান ভোজন ॥১৭৮॥

গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি'।
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী ॥১৭৯॥
কাহাঁ ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার।
কাহাঁ এই পরমানন্দ,—করহ বিচার ॥১৮০॥
সার্ব্বভৌম কহে,—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ-সিদ্ধি ॥১৮১॥
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয় ॥১৮২॥
তার্কিক শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥১৮৩॥
কাহাঁ বহির্ম্মুখ তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গে।
কাহাঁ এই সঙ্গসুধা-সমুদ্র-তরঙ্গে ॥১৮৪॥
প্রভু কহে,—পূর্ব্বে সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি।
তোমা-সঙ্গে আমা-সবার হৈল কৃষ্ণে মতি ॥১৮৫॥
ভক্ত-মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে ॥১৮৬॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে, সব ভক্তের নাম লঞা।
পিঠা-পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া ॥১৮৭॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ বসিয়াছেন এক ঠাঞি।
দুই জনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই ॥১৮৮॥
অদ্বৈত কহে,—অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি।
ভোজন করিলুঁ, না জানি হবে কোন্ গতি ॥১৮৯॥
প্রভু ত' সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয়।
অন্ন-দোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ॥১৯০॥
'নান্নদোষেণ মস্করী'—এই শাস্ত্র-প্রমাণ।
আমি ত' গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান ॥
জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার।
তার সঙ্গে এক পংক্তি—বড় অনাচার ॥১৯২॥
নিত্যানন্দ কহে,—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য।
'অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে' বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য ॥১৯৩॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
'এক' বস্তু বিনা সেই 'দ্বিতীয়' নাহি মানে ॥১৯৪॥
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন।
না জানি, তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ॥১৯৫॥

এইমত দুই জনে করে বলাবলি।
ব্যাজ-স্তুতি করে দুঁহে, যেন গালাগালি ॥১৯৬॥
তবে প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের নাম লঞা।
মহাপ্রসাদ দেন মহা-অমৃত সিঞ্চিয়া ॥১৯৭॥
ভোজন করি' উঠে সবে হরিধ্বনি করি'।
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি' ॥১৯৮॥
তবে মহাপ্রভু সব নিজ-ভক্তগণে।
সবাকারে শ্রীহস্তে দিলা মাল্য-চন্দনে ॥১৯৯॥
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন।
গৃহের ভিতরে কৈল প্রসাদ ভোজন ॥২০০॥
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ॥২০১॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি' নিল।
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল ॥২০২॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা।
'ধোয়াপাখলা' নাম কৈল এই এক লীলা ॥
আর দিনে জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব' নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান ॥২০৪॥
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভুর অদর্শনে।
দর্শন করিয়া লোক সুখ পাইল মনে ॥২০৫॥
মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন ॥২০৬॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লঞা ॥২০৭॥
প্রভুর আগে পুরী, ভারতী—দুঁহার গমন।
স্বরূপ, অদ্বৈত,—দুঁহের পার্শ্বে দুইজন ॥২০৮॥
পাছে পাছে চলি' যায় আর ভক্তগণ।
উৎকণ্ঠাতে গেলা সব জগন্নাথ-ভবন ॥২০৯॥
দর্শন-লোভেতে করি' মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
ভোগ-মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ॥২১০॥
তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র—ভ্রমর-যুগল।
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদন কমল ॥২১১॥
প্রফুল্ল-কমল জিনি' নয়ন যুগল।
নীলমণি-দর্পণ-কান্তি গণ্ড ঝলমল ॥২১২॥

বান্ধুলীর ফুল জিনি' অধর সুরঙ্গ।
ঈষৎ হসিত কান্তি—অমৃত-তরঙ্গ ॥২১৩॥
শ্রীমুখ-সুন্দরকান্তি বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে।
কোটিভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে মধু পানে ॥২১৪॥
যত পিয়ে, তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর।
মুখাম্বুজ ছাড়ি' নেত্র না যায় অন্তর ॥২১৫॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দরশন ॥২১৬॥
স্বেদ, কম্প, অশ্রু-জল বহে সর্ব্বক্ষণ।
দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ ॥২১৭॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন।
ভোগের সময়ে প্রভু করেন কীর্ত্তন ॥২১৮॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা।
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভুরে লঞা গেলা ॥২১৯॥
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক জানিয়া।
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ॥২২০॥
গুণ্ডিচা-গৃহ-মার্জ্জন সংক্ষেপে কহিল।
যাহা দেখি' শুনি' পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল ॥২২১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২২॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচা-গৃহমার্জ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥

জগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্য জয়যুক্ত হউন; তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং জগন্নাথও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
জয় শ্রোতাগণ, শুন, করি' এক মন।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন ॥৩॥
আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান।
রাত্রে উঠি' গণ-সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ॥৪॥
পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি' সিংহাসন ॥৫॥
আপনি প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥৬॥
অদ্বৈত, নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন ॥৭॥
বলিষ্ঠ 'দয়িতা' গণ—যেন মত্ত হাতী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি ॥৮॥
কতক দয়িতা করে স্কন্দ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম-চরণ ॥৯॥
কটিতটে বদ্ধ, দৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুই দিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি' ॥১০॥
উচ্চ দৃঢ় তূলী সব পাতি' স্থানে স্থানে।
এক তূলী হৈতে ত্বরায় আর তূলী আনে ॥১১॥
প্রভু-পদাঘাতে তূলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তূলা সব উড়ি' যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥১২॥
বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥১৩॥
মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' করি ধ্বনি।
নানা-বাদ্য-কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥১৪॥
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন ॥১৫॥
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে ॥১৬॥
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥১৭॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥১৮॥
রথের সাজনি দেখি' লোকে চমৎকার।
নব হেমময় রথ—সুমেরু-আকার ॥১৯॥

শত শত সু-চামর-দর্পণে উজ্জ্বল।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্ম্মল ॥২০॥
ঘাঘর, কিঙ্কিণী বাজে, ঘণ্টার ক্বণিত।
নানা চিত্র-পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥২১॥
লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা, হলধর ॥২২॥
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥২৩॥
তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে।
রথে চড়ি' বাহির হৈল বিহার করিতে ॥২৪॥
সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম।
দুই দিকে টোটা সব,—যেন বৃন্দাবন ॥২৫॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন।
দুইপার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত-মন ॥২৬॥
'গৌড়' সব রথ টানে করিয়া আনন্দ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ ॥২৭॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥২৮॥
তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ।
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য-চন্দন ॥২৯॥
পরমানন্দ পুরী, আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥৩০॥
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুঁহার হইল আনন্দ ॥৩১॥
কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য-চন্দন।
স্বরূপ, শ্রীবাস,—যাঁহা মুখ্য দুই জন ॥৩২॥
চারি সম্প্রদায় হৈল চব্বিশ গায়ন।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি' হৈল অষ্ট জন ॥৩৩॥
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া।
চারি সম্প্রদায়ে দিল গায়ন বাঁটিয়া ॥৩৪॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে।
চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥৩৫॥
প্রথম-সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ—প্রধান।
আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালিগান ॥৩৬॥
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ।
রাঘব পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥৩৭॥
অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল।
শ্রীবাস—প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥৩৮॥
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ।
শ্রীরাম পণ্ডিত, তাহাঁ নাচে নিত্যানন্দ ॥৩৯॥
বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায়।
মুকুন্দ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥৪০॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুইজন।
হরিদাস ঠাকুর তাহাঁ করেন নর্ত্তন ॥৪১॥
গোবিন্দ ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, যাঁহা গায় ॥৪২॥
মাধব, বাসুদেব ঘোষ,—দুই সহোদর।
নৃত্য করেন তাহাঁ পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥৪৩॥
কুলীন-গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ।
তাহাঁ নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ ॥৪৪॥
শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায়।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥৪৫॥
খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন।
নরহরি নাচে তাহাঁ শ্রীরঘুনন্দন ॥৪৬॥
জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥৪৭॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল।
যার ধ্বনি শুনি' বৈষ্ণব হৈল পাগল ॥৪৮॥
বৈষ্ণবের মেঘ-ঘটায় হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্র-জল ॥৪৯॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥৫০॥
সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি'।
'জয় জগন্নাথ', বলেন হস্তযুগ তুলি' ॥৫১॥
আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥৫২॥
সবে কহে,—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যান আমারে দয়ায় ॥৫৩॥

কেহ লক্ষিত নারে প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥৫৪॥
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
সঙ্কীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥৫৫॥
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে শরীর যাঁর হৈল প্রেমময় ॥৫৬॥
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা।
কাশীমিশ্র কহে,—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥৫৮॥
যারে তাঁর কৃপা, সেই জানিবারে পারে।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥৫৯॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি' প্রভুর তুষ্ট মন।
সেই ত' প্রসাদে পাইল 'রহস্য দর্শন' ॥৬০॥
সাক্ষাতে না দেয় দেখা, পরোক্ষে ত' দয়া।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥৬১॥
সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র,—দুই মহাশয়।
রাজারে প্রসাদ দেখি' হইলা বিস্ময় ॥৬২॥
এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ।
আপনে গায়েন, নাচা'ন নিজ-ভক্তগণ ॥৬৩॥
কভু এক মূর্ত্তি, কভু হন বহু-মূর্ত্তি।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥৬৪॥
লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান।
ইচ্ছা জানি' 'লীলা শক্তি' করে সমাধান ॥৬৫॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥৬৬॥
ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥৬৭॥
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য-রঙ্গে।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥৬৮॥
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথে আরোহণ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥৬৯॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন।
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥৭০॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ।
আপন-উদ্‌যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥৭১॥
আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥৭২॥
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥৭৩॥
উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥৭৪॥
এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায়।
আর সব সম্প্রদায় চারি দিকে গায় ॥৭৫॥
দণ্ডবৎ করি' প্রভু যুড়ি' দুই হাত।
উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি' জগন্নাথ ॥৭৬॥

বিষ্ণুপুরাণে (১/১৯/৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥৭৭॥

ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতস্বরূপ, জগতের মঙ্গলস্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে নমস্কার করি।

পদ্যাবলীতে (১০৮)-ধৃত মুকুন্দমালাস্তোত্রে—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥৭৮॥

এই দেবকীনন্দন দেবতা জয়যুক্ত হউন; এই বৃষ্ণিবংশ-প্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন; এই নবজলধর-শ্যাম কোমলাঙ্গ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন; পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৯০/৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥৭৯॥

জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ (দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ-কারি-রূপে খ্যাত), যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহু

দ্বারা অধর্ম্মনাশকারী, স্থাবর-জঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুর-বনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

পদ্যাবলীতে (৭৪)-ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোক—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥৮০॥

আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়-রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই, অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

এত পড়ি' পুনরপি করিল প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥৮১॥
উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
চক্র-ভ্রমি ক্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥৮২॥
নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর-শৈল মহী করে টলমল ॥৮৩॥
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥৮৪॥
আছাড় খাঞা পড়ে ভূমে গড়ি' যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥৮৫॥
নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত প্রসারিয়া।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥৮৬॥
প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে বার বার ॥৮৭॥
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥৮৮॥
কাশীশ্বর-মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥৮৯॥
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ।
মণ্ডল হঞা করে লোক নিবারণ ॥৯০॥
হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হঞা ॥৯১॥
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥৯২॥
রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি' কহে,—হও এক-পাশ ॥
নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে।
বার বার ঠেলে, তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে ॥৯৪॥
চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন ॥৯৫॥
ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥৯৬॥
ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥৯৭॥
প্রভুর নৃত্য দেখি' লোকে হৈল চমৎকার।
অন্য আছুক্ জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥৯৮॥
রথ স্থির কৈল, আগে না করে গমন।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥৯৯॥
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস।
নৃত্য দেখি' দুইজনার শ্রীমুখেতে হাস ॥১০০॥
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয় সমকাল ॥১০১॥
মাংস-ব্রণ সম রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥১০২॥
এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়।
লোকে জানে, দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥১০৩॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
'জজ গগ' 'জজ গগ'—গদ্গদ-বচন ॥১০৪॥
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল।
আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥১০৫॥
দেহ-কান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ।
কভু দেখি যেন মল্লিকা-পুষ্পসম ॥১০৬॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায়।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ॥১০৭॥

কভু ভূমে পড়ে, কভু শ্বাস হয় হীন।
যাহা দেখি' ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥১০৮॥
কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥১০৯॥
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান।
কৃষ্ণপ্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥১১০॥
এইমত তাণ্ডব-নৃত্য কৈল কতক্ষণ।
ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥১১১॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি' স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥১১২॥
সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু ॥১১৩॥ধ্রু॥
এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥১১৪॥
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন।
আগে নৃত্য করি' চলেন শচীর নন্দন ॥১১৫॥
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে, গায়।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥১১৬॥
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয়।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥১১৭॥
গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে-ধীরে ॥১১৮॥
এইমত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥১১৯॥
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥১২০॥

কাব্যপ্রকাশে (১/৪),
সাহিত্য-দর্পণে (১/১০) ও
পদ্যাবলীতে (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥*

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥১২২॥
এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥১২৩॥
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥১২৪॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥১২৫॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥১২৬॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ॥১২৭॥
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥১২৮॥
ইহাঁ রাজ-বেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ॥১২৯॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখসমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ ॥১৩০॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥১৩১॥
ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা-বচন।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥১৩২॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক।
সেই সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক ॥১৩৩॥
স্বরূপ-গোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার।
শ্রীরূপ-গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥১৩৪॥
স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥১৩৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮২/৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥১৩৬॥†

* মধ্য ১ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† মধ্য ১ম পঃ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

অস্যার্থঃ—যথা রাগঃ

আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমর পূর্ণ কৃপা মানি ॥১৩৭॥

প্রাণনাথ, শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ—আমার সদন, তাহাঁ তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥১৩৮॥ধ্রু॥

পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায়।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায় ॥১৩৯॥

চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥১৪০॥

নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাঢ়ে রোষ ॥১৪১॥

দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসারকূপ কাহাঁ তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার ॥১৪২॥

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা ॥১৪৩॥

বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্গুণ, সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে—আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥১৪৪॥

না গণি আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে? ১৪৫॥

তোমার যে অন্য বেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ॥১৪৬॥

তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—সকল ব্রজের সম্পদ্।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥১৪৭॥

পুনর্যথা রাগঃ—

শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে জানি',
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি', আপনাকে 'ঋণী' মানি',
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥১৪৮॥

প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এই সত্য-বচন।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রি-দিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥১৪৯॥ধ্রু॥

ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম।
তাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি—মোর জীবনের জীবন ॥১৫০॥

তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল।
তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥১৫১॥

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে,—এ সত্য প্রমাণ।
মোর দশা শোনে যবে, তাঁর এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥১৫২॥

সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে।
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥১৫৩॥

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি-নিতি।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি', পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাহাঁ তুমি মানহ মোর স্ফূর্ত্তি ॥১৫৪॥
মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম—পরম প্রবল।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা-সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥১৫৫॥
যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈলুঁ সব ক্ষয়।
আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি' বৃন্দাবন,
আইলাম আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥১৫৬॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা।
যেবা স্ত্রী-পুত্র-ধনে, করি রাজ্য-আবরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥১৫৭॥
তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ বিশে।
পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে, ব্রজবধূ তোমা-সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে ॥১৫৮॥
এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল।
সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যে প্রতীতি হইল ॥১৫৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮২/৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥*

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে।
রাত্রি-দিনে ঘরে বসি' করে আস্বাদনে ॥১৬১॥
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হঞা।
শ্লোক পড়ি' নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা ॥১৬২॥
স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন ॥১৬৩॥

* আদি ৪র্থ পঃ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ।
আবিষ্ট হঞা করে গান আস্বাদন ॥১৬৪॥
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া।
তর্জ্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা ॥১৬৫॥
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি' দামোদর।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥১৬৬॥
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্ ॥১৬৭॥
শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ-কমল।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল ॥১৬৮॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল।
মাল্য, বস্ত্র, দিব্য অলঙ্কার, পরিমল ॥১৬৯॥
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ, ঝঞ্ঝা-বাত তৎক্ষণে উঠিল ॥১৭০॥
আনন্দোন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ।
নানা-ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ-রঙ্গ ॥১৭১॥
ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য।
সঞ্চারী সাত্ত্বিক, স্থায়ী স্বভাব-প্রাবল্য ॥১৭২॥
প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ-হেমাচল।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥১৭৩॥
দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত-মন।
প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥১৭৪॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥১৭৫॥
প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি' হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥১৭৬॥
প্রেমে নাচে, গায়, লোক, করে কোলাহল।
প্রভু-নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ-মঙ্গল ॥১৭৭॥
অন্যের কি কাজ, জগন্নাথ-হলধর।
প্রভুর-নৃত্য দেখি' সুখে চলিলা মন্থর ॥১৭৮॥
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি'।
সে কৌতুক যে দেখিল, সেই তার সাক্ষী ॥১৭৯॥
এইমত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥১৮০॥

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল ॥১৮১॥
রাজা দেখি' মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥১৮২॥
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান।
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি ছিলা অন্যস্থান ॥১৮৩॥
যদ্যপি রাজারে দেখি' হাড়ির সেবনে।
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবারে মনে ॥১৮৪॥
তথাপি আপন-গণে করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥১৮৫॥
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে,—তুমি না কর সংশয় ॥১৮৬॥
তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজ-গণ ॥১৮৭॥
অবসর জানি' আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই' করিহ প্রভুর মিলন ॥১৮৮॥
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া।
রথ-পাছে যাই' ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥১৮৯॥
ঠেলিতেই চলিল রথ 'হড়' 'হড়' করি'।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে 'হরি' 'হরি' ॥১৯০॥
তবে প্রভু নিজ-ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥১৯১॥
তাহাঁ নৃত্য করি' জগন্নাথাগ্রে আইলা।
জগন্নাথ-আগে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥১৯২॥
চলিয়া আইল রথ 'বলগণ্ডি'-স্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি' দেখে ডাহিনে-বামে ॥১৯৩॥
বামে—'বিপ্রশাসন', নারিকেল-বন।
ডাহিনে ত' পুষ্পোদ্যান, যেন বৃন্দাবন ॥১৯৪॥
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি' জগন্নাথ করেন দরশন ॥১৯৫॥
সেই স্থলে ভোগ লাগে,—আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥১৯৬॥
জগন্নাথের ছোট-বড়, যত ভক্তগণ।
নিজ-নিজ উত্তম-ভোগ করে সমর্পণ ॥১৯৭॥
রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্র, মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট-বড় জন ॥১৯৮॥
নানা-দেশের দেশী যত যাত্রিক জন।
নিজ-নিজ-ভোগ তাহাঁ করে সমর্পণ ॥১৯৯॥
আগে-পাছে, দুই পার্শ্বে উদ্যানের বনে।
যেই যাহা পায় লাগায়,—নাহিক নিয়মে ॥
ভোগের সময় লোকের মহা-ভিড় হৈল।
নৃত্য ছাড়ি' মহাপ্রভু উপবন গেল ॥২০১॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥২০২॥
নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল-বায়ু করেন সেবন ॥২০৩॥
যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম।
প্রতিবৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ॥২০৪॥
এই ত' কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন ॥২০৫॥
রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন ॥

প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৭) শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

রথারূঢ় নীলাচলপতির সম্মুখে অধিক প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিতনাট্যোল্লাসে বিবশ হইয়া আনন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনকারী এবং বৈষ্ণব-দিগের দ্বারা যিনি পরিবৃত, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসিবেন?

ইহা যেই শুনে, সেই শ্রীচৈতন্য পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয় ॥২০৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২০৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবম্।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্ণা ননর্ত্ত সঃ॥

স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত লক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব দর্শন করত এবং গোপীদিগের রসোল্লাস শ্রবণ করত হৃষ্টচিত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈত ধন্য ॥২॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রোতাগণ,—যাঁর গৌর প্রাণধন ॥৩॥
এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে ॥৪॥
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি' রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণব-বেশে করিল প্রবেশ ॥৫॥
সব-ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়-হাত হঞা।
প্রভু-পদ ধরি' পড়ে সাহস করিয়া ॥৬॥
আঁখি মুদি' প্রেমে প্রভু ভূমিতে শয়ান।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন ॥৭॥
রাসলীলার শ্লোক পড়ি' করেন স্তবন।
'জয়তি তেহধিকং' অধ্যায় করেন পঠন ॥৮॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বল, বল' বলি' প্রভু বলে বার বার ॥৯॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি' প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ॥১০॥
তুমি মোরে দিলে বহু অমূল্য-রতন!
মোর কিছু দিতে নাহি, দিলুঁ আলিঙ্গন ॥১১॥
এত বলি' সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুইজনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার ॥১২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/৯)—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥১৩॥

হে প্রিয়, বহুজন্মের বহুসুকৃতিকারী পুরুষগণ জগতে আসিয়া, তোমার প্রেমতপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবনস্বরূপ, কবিদিগের সংগীত, কলুষনাশী, শ্রবণমঙ্গল, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত গান করিয়া থাকেন।

'ভূরিদা' 'ভূরিদা' বলি' করে আলিঙ্গন।
ইঁহো নাহি জানে,—ইঁহো হয় কোন্ জন ॥১৪॥
পূর্ব্ব-সেবা দেখি' তাঁরে কৃপা উপজিল।
অনুসন্ধান-বিনা কৃপা-প্রসাদ করিল ॥১৫॥
এই দেখ,—চৈতন্যের কৃপা-মহাবল।
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল ॥১৬॥
প্রভু বলে,—কে তুমি, করিলা মোর হিত?
আচম্বিতে আসি' পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত? ১৭॥
রাজা কহে,—আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥১৮॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল।
'কারেহ না কহিবে' এই নিষেধ করিল ॥১৯॥
'রাজা'—হেন জ্ঞান কভু না কৈল প্রকাশ।
অন্তরে সকল জানেন, বাহিরে উদাস ॥২০॥
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি' ভক্তগণে।
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিত-মনে ॥২১॥
দণ্ডবৎ করি' রাজা বাহিরে চলিলা।
যোড় হস্ত করি' সব ভক্তেরে বন্দিলা ॥২২॥
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা কৈল আগমন ॥২৩॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-বাণীনাথে দিয়া।
প্রসাদ পাঠা'ল রাজা বহুত করিয়া ॥২৪॥
'বলগণ্ডি ভোগে'র প্রসাদ—উত্তম, অনন্ত।
'নি-সকড়ি' প্রসাদ আইল, যার নাহি অন্ত ॥২৫॥
ছানা, পানা, পৈড়, আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল।
নানাবিধ কদলী, আর বীজ-তাল ॥২৬॥

নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর।
বাদাম, ছোহারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ডখর্জ্জুর ॥২৭॥

মনোহরা, লাড়ু, আদি শতেক প্রকার।
অমৃতগুটিকা-আদি, ক্ষীর্‌সা অপার ॥২৮॥

অমৃতমণ্ডা, সরবতী, আর কুম্‌ড়া-কুরী।
সরামৃত, সরভাজা, আর সরপুরী ॥২৯॥

হরিবল্লভ, সেঁওতি, কর্পূর, মালতী।
ডালি-মরিচ-লাড়ু, নবাত, অমৃতি ॥৩০॥

পদ্মচিনি, চন্দ্রকান্তি, খাজা, খণ্ডসার।
বিয়রি, কদ্‌মা, তিলাখাজার প্রকার ॥৩১॥

নারঙ্গ-ছোলঙ্গ-আম্র-বৃক্ষের আকার।
ফুল-ফল-পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার ॥৩২॥

দধি, দুগ্ধ, ননী, তক্র, রসালা, শিখরিণী।
স-লবণ মুদ্গাঙ্কুর, আদা খানি খানি ॥৩৩॥

লেম্বু-কুল-আদি নানা-প্রকার আচার।
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার ॥৩৪॥

প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন।
দেখিয়া সন্তোষ হইল মহাপ্রভুর মন ॥৩৫॥

এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন।
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন ॥৩৬॥

কেয়া-পত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ-সাত।
এক এক জনে দশ দোনা দিল,—এত পাত ॥

কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি' গৌররায়।
তাঁ-সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ॥৩৮॥

পাঁতি পাঁতি করি' ভক্তগণে বসাইলা।
পরিবেশন করিবারে আপনে লাগিলা ॥৩৯॥

প্রভু না খাইলে, কেহ না কৈল ভোজন।
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কৈল নিবেদন ॥৪০॥

আপনে বৈস, প্রভু, ভোজন করিতে।
তুমি না খাইলে, কেহ না পারে খাইতে ॥৪১॥

তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা।
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া ॥৪২॥

ভোজন করি' বসিলা প্রভু করি' আচমন।
প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন ॥৪৩॥

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন-হীন জনে।
দুঃখী কাঙ্গাল আনি' করায় ভোজনে ॥৪৪॥

কাঙ্গালের ভোজন-রঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরিবোল' বলি' তারে উপদেশ করি' ॥৪৫॥

'হরিবোল' বলি' কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি' যায়।
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায় ॥৪৬॥

ইহাঁ জগন্নাথের রথ-চলন-সময়।
গৌড় সব রথ টানে, আগে নাহি যায় ॥৪৭॥

টানিতে না পারে গৌড়, রথ ছাড়ি' দিল।
পাত্র-মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হঞা আইল ॥৪৮॥

মহামল্লগণে দিল রথ চালাইতে।
আপনে লাগিলা রথ, না পারে টানিতে ॥৪৯॥

ব্যগ্র হঞা আনে রাজা মত্ত-হাতীগণ।
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ॥৫০॥

মত্ত-হস্তিগণ টানে, যত তার বল।
এক পদ না চলে রথ, হইল অচল ॥৫১॥

শুনি' মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লঞা।
মত্তহস্তী রথ টানে,—দেখে দাণ্ডাঞা ॥৫২॥

অঙ্কুশের ঘায় হস্তী করয়ে চিৎকার।
রথ নাহি চলে, লোক করে হাহাকার ॥৫৩॥

তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল।
নিজগণে রথ-কাছি টানিবারে দিল ॥৫৪॥

আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি' রথ চলিল ধাইঞা ॥৫৫॥

ভক্তগণ কাছি হাতে করি' মাত্র ধায়।
আপনে চলিল রথ, টানিতে না পায় ॥৫৬॥

আনন্দে করয়ে লোক 'জয়' 'জয়' ধ্বনি।
'জয় জগন্নাথ' বই আর নাহি শুনি ॥৫৭॥

নিমেষে ত' গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার।
চৈতন্য-প্রতাপ দেখি' লোকে চমৎকার ॥৫৮॥

'জয় গৌরচন্দ্র' 'জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
এইমত কোলাহল লোকে করে ধন্য ॥৫৯॥

দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্র-মিত্র-সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি' প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥৬০॥

পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ-সিংহাসনে ॥৬১॥
সুভদ্রা-বলরাম নিজ-সিংহাসনে আইলা।
জগন্নাথের স্নানভোগ হইতে লাগিলা ॥৬২॥
আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥৬৩॥
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল।
দেখি' সব লোক প্রেম-সাগরে ভাসিল ॥৬৪॥
নৃত্য করি' সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি' প্রভু বিশ্রাম করিল ॥৬৫॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ॥৬৬॥
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে যত দিন।
এক এক দিন করি' করিল বণ্টন ॥৬৭॥
চারিমাসের দিন মুখ্যভক্ত বাঁটি' নিল।
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ॥৬৮॥
এক দিন নিমন্ত্রণ করে দুই-তিনে মিলি'।
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি ॥৬৯॥
প্রাতঃকালে স্নান করি' দেখি' জগন্নাথ।
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে ভক্তগণ-সাথ ॥৭০॥
কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে।
কভু হরিদাসে নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দে ॥৭১॥
কভু বক্রেশ্বরে, কভু আর ভক্তগণে।
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচা-প্রাঙ্গণে ॥৭২॥
বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ—এই প্রভুর জ্ঞান।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হৈল অবসান ॥৭৩॥
রাধা-সঙ্গে কৃষ্ণ-লীলা—এই হৈল জ্ঞানে।
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ॥৭৪॥
নানোদ্যানে ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবন-লীলা।
'ইন্দ্রদ্যুম্ন' সরোবরে করে জলখেলা ॥৭৫॥
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া।
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া ॥৭৬॥
কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল।
জলমণ্ডূক-বাদ্যে সবে বাজায় করতাল ॥৭৭॥
দুই-দুই জনে মেলি' করে জল-রণ।
কেহ হারে, কেহ জিনে, প্রভু করে দরশন ॥৭৮॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ করে জল-ফেলাফেলি।
আচার্য্য হারিয়া, পাছে করে গালাগালি ॥৭৯॥
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে।
গুপ্ত-দত্তে জলকেলি করে দুই জনে ॥৮০॥
শ্রীবাস-সহিত জল খেলে গদাধর।
রাঘব-পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ॥৮১॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায়।
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার, হৈল শিশুপ্রায় ॥৮২॥
মহাপ্রভু তাঁ-দোঁহার চাঞ্চল্য দেখিয়া।
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া ॥৮৩॥
পণ্ডিত, গম্ভীর, দুঁহে—প্রামাণিক জন।
বাল-চাঞ্চল্য করে, করাহ বর্জ্জন ॥৮৪॥
গোপীনাথ কহে,—তোমার কৃপা-মহাসিন্ধু।
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥৮৫॥
মেরু-মন্দর-পর্ব্বত ডুবায় যথা তথা।
এই দুই—গণ্ড-শৈল, ইহার কা কথা ॥৮৬॥
শুষ্কতর্ক-খলি খাইতে জন্ম গেল যাঁর।
তাঁরে লীলামৃত পিয়াও,—এ কৃপা তোমার ॥৮৭॥
হাসি' মহাপ্রভু তবে অদ্বৈতে আনিল।
জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল ॥৮৮॥
আপনে তাঁহার উপর করিল শয়ন।
'শেষশায়ী-লীলা' প্রভু করে প্রকটন ॥৮৯॥
অদ্বৈত নিজ-শক্তি প্রকট করিয়া।
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ॥৯০॥
এইমত জলক্রীড়া করি' কতক্ষণ।
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥৯১॥
পুরী, ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন ॥৯২॥
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল।
মহাপ্রভুর গণে সেই প্রসাদ খাইল ॥৯৩॥
অপরাহ্ণে আসি' কৈল দর্শন, নর্ত্তন।
নিশাতে উদ্যানে আসি' করিলা শয়ন ॥৯৪॥

আর দিন আসি' কৈল ঈশ্বর দরশন।
প্রাঙ্গণে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ॥৯৫॥
ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া।
বৃন্দাবন-বিহার করে ভক্তগণ লঞা ॥৯৬॥
বৃক্ষবল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দরশনে।
ভৃঙ্গ-পিক গায়, বহে শীতল পবনে ॥৯৭॥
প্রতি-বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন।
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ॥৯৮॥
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গান গায়।
পরম-আবেশে একা নাচে গৌররায় ॥৯৯॥
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে।
বক্রেশ্বর নাচে, প্রভু লাগিলা গাইতে ॥১০০॥
প্রভু-সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায়।
দিক্‌বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায় ॥১০১॥
এইমত কতক্ষণ করি' বন-লীলা।
নরেন্দ্র সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ॥১০২॥
জলক্রীড়া করি' পুনঃ আইলা উদ্যানে।
ভোজনলীলা কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥১০৩॥
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ।
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত-সাথ ॥১০৪॥
'জগন্নাথ-বল্লভ' নাম বড় পুষ্পারাম।
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥১০৫॥
'হেরা-পঞ্চমী'র দিন আইল জানিয়া।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা সযত্ন করিয়া ॥১০৬॥
কল্য 'হেরা-পঞ্চমী' হবে লক্ষ্মীর বিজয়।
ঐছে উৎসব কর, যেন কভু নাহি হয় ॥১০৭॥
মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সম্ভার।
দেখি' মহাপ্রভুর যৈছে হয় চমৎকার ॥১০৮॥
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে।
চিত্রবস্ত্র-কিঙ্কিণী, আর ছত্র-চামরে ॥১০৯॥
ধ্বজাবৃন্দ-পতাকা-ঘণ্টায় করহ মণ্ডন।
নানাবাদ্য-নৃত্য-দোলায় করহ সাজন ॥১১০॥
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার।
রথযাত্রা হৈতে যৈছে হয় চমৎকার ॥১১১॥
সেই ত' করিহ,—প্রভু লঞা ভক্তগণ।
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দরশন ॥১১২॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচলে যাঞা ॥১১৩॥
নীলাচলে আইলা পুনঃ ভক্তগণ-সঙ্গে।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরা-পঞ্চমীর রঙ্গে ॥১১৪॥
কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া।
স্বগণ-সহ ভাল-স্থানে বসাইল লঞা ॥১১৫॥
রসবিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল ॥১১৬॥
যদ্যপি জগন্নাথ করেন দ্বারকায় বিহার।
সহজ প্রকট করে পরম উদার ॥১১৭॥
তথাপি বৎসর-মধ্যে হয় একবার।
বৃন্দাবন দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠা অপার ॥১১৮॥
বৃন্দাবন-সম এই উপবন-গণ।
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ॥১১৯॥
বাহির হইতে করে রথযাত্রা-ছল।
সুন্দরাচলে যায় প্রভু ছাড়ি' নীলাচল ॥১২০॥
নানা-পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রি-দিনে।
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি হয় কি কারণে? ১২১॥
স্বরূপ কহে,—শুন, প্রভু, কারণ ইহার।
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ॥১২২॥
বৃন্দাবন লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ।
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন ॥১২৩॥
প্রভু কহে,—যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন।
সুভদ্রা আর বলদেব, সঙ্গে দুই জন ॥১২৪॥
গোপী-সঙ্গে যত লীলা হয় উপবনে।
নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ॥১২৫॥
অতএব কৃষ্ণের প্রাকট্যে নাহি কিছু দোষ।
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ? ১২৬॥
স্বরূপ কহে,—প্রেমবতীর এই ত' স্বভাব।
কান্তের ঔদাস্য-লেশে হয় ক্রোধভাব ॥১২৭॥
হেনকালে, খচিত যাহে বিবিধ রতন।
সুবর্ণের চৌদোলা করি' আরোহণ ॥১২৮॥

ছত্র-চামর-ধ্বজা পতাকার গণ।
নানাবাদ্য-আগে নাচে দেবদাসীগণ ॥১২৯॥
তাম্বূল-সম্পুট, ঝারী, ব্যজন, চামর।
সাথে দাসী শত, হার দিব্য ভূষাম্বর ॥১৩০॥
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু-পরিবার।
ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ॥১৩১॥
জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণে।
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধনে ॥১৩২॥
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে।
চোরে দণ্ড করে, যেন লয় নানা-ধনে ॥১৩৩॥
অচেতনবৎ তারে করেন তাড়নে।
নানামত গালি দেন ভণ্ড-বচনে ॥১৩৪॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে দাসীগণের প্রাগলভ্য দেখিয়া।
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ॥১৩৫॥
দামোদর কহে,—ঐছে মানের প্রকার।
ত্রিজগতে কাহাঁ দেখি, শুনি নাই আর ॥১৩৬॥
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ।
ভূমে বসি' নখে লেখে, মলিন-বসন ॥১৩৭॥
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এবম্বিধ মান।
ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান ॥১৩৮॥
ইঁহো নিজ-সম্পত্তি সব প্রকট করিয়া।
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাঞা ॥১৩৯॥
প্রভু কহে,—কহ ব্রজের মানের প্রকার।
স্বরূপ কহে,—গোপীমান-নদী শতধার ॥১৪০॥
নায়িকার স্বভাব, প্রেমবৃত্তে বহু ভেদ।
সেই ভেদে নানা-প্রকার মানের উদ্ভেদ ॥১৪১॥
সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন।
এক-দুই-ভেদে করি দিগ্-দরশন ॥১৪২॥
মানে কেহ হয় 'ধীরা', কেহ ত' 'অধীরা'।
এই তিন-ভেদে কেহ হয় 'ধীরাধীরা' ॥১৪৩॥
'ধীরা' কান্ত দূরে দেখি' করে প্রত্যুত্থান।
নিকটে আসিলে, করে আসন প্রদান ॥১৪৪॥
হৃদয়ে কোপ, মুখে কহে মধুর বচন।
প্রিয় আলিঙ্গিতে, তারে করে আলিঙ্গন ॥১৪৫॥
সরল ব্যবহার, করে মানের পোষণ।
কিংবা সোল্লুণ্ঠ-বাক্যে করে প্রিয়-নিরসন ॥
'অধীরা' নিষ্ঠুর-বাক্যে করয়ে ভর্ৎসন।
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ॥১৪৭॥
'ধীরাধীরা' বক্র-বাক্যে করে উপহাস।
কভু স্তুতি, কভু নিন্দা, কভু বা উদাস ॥১৪৮॥
'মুগ্ধা', 'মধ্যা', 'প্রগল্ভা',—তিন নায়িকার ভেদ।
'মুগ্ধা' নাহি জানে মানের বৈদগ্ধ্য-বিভেদ ॥
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন।
কান্তের প্রিয়বাক্য শুনি' হয় পরসন্ন ॥১৫০॥
'মধ্যা' 'প্রগল্ভা' ধরে ধীরাদি বিভেদ।
তার মধ্যে সবার স্বভাবে তিন-ভেদ ॥১৫১॥
কেহ 'প্রখরা', কেহ 'মৃদু', কেহ হয় 'সমা'।
স্ব-স্বভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম-সীমা ॥১৫২॥
প্রাখর্য্য, মার্দ্দব, সাম্য-স্বভাব নির্দ্দোষ।
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ॥১৫৩॥
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার।
'কহ' 'কহ' দামোদর, বলে বার বার ॥১৫৪॥
দামোদর কহে,—কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর ॥১৫৫॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ—ভক্ত-প্রেমাধীন।
শুদ্ধপ্রেমে, রসগুণে, গোপিকা—প্রবীণ ॥১৫৬॥
গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাস-দোষ।
অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥১৫৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/২৫)—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥১৫৮॥

এই প্রকারে শরৎকালীয় ও কাব্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কথার রসাশ্রয়-রূপ, অবলাগণ দ্বারা অনুরত, চন্দ্রকিরণশোভিত সেই সকল নিশায়, চিন্ময়-ভাবাবরুদ্ধ সত্যকাম শৃঙ্গার-রসময় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়াছিলেন। তাৎ-

পর্য্য এই যে, গোপীসকল—শুদ্ধচিন্ময়ী, শ্রীবৃন্দাবন—শুদ্ধ চিন্ময়ধাম এবং সেই আনন্দময় রাত্রিসকলও চিন্ময় রাত্রি; যে রাসলীলা হইয়াছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়; তাহাতে জড় ব্যাপার কিছুমাত্র স্পৃষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ কখনই জড়ময়ী রতি ঈক্ষণ করেন না; চিজ্জগতে তাঁহার সমস্ত লীলা—অবরুদ্ধ; তাঁহার সৌরতকার্য্য সমস্তই চিন্ময় ব্যাপার-মাত্র।

'বামা' এক গোপীগণ, 'দক্ষিণা' এক গণ।
নানা-ভাবে করায় কৃষ্ণের রস আস্বাদন ॥১৫৯॥
গোপীগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা-ঠাকুরাণী।
নির্ম্মল-উজ্জ্বল-রস-প্রেম-রত্নখনি ॥১৬০॥
বয়সে 'মধ্যমা' তেঁহো স্বভাবেতে 'সমা'।
গাঢ় প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর 'বামা' ॥১৬১॥
বাম্য-স্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
তার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥১৬২॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১০২)—
অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মাণ উদঞ্চতি ॥*

এত শুনি' বাড়ে প্রভুর আনন্দ-সাগর।
'কহ' 'কহ' কহে প্রভু, বলে দামোদর ॥১৬৪॥
'অধিরূঢ় মহাভাব'—রাধিকার প্রেম।
বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, যৈছে দগ্ধবান্ হেম ॥১৬৫॥
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে।
নানা-ভাব-বিভূষণে হয় বিভূষিতে ॥১৬৬॥
অষ্ট 'সাত্ত্বিক', হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' যাঁর।
'সহজ প্রেম', বিংশতি 'ভাব' অলঙ্কার ॥১৬৭॥
'কিলকিঞ্চিত', 'কুট্টমিত' 'বিলাস', 'ললিত'।
'বিব্বোক', 'মোট্টায়িত, আর 'মৌগ্ধ্য', 'চকিত' ॥
এত ভাবভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ।
দেখিতে উথলে কৃষ্ণসুখাব্ধি-তরঙ্গ ॥১৬৯॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাবের শুন বিবরণ।
যে ভাব-ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥১৭০॥
রাধা দেখি' কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন।
দানঘাটি-পথে যবে বর্জ্জেন গমন ॥১৭১॥
যবে আসি' মানা করে পুষ্প উঠাইতে।
সখী-আগে চাহে যদি গায়ে হাত দিতে ॥১৭২॥
এই সব স্থানে 'কিলকিঞ্চিত' উদ্গম।
প্রথমে 'হর্ষ' সঞ্চারী—মূল-কারণ ॥১৭৩॥

উজ্জ্বলনীলমণীতে বিভাবকথনে (৭১)—
গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥১৭৪॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, —এই সাতটী ভাবের, হর্ষ-সহ সঙ্করীকরণ অর্থাৎ মিশ্রকরণকে 'কিল-কিঞ্চিত' ভাব বলে।

আর সাত ভাব আসি' সহজে মিলয়।
অষ্টভাব-সম্মিলনে 'মহাভাব' হয় ॥১৭৫॥
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্করুদিত।
ক্রোধ, অসূয়া হয়, আর মন্দস্মিত ॥১৭৬॥
নানা-স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন।
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥১৭৭॥
দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরীচ, কর্পূর।
এলাচি-মিলনে যৈছে রসালা মধুর ॥১৭৮॥
এই ভাব-যুক্ত দেখি' রাধাস্য-নয়ন।
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি-গুণ ॥১৭৯॥

দানকেলিকৌমুদীতে (১) শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য—
অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতোরোত্তরা
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥

শ্রীরাধিকার গর্ব্বাদি সপ্তভাব-মিলিত, হর্ষজনিত 'কিলকিঞ্চিত'-ভাবোত্থিত দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন। দানঘাটিপথে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিলে, রাধার অন্তঃকরণে হাসির উদয় হইল; তখন তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল হইল; নেত্রপক্ষ্মগুলি

* মধ্য ৮ম পঃ ১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

নবোদ্গত অশ্রুজলে পূর্ণ হইল; অপাঙ্গদুটি ঈষৎ রক্তবর্ণ হইল; রসোচ্ছ্বাস-হেতু চক্ষুতে উৎসাহ উদিত হইল; নয়নাশ্রু স্বল্প নিমীলিত হইতে লাগিল এবং অতিসুন্দরভাবে নয়নতারা-দুইটী ঊর্দ্ধ-গতি লাভ করিল।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৯/১৮)—

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চলচলন্নেত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতম্।
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ॥

রাধিকার নেত্র বাষ্পদ্বারা আকুলিত, অরুণবর্ণ অঞ্চল চঞ্চল হইল; রসোল্লাস ও কন্দর্পভাব-হেতু অধর কম্পিত হইল; ভ্রূযুগল কুটিল হইল; মুখপদ্মে ঈষৎ হাসি উপস্থিত হইল এবং কিলকিঞ্চিত-ভাবজনিত সুখ ব্যক্ত হইতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার মুখদর্শনে তাঁহার সহিত সঙ্গম অপেক্ষা কোটীগুণ যে সুখ লাভ করিলেন, তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না।

এত শুনি' প্রভু হৈলা আনন্দিত মন।
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈলা আলিঙ্গন॥১৮২॥
'বিলাসাদি' ভাব-ভূষার কহ ত' লক্ষণ।
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন? ১৮৩॥
তবে ত' স্বরূপ-গোসাঞি কহিতে লাগিলা।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা॥১৮৪॥
রাধা বসি' আছে, কিবা বৃন্দাবনে যায়।
তাহাঁ আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পায়॥১৮৫॥
দেখিলেই নানা-ভাব হয় বিলক্ষণ।
সে বৈলক্ষণ্যের নাম 'বিলাস' ভূষণ॥১৮৬॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে বিভাবকথনে (৬৭)—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥

প্রিয়সঙ্গ হইতে উৎপন্ন, প্রিয়সঙ্গম-স্থানে গমন ও অবস্থিতি ইত্যাদির এবং মুখনেত্রাদি অঙ্গের সেই সময় যে বৈশিষ্ট্য উদিত হয়, তাহাকে 'বিলাস' বলে।

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয়।
এত ভাব মিলি' রাধায় চঞ্চল করয়॥১৮৮॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৯/১১)—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি।
চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে॥১৮৯॥

শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিয়া রাধিকার গমন স্থির হইয়া কুটিল ভাব ধারণ করিল; তাঁহার বদনারবিন্দ নীলবস্ত্রে স্বল্প-আচ্ছাদিত হইলেও নয়নতারাদ্বয় বিস্ফারিত, চঞ্চল ও বক্র হইল এবং বিলাসাখ্য অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া তিনি কৃষ্ণসুখ উৎপাদন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ-আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাঞা।
তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাঞা॥১৯০॥
মুখে-নেত্রে হয় নানা-ভাবের উদ্গার।
এই কান্তা-ভাবের নাম 'ললিত' অলঙ্কার॥১৯১॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে বিভাবকথনে (৭৫)—

বিন্যাস-ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস-মনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥১৯২॥

যে স্থলে অঙ্গের বিন্যাস-ভঙ্গি ও ভ্রূ-বিলাস মনোহর ও সুকুমার হয়, সেইস্থলে 'ললিতালঙ্কার' উক্ত হয়।

ললিত-ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ।
দুঁহে দুঁহে মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ॥১৯৩॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৯/১৪)—

হ্রিয়া তির্য্যগ্-গ্রীবা-চরণ-কটি-ভঙ্গী-সুমধুরা
চলচ্চিল্লী-বল্লী-দলিত-রতিনাথোর্জ্জিত-ধনুঃ।
প্রিয়-প্রেমোল্লাসোল্লসিত- ললিতালালিত-তনুঃ
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা॥১৯৪॥

কৃষ্ণের প্রীতি বর্দ্ধন করিতে যখন রাধিকা ললিতালঙ্কারে ভুষিতা হইয়াছিলেন, তখন

লজ্জায় তাঁহার গ্রীবার বক্রভাব, চরণ ও কটির সুমধুর ভঙ্গি, ভ্রূলতার চাঞ্চল্যে কামদেবের তেজস্বী ধনুরও পরাজয় এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোল্লাসে উল্লসিত ললিতভাবপুষ্ট শ্রীঅঙ্গ লক্ষিত হইতে থাকে।

লোভে আসি' কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ।
অন্তরে উল্লাস, রাধা করে নিবারণ ॥১৯৫॥
বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ মনে।
'কুট্টমিত' নাম এই ভাব বিভূষণে ॥১৯৬॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে (৪৯)—
স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥

কঞ্চুলী ও মুখবস্ত্র-ধারণসময়ে হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও সম্ভ্রমক্রমে বাহিরে ব্যথিতের ন্যায় ক্রোধ-লক্ষণকে 'কুট্টমিত' বলে।

কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, করে পাণি-রোধ।
অন্তরে আনন্দ রাধা, বাহিরে বাম্য-ক্রোধ ॥১৯৮॥
ব্যথা পাঞা করে, যেন শুষ্ক রোদন।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন ॥১৯৯॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক—
পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারিশুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥২০০॥

কৃষ্ণের হস্তদ্বারা অবরোধ-কর্য্যে অনিচ্ছা-ভাবসত্ত্বেও করভোরু রাধিকা তদ্বিরুদ্ধে মধুরস্মিতগর্ভা ভর্ৎসনা ও মুখে মনোহর শুষ্করোদন (রোদনভাণ) করিলেন।

এইমত আর সব ভাব-বিভূষণ।
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ-মন ॥২০১॥
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন।
আপনে বর্ণেন যদি 'সহস্রবদন' ॥২০২॥
শ্রীবাস হাসিয়া কহে,—শুন, দামোদর।
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ॥২০৩॥
বৃন্দাবনের সম্পদ্ দেখ,—পুষ্প-কিসলয়।
গিরিধাতু শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাফল-ময় ॥২০৪॥
বৃন্দাবন দেখিবারে গেল জগন্নাথ।
শুনি' লক্ষ্মী-দেবীর মনে হৈল আসোয়াথ ॥
এত সম্পত্তি ছাড়ি' কেনে গেলা বৃন্দাবন।
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ॥২০৬॥
তোমার ঠাকুর, দেখ এত সম্পত্তি ছাড়ি'।
পত্র-ফল-ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী ॥২০৭॥
এই কর্ম্ম করে কাহাঁ বিদগ্ধ-শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভুরে দেহ' আনি' ॥
এত বলি' মহালক্ষ্মীর সব দাসীগণে।
কটি-বস্ত্রে বান্ধি' আনে প্রভুর নিজগণে ॥২০৯॥
লক্ষ্মীর চরণে আনি' করায় প্রণতি।
ধন-দণ্ড লয়, আর করায় মিনতি ॥২১০॥
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন।
চোর-প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ॥২১১॥
সব ভৃত্যগণ কহে,—যোড় করি' হাত।
কালি আনি' দিব তোমার আগে জগন্নাথ ॥২১২॥
তবে শান্ত হঞা লক্ষ্মী যায় নিজ-ঘর।
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ্—বাক্য-অগোচর ॥
দুগ্ধ আউটি' দধি মথে তোমার গোপীগণে।
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে ॥২১৪॥
নারদ-প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস।
শুনি' হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ-দাস ॥২১৫॥
প্রভু কহে,—শ্রীবাস, তোমাতে নারদ-স্বভাব।
ঐশ্বর্য্যভাবে তোমাতে, ঈশ্বর-প্রভাব ॥২১৬॥
ইঁহো দামোদর-স্বরূপ—শুদ্ধ-ব্রজবাসী।
ঐশ্বর্য্য না জানে ইঁহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি' ॥২১৭॥
স্বরূপ কহে,—শ্রীবাস, শুন সাবধানে।
বৃন্দাবনসম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে? ২১৮॥
বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পৎসিন্ধু।
দ্বারকা-বৈকুণ্ঠ-সম্পৎ—তার এক বিন্দু ॥২১৯॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্।
কৃষ্ণ যাহাঁ ধনী তাহাঁ বৃন্দাবন-ধাম ॥২২০॥

চিন্তামণিময় ভূমি, রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ—দাসী-চরণ-ভূষণ ॥২২১॥
কল্পবৃক্ষ-লতার—যাহাঁ সাহজিক-বন।
পুষ্প-ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন ॥২২২॥
অনন্ত কামধেনু তাহাঁ ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন, কেহ না মাগে অন্য ধনে ॥২২৩॥
সহজ লোকের কথা—যাহাঁ দিব্য-গীত।
সহজ গমন করে,—যৈছে নৃত্য-প্রতীত ॥২২৪॥
সর্ব্বত্র জল—যাহাঁ অমৃত-সমান।
চিদানন্দ জ্যোতিঃ স্বাদ্য—যাহাঁ মূর্ত্তিমান্ ॥২২৫॥
লক্ষ্মী জিনি' গুণ যাহাঁ লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ-বংশী করে যাহাঁ প্রিয়সখী-কাজ ॥২২৬॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৫৬)—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥

সেই বৃন্দাবনে কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ; কান্ত—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়, জল—অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য, কৃষ্ণ-বংশী—প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দ-জ্যোতিঃ অনুভূত। অতএব শ্রীবৃন্দাবনই পরম আস্বাদ্য।

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/১৭৩)-ধৃত বিল্বমঙ্গলবচন—

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাম্।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং ননু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥২২৮॥

শ্রীবৃন্দাবন-ব্রজাঙ্গনাদিগের চরণভূষণই চিন্তামণি, লীলানুকুল সকল-পুষ্পতরুই কল্পবৃক্ষ (সুরতরু) এবং কামধেনুই ব্রজের পরম-ধন। এই সকলের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন-বিভূতি পরমানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

শুনি' প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস।
কক্ষতালি বাজায়, করে অট্ট-অট্ট হাস ॥২২৯॥
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল।
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ॥২৩০॥
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য, স্বরূপের গান।
'বল' 'বল' বলি' প্রভু পাতে নিজ-কাণ ॥২৩১॥
ব্রজরস-গীত শুনি' প্রেম উথলিল।
পুরুষোত্তম-গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ॥২৩২॥
লক্ষ্মী-দেবী যথাকালে গেলা নিজ-ঘর।
প্রভু নৃত্য করে, হৈল দ্বিতীয় প্রহর ॥২৩৩॥
চারি সম্প্রদায় গান করি' বহু শ্রান্ত হৈল।
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল ॥২৩৪॥
রাধা-প্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই মূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি' করিলেন স্তুতি ॥২৩৫॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে, কিছু রহে দূরদেশ ॥২৩৬॥
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন।
প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন ॥২৩৭॥
ভঙ্গি করি' স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তগণের শ্রম দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল ॥২৩৮॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে।
বিশ্রাম করিয়া কৈলা মাধ্যাহ্নিক-স্নানে ॥২৩৯॥
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার।
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ॥২৪০॥
সবা লঞা নানা-রঙ্গে করিলা ভোজন।
সন্ধ্যা স্নান করি' কৈল জগন্নাথ দরশন ॥২৪১॥
জগন্নাথ দেখি' করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ ॥২৪২॥
উদ্যানে আসিয়া কৈল বন-ভোজন।
এইমত ক্রীড়া কৈল প্রভু অষ্ট দিন ॥২৪৩॥
আর দিনে জগন্নাথের ভিতর-বিজয়।
রথে চড়ি' জগন্নাথ চলে নিজালয় ॥২৪৪॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ॥২৪৫॥

জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু-বিজয় হইল।
এক-গুটি পট্টডোরী তাহাঁ টুটি' গেল ॥২৪৬॥
পাণ্ডু-বিজয়ের তূলী ফাটি-ফুটি যায়।
জগন্নাথের ভরে তূলা উড়িয়া পলায় ॥২৪৭॥
কুলীনগ্রামী রামানন্দ, সত্যরাজ খাঁন।
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান ॥২৪৮॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান।
প্রতিবৎসর আনিবে 'ডোরী' করিয়া নির্ম্মাণ ॥
এত বলি' দিল তাঁরে ছিণ্ডা পট্টডোরী।
ইহা দেখি' করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি' ॥২৫০॥
এই পট্টডোরীতে হয় 'শেষ' অধিষ্ঠান।
দশ-মূর্ত্তি হঞা যেঁহো সেবে ভগবান্ ॥২৫১॥
ভাগ্যবান্ সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম-আনন্দ ॥২৫২॥
প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ-সঙ্গে।
পট্টডোরী লঞা আইসে অতি বড় রঙ্গে ॥২৫৩॥
তবে জগন্নাথ যাই' বসিলা সিংহাসনে।
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ॥২৫৪॥
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল।
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন-কেলি কৈল ॥২৫৫॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অনন্ত, অপার।
'সহস্র-বদন' যার নাহি পায় পার ॥২৫৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৫৭॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে 'হেরা-পঞ্চমী'-যাত্রা-দর্শনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দকমমোঘকম্।
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটাং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাম্ ॥

সার্ব্বভৌমের গৃহে ভোজন করিয়া স্বীয় নিন্দক অমোঘ-ভট্টাচার্য্যকে অঙ্গীকার করতঃ গৌরচন্দ্র নিজের ভক্তিবশ্যতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
জয় শ্রীচৈতন্যচরিতশ্রোতা ভক্তগণ।
চৈতন্যচরিতামৃত—যাঁর প্রাণধন ॥৩॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে রহি' করে নৃত্যগীত-রঙ্গে ॥৪॥
প্রথম-বৎসরে জগন্নাথ দরশন।
নৃত্যগীত করে দণ্ড পরণাম, স্তবন ॥৫॥
'উপলভোগ' লাগিলে করে বাহিরে বিজয়।
হরিদাস মিলি' আইসে আপন-নিলয় ॥৬॥
ঘরে বসি' করে প্রভু নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ॥৭॥
সুগন্ধি-সলিলে দেন পাদ্য, আচমন।
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ॥৮॥
গলে মালা দেন, মাথায় তুলসী-মঞ্জরী।
যোড়-হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি' ॥৯॥
পূজা-পাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যে আছিল।
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ॥১০॥
'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে।
মুখবাদ্য করি' প্রভু হাসায় আচার্য্যেরে ॥১১॥
এইমত অন্যোন্যে করেন নমস্কার।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করে আচার্য্য বার বার ॥১২॥
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—আশ্চর্য্য-কথন।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥১৩॥
পুনরুক্তি হয় তাহা, না কৈলুঁ বর্ণন।
আর ভক্তগণ করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ ॥১৪॥
এক এক দিন এক এক ভক্তগৃহে মহোৎসব।
প্রভু-সঙ্গে তাহাঁ ভোজন করে ভক্ত সব ॥১৫॥
চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে।
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥১৬॥
কৃষ্ণজন্মযাত্রা-দিনে নন্দ-মহোৎসব।
গোপবেশ হৈলা প্রভু লঞা ভক্ত সব ॥১৭॥
দধিদুগ্ধ-ভার প্রভু নিজ-স্কন্ধে করি'।
মহোৎসব-স্থানে আইলা বলি' 'হরি' 'হরি' ॥

কানাঞি-খুটিয়া আছেন 'নন্দ' বেশ ধরি'।
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন 'ব্রজেশ্বরী' ॥১৯॥

আপনে প্রতাপরুদ্র, আর মিশ্র-কাশী।
সার্ব্বভৌম, আর পড়িছা-পাত্র তুলসী ॥২০॥

ইঁহা-সবা লঞা প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ।
দধি-দুগ্ধ হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ ॥২১॥

অদ্বৈত কহে,—সত্য কহি, না করিহ কোপ।
লগুড় ফিরাইতে পার, তবে জানি গোপ ॥২২॥

তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা।
বার বার আকাশে ফেলি' লুফিয়া ধরিলা ॥২৩॥

শিরের উপরে, সম্মুখে, পৃষ্ঠে, দুই-পাশে।
পাদসন্ধ্যে ফিরায় লগুড়,—দেখি' লোক হাসে॥

অলাত-চক্রের প্রায় লগুড় ফিরায়।
দেখি' সর্ব্বলোক-চিত্তে চমৎকার পায় ॥২৫॥

এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড়।
কে বুঝিবে তাঁহা, দুঁহার গোপভাব গূঢ় ॥২৬॥

প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা-তুলসী।
জগন্নাথ-প্রসাদ-বস্ত্র এক লঞা আসি' ॥২৭॥

বহুমূল্য বস্ত্র প্রভু মস্তকে বান্ধিল।
আচার্য্যাদি প্রভুর গণেরে পরাইল ॥২৮॥

কানাঞি-খুটিয়া, জগন্নাথ,—দুইজন।
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন ॥২৯॥

দেখি' মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা।
মাতাপিতা-জ্ঞানে দুঁহে নমস্কার কৈলা ॥৩০॥

পরম-আবেশে প্রভু আইলা নিজ-ঘর।
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৩১॥

বিজয়া-দশমী—লঙ্কা-বিজয়ের দিনে।
বানর-সৈন্য কৈলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥৩২॥

হনুমান্-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা।
লঙ্কা-গড়ে চড়ি' ফেলে লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ॥৩৩॥

কাহাঁরে রাব্‌ণা প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥৩৪॥

গোসাঞির আবেশ দেখি' লোকে চমৎকার।
সর্ব্বলোক 'জয়' 'জয়' করে বার বার ॥৩৫॥

এইমত রাসযাত্রা, আর দীপাবলী।
উত্থান-দ্বাদশীযাত্রা দেখিলা সকলি ॥৩৬॥

এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দে লঞা।
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥৩৭॥

কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে, কেহ নাহি জানে।
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ॥৩৮॥

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বোলাইল।
গৌড়দেশে যাহ' সবে বিদায় করিল ॥৩৯॥

সবারে কহিল,—প্রতিবৎসর আসিয়া।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া ॥৪০॥

আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আ-চণ্ডাল আদি কৃষ্ণভক্তি দিও দান ॥৪১॥

নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল,—যাহ' গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥৪২॥

রামদাস, গদাধর আদি কত জনে।
তোমার সহায় লাগি' দিলু তোমার সনে ॥৪৩॥

মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি' তোমার নৃত্য দেখিব ॥৪৪॥

শ্রীবাস-পণ্ডিতে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি' কহে তাঁরে মধুর বচন ॥৪৫॥

তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।
তুমি দেখা পাবে, আর কেহ না দেখিব ॥৪৬॥

এই বস্ত্র মাতাকে দিহ', এই সব প্রসাদ।
দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥৪৭॥

তাঁর সেবা ছাড়ি' আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
ধর্ম্ম নহে, করি আমি নিজ-ধর্ম্ম নাশ ॥৪৮॥

তাঁর প্রেম বশ আমি, তাঁর সেবা—ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি' করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম ॥৪৯॥

বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ।
এই জানি' মাতা মোরে না করয় রোষ ॥৫০॥

কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম নিজ-ধন।
যে-কালে সন্ন্যাস কৈলুঁ, ছন্ন হৈল মন ॥৫১॥

নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে।
মধ্যে মধ্যে আসিমু, তাঁর চরণ দেখিতে ॥৫২॥

নিত্য যাই' দেখি মুঞি তাঁহার চরণে।
স্ফূর্ত্তি জ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে ॥৫৩॥
একদিন শাল্যন্ন, ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত।
শাক, মোচা-ঘণ্ট, ভৃষ্ট-পটোল-নিম্বপাত ॥৫৪॥
লেম্বু-আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ড-সার।
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার ॥৫৫॥
প্রসাদ লঞা কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাইর প্রিয় মোর—এ সব ব্যঞ্জন ॥৫৬॥
নিমাঞি নাহিক এথা, কে করে ভোজন!
মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন ॥৫৭॥
শীঘ্র যাই' মুঞি সব করিনু ভক্ষণ।
শূন্যপাত্র দেখি' অশ্রু করিয়া মার্জ্জন ॥৫৮॥
কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল, শূন্য কেনে পাত?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত? ৫৯॥
কিবা মোর কথায় মনে ভ্রম হঞা গেল!
কিবা কোন জন্তু আসি' সকল খাইল? ৬০॥
কিবা আমি অন্নপাত্রে ভ্রমে না বাড়িল!
এত চিন্তি' পাক-পাত্র যাঞা দেখিল ॥৬১॥
অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি' সকল ভাজনে।
দেখিয়া সংশয় হৈল কিছু চমৎকার মনে ॥৬২॥
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল।
পুনরপি গোপালকে অন্ন সমর্পিল ॥৬৩॥
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন।
মোরে খাওয়াইতে করে উৎকণ্ঠায় রোদন ॥৬৪॥
তাঁর প্রেমে আনি' আমায় করায় ভোজনে।
অন্তরে সুখ মানে তেঁহো, বাহে নাহি মানে ॥৬৫॥
এই বিজয়া-দশমীতে হৈল এই রীতি।
তাঁহাকে পুছিয়া তাঁর করাইহ প্রতীতি ॥৬৬॥
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা।
লোক বিদায় করিতে প্রভু ধৈর্য্য ধরিলা ॥৬৭॥
রাঘব-পণ্ডিতে কহেন বচন সরস।
তোমার নিষ্ঠা প্রেমে আমি হই' তোমার বশ ॥৬৮॥
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন, সর্ব্বজন।
পরম-পবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম ॥৬৯॥

আর দ্রব্য রহু, শুন নারিকেলের কথা।
পাঁচ গণ্ডা করি' নারিকেল বিকায় তথা ॥৭০॥
বাটিতে কত শত বৃক্ষে লক্ষ লক্ষ ফল।
তথাপি শুনেন, যথা মিষ্ট নারিকেল ॥৭১॥
এক এক ফলের মূল্য দিয়া চারি চারি পণ।
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ॥৭২॥
প্রতিদিন পাঁচ-সাত ফল ছোলাঞা।
সুশীতল করিয়া রাখে জলে ডুবাঞা ॥৭৩॥
ভোগের সময় পুনঃ ছুলি' সংস্করি'।
কৃষ্ণে সমর্পণ করে, মুখ ছিদ্র করি' ॥৭৪॥
কৃষ্ণ সেই নারিকেল-জল পান করি'।
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি' ॥৭৫॥
জলশূন্য ফল দেখি' পণ্ডিত—হরষিত।
ফল ভাঙ্গি' শস্যে করে শতপাত্র পূরিত ॥৭৬॥
শস্য সমর্পণ করি' বাহিরে ধেয়ান।
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ॥৭৭॥
কভু শস্য খাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে।
শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের, প্রেমসিন্ধু ভাসে ॥৭৮॥
এক দিন ফলদশ সংস্কার করিয়া।
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লঞা ॥৭৯॥
অবসর নাহি হয়, বিলম্ব হইল।
ফল-পাত্র-হাতে সেবক দ্বারে ত' রহিল ॥৮০॥
দ্বারের উপর-ভিতে তেঁহো হাত দিল।
সেই হাতে ফল ছুঁইল, পণ্ডিত দেখিল ॥৮১॥
পণ্ডিত কহে,—দ্বারে লোক করে গতায়াতে।
তার পদধূলি উড়ি' লাগে উপর-ভিতে ॥৮২॥
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা।
কৃষ্ণ-যোগ্য নহে, ফল অপবিত্র হৈলা ॥৮৩॥
এত বলি' ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া।
ঐছে পবিত্র প্রেম-সেবা জগৎ জিনিয়া ॥৮৪॥
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল।
পরম পবিত্র করি' ভোগ লাগাইল ॥৮৫॥
এইমত কলা, আম্র, নারঙ্গ, কাঁঠাল।
যাহা যাহা দূর-গ্রামে শুনিয়াছে ভাল ॥৮৬॥

বহুমূল্য দিয়া আনি' করিয়া যতন।
পবিত্র সংস্কার করি' করে নিবেদন ॥৮৭॥
এইমত ব্যঞ্জনের শাক, মূল, ফল।
এইমত চিড়া, হুড়ুম, সন্দেশ সকল ॥৮৮॥
এইমত পিঠা-পানা, ক্ষীর-ওদন।
পরম পবিত্র, আর করে সর্ব্বোত্তম ॥৮৯॥
কাশমৃদি, আচার আদি অনেক প্রকার।
গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার, সর্ব্বদ্রব্য সার ॥৯০॥
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম।
তাহা দেখি' সর্ব্বলোকের জুড়ায় নয়ন ॥৯১॥
এত বলি' রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গনে।
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণে ॥৯২॥
শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান।
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান ॥৯৩॥
পরম উদার ইঁহো, যে দিন যে আইসে।
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে ॥৯৪॥
'গৃহস্থ' হয়েন ইঁহো, চাহিয়ে সঞ্চয়।
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব-ভরণ নাহি হয় ॥৯৫॥
ইহার ঘরের আয়-ব্যয়, সব—তোমার স্থানে।
'সরখেল' হঞা তুমি করিহ সমাধানে ॥৯৬॥
প্রতিবর্ষে আমার সব ভক্তগণ লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবায় পালন করিয়া ॥৯৭॥
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা ॥৯৮॥
গুণরাজ-খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহাঁ একবাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥৯৯॥
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ—মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত ॥১০০॥
তোমার কা কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥১০১॥
তবে রামানন্দ, আর সত্যরাজ খাঁন।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ॥১০২॥
গৃহস্থ বিষয়ী আমি, কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে ॥১০৩॥

প্রভু কহেন,—'কৃষ্ণসেবা', 'বৈষ্ণব-সেবন'।
'নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন' ॥১০৪॥
সত্যরাজ বলে,—বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব, কহ তাঁর সামান্য লক্ষণে ॥১০৫॥
প্রভু কহে,—যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥১০৬॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥১০৭॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥
আনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥১০৯॥

পদ্যাবলীতে (২৯)-ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরকৃত-শ্লোকে—
আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥

বহু-সুকৃত সাধুদিগের চিত্তের আকর্ষণ-স্বরূপ, পাপনাশক, মূক ব্যতীত চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকের সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভুত শ্রীকৃষ্ণনাম-স্বরূপ এই মহামন্ত্র রসনাস্পর্শ-মাত্রেই ফলদান করে, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এ সকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না।

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥১১১॥
খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিনজন ॥১১২॥
মুকুন্দ-দাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি—পিতা, পুত্র তোমার—শ্রীরঘুনন্দন?
কিবা রঘুনন্দন—পিতা, তুমি—তার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥১১৪॥
মুকুন্দ কহে,—রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তার 'পুত্র'—এই আমার নিশ্চয় ॥১১৫॥

আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে ॥
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ॥১১৭॥
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ॥১১৮॥
ভক্তগণে কহে,—শুন মুকুন্দের প্রেম।
নির্ম্মল, নিগূঢ় প্রেম, যেন শুদ্ধ হেম ॥১১৯॥
বাহে রাজবৈদ্য ইঁহো, করে রাজ-সেবা।
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা ॥১২০॥
এক দিন ম্লেচ্ছ-রাজার উচ্চ-টুঙ্গিতে।
চিকিৎসার বাত্ কহে ইঁহার অগ্রেতে ॥১২১॥
হেনকালে এক ময়ূর-পুচ্ছের আড়ানী।
রাজ-শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি' ॥১২২॥
শিখিপিচ্ছ দেখি' মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
অতি-উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ॥১২৩॥
রাজার জ্ঞান,—রাজ-বৈদ্যের হইল মরণ।
আপনে নামিয়া তবে করাইল চেতন ॥১২৪॥
রাজা বলে, ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি?
মুকুন্দ কহে,—অতিবড় ব্যথা পাই নাই ॥১২৫॥
রাজা কহে,—মুকুন্দ, তুমি পড়িলা কি লাগি'?
মুকুন্দ কহে,—রাজা, মোর ব্যাধি আছে মৃগী ॥
মহাবিদগ্ধ রাজা, সেই সব জানে।
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর 'মহাসিদ্ধ' জ্ঞানে ॥১২৭॥
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে।
দ্বারে পুষ্করিণী, তার ঘাটের উপরে ॥১২৮॥
কদম্বের এক বৃক্ষে ফুটে বারমাসে।
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ-অবতংসে ॥১২৯॥
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন।
তোমার কার্য্য—ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন ॥১৩০॥
রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণ-সেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন ॥১৩১॥
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ-সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন-জনে ॥১৩২॥

সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি,—দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি' কহেন গোসাঞি ॥১৩৩॥
'দারু' 'জল' রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
'দরশন' 'স্নানে' করে জীবের মুকতি ॥১৩৪॥
'দারুব্রহ্ম' রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী হন সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম' সম ॥১৩৫॥
সার্ব্বভৌম, কর 'দারুব্রহ্ম' আরাধন।
বাচস্পতি, কর 'জলব্রহ্মের' সেবন ॥১৩৬॥
মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহেন, শুন ভক্তগণ ॥১৩৭॥
পূর্ব্বে আমি ইঁহারে লোভাইল বার বার।
পরম মধুর, গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রকুমার ॥১৩৮॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্ব্বাংশী, সর্ব্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম, সর্ব্বরসময় ॥১৩৯॥
সকল-সদ্গুণ-বৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর ॥১৪০॥
মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস।
চাতুর্য্য, বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলা-রস ॥১৪১॥
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয় ॥১৪২॥
এইমত বার বার শুনিয়া বচন।
আমার গৌরবে কিছু ফিরি' গেলা মন ॥১৪৩॥
আমারে কহেন,—আমি তোমার কিঙ্কর।
তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর ॥১৪৪॥
এত বলি' ঘরে গেল, চিন্তি' রাত্রিকালে।
রঘুনাথ-ত্যাগ-চিন্তায় হইল বিকলে ॥১৪৫॥
কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ!
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ! ১৪৬॥
এইমত সর্ব্ব-রাত্রি করেন ক্রন্দন।
মনে সোয়াস্তি নাহি, রাত্রি করেন জাগরণ ॥১৪৭॥
প্রাতঃকালে আসি' মোর ধরিল চরণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু করে নিবেদন ॥১৪৮॥
রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥১৪৯॥

শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায়! ১৫০॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥১৫১॥
এত শুনি' আমি বড় মনে সুখ পাইলুঁ।
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈলুঁ ॥১৫২॥
সাধু সাধু, গুপ্ত, তোমার সুদৃঢ় ভজন।
আমার বচনেহ তোমার না টলিল মন ॥১৫৩॥
এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায়।
প্রভু ছাড়াইলেহ, পদ ছাড়ান না যায় ॥১৫৪॥
এইমত তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে।
তোমারে আগ্রহ আমি কৈলুঁ বারে বারে ॥১৫৫॥
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর।
তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥১৫৬॥
সেই মুরারি গুপ্ত এই—মোর প্রাণ সম।
ইঁহার দৈন্য শুনি' মোর ফাটয়ে জীবন ॥১৫৭॥
তবে বাসুদেবে প্রভু করি' আলিঙ্গন।
তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র-বদন ॥১৫৮॥
নিজ-গুণ শুনি' দত্ত মনে লজ্জা পাঞা।
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া ॥১৫৯॥
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার ॥১৬০॥
করিতে সমর্থ, তুমি হও দয়াময়।
তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয় ॥১৬১॥
জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥১৬২॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ ॥১৬৩॥
এত শুনি' মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা।
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা ॥১৬৪॥
তোমার বিচিত্র নহে, তুমি—সাক্ষাৎ প্রহ্লাদ।
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ॥১৬৫॥
কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য ॥১৬৬॥
ব্রহ্মাণ্ড-জীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার।
বিনা পাপ-ভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥১৬৭॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ, ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপ-ফল? ১৬৮॥
তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ', সে হৈল 'বৈষ্ণব'।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥১৬৯॥

ব্রহ্মসংহিতায়
(৫/৫৪)—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৭০॥

যিনি ইন্দ্রগোপরূপ কীট সকল হইতে আরম্ভ করিয়া দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত জীবনিচয়ের স্বকর্ম্মবন্ধনাণুরূপ ফল ভাজন (ভোগ) বিস্তার (বিধান) করেন, কিন্তু যিনি ভক্তিমান্ পুরুষের সমস্ত কর্ম্মই নির্দ্দহন করেন, অহো সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

তোমার ইচ্ছা-মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ॥১৭১॥
এক উড়ুম্বর-বৃক্ষে লাগে কোটি-ফলে।
কোটি যে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ॥১৭২॥
তার এক ফল পড়ি' যদি নষ্ট হয়।
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ-অপচয় ॥১৭৩॥
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প-হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥১৭৪॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি-ধাম।
তার গড়খাই—কারণাব্ধি যার নাম ॥১৭৫॥
তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড।
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই-পূর্ণ ভাণ্ড ॥১৭৬॥
তার এক রাই-নাশে, হানি নাহি মানি।
ঐছে এক অণ্ড-নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ॥১৭৭॥
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি 'মায়া'র হয় ক্ষয়।

তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ॥১৭৮॥
কোটি-কামধেনু-পতির ছাগী যৈছে মরে।
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে? ১৭৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/১৪)—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥১৮০॥

যাহার (দ্বারা) সত্ত্বরজস্তমোগুণ দোষরূপে গৃহীত হইয়াছে, হে অজিত, সেই চরাচর অজাকে (অবিদ্যা বা মায়াকে) তুমি বিনষ্ট করিয়া (তোমার জয় দেখাও, জয় দেখাও); কেননা, আত্মশক্তি-ক্রমে মায়াতীত তোমাতে (স্বরূপতঃ) সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরুদ্ধ আছে; তুমিই জগতের অখিল শক্তির অববোধক (উদ্বোধক অন্তর্যামী); তুমি আত্ম-শক্তিতেই বিপুল চিজ্জগতে লীলা করিয়া থাক এবং কোন কারণবশতঃ তোমার ছায়াশক্তি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা (সৃষ্ট্যাদি) লীলা করিয়া থাক,—বেদ তোমার এই দুই প্রকার লীলাই বর্ণন (পূর্ব্বক প্রতিপাদন) করেন।

এইমত সর্ব্বভক্তের কহি' সব গুণ।
সবারে বিদায় দিল করি' আলিঙ্গন ॥১৮১॥
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন ॥১৮২॥
গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে।
যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইলা আবাসে ॥১৮৩॥
পুরী-গোসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ-দামোদর।
দামোদর-পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ-দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে ॥১৮৫॥
প্রভু-পাশ আসি' সার্ব্বভৌম এক দিন।
যোড়হাত করি' কিছু কৈল নিবেদন ॥১৮৬॥
এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে চলি' গেল।
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল ॥১৮৭॥
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা করহ 'মাস' ভরি'।
প্রভু কহে,—ধর্ম্ম নহে, করিতে না পারি ॥
সার্ব্বভৌম কহে,—ভিক্ষা করহ 'বিশ' দিন।
প্রভু কহে,—এ নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন ॥১৮৯॥
সার্ব্বভৌম কহে পুনঃ,—দিন 'পঞ্চদশ'।
প্রভু কহে,—তোমার ভিক্ষা 'এক' দিবস ॥১৯০॥
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণ ধরিয়া।
দশ দিন ভিক্ষা কর কহে বিনতি করিয়া ॥১৯১॥
প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচদিন ঘাটাইল।
পাঁচ দিন তাঁর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ নিল ॥১৯২॥
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন।
তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছে দশ জন ॥১৯৩॥
পুরী-গোসাঞির ভিক্ষা পাঁচদিন মোর ঘরে।
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছোঁ তোমার গোচরে ॥১৯৪॥
দামোদর-স্বরূপ,—এই বান্ধব আমার।
কভু তোমার সঙ্গে যাবে, কভু একেশ্বর ॥১৯৫॥
আর অষ্ট সন্ন্যাসীর ভিক্ষা দুই দুই দিবসে।
এক এক দিন, এক এক জনে পূর্ণ হৈল মাসে ॥
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি।
সম্মান করিতে নারি, অপরাধ পাই ॥১৯৭॥
তুমিহ নিজ-ছায়ে আসিবে মোর ঘরে।
কভু সঙ্গে আনিবে স্বরূপ-দামোদরে ॥১৯৮॥
প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন।
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ॥১৯৯॥
'ষাঠীর মাতা' নাম, ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী।
প্রভুর মহাভক্ত তিঁহো স্নেহেতে জননী ॥২০০॥
ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ॥২০১॥
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি'।
যেবা শাকফলাদিক, আনিল আহরি' ॥২০২॥
আপনি ভট্টাচার্য্য করে পাকের সব কর্ম্ম।
ষাঠীর মাতা—বিচক্ষণা, জানে পাকের মর্ম্ম ॥
পাকশালার দক্ষিণে—দুই ভোগালয়।
এক-ঘরে শালগ্রামের ভোগ-সেবা হয় ॥২০৪॥

আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া।
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া ॥২০৫॥
বাহে এক দ্বার তার, প্রভু প্রবেশিতে।
পাকশালার এক দ্বার অন্ন পরিবেশিতে ॥২০৬॥
বত্তিশা-আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
তিন-মান তণ্ডুলের উভারিল ভাতে ॥২০৭॥
পীত-সুগন্ধি-ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল।
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল ॥২০৮॥
কেয়াপত্র-কলাখোলা-ডোঙ্গা সারি সারি।
চারিদিকে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি' ॥২০৯॥
দশ প্রকার শাক, নিম্ব-তিক্ত-সুকুতা-ঝোল।
মরিচের ঝাল, ছানাবড়া, বড়া, ঘোল ॥২১০॥
দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, বেসর, লাফ্রা।
মোচাঘণ্ট, মোচাভাজা, বিবিধ শাক্রা ॥২১১॥
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডবড়ীর ব্যঞ্জন অপার।
ফুলবড়ী-ফল-মূল বিবিধ প্রকার ॥২১২॥
নব-নিম্বপত্র-সহ ভৃষ্ট-বার্ত্তাকী।
ফুলবড়ী, পটোল-ভাজা, কুষ্মাণ্ড মান-চাকী ॥
ভৃষ্ট-মাষ-মুদ্গ-সূপ অমৃত নিন্দয়।
মধুরাম্ল, বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয় ॥২১৪॥
মুদ্গবড়া, মাষবড়া, কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী, নারিকেলপুলী, আর যত পিষ্ট ॥২১৫॥
কাঁজিবড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুগ্ধ-লক্‌লকী।
আর যত পিঠা কৈল, কহিতে না শকি ॥২১৬॥
ঘৃত-সিক্ত পরমান্ন, মৃৎকুণ্ডিকা ভরি'।
চাঁপাকলা-ঘনদুগ্ধ-আম্র তাহা ধরি ॥২১৭॥
রসালা-মথিত দধি, সন্দেশ অপার।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ॥২১৮॥
শ্রদ্ধা করি' ভট্টাচার্য্য সব করাইল।
শুভ্র-পীঠোপরি সূক্ষ্ম বসন পাতিল ॥২১৯॥
দুই-পাশে সুগন্ধি শীতল জল-ঝারী।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥২২০॥
অমৃত-গুটিকা, পিঠা-পানা আনাইল।
জগন্নাথ-প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিল ॥২২১॥

হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া।
একলে আইল তাঁর হৃদয় জানিয়া ॥২২২॥
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ প্রক্ষালন।
ঘরের ভিতরে গেলা করিতে ভোজন ॥২২৩॥
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হঞা।
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া ॥২২৪॥
অলৌকিক এই সব অন্ন-ব্যঞ্জন।
দুই প্রহর ভিতরে কৈছে হইল রন্ধন ॥২২৫॥
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে।
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে ॥২২৬॥
কৃষ্ণের ভোগ লাগাঞাছ,—অনুমান করি।
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসী-মঞ্জরী ॥২২৭॥
ভাগ্যবান্ তুমি, সফল তোমার উদ্‌যোগ।
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ॥২২৮॥
অন্নের সৌরভ্য, বর্ণ—অতি মনোরম।
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইঁহা করিয়াছেন ভোজন ॥২২৯॥
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব।
আমি—ভাগ্যবান্, ইহার অবশেষ পাব ॥২৩০॥
কৃষ্ণের আসন-পীঠ রাখ উঠাঞা।
মোরে প্রসাদ দেহ' ভিন্ন পাত্র করিয়া ॥২৩১॥
ভট্টাচার্য্য বলে,—প্রভু, না করহ বিস্ময়।
যেই খাবে, তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ॥২৩২॥
উদ্‌যোগ না ছিল মোর গৃহিণীর রন্ধনে।
যাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ, সেই তাহা জানে ॥২৩৩॥
এই ত' আসনে বসি' করহ ভোজন।
প্রভু কহে,—পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন ॥২৩৪॥
ভট্ট কহে,—অন্ন, পীঠ,—সমান প্রসাদ।
অন্ন খাবে, পীঠে বসিতে কাহাঁ অপরাধ? ২৩৫॥
প্রভু কহে,—ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয়।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয় ॥২৩৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৬/৪৬)—

ত্বয়োপভুক্তস্রগ্গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥

তোমাকে মালা, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি

যাহা অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে ভূষিত হইয়া তোমার দাসস্বরূপ আমরা তোমার উচ্ছিষ্টসকল ভোজন করিতে করিতেই তোমার মায়াকে জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব।

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়।
ভট্ট কহে,—জানি, খাও, যতেক যুয়ায় ॥২৩৮॥
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার।
এক এক ভোগের অন্ন শত শত ভার ॥২৩৯॥
দ্বারকাতে ষোল-সহস্র মহিষীমন্দিরে।
অষ্টাদশ মাতা, আর যাদবের ঘরে ॥২৪০॥
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ।
সখাবৃন্দ সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা-ভোজন ॥২৪১॥
গোবর্দ্ধন-যজ্ঞে অন্ন খাইলা রাশি রাশি।
তার লেখায় এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ॥২৪২॥
তুমি ত' ঈশ্বর, মুঞি—ক্ষুদ্র জীব ছার।
এক-গ্রাস মাধুকরী করহ অঙ্গীকার ॥২৪৩॥
এত শুনি' হাসি' প্রভু বসিলা ভোজনে।
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ-মনে ॥২৪৪॥
হেনকালে 'অমোঘ',—ভট্টাচার্য্যের জামাতা।
কুলীন, নিন্দক তিঁহো, ষাঠী-কন্যার ভর্ত্তা ॥২৪৫॥
ভোজন দেখিতে চাহে, আসিতে না পারে।
লাঠি-হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে ॥২৪৬॥
তিঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আন-মন।
অমোঘ আসি' অন্ন দেখি' করয়ে নিন্দন ॥২৪৭॥
এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন।
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভক্ষণ! ২৪৮॥
শুনি' ভট্টাচার্য্য তবে উলটি' চাহিল।
তাঁর অবধান দেখি' অমোঘ পলাইল ॥২৪৯॥
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল।
পলাইল অমোঘ, তার লাগ না পাইল ॥২৫০॥
তবে গালি, শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা।
নিন্দা শুনি' মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ॥২৫১॥
শুনি' ষাঠীর মাতা শিরে-বুকে ঘাত মারে।
ষাঠী রাণ্ডী হউক—ইহা বলে বারে বারে ॥২৫২॥
দুঁহার দুঃখ দেখি' প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া।
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা ॥২৫৩॥
আচমন করাঞা ভট্ট দিল মুখবাস।
তুলসী-মঞ্জরী, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস ॥২৫৪॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন ॥২৫৫॥
নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজ-ঘরে।
এই অপরাধ, প্রভু ক্ষমা কর মোরে ॥২৫৬॥
প্রভু কহে,—নিন্দা নহে, 'সহজ' কহিল।
ইহাতে তোমার কিবা অপরাধ কৈল? ২৫৭॥
এত বলি' মহাপ্রভু চলিলা ভবনে।
ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ॥২৫৮॥
প্রভু-পদে পড়ি' বহু আত্মনিন্দা কৈল।
তাঁরে শান্ত করি' প্রভু ঘরে পাঠাইল ॥২৫৯॥
ঘরে আসি' ভট্টাচার্য্য, ষাঠীর মাতা-সনে।
আপনা নিন্দিয়া কিছু বলেন বচনে ॥২৬০॥
চৈতন্য-গোসাঞির নিন্দা শুনি' যাহা হৈতে।
তারে বধ কৈলে হয় পাপ-প্রায়শ্চিত্তে ॥২৬১॥
কিংবা নিজ-প্রাণ যদি করি বিমোচন।
দুই যোগ্য নহে, দুই—শরীর ব্রাহ্মণ ॥২৬২॥
পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব।
পরিত্যাগ কৈলুঁ, তার নাম না লইব ॥২৬৩॥
ষাঠীরে কহ—তারে ছাড়ুক, সে হইল 'পতিত'।
'পতিত' হইলে ভর্ত্তা, ত্যজিতে উচিত ॥২৬৪॥

তথাহি স্মৃতিবচন—

"পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ" ॥২৬৫॥

পতিত পতিকে পরিত্যাগ করিবে।

সেই রাত্রে অমোঘ কাহাঁ পলাঞা রহিল।
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল ॥২৬৬॥
অমোঘ মরেন—শুনি' কহে ভট্টাচার্য্য।
সহায় হইয়া দৈব, কৈল কোন কার্য্য ॥২৬৭॥
ঈশ্বরে ত' অপরাধ ফলে ততক্ষণে।
এত বলি' পড়ে দুই শাস্ত্রের বচনে ॥২৬৮॥

মহাভারতে বনপর্ব্বে (২৪১/১৫)—

মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতম্ ॥২৬৯॥
(ভীমসেন কহিলেন,—) হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রচুররূপে সংগ্রহ করিয়া মহাযত্নপূর্ব্বক আমাদের যাহা করিতে হইত, গন্ধর্ব্বগণ তাহা করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪/৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥
আয়ু, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, লোক ও আশীর্ব্বাদ,—এ সমস্ত শ্রেষ্ঠবস্তুই মনুষ্যের মহদতিক্রম হইতে নাশ হইয়া যায়।

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভু-দরশনে।
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে ॥২৭১॥
আচার্য্য কহে,—উপবাস কৈল দুইজন।
বিসূচিকা-ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবন ॥২৭২॥
শুনি' কৃপাময় প্রভু আইলা ধাঞা।
অমোঘেরে কহে তার বুকে হস্ত দিয়া ॥২৭৩॥
সহজে নির্ম্মল এই 'ব্রাহ্মণ' হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥২৭৪॥
'মাৎসর্য্য' চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলা।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা ॥২৭৫॥
সার্ব্বভৌম-সঙ্গে তোমার 'কলুষ' হৈল ক্ষয়।
'কল্মষ' ঘুচিলে জীব 'কৃষ্ণনাম' লয় ॥২৭৬॥
উঠহ, অমোঘ, তুমি লও কৃষ্ণনাম।
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্ ॥২৭৭॥
শুনি' 'কৃষ্ণ' কৃষ্ণ' বলি' অমোঘ উঠিলা।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ॥২৭৮॥
কম্প, অশ্রু, পুলক, স্তম্ভ, স্বেদ, স্বরভঙ্গ।
প্রভু হাসে দেখি' তার প্রেমের তরঙ্গ ॥২৭৯॥
প্রভুর চরণে ধরি' করেন বিনয়।
অপরাধ ক্ষম' মোরে, প্রভু, দয়াময় ॥২৮০॥
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।
এত বলি' আপন গালে চড়ায় আপনে ॥২৮১॥
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল।
হাতে ধরি' গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল ॥২৮২॥
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি' তার গাত্র।
সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র ॥২৮৩॥
সার্ব্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন রহু দূর ॥২৮৪॥
'অপরাধ' নাহি তব, লও কৃষ্ণনাম।
এত বলি' প্রভু আইলা সার্ব্বভৌম-স্থান ॥২৮৫॥
প্রভু দেখি' সার্ব্বভৌম ধরিলা চরণে।
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে ॥২৮৬॥
প্রভু কহে,—অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ।
কেনে উপবাস কর, কেনে কর রোষ ॥২৮৭॥
উঠ, স্নান কর, দেখ জগন্নাথ-মুখ।
শীঘ্র আসি' ভোজন কর, তবে মোর সুখ ॥
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া।
যাবৎ না পাইবা তুমি প্রসাদ আসিয়া ॥২৮৯॥
প্রভু-পদ ধরি' ভট্ট কহিতে লাগিলা।
মরিত' অমোঘ, তারে কেনে জীয়াইলা ॥২৯০॥
প্রভু কহে,—অমোঘ শিশু, তোমার বালক।
বালক-দোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক ॥
এবে 'বৈষ্ণব' হৈল, তার গেল 'অপরাধ'।
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ ॥২৯২॥
ভট্ট কহে,—চল, প্রভু, ঈশ্বর-দরশনে।
স্নান করি' হেথা মুঞি আসিলাঙ এখনে ॥২৯৩॥
প্রভু কহে,—গোপীনাথ, ইহাঞি রহিবা।
ইঁহো প্রসাদ পাইলে, বার্ত্তা আমাকে কহিবা ॥
এত বলি' প্রভু গেলা ঈশ্বর-দরশনে।
ভট্ট স্নান দর্শন করি' করিলা ভোজনে ॥২৯৫॥
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত 'একান্ত'।
প্রেমে নাচে, কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত ॥২৯৬॥
ঐছে চিত্র-লীলা করে শচীর নন্দন।
যেই দেখে, শুনে, তাঁর বিস্ময় হয় মন ॥২৯৭॥
ঐছে ভট্ট-গৃহে করে ভোজন-বিলাস।
তার মধ্যে নানা চিত্র-চরিত্র-প্রকাশ ॥২৯৮॥

সার্ব্বভৌম-ঘরে এই ভোজন-চরিত।
সার্ব্বভৌম-প্রেম যাঁহা হইলা বিদিত ॥২৯৯॥
ষাঠীর মাতার প্রেম, আর প্রভুর প্রসাদ।
ভক্ত-সম্বন্ধে যাহা ক্ষমিল অপরাধ ॥৩০০॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুনে যেই জন।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥৩০১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩০২॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥১॥

গৌড়োদ্যানে গৌররূপ পর্জ্জন্য স্বীয় দর্শনামৃত-সেচন দ্বারা ভবাগ্নিদগ্ধ-লোকসজ্ঘরূপ লতাকে জীবিত করিয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ॥৩॥
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, আনি' দুই জন।
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয়-বচন ॥৪॥
নীলাদ্রি ছাড়ি' প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে।
তোমরা করহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ॥৫॥
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করহ নানা উপায় ॥৬॥
রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, দুইজনা-স্থানে।
তবে যুক্তি করে প্রভু—'যাব বৃন্দাবনে' ॥৭॥
দুঁহে কহে,—রথযাত্রা কর দরশন।
কার্ত্তিক আইলে, তবে করিহ গমন ॥৮॥
কার্ত্তিক আইলে কহে,—এবে মহা-শীত।
দোলযাত্রা দেখি' যাও,—এই ভাল রীত ॥৯॥
আজি-কালি করি' উঠায় বিবিধ উপায়।
যাইতে সম্মতি না দেয়, বিচ্ছেদের ভয় ॥১০॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥১১॥
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন ॥১২॥
সবে মেলি' গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে ॥১৩॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে।
নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রেমভক্তি-প্রকাশিতে ॥১৪॥
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুরে দেখিতে।
নিত্যানন্দের প্রেম-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥১৫॥
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই।
বাসুদেব, মুরারি, গোবিন্দাদি তিন-ভাই ॥১৬॥
রাঘব-পণ্ডিত নিজ-ঝালি সাজাঞা।
কুলীন-গ্রামবাসী চলে পট্টডোরী লঞা ॥১৭॥
খণ্ডবাসী নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
সর্ব্ব-ভক্ত চলে, তার কে করে গণন ॥১৮॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥১৯॥
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন, দেন বাসা স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥২০॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী ॥২১॥
শ্রীবাস-পণ্ডিত-সঙ্গে চলিলা মালিনী।
শিবানন্দ-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ॥২২॥
শিবানন্দের বালক, নাম—চৈতন্য-দাস।
তিঁহো চলিয়াছে প্রভুরে দেখিতে উল্লাস ॥২৩॥
আচার্য্যরত্ন-সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।
তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ॥২৪॥
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর নানা প্রিয় দ্রব্য নিল ঘর হৈতে ॥২৫॥
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান।
ঘাটিয়াল প্রবোধি' দেন সবারে বাসা স্থান ॥২৬॥

ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে।
পরম আনন্দে যান প্রভুর দরশনে ॥২৭॥
রেমুণায় আসিয়া কৈল গোপীনাথ দরশন।
আচার্য্য করিল তাহাঁ কীর্ত্তন, নর্ত্তন ॥২৮॥
নিত্যানন্দের পরিচয় সব-লোক-সনে।
বহুত সম্মান আসি' কৈল সেবকগণে ॥২৯॥
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাহাঞি রহিলা।
বার ক্ষীর আনি' আগে সেবক ধরিলা ॥৩০॥
ক্ষীর বাঁটি' সবারে দিল প্রভু-নিত্যানন্দ।
ক্ষীর-প্রসাদ পাঞা সবার বাড়িল আনন্দ ॥৩১॥
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন।
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন ॥৩২॥
তাঁর লাগি' গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল।
মহাপ্রভুর মুখে আগে এ কথা শুনিল ॥৩৩॥
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥৩৪॥
এইমত চলি' চলি' কটক আইলা।
সাক্ষিগোপাল দেখি' সবে সে দিন রহিলা ॥৩৫॥
সাক্ষিগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ ॥৩৬॥
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে।
শীঘ্র করি' আইলা সবে শ্রীনীলাচলে ॥৩৭॥
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া।
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাতে দিয়া ॥৩৮॥
দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল।
অদ্বৈত, অবধূত-গোসাঞি বড় সুখ পাইল ॥৩৯॥
তাহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
নাচিতে নাচিতে চলি' আইলা দুইজন ॥৪০॥
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণে।
আগু বাড়ি' পাঠাইল শচীর নন্দনে ॥৪১॥
নরেন্দ্রে আসিয়া তাহাঁ সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা ॥৪২॥
সিংহদ্বার-নিকটে আইলা শুনি' গৌররায়।
আপনে আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায় ॥৪৩॥
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ-দরশন।
সবা লঞা আইলা পুনঃ আপন-ভবন ॥৪৪॥
বাণীনাথ, কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল।
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ॥৪৫॥
পূর্ব্ব-বৎসরে যাঁর যেই বাসা-স্থান।
তাহাঁ সবা পাঠাঞা করাইল বিশ্রাম ॥৪৬॥
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস।
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥৪৭॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা-কাল যবে আইল।
সবা লঞা গুণ্ডিচা-মন্দির প্রক্ষালিল ॥৪৮॥
কুলীনগ্রামী পট্টডোরী জগন্নাথে দিল।
পূর্ব্ববৎ রথ-অগ্রে নর্ত্তন করিল ॥৪৯॥
বহু নৃত্য করি' পুনঃ চলিল উদ্যানে।
বাপী-তীরে তাহাঁ যাই' করিল বিশ্রামে ॥৫০॥
রাঢ়ী এক বিপ্র তিঁহো—নিত্যানন্দ-দাস।
মহা-ভাগ্যবান্ তিঁহো, নাম—কৃষ্ণদাস ॥৫১॥
ঘট ভরি' প্রভুর তিঁহো অভিষেক কৈল।
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা-তৃপ্ত হৈল ॥৫২॥
বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল।
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ॥৫৩॥
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা দেখে লঞা ভক্তগণ ॥৫৪॥
আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড়-বরিষণ ॥৫৫॥
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৫৬॥
প্রভুর প্রিয়-ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী।
'ভক্ত্যে দাসী' অভিমান, 'স্নেহেতে জননী' ॥৫৭॥
আচার্য্যরত্ন-আদি যত মুখ্য ভক্তগণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ॥৫৮॥
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দে লঞা।
কিবা যুক্তি করে নিত্য নিভৃতে বসিয়া ॥৫৯॥
আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে।
আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে, কেহ বুঝিতে না পারে ॥

তাঁর মুখ দেখি' হাসে শচীর নন্দন।
অঙ্গীকার জানি' আচার্য্য করেন নর্ত্তন ॥৬১॥
কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা—কেহ না বুঝিল।
আলিঙ্গন করি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ॥৬২॥
নিত্যানন্দে কহে প্রভু,—শুনহ, শ্রীপাদ।
এই আমি মাগি, তুমি করহ প্রসাদ ॥৬৩॥
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি' মোর ইচ্ছা সফল করিবা ॥৬৪॥
তাহাঁ সিদ্ধি করে—হেন অন্যে না দেখিয়ে।
আমার 'দুষ্কর' কর্ম্ম, তোমা হৈতে হয়ে ॥৬৫॥
নিত্যানন্দ কহে,—আমি 'দেহ', তুমি 'প্রাণ'।
'দেহ' 'প্রাণ' ভিন্ন নহে,—এই ত' প্রমাণ ॥৬৬॥
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
যে করাহ, সেই করি, নাহিক নিয়ম ॥৬৭॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি' আলিঙ্গন।
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ॥৬৮॥
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
প্রভু, আজ্ঞা কর,—আমার কর্ত্তব্য সাধন ॥৬৯॥
প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ॥৭০॥
তেঁহো কহে,—কে বৈষ্ণব, কি তাঁর লক্ষণ?
তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন ॥৭১॥
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥৭২॥
বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
'বৈষ্ণবের তারতম্য' প্রভু শিখাইল ॥৭৩॥
যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥৭৪॥
ক্রম করি' কহে প্রভু 'বৈষ্ণব'-লক্ষণ।
'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর', আর 'বৈষ্ণবতম' ॥৭৫॥
এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা।
বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা ॥৭৬॥
স্বরূপ-সহিত তাঁর হয় সখ্য-প্রীতি।
দুই-জনায় কৃষ্ণ-কথায় একত্রই স্থিতি ॥৭৭॥

গদাধর-পণ্ডিতে তিঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল।
ওড়ন-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ॥৭৮॥
জগন্নাথ পরেন তথা 'মাড়ুয়া' বসন।
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন ॥৭৯॥
সেই রাত্রে জগন্নাথ-বলাই আসিয়া।
দুই-ভাই চড়া'ন তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ॥৮০॥
গাল ফুলিল, আচার্য্য অন্তরে উল্লাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥৮১॥
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-সঙ্গে রহি' করে যাত্রা-দরশন ॥৮২॥
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ।
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব নিঃশেষ ॥৮৩॥
এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল।
দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ॥৮৪॥
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে ॥৮৫॥
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথ দেখি' না রহিলা, গৌড়েরে চলিলা ॥৮৬॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি' কহে মধুর-বচনে ॥৮৭॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈলুঁ গমন ॥৮৮॥
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা-দুঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ॥৮৯॥
গৌড়-দেশে হয় মোর 'দুই সমাশ্রয়'।
'জননী', 'জাহ্নবী',—এই দুই দয়াময় ॥৯০॥
গৌড়-দেশ দিয়া যাব তাঁ-সবা দেখিয়া।
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ' পরসন্ন হঞা ॥৯১॥
শুনিয়া প্রভুর বাণী মনে বিচারয়।
প্রভু-সনে অতি হঠ কভু ভাল নয় ॥৯২॥
দুঁহে কহে,—এবে বর্ষা, চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে, অবশ্য চলিবা ॥৯৩॥
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী-দিনে করিল পয়ান ॥৯৪॥

জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাঞাছিল।
কড়ার চন্দন, ডোর, সব সঙ্গে লৈল ॥৯৫॥
জগন্নাথে আজ্ঞা মাগি' প্রভাতে চলিলা।
উড়িয়া ভক্তগণ সঙ্গে পাছে চলি' আইলা ॥৯৬॥
উড়িয়া-ভক্তগণে-প্রভু যত্নে নিবারিলা।
নিজগণ-সঙ্গে প্রভু 'ভবানীপুর' আইলা ॥৯৭॥
রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া।
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাঞা ॥৯৮॥
প্রসাদ ভোজন করি' তথায় রহিলা।
প্রাতঃকালে চলি' প্রভু 'ভুবনেশ্বর' আইলা ॥
'কটকে' আসিয়া কৈল 'গোপাল' দরশন।
স্বপ্নেশ্বর-বিপ্র কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥১০০॥
রামানন্দ রায় সব-গণে নিমন্ত্রিল।
বাহির উদ্যানে আসি' প্রভু বাসা কৈল ॥১০১॥
ভিক্ষা করি' বকুল-তলে করিলা বিশ্রাম।
প্রতাপরুদ্র-ঠাঞি রায় করিল পয়ান ॥১০২॥
শুনি' আনন্দিত রাজা অতিশীঘ্র আইলা।
প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ ভূমেতে পড়িলা ॥১০৩॥
পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে প্রণয়-বিহ্বল।
স্তুতি করে, পুলকাঙ্গ, পড়ে অশ্রুজল ॥১০৪॥
তাঁর ভক্তি দেখি' প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥১০৫॥
পুনঃ স্তুতি করি' রাজা করয়ে প্রণাম।
প্রভু-কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ॥১০৬॥
সুস্থ করি' রামানন্দ রাজারে বসাইলা।
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা ॥১০৭॥
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌররায়।
'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' নাম হৈল যায় ॥১০৮॥
রাজ-পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন।
রাজারে বিদায় দিলা শচীর নন্দন ॥১০৯॥
বাহিরে আসি' রাজা আজ্ঞা-পত্র লেখাইল।
নিজ-রাজ্যে যত 'বিষয়ী', তাহারে পাঠাইল ॥
'গ্রামে-গ্রামে' নূতন আবাস করিবা।
পাঁচ-সাত গৃহ, সব সামগ্র্যে ভরিবা ॥১১১॥
আপনি প্রভুকে লঞা তাহাঁ উত্তরিবা।
রাত্রি-দিবা বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা ॥১১২॥
দুই মহাপাত্র,—'হরিচন্দন', 'মঙ্গরাজ'।
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—করিহ সর্ব্ব কাজ ॥
এক নব্য-নৌকা আনি' রাখহ নদী-তীরে।
যাহাঁ স্নান করি' প্রভু যান নদী-পারে ॥১১৪॥
তাহাঁ স্তম্ভ রোপণ কর 'মহাতীর্থ' করি'।
নিত্য স্নান করিব তাহাঁ, তাহাঁ যেন মরি ॥১১৫॥
চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস।
রামানন্দ, যাহ' তুমি মহাপ্রভু-পাশ ॥১১৬॥
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু,—নৃপতি শুনিল।
হস্তী-উপর তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণে চড়াইল ॥১১৭॥
প্রভুর চলিবার পথে রহে সারি হঞা।
সন্ধ্যাতে চলিলা প্রভু নিজগণ লঞা ॥১১৮॥
'চিত্রোৎপলা-নদী' আসি' ঘাটে কৈল স্নান।
মহিষীসকল দেখে, করয়ে প্রণাম ॥১১৯॥
প্রভুর দরশনে সবে হৈল প্রেমময়।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, নেত্রে অশ্রু বরিষয় ॥১২০॥
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ॥১২১॥
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈল নদী পার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি' আইলা চতুর্দ্বার ॥
রাত্রে তথা রহি' প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল।
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ॥১২৩॥
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা পাঠায় দিনে-দিনে।
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহু-জনে ॥১২৪॥
স্বগণ-সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি'।
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি 'হরি' 'হরি' ॥১২৫॥
রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরিচন্দন।
সঙ্গে সেবা করি' চলে এই তিন জন ॥১২৬॥
প্রভু-সঙ্গে পুরী-গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ॥১২৭॥
হরিদাস-ঠাকুর, আর পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য, আর পণ্ডিত-দামোদর ॥১২৮॥

রামাই, নন্দাই, আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিলুঁ, সবার কে করে গণন ॥১২৯॥
গদাধর-পণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস না ছাড়িহ—প্রভু নিষেধিলা ॥
পণ্ডিত কহে,—যাঁহা তুমি, সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥১৩১॥
প্রভু কহে,—ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে,—কোটি-সেবা ত্বৎপাদ-দর্শন ॥
প্রভু কহে,—সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইহাঁ রহি' সেবা কর,—আমার সন্তোষ ॥১৩৩॥
পণ্ডিত কহে,—সব দোষ আমার উপর।
তোমা-সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর ॥১৩৪॥
'আই'কে দেখিতে যাইব, না যাইব তোমা লাগি'।
'প্রতিজ্ঞা' 'সেবা' ত্যাগ-দোষ,—তার আমি ভাগী ॥
এত বলি' পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক্ চলিলা।
কটক আসি' প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥১৩৬॥
পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-প্রেম বুঝন না যায়।
'প্রতিজ্ঞা', 'শ্রীকৃষ্ণ-সেবা' ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁহার হাতে ধরি' কহে, করি' প্রণয়-রোষ ॥১৩৮॥
'প্রতিজ্ঞা', 'সেবা' ছাড়িবে,—এ তোমার 'উদ্দেশ'।
সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি' আইলা দূর দেশ ॥১৩৯॥
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ,—বাঞ্ছ' নিজ 'সুখ'।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়,—আমার হয় 'দুঃখ' ॥
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল।
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ॥১৪১॥
এত বলি' মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হঞা তথা পণ্ডিত পড়িলা ॥১৪২॥
পণ্ডিতে লঞা যাইতে সার্ব্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য্য কহে,—উঠ, ঐছে প্রভুর লীলা ॥
তুমি জান, কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা।
ভক্ত কৃপা-বশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা ॥১৪৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৯/৩৭)—

স্বনিগমমপহায় মৎ প্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥১৪৫॥

'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না'—কৃষ্ণচন্দ্র এই নিজপ্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞাই সত্য করিবার অভিপ্রায়ে রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক ত্যক্তোত্তরীয় হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন।

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া।
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যত্ন করিয়া ॥১৪৬॥
এইমত কহি' তাঁরে প্রবোধ করিলা।
দুইজনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ॥১৪৭॥
প্রভু লাগি' ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ।
ভক্ত-ধর্ম্ম-হানি প্রভুর না হয় সহন ॥১৪৮॥
'প্রেমের বিবর্ত্ত' ইহা শুনে যেই জন।
অচিরে মিলয়ে তাঁরে চৈতন্য-চরণ ॥১৪৯॥
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু-সঙ্গে যায়।
'যাজপুর' আসি' প্রভু তারে দিলেন বিদায় ॥
প্রভু বিদায় দিল, রায় যায় তাঁর সনে।
কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে রাত্রি-দিনে ॥১৫১॥
প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ।
নব্য-গৃহে নানা-দ্রব্যে করয়ে সেবন ॥১৫২॥
এইমত চলি' প্রভু 'রেমুণা' আইলা।
তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা ॥১৫৩॥
ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন।
রায়ে কোলে করি' প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥১৫৪॥
রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন।
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ॥১৫৫॥
তবে 'ওড্রদেশ-সীমা' প্রভু চলি' আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ॥১৫৬॥
দিন দুই-চারি তেঁহো করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥১৫৭॥
মদ্যপ যবন-রাজার আগে অধিকার।
তাঁর ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ॥১৫৮॥

পিছলদা পর্য্যন্ত সব তাঁর অধিকার।
তাঁর ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥১৫৯॥
দিন কত রহ,—সন্ধি করি' তাঁর সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥১৬০॥
সেইকালে সে যবনের এক অনুচর।
উড়িয়া কটকে আইল করি' বেশান্তর ॥১৬১॥
প্রভুর সেই অদ্ভুত চরিত্র দেখিয়া।
হিন্দু-চর কহে, সেই যবন-পাশ গিয়া ॥১৬২॥
এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হৈতে।
অনেক সিদ্ধ-পুরুষ হয় তাঁহার সহিতে ॥১৬৩॥
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
সবে হাসে, নাচে, গায়, করয়ে ক্রন্দন ॥১৬৪॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাহা দেখিবারে।
তাঁরে দেখি' পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ॥১৬৫॥
সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায়।
'কৃষ্ণ' কহি' নাচে, কান্দে, গড়াগড়ি যায় ॥১৬৬॥
কহিবার কথা নহে,—দেখিলে সে জানি।
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানি ॥১৬৭॥
এত কহি' সেই চর 'হরি' 'কৃষ্ণ' গায়।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় বাউলের প্রায় ॥১৬৮॥
এত শুনি' যবনের মন ফিরি' গেল।
আপন 'বিশ্বাস' উড়িয়া স্থানে পাঠাইল ॥১৬৯॥
'বিশ্বাস' আসিয়া প্রভুর চরণ বন্দিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' প্রেমে বিহ্বল হইল ॥১৭০॥
ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি'।
তোমা-স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী ॥১৭১॥
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ' এথাকে আসিয়া।
যবন অধিকারী যায় প্রভুকে মিলিয়া ॥১৭২॥
বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, করিয়াছে বিনয়।
তোমা-সনে এই সন্ধি, নাহি যুদ্ধ ভয় ॥১৭৩॥
শুনি' মহাপাত্র কহে হঞা বিস্ময়।
মদ্যপ যবনের চিত্ত ঐছে কে করয়! ১৭৪॥
আপনে মহাপ্রভু তাঁর মন ফিরাইল।
দর্শন-স্মরণে যাঁর জগৎ তারিল ॥১৭৫॥
এত বলি' বিশ্বাসেরে কহিল বচন।
ভাগ্য তাঁর—আসি' করুক প্রভু দরশন ॥১৭৬॥
প্রতীত করিয়ে—যদি নিরস্ত্র হঞা।
আসে তেঁহো পাঁচ-সাত ভৃত্য সঙ্গে লঞা ॥১৭৭॥
'বিশ্বাস' যাঞা তাঁহারে সকল কহিল।
হিন্দুবেশ ধরি' সেই যবন আইল ॥১৭৮॥
দূর হৈতে প্রভু দেখি' ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হঞা ॥১৭৯॥
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড়-হাতে প্রভু-আগে লয় কৃষ্ণনাম ॥১৮০॥
অধম যবনকুলে কেন জন্ম হৈল।
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেনে না জন্মাইল ॥১৮১॥
'হিন্দু' হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান।
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ ॥১৮২॥
এত শুনি' মহাপাত্র আবিষ্ট হঞা।
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ॥১৮৩॥
চণ্ডাল—পবিত্র, যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে।
হেন-তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ॥১৮৪॥
ইঁহার যে এই গতি, ইথে কি বিস্ময়?
তোমার দর্শন-প্রভাব এইমত হয় ॥১৮৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥১৮৬॥

হে ভগবন্ যাঁহার নাম শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন, প্রণাম ও স্মরণ করিবা-মাত্র চণ্ডাল ও যবন-কুলোদ্ভুত ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সবন-যজ্ঞের যোগ্য হইয়া উঠে, এমন সেই প্রভু যে তুমি, তোমার দর্শন হইতে কি না হয়?

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা-দৃষ্টি করি'।
আশ্বাসিয়া কহে,—তুমি কহ 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥
সেই কহে,—মোরে যদি কৈলা অঙ্গীকার।
এক আজ্ঞা দেহ',—সেবা করি যে তোমার ॥১৮৮॥

গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে হিংসা করিয়াছি অপার।
সেই পাপ হইতে মোর হউক নিস্তার ॥১৮৯॥
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে,—শুন, মহাশয়।
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ॥১৯০॥
তাহাঁ যাইতে কর তুমি সহায়-প্রকার।
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার ॥১৯১॥
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া।
সবার চরণ বন্দি' চলে হৃষ্ট হঞা ॥১৯২॥
মহাপাত্র তাঁর সনে কৈল কোলাকুলি।
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ॥১৯৩॥
প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাঞা।
প্রভুকে আনিতে দিল বিশ্বাস পাঠাঞা ॥১৯৪॥
মহাপাত্র চলি' আইলা মহাপ্রভুর সনে।
ম্লেচ্ছ আসি' কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ॥১৯৫॥
এক নবীন নৌকা, তার মধ্যে ঘর।
স্বগণে চড়াইলা প্রভু তাহার উপর ॥১৯৬॥
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিলা বিদায়।
কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি' চায় ॥১৯৭॥
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল।
দশ নৌকা ভরি' বহু সৈন্য সঙ্গে নিল ॥১৯৮॥
'মন্ত্রেশ্বর' দুষ্টনদে পার করাইল।
'পিছল্‌দা' পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ॥১৯৯॥
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে।
সে-কালে তাঁর প্রেম-চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ॥
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে, তাঁর জন্ম, দেহ ধন্য ॥২০১॥
সেই নৌকা চড়ি' প্রভু আইলা 'পানিহাটি'।
নাবিকেরে পরাইল প্রভু নিজ-কৃপা-সাটী ॥২০২॥
প্রভু আইলা বলি' লোকে হৈল কোলাহল।
মনুষ্য ভরিল সব, কিবা জল, স্থল ॥২০৩॥
রাঘব-পণ্ডিত আসি' প্রভু লঞা গেলা।
পথে যাইতে লোকভিড়ে কষ্টে-সৃষ্টে আইলা ॥
এক দিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস।
প্রাতে কুমারহট্টে আইলা,—যাহাঁ শ্রীনিবাস ॥
তাহাঁ হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর।
বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ॥২০৬॥
'বাচস্পতি-গৃহে' প্রভু যেমতে রহিলা।
লোক-ভিড়-ভয়ে যৈছে 'কুলিয়া' আইলা ॥২০৭॥
মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন।
লক্ষ-কোটি লোক তথা পাইল দর্শন ॥২০৮॥
সাত দিন রহি' তথা লোক নিস্তারিলা।
সব অপরাধিগণে প্রকারে তারিলা ॥২০৯॥
'শান্তিপুরাচার্য্য'-গৃহে ঐছে আইলা।
শচী-মাতা মিলি' তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ॥২১০॥
তবে 'রামকেলি' গ্রামে প্রভু যৈছে গেলা।
'নাটশালা' হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি' আইলা ॥
শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস ॥২১২॥
অতএব ইহাঁ তার না কৈলুঁ বিস্তার।
পুনরুক্তি হয়, গ্রন্থ বাড়য়ে অপার ॥২১৩॥
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন।
নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ॥২১৪॥
সূত্রমধ্যে সেই লীলা আমি ত' বর্ণিলুঁ।
অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিলুঁ ॥২১৫॥
পুনরপি প্রভু যদি 'শান্তিপুর' আইলা।
রঘুনাথ দাস আসি' প্রভুরে মিলিলা ॥২১৬॥
'হিরণ্য', 'গোবর্দ্ধন',—দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ॥২১৭॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে—বদান্য, ব্রাহ্মণ্য।
সদাচারী, সৎকুলীন, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ॥২১৮॥
নদীয়া-বাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য-প্রায়।
অর্থ, ভূমি, গ্রাম দিয়া করেন সহায় ॥২১৯॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—আরাধ্য দুঁহার।
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহায় 'ভ্রাতৃ' ব্যবহার ॥২২০॥
মিশ্র-পুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবনে।
অতএব প্রভু ভাল জানে দুইজনে ॥২২১॥
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র—রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তেঁহো বিষয়ে উদাস ॥২২২॥

সন্ন্যাস করি' প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা।
তবে আসি' রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ॥২২৩॥
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ॥২২৪॥
তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন ॥২২৫॥
আচার্য্য-প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ-সাত ॥২২৬॥
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল।
তেঁহো ঘরে আসি' হৈলা প্রেমেতে পাগল ॥
বার বার পলায় তেঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি' রাখে, আনি' পথ হৈতে ॥
পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রি-দিনে।
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ॥২২৯॥
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর ॥২৩০॥
এবে যদি মহাপ্রভু 'শান্তিপুর' আইলা।
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা ॥২৩১॥
আজ্ঞা দেহ', যাঞা দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা, না রহে মোর শরীরে জীবন ॥২৩২॥
শুনি' তাঁর পিতা বহু লোক-দ্রব্য দিয়া।
পাঠাইল বলি' শীঘ্র আসিহ ফিরিয়া ॥২৩৩॥
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু-সঙ্গে রহে।
রাত্রি-দিবসে এই মনঃকথা কহে ॥২৩৪॥
রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব!
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব? ২৩৫॥
সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গপ্রভু জানি' তাঁর মন।
শিক্ষা-রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস-বচন ॥২৩৬॥
স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥২৩৭॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥২৩৮॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥২৩৯॥
বৃন্দাবন দেখি' যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা-পাশ আসিহ কোন ছলে ॥২৪০॥
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যাঁরে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥২৪১॥
এত কহি' মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
ঘরে আসি' মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল ॥২৪২॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা ॥২৪৩॥
দেখি' তাঁর পিতা-মাতা বড় সুখ পাইল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল ॥২৪৪॥
ইহাঁ প্রভু একত্র করি' সব ভক্তগণ।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি যত ভক্তজন ॥২৪৫॥
সবা আলিঙ্গন করি' কহেন গোসাঞি।
সবে আজ্ঞা দেহ' আমি নীলাচলে যাই ॥২৪৬॥
সবার সহিত ইহাঁ আমার হইল মিলন।
এ বর্ষ 'নীলাদ্রি' কেহ না করিহ গমন ॥২৪৭॥
তাহাঁ হৈতে অবশ্য আমি 'বৃন্দাবন' যাব।
সবে আজ্ঞা দেহ', তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব ॥২৪৮॥
মাতার চরণ ধরি' বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে তাঁর আজ্ঞা লইল ॥২৪৯॥
তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাঞা।
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ॥২৫০॥
সেই সব লোক পথে করেন সেবন।
সুখে নীলাচলে আইলা শচীর নন্দন ॥২৫১॥
প্রভু আসি' জগন্নাথ দরশন কৈল।
মহাপ্রভু আইলা—গ্রামে কোলাহল হৈল ॥২৫২॥
আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ॥২৫৩॥
কাশীমিশ্র, রামানন্দ, প্রদ্যুম্ন, সার্ব্বভৌম।
বাণীনাথ, শিখি-আদি যত ভক্তগণ ॥২৫৪॥
গদাধর-পণ্ডিত আসি' প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা ॥২৫৫॥
বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ-মাতার, গঙ্গার, চরণ দেখিয়া ॥২৫৬॥

এত মতে করি' কৈলুঁ গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ-ভক্তগণ ॥২৫৭॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥২৫৮॥
যথা রহি, তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে, তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥২৫৯॥
কষ্টে-সৃষ্ট্যে করি' গেলাঙ রামকেলি-গ্রাম।
আমার ঠাঞি আইলা 'রূপ' 'সনাতন' নাম ॥
দুই ভাই—ভক্তরাজ, কৃষ্ণকৃপা পাত্র।
ব্যবহারে—রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র ॥২৬১॥
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধি-বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ॥২৬২॥
তাঁর দৈন্য দেখি' শুনি' পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলুঁ দোঁহারে ॥২৬৩॥
উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥২৬৪॥
এত কহি' আমি যবে বিদায় তাঁরে দিল।
গমনকালে সনাতন 'প্রহেলী' কহিল ॥২৬৫॥
যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবন যাইবার এই নহে পরিপাটী ॥২৬৬॥
তবু আমি শুনিলুঁ মাত্র, না কৈলুঁ অবধান।
প্রাতে চলি' আইলাঙ 'কানাইর নাটশালা' গ্রাম ॥
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল।
সনাতন মোরে কিবা 'প্রহেলী' কহিল ॥২৬৮॥
ভাল ত' কহিল,—মোর এত লোক সঙ্গে।
লোক দেখি' কহিবে মোরে—'এই এক ঢঙ্গে' ॥
'দুর্ল্লভ' 'দুর্গম' সেই 'নির্জ্জন' বৃন্দাবন।
একাকী যাইব, কিবা সঙ্গে একজন ॥২৭০॥
মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেলা 'একেশ্বরে'।
দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ দিল তাঁরে ॥২৭১॥
বাদিয়ার বাজি পাতি' চলিলাঙ তথারে।
বহু-সঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ॥২৭২॥
একা যাইব, কিবা সঙ্গে ভৃত্য একজন।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনের গমন ॥২৭৩॥
বৃন্দাবন যাব কাহাঁ 'একাকী' হঞা!
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাঞা! ২৭৪॥
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি' হইলাঙ অস্থির।
নিবৃত্ত হঞা পুনঃ আইলাঙ গঙ্গাতীর ॥২৭৫॥
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে-স্থানে।
আমা-সঙ্গে আইলা সবে পাঁচ-ছয় জনে ॥২৭৬॥
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবনে।
সবে মেলি' যুক্তি দেহ' হঞা পরসন্নে ॥২৭৭॥
গদাধরে ছাড়ি' গেনু, ইঁহো দুঃখ পাইল।
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল ॥২৭৮॥
তবে গদাধর-পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা।
প্রভু-পদ ধরি' কহে বিনয় করিয়া ॥২৭৯॥
তুমি যাহাঁ-যাহাঁ রহ, তাহাঁ 'বৃন্দাবন'।
তাহাঁ যমুনা, গঙ্গা, সর্ব্বতীর্থগণ ॥২৮০॥
তবু বৃন্দাবন যাহ' লোক শিখাইতে।
সেই ত' করিবে, তোমার যেই লয় চিত্তে ॥২৮১॥
এই আগে আইলা, প্রভু, বর্ষার চারি মাস।
এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ॥২৮২॥
পাছে সেই আচরিবা, যেই তোমার মন।
আপন-ইচ্ছায় চল, রহ,—কে করে বারণ ॥
শুনি' সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে।
সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে ॥২৮৪॥
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা ॥২৮৫॥
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ।
তাহাঁ ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥২৮৬॥
ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন।
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন ॥২৮৭॥
এইমত গৌরলীলা—অনন্ত, অপার।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥২৮৮॥
সহস্র-বদনে কহে আপনে 'অনন্ত'।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥২৮৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৯০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়-গমন-বিলাসো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো
ব্যাঘ্রেভৈণখগান্ বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্
বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥১॥

বৃন্দাবন যাইতে (পথিস্থিত) বনে ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ ও পক্ষিদিগকে কৃষ্ণজল্পনায় প্রেমোন্মত্ত করতঃ শ্রীগৌরচন্দ্র নৃত্য করাইয়াছিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
শরৎকাল হৈল, প্রভুর চলিতে হৈল মতি।
রামানন্দ-স্বরূপ-সঙ্গে নিভৃতে যুকতি ॥৩॥
মোর সহায় কর যদি, তুমি-দুই জন।
তবে আমি যাঞা দেখি শ্রীবৃন্দাবন ॥৪॥
রাত্রে উঠি' বনপথে পলাঞা যাব।
একাকী যাইব, কাঁহো সঙ্গে না লইব ॥৫॥
কেহ যদি সঙ্গ লইতে পাছে উঠি' ধায়।
সবারে রাখিবা, যেন কেহ নাহি যায় ॥৬॥
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা, না মানিবা 'দুঃখ'।
তোমা-সবার 'সুখে', পথে হবে মোর 'সুখ' ॥৭॥
দুইজন কহে,—তুমি ঈশ্বর 'স্বতন্ত্র'।
যেই ইচ্ছা, সেই করিবা, নহ 'পরতন্ত্র' ॥৮॥
কিন্তু আমা-দুঁহার শুন এক নিবেদনে।
তোমার সুখে আমার সুখ—কহিলা আপনে ॥৯॥
আমা-দুঁহার মনে তবে বড় 'সুখ' হয়।
এক নিবেদন যদি ধর, দয়াময় ॥১০॥
'উত্তম ব্রাহ্মণ' এক সঙ্গে অবশ্য চাহি।
ভিক্ষা করি' ভিক্ষা দিবে, যাবে পাত্র বহি' ॥১১॥
বনপথে যাইতে নাহি 'ভোজ্যান্ন' ব্রাহ্মণ।
আজ্ঞা কর,—সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন ॥১২॥
প্রভু কহে,—নিজ-সঙ্গী কাঁহো না লইব।
একজনে নিলে, আনের মনে দুঃখ হইব ॥১৩॥
নূতন সঙ্গী হইবেক,—স্নিগ্ধ যাঁর মন।
ঐছে যবে পাই, তবে লই 'এক' জন ॥১৪॥
স্বরূপ কহে,—এই বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য।
তোমাতে সুস্নিগ্ধ বড়, পণ্ডিত, সাধু, আর্য্য ॥১৫॥
প্রথমেই তোমা-সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে।
ইঁহার ইচ্ছা আছে 'সর্ব্বতীর্থ' করিতে ॥১৬॥
ইঁহার সঙ্গে আছে বিপ্র এক 'ভৃত্য'।
ইঁহো পথে করিবেন সেবা-ভিক্ষা-কৃত্য ॥১৭॥
ইঁহারে সঙ্গে লহ যদি, সবার হয় 'সুখ'।
বন-পথে যাইতে তোমার নহিবে কোন 'দুঃখ' ॥
সেই বিপ্র বহি' নিবে বস্ত্রাম্বুভাজন।
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি' ভিক্ষাটন ॥১৯॥
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি' নিল ॥২০॥
পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি' 'আজ্ঞা' লঞা।
শেষ-রাত্রে উঠি' প্রভু চলিলা লুকাঞা ॥২১॥
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া।
অন্বেষণ করি' ফিরে ব্যাকুল হঞা ॥২২॥
স্বরূপ-গোসাঞি সবায় কৈল নিবারণ।
নিবৃত্ত হঞা রহে সবে, জানি' প্রভুর মন ॥২৩॥
প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি' প্রভু উপপথে চলিলা।
'কটক' ডাহিনে করি' বনে প্রবেশিলা ॥২৪॥
নির্জ্জন-বনে চলে প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা।
হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুরে দেখিয়া ॥২৫॥
পালে-পালে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, শূকরগণ।
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করিলা গমন ॥২৬॥
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয়।
প্রভুর প্রতাপে তা'রা এক পাশ হয় ॥২৭॥
এক দিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ॥২৮॥

প্রভু কহে,—কহ 'কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ॥২৯॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান।
মত্তহস্তীযূথ আইল করিতে জলপান ॥৩০॥
প্রভু জলে কৃত্য করেন, আগে হস্তী আইলা।
'কৃষ্ণ কহ' বলি' প্রভু জল ফেলি' মারিলা ॥
সেই জল-বিন্দু-কণা লাগে যাঁর গায়।
সেই 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে, গায় ॥
কেহ ভূমে পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার।
দেখি' ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার ॥৩৩॥
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীগণ ॥৩৪॥
ডাহিনে-বামে ধ্বনি শুনি' যায় প্রভু-সঙ্গে।
প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে ॥৩৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২১/১১)—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্ত-বিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৩৬॥

এই মূঢ়মতি হরিণীসকলই ধন্য, যেহেতু উহারা বিচিত্রবেশ নন্দনন্দনকে পাইয়া এবং তাঁহার বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকনদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইল পাঁচ-সাত।
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি' চলে মহাপ্রভুর সাথ ॥৩৭॥
দেখি' মহাপ্রভুর 'বৃন্দাবন' স্মৃতি হৈল।
বৃন্দাবন-গুণ-বর্ণন শ্লোক পড়িল ॥৩৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৩/৬০)—

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাস-দ্রুত-রুট্তর্ষণাদিকম্ ॥৩৯॥

যে স্থলে নর-ব্যাঘ্রাদি নিসর্গবশতঃ পরস্পর বিরুদ্ধ-চেষ্ট হইয়াও মিত্রভাবে একত্র বাস করে, এবং কৃষ্ণের আরাম (নিত্যবিহার) স্থান বলিয়া ক্রোধ-তৃষ্ণাদি যে-ধামকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, (ব্রহ্মা সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধাম দেখিতে পাইলেন)।

'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহ করি' প্রভু যবে বলিল।
'কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল ॥৪০॥
নাচে, কান্দে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ-সঙ্গে।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব-রঙ্গে ॥৪১॥
ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন।
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন ॥৪২॥
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা।
তা-সবাকে তাহাঁ ছাড়ি' আগে চলি' গেলা ॥৪৩॥
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুরে দেখিয়া।
সঙ্গে চলে, 'কৃষ্ণ' বলি' নাচে মত্ত হঞা ॥৪৪॥
'হরিবোল' বলি' প্রভু করে উচ্চধ্বনি।
বৃক্ষলতা—প্রফুল্লিত, সেই ধ্বনি শুনি' ॥৪৫॥
'ঝারিখণ্ডে' স্থাবর-জঙ্গম আছে যত।
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত ॥৪৬॥
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাহাঁ করেন স্থিতি।
সে-সব গ্রামের লোকের হয় 'প্রেমভক্তি' ॥৪৭॥
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম।
তাঁর মুখে আন শুনে, তাঁর মুখে আন ॥৪৮॥
সবে 'কৃষ্ণ' 'হরি' বলি' নাচে, কান্দে, হাসে।
পরম্পরায় 'বৈষ্ণব' হইল সর্ব্বদেশে ॥৪৯॥
যদ্যপি প্রভু লোক-সংঘট্টের ত্রাসে।
প্রেম 'গুপ্ত' করেন, বাহিরে না প্রকাশে ॥৫০॥
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে।
সকল দেশের লোক হৈল 'বৈষ্ণবে' ॥৫১॥
গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, দক্ষিণ-দেশ গিয়া।
লোকের নিস্তার কৈল আপনে ভ্রমিয়া ॥৫২॥
মথুরা যাইবার ছলে আসেন ঝারিখণ্ড।
ভিল্লপ্রায় লোক তাহাঁ পরম-পাষণ্ড ॥৫৩॥
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
চৈতন্যের গূঢ়লীলা বুঝিতে শক্তি কার ॥৫৪॥
বন দেখি' ভ্রম হয় এই 'বৃন্দাবন'।
শৈল দেখি' মনে হয় এই 'গোবর্দ্ধন' ॥৫৫॥

যাহাঁ নদী দেখে, তাহাঁ মানয়ে 'কালিন্দী'।
মহাপ্রেমাবেশে নাচে প্রভু পড়ে কান্দি' ॥৫৬॥
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল।
যাহাঁ যেই পায়েন, তাহাঁ লয়েন সকল ॥৫৭॥
যে-গ্রামে রহেন প্রভু, তথায় ব্রাহ্মণ।
পাঁচ-সাত জন আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥৫৮॥
কেহ অন্ন আনি' দেয় ভট্টাচার্য্য-স্থানে।
কেহ দুগ্ধ, দধি, কেহ ঘৃত, খণ্ড আনে ॥৫৯॥
যাহাঁ বিপ্র নাহি, তাহাঁ 'শূদ্রমহাজন'।
আসি' সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ॥৬০॥
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্য-ব্যঞ্জন।
বন্য-ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন ॥৬১॥
দুই-চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি।
যাহাঁ শূন্য বন, লোকের নাহিক বসতি ॥৬২॥
তাহাঁ সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করে পাক।
ফল-মূলে ব্যঞ্জন করে, বন্য নানা শাক ॥৬৩॥
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য-ভোজনে।
মহাসুখ পা'ন, যে-দিন রহেন নির্জ্জনে ॥৬৪॥
ভট্টাচার্য্য সেবা করে, স্নেহে যৈছে 'দাস'।
তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস ॥৬৫॥
নির্ঝরেতে উষ্ণোদকে স্নান তিনবার।
দুইসন্ধ্যা অগ্নিতাপ কাষ্ঠের অপার ॥৬৬॥
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জনে গমন।
সুখ অনুভবি' প্রভু কহেন বচন ॥৬৭॥
শুন, ভট্টাচার্য্য,—আমি গেলাঙ বহু-দেশ।
বনপথে দুঃখের কাহাঁ নাহি পাই লেশ ॥৬৮॥
কৃষ্ণ—কৃপালু, আমায় বহুত কৃপা কৈলা।
বনপথে আনি' আমায় বড় সুখ দিলা ॥৬৯॥
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাঙ বিচার।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণে দেখিব একবার ॥৭০॥
ভক্তগণ-সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন।
ভক্তগণে সঙ্গে লঞা যাব 'বৃন্দাবন' ॥৭১॥
এত ভাবি' গৌড়দেশে করিলুঁ গমন।
মাতা, গঙ্গা, ভক্তে দেখি' সুখী হৈল মন ॥৭২॥
ভক্তগণে লঞা তবে চলিলাঙ রঙ্গে।
লক্ষকোটি লোক তাহাঁ হৈল আমা-সঙ্গে ॥৭৩॥
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা।
তাহা বিঘ্ন করি' বনপথে লঞা আইলা ॥৭৪॥
কৃপার সমুদ্র, দীন-হীনে দয়াময়।
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন 'সুখ' নাহি হয় ॥৭৫॥
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল।
তোমার প্রসাদে এত সুখ পাইল ॥৭৬॥
তেঁহো কহেন,—তুমি 'কৃষ্ণ', তুমি 'দয়াময়'।
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ॥৭৭॥
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি' মোর হাতে 'প্রভু' ভিক্ষা কৈলা ॥৭৮॥
অধম-কাকেরে কৈলা গরুড়-সমান।
'স্বতন্ত্র ঈশ্বর' তুমি—স্বয়ং ভগবান্ ॥৭৯॥

তথাহি (ভাঃ ১/১/১) ভাবার্থদীপিকায়—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্ ॥৮০॥

যাঁহার কৃপা বোবাকে (মূককে) বাচাল করিতে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাইতে পারে, সেই 'পরমানন্দস্বরূপ' মাধবকে আমি বন্দনা করি।

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন।
প্রেমসেবা করি' তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ॥৮১॥
এইমত নানা-সুখে প্রভু আইলা 'কাশী'।
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি' ॥৮২॥
সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান।
প্রভু দেখি' হৈল তাঁর কিছু বিস্ময় জ্ঞান ॥৮৩॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস।
নিশ্চয় করিয়া, হৈল হৃদয়ে উল্লাস ॥৮৪॥
প্রভুর চরণ ধরি' করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে উঠাঞা কৈল আলিঙ্গন ॥৮৫॥
প্রভু লঞা গেলা বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
তবে আসি' দেখে বিন্দুমাধব-চরণে ॥৮৬॥
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা।
সেবা করি' নৃত্য করে বস্ত্র উড়াঞা ॥৮৭॥

প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান।
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান ॥৮৮॥
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি' ঘরে ভিক্ষা দিল।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ॥৮৯॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন।
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ-সম্বাহন ॥৯০॥
প্রভুর 'শেষান্ন' মিশ্র সবংশে খাইল।
'প্রভু আইলা' শুনি' চন্দ্রশেখর আইল ॥৯১॥
মিশ্রের সখা তেঁহো প্রভুর পূর্ব্ব দাস।
বৈদ্যজাতি, লিখনবৃত্তি, বারাণসী-বাস ॥৯২॥
আসি' প্রভু-পদে পড়ি' করেন রোদন।
প্রভু তাঁরে কৃপায় উঠি' কৈল আলিঙ্গন ॥৯৩॥
চন্দ্রশেখর কহে,—প্রভু, বড় কৃপা কৈলা।
আপনে আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা ॥৯৪॥
আপন-'প্রারব্ধে' বসি' বারাণসী-স্থানে।
'মায়া', 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ॥৯৫॥
ষড়্‌দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা।
মিশ্র কৃপা করি' মোরে শুনান কৃষ্ণ কথা ॥৯৬॥
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ।
'সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর' তুমি দিলা দরশন ॥৯৭॥
শুনি,—'মহাপ্রভু' যাবেন শ্রীবৃন্দাবনে।
দিন কত রহি' তার' ভৃত্য দুইজনে ॥৯৮॥
মিশ্র কহে,—প্রভু, যাবৎ কাশীতে রহিবা।
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবা ॥৯৯॥
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে।
ইচ্ছা নাহি, তবু তথা রহিলা দিন দশে ॥১০০॥
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আইসে প্রভু দেখিবারে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হয় চমৎকারে ॥১০১॥
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়, প্রভু নাহি মানে।
প্রভু কহে,—আজি মোর হঞাছে নিমন্ত্রণে ॥
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গ-ভয়ে না মানেন নিমন্ত্রণ ॥১০৩॥
প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া।
'বেদান্ত' পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ॥১০৪॥
এক বিপ্র দেখি' আইলা প্রভুর ব্যবহার।
প্রকাশানন্দ-আগে কহে চরিত্র তাঁহার ॥১০৫॥
এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে।
তাঁহার মহিমা-প্রতাপ না পারি বর্ণিতে ॥১০৬॥
সকল দেখিয়ে তাঁতে অদ্ভুত-কথন।
প্রকাণ্ড-শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ ॥১০৭॥
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ॥১০৮॥
তাহা দেখি' জ্ঞান হয়—এই নারায়ণ।
যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥১০৯॥
'মহাভাগবত' লক্ষণ শুনি ভাগবতে।
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ॥১১০॥
'নিরন্তর কৃষ্ণনাম' জিহ্বা তাঁর গায়।
দুই-নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা-প্রায় ॥১১১॥
ক্ষণে নাচে, হাসে, গায়, করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণে হুহুঙ্কার করে,—সিংহের গর্জ্জন ॥১১২॥
জগৎমঙ্গল তাঁর 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
নাম, রূপ, গুণ তাঁর, সব—অনুপম ॥১১৩॥
দেখিলে সে জানি তাঁর 'ঈশ্বরের রীতি'।
অলৌকিক কথা শুনি' কে করে প্রতীতি? ১১৪॥
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা।
বিপ্রে উপহাস করি' কহিতে লাগিলা ॥১১৫॥
শুনিয়াছি গৌড়দেশের সন্ন্যাসী—'ভাবুক'।
কেশব-ভারতী-শিষ্য, লোকপ্রতারক ॥১১৬॥
'চৈতন্য' নাম তাঁর, ভাবুকগণ লঞা।
দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে বুলে নাচাঞা ॥১১৭॥
যেই তাঁরে দেখে, সেই ঈশ্বর করি' কহে।
ঐছে মোহন বিদ্যা—যে দেখে, সে মোহে ॥১১৮॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত প্রবল।
শুনি' চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ॥১১৯॥
'সন্ন্যাসী'—নাম-মাত্র, মহা-ইন্দ্রজালী!
'কাশীপুরে' না বিকাবে তাঁর ভাবকালি ॥১২০॥
'বেদান্ত' শ্রবণ কর, না যাইহ তাঁর পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল-লোক-সঙ্গে দুইলোক-নাশ ॥১২১॥

এত শুনি' সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইলা।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কহি' তথা হৈতে উঠি' গেলা॥
প্রভুর দরশনে শুদ্ধ হঞাছে তাঁর মন।
প্রভু-আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ॥১২৩॥
শুনি' মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা।
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা॥১২৪॥
তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল।
সেহ তোমার নাম জানে,—আপনে কহিল॥
তোমার 'দোষ' কহিতে করে নামের উচ্চার।
'চৈতন্য' 'চৈতন্য' করি' কহে তিনবার॥১২৬॥
তিনবারে 'কৃষ্ণনাম' না আইল তার মুখে।
'অবজ্ঞা'তে নাম লয়, শুনি' পাই দুঃখে॥১২৭॥
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি'।
তোমা দেখি' মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি'॥
প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥১২৯॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত' 'সমান'॥
'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ'॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥১৩২॥

পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসের বিগ্রহস্বরূপ; তাহা—পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক-বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়; তাহা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নয়; তাহা—নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না; যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥১৩৪॥
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম,—সব চিদানন্দ॥১৩৫॥

পদ্মপুরাণ-বচন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদি গ্রাহ্য নয়; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি-ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ॥১৩৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/১২/৬৯)—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥১৩৮॥

(শ্রীসূত-গোস্বামী কহিলেন,—) যিনি প্রথমে ব্রহ্মসুখে নিভৃতচিত্ত ছিলেন এবং পরে সেই সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের মাধুর্য্যময়-লীলাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধী তত্ত্বদীপস্বরূপ শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন; সেই অখিল পাপনাশী গুরুদেব ব্যাসপুত্র শ্রীশুককে আমি নমস্কার করি।

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন॥১৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ *

এই সব রহু—কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে।
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে॥১৪১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/১৫/৪৩)—

* মধ্য ৬ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥১৪২॥

সেই অরবিন্দ-নেত্র-ভগবানের পদকমলের কিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর মধুগন্ধযুক্ত বায়ু নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মপরায়ণ চতুঃসনের নাসিকা-রন্ধ্রযোগে অন্তর্গত হইয়া তাঁহাদিগের চিত্ত ও তনুর ক্ষোভ উৎপন্ন করিয়াছিল।

অতএব 'কৃষ্ণনাম' না আইসে তার মুখে।
মায়াবাদি-গণ, যাতে মহা-বহির্ম্মুখে ॥১৪৩॥
ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাঙ কাশীপুরে।
গ্রাহক নাহি, না বিকায়, লঞা যাব ঘরে ॥১৪৪॥
ভারি বোঝা লঞা আইলাঙ, কেমনে লঞা যাব?
অল্প-স্বল্প-মূল্য পাইলে, এথাই বেচিব ॥১৪৫॥
এত বলি' সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি'।
প্রাতে উঠি' মথুরা চলিলা গৌরহরি ॥১৪৬॥
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিল।
দূর হৈতে তিনজনে ঘরে পাঠাইল ॥১৪৭॥
প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া।
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ॥১৪৮॥
'প্রয়াগ' আসিয়া প্রভু কৈল নদীস্নান।
'মাধব' দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান ॥১৪৯॥
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া।
আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ॥১৫০॥
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥১৫১॥
'মথুরা' চলিতে পথে যথা রহি' যায়।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ॥১৫২॥
পূর্ব্বে যেন 'দক্ষিণ' যাইতে লোক নিস্তারিলা।
'পশ্চিম' দেশে তৈছে সব 'বৈষ্ণব' করিলা ॥
পথে যাহাঁ যাহাঁ হয় যমুনা-দর্শন।
তাহাঁ ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ॥১৫৪॥
মথুরা-নিকটে আইলা, মথুরা দেখিয়া।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥১৫৫॥
মথুরা আসিয়া কৈলা, 'বিশ্রাম-তীর্থে' স্নান।
'জন্মস্থানে' 'কেশব' দেখি' করিলা প্রণাম ॥
প্রেমাবেশে নাচে, গায়, সঘনে হুঙ্কার।
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' লোকে চমৎকার ॥১৫৭॥
একবিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া।
প্রভু-সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥১৫৮॥
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি' করে কোলাকুলি।
'হরি' 'কৃষ্ণ' কহে দুঁহে বলি' বাহু তুলি' ॥১৫৯॥
লোক 'হরি' 'হরি' বলে, কোলাহল হৈল।
'কেশব' সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ॥১৬০॥
লোকে কহে, প্রভু দেখি' হঞা বিস্ময়।
ঐছে হেন প্রেম 'লৌকিক' কভু নয় ॥১৬১॥
যাঁহার দর্শনে লোকে প্রেমে মত্ত হঞা।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, কৃষ্ণনাম লঞা ॥১৬২॥
সর্ব্বথা নিশ্চিত, ইঁহো—কৃষ্ণ-অবতার।
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার ॥১৬৩॥
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লঞা।
তাঁহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥১৬৪॥
আর্য্য, সরল, তুমি—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
কাহাঁ হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন? ১৬৫॥
বিপ্র কহে,—শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরা নগরী ॥১৬৬॥
কৃপা করি' তেঁহো মোর নিলয়ে রহিলা।
মোরে শিষ্য করি' মোর হাতে 'ভিক্ষা' কৈলা ॥
গোপাল প্রকট করি' সেবা কৈল 'মহাশয়'।
অদ্যাপিহ তাঁহার সেবা 'গোবর্দ্ধনে' হয় ॥১৬৮॥
শুনি' প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ॥১৬৯॥
প্রভু কহে,—তুমি 'গুরু', আমি 'শিষ্য' প্রায়।
'গুরু' হঞা, 'শিষ্যে' নমস্কার না যুয়ায় ॥১৭০॥
শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র কহে ভয় পাঞা।
ঐছে বাত্ কহ কেনে সন্ন্যাসী হঞা ॥১৭১॥

কিন্তু তোমার প্রেম দেখি' মনে অনুমানি।
মাধবেন্দ্র-পুরীর 'সম্বন্ধ' ধর, জানি ॥১৭২॥
কৃষ্ণপ্রেমা তাহাঁ, যাহাঁ তাঁহার 'সম্বন্ধ'।
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাহাঁ নাহি গন্ধ ॥১৭৩॥
তবে ভট্টাচার্য্য তারে 'সম্বন্ধ' কহিল।
শুনি' আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ॥১৭৪॥
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইলা নিজ-ঘরে।
আপন-ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে ॥১৭৫॥
ভিক্ষা লাগি' ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন।
তবে মহাপ্রভু হাসি' বলিলা বচন ॥১৭৬॥
পুরী-গোসাঞি তোমার ঘরে করিয়াছেন ভিক্ষা।
মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ',—এই মোর 'শিক্ষা' ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৩/২১)—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥১৭৮॥*

যদ্যপি 'সনোড়িয়া' হয় সেই ত' ব্রাহ্মণ।
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন ॥১৭৯॥
তথাপি পুরী দেখি' তাঁর 'বৈষ্ণব' আচার।
'শিষ্য' করি' তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ॥১৮০॥
মহাপ্রভু তাঁরে যদি 'ভিক্ষা' মাগিল।
দৈন্য করি' সেই বিপ্র কহিতে লাগিল ॥১৮১॥
তোমারে 'ভিক্ষা' দিব, বড় ভাগ্য সে আমার।
তুমি—ঈশ্বর, নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার ॥
'মূর্খ' লোক করিবেক তোমার নিন্দন।
সহিতে না পারিমু সেই 'দুষ্টে'র বচন ॥১৮৩॥
প্রভু কহে,—শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ।
সবে 'এক' মত নহে, ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্ম ॥১৮৪॥
ধর্ম্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম্ম সার ॥

মহাভারতে বনপর্ব্বে (৩১৩/১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১৮৬॥

তর্ক সহজেই প্রতিষ্ঠা-শূন্য, শ্রুতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয়, তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না; এতন্নিবন্ধন ধর্ম্মতত্ত্ব গূঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং যাঁহাকে 'মহাজন' বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে-পন্থাকে 'শাস্ত্রপন্থা' বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত।

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল ॥১৮৭॥
লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে, নাহিক গণন।
বাহির হঞা প্রভু দিল দরশন ॥১৮৮॥
বাহু তুলি' বলে প্রভু 'হরিবোল' ধ্বনি।
প্রেমে মত্ত নাচে লোক করি' হরিধ্বনি ॥১৮৯॥
যমুনার 'চব্বিশ ঘাটে' প্রভু কৈল স্নান।
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান ॥১৯০॥
স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর।
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি দেখিলা বিস্তর ॥১৯১॥
'বন' দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল।
সেই ত' ব্রাহ্মণে প্রভু সঙ্গেতে লইল ॥১৯২॥
মধুবন, তাল, কুমুদ, বহুলা-বন গেলা।
তাহাঁ তাহাঁ স্নান করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥১৯৩॥
পথে গাভীঘটা চরে প্রভুরে দেখিয়া।
প্রভুকে বেড়য় আসি' হুঙ্কার করিয়া ॥১৯৪॥
গাভী দেখি' স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে।
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সব-অঙ্গে ॥১৯৫॥
সুস্থ হঞা প্রভু করে অঙ্গ-কণ্ডূয়ন।
প্রভু-সঙ্গে চলে, নাহি ছাড়ে ধেনুগণ ॥১৯৬॥
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল।
প্রভুকণ্ঠধ্বনি শুনি' আইসে মৃগীপাল ॥১৯৭॥
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি' প্রভু-অঙ্গ চাটে।
ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে-বাটে ॥১৯৮॥

* আদি ৩য় পঃ ২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শুক, পিক, ভৃঙ্গ প্রভুরে দেখি' 'পঞ্চম' গায়।
শিখিগণ নৃত্য করি' প্রভু-আগে যায় ॥১৯৯॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতাগণে।
অঙ্কুর-পুলক, মধু-অশ্রু বরিষণে ॥২০০॥
ফুল-ফল ভরি' ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি' বন্ধু যেন 'ভেট' লঞা যায় ॥২০১॥
প্রভু দেখি' বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম।
আনন্দিত, বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ ॥২০২॥
তা-সবার প্রীতি দেখি' প্রভু ভাবাবেশে।
সবা-সনে ক্রীড়া করে, হঞা তার বশে ॥২০৩॥
প্রতি বৃক্ষ-লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন।
পুষ্পাদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ ॥২০৪॥
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে।
'কৃষ্ণ' বল, 'কৃষ্ণ' বল, বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
স্থাবর-জঙ্গম মিলি' করে কৃষ্ণধ্বনি।
প্রভুর গম্ভীর-স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ॥২০৬॥
মৃগের গলা ধরি' প্রভু করেন রোদনে।
মৃগের পুলক অঙ্গে, অশ্রু নয়নে ॥২০৭॥
বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন।
তাহা দেখি' প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ॥
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি' পড়ে।
প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে ॥২০৯॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩/২৯)—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং লীলা রমাস্তম্ভিনী
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ পারে-পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥

শ্রীশুক বলিলেন,—যাঁহার সৌন্দর্য্য রমণীগণের ধৈর্য্য হরণ করে, যাঁহার লীলা লক্ষ্মীদেবীকে স্তম্ভিত করে, যাঁহার বীর্য্য গোবর্দ্ধনগিরিকে কন্দুকতুল্য খেলার সামগ্রী করায়, যাঁহার অমল গুণসকল— পরার্দ্ধাতীত, যাঁহার শীলধর্ম্ম সর্ব্বজনের অনুরঞ্জন করে, সেই আমার প্রভু বিশ্বজনীন-কীর্ত্তি জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্বকে পালন করুন।

শুক-মুখে শুনি' তবে কৃষ্ণের বর্ণন।
শারিকা পড়য়ে তবে রাধিকা-বর্ণন ॥২১১॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩/৩০)—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহন-চিত্তমোহিনী ॥২১২॥

শারী কহিলেন,—শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়তা, স্বরূপতা, সুশীলতা, নৃত্য-গানচাতুরী, কবিত্ব ইত্যাদি গুণরাজী জগন্মনোমোহন কৃষ্ণের চিত্তবিমোহিনী হইয়া শোভা পাইতেছে।

পুনঃ শুক কহে,—কৃষ্ণ 'মদনমোহন'।
তবে আর শ্লোক শুক করিল পঠন ॥২১৩॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩/৩১)—

বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥২১৪॥

শুক কহিলেন,—হে শারিকে, সেই বংশীধারী জগন্নারী-চিত্তহারী গোপনারী-বিহারী মদনমোহন জয়যুক্ত হউন।

পুনঃ শারী কহে শুকে করি' পরিহাস।
তাহা শুনি' প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস ॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১৩/৩২)—

রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা 'মদনমোহনঃ'।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং 'মদনমোহিতঃ ॥

শারী পরিহাস করিয়া উত্তর করিল,—কৃষ্ণ যখন রাধার সহিত শোভা পা'ন, তখনই তিনি—'মদনমোহন'; শ্রীরাধা সঙ্গে না থাকিলে বিশ্বমোহন হইয়াও তিনি স্বয়ংই মদন কর্ত্তৃক মোহিত হন।

শুক-শারী উড়ি' পুনঃ গেল বৃক্ষডালে।
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ॥২১৭॥
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি' কৃষ্ণকান্তি-স্মৃতি হৈল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িল ॥২১৮॥

প্রভুরে মূর্চ্ছিত দেখি' সেই ত' ব্রাহ্মণ।
ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ ॥২১৯॥
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস।
জলসেক করে অঙ্গে, বস্ত্রের বাতাস ॥২২০॥
প্রভু-কর্ণে কৃষ্ণনাম কহে উচ্চ করি'।
চেতন পাঞা প্রভু যান গড়াগড়ি ॥২২১॥
কণ্টক-দুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হৈল।
ভট্টাচার্য্য কোলে করি' প্রভুরে সুস্থ কৈল ॥২২২॥
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন।
'বোল্' 'বোল্' করি' উঠি' করেন নর্ত্তন ॥২২৩॥
ভট্টাচার্য্য, সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায়।
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি' যায় ॥২২৪॥
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি' ব্রাহ্মণ—বিস্মিত।
প্রভুর রক্ষা লাগি' বিপ্র হইলা চিন্তিত ॥২২৫॥
নীলাচলে ছিলা যৈছে প্রেমাবেশ মন।
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শত-গুণ ॥২২৬॥
সহস্রগুণ প্রেম বাড়ে মথুরা-দর্শনে।
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে, ভ্রমেন যবে বনে ॥২২৭॥
অন্য-দেশে প্রেম উছলে 'বৃন্দাবন' নামে।
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ॥২২৮॥
প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি-নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে ॥২২৯॥
এইমত প্রেম, যাবৎ ভ্রমিল 'বার' বন।
একত্র লিখিলুঁ, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন ॥২৩০॥
বৃন্দাবনে হৈল প্রভুর যতেক প্রেমের বিকার।
কোটি-গ্রন্থে 'অনন্ত' লিখেন তাহার বিস্তার ॥
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ।
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ॥২৩২॥
জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে।
যাঁর যত শক্তি, তত পাথারে সাঁতারে ॥২৩৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৩৪॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-গমনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে স্থিরচরান্নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকাদ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥

বৃন্দাবনে স্বীয় দর্শন দান করিয়া স্থাবর-জঙ্গমকে আনন্দ প্রদান করতঃ এবং তাহাদিগকে দর্শন করিয়া, স্বয়ং আনন্দ লাভ করিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
'আরিট্' গ্রামে আসি' 'বাহ্য' হৈল আচম্বিতে ॥
অরিষ্টে রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা পুছে লোক-স্থানে।
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ॥৪॥
তীর্থ 'লুপ্ত' জানি', প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্।
দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্পজলে কৈলা স্নান ॥৫॥
দেখি' সব গ্রাম্য-লোকের বিস্ময় হৈল মন।
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন ॥৬॥
সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী।
তৈছে রাধাকুণ্ড—প্রিয়, 'প্রিয়ার সরসী' ॥৭॥

পদ্মপুরাণ-বাক্য—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥৮॥*

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে ॥৯॥
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান ॥১০॥
কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা'।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা' ॥১১॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৭/১০২)—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়-সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-
র্যস্যাং শ্রীযুত-মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।

* আদি ৪র্থ পঃ ২১৫ দ্রষ্টব্য

প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ॥

সেই রাধাকুণ্ড-সরসী-শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় অদ্ভুত গুণে কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা শ্রীরাধার সহিত অতিপ্রীতিভরে ক্রীড়া করেন। সেই কুণ্ডে একবার স্নানকারী কৃষ্ণে শ্রীরাধিকার ন্যায় প্রেমলাভ করে; অতএব এই জগতে শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা ও মধুরিমা কে বর্ণন করিতে পারেন?

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
তীরে নৃত্য করে কুণ্ডলীলা স্মরিয়া ॥১৩॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল।
ভট্টাচার্য্য-দ্বারা মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল ॥১৪॥
তবে চলি' আইলা প্রভু 'সুমনঃ-সরোবর'।
তাহাঁ 'গোবর্দ্ধন' দেখি' হইলা বিহ্বল ॥১৫॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু হইলা দণ্ডবৎ।
'একশিলা' আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত ॥১৬॥
প্রেমে মত্ত চলি' আইলা গোবর্দ্ধন-গ্রাম।
'হরিদেব' দেখি' তাহাঁ হইলা প্রণাম ॥১৭॥
'মথুরা' পদ্মের পশ্চিমদলে যাঁর বাস।
'হরিদেব' নারায়ণ—আদি-পরকাশ ॥১৮॥
হরিদেব-আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা।
সব লোক দেখিতে আইল আশ্চর্য্য শুনিয়া ॥১৯॥
প্রভু-প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার ॥২০॥
ভট্টাচার্য্য 'ব্রহ্মকুণ্ডে' পাকযাত্রা কৈল।
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি' প্রভু ভিক্ষা কৈল ॥২১॥
সে-রাত্রি রহিলা হরিদেবের মন্দিরে।
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ॥২২॥
গোবর্দ্ধন-উপরে আমি কভু না চড়িব।
গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব? ২৩॥
এত মনে করি' প্রভু মৌন করি' রহিলা।
জানিয়া গোপাল ম্লেচ্ছভয়ভঙ্গী উঠাইলা ॥২৪॥

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় স্বমদর্শয়ৎ ॥২৫॥

'গোবর্দ্ধনশৈলে আরোহণ করিব না'—এরূপ প্রতিজ্ঞাযুক্ত, এবং 'আমি কৃষ্ণভক্ত'—এই অভিমানযুক্ত গৌরচন্দ্রকে গোপাল স্বয়ং গোবর্দ্ধন হইতে অবরোহণ করিয়া দর্শন দিলেন।

'অন্নকূট' নামে গ্রামে গোপালের স্থিতি।
রাজপুত-লোকের সেই গ্রামে বসতি ॥২৬॥
একজন আসি' রাত্রে গ্রামীকে বলিল।
তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক-ধারী সাজিল ॥২৭॥
আজি রাত্রে পলাহ, না রহিহ একজন।
ঠাকুর লঞা ভাগ', আসিবে কালি যবন ॥২৮॥
শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল।
প্রথমে গোপাল লঞা গাঠোলি-গ্রামে থুইল ॥
বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন।
গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন ॥৩০॥
ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে-বারে।
মন্দির ছাড়ি' কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ॥৩১॥
প্রাতঃকালে প্রভু 'মানসগঙ্গা'য় করি' স্নান।
গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ ॥৩২॥
গোবর্দ্ধন দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।
নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ॥৩৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২১/১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥৩৪॥

(গোপীগণ কহিলেন,—) এই গোবর্দ্ধন-পর্ব্বত—বৈষ্ণবপ্রধান, যেহেতু ইনি রাম-কৃষ্ণ-চরণ-স্পর্শানন্দে প্রফুল্ল হইয়া গো এবং গোপগণের সহিত রাধাকৃষ্ণকে গোপগণের পানীয়জল ও খাদ্য—ঘাস-কন্দ-মূলাদি দ্বারা তর্পণ করিতেছেন।

'গোবিন্দকুণ্ডাদি' তীর্থে প্রভু কৈলা স্নানে।
তাহাঁ শুনিলা, গোপাল—গাঠোলি গ্রামে ॥৩৫॥

সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দরশন।
প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন ॥৩৬॥
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি' প্রভুর আবেশ।
এই শ্লোক পড়ি' নাচে, হৈল দিন-শেষ ॥৩৭॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/৬২)—

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ।
ক্রীড়া-কন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ॥

পুণ্ডরীক-নয়ন শ্রীকৃষ্ণ যে-বামভুজদণ্ডদ্বারা গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে উত্তোলনপূর্ব্বক ক্রীড়া-কন্দুকের ন্যায় তাহাকে ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই বামভুজদণ্ড তোমাদিগকে পালন করুন।

এইমত তিন দিন গোপালে দেখিলা।
চতুর্থ-দিবসে গোপাল স্বমন্দিরে গেলা ॥৩৯॥
গোপাল-সঙ্গে চলি' আইলা নৃত্য-গীত করি'।
আনন্দ-কোলাহলে লোক বলে 'হরি' 'হরি' ॥
গোপাল মন্দিরে গেলা, প্রভু রহিলা তলে।
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে ॥৪১॥
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব।
সেই ভক্ত-জনের দেখিতে হয় 'ভাব' ॥৪২॥
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে।
কোন ছলে গোপাল আসি' উতরে আপনে ॥৪৩॥
কভু কুঞ্জে রহে, কভু রহে গ্রামান্তরে।
যেই ভক্ত, তাহাঁ আসি' দেখয়ে তাঁহারে ॥৪৪॥
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ-সনাতন।
এইরূপে তাঁ-সবারে দিয়াছেন দরশন ॥৪৫॥
বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞি না পারে যাইতে।
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে ॥৪৬॥
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে।
একমাস রহিল বিঠ্‌ঠলেশ্বর-ঘরে ॥৪৭॥
তবে রূপ গোসাঞি সব নিজগণ লঞা।
একমাস দর্শন কৈলা মথুরায় রহিয়া ॥৪৮॥
সঙ্গে গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
রঘুনাথ-ভট্টগোসাঞি, আর লোকনাথ ॥৪৯॥
ভূগর্ভ-গোসাঞি, আর শ্রীজীব-গোসাঞি।
শ্রীযাদব-আচার্য্য, আর গোবিন্দ-গোসাঞি ॥৫০॥
শ্রীউদ্ধব-দাস, আর মাধব, দুইজন।
শ্রীগোপাল-দাস, আর দাস-নারায়ণ ॥৫১॥
'গোবিন্দ' ভক্ত, আর বাণী-কৃষ্ণদাস।
পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু-হরিদাস ॥৫২॥
এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ-সঙ্গে।
শ্রীগোপাল দরশন কৈলা বহু-রঙ্গে ॥৫৩॥
একমাস রহি' গোপাল গেলা নিজ-স্থানে।
শ্রীরূপ-গোসাঞি আইলা শ্রীবৃন্দাবনে ॥৫৪॥
প্রস্তাবে কহিলুঁ গোপাল-কৃপার আখ্যান।
তবে মহাপ্রভু গেলা 'শ্রীকাম্যবন' ॥৫৫॥
প্রভুর গমন-রীতি পূর্ব্বে যে লিখিল।
সেইমত বৃন্দাবনে তাবৎ দেখিল ॥৫৬॥
তাহাঁ লীলাস্থলী দেখি' গেলা 'নন্দীশ্বর'।
'নন্দীশ্বর' দেখি' প্রেমে হইলা বিহ্বল ॥৫৭॥
'পাবনাদি' সব কুণ্ডে স্নান করিয়া।
লোকেরে পুছিল, পর্ব্বত-উপরে যাঞা ॥৫৮॥
কিছু দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত-উপরে।
লোক কহে,—মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে ॥৫৯॥
দুইদিকে মাতা-পিতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে এক 'শিশু' হয় ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ॥৬০॥
শুনি' মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাঞা।
'তিন' মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া ॥৬১॥
ব্রজেন্দ্র-ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন।
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শন ॥৬২॥
সবদিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা।
তাহাঁ হৈতে মহাপ্রভু 'খদির-বন' আইলা ॥৬৩॥
লীলাস্থল দেখি' তাহাঁ, গেলা 'শেষশায়ী'।
'লক্ষ্মী' দেখি' এই শ্লোক পড়েন গোসাঞি ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ

কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৬৫॥ *
তবে 'খেলা-তীর্থ' দেখি' 'ভাণ্ডীরবন' আইলা।
যমুনা পার হঞা 'ভদ্র-বন' গেলা ॥৬৬॥
'শ্রীবন' দেখি' পুনঃ গেলা 'লৌহ-বন'।
'মহাবন' গিয়া কৈলা জন্মস্থান-দরশন ॥৬৭॥
যমলার্জ্জুনভঙ্গাদি দেখিল সেই 'স্থল'।
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ॥৬৮॥
'গোকুল' দেখিয়া আইলা 'মথুরা' নগরে।
'জন্মস্থান' দেখি' রহে সেই বিপ্র-ঘরে ॥৬৯॥
লোকের সংঘট্ট দেখি' মথুরা ছাড়িয়া।
একান্তে 'অক্রূর-তীর্থে' রহিলা আসিয়া ॥৭০॥
আর দিন আইলা প্রভু দেখিতে 'বৃন্দাবনে'।
'কালীয়-হ্রদে' স্নান কৈলা আর 'প্রস্কন্দনে' ॥
'দ্বাদশ-আদিত্য' হৈতে 'কেশীতীর্থে' আইলা।
'রাসস্থলী' দেখি' প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা ॥৭২॥
চেতনা পাঞা পুনঃ গড়াগড়ি যায়।
হাসে, কান্দে, নাচে, পড়ে, উচ্চৈঃস্বরে গায় ॥৭৩॥
এইরঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা।
সন্ধ্যাকালে 'অক্রূরে' আসি' ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা ॥
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈলা 'চীরঘাটে' স্নান।
'তেঁতুল-তলা'তে আসি' করিলা বিশ্রাম ॥৭৫॥
কৃষ্ণলীলা-কালের সেই বৃক্ষ পুরাতন।
তার তলে পিঁড়ি-বান্ধা পরম-চিক্কণ ॥৭৬॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন-শোভা দেখি' যমুনার নীর ॥৭৭॥
তেঁতুল-তলে বসি' করেন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি' আসি' করে 'অক্রূরে' ভোজন ॥
'অক্রূরে'র লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে।
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে 'কীর্ত্তন' করিতে ॥
বৃন্দাবনে আসি' প্রভু বসিয়া একান্ত।
নামসঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন-পর্য্যন্ত ॥৮০॥
তৃতীয়-প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবারে উপদেশ করে 'নামসঙ্কীর্ত্তন' ॥৮১॥
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব 'কৃষ্ণদাস' নাম।
রাজপুত-জাতি, গৃহস্থ, যমুনা-পারে গ্রাম ॥৮২॥
'কেশী' স্নান করি' সেই 'কালীয়দহ' যাইতে।
আম্‌লিতলায় গোসাঞিরে দেখে আচম্বিতে ॥
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি' হৈল চমৎকার।
প্রেমাবেশে প্রভুরে করেন নমস্কার ॥৮৪॥
প্রভু কহে,—কে তুমি, কাহাঁ তোমার ঘর?
কৃষ্ণদাস কহে,—মুঞি, গৃহস্থ পামর ॥৮৫॥
রাজপুত-জাতি মুঞি, ও-পারে মোর ঘর।
মোর ইচ্ছা হয়,—'হঙ বৈষ্ণব-কিঙ্কর' ॥৮৬॥
কিন্তু আজি এক মুঞি 'স্বপ্ন' দেখিনু।
সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি' পাইনু ॥৮৭॥
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈলা আলিঙ্গন করি'।
প্রেমে মত্ত হৈল, সেই নাচে, বলে 'হরি' ॥৮৮॥
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর তীর্থে আইলা।
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র-প্রসাদ পাইলা ॥৮৯॥
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা।
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া ॥৯০॥
বৃন্দাবনে পুনঃ 'কৃষ্ণ' প্রকট হইল।
যাহাঁ তাহাঁ লোক সব কহিতে লাগিল ॥৯১॥
এক দিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি' কোলাহলে ॥৯২॥
প্রভু দেখি' করিল লোক চরণ বন্দন।
প্রভু কহে,—কাহাঁ হৈতে করিলা আগমন? ৯৩॥
লোক কহে,—কৃষ্ণ প্রকট কালীয়দহের জলে!
কালীয়-শিরে নৃত্য করে, ফণি-রত্ন জ্বলে ॥৯৪॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক, নাহিক সংশয়।
শুনি' হাসি' কহে প্রভু,—সব 'সত্য' হয় ॥৯৫॥
এইমত তিন-রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি' কহে,—কৃষ্ণ পাইলুঁ দরশন ॥৯৬॥
প্রভু-আগে কহে লোক,—শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
'সরস্বতী' এই বাক্যে 'সত্য' কহাইল ॥৯৭॥
মহাপ্রভু দেখি' 'সত্য' কৃষ্ণ-দরশন।
নিজ-জ্ঞানে সত্য ছাড়ি' 'অসত্যে সত্য-ভ্রম' ॥

• আদি ৪র্থ পঃ ১৭৩ দ্রষ্টব্য

ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ', যাই' করি কৃষ্ণ দরশনে! ৯৯॥
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা ॥১০০॥
কৃষ্ণ কেনে দরশন দিবেন কলিকালে?
নিজ-ভ্রমে মূর্খ-লোক করে কোলাহলে ॥১০১॥
'বাতুল' না হইও, ঘরে রহ ত' বসিয়া।
'কৃষ্ণ' দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা ॥১০২॥
প্রাতঃকালে ভব্য-লোক প্রভু-স্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি' আইলা?—প্রভু তাঁহারে পুছিলা ॥
লোক কহে,—রাত্রে কৈবর্ত্ত্য নৌকাতে চড়িয়া।
কালীয়দহে মৎস্য মারে, দেউটী জ্বালিয়া ॥১০৪॥
দূর হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় 'ভ্রম'।
কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন! ১০৫॥
নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে!
জালিয়ারে মূঢ়-লোক 'কৃষ্ণ' করি' মানে! ১০৬॥
বৃন্দাবনে 'কৃষ্ণ' আইলা,—সেহ 'সত্য' হয়।
কৃষ্ণেরে দেখিল লোক,—ইহা 'মিথ্যা' নয় ॥
কিন্তু কাঁহো 'কৃষ্ণ' দেখে, কাঁহো 'ভ্রম' মানে।
স্থাণু-পুরুষে যৈছে বিপরীত-জ্ঞানে ॥১০৮॥
প্রভু কহে,—কাহাঁ পাইলা 'কৃষ্ণ' দরশন?
লোক কহে,—সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ ॥
বৃন্দাবনে হইলা তুমি কৃষ্ণ-অবতার।
তোমা দেখি' সর্ব্বলোক হইল নিস্তার ॥১১০॥
প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', ইহা না কহিবা!
জীবাধমে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান কভু না করিবা! ১১১॥
সন্ন্যাসী—চিৎকণ জীব, কিরণ-কণ-সম।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ॥১১২॥
জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥১১৩॥

ভাঃ ১/৭/৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥

ঈশ্বর—সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ, এবং 'হ্লাদিনী' ও 'সম্বিৎ'-শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট; কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যা-দ্বারা সংবৃত সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর।

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেই ত' 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥১১৫॥

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য, পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩/১২) ও হরিভক্তিবিলাসে (১/৭৩)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥১১৬॥

যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই 'পাষণ্ডী'।

লোক কহে,—তোমাতে কভু নহে 'জীব' মতি।
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি ॥১১৭॥
'আকৃত্যে' তোমারে দেখি 'ব্রজেন্দ্র-নন্দন'।
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ॥১১৮॥
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধে, তবু না লুকায়।
'ঈশ্বর-স্বভাব' তোমার ঢাকা নাহি যায় ॥১১৯॥
অলৌকিক 'প্রকৃতি' তোমার—বুদ্ধি-অগোচর।
তোমা দেখি' কৃষ্ণপ্রেমে জগৎ পাগল ॥১২০॥
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ, আর 'চণ্ডাল', 'যবন'।
যেই তোমায় একবার পায় দরশন ॥১২১॥
কৃষ্ণনাম লয়, নাচে, হঞা উন্মত্ত।
'আচার্য্য' হইল সেই, তারিল জগৎ ॥১২২॥
দর্শনের কার্য্য আছুক, যে তোমার 'নাম' শুনে।
সেহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, তারে ত্রিভুবনে ॥১২৩॥
তোমার নাম শুনি' হয় শ্বপচ 'পাবন'।
অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কথন ॥১২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৬)—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্-
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥১২৫॥ *

* মধ্য ১৬শ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এইমত মহিমা—তোমার 'তটস্থ' লক্ষণ।
'স্বরূপ' লক্ষণে তুমি—'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥১২৬॥
সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত লোক নিজ-ঘরে গেল ॥১২৭॥
এইমত কতদিন 'অক্রূরে' রহিলা।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ॥১২৮॥
মাধবপুরীর শিষ্য সেই ত' ব্রাহ্মণ।
মথুরার ঘরে-ঘরে করা'ন নিমন্ত্রণ ॥১২৯॥
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ সজ্জন।
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি' করে নিমন্ত্রণ ॥১৩০॥
একদিন 'দশ' 'বিশ' আইসে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য একের মাত্র করেন গ্রহণ ॥১৩১॥
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে।
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ॥১৩২॥
কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্যের বৈদিক ব্রাহ্মণ।
দৈন্য করি' করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ॥১৩৩॥
প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি' রন্ধন করিয়া।
প্রভুরে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া ॥১৩৪॥
এক দিন সেই অক্রুর-ঘাটের উপরে।
বসি' মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে ॥১৩৫॥
এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল।
ব্রজবাসী লোক 'গোলোক' দর্শন পাইল ॥
এত বলি' ঝাঁপ দিলা জলের উপরে।
ডুবিয়া রহিলা প্রভু জলের ভিতরে ॥১৩৭॥
দেখি' কৃষ্ণদাস কান্দি' ফুকার করিল।
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি' প্রভুরে উঠাইল ॥১৩৮॥
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণে লঞা।
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া ॥১৩৯॥
আজি আমি আছিলাঙ, উঠাইলুঁ প্রভুরে।
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে? ১৪০॥
লোকের সংঘট্ট, আর নিমন্ত্রণের জঞ্জাল।
নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ॥১৪১॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে।
তবে মঙ্গল হয়,—এই ভাল যুক্তি হয়ে ॥১৪২॥

বিপ্র কহে,—প্রয়াগে প্রভু লঞা যাই।
গঙ্গাতীর-পথে যাই, তবে সুখ পাই ॥১৪৩॥
'সোরোক্ষেত্রে' আগে যাঞা করি' গঙ্গাস্নান।
সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান ॥১৪৪॥
মাঘ-মাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে।
মকরে প্রয়াগ-স্নান কত দিন পাইয়ে ॥১৪৫॥
আপনার দুঃখ কিছু করি' নিবেদন।
'মকর-পঁচসি' প্রয়াগে, করিহ সূচন ॥১৪৬॥
গঙ্গাতীর-পথে সুখ জানাইহ তাঁরে।
ভট্টাচার্য্য আসি' তবে কহিল প্রভুরে ॥১৪৭॥
সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি।
নিমন্ত্রণ লাগি' লোক করে হুড়াহুড়ি ॥১৪৮॥
প্রাতঃকালে আইসে লোক, তোমারে না পায়।
তোমারে না পাঞা লোক মোর মাথা খায় ॥১৪৯॥
তবে সুখ হয়, যবে গঙ্গাপথে যাইয়ে।
এবে যদি যাই, 'মকরে' গঙ্গাস্নান পাইয়ে ॥১৫০॥
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ, সহিতে না পারি।
প্রভুর যে আজ্ঞা হয়, সেই শিরে ধরি ॥১৫১॥
যদ্যপি বৃন্দাবন-ত্যাগে নাহি প্রভুর মন।
ভক্ত-ইচ্ছা পূরিতে কহে মধুর বচন ॥১৫২॥
তুমি আমায় আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন।
এই 'ঋণ' আমি নারিব করিতে শোধন ॥১৫৩॥
যে তোমার ইচ্ছা, আমি সেই ত' করিব।
যাহাঁ লঞা যাহ' তুমি, তাহাঁই যাইব ॥১৫৪॥
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল।
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি' প্রেমাবেশ হৈল ॥১৫৫॥
বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন।
ভট্টাচার্য্য কহে,—চল, যাই মহাবন ॥১৫৬॥
এত বলি' মহাপ্রভুরে নৌকায় বসাঞা।
পার করি' ভট্টাচার্য্য চলিলা লঞা ॥১৫৭॥
প্রেমী কৃষ্ণদাস, আর সেই ত' ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাতীর-পথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন ॥১৫৮॥
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা।
বসিলা, সবার পথ-শ্রান্তি দেখিয়া ॥১৫৯॥

সেই বৃক্ষ-নিকটে চরে বহু গাভীগণ।
তাহা দেখি' মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ॥১৬০॥
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥১৬১॥
অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা।
মুখে ফেনা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ॥১৬২॥
হেনকালে তাহাঁ আশোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা ॥১৬৩॥
প্রভুরে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার।
এই যতি-পাশ ছিল সুবর্ণ অপার ॥১৬৪॥
এই চারি বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াঞা।
মারি' ডারিয়াছে, যতির সব ধন লঞা ॥১৬৫॥
তবে সেই পাঠান চারি-জনেরে বাঁধিল।
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণদাস—রাজপুত, নির্ভয় সে বড়।
সেই বিপ্র—নির্ভয়, সে—মুখে বড় দড় ॥১৬৭॥
বিপ্র কহে,—পাঠান, তোমার পাৎসার দোহাই।
চল তুমি, আমি সিক্‌দার-পাশ যাই ॥১৬৮॥
এই যতি—আমার গুরু, আমি—মাথুর-ব্রাহ্মণ।
পাৎসার আগে আমার আছে 'শত জন' ॥১৬৯॥
এই যতি ব্যাধিতে কভু হয়েন মূর্চ্ছিত।
অবঁহি চেতন পাইবে, হইবে সম্বিত ॥১৭০॥
ক্ষণেক ইহাঁ বৈস, বান্ধি' রাখহ সবারে।
ইঁহাকে পুছিয়া, তবে মারিহ আমারে ॥১৭১॥
পাঠান কহে,—তুমি পশ্চিমা মাথুর দুইজন।
'গৌড়িয়া' ঠক্ এই কাঁপে দুইজন ॥১৭২॥
কৃষ্ণদাস কহে,—আমার ঘর এই গ্রামে।
দুইশত তুর্কী আছে, শতেক কামানে ॥১৭৩॥
এখনি আসিবে সব, আমি যদি ফুকারি।
ঘোড়া-পিড়া লুটি' লবে তোমা-সবা মারি' ॥
গৌড়িয়া—'বাটপাড়' নহে, তুমি—'বাটপাড়'।
তীর্থবাসী লুঠ', আর চাহ মারিবার ॥১৭৫॥
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল।
হেনকালে মহাপ্রভু 'চৈতন্য' পাইল ॥১৭৬॥

হুঙ্কার করিয়া উঠে, বলে 'হরি' 'হরি'।
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধ বাহু করি' ॥১৭৭॥
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিৎকার।
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেলধার ॥১৭৮॥
ভয় পাঞা ম্লেচ্ছ ছাড়ি' দিল চারিজন।
প্রভু না দেখিল নিজ-গণের বন্ধন ॥১৭৯॥
ভট্টাচার্য্য আসি' প্রভুরে ধরি' বসাইল।
ম্লেচ্ছগণ দেখি' মহাপ্রভুর 'বাহ্য' হৈল ॥১৮০॥
ম্লেচ্ছগণ আসি' প্রভুর বন্দিল চরণ।
প্রভু-আগে কহে,—এই ঠক্ চারিজন ॥১৮১॥
এই চারি মিলি' তোমায় ধুতুরা খাওয়াঞা।
তোমার ধন লৈল, তোমায় পাগল করিয়া ॥১৮২॥
প্রভু কহেন,—ঠক্ নহে, মোর 'সঙ্গী' জন।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, মোর নাহি কিছু ধন ॥১৮৩॥
মৃগী-ব্যাধিতে আমি কভু হই অচেতন।
এই চারি দয়া করি' করেন পালন ॥১৮৪॥
সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালবস্ত্র পরে সেই,—লোকে কহে 'পীর' ॥
চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া।
'নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাঞা ॥১৮৬॥
'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই করিল স্থাপন।
তাঁর শাস্ত্রযুক্ত্যে তাঁরে প্রভু কৈলা খণ্ডন ॥১৮৭॥
যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল ॥১৮৮॥
প্রভু কহে,—তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্ব্বিশেষে'।
তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে ॥১৮৯॥
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'।
'সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ' তিঁহো—শ্যাম-কলেবর ॥১৯০॥
সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ।
'সর্ব্বাত্মা', 'সর্ব্বজ্ঞ', নিত্য সর্ব্বাদি-স্বরূপ ॥১৯১॥
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের তিঁহো সমাশ্রয় ॥১৯২॥
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ ॥১৯৩॥

তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার'।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার' ॥১৯৪॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ'।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন ॥১৯৫॥
'কর্ম্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন' ॥১৯৬॥
তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান।
পূর্ব্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্ ॥১৯৭॥
নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষে কহ নির্ণয় করিয়া ॥১৯৮॥
ম্লেচ্ছ কহে,—যেই কহ, সেই 'সত্য' হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয় ॥১৯৯॥
'নির্ব্বিশেষ-গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখ্যান।
'সাকার-গোসাঞি'—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান ॥
সেই ত' 'গোসাঞি' তুমি—সাক্ষাৎ 'ঈশ্বর'।
মোরে কৃপা কর, মুঞি—অযোগ্য পামর ॥২০১॥
অনেক দেখিনু মুঞি ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে।
'সাধ্য-সাধন-বস্তু' নারি নির্দ্ধারিতে ॥২০২॥
তোমা দেখি' জিহ্বা মোর বলে 'কৃষ্ণনাম'।
আমি—বড় জ্ঞানী, এই গেল অভিমান ॥২০৩॥
কৃপা করি' বল মোরে 'সাধ্য-সাধনে'।
এত বলি' পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ॥২০৪॥
প্রভু কহে,—উঠ, কৃষ্ণনাম তুমি লইলা।
কোটি-জন্মের পাপ গেল, 'পবিত্র' হইলা ॥
'কৃষ্ণ' কহ, 'কৃষ্ণ' কহ,—কৈলা উপদেশ।
সবে 'কৃষ্ণ' কহে, সবার হৈল প্রেমাবেশ ॥২০৬॥
'রামদাস' বলি' প্রভু তাঁর কৈল নাম।
আর এক পাঠান, তাঁর নাম—'বিজলী-খাঁন' ॥
অল্প বয়স তাঁর, রাজার কুমার।
'রামদাস' আদি পাঠান—চাকর তাঁহার ॥২০৮॥
'কৃষ্ণ' বলি' পড়ে সেই মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাঁহার মাথায় ॥২০৯॥
তাঁ-সবারে কৃপা করি' প্রভু ত' চলিলা।
সেই ত' পাঠান সব 'বৈরাগী' হইলা ॥২১০॥
'পাঠান-বৈষ্ণব' বলি' হৈল তাঁর খ্যাতি।
সর্ব্বত্র গাহিয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি ॥২১১॥
সেই বিজলী-খাঁন হৈল 'মহাভাগবত'।
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরম-মহত্ত্ব ॥২১২॥
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
'পশ্চিমে' আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ॥২১৩॥
সোরোক্ষেত্রে আসি' প্রভু কৈলা গঙ্গাস্নান।
গঙ্গাতীর-পথে কৈলা প্রয়াগে পয়ান ॥২১৪॥
সেই বিপ্রে, কৃষ্ণদাসে, প্রভু বিদায় দিলা।
যোড়-হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা ॥২১৫॥
প্রয়াগ-পর্য্যন্ত দুঁহে তোমা-সঙ্গে যাব।
তোমার চরণ-সঙ্গ পুনঃ কাহাঁ পাব? ২১৬॥
ম্লেচ্ছদেশ, কেহ কাহাঁ করয়ে উৎপাত।
ভট্টাচার্য্য—পণ্ডিত, কহিতে না জানেন বাত্ ॥
শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা।
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি' আইলা ॥২১৮॥
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দরশন।
সেই প্রেমে মত্ত হয়, করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥২১৯॥
তাঁর সঙ্গে অন্যোন্যে তাঁর সঙ্গে আন।
এইমত 'বৈষ্ণব' কৈলা সব দেশ-গ্রাম ॥২২০॥
'দক্ষিণ' যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিলা।
সেইমত 'পশ্চিম দেশ', প্রেমে ভাসাইলা ॥২২১॥
এইমত চলি' প্রভু 'প্রয়াগ' আইলা।
দশ দিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা ॥২২২॥
বৃন্দাবন-গমন, প্রভু-চরিত্র অনন্ত।
'সহস্র-বদন' যাঁর নাহি পা'ন অন্ত ॥২২৩॥
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা।
'দিগ্-দরশন' কৈলুঁ মুঞি সূত্র করিয়া ॥২২৪॥
অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥২২৫॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা—'অলৌকিক' জান'।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, 'সত্য' করি' মান' ॥
যেই তর্ক করে ইহাঁ, সেই—'মূর্খরাজ'।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥২২৭॥

চৈতন্য-চরিত্র এই—'অমৃতের সিন্ধু'।
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু ॥২২৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২৯॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শন-বিলাসো নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভুর্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিম্ ॥১॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে যেরূপ (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক ভগবত্তত্ত্ব) প্রেরণা করিয়াছিলেন, সেইরূপ রূপ-গোস্বামীতে সমুৎসুখ হইয়া নিজ-শক্তি সঞ্চারণপূর্ব্বক কালধর্ম্মে লুপ্ত (হইয়াছে যে) বৃন্দাবনের রস-কেলিবার্ত্তা (তাহা) বিস্তার করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
শ্রীরূপ-সনাতন রহে রামকেলি-গ্রামে।
প্রভুরে মিলিয়া, গেলা আপন-ভবনে ॥৩॥
দুই ভাই বিষয়-ত্যাগের উপায় সৃজিল।
বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণে বরিল ॥৪॥
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাৎ পাইবারে চৈতন্য-চরণ ॥৫॥
শ্রীরূপ-গোসাঞি তবে নৌকাতে ভরিয়া।
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা ॥৬॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধ-ধনে।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে ॥৭॥
দণ্ডবন্ধ লাগি' চৌঠি সঞ্চয় করিলা।
ভাল-ভাল বিপ্র-স্থানে স্থাপ্য রাখিলা ॥৮॥
গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ-হাজারে।
সনাতন ব্যয় করে, রাখে মুদি-ঘরে ॥৯॥
শ্রীরূপ শুনিল প্রভুর নীলাদ্রি-গমন।
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥১০॥
রূপ-গোসাঞি নীলাচলে পাঠাইল দুই জন।
প্রভু যবে বৃন্দাবন করেন গমন ॥১১॥
শীঘ্র আসি' মোরে তাঁর দিবা সমাচার।
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার ॥১২॥
এথা সনাতন-গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে, সে—মোর বন্ধন ॥১৩॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয়, করিলুঁ নিশ্চয় ॥১৪॥
অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি' রহে নিজ-ঘরে।
রাজকার্য্য ছাড়িলা, না যায় রাজদ্বারে ॥১৫॥
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।
আপনে স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ॥১৬॥
ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা।
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ॥১৭॥
আর দিন গৌড়েশ্বর, সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন ॥১৮॥
পাৎসাহ দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজারে বসাইলা ॥১৯॥
রাজা কহে,—তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইলুঁ।
বৈদ্য কহে,—ব্যাধি নাহি, সুস্থ যে দেখিলুঁ ॥২০॥
আমার যে কিছু কার্য্য, সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি' রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ॥২১॥
মোর যত কার্য্য-কাম, সব কৈলা নাশ।
কি তোমার হৃদয়ে আছে, কহ মোর পাশ ॥২২॥
সনাতন কহে,—নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান ॥২৩॥
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার।
তোমার 'বড় ভাই' করে দস্যুব্যবহার ॥২৪॥
জীব-পশু মারি' কৈল চাক্‌লা সব নাশ।
এথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্য নাশ ॥২৫॥

সনাতন কহে,—তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যে যেই দোষ করে, দেহ' তার ফল ॥২৬॥
এত শুনি' গৌড়েশ্বর উঠি' ঘরে গেলা।
পলাইব বলি' সনাতনেরে বান্ধিলা ॥২৭॥
হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
সনাতনে কহে,—তুমি চল মোর সাথে ॥২৮॥
তেঁহো কহে,—যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাহি, তোমার সঙ্গে যাইতে ॥২৯॥
তবে তাঁরে বান্ধি' রাখি' করিলা গমন।
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ॥৩০॥
তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঞি আইল।
বৃন্দাবন চলিলা প্রভু—আসিয়া কহিল ॥৩১॥
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন-ঠাঞি।
বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য-গোসাঞি ॥৩২॥
আমি-দুইভাই চলিলাঙ তাঁহারে মিলিতে।
তুমি যৈছে তৈছে ছুটি' আইস তাহাঁ হৈতে ॥৩৩॥
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি-স্থানে।
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্ম-বিমোচনে ॥৩৪॥
যৈছে তৈছে ছুটি' তুমি আইস বৃন্দাবন।
এত লিখি' দুই ভাই করিলা গমন ॥৩৫॥
অনুপম মল্লিক, তাঁর নাম—'শ্রীবল্লভ'।
রূপ-গোসাঞির ছোটভাই—পরম-বৈষ্ণব ॥
তাঁহারে লঞা রূপ-গোসাঞি প্রয়াগে আইলা।
মহাপ্রভু তাহাঁ, শুনি' আনন্দিত হৈলা ॥৩৭॥
প্রভু চলিয়াছেন বিন্দুমাধব-দরশনে।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ॥৩৮॥
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে, গায়।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি' কেহ গড়াগড়ি যায় ॥৩৯॥
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে।
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে ॥৪০॥
ভিড় দেখি' দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে।
প্রভুর আবেশ হৈল মাধব-দরশনে ॥৪১॥
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি'।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বলে—বল 'হরি' 'হরি' ॥৪২॥
প্রভুর মহিমা দেখি' লোকে চমৎকার।
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার ॥৪৩॥
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র-সনে আছে পরিচয়।
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ॥৪৪॥
বিপ্র-গৃহে আসি' প্রভু নিভৃতে বসিলা।
শ্রীরূপ-বল্লভ দুঁহে আসিয়া মিলিলা ॥৪৫॥
দুইগুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি' দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥৪৬॥
নানা শ্লোক পড়ি' উঠে, পড়ে বার বার।
প্রভু দেখি' প্রেমাবেশ হইল দুঁহার ॥৪৭॥
শ্রীরূপে দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
উঠ, উঠ, রূপ, আইস, বলিলা বচন ॥৪৮॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে।
বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজনে ॥৪৯॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১০/৯১)
ইতিহাস-সমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্য—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥

চতুর্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে-ব্রাহ্মণ হইলেই 'ভক্ত' হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র; ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।

এই শ্লোক পড়ি' দুঁহারে কৈলা আলিঙ্গন।
কৃপাতে দুঁহার মাথায় ধরিলা চরণ ॥৫১॥
প্রভু-কৃপা পাঞা দুঁহে দুইহাত যুড়ি'।
দীন হঞা স্তুতি করে বিনয়-আচরি' ॥৫২॥

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥৫৩॥

মহাবদান্য, কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণচৈতন্যনামা গৌরাঙ্গরূপধারী প্রভু তোমাকে নমস্কার।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১/২) গ্রন্থকারবাক্য—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-

রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তম্।
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥৫৪॥

যে দয়ালু পুরুষ অজ্ঞানমত্ত জগৎকে অজ্ঞানব্যাধি হইতে মোচন করতঃ স্বীয় প্রেমসম্পৎ-সুধা-দ্বারা প্রমত্ত করিয়াছিলেন, আমি সেই অদ্ভুত-চেষ্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরণাপন্ন হই।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা।
সনাতনের বার্ত্তা কহ—তাঁহারে পুছিলা ॥৫৫॥
রূপ কহেন,—তেঁহো বন্দী হয় রাজ-ঘরে।
তুমি যদি উদ্ধার', তবে হইবে উদ্ধারে ॥৫৬॥
প্রভু কহে,—সনাতনের হঞাছে মোচন।
অচিরাৎ আমা-সহ হইবে মিলন ॥৫৭॥
মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুরে কহিলা।
রূপ-গোসাঞি সে-দিবস তথাঞি রহিলা ॥৫৮॥
ভট্টাচার্য্য দুই ভাইয়ে নিমন্ত্রণ কৈল।
প্রভুর শেষপ্রসাদ-পাত্র দুই ভাই পাইল ॥৫৯॥
ত্রিবেণী-উপর প্রভুর বাস-ঘর স্থান।
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান ॥৬০॥
সে-কালে বল্লভ-ভট্ট রহে আড়াইল-গ্রামে।
মহাপ্রভু আইলা শুনি' আইল তাঁর স্থানে ॥৬১॥
তেঁহো দণ্ডবৎ কৈল, প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
দুইজনে কৃষ্ণকথা হৈল কতক্ষণ ॥৬২॥
কৃষ্ণকথায় প্রভুর মহাপ্রেম উথলিল।
ভট্টের সংকোচে প্রভু সম্বরণ কৈল ॥৬৩॥
অন্তরে গর-গর প্রেম, নহে সম্বরণ।
দেখি' চমৎকার হৈল বল্লভ-ভট্টের মন ॥৬৪॥
তবে ভট্ট মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁহারে মিলাইলা ॥৬৫॥
দুই ভাই দূর হৈতে ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈলা অতি দীন হঞা ॥৬৬॥
ভট্ট মিলিবারে যায়, দুঁহে পলায় দূরে।
অস্পৃশ্য পামর মুঞি, না ছুঁইহ মোরে ॥৬৭॥
ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ মন।
ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ॥৬৮॥
ইঁহো না স্পর্শিহ ইঁহো জাতি অতি-হীন!
বৈদিক, যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ! ৬৯॥
দুঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি'।
ভট্ট কহে, প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি' ॥৭০॥
দুঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই 'অধম' নহে, হয় 'সর্ব্বোত্তম' ॥৭১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩৩/৭)—

অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৭২॥ *

শুনি' মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥৭৩॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (৩/১১-১২)—

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিকঃ ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥৭৫॥

সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাঁহার দুর্জাতিত্বকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মান-যোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্র-জ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জনমাত্র।

প্রভুর প্রেমাবেশ, আর প্রভাব ভক্তিসার।
সৌন্দর্য্যাদি দেখি' ভট্টের হৈল চমৎকার ॥৭৬॥
সগণে প্রভুরে ভট্ট নৌকাতে চড়াঞা।
ভিক্ষা দিতে নিজ-ঘরে চলিলা লঞা ॥৭৭॥
যমুনার জল দেখি' চিক্কণ শ্যামল।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥৭৮॥

* মধ্য ১১শ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

হুঙ্কার করি' যমুনার জলে দিলা ঝাঁপ।
প্রভু দেখি' সবার মনে হৈল ভয়-কাঁপ ॥৭৯॥
আস্তে-ব্যস্তে সবে ধরি' প্রভুরে উঠাইল।
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিল ॥৮০॥
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টলমল।
ডুবিতে লাগিল নৌকা, ঝলকে ভরে জল ॥৮১॥
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন।
দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম নহে সম্বরণ ॥৮২॥
দেশ-পাত্র দেখি' মহাপ্রভু ধৈর্য্য হৈল।
আড়াইলের ঘাটে নৌকা আসি' উত্তরিল ॥৮৩॥
ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহে, মধ্যাহ্ন করাঞা।
নিজ-গৃহে আনিলা প্রভুরে সঙ্গেতে লঞা ॥৮৪॥
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন।
আপনে করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন ॥৮৫॥
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল।
নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাস পরাইল ॥৮৬॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল।
ভট্টাচার্য্যে মান্য করি' পাক করাইল ॥৮৭॥
ভিক্ষা করাইল প্রভুরে সস্নেহ যতনে।
রূপগোসাঞি-দুইভাইয়ে করাইল ভোজনে ॥
ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেওয়াইল 'অবশেষ'।
তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ ॥৮৯॥
মুখবাস দিয়া প্রভুরে করাইল শয়ন।
আপনে ভট্ট করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ॥৯০॥
প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে।
ভোজন করি' আইলা তেঁহো প্রভুর চরণে ॥৯১॥
হেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরুহিতা পণ্ডিত, বড় বৈষ্ণব, মহাশয় ॥৯২॥
আসি' তেঁহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন।
'কৃষ্ণে মতি রহু' বলি' প্রভুর বচন ॥৯৩॥
শুনি' আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন।
প্রভু তাঁরে কহিল, — কহ কৃষ্ণের বর্ণন ॥৯৪॥
নিজ-কৃত কৃষ্ণলীলা-শ্লোক-পড়িল।
শুনি' মহাপ্রভুর মহা-প্রেমাবেশ হৈল ॥৯৫॥

পদ্যাবলীতে (১২৬)-ধৃত শ্লোক—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভব-ভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥৯৬॥

ভব-ভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করুন; আমি (কিন্তু এই স্থানে) শ্রীনন্দেরই বন্দনা করি, — যাঁহার অলিন্দে (বারান্দায়) পরম-ব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন।

রঘুপতি উপাধ্যায় নমস্কার কৈল।
'আগে কহ' — প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল ॥

পদ্যাবলীতে (৯৮)-ধৃত শ্লোক—

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম ॥৯৮॥

কাহাকেই বা বলিতে পারি, এখন কেইবা তাহা প্রতীতি করিবে যে, — সূর্য্যতনয়া-কুঞ্জে গোপবধূগের লম্পট পরম-ব্রহ্ম লীলা করেন ?

প্রভু কহেন, — কহ, তেঁহো পড়ে কৃষ্ণলীলা।
প্রেমাবেশে প্রভুর দেহ-মন আলুয়াইলা ॥৯৯॥
প্রেম দেখি' উপাধ্যায়ের হৈল চমৎকার।
মনুষ্য নহে, ইঁহো — 'কৃষ্ণ' করিল নির্দ্ধার ॥
প্রভু কহে, — উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?
'শ্যামমেব পরং রূপং' — কহে উপাধ্যায় ॥১০১॥
শ্যাম-রূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?
'পুরী মধুপুরী বরা' — কহে উপাধ্যায় ॥১০২॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে, শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং' — কহে উপাধ্যায় ॥
রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায় ?
'আদ্য এব পরো রসঃ' — কহে উপাধ্যায় ॥১০৪॥
প্রভু কহে, — ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।
এত বলি' শ্লোক পড়ে গদ্গদ-স্বরে ॥১০৫॥

পদ্যাবলীতে (৮২)-ধৃত
শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শ্লোক—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥

শ্যামরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ, মধুপুরীই শ্রেষ্ঠা পুরী, কৈশোর-বয়সই ধ্যেয়, আর আদ্য অর্থাৎ শৃঙ্গাররসই শ্রেষ্ঠ রস।

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
প্রেমে মত্ত হঞা তেঁহো করেন নর্ত্তন ॥১০৭॥
দেখি' বল্লভ-ভট্ট মনে চমৎকার হৈল।
দুই পুত্র আনি' প্রভুর চরণে পাড়িল ॥১০৮॥
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল।
প্রভু-দর্শনে সব লোক 'কৃষ্ণভক্ত' হইল ॥১০৯॥
ব্রাহ্মণসকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ।
বল্লভ-ভট্ট তাঁ-সবারে করেন নিবারণ ॥১১০॥
প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞি মধ্য-যমুনাতে।
প্রয়াগে চালাইব ইহাঁ না দিব রহিতে ॥১১১॥
যাঁর ইচ্ছা, প্রয়াগে যাঞা করিবে নিমন্ত্রণ।
এত বলি' প্রভু লঞা করিল গমন ॥১১২॥
গঙ্গা-পথে মহাপ্রভুরে নৌকাতে বসাঞা।
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞিরে লঞা ॥১১৩॥
লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' যাঞা।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করা'ন শক্তি সঞ্চারিয়া ॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইলা প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত ॥১১৫॥
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিলা।
রূপে কৃপা করি' তাহা সব সঞ্চারিলা ॥১১৬॥
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা ॥১১৭॥
শিবানন্দ সেনের পুত্র 'কবিকর্ণপূর'।
'রূপের মিলন' স্ব-গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রচুর ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (৯/৩৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥১১৯॥

কালে বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

তত্রৈব (৯/২৯)—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥১২০॥

যিনি পূর্ব্বে প্রিয়গুণসমূহের দ্বারা গাঢ়বদ্ধ হইয়াও গৃহচর্য্যা হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, সেই শ্রীরূপকে, তাঁহার কনিষ্ঠ অনুপমের সহিত, স্বয়ং রসতুল্য অমূর্ত্ত হইয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিমান্ গৌরাঙ্গদেব, প্রয়াগে প্রেমালাপ ও দৃঢ়তর আলিঙ্গনদ্বারা অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

তত্রৈব (৯/৩০)—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥১২১॥

নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট, মুখ্যরূপ এবং নিজের অনুরূপ,—এবম্ভুত স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে প্রভু (ভক্তিরস শাস্ত্র) বিস্তার করিয়াছিলেন।

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে-স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈলা যৈছে রূপ-সনাতনে ॥১২২॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ-সনাতন—সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র ॥১২৩॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥১২৪॥
কহ,—তাহাঁ কৈছে রহে রূপ-সনাতন?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন?
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন?
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥১২৬॥

অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥১২৭॥
'বিপ্রগৃহে' স্থূলভিক্ষা, কাহাঁ মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী-চানা চিবায় ভোগ পরিহরি' ॥১২৮॥
করোঁয়া-মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥১২৯॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারি দণ্ড শয়নে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥১৩১॥
এই কথা শুনি' মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহে, তাঁহে কি বিস্ময়? ১৩২॥
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে ॥১৩৩॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/১/২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোহহং বরাকরূপোহপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥

হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গাল-রূপ আমি ভক্তিগ্রন্থ-রচনে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।

এইমত দশ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া ॥১৩৫॥
প্রভু কহে,—শুন, রূপ, 'ভক্তিরসের লক্ষণ'।
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥১৩৬॥
পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু ॥১৩৭॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥১৩৮॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥১৩৯॥

তথাহি (ভাঃ ১০/৮৭/৩০)
শ্রুতি-স্তব-ব্যাখ্য-ধৃত-শ্লোক—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোহয়ং সঙ্খ্যাতীতো হি চিৎকণঃ ॥

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিলে তাহার শতশতাংশসদৃশস্বরূপই জীবের সূক্ষ্মস্বরূপ; জীব—চিৎকণ ও সংখ্যাতীত।

শ্বেঃ উঃ পঞ্চদশীতে চিত্রদীপে (৮১)—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা শ্রুতিঃ ॥

কেশাগ্রের শতভাগকে বহুশতবার বিভাগ করিলে যে সূক্ষ্ম ভাগ হয়, জীব—সেইরূপ সূক্ষ্ম; প্রধান শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৬/১১) ৩য় পাদ—

সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ ॥১৪২॥

সূক্ষ্মগণের মধ্যে আমি (ভগবান্) 'জীব' (ভেদাভেদপ্রকাশ)।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/৩০)—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥১৪৩॥

(জনলোকে মুনিগণের নিকট ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণের ভগবৎস্তব বর্ণন করিতেছেন,—) হে ধ্রুব, যদি তনুভৃজ্জীব-সকল অপরিমিত ধ্রুব অর্থাৎ পরম নিত্য ও সর্ব্বগত হইত, তাহা হইলে তোমার শাসনাধীন থাকার নিয়ম থাকিত না। যদি জীবকে 'অণু' সামান্যতঃ 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই তাহারা তোমার অধীন হয়। যন্ময় হইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার অপরিত্যাগেই নিয়ন্তৃ হইতে পারে। অতএব যাহারা জীব এবং তোমাকে 'এক' করিয়া জানে, তাহাদের মত,—'মতবাদে' দুষিত।

তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ ॥১৪৪॥
তার মধ্যে মনুষ্য-জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥১৪৫॥

বেদনিষ্ঠ-মধ্যে কতক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ কার্য্য করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥১৪৬॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে হয় বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটি-কর্ম্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥১৪৭॥
কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণ-ভক্ত ॥১৪৮॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী—সকলি 'অশান্ত' ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১৪/৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥১৫০॥

(রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন,—) হে মহামুনে, কোটী কোটী মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥১৫১॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন ॥১৫২॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥১৫৪॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল ॥১৫৫॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥১৫৬॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদগম ॥১৫৭॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা ॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥১৬০॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন ॥১৬১॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায় ॥১৬২॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন ॥১৬৩॥
এই ত' পরম-ফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ ॥১৬৪॥

ললিতমাধব (৫/২)—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রর্জ-বিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি-
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্ণাং মধুরিপু-বশীকার-সিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণী-পান্থতাং ন প্রযাতি ॥

যে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণবশীকরণ-সিদ্ধৌষধিরূপ-দাস্যাদি প্রেমের লেশমাত্র অন্তঃকরণপথের পথিক না হয়, সে-পর্য্যন্ত সমৃদ্ধিশালিনী সিদ্ধি-সমূহের শ্রেষ্ঠা, সত্যাদি ধর্ম্মমূলক সমাধি, উৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দ নিজ-নিজ-চাকচিক্যে জীবকে চমৎকৃত করে।

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় 'প্রেমা' উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে 'লক্ষণ' ॥১৬৬॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/১/১১)—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥১৬৭॥

কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎসঙ্গাদি দুর্নীতি-মূলক সমস্ত অভিলাষ-বিহীন, এবং মুমুক্ষা ও বুভুক্ষাদ্বারা অব্যবহিত, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতির অনুকূল-চেষ্টাময় যে কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন, তাহাই 'উত্তম ভক্তি'।

অন্য-বাঞ্ছা, অন্য-পূজা ছাড়ি' 'জ্ঞান', 'কর্ম্ম'।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥১৬৮॥
এই 'শুদ্ধভক্তি',—ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥১৬৯॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/১/১২)-ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বাক্য—
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥১৭০॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম 'ভক্তি' । এই (স্বরূপ-লক্ষণময়ী) সেবার দুইটী 'তটস্থ' লক্ষণ—যথা, ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/১১-১৪)—
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥১৭১॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥১৭২॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ *
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৭৪॥

এতাদৃশী ভক্তিকেই 'আত্যন্তিক-ভক্তিযোগ' বলা যায়। সেই ভক্তিযোগদ্বারা জীব গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥১৭৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২২)—
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥১৭৬॥

ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা,—এই দুইটী পিশাচী, যে-পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে-পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।

সাধনভক্তি হৈতে হয় 'রতি'র উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয় ॥১৭৭॥
প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥১৭৮॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা, মিছরি, উত্তম-মিছরি আর ॥১৭৯॥
এই সব কৃষ্ণভক্তি-রসের স্থায়িভাব।
স্থায়িভাবে মিলে যদি বিভাব, অনুভাব ॥১৮০॥
সাত্ত্বিক, ব্যভিচারি-ভাবের মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত আস্বাদনে ॥১৮১॥
যৈছে দধি, সিতা, ঘৃত, মরীচ, কর্পূর।
মিলনে 'রসালা' হয় অমৃত মধুর ॥১৮২॥
ভক্তভেদে রতি-ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি, দাস্যরতি, সখ্যরতি আর ॥১৮৩॥
বাৎসল্যরতি, মধুররতি,—এ পঞ্চ বিভেদ।
রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরসে পঞ্চ ভেদ ॥১৮৪॥
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর-রস নাম।
কৃষ্ণভক্তি-রস-মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥১৮৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/৫/১১৬)—
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা ॥১৮৬॥

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস,—এই সাতপ্রকার 'গৌণ রস'।

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়।
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥১৮৭॥
পঞ্চরস 'স্থায়ী' ব্যাপী' রহে ভক্ত-মনে।
সপ্ত গৌণ 'আগন্তুক' পাইয়ে কারণে ॥১৮৮॥
শান্তভক্ত—নব-যোগেন্দ্র, সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার ॥১৮৯॥
সখ্য-ভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্য-ভক্ত—মাতা পিতা, যত গুরুজন ॥১৯০॥
মধুর-রসে ভক্তমুখ্য—ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্য গণন ॥১৯১॥
পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুই ত' প্রকার।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা, কেবলা-ভেদ আর ॥১৯২॥
গোকুলে 'কেবলা' রতি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন।
পুরীদ্বয়ে, বৈকুণ্ঠাদ্যে—'ঐশ্বর্য্য' প্রবীণ ॥১৯৩॥

* আদি ৪র্থ পঃ ২০৫-২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি।
দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি ॥
শান্ত-দাস্য-রসে ঐশ্বর্য্য কাহাঁ উদ্দীপন।
সখ্যে, বাৎসল্যে, মধুর-রসে সঙ্কোচন ॥১৯৫॥
বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দুঁহার মনে ভয় হৈল ॥১৯৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৪/৫১)—

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ।
কৃতসংবন্দনৌপুত্রৌসস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ॥

দেবকী ও বসুদেব, বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে 'জগদীশ্বর' জানিয়া শঙ্কিত হইয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখি' অর্জ্জুনের হৈল ভয়।
সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমাপয় করিয়া বিনয় ॥১৯৮॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১১/৪১,৪২)—

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥১৯৯॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহার-শয্যাসন-ভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥২০০॥

সখা-জ্ঞানে তোমার মহিমা না জানিয়া, প্রমাদ বা প্রীতিবশতঃ হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে,—এইরূপ শব্দ-ব্যবহারদ্বারা বলপূর্ব্বক যাহা যাহা তোমাকে বলিয়াছি, আহারে, বিহারে, শয়নে ও উপবেশনে একাকী বা সর্ব্বসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যে তোমাকে অনাদর করিয়াছি, তৎসমস্তের জন্য, হে অপ্রমেয়স্বরূপ, তাহা ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীরে কৈলা পরিহাস।
'কৃষ্ণ ছাড়িবেন'—জানি' রুক্মিণীর হৈল ত্রাস ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৬০/২৪)—

তস্যাঃ সুদুঃখভয়-শোক-বিনষ্ট-বুদ্ধে-
র্হস্তাচ্ছ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥২০২॥

দ্বারকায় রুক্মিণীকে কৃষ্ণ পরিহাস করিলে অত্যন্ত দুঃখভয়শোকে-বিনষ্টবুদ্ধি রুক্মিণীর শ্লথবলয় হস্ত হইতে পাখাখানি পড়িয়া গেল; চুল আওলাইয়া পড়িল; এবং বাত-বিহত কলাগাছের ন্যায় তাঁহার দেহ সহসা বিক্লব হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইল।

'কেবলা'র শুদ্ধপ্রেম 'ঐশ্বর্য্য' না জানে।
ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ-সম্বন্ধ না মানে ॥২০৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/৪৫)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্ ॥

বেদত্রয়, উপনিষৎসমূহ, সাঙ্খ্যযোগ ও ভক্তি-শাস্ত্রের দ্বারা উপগীয়মানমাহাত্ম্য সেই কৃষ্ণকে যশোদা আপনার 'পুত্র' বলিয়া জানিলেন।

তত্রৈব (১০/৯/১৪)—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥২০৫॥

মর্ত্ত্য-শরীরের ন্যায় ব্যক্ত, সেই অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুকে স্বীয় আত্মজ-বুদ্ধিতে যশোদা প্রাকৃত-বালকের ন্যায় উদূখলে দড়িদ্বারা বন্ধন করিলেন।

তত্রৈব (১০/১৮/২৪)—

উবাহ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥২০৬॥

ভগবান্ কৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে স্কন্ধে বহন করিলেন; ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিলেন, আর প্রলম্ব রোহিণীপুত্র বলদেবকে বহন করিল।

তত্রৈব (১০/৩০/৩৬-৩৭-৩৮)—

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠাং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ॥
ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ॥
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥২০৯॥

"কামাযান গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এই প্রিয় কৃষ্ণ আমাকে ভজন করিতেছেন"— এইরূপ অহঙ্কারে (আপনাকে সর্ব্বগোপী হইতে শ্রেষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করিলেন এবং অবশেষে) বনে গমনপূর্ব্বক রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—"হে কৃষ্ণ আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা, আমাকে লইয়া চল।" রাধিকা এই রূপ বলিলে, কৃষ্ণ কহিলেন,— "আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" এই বলিয়াই কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে সেই কৃষ্ণবধু রাধিকা অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তত্রৈব (১০/৩১/১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি॥২১০॥

হে কৃষ্ণ, আমার পতি, পুত্র, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধব, সকলকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি; আমাদের আসিবার কারণ তুমি জান,—তোমার গীতে মোহিত হইয়া আমরা আসিয়াছি। হে ধূর্ত্ত, রাত্রিকালে যোষিৎগণকে কে এইরূপ পরিত্যাগ করে?

শান্তরসে—'স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'।
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ' ইতি শ্রীমুখ-গাথা॥২১১॥

ভঃ রঃ সিঃ (৩/১/৪৭)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তরতিং বিনা॥২১২॥

মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শমগুণ'—এই ভগবদ্বাক্যক্রমে বুঝিতে হইবে যে, শান্তি-রতি বিনা তন্নিষ্ঠা—দুর্ঘট।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৯/৩৬)—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ॥

মন্নিষ্ঠতা-বুদ্ধি হইতে 'শমগুণ', ইন্দ্রিয়-সংযমকে 'দম', দুঃখ-সহনের নাম 'তিতিক্ষা', জিহ্বা ও উপস্থজয়ের নাম 'ধৃতি'।

কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা-ত্যাগ—তার কার্য্য মানি।
অতএব 'শান্ত' কৃষ্ণভক্ত এক জানি॥২১৪॥
স্বর্গ, মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত 'নরক' করি' মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ—শান্তের 'দুই' গুণে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১৭/২৮)—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥২১৬॥*

এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের 'শব্দ' গুণ যেন ভূতগণে॥২১৭॥
শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতা-গন্ধ-হীন।
'পরংব্রহ্ম' 'পরমাত্মা' জ্ঞান-প্রবীণ॥২১৮॥
কেবল 'স্বরূপ-জ্ঞান' হয় শান্ত-রসে।
'পূর্ণৈশ্বর্য্যপ্রভু-জ্ঞান' অধিক হয় দাস্যে॥২১৯॥
ঈশ্বরজ্ঞান, সম্ভ্রম-গৌরব প্রচুর।
'সেবা' করি' কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥২২০॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে, অধিক—'সেবন'।
অতএব দাস্যরসের এই 'দুই' গুণ॥২২১॥
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন—সখ্যে দুই হয়।
দাস্যের 'সম্ভ্রম-গৌরব' সেবা, সখ্যে 'বিশ্বাস'ময়॥
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়া-রণ।
কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন-সেবন! ২২৩॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য—গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্য-রসের 'তিন' গুণ—চিহ্ন॥২২৪॥

* মধ্য ৯ম পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

'মমতা' অধিক, কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসের বশ ভগবান্ ॥২২৫॥
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহাঁ নাম—'পালন' ॥২২৬॥
সখ্যের গুণ—'অসঙ্কোচ', 'অগৌরব' সার।
মমতাধিক্যে তাড়ন-ভর্ৎসন-ব্যবহার ॥২২৭॥
আপনারে 'পালক' জ্ঞান, কৃষ্ণে 'পাল্য' জ্ঞান।
'চারি' গুণে বাৎসল্য রস—অমৃত-সমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত সহ ডুবেন আপনে।
'কৃষ্ণ—ভক্তবশ' গুণ কহে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানিগণে ॥

পদ্মপুরাণে 'দামোদরাষ্টকে'—

ইতিদৃক্স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেস্থ ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥২৩০॥

হে ভগবন্, আমি তোমাকে শত-শতবার প্রেমপূর্ব্বক বন্দনা করি; যেহেতু, এইপ্রকার স্বীয় লীলাদ্বারা তুমি গোপীদিগকে আনন্দকুণ্ডে নিমজ্জন কর এবং ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান সম্পন্ন ভক্তদের নিকট তুমি যে ভক্ত-পরাজিত, তাহা জানাও।

মধুর-রসে—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ, লালন-মমতাধিক্য হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর-রসের হয় 'পঞ্চ' গুণ ॥২৩২॥
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক-দুই-তিন-চারি-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার।
অতএব আস্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥২৩৪॥
এই ভক্তিরসের করিলাঙ, দিগ্‌দরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ॥২৩৫॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু-পারে ॥২৩৬॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ॥২৩৭॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিলা গমন।
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন ॥২৩৮॥
আজ্ঞা হয়, আসি মুঞি শ্রীচরণ-সঙ্গে।
সহিতে না পারি মুঞি বিরহ-তরঙ্গে ॥২৩৯॥
প্রভু কহে,—তোমার কর্ত্তব্য, আমার বচন।
নিকটে আসিয়াছ তুমি, যাহ' বৃন্দাবন ॥২৪০॥
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া।
আমারে মিলিবা নীলাচলেতে আসিয়া ॥২৪১॥
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হঞা তিঁহো তাহাঞি পড়িলা ॥২৪২॥
দাক্ষিণাত্য-বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥২৪৩॥
মহাপ্রভু চলি' চলি' আইলা বারাণসী।
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি' ॥
রাত্রে তিঁহো স্বপ্ন দেখে,—প্রভু আইলা ঘরে।
প্রাতঃকালে আসি' রহে গ্রামের বাহিরে ॥২৪৫॥
আচম্বিতে প্রভু দেখি' চরণে পড়িলা।
আনন্দিত হঞা নিজ-গৃহে লঞা গেলা ॥২৪৬॥
তপনমিশ্র শুনি' আসি' প্রভুরে মিলিলা।
ইষ্টগোষ্ঠী করি' প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ॥২৪৭॥
নিজ-ঘরে লঞা প্রভুরে ভিক্ষা করাইল।
ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ॥২৪৮॥
ভিক্ষা করাঞা মিশ্র কহে প্রভু-পায় ধরি'।
এক ভিক্ষা মাগি, মোরে দেহ' কৃপা করি' ॥২৪৯॥
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি।
মোর ঘর বিনা ভিক্ষা না করিবা কতি ॥২৫০॥
প্রভু জানেন, দিন পাঁচ-সাত সে রহিব।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাহাঁ না করিব ॥২৫১॥
এত জানি' তাঁর ভিক্ষা কৈলা অঙ্গীকার।
বাসা-নিষ্ঠা কৈলা চন্দ্রশেখরের ঘর ॥২৫২॥
মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র আসি' তাঁহারে মিলিলা।
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি' কৃপা প্রকাশিলা ॥২৫৩॥
মহাপ্রভু আইলা শুনি' শিষ্ট শিষ্ট জন।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আসি' করেন দরশন ॥২৫৪॥

শ্রীরূপ-উপরে প্রভুর যত কৃপা কৈল।
অত্যন্ত-বিস্তার-কথা সংক্ষেপে কহিল ॥২৫৫॥
শ্রদ্ধা করি' এই কথা শুনে যেই জনে।
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য-চরণে ॥২৫৬॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৫৭॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥

যাঁহার প্রসাদে নীচব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন, সেই অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্য-বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে।
শ্রীরূপ-গোসাঞির পত্রী আইল হেনকালে ॥৩॥
পত্রী পাঞা সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবন-রক্ষক-পাশ কহিতে লাগিলা ॥৪॥
তুমি এক জিন্দাপীর মহাভাগ্যবান্।
কেতাব-কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান ॥৫॥
এক বন্দী ছাড়ে যদি নিজ-ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হইতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা ॥৬॥
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি' কর প্রত্যুপকার ॥৭॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।
পুণ্য, অর্থ,—দুই লাভ হইবে তোমার ॥৮॥
তবে সেই যবন কহে,—শুন, মহাশয়।
তোমারে ছাড়িব, কিন্তু করি রাজভয় ॥৯॥
সনাতন কহে,—তুমি না কর রাজ-ভয়।
দক্ষিণ গিয়াছে যদি লেউটি' আওয়য় ॥১০॥
তাঁহারে কহিও—সেই বাহ্যকৃত্যে গেল।
গঙ্গার নিকট গঙ্গা দেখি' ঝাঁপ দিল ॥১১॥
অনেক দেখিল, তার লাগ্ না পাইল।
দাড়ুকা-সহিত ডুবি কাহাঁ বহি' গেল ॥১২॥
কিছু ভয় নাহি, আমি এ-দেশে না রব।
দরবেশ হঞা আমি মক্কাকে যাইব ॥১৩॥
তথাপি যবন-মন প্রসন্ন না দেখিলা।
সাত-হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈলা ॥১৪॥
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া।
রাত্রে গঙ্গাপার কৈল দাড়ুকা কাটিয়া ॥১৫॥
গড়দ্বার-পথ ছাড়িলা, নারে তাহাঁ যাইতে।
রাত্রি-দিন চলি' আইলা পাতড়া-পর্ব্বতে ॥১৬॥
তথা এক ভৌমিক হয়, তার ঠাঞি গেলা।
পর্ব্বত পার কর আমায়—বিনতি করিলা ॥১৭॥
সেই ভূঞার সঙ্গে হয় হাতগণিতা।
ভূঞার কাণে কহে সেই জানি' এই কথা ॥১৮॥
ইঁহার ঠাঞি সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়।
শুনি' আনন্দিত ভূঞা সনাতনে কয় ॥১৯॥
রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ-লোক দিয়া।
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া ॥২০॥
এত বলি' অন্ন দিল করিয়া সম্মান।
সনাতন আসি' তবে কৈল নদীস্নান ॥২১॥
দুই উপবাসে কৈলা রন্ধন-ভোজনে।
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিলা মনে ॥২২॥
এই ভূঞা কেনে মোরে সম্মান করিল?
এত চিন্তি' সনাতন ঈশানে পুছিল ॥২৩॥
তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয়।
ঈশান কহে,—মোর ঠাঞি সাত মোহর হয় ॥২৪॥
শুনি' সনাতন তারে করিলা ভর্ৎসন।
সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল-যম? ২৫॥
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া।
ভূঞার কাছে যাঞা কহে মোহর ধরিয়া ॥২৬॥
এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার।
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি' পর্ব্বত কর পার ॥২৭॥

রাজবন্দী আমি, গড়দ্বার যাইতে না পারি।
পুণ্য হবে, পর্ব্বত আমা দেহ' পার করি' ॥২৮॥
ভূঞা হাসি' কহে,—আমি জানিয়াছি পহিলে।
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে ॥২৯॥
তোমা মারি' মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে।
ভাল হৈল, কহিলা তুমি, ছুটিলাঙ পাপ হৈতে ॥
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি, মোহর না লইব।
পুণ্য লাগি' পর্ব্বত তোমা পার করি' দিব ॥৩১॥
গোসাঞি কহে,—কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি'।
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি' ॥৩২॥
তবে ভূঞা গোসাঞির সঙ্গে চারি পাইক দিল।
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল ॥৩৩॥
পার হঞা গোসাঞি তবে পুছিলা ঈশানে।
জানি—শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা-স্থানে ॥
ঈশান কহে,—এক মোহর আছে অবশেষ।
গোসাঞি কহে,—মোহর লঞা যাহ' তুমি দেশ ॥
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞি চলিলা একলা।
হাতে করোঁয়া, ছিঁড়া কান্থা, নির্ভয় হইলা ॥৩৬॥
চলি' চলি' গোসাঞি তবে আইলা হাজিপুরে।
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান-ভিতরে ॥৩৭॥
সেই হাজিপুরে রহে, শ্রীকান্ত তার নাম।
গোসাঞির ভগিনীপতি, করে রাজকাম ॥৩৮॥
তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তার স্থানে।
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাৎসার স্থানে ॥৩৯॥
টুঙ্গির উপর বসি' সেই গোসাঞিরে দেখিল।
রাত্রে একজন-সঙ্গে গোসাঞি-পাশ আইল ॥৪০॥
দুইজন মিলি' তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল।
বন্ধন-মোক্ষণ-কথা গোসাঞি সকলি কহিল ॥
তিঁহো কহে,—দিন-দুই রহ এই স্থানে।
ভদ্র হও, ছাড়' এই মলিন বসনে ॥৪২॥
গোসাঞি কহে,—একক্ষণ ইহা না রহিব।
গঙ্গা পার করি' দেহ', এক্ষণে চলিব ॥৪৩॥
যত্ন করি' তিঁহো এক ভোটকম্বল দিল।
গঙ্গা পার করি' দিল—গোসাঞি চলিল ॥৪৪॥
তবে বারাণসী গোসাঞি আইলা কতদিনে।
শুনি' আনন্দিত হইলা প্রভুর আগমনে ॥৪৫॥
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি' দ্বারেতে বসিলা।
মহাপ্রভু জানি' চন্দ্রশেখরে কহিলা ॥৪৬॥
দ্বারে এক 'বৈষ্ণব' হয়, বোলাহ তাঁহারে।
চন্দ্রশেখর দেখে—'বৈষ্ণব' নাহিক দ্বারে ॥৪৭॥
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি—প্রভুরে কহিল।
কেহ হয় করি' প্রভু তাহারে পুছিল ॥৪৮॥
তিঁহো কহে,—এক 'দরবেশ' আছে দ্বারে।
তাঁরে আন' প্রভুর বাক্যে কহিল আসি' তাঁরে ॥
প্রভু তোমায় বোলায়, আইস, দরবেশ!
শুনি' আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ॥৫০॥
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি' প্রভু ধাঞা আইলা।
তাঁরে আলিঙ্গন করি' প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥৫১॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
মোরে না ছুঁইহ—কহে গদগদ-বচন ॥৫২॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি' চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার ॥৫৩॥
তবে প্রভু তাঁর হাত ধরি' লঞা গেলা।
পিণ্ডার উপরে তাঁরে আপন-পাশ বসাইলা ॥৫৪॥
শ্রীহস্তে করেন তাঁর অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
তিঁহো কহে,—মোরে, প্রভু, না কর স্পর্শন ॥৫৫॥
প্রভু কহে,—তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ॥৫৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৩/১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥৫৭॥*

হরিভক্তিবিলাসে (১০/৯১)—

ন মেহভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥†

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৯/১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-

* আদি ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ১৯শ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৫৯॥

কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত, এবম্ভুত শ্বপচকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি মনে করি; কেননা, তিনি (শ্বপচকুলোদ্ভুত ভক্ত) স্বীয় কুল পবিত্র করেন, আর ভূরিমান-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারেন না।

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়-ফল,—এই শাস্ত্রে নিরূপণ ॥৬০॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩/২)—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি
তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৬১॥

হে বৈষ্ণব, তোমার মত ব্যক্তিকে দর্শন করাই চক্ষুর ফল; তোমার মত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করাই শরীরের ফল; তোমার মত ব্যক্তির গুণ কীর্ত্তন করাই জিহ্বার ফল; কেননা জগতে ভাগবতেরাই সুদুর্ল্লভ।

এত কহি' কহে প্রভু,—শুন, সনাতন।
কৃষ্ণ—বড় দয়াময়, পতিত-পাবন ॥৬২॥
মহা-রৌরব হৈতে তোমা করিলা উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার ॥৬৩॥
সনাতন কহে,—কৃষ্ণ আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার-হেতু তোমার কৃপা মানি ॥৬৪॥
কেমনে ছুটিলা বলি' প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহো শুনাইলা ॥৬৫॥
প্রভু কহে,—তোমার দুই ভাই প্রয়াগে মিলিলা।
রূপ, অনুপম,—দুঁহে বৃন্দাবন গেলা ॥৬৬॥
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরেরে।
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে ॥৬৭॥
তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
প্রভু কহে,—ক্ষৌর করাহ, যাহ' সনাতন ॥৬৮॥
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাঞা।
এই বেশ দূর কর, যাহ' ইঁহারে লঞা ॥৬৯॥
ভদ্র করাঞা তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল।
শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল ॥৭০॥
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈলা অঙ্গীকার।
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ॥৭১॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে।
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রের ঘরে ॥৭২॥
পাদপ্রক্ষালন করি' ভিক্ষাতে বসিলা।
সনাতনে ভিক্ষা দেহ'—মিশ্রেরে কহিলা ॥৭৩॥
মিশ্র কহে,—সনাতনের কিছু কৃত্য আছে।
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে ॥৭৪॥
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা।
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা ॥৭৫॥
মিশ্র সনাতনে দিলা নূতন বসন।
বস্ত্র নাহি নিলা, তিঁহো করে নিবেদন ॥৭৬॥
মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন।
নিজ-পরিধান এক দেহ' পুরাতন ॥৭৭॥
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধুতি দিলা।
তিঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিলা ॥৭৮॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা-নিমন্ত্রণে ॥৭৯॥
সনাতন, তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবা।
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবা ॥৮০॥
সনাতন কহে,—আমি মাধুকরী করিব।
ব্রাহ্মণের ঘরে কেনে একত্র ভিক্ষা লব? ৮১॥
সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারে বার ॥৮২॥
সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায়।
ভোট ত্যাগ করিবারে চিন্তিলা উপায় ॥৮৩॥
এত চিন্তি' গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে।
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে ॥

তারে কহে,—ওরে ভাই, কর উপকারে।
এই ভোট লঞা এই কাঁথা দেহ' মোরে ॥৮৫॥
সেই কহে,—রহস্য কর প্রামাণিক হঞা?
বহুমূল্য ভোট দিবা কেনে কাঁথা লঞা? ৮৬॥
তিঁহো কহে,—রহস্য নহে, কহি সত্যবাণী।
ভোট লহ, তুমি দেহ' মোরে কাঁথাখানি ॥৮৭॥
এত বলি' কাঁথা লইল, ভোট তাঁরে দিয়া।
গোসাঞির ঠাঞি আইলা কাঁথা গলায় দিয়া ॥৮৮॥
প্রভু কহে,—তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল?
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞি কহিল ॥৮৯॥
প্রভু কহে,—ইহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়-রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার ॥৯০॥
সে কেনে রাখিবে তোমার শেষ বিষয়-ভোগ?
রোগ খণ্ডি' সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ ॥৯১॥
তিন মুদ্রার ভোট গায়, মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস ॥৯২॥
গোসাঞি কহে,—যে খণ্ডিল কুবিষয়-ভোগ।
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষ বিষয় রোগ ॥৯৩॥
প্রসন্ন হঞা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল ॥৯৪॥
পূর্ব্বে যৈছে রায়-পাশে প্রভু প্রশ্ন কৈলা।
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তাঁর উত্তর দিলা ॥৯৫॥
ইহাঁ প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন।
আপনে মহাপ্রভু করে 'তত্ত্ব' নিরূপণ ॥৯৬॥

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ম্।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥৯৭॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপমাধুর্য্য, স্বরূপঐশ্বর্য্য ও ভক্তিরসাশ্রয়রূপ তত্ত্ব ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সনাতনকে উপদেশ করিলেন।

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা ॥৯৮॥
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, পতিত অধম।
কুবিষয়-কূপে পড়ি' গোঙাইনু জনম! ৯৯॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি!
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥১০০॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন-কৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য' আমার ॥১০১॥
'কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'।
ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়' ॥১০২॥
'সাধ্য' 'সাধন' তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥১০৩॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণ-কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয় ॥১০৪॥
কৃষ্ণভক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে,—সাধুর স্বভাব ॥১০৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/১০১)-ধৃত নারদীয়-বাক্য—

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ॥১০৬॥

সদ্ধর্ম্মের উদয় করাইবার জন্য যাঁহাদের দৃঢ়া মতি, তাঁহাদের শীঘ্রই অভীপ্সিত সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে।
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন, কহিয়ে তোমাতে ॥১০৭॥
জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥
সূর্য্যাংশ-কিরণ, যৈছে অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিনপ্রকার 'শক্তি' হয় ॥১০৯॥

বিষ্ণুপুরাণ (১/২২/৫৩)—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥১১০॥

একস্থানস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না বা আলোক যেরূপ বিস্তৃত, সেইরূপ পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি ॥১১১॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ *

* আদি ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তত্রৈব (১/৩/২)—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥১১৩॥

সমস্তভাবের অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর শক্তিসকল ব্রহ্মে বর্ত্তমান; এই কারণে সেই ব্রহ্মশক্তিসকল সৃষ্ট্যাদি-ভাব-শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। হে তাপস-শ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেরূপ উষ্ণতা-ধর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধ, শক্তিসকলও ব্রহ্মের সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম।

তত্রৈব (৬/৭/৬২-৬৩)—

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥১১৪॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥১১৫॥ *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ †

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥১১৭॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥১১৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৭)—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১১৯॥

কৃষ্ণ হইতে ইতর যে মায়া, তাহাতে অভিনিবিষ্টতা-প্রযুক্ত জীবের 'ভয়' উপস্থিত হয়, এবং সেই ঈশ হইতে বহির্ম্মুখ হওয়ায় মায়াজনিত বিপরীত স্মৃতি; এতন্নিবন্ধন পণ্ডিত ব্যক্তি গুরুকে 'দেবতা' ও 'আত্ম'-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অনন্য-ভক্তির সহিত সেই পরমেশ্বরকে ভজন করিবেন।

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥১২০॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত-কষ্টে পার হওয়া যায়; আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥১২২॥
'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম' রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান ॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ'—প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন ॥১২৫॥
কৃষ্ণমাধুর্য্য-সেবানন্দ-প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণে সেবা করে, কৃষ্ণরস-আস্বাদন ॥১২৬॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত—যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে ॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন ॥১২৮॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে ॥১২৯॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে, 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ ॥১৩০॥
বাপের ধন আছে—জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ॥১৩১॥
এই স্থানে আছে ধন—যদি দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে ॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা 'যক্ষ' এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য় ॥১৩৩॥

* মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৫৫-১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ৭ম পঃ ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

'উত্তরে' খুদিলে আছে কৃষ্ণ 'অজগরে'।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে ॥১৩৪॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে ॥১৩৫॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি' ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/২০,২১)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥*
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৩৮॥

সাধুদিগের প্রিয় আমি, অনন্যশ্রদ্ধাজনিত ভক্তি দ্বারাই প্রাপ্য হই। মন্নিষ্ঠ ভক্তিই চণ্ডালকেও জন্মদোষ হইতে পরিত্রাণ করে।

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥১৩৯॥
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ॥১৪০॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজায়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায় ॥১৪১॥
দারিদ্র্য নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥১৪২॥
বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম,—তিন মহাধন ॥১৪৩॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্যসম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ ॥১৪৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/৪/১৪২)-ধৃত পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্তু কল্পাবধি।
সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥

সেই সেই পুরাণ ও আগম-গ্রন্থসকল তত্তদুদ্দিষ্ট দেবতাগণকে চরাচরের মোহ উৎপাদনের জন্য 'প্রধান' বলিয়া কল্পাবধি জল্পনা করিতে থাকুন। সেই সমস্ত আগমাদি ভাল করিয়া দেখিলে সিদ্ধান্তস্থলে বিষ্ণুকেই একমাত্র ভগবান্ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন।

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥১৪৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২১/৪২,৪৩)—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥১৪৭॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥১৪৮॥

বেদবচনসকল কাঁহাকে বিধান করে, এবং কাঁহাকেই বা প্রতিপন্ন করে, কাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বিকল্পনা করে—বেদের এইরূপ তাৎপর্য্য আমি ব্যতীত আর কেহ জানে না। আমি বলিতেছি,—আমাকেই বেদবচনসকল সাক্ষাৎ বিধান ও অভিধান করে এবং আমাকেই বিকল্পনা দ্বারা উক্তি করে। আমিই সর্ব্ববেদার্থের একমাত্র তাৎপর্য্য। বেদ মায়ামাত্রকে বিচার করিয়া তাহাকে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষেধ করতঃ প্রসন্ন (বিচারাদি হইতে শান্ত) হয়।

কৃষ্ণের স্বরূপ,—অনন্ত, বৈভব—অপার।
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর ॥১৪৯॥
বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ—শক্তি-কার্য্য হয়।
স্বরূপশক্তি শক্তিকার্য্যের—কৃষ্ণ সমাশ্রয় ॥১৫০॥

তথাহি ভাবার্থদীপিকায় (ভাঃ ১০/১/১)—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয় বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥†

কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন, সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫২॥

* আদি ১৭শ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† আদি ২য় পঃ ৯৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সর্ব্ব-আদি, সর্ব্ব-অংশী, কিশোর-শেখর।
চিদানন্দ-দেহ, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বেশ্বর ॥১৫৩॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥১৫৪॥ *

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥১৫৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৮)—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ †

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্,—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥১৫৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ‡

ব্রহ্ম—অঙ্গকান্তি তাঁর, নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে।
সূর্য্য যেন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে ॥১৫৯॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪০)—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটীষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৬০॥ §

পরমাত্মা যিঁহো, তিঁহো কৃষ্ণের এক অংশ।
আত্মার 'আত্মা' হন কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস ॥১৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৫৫)—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

অখিলাত্মার আত্মস্বরূপ বলিয়া এই শ্রীকৃষ্ণকে জান; জগতের হিত-কামনায় তিনি এখানে স্বরূপশক্তির আশ্রয়ে মনুষ্যের ন্যায় প্রকট হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ¶

'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ॥১৬৪॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ, আবেশ—নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্ ॥১৬৫॥
'স্বয়ংরূপ', 'স্বয়ংপ্রকাশ',—দুই রূপে স্ফূর্ত্তি।
স্বয়ংরূপে—এক 'কৃষ্ণ' ব্রজে গোপমূর্ত্তি ॥১৬৬॥
'প্রাভব' 'বৈভব' রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে।
এক-বপু বহু রূপ যৈছে হৈল রাসে ॥১৬৭॥
মহিষী-বিবাহে হৈল বহুবিধ মূর্ত্তি।
'প্রাভববিলাস'—এই শাস্ত্র-পরসিদ্ধি ॥১৬৮॥
সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয়।
কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয় ॥১৬৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৬৯/২)—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥১৭০॥ **

সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে।
ভাবাবেশ-ভেদে নাম 'বৈভবপ্রকাশে' ॥১৭১॥
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ।
আকার-বর্ণ-অস্ত্র-ভেদে নাম-বিভেদ ॥১৭২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪০/৭)—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥১৭৩॥

(সাত্বত ও শৈব তন্ত্রাদিতে) অভিহিত বিধি-দ্বারা যাঁহারা সংস্কৃতাত্মা, তাঁহারা বহুমূর্ত্তিতে এক মূর্ত্তিস্বরূপ আপনাকেই যজন করেন।

বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম।
বর্ণমাত্র-ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥১৭৪॥

---

* আদি ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ২য় পঃ ৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ২য় পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
¶ আদি ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
** আদি ১ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ।
দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু, কভু হন চতুর্ভুজ ॥১৭৫॥
যে-কালে দ্বিভুজ, নাম—বৈভবপ্রকাশ।
চতুর্ভুজ হৈলে, নাম—প্রাভববিলাস ॥১৭৬॥
স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়' জ্ঞান॥
সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইঁহা অধিক উল্লাস ॥১৭৮॥
গোবিন্দের মাধুরী দেখি' বাসুদেবের ক্ষোভ।
সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোভ ॥১৭৯॥
মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে।
পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে ॥১৮০॥

ললিতমাধবে (৪/১৯) উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

উদ্গীর্ণাদ্ভুত-মাধুরী-পরিমলস্যাভীরলীলস্য মে
দ্বৈতং হন্ত সমীক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলি-কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূসারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥

হে সখে, এই চরণ আমার দ্বিতীয় স্বরূপের ন্যায় অদ্ভুত-মাধুরীপরিমলযুক্ত গোপীলীলাত্মিকা আমার লীলা চিত্রিত করিতেছে। আমার চিত্ত কেলিকুতুহলের দ্বারা তরলিত হইয়া মদীয় চরিত্র-দর্শন করতঃ ব্রজবধূদিগের সারূপ্য ইচ্ছা করিতেছে।

তত্রৈব (৮/৩৪)—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥১৮২॥*

সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার।
ভাবাবেশাকৃতি-ভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তাঁর ॥
তদেকাত্মরূপে 'বিলাস', 'স্বাংশ',—দুই ভেদ।
বিলাস, স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ ॥১৮৪॥

প্রাভব-বৈভব-ভেদে বিলাস—দ্বিধাকার।
বিলাসের বিলাস-ভেদ—অনন্ত প্রকার ॥১৮৫॥
প্রাভববিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ।
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন ॥১৮৬॥
ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ, তাতে 'বিলাস' তাঁর নাম ॥১৮৭॥
বৈভবপ্রকাশে আর প্রাভববিলাসে।
একই মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাব-ভেদে ভাসে ॥১৮৮॥
আদি-চতুর্ব্যূহ—কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ ॥১৮৯॥
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভববিলাস।
দ্বারকা-মথুরা-পুরে নিত্য ইঁহার বাস ॥১৯০॥
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ।
অস্ত্রভেদে নাম ভেদ—বৈভববিলাস ॥১৯১॥
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে।
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণরূপে ॥১৯২॥
তাঁহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ-পরকাশ।
আবরণরূপে চারিদিকে যাঁর বাস ॥১৯৩॥
চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি।
কেশবাদি যাহা হৈতে বিলাসের পূর্ত্তি ॥১৯৪॥
চক্রাদি-ধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব।
বাসুদেবের মূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব ॥
সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন।
এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৯৬॥
প্রদ্যুম্নের মূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর।
অনিরুদ্ধের মূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর॥
দ্বাদশ-মাসের দেবতা—এই বার জন।
মার্গশীর্ষে—কেশব, পৌষে—নারায়ণ ॥১৯৮॥
মাঘের দেবতা—মাধব, গোবিন্দ—ফাল্গুনে।
চৈত্রে—বিষ্ণু, বৈশাখে—শ্রীমধুসূদনে ॥১৯৯॥
জ্যৈষ্ঠে—ত্রিবিক্রম, আষাঢ়—বামন দেবেশ।
শ্রাবণে—শ্রীধর, ভাদ্রে—দেব হৃষীকেশ ॥২০০॥
আশ্বিনে—পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে—দামোদর।
'রাধা-দামোদর' অন্য ব্রজেন্দ্র-কোঙর ॥২০১॥

* আদি ৪র্থ পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

দ্বাদশ-তিলক-মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম।
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎস্থান ॥২০২॥
এই চারিজনের বিলাস-মূর্ত্তি আর অষ্ট জন।
তাঁ-সবার নাম কহি, শুন, সনাতন ॥২০৩॥
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র,—অষ্টজন ॥২০৪॥
বাসুদেবের বিলাস দুই—অধোক্ষজ, পুরুষোত্তম।
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র, অচ্যুত, দুইজন ॥
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন।
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি, কৃষ্ণ দুইজন ॥২০৬॥
এই চব্বিশ মূর্ত্তি—প্রাভবের বিলাস প্রধান।
অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ॥২০৭॥
ইঁহার মধ্যে যাঁহার হয় আকার-বেশ-ভেদ।
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ ॥২০৮॥
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
হরি, কৃষ্ণ আদি হয় 'আকারে' বিলক্ষণ ॥২০৯॥
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারি জন।
সেই চারিজনার বিলাস—বিংশতি গণন ॥২১০॥
ইঁহা-সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ—পরব্যোম-ধামে।
পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে ॥২১১॥
যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান ॥২১২॥
পরব্যোম-মধ্যে নারায়ণের নিত্য-স্থিতি।
পরব্যোম-উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি ॥২১৩॥
এক 'কৃষ্ণলোক' হয় ত্রিবিধপ্রকার।
গোকুলাখ্য, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য আর ॥২১৪॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম ॥২১৫॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন ॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে ॥২১৭॥
এইমত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সবার 'পরকাশ'।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস ॥২১৮॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে ॥২১৯॥
ইঁহার মধ্যে কারো হয় 'অবতারে' গণন।
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ॥২২০॥
অস্ত্রধৃতি-ভেদ—নাম-ভেদের কারণ।
চক্রাদি-ধারণ-ভেদ শুন, সনাতন ॥২২১॥
দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত।
চক্রাদি অস্ত্রধারণ-গণনার অন্ত ॥২২২॥
সিদ্ধার্থ-সংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন।
তাঁর মতে আগে কহি চক্রাদি ধারণ ॥২২৩॥
বাসুদেব—গদাশঙ্খচক্রপদ্মধর।
সঙ্কর্ষণ—গদাশঙ্খপদ্মচক্রকর ॥২২৪॥
প্রদ্যুম্ন—চক্রশঙ্খগদাপদ্মধর।
অনিরুদ্ধ—চক্রগদাশঙ্খপদ্মকর ॥২২৫॥
পরব্যোমে বাসুদেবাদি—নিজ নিজ অস্ত্রধর।
তাঁর মত কহি যে-সব অস্ত্রকর ॥২২৬॥
শ্রীকেশব—পদ্মশঙ্খচক্রগদাধর।
নারায়ণ—শঙ্খপদ্মগদাচক্রধর ॥২২৭॥
শ্রীমাধব—গদাচক্রশঙ্খপদ্মকর।
শ্রীগোবিন্দ—চক্রগদাপদ্মশঙ্খধর ॥২২৮॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি—গদাপদ্মশঙ্খচক্রকর।
মধুসূদন—চক্রশঙ্খপদ্মগদাধর ॥২২৯॥
ত্রিবিক্রম—পদ্মগদাচক্রশঙ্খকর।
শ্রীবামন—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর ॥২৩০॥
শ্রীধর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খকর।
হৃষীকেশ—গদাচক্রপদ্মশঙ্খধর ॥২৩১॥
পদ্মনাভ—শঙ্খপদ্মচক্রগদাকর।
দামোদর—পদ্মচক্রগদাশঙ্খধর ॥২৩২॥
পুরুষোত্তম—চক্রপদ্মশঙ্খগদাধর।
শ্রীঅচ্যুত—গদাপদ্মচক্রশঙ্খধর ॥২৩৩॥
শ্রীনৃসিংহ—চক্রপদ্মগদাশঙ্খধর।
জনার্দ্দন—পদ্মচক্রশঙ্খগদাকর ॥২৩৪॥
শ্রীহরি—শঙ্খচক্রপদ্মগদাকর।
শ্রীকৃষ্ণ—শঙ্খগদাপদ্মচক্রকর ॥২৩৫॥

অধোক্ষজ—পদ্মগদাশঙ্খচক্রকর।
উপেন্দ্র—শঙ্খগদাচক্রপদ্মকর ॥২৩৬॥
হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে কহে ষোলজন।
তাঁর মতে কহি এবে চক্রাদি-ধারণ ॥২৩৭॥
কেশব-ভেদে পদ্মশঙ্খগদাচক্রধর।
মাধব-ভেদে চক্রগদাশঙ্খপদ্মকর ॥২৩৮॥
নারায়ণ-ভেদে নানা অস্ত্র-ভেদ-ধর।
ইত্যাদিক ভেদ এই সব অস্ত্রকর ॥২৩৯॥
'স্বয়ং ভগবান্', আর 'লীলা-পুরুষোত্তম'।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৪০॥
পুরীর আবরণরূপে পুরীর নবদেশে।
নবব্যূহরূপে নবমূর্ত্তি পরকাশে ॥২৪১॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৪৫১)—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥২৪২॥

বাসুদেবাদি চারিজন, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ, ও ব্রহ্মা, এই নয় জন।

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈলুঁ বিবরণ।
স্বাংশের ভেদ এবে শুন, সনাতন ॥২৪৩॥
সঙ্কর্ষণ, মৎস্যাদিক,—দুই ভেদ তাঁর।
সঙ্কর্ষণ—পুরুষাবতার, মৎস্যাদি—লীলাবতার ॥
অবতার হয় কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ প্রকার।
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ॥২৪৫॥
গুণাবতার, আর মন্বন্তরাবতার।
যুগাবতার, আর শক্ত্যাবেশাবতার ॥২৪৬॥
বাল্য, পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম।
এতরূপে লীলা করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৪৭॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের, নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্দরশন ॥২৪৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/২৬)—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাঽবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥

হে দ্বিজসকল, যেমন মহাজলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলাশয় হয়, তদ্রূপ সত্ত্বনিধি হরির অবতার—অসংখ্য।

প্রথমেই করে কৃষ্ণ 'পুরুষাবতার'।
সেই ত' পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার ॥২৫০॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/১/৩৩) সাত্বততন্ত্র-বচন—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥২৫১॥*

অনন্তশক্তি-মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান।
'ইচ্ছাশক্তি', 'ক্রিয়াশক্তি', 'জ্ঞানশক্তি' নাম ॥
ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ—ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা।
জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব অধিষ্ঠাতা ॥২৫৩॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন।
তিনের তিন শক্তি মেলি' প্রপঞ্চ-রচন ॥২৫৪॥
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম।
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ ॥২৫৫॥
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
গোলোক, বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তিদ্বারায় ॥২৫৬॥
যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাঁহার প্রকাশ ॥২৫৭॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/২)—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদম্।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥২৫৮॥

গোকুলাখ্য মহৎপদ—সহস্রদলপদ্মপত্র; তাহার কর্ণিকার তদাধার, সমস্তই অনন্তের অংশসম্ভব।

মায়া-দ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড-কারণ ॥২৫৯॥
জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে।
তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তির আধানে ॥২৬০॥
ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি ॥২৬১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৬/৩১)—

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানম্।

* আদি ৫ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ॥২৬২॥

(উদ্ধব বলিয়াছিলেন,—) এই—রাম-কৃষ্ণ; এই বিশ্বের জীবযোনি-স্বরূপ। তাঁহারা দুইজনই সমস্ত-ভূতে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পর ভেদ-জ্ঞান উৎপন্ন করিয়াছেন।

সৃষ্টি-হেতু যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতরে।
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে ॥২৬৩॥
মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান।
বিশ্বে অবতরি' ধরে 'অবতার' নাম ॥২৬৪॥
সেই মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম ॥২৬৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/১)—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥*

তত্রৈব (২/৬/৪২)—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥২৬৭॥ †

সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎকারণ ॥২৬৮॥
কারণাব্ধি-পারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥২৬৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/১০)—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥২৭০॥

সেই বৈকুণ্ঠে রজস্তমঃ বা তাহাদের সহিত মিশ্রসত্ত্ব বা কালবিক্রম নাই এবং সেখানে মায়া পর্য্যন্ত নাই, অন্যের কি কথা; সেখানে শ্রীকৃষ্ণের অনুব্রত সুরাসুরার্চ্চিত পার্ষদভক্তগণ বাস করেন।

মায়ার যে দুই বৃত্তি—'মায়া' আর 'প্রধান'।
'মায়া' নিমিত্ত হেতু, প্রকৃতি বিশ্বের উপাদান ॥
সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি' করে বীর্য্যের আধান ॥
স্বাঙ্গ-বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন।
জীব-রূপ 'বীজ' তাতে কৈলা সমর্পণ ॥২৭৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৬/১৯)—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌপরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাঽসূত মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥২৭৪॥

সেই শ্রেষ্ঠ-পুরুষ দৈবাৎ-ক্ষুভিত-ধর্ম্মিণী স্বীয় মায়ায় নিজবীর্য্য আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে মায়া হিরণ্ময় মহত্তত্ত্বকে প্রসব করেন।

তত্রৈব (৩/৫/২৬)—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥২৭৫॥

কালবৃত্তিদ্বারা গুণময়ী (ক্ষুভিতা) মায়ায় বীর্য্যবান্ (চিচ্ছক্তিমান্) অধোক্ষজ (মহাবৈকুণ্ঠনাথ) আত্মাংশস্বরূপ পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ দ্বারা বীর্য্য (চিৎপরমাণুপুঞ্জ জীব-শক্তি) আধান করিয়াছিলেন।

তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার।
যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়ভূতের প্রচার ॥২৭৬॥
সর্ব্বতত্ত্ব মিলি' সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন ॥২৭৭॥
ইঁহো মহৎস্রষ্টা পুরুষ—'মহাবিষ্ণু' নাম।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম ॥২৭৮॥
গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়।
পুরুষ-নিশ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায় ॥২৭৯॥
পুনরপি নিশ্বাস-সহ যায় অভ্যন্তর।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর, সব—মায়া-পার ॥২৮০॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮)—

* আদি ৫ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ৫ম পঃ ৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

যস্যৈক-নিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২৮১॥ *

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী।
কারণাব্ধিশায়ী—সব জগতের স্বামী ॥২৮২॥
এই ত' কহিলুঁ প্রথম পুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয় পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব ॥২৮৩॥
সেই পুরুষ অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া।
একৈক-মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা ॥২৮৪॥
প্রবেশ করিয়া দেখে, সব—অন্ধকার।
রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ॥২৮৫॥
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল।
সেই জলে শেষ-শয্যায় শয়ন করিল ॥২৮৬॥
তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম।
সেই পদ্মে হইল ব্রহ্মার জন্ম-সদ্ম ॥২৮৭॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
তিঁহো 'ব্রহ্মা' হঞা সৃষ্টি করিলা সৃজন ॥২৮৮॥
'বিষ্ণু' রূপ হঞা করে জগৎ পালনে।
গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া-সনে ॥২৮৯॥
'রুদ্র' রূপ ধরি' করে জগৎ সংহার।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ॥২৯০॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তাঁর 'গুণাবতার'।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিনের অধিকার ॥২৯১॥
হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী—গর্ভোদকশায়ী।
'সহস্রশীর্ষাদি' করি' বেদে যাঁরে গাই ॥২৯২॥
এই দ্বিতীয়-পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর।
মায়ার 'আশ্রয়' হয়, তবু মায়া-পার ॥২৯৩॥
তৃতীয়-পুরুষ বিষ্ণু—'গুণ-অবতার'।
দুই অবতার-ভিতর গণনা তাঁহার ॥২৯৪॥
বিরাট্ ব্যষ্টি-জীবের তিঁহো অন্তর্যামী।
ক্ষীরোদকশায়ী তিঁহো—পালনকর্ত্তা, স্বামী ॥
পুরুষাবতারের এই কৈলুঁ নিরূপণ।
লীলাবতার এবে শুন, সনাতন ॥২৯৬॥
লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন।
প্রধান করিয়া কহি দিগ্দরশন ॥২৯৭॥
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন।
বরাহাদি—লেখা যাঁর না যায় গণন ॥২৯৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২/৪০)—

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহ-হংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥২৯৯॥

মৎস্য, অশ্বগ্রীব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, দাশরথি, পরশুরাম, বামন ইত্যাদিরূপে বিবিধ অবতার হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক; হে যদূত্তম, তোমাকে বন্দনা করি, হে ঈশ্বর, এই পৃথিবীর ভার এখন গ্রহণ কর।

লীলাবতারের কৈলুঁ দিগ্দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ॥৩০০॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব,—তিন গুণ-অবতার।
ত্রিগুণ অঙ্গীকরি' করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার ॥৩০১॥
ভক্তিমিশ্রকৃত-পুণ্যে কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি' তাঁর মন ॥৩০২॥
গর্ভোদকশায়ীদ্বারা শক্তি সঞ্চারি'।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা-রূপ ধরি' ॥৩০৩॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৯)—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩০৪॥

সূর্য্য যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তরে নিজতেজকে কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কোন জীবে স্বীয় শক্তি আধান পূর্ব্বক 'ব্রহ্মা'

* আদি ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

হইয়া জগদণ্ড বিধান করেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে 'ব্রহ্মা' হয় ॥৩০৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৬৮/৩৭) —

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোক-পালৈ-
মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিত-তীর্থতীর্থম্।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক্ব ॥৩০৬॥*

নিজাংশ-কলায় কৃষ্ণ তমো-গুণ অঙ্গীকারে।
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্র-রূপ ধরে ॥৩০৭॥
মায়াসঙ্গ-বিকারে রুদ্র—ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব হয়, নহে কৃষ্ণের 'স্বরূপ' ॥৩০৮॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে, দুগ্ধ হৈতে নারে ॥৩০৯॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৫) —

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩১০॥

বিকারবিশেষ-যোগে ক্ষীর (দুগ্ধ) যেরূপ দধি হইয়া জাত হয়, বিকার ব্যতীত তাহাতে আর কোন হেতু নাই, সেইরূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ কার্য্যক্রমে শম্ভুতা গ্রহণ করেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

'শিব' —মায়াশক্তিসঙ্গী, তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত, গুণাতীত 'বিষ্ণু' —পরমেশ ॥৩১১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৮/৩) —

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৩১২॥

বৈকারিক, তৈজস ও তামস,—এই তিনপ্রকার অহঙ্কার দ্বারা সংবৃত এবং সর্ব্বদা মায়াশক্তিযুক্ত তত্ত্বই 'শিব'।

তত্রৈব (১০/৮৮/৫) —

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥৩১৩॥

শ্রীহরি—প্রকৃতির অতীত সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ; তিনি সর্ব্বদৃক্ এবং সকলের উপদ্রষ্টা; তাঁহাকে ভজন করিলে, জীব নির্গুণ হয়।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্ত্বগুণ-দ্রষ্টা, তাতে গুণমায়া-পার ॥৩১৪॥
স্বরূপ—ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তিঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৬) —

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩১৬॥

দীপরশ্মি যেরূপ ভিন্নাধারে পৃথক্ দীপের ন্যায় কার্য্য করে অর্থাৎ পূর্ব্বদীপের ন্যায় সমান-ধর্ম্ম, তদ্রূপ যে আদিপুরুষ গোবিন্দ 'বিষ্ণু' হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে আমি ভজন করি।

ব্রহ্মা, শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত-অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু—কৃষ্ণের স্বরূপ-আকার ॥৩১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৬/৩২) —

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৩১৮॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হরির নিয়োগমতেই আমি সৃষ্টি করি, তাঁহার আজ্ঞামতেই শিব নাশ করেন, ত্রিশক্তিধৃক্ সেই হরিই পুরুষরূপে বিশ্বকে পালন করেন।

মন্বন্তরাবতার এবে শুন, সনাতন।
অসংখ্য গণন তাঁর শুনহ কারণ ॥৩১৯॥
ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর।
এ চৌদ্দ অবতার তাহাঁ করেন ঈশ্বর ॥৩২০॥

* আদি ৫ম পঃ ১৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

চৌদ্দ এক দিনে, মাসে চারিশত বিশ।
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ ॥৩২১॥
শতেক বৎসর হয় 'জীবন' ব্রহ্মার।
পঞ্চলক্ষ চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার ॥৩২২॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন।
মহাবিষ্ণুর একশ্বাসে ব্রহ্মার জীবন ॥৩২৩॥
মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত।
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখার অন্ত ॥৩২৪॥
স্বায়ম্ভুবে 'যজ্ঞ' স্বারোচিষে 'বিভু' নাম।
উত্তমে 'সত্যসেন', তামসে 'হরি' অভিধান ॥
রৈবতে 'বৈকুণ্ঠ', চাক্ষুষে 'অজিত', বৈবস্বতে 'বামন'।
সাবর্ণ্যে 'সার্ব্বভৌম', দক্ষসাবর্ণ্যে 'ঋষভ' গণন ॥
ব্রহ্মসাবর্ণ্যে 'বিষ্বক্সেন', 'ধর্ম্মসেতু' ধর্ম্মসাবর্ণ্যে।
রুদ্রসাবর্ণ্যে 'সুধামা', 'যোগেশ্বর' দেবসাবর্ণ্যে ॥
ইন্দ্রসাবর্ণ্যে 'বৃহদ্ভানু' অভিধান।
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ 'অবতার' নাম ॥৩২৮॥
যুগাবতার এবে শুন, সনাতন।
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-যুগের গণন ॥৩২৯॥
শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত—ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরি' কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥৩৩০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮/১৩)—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥*

সত্যযুগে ধ্যান-ধর্ম্ম করায় 'শুক্ল' মূর্ত্তি ধরি'।
কর্দ্দমকে বর দিলা যিঁহো কৃপা করি' ॥৩৩২॥
কৃষ্ণ 'ধ্যান' করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
ত্রেতার ধর্ম্ম 'যজ্ঞ' করায় 'রক্ত' বর্ণ ধরি' ॥
'কৃষ্ণপদার্চ্চন' হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম।
'কৃষ্ণ' বর্ণে করায় লোকে কৃষ্ণার্চ্চন-কর্ম্ম ॥৩৩৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২৭)—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥†

তত্রৈব (১১/৫/২৯)—

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥৩৩৬॥

ভগবান্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার।

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন।
'কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন'—কলিযুগের ধর্ম্ম ॥৩৩৭॥
'পীত' বর্ণ ধরি' তবে কৈলা প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি দিলা লোকে লঞা ভক্তগণ ॥৩৩৮॥
ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সঙ্কীর্ত্তন ॥৩৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২)—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৩৪০॥‡

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥৩৪১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫১,৫২)—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥৩৪২॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

হে রাজন্, দোষনিধি কলির একটী মহৎ গুণ আছে; কলিযুগে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতেই জীব অত্যন্তবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফললাভ হয়।

বৃহন্নারদীয়ে (৩৮/৯৭)—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্ত্য কেশবম্ ॥

সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিতে হরিনাম-

* আদি ৩য় পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ৩য় পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩৬) —

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽভিলভ্যতে ॥৩৪৫॥

গুণজ্ঞ সারগ্রাহী আর্য্যপুরুষসকল কলিকে এইজন্য 'ধন্য' বলিয়া থাকেন, যেহেতু সঙ্কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিকালে সর্ব্ব স্বার্থলাভ হয়।

পূর্ব্ববৎ লিখি যবে গুণাবতারগণ।
অসংখ্য সংখ্যা তাঁর, না হয় গণন ॥৩৪৬॥
চারিযুগাবতারের এই ত' গণন।
শুনি' ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন ॥৩৪৭॥
রাজমন্ত্রী সনাতন—বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ-মতি ॥৩৪৮॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ, নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার? ৩৪৯॥
প্রভু কহে,—অন্যাবতার শাস্ত্র-দ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্রদ্বারা মানি ॥৩৫০॥
সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্য—শাস্ত্র 'প্রমাণ'।
আমা-সবা জীবের হয় শাস্ত্রদ্বারা 'জ্ঞান' ॥৩৫১॥
অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।
মুনি সব জানি' করে লক্ষণ বিচার ॥৩৫২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১০/৩৪) —

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥৩৫৩॥

প্রাকৃত-শরীর-হীন অপ্রাকৃত শরীরী পরমেশ্বরের অবতারতত্ত্ব—জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য; ঐ অতুল অতিশয় ও অলৌকিক বীর্য্য দ্বারা তাদৃশ তোমার অবতারসকল কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হন।

'স্বরূপ-লক্ষণ', আর 'তটস্থ-লক্ষণ'।
এই দুই লক্ষণে 'বস্তু' জানে মুনিগণ ॥৩৫৪॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ,—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ ॥৩৫৫॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
'পরমেশ্বর' নিরূপিল এই দুই লক্ষণে ॥৩৫৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/১) —

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং তথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ *

এই শ্লোকে 'পরং' শব্দে 'কৃষ্ণ' নিরূপণ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ ॥৩৫৮॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা, স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল ॥৩৫৯॥
এই সব কার্য্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ।
অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ ॥৩৬০॥
অবতার-কালে হয় জগতের গোচর।
এই দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর ॥৩৬১॥
সনাতন কহে,—যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ।
পীতবর্ণ,—কার্য্য—প্রেমদান-সঙ্কীর্ত্তন ॥৩৬২॥
কলিকালে সেই 'কৃষ্ণাবতার' নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥৩৬৩॥
প্রভু কহে,—চতুরালি ছাড়, সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥৩৬৪॥
শক্ত্যাবেশাবতার কৃষ্ণের অসংখ্য গণন।
দিগদরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ॥৩৬৫॥
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—'মুখ্য', 'গৌণ' দেখি।
সাক্ষাৎশক্ত্যে 'অবতার', আভাসে 'বিভূতি' লিখি ॥
'সনকাদি', 'নারদ', 'পৃথু', 'পরশুরাম'।
জীবরূপ 'ব্রহ্মার' আবেশাবতার-নাম ॥৩৬৭॥
বৈকুণ্ঠে 'শেষ'—ধরা ধরয়ে 'অনন্ত'।
এই মুখ্যাবেশাবতার—বিস্তারে নাহি অন্ত ॥
সনকাদ্যে 'জ্ঞান' শক্তি, নারদে শক্তি 'ভক্তি'।
ব্রহ্মার 'সৃষ্টি' শক্তি, অনন্তে 'ভূ-ধারণ' শক্তি ॥
শেষে 'স্ব-সেবন' শক্তি, পৃথুতে 'পালন'।
পরশুরামে 'দুষ্টনাশ, বীর্য্যসঞ্চারণ' ॥৩৭০॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/১/১৮)
আবেশপ্রকরণে —

* মধ্য ৮ম পঃ ২৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥৩৭১॥

জ্ঞানশক্ত্যাদি-কলা দ্বারা যেস্থলে ভগবদাবেশ, সেই মহত্তম জীবসকল 'আবেশ-অবতার' বলিয়া গণিত হন।

'বিভূতি' কহিয়ে যৈছে গীতা-একাদশে।
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণশক্ত্যাভাসাবেশে ॥৩৭২॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৪১)—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৩৭৩॥

যে-সকল জীব—বিভূতিমান্, শ্রীমান্ ও তেজস্বী, তাঁহাদিগকে আমার তেজাংশসম্ভব বলিয়া জান।

তত্রৈব (১০/৪২)—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ *

এই ত' কহিলুঁ শক্ত্যাবেশ-অবতার।
বাল্য-পৌগণ্ড-ধর্ম্মের শুনহ বিচার ॥৩৭৫॥
কিশোরশেখর-ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ॥৩৭৬॥
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে।
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক-লীলাক্রমে ॥৩৭৭॥

ভঃ রঃ সি (২/১/৬৩)—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলা-বিলাসবান্ ॥

নিত্যলীলাবিলাসবান্ সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয় কৃষ্ণের বিবিধ বয়স থাকিলেও কিশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ।

পূতনা-বধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে।
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে ॥৩৭৯॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক গণন।
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥৩৮০॥
এইমত সব লীলা—যেন গঙ্গাধার।
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥৩৮১॥
ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরতা-প্রাপ্তি।
রাস-আদি লীলা করে, কৈশোরে নিত্যস্থিতি ॥
'নিত্যলীলা' কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারে লীলা কেমনে 'নিত্য' হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে।
কৃষ্ণলীলা—নিত্য, জ্যোতিশ্চক্র-প্রমাণে ॥৩৮৪॥
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ফিরে রাত্রি-দিনে।
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি' ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥৩৮৫॥
রাত্রি-দিনে হয় ষষ্টিদণ্ড-পরিমাণ।
তিনসহস্র ছয়শত 'পল' তার মান ॥৩৮৬॥
সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিপল-ক্রমোদয়।
সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে 'প্রহর' হয় ॥৩৮৭॥
এক-দুই-তিন-চারি প্রহরে অস্ত হয়।
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥৩৮৮॥
ঐছে কৃষ্ণের লীলা-মণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে।
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি' ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥৩৮৯॥
সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট-প্রকাশ।
তাহা যৈছে ব্রজ-পুরে করিলা বিলাস ॥৩৯০॥
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে।
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ॥৩৯১॥
জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর-প্রকাশ।
পূতনা-বধাদি করি' মৌষলান্ত বিলাস ॥৩৯২॥
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান।
তাতে লীলা 'নিত্য' কহে নিগম-পুরাণ ॥৩৯৩॥
গোলোক, গোকুল-ধাম—'বিভু' কৃষ্ণসম।
কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ॥৩৯৪॥
অতএব গোলোকস্থানে নিত্য বিহার।
ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার ॥৩৯৫॥
ব্রজে কৃষ্ণ—সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে 'পূর্ণতম'।
পুরীদ্বয়ে, পরব্যোমে,—'পূর্ণতর', 'পূর্ণ' ॥৩৯৬॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/২২১)—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যে যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

শ্রেষ্ঠ-মধ্যাদি-শব্দদ্বারা নাট্যশাস্ত্রে যাঁহার কীর্ত্তন আছে, সেই ভগবান্ হরি—পূর্ণ

* আদি ২য় পঃ ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

পূর্ণতর ও পূর্ণতম,—এই তিন প্রকার।

তত্রৈব (২/১/২২২)—

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥৩৯৮॥

অল্পগুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ; সর্ব্বগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি—পূর্ণতর; আর যাঁহাতে অখিলগুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম; পণ্ডিতেরা ইহা কীর্ত্তন করেন।

তত্রৈব (২/১/২২৩)—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকা-মথুরাদিষু ॥৩৯৯॥

গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, মথুরায় পূর্ণতরতা ও দ্বারকায় পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছিল।

এই কৃষ্ণ—ব্রজে 'পূর্ণতম' ভগবান্।
আর সব স্বরূপ—'পূর্ণতর' 'পূর্ণ' নাম ॥৪০০॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার।
'অনন্ত' কহিতে নারে ইহার বিস্তার ॥৪০১॥
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্দরশন ॥৪০২॥
ইহা যেই শুনে, পড়ে, সেই ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান ॥৪০৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৪০৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপ-তত্ত্বরূপ-শ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্।
শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরম্ ॥১॥

অগতির গতি এবং হীনগণের প্রতি অধিক অর্থদাতা বা উপকারক শ্রীচৈতন্যকে প্রণাম করতঃ তাঁহার মাধুর্য্য-ঐশ্বর্য্যকণা বর্ণন করিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
সর্ব্বস্বরূপের ধাম—পরব্যোম-ধামে।
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে ॥৩॥
শত, সহস্র, অযুত, লক্ষ, কোটি-যোজন।
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ॥৪॥
সব বৈকুণ্ঠ—ব্যাপক, আনন্দ-চিন্ময়।
পারিষদ-ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ সব হয় ॥৫॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ এক এক দেশে যার।
সে পরব্যোমের কেবা গণয়ে বিস্তার ॥৬॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-পরব্যোম যার দলশ্রেণী।
সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক 'কর্ণিকার' গণি ॥৭॥
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্য, স্থান, অবতার।
ব্রহ্মা, শিব অন্ত না পায়—জীব কোন্ ছার ॥৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/২১)—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥৯॥

(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—) হে ভূমন্, হে ভগবন, হে পরাত্মন, হে যোগেশ্বর, এই ত্রিভুবনে তোমার লীলা কোথায়, কিরূপ, যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া তুমি কখন ক্রীড়া করিয়া থাক, তাহা কে জানিতে পারে?

এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি না পায় যাঁর অন্ত ॥১০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৭)—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূ-পাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥১১॥

(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—) পণ্ডিতসকল ভূমির রেণুকণ এবং আকাশের হিমকণ, নক্ষত্রাদি কালে

গণনা করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেই বা, জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ এবং অনন্তগুণরূপ যে তুমি, তোমার গুণসকল গণনা করিতে সমর্থ হয়?

ব্রহ্মাদি রহু—সহস্রবদনে 'অনন্ত'।
নিরন্তর গায় মুখে, না পায় গুণের অন্ত ॥১২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৭/৪১)—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥১৩॥

(হে নারদ) আমি ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ মুনিসকলই মায়াধীশ পুরুষের অন্ত জানিতে পারি না; অপরে কে জানিবে? সহস্রানন অনন্তদেবও তাঁহার গুণগণ গান করিতে করিতে আজও পর্য্যন্ত পার পা'ন নাই।

তেঁহো রহু,—সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ।
নিজ-গুণের অন্ত না পাঞা হয়েন সতৃষ্ণ ॥১৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/৪১)—

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥১৫॥

(জনলোকে ব্রহ্মসত্রযজ্ঞে শ্রবণেচ্ছু ঋষিগণের সমীপে চতুঃসনের অন্যতম ব্রহ্মর্ষি সনন্দন শ্রুতিগণকর্ত্তৃক এই ভগবৎ স্তুতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যাহাই আবার আদি-ঋষি নারায়ণ দেবর্ষি নারদের নিকট পরে বর্ণন করিয়াছিলেন,—) আপনি অনন্ত, সেইজন্য সেই দেবতাগণ আপনার অন্ত পা'ন নাই। আপনিও আপনার গুণের অন্ত পা'ন না। আকাশে পরমাণুগণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই কারণে শ্রুতিগণ আপনাকে অনুসন্ধান করিতে গিয়া, যাহাকেই লক্ষ্য করে, তাহা আপনি নন—এইরূপ করিতে করিতে সমস্তই আপনাতে পর্য্যবসিত হয়; এইরূপ স্থির করিয়া আপনিই যে সকলের আধার,—এই সিদ্ধান্ত করে।

সেহ রহু—ব্রজে যবে কৃষ্ণ অবতার।
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার ॥১৬॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈলা এককক্ষণে।
অশেষ বৈকুণ্ঠজাণ্ড স্বস্বনাথ-সনে ॥১৭॥
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত।
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ॥১৮॥
'কৃষ্ণবৎসৈরসঙ্খ্যাতৈঃ'—শুকদেব-বাণী।
কৃষ্ণ-সঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি ॥১৯॥
এক এক গোপ করে যে বৎস চারণ।
কোটি, অর্ব্বুদ, শঙ্খ, পদ্ম, তাহার গণন ॥২০॥
বেত্র, বেণু, দল, শৃঙ্গ, বস্ত্র, অলঙ্কার।
গোপগণের যত, তার নাহি লেখা-পার ॥২১॥
সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি।
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি ॥২২॥
এক কৃষ্ণদেহ হৈতে সবার প্রকাশে।
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ॥২৩॥
ইহা দেখি' ব্রহ্মা হৈলা মোহিত, বিস্মিত।
স্তুতি করি' সেই পাছে করিলা নিশ্চিত ॥২৪॥
যে কহে,—কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ।
সে জানুক,—কায়মনে মুঞি এই মানোঁ ॥২৫॥
এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু।
মোর বাঙ্মানসের গম্য নহে এক বিন্দু ॥২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥২৭॥

যাঁহারা বলেন, 'আমরা কৃষ্ণতত্ত্ব জানি', তাঁহারা জানুন, কিন্তু আমি অনেক উক্তি করিতে ইচ্ছা করি না। প্রভো, আমি

এইমাত্র বলি যে, তোমার বৈভবসকল—আমার মন, শরীর ও বাক্যের অগোচর।

কৃষ্ণের মহিমা বহু—কেবা তার জ্ঞাতা।
বৃন্দাবন-স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভূতা ॥২৮॥
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন—শাস্ত্রের প্রকাশে।
তার একদেশে বৈকুণ্ঠজাণ্ডগণ ভাসে ॥২৯॥
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের—নাহিক গণন।
শাখা-চন্দ্র-ন্যায়ে করি দিগ্‌দরশন ॥৩০॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্য সাগর।
মনেন্দ্রিয় ডুবিলা, প্রভু হইলা ফাঁপর ॥৩১॥
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে।
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে ॥৩২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২/২১)—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥৩৩॥

তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর, অতএব তিনি সমান-হীন ও অতিশয়-রহিত এবং স্বারাজ্য-লক্ষ্মী দ্বারা সমস্ত কাম প্রাপ্ত হইয়াছেন । চির-লোকপালসকল তাঁহার পূজা দিতে আসিয়া তাঁহার পাদপীঠ স্তুতি করিতে গিয়া মস্তকে শোভিত কিরীটকোটি সকল নত করিয়া শব্দ করিয়া থাকেন।

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাতে বড়, তাঁর সম কেহ নাহি আন ॥৩৪॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১)—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥৩৫॥ *

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই সৃষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৬/৩২)—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৩৭॥ †

এ সামান্য, ত্র্যধীশ্বরের শুন অর্থ আর।
জগৎকারণ তিন পুরুষাবতার ॥৩৮॥
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥৩৯॥
এই তিন—সর্ব্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর।
ইঁহো—কলা-অংশ, যাঁর কৃষ্ণ—অধীশ্বর ॥৪০॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৮)—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪১॥ ‡

এই অর্থ—'বাহ্য', শুন 'গূঢ়' অর্থ আর।
তিন আবাস-স্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার ॥৪২॥
'অন্তঃপুর'—গোলোক-শ্রীবৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতাপিতা-বন্ধুগণ ॥৪৩॥
মধুরৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার।
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি লীলা-সার ॥৪৪॥

তথাহ গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥

করুণাসমূহ দ্বারা কোমল, মধুরৈশ্বর্য্য-বিশেষযুক্ত-ব্রজ-রাজনন্দন জয়যুক্ত হওয়ায় আমাদিগের চিন্তাকণিকারও অভ্যুদয় হয় না।

তার তলে পরব্যোম—'বিষ্ণুলোক' নাম।
নারায়ণ-আদি অনন্ত স্বরূপের ধাম ॥৪৬॥
'মধ্যম-আবাস' কৃষ্ণের—ষড়ৈশ্বর্য্য-ভাণ্ডার।
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার ॥৪৭॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা—ভাণ্ডার-কোঠরি।
পারিষদগণে ষড়ৈশ্বর্য্যে আছে ভরি' ॥৪৮॥

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৪৩)—

* আদি ২য় পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† মধ্য ২০ পঃ ৩১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

‡ আদি ৫ম পঃ ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৯॥

গোলোকনামা নিজ-ধামের নিম্নে দেবী, মহেশ ও হরির ধামনিচয়ে সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় যিনি বিহিত করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/২৪৭),
পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫/৫৭)—

প্রধান-পরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥

প্রধান অর্থাৎ মায়িকতত্ত্ব এবং পরব্যোম, এই দুয়ের মধ্যে বিরজা-নদী; তাহা—মঙ্গলজনক বেদাঙ্গ অর্থাৎ পুরুষের ঘর্ম্মজনিতজলে স্রাবিত।

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/২৪৮),
পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৫/৫৮)—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥৫১॥

সেই বিরজার পারে অমৃত, নিত্য, সনাতন, অনন্ত, পরম-পদস্বরূপ ত্রিপাদভূত, পরব্যোম আছেন; তাৎপর্য্য এই যে,—পরব্যোম—চিজ্জগৎ, অতএব অশোক, অভয় ও অমৃতরূপ ত্রিপাদ-বিভূতি তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান। মায়িকব্যাপারসমুদয় মিলিত হইয়া কৃষ্ণের একপাদ-বিভূতিমাত্র।

তার তলে 'বাহ্যবাস' বিরজার পার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরি অপার ॥৫২॥
'দেবীধাম' নাম তার, জীব যার বাসী।
জগল্লক্ষ্মী রাখে, যাঁহা রহে মায়া-দাসী ॥৫৩॥
এই তিন ধামের হয় কৃষ্ণ অধীশ্বর।
গোলোক-পরব্যোম—প্রকৃতির পর ॥৫৪॥
চিচ্ছক্তিবিভূতি-ধাম—ত্রিপাদৈশ্বর্য্য-নাম।
মায়িক বিভূতি—একপাদ অভিধান ॥৫৫॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/২৮৬)—

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদম্।
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ ॥

'ত্রিপাদবিভূতি' ধাম বলিয়া সেই পদকে ত্রিপাদভূত বলে, আর সমস্ত মায়িক-বিভূতি—একপাদ মাত্র।

ত্রিপাদবিভূতি কৃষ্ণের—বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার ॥৫৭॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মা-রুদ্রগণ।
চিরলোকপাল-শব্দে তাঁহার গণন ॥৫৮॥
এক দিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে।
ব্রহ্মা আইলা,—দ্বারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ॥
কৃষ্ণ কহেন,—কোন্ ব্রহ্মা, কি নাম তাহার?
দ্বারী আসি' ব্রহ্মারে পুছে আর বার ॥৬০॥
বিস্মিত হঞা ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিলা।
কহ গিয়া সনক-পিতা চতুর্ম্মুখ আইলা ॥৬১॥
কৃষ্ণে জানাঞা দ্বারী ব্রহ্মারে লঞা গেলা।
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ॥৬২॥
কৃষ্ণ মান্য-পূজা করি' তাঁরে প্রশ্ন কৈল।
কি লাগি' তোমার ইহাঁ আগমন হৈল? ৬৩॥
ব্রহ্মা কহে,—তাহা পাছে করিব নিবেদন।
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন ॥৬৪॥
কোন্ ব্রহ্মা? পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে?
আমা বই জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে? ৬৫॥
শুনি' হাসি' কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যানে।
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইলা ততক্ষণে ॥৬৬॥
দশ-বিশ-শত-সহস্র-অযুত-লক্ষ-বদন।
কোট্যর্ব্বুদ মুখ কারো, না যায় গণন ॥৬৭॥
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-বদন।
ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ-কোটি-নয়ন ॥৬৮॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইলা।
হস্তিগণ-মধ্যে যেন মশক রহিলা ॥৬৯॥
আসি' সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ আগে।
দণ্ডবৎ করিতে মুকুট পাদপীঠে লাগে ॥৭০॥

কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তি লিখিতে কেহ নারে।
যত ব্রহ্মা, তত মূর্ত্তি একই শরীরে ॥৭১॥
পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি।
পাদপীঠে স্তুতি করে মুকুট হেন জানি ॥৭২॥
যোড়-হাতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি করয়ে স্তবন।
বড় কৃপা করিলা প্রভু, দেখাইলা চরণ ॥৭৩॥
ভাগ্য, মোরে বোলাইলা 'দাস' অঙ্গীকরি'।
কোন্ আজ্ঞা হয়, তাহা করি শিরে ধরি' ॥৭৪॥
কৃষ্ণ কহে,—তোমা-সবা দেখিতে চিত্ত হৈল।
তাহা লাগি' এক ঠাঞি সবা বোলাইল ॥৭৫॥
সুখী হও সবে, কিছু নাহি দৈত্য-ভয়?
তারা কহে,—তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয় ॥
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈয়াছিল ভার।
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলা সংহার ॥৭৭॥
দ্বারকাদি—বিভূতির এই ত' প্রমাণ।
'আমারই ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সবার হৈল জ্ঞান ॥৭৮॥
কৃষ্ণ-সহ দ্বারকা-বৈভব অনুভব হৈল।
একত্র মিলনে কেহ কাহো না দেখিল ॥৭৯॥
তবে কৃষ্ণ সর্ব্ব-ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা।
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ-ঘরে গেলা ॥৮০॥
দেখি' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে আসি' কৈলা নমস্কার ॥৮১॥
ব্রহ্মা বলে,—পূর্ব্বে আমি নিশ্চয় করিলুঁ।
তার উদাহরণ আমি আজি ত' দেখিলুঁ ॥৮২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৩৮)—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৮৩॥*

কৃষ্ণ কহে, এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ-কোটি যোজন।
অতি ক্ষুদ্র, তাতে তোমার চারি বদন ॥৮৪॥
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি।
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটি-কোটি ॥৮৫॥
ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥৮৬॥

'একপাদ বিভূতি', ইহার নাহি পরিমাণ।
'ত্রিপাদ বিভূতি'র কেবা করে পরিমাণ ॥৮৭॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/২৪৮)-ধৃত
পাদ্মোত্তরখণ্ডবাক্য—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদম্ ॥৮৮॥†

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায়।
কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায় ॥৮৯॥
'ত্র্যধীশ্বর' শব্দের অর্থ 'গূঢ়' আর হয়।
'ত্রি' শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কয় ॥৯০॥
গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী।
এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজে নিত্যস্থিতি ॥৯১॥
অন্তরঙ্গ-পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম।
তিনের অধীশ্বর—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥৯২॥
পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল।
অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ, চিরলোকপাল ॥৯৩॥
তাঁ-সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে ॥৯৪॥
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি, উঠে ঝন্‌ঝনি।
পাদ-পীঠের স্তুতি করে মুকুট—হেন জানি ॥৯৫॥
নিজ চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।
চিচ্ছক্তি সম্পত্তির 'ষড়ৈশ্বর্য্য' নাম ॥৯৬॥
সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম।
অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্ ॥৯৭॥
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য—অপার অমৃতের সিন্ধু।
অবগাহিতে নারি, তার ছুইলুঁ এক বিন্দু ॥৯৮॥
ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈল।
মাধুর্য্যে মজিল মন, এক শ্লোক পড়িল ॥৯৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২/১২)—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্ ॥১০০॥

---

* মধ্য ২১ পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† মধ্য ২১ পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সেই শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি স্বীয় চিচ্ছক্তির বল প্রদর্শন করাইবার মানসে মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী আপনারও বিস্ময়জনক এবং সমস্ত সৌভাগ্য-ঋদ্ধির পরমপদ (পরাকাষ্ঠা) ও সমস্ত ভূষণকে ভূষিত করিতে সমর্থ।

যথা রাগঃ—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥১০১॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ, শুন, সনাতন।
যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,
সর্ব্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥১০২॥ধ্রু॥
যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপ-রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥১০৩॥
রূপ দেখি' আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।
'স্বসৌভাগ্য' যাঁর নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ নিত্য তাঁর ধাম ॥১০৪॥
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তাহার উপর ভ্রূধনু-নর্ত্তন।
তেরছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন ॥১০৫॥
ব্রহ্মাণ্ডোপরি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তাঁ-সবার বলে হরে মন।
পতিব্রতা শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ॥১০৬॥
চড়ি' গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে 'মদনমোহন'।
জিনি' পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নবকন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥১০৭॥
নিজ-সম সখা-সঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার।
যাঁর বেণু-ধ্বনি শুনি' স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী,
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥১০৮॥
মুক্তাহার—বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু-পিঞ্ছ তথি,
পীতাম্বর—বিজলী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব-জলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার ॥১০৯॥
মাধুর্য্য-ভগবত্তা-সার, ব্রজে কৈল পরচার,
তাহা শুক—ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে জানাইতে,
তাহা শুনি' নাচে ভক্তগণ ॥১১০॥
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
প্রেমে সনাতন-হাত ধরি'।
গোপী-ভাগ্য, কৃষ্ণ-গুণ, যে করিল বরণন,
ভাবাবেশে মথুরা-নাগরী ॥১১১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৪/১৪)—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১১২॥ *

যথা রাগঃ—

তারুণ্যামৃত—পারাবার, তরঙ্গ—লাবণ্যসার,
তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদগম।
বংশীধ্বনি—চক্রবাত, নারীর মন—তৃণপাত,
তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম ॥১১৩॥
সখি হে, কোন্ তপ কৈল গোপীগণ।
কৃষ্ণরূপ-সুমাধুরী, পিবি' পিবি' নেত্র ভরি',
শ্লাঘ্য করে জন্ম-তনু-মন ॥১১৪॥ধ্রু॥
যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন, নাহি যায় সমান,
পরব্যোমে স্বরূপের গণে।
যিঁহো সর্ব্ব-অবতারী, পরব্যোম-অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ॥১১৫॥
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,

* আদি ৪র্থ পঃ ১৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

পতিব্রতাগণের উপাস্যা।
তিঁহো যে মাধুর্য্যলোভে, ছাড়ি' সব কামভোগে,
ব্রত করি' করিলা তপস্যা ॥১১৬॥
সেই ত' মাধুর্য্য-সার, অন্য-সিদ্ধি নাহি তার,
তিঁহো—মাধুর্য্যাদি-গুণখনি।
আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ॥১১৭॥
গোপীভাব-দরপণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য।
দোঁহে করে হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব নব দোঁহার প্রাচুর্য্য ॥১১৮॥
কর্ম্ম, তপ, যোগ, জ্ঞান, বিধি-ভক্তি, জপ, ধ্যান,
ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ।
কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,
তাঁরে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ ॥১১৯॥
সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয়।
আনের বৈভব-সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ—সর্ব্ব-অংশী, সর্ব্বাশ্রয় ॥১২০॥
শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,
এই সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।
সুশীল, মৃদু, বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥১২১॥
কৃষ্ণ দেখি' যত জন, কৈল নিমিষে নিন্দন,
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ।
সেই সব শ্লোক পড়ি', মহাপ্রভু অর্থ করি',
সুখে মাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥১২২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/২৪/৬৫)—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥১২৩॥

যাঁহার (কৃষ্ণের) মুখচন্দ্র, মকরকুণ্ডলশোভিত কর্ণ, শোভমান কপোল, সৌন্দর্য্য, সবিলাস হাস,—এই সমস্ত নিত্যোৎসব চক্ষুদ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ পরমানন্দিত হইতেন এবং দর্শনবাধক চক্ষুর নিমেষের প্রতি কুপিত হইতেন।

তত্রৈব (১০/৩১/১৫)—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্ ॥১২৪॥ *

যথা রাগঃ—

কামগায়ত্রী-মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয়।
সে অক্ষর 'চন্দ্র' হয়, কৃষ্ণ করি' উদয়,
ত্রিজগৎ কৈলা কামময় ॥১২৫॥
সখি হে, কৃষ্ণমুখ—দ্বিজরাজ-রাজ।
কৃষ্ণবপু-সিংহাসনে, বসি' রাজ্য শাসনে,
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥১২৬॥ ধ্রু॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি' মণি-সুদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দন-বিন্দু,
সেহ এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥১২৭॥
করনখ—চান্দের ঠাট, বংশী-উপর করে নাট,
তার গীত মুরলীর তান।
পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান ॥১২৮॥
নাচে মকর-কুণ্ডল, নেত্র—লীলা-কমল,
বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ—ধনু, নেত্র—বাণ, ধনুর্গুণ—দুই কাণ,
নারীমন-লক্ষ্য বিন্ধে তায় ॥১২৯॥
এই চান্দের বড় নাট, পসারি' চান্দের হাট,
বিনি-মূলে বিলায় নিজামৃত।
কাহেঁ স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাঁহারে অধরামৃতে,
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥১৩০॥

* আদি ৪র্থ পঃ ১৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

বিপুলায়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন।
লাবণ্য কেলি-সদন, জন-নেত্র-রসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥১৩১॥
যাঁর পুণ্যপুঞ্জফলে, সে-মুখ-দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পানে?
দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে—মনঃক্ষোভ,
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥১৩২॥
না দিলেক লক্ষ-কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,
তাতে দিলা নিমিষ-আচ্ছাদন।
বিধি—জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,
নাহি জানে যোগ্য সৃজন ॥১৩৩॥
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার।
মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥১৩৪॥
কৃষ্ণাঙ্গ-মাধুর্য্য—সিন্ধু, সুমধুর মুখ—ইন্দু,
অতি-মধুস্মিত—সুকিরণে।
এ-তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন,
শ্লোক পড়ে, স্বহস্তে চালনে ॥১৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

এই কৃষ্ণের বপু—অতিব মধুর ইঁহার বদন—তদপেক্ষাও মধুর ও ইঁহার মধুগন্ধি মৃদুহাস্য—আরও মধুর; অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর।

যথা রাগঃ—

সনাতন, কৃষ্ণমাধুর্য্য—অমৃতের সিন্ধু।
মোর মন—সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু! ১৩৭॥ধ্রু॥
কৃষ্ণাঙ্গ—লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখ সুধাকর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাঁর যেই স্মিত জ্যোৎস্না-ভর ॥১৩৮॥
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর।
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশদিক্ ব্যাপে যার পূর ॥১৩৯॥
স্মিত-কিরণ-সুকর্পূরে, পৈশে অধর-মধুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে।
বংশীছিদ্র আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে ॥১৪০॥
সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠে যায়,
বলে পৈশে জগতের কাণে।
সবা মাতোয়াল করি', বলাৎকারে আনে ধরি',
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥১৪১॥
ধ্বনি—বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি-কোল হৈতে টানি' আনে।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥১৪২॥
নীবি খসায় পতি-আগে, গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
বলে ধরি' আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥১৪৩॥
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাঁহা সদা স্ফুরে,
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন কথা না শুনে কাণ, আন বলিতে বোলয় আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥১৪৪॥
পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে, আন কহিতে কহিলুঁ আনে,
কৃষ্ণ-কৃপা তোমার উপরে।
মোর চিত্ত-ভ্রম করি', নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥১৪৫॥
আমি ত' বাউল, আন কহিতে আন কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি' ॥১৪৬॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক মৌন করি' রহে।
মনে এক করি' পুনঃ সনাতনে কহে ॥১৪৭॥
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে।
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ॥১৪৮॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৪৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥১॥

যাঁহা কর্ত্তৃক কলিকালেও অতিগূঢ় ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এই ত' কহিলুঁ সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার।
বেদশাস্ত্রে উপদেশে, কৃষ্ণ—এক সার ॥৩॥
এবে কহি, শুন, অভিধেয়-লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥৪॥
কৃষ্ণভক্তি—অভিধেয়, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ॥৫॥

মুনিবাক্য—

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥৬॥

মাতৃ স্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধনবিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেইরূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উপদেশ-করেন; পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর! আপনিই যে একমাত্র শরণ ইহা আমি সম্যক্‌রূপে জানিলাম।

অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
'স্বরূপ-শক্তি' রূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥৭॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ॥৮॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন ॥৯॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব—দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার' ॥১০॥
'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ ॥১১॥
'নিত্যবদ্ধ'—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্ম্মুখ।
'নিত্যসংসার', ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ ॥১২॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে ॥১৩॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥১৪॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥১৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (৩/২/২৫)—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

হে ভগবন্ কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশই আমি পালন করিয়াছি! তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জারও উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে, আপততঃ আমি তাহা-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌বুদ্ধিলাভ করতঃ তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥১৭॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল ॥১৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১২)—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥১৯॥

নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মলজ্ঞানই যখন অচ্যুতভক্তি-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা অভদ্র-স্বভাব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে?

তত্রৈব (২/৪/১৭)—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥২০॥

তপস্বিসকল, দানপর ব্যক্তিসকল, যশস্বিব্যক্তি-গণ, মনস্বিগণ, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞব্যক্তিগণ, তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল হইলেও, যাঁহাকে অর্পণ না করিলে কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুভদ্রশ্রবা ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা-জ্ঞানে ॥২১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৪)—

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥২২॥

হে বিভো, তোমাতে ভক্তিই শ্রেয়ঃপথ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল ব্যক্তি কেবল-বোধলাভের জন্য অর্থাৎ 'আমি—ব্রহ্ম' এইটী স্থির জানিবার জন্য নানাবিধ ক্লেশ স্বীকার করেন, স্থূলতুষকে যাহারা পেষণ করে, তাহারা যেরূপ তণ্ডুল পায় না, সেইরূপ, তাহাদের ক্লেশমাত্রই অবশেষ হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥*

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল ॥২৪॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥২৫॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে ॥২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

ব্রহ্মার মুখ হইতে 'ব্রাহ্মণ', বাহু হইতে 'ক্ষত্রিয়', উরু হইতে 'বৈশ্য' ও পদ হইতে 'শূদ্র',—এই চারিবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত জন্মিয়াছিলেন।

তত্রৈব (১১/৫/৩)—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥২৮॥

এই চারিবর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাহারা স্বীয় প্রভু ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া, নিজ-নিজ-বর্ণাশ্রমাহঙ্কারে তাঁহার ভজনে অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥২৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২/৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩০॥

হে অরবিন্দাক্ষ, যাহারা 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আপনাতে ভক্তিশূন্য হওয়ায় অবিশুদ্ধবুদ্ধি। তাহারা অনেক ক্লেশে

* মধ্য ২০শ পঃ ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

মায়াতীত পরমপদ ব্রহ্মপর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ভগবদ্ভক্তির অনাদর করতঃ অধঃপতিত হয়।

কৃষ্ণ—সূর্য্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৫/১৩)—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥৩২॥

কৃষ্ণের দর্শনপথে থাকিতে মায়া বিলজ্জমানা হয়; সেই মায়া-কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি' 'আমার' এইপ্রকার বহুবিধ বাগ্‌জাল প্রকাশ করিয়া থাকে।

'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥৩৩॥

হরিভক্তিবিলাসে (১১/৩৯৭)-ধৃত শ্লোক, রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে (১৮/৩৩) বিভীষণ-সহ মিলন সম্বন্ধে সুগ্রীবের প্রতি শ্রীরামচন্দ্রবচন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥৩৪॥

আমার ব্রত এই যেই, যদি কেহ প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রপন্ন হইয়া একবারও 'তোমার আমি' এই কথা বলিয়া আমার অভয় যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাহা সর্ব্বদা দিয়া থাকি।

মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৩৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥৩৬॥

পূর্ব্বে অকামই থাকুক, সর্ব্বকামই থাকুক বা মোক্ষকামই থাকুক, উদারবুদ্ধি হইবামাত্র মানুষ তীব্র শুদ্ধভক্তিযোগে পরম-পুরুষ কৃষ্ণের যজন করিবেন।

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ ॥৩৭॥

কৃষ্ণ কহে,—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ ॥৩৮॥

আমি-বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব ॥৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৯/২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছা-পিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৪০॥

কৃষ্ণ প্রার্থিত হইলেই মনুষ্যদিগের প্রার্থনা পূরণ করেন, সত্য; কিন্তু যে-অর্থ হইতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার উদয় হয়, সেই অর্থ দেন না। অন্যকাম হইয়া যাঁহারা কেবল তাঁহার পাদপল্লব পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও তাহা ভজন করেন, তাঁহাদিগকে তিনি স্বয়ংই অন্যকামনা-শান্তিকারী সেই নিজ পাদপল্লব দিয়া থাকেন।

কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে ॥৪১॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিত্রে (৭/২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥৪২॥

ধ্রুবকে কৃষ্ণ বর দিতে ইচ্ছা করিলে ধ্রুব কহিলেন, —স্বামিন, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্র-গুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম; —সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম! আমি আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥৪৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৮/৫)—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥৪৪॥

'আমি অত্যন্ত অধম বলিয়া ভগবদ্দর্শন পাইব না'—আমার এরূপ আশঙ্কা—মিথ্যা। কালনদীর বেগে বাহিত হইয়া কদাচিৎ কেহ কেহ নদী পারও হইয়া যান।

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৫১/৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥৪৬॥

হে অচ্যুত, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভবমোচনফল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন জীবের যদি সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে, তবেই সদ্গতি ও পরাবরেশ্বর স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥৪৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৯/৬)—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥৪৮॥*

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥৪৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২০/৮)—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

যদৃচ্ছাক্রমে যে পুরুষ—আমার কথাতে শ্রদ্ধাবান্, যিনি অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নহেন এবং অতিশয় আসক্তিযুক্তও নন, তাঁহার পক্ষেই ভক্তিযোগ প্রেমভক্তিসিদ্ধি দিয়া থাকেন।

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥৫১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১২/১২)—

রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥৫২॥

হে রহূগণ, মহাজনের পদরজে অভিষেক বিনা ভগবদ্ভক্তি তপস্যাদ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদিদ্বারা, সন্ন্যাস-পালনদ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পালনদ্বারা, বেদপাঠদ্বারা অথবা জলাগ্নিসূর্য্যদ্বারা কখনই লব্ধ হয় না।

তত্রৈব (৭/৫/৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৫৩॥

যাবৎ মানবদিগের মতি নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তদিগের পদধুলিদ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ তাহা অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ',—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥৫৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৮/১৩)—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥৫৫॥

ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না, রাজ্যাদিপ্রাপ্তির কথা ত' দূরে।

কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া।
জগতেরে রাখিয়াছেন উপদেশ দিয়া ॥৫৬॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৪,৬৫)—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥

* আদি ১ম পঃ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

(হে অর্জ্জুন,) তুমি—আমার নিতান্ত আত্মীয়, অতএব তোমাকে তোমার হিতের জন্য সর্ব্বগুহ্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিতেছি;—তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত ও মদ্‌যাজী এবং আমার শরণাগত হও, তাহা হইলেই আমাকে নিশ্চয়ই পাইবে। তুমি—আমার অত্যন্ত প্রিয় সেইজন্য আমার এই প্রতিজ্ঞাবাক্য তোমাকে বলিলাম।

পূর্ব্ব আজ্ঞা,—বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
সব সাধি' অবশেষ-আজ্ঞা—বলবান্ ॥৫৯॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি' সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৬০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২০/৯)—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥*

'শ্রদ্ধা' শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় ॥৬২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/৩১/১৪)—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥৬৩॥

যেরূপ তরুর মূলে জল সেচন করিলে, সেই তরুর স্কন্ধ, ভুজ, উপশাখা প্রভৃতি সকলেই তৃপ্তি লাভ করে, এবং প্রাণের তৃপ্তিতেই যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেই সমস্ত দেবতাদিগের পূজা হইয়া যায়।

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তরয়ে সংসার ॥৬৫॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥৬৬॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে—'কনিষ্ঠ' জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥৬৭॥
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত—তর-তম।
একাদশ স্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ ॥৬৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৬৯॥ †

তত্রৈব (১১/২/৪৬)—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

যে ভক্ত ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, মূঢ়লোকে কৃপা এবং বিদ্বেষিলোকের প্রতি উপেক্ষা করেন, তিনি—'মধ্যমভক্ত'।

তত্রৈব (১১/২/৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৭১॥

যিনি লৌকিক ও পারিবারিক-প্রথাক্রমে পরম্পরাগত শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন, অথচ শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা শুদ্ধভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তজনকেপূজা করেননা, তিনি—'প্রাকৃত-ভক্ত' অর্থাৎ ভক্তিপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাকে 'ভক্তপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' এইসকল শব্দে উক্তি করা যায়।

সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে ॥৭২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৮/১২)—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা

* মধ্য ৯ম পঃ ২৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† মধ্য ৮ম পঃ ২৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৭৩॥ *

সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্‌দরশন ॥৭৪॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥৭৫॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ ॥৭৬॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥৭৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২১)—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥৭৮॥

সাধুসকল তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্ব-জীবের সুহৃৎ অজাতশত্রু, শান্ত ও সাধুভূষণ।

তত্রৈব (৫/৫/২)—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥৭৯॥

পণ্ডিতগণ মহৎসেবাকেই বিমুক্তির দ্বারস্বরূপ এবং যোষিৎদিগের প্রতি যাহাদের আসক্তি, তাহাদিগের সঙ্গকেই তমোদ্বার বলিয়াছেন। যাঁহারা—সাধু, তাঁহারা—মহদ্ব্যবসায়ী, সমচিত্ত, প্রশান্ত, অক্রোধ এবং সর্ব্বসুহৃৎ।

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥৮০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৫১/৫৩)—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥৮১॥ †

তত্রৈব (১১/২/৩০)—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্ ॥

হে নিষ্পাপসকল, আপনাদের নিকট আমি জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালও সাধুসঙ্গ জীবদিগের পক্ষে অমূল্যরত্ননিধি।

তত্রৈব (৩/২৫/২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৮৩॥ ‡

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৩১/৩৩-৩৫)—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥
ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি সমস্তই যাহার সঙ্গক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়, সেই শোচ্য আত্মবিনাশকারী অশান্ত মূঢ় যোষিৎ-ক্রীড়ামৃগ অসাধুর সঙ্গ কখনই করিবে না। অন্যপ্রসঙ্গে জীবের তদ্রূপ মোহবন্ধ হয় না, যেরূপ স্ত্রীসঙ্গে এবং স্ত্রীসঙ্গিসঙ্গে হইয়া থাকে।

কাত্যায়নসংহিতা-বচন—

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জনসম্বাসবৈশসম্ ॥৮৮॥

অগ্নির জ্বালার মধ্যে পিঞ্জরবন্ধন হইতে যে ক্লেশ হয়, তাহা বরং সহ্য করা উচিত,

* আদি ৮ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ২২ পঃ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ১ম পঃ ৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তথাপি কৃষ্ণচিন্তা-বহির্ম্মুখ জনের কষ্টকর সঙ্গ কখনই করিবে না।

গোস্বামিপাদোক্তি—

মা দ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ ক্বচিদপি
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥৮৯॥

ক্ষীণপুণ্য ভগবদ্ভক্তিহীন মনুষ্যগণকে কখনও দেখিও না।

এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক-শরণ ॥৯০॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬)—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥*

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥৯২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৮/২৬)—

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
ভ্দ্ভক্তিপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌন যস্য ॥৯৩॥

ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞরূপ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনশীল সুহৃদ্ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

বিজ্ঞ-জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি' ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ ॥৯৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২/২৩)—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৯৫॥

অহো, এই বকাসুর-ভগ্নী পূতনা যাঁহাকে বধ করিবার জন্য অসাধু-বৃত্তিযুক্তা হইয়া স্তনকালকূট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করিয়াও মাতৃযোগ্য গতি লাভ করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত (সেই কৃষ্ণ বিনা) আর কোন্ দয়ালুর শরণাপন্ন হইতে পারি?

শরণাগতের, অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ' ॥৯৬॥

হঃ ভঃ বিঃ (১১/৪১৭)-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥

শরণাগতির ছয়প্রকার লক্ষণ—(১) আনুকূল্যসঙ্কল্প অর্থাৎ 'কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল, তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব'—এইরূপ সঙ্কল্প; (২) প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জন অর্থাৎ 'কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল, তাহা আমি অবশ্য বর্জ্জন করিব',—এইভাবে ত্যাগ; (৩) 'তিনি রক্ষা করিবেন' অর্থাৎ 'কৃষ্ণ ব্যতীত আমার কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,—এই বিশ্বাস,—('অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা আমি মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইতে পারি'—এইরূপ বিশ্বাস নয়, 'কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন',—এইরূপ বিশ্বাস); (৪) কৃষ্ণকে 'গোপ্তা' বা 'পালয়িতা' বলিয়া বরণ অর্থাৎ 'সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আমিও তত্তদাধিষ্ঠাতৃ-দেবতাকর্ত্তৃক পালিত হইব',—এইরূপ বিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক 'কৃষ্ণই আমার একমাত্র পালনকর্ত্তা এবং দেব-মনুষ্যের মধ্যে আর কেহই আমার পালনকর্ত্তা নাই'—এইরূপ স্থির বিশ্বাস; (৫) আত্মনিক্ষেপ অর্থাৎ 'আমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র নয়, উহা—কৃষ্ণেচ্ছার পরতন্ত্র' এইরূপ বুদ্ধিই আত্মসমর্পণ, এবং (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ আপনাকে দীন-বুদ্ধি।

হঃ ভঃ বিঃ (১১/৪১৮)-ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।

* মধ্য ৮ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৯৮॥

শরণাগত ব্যক্তি ভগবল্লীলাস্থান শরীর দ্বারা আশ্রয়পূর্ব্বক 'হে ভগবন্ আমি—তোমার' ইহা মুখে বলিয়া এবং মনে জানিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥৯৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৯/৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥১০০॥

মরণশীল জীব যখন সমস্তকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ রস-ভোগে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হন।

এবে সাধনভক্তি-লক্ষণ শুন, সনাতন।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণপ্রেম-মহাধন ॥১০১॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২)—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥১০২॥

সাধ্য ভাবভক্তি যখন কৃতি (ইন্দ্রিয়) সাধ্য হয়, তখন তাহাকে 'সাধন-ভক্তি' বলে। ভক্তিই জীবের নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহাকে হৃদয়ে প্রকটাবস্থায় আনিবার নামই 'সাধ্যতা'। তাৎপর্য্য এই যে, চিৎকণ-জীবে স্বভাবতঃ চিৎসূর্য্য কৃষ্ণের যে আনন্দকণ আছে, মায়া-বদ্ধ হইয়া তাহা ইহকালে লুপ্তপ্রায়। সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবই হৃদয়ে প্রকটনযোগ্য। এই অবস্থাতেই নিত্যসিদ্ধবস্তুর সাধ্য-অবস্থা হইল। সেই সাধ্যভাবরূপ ভক্তি যখন বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়দ্বারা সাধিত হইতে থাকে, তখন তাহারই নাম 'সাধন-ভক্তি'।

শ্রবণাদি-ক্রিয়া—তার 'স্বরূপ' লক্ষণ।
'তটস্থ' লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ॥১০৩॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥১০৪॥
এই ত' সাধনভক্তি—দুই ত' প্রকার।
এক 'বৈধী-ভক্তি', 'রাগানুগা-ভক্তি' আর ॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
'বৈধী-ভক্তি' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥১০৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১/৫)—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥

হে ভারত, সর্ব্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বর হরি অভয়েচ্ছু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বদাই শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য।

তত্রৈব (১১/৫/২)—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥*

পদ্মপুরাণ-বাক্য—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

'বিষ্ণু সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য, কখনই বিস্মর্ত্তব্য নন',—সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী কথার অনুগত।

বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তির বহুত বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ-সার ॥১১০॥
গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্মশিক্ষা-পৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন ॥১১১॥
কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস ॥১১২॥
ধাত্র্যশ্বত্থগোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বিসর্জ্জন ॥১১৩॥

* মধ্য ২২শ পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

অবৈষ্ণব-সঙ্গত্যাগ, বহুশিষ্য না করিব।
বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিব ॥১১৪॥
হানি-লাভে সম, শোকাদির বশ না হইব।
অন্যদেব, অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥১১৫॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব।
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥১১৬॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন।
পরিচর্য্যা, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ॥১১৭॥
অগ্রে নৃত্য, গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবন্নতি।
অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, তীর্থগৃহে গতি ॥১১৮॥
পরিক্রমা, স্তবপাঠ, জপ, সঙ্কীর্ত্তন।
ধূপ-মাল্য-গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন ॥১১৯॥
আরাত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন।
নিজপ্রিয়-দান, ধ্যান, তদীয়-সেবন ॥১২০॥
'তদীয়' —তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরা-ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥১২১॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম-দিনাদি-মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥১২২॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি-ব্রত।
'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব ॥১২৩॥
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥১২৪॥
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥১২৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/৯০)—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌসঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥১২৬॥

একই জাতীয় বাসনাদ্বারা স্নিগ্ধ, অথচ আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবে। সেইরূপ রসিক সাধু-গণের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদ করিবে।

তত্রৈব (১/২/৮৯)—

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে।
নামসঙ্কীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥১২৭॥

শ্রদ্ধাবিশেষ হইতে শ্রীমূর্ত্তির পদসেবায় প্রীতি, নাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে অবস্থিতি।

তত্রৈব (১/২/২৩৬)—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥

সহসা দুরূহ ও অদ্ভুত বীর্য্যসম্পন্ন শেষোক্ত পাঁচটী অঙ্গে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, স্বল্প সম্বন্ধ জন্মিলেও উহা নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবোৎপত্তির হেতু হয়।

'এক' অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ॥১২৯॥
'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের 'বহু' অঙ্গ-সাধন ॥১৩০॥

পদ্যাবলীতে (৫৩), ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৬৩)—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্ ॥

রাজা-পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা-শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রি-সেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রুর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনে শ্রেষ্ঠরূপে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/১৮-২০)—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥১৩২॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥১৩৩॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥১৩৪॥

অম্বরীষ মহারাজ স্বীয় মন কৃষ্ণপাদপদ্মে, স্বীয় বাক্য বৈকুণ্ঠ-গুণানুবর্ণনে, স্বীয় করদ্বয় হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে ও স্বীয় কর্ণ কৃষ্ণকথোদয়ে এবং কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে স্বীয় চক্ষুর্দ্বয়, কৃষ্ণদাসের গাত্রস্পর্শে স্বীয় অঙ্গ, কৃষ্ণের পাদপদ্ম-সৌরভাঘ্রাণে স্বীয় ঘ্রাণ (নাসিকা), কৃষ্ণার্পিত তুলসীর আস্বাদনে স্বীয় রসনা, কৃষ্ণক্ষেত্রানুগমনে স্বীয় পাদদ্বয়, হৃষীকেশের চরণে প্রণতিকার্য্যে স্বীয় মস্তক, কামরহিত দাস্যে স্বীয় 'কাম' এরূপ নিযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে কৃষ্ণভক্তগণে আশ্রয়যোগ্য রতির উদয় হয়।

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'।
দেব-ঋষি-পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী ॥১৩৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪১)—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥১৩৬॥

যিনি পার্থিব কর্ত্তব্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বস্বরূপে শরণ্য মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন, হে রাজন্ তিনি দেবতা, ঋষি, অন্যপ্রাণী, আত্মীয়, মনুষ্য ও পিতৃগণের নিকট আর ঋণী থাকেন না।

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন ॥১৩৭॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৪২)—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥১৩৯॥

যিনি অন্যভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২০/৩১)—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত, মদেকচিত্ত প্রিয়যোগীর পক্ষে জ্ঞানচেষ্টা ও বৈরাগ্যচেষ্টা প্রায়ই শ্রেয়স্কর হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তি—স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র; জ্ঞানবৈরাগ্য-যোগাদি প্রথমে তাহার পক্ষে ঈষৎ উপযোগী হইলেও অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত নয়।

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৬০)-ধৃত স্কান্দবচন—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌপ্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥

হে ব্যাধ, তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়; কেননা, যাহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না।

বৈধীভক্তি-সাধনের কহিলুঁ বিবরণ।
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন, সনাতন ॥১৪৩॥
রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসি-জনে।
তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা' নামে ॥১৪৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৭০)—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥

ইষ্টবস্তুতে স্বাভাবিকী ও পরমাবিষ্টতাময়ী যে সেবনপ্রবৃত্তি, তাহার নাম 'রাগ';

কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী (তদ্রূপ রাগময়ী) হইলে 'রাগাত্মিকা' নামে উক্ত হন।

ইষ্টে 'গাঢ়'-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ।
ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ কথন ॥১৪৬॥
রাগময়ী-ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্ ॥১৪৭॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥১৪৮॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৬৮)—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তাং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুস্থতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥১৪৯॥

ব্রজবাসিজনাদির মধ্যে অভিব্যক্তরূপে রাগাত্মিকা ভক্তি বিরাজমানা। সেই ভক্তির অনুস্থতা (অনুগতা) যে ভক্তি, তাহাই 'রাগানুগা' ভক্তি।

তত্রৈব (১/২/২৯১)—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্ ॥

ব্রজবাসিদিগের ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণে বুদ্ধি যে লোভকে অপেক্ষা করে, তাহাই রাগানুগা-ভক্তির অধিকার দেয়। শাস্ত্র বা যুক্তি সেই লোভের উৎপত্তি-লক্ষণ নয়।

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন ॥১৫১॥
'মনে' নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥১৫২॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৯৪)—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥১৫৩॥

রাগাত্মিকা-ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য এবং সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন।

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা ॥১৫৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৯৩)—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥

কৃষ্ণ এবং তদীয়-নিজ-নির্ব্বাচিত প্রেষ্ঠ-জনকে সর্ব্বদা স্মরণপূর্ব্বক সেই সেই কথায় রত হইয়া সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন; শরীরে ব্রজবাস করিতে অক্ষম হইলে, মনে-মনেও ব্রজবাস করিবেন।

দাস-সখা-পিত্রাদি-প্রেয়সীর গণ।
রাগমার্গে নিজ-নিজ-ভাবের গণন ॥১৫৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/৩৮)—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্ ॥১৫৭॥

আমিই যাঁহাদিগের প্রিয়, আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, দৈব ও ইষ্ট, তাঁহারা—সর্ব্বদাই মৎপর। হে শান্তরূপে জননি, আমার কাল-চক্র তাঁহাদিগকে কখনও নাশ করে না।

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/৩০৭)—

পতি-পুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিম্।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোহপীহ নমো নমঃ ॥

পতি, পুত্র, সুহৃৎ, ভ্রাতা, পিতা, মিত্র, ইত্যাদি-রূপে হরিকে সর্ব্বদা উদ্‌যোগী হইয়া যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগকে বারবার নমস্কার।

এইমত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তাঁর উপজয় 'প্রীতি' ॥১৫৯॥
প্রীত্যঙ্কুরে 'রতি', 'ভাব'—হয় দুই নাম।
যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ॥১৬০॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমের-সেবন।
এই ত' কহিলুঁ 'অভিধেয়'-বিবরণ ॥১৬১॥
অভিধেয়, সাধনভক্তি এবে কহিলুঁ সনাতন।
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় বর্ণন ॥১৬২॥

অভিধেয় সাধনভক্তি শুনে যেই জন।
অচিরাৎ পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥১৬৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়-ভক্তিতত্ত্ব-বিচারো নাম দ্বাবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥১॥

স্বীয় প্রেমনামামৃতরূপ গুপ্তবিত্ত,—যাহা ইহার পূর্ব্বে আর কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তাহাই—অত্যুদার-স্বভাব যেই গৌরকৃষ্ণ আ-পামর ব্যক্তিদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে আমি প্রপন্ন হই।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এবে শুন ভক্তিফল 'প্রেম' প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান ॥৩॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে 'প্রেম' অভিধান।
কৃষ্ণভক্তি-রসের সেই 'স্থায়ীভাব' নাম ॥৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/৩/১)—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেম-সূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥৫॥

প্রেমসূর্য্যের কিরণস্থলীয় বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ রুচিদ্বারা চিত্তকে যে তত্ত্ব মসৃণ করে, তাহাকেই 'ভাব' বলে।

এই দুই,—ভাবের 'স্বরূপ', 'তটস্থ' লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন, সনাতন ॥৬॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/৪/১)—

সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥৭॥

যখন সেই ভাব চিত্তকে সম্যক্ মসৃণ করিয়া অত্যন্ত মমতা দ্বারা পরিচিত হয় এবং স্বয়ং গাঢ়স্বরূপ হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতসকল 'প্রেম' বলিয়া উক্তি করেন।

তত্রৈব (১/৪/২)-ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচন—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥৮॥

বিষ্ণুতে অনন্য-মমতা অর্থাৎ বিষ্ণুই একমাত্র মমতার পাত্র, আর কেহই নহে, এরূপ প্রেমসঙ্গত মমতাকে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ (প্রেম) 'ভক্তি' বলিয়া উক্তি করেন।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥৯॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন' ॥১০॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্ত্যে 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয় ॥১১॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥১২॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দ ধাম ॥১৩॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/৪/১৫,১৬)—

আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা, তাহা হইতে সাধুসঙ্গ, তাহা হইতে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, পরে নিষ্ঠা, তাহা হইতে রুচি ও আসক্তি,—এই পর্য্যন্ত সাধন-ভক্তি; তাহা হইতে ক্রমশঃ 'ভাব' অবশেষে 'প্রেম' উদিত হয়।

সাধকদিগের প্রেমোদয়ের এই ক্রম জানিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৫/২৫)—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥১৬॥ *

যাঁহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাঁহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥১৭॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/৩/২৫,২৬)—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ ॥১৮॥
অসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥১৯॥

ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়,—এরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্যবস্তুতে বৈরাগ্য মানশূন্যতা অর্থাৎ মানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম-গানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি,—এই প্রকার অনুভাবসকল ভাবাঙ্কুর জন্মিলে মনুষ্যের স্বভাবে লক্ষিত হয়।

এই নব প্রীত্যঙ্কুর যাঁর চিত্তে হয়।
প্রাকৃত-ক্ষোভে তাঁর ক্ষোভ নাহি হয় ॥২০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৯/১৫)—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥২১॥

(মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন,—) বিপ্ররূপী আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণাগত ও কৃষ্ণে ধৃত (অর্পিত) চিত্ত বলিয়া জানুন। এক্ষণে ব্রাহ্মণপ্রেরিত কুহকই হউক বা তক্ষকই হউক, আমাকে যথেচ্ছ দংশন করুক; আপনারা কৃষ্ণকথা গান করিতে থাকুন।

কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা কাল ব্যর্থ নাহি যায়।
ভুক্তি, সিদ্ধি, ইন্দ্রিয়ার্থ তাঁরে নাহি ভায় ॥২২॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১২/৩৮)—

বাগ্ভিঃ স্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত-
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥২৩॥

ভক্তসকল নেত্রে জলধারার সঙ্গে-সঙ্গে বাক্যের দ্বারা স্তব, মনের দ্বারা স্মরণ এবং শরীরদ্বারা নমস্কার করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারেন না। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাঁহারা সমস্ত আয়ু শ্রীহরিতে সমর্পণ (অর্থাৎ তদুদ্দেশে ক্ষেপণ) করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৪/৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥২৪॥

ভরত-মহারাজ উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণকে পাইবার লালসায় যুবা-কালেই হৃদয়গ্রাহিণী পত্নী, পুত্র, সুহৃৎ ও রাজ্যাদি মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন;—ইহাই জাতভাব পুরুষের বিরক্তির লক্ষণ।

'সর্ব্বোত্তম' আপনাকে 'হীন' করি' মানে।
'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন'—দৃঢ় করি' জানে ॥২৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/৩/৩৩) পাদ্ম-বচন—

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥২৬॥

হরিতে রতিযুক্ত হইয়া এই রাজশিরোমণি অরিপুরে ভিক্ষাটন পূর্ব্বক চণ্ডালকেও বন্দন করিতেছেন।

তত্রৈব (১/৩/৩৫) শ্রীরূপগোস্বামি-ধৃত শ্রীসনাতনপ্রভুবাক্য—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।

* আদি ১ম পঃ ৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্ ॥

আমার প্রেম, শ্রবণাদি ভক্তি, বৈষ্ণবযোগ, জ্ঞান বা শুভকর্ম্ম অথবা সজ্জাতি, কিছুই নাই। হে গোপীজনবল্লভ, অকিঞ্চনের অর্থ-সাধকরূপ তোমাতে একপ্রকার অচ্ছেদ্যমূলা যে শুদ্ধা আশা আমার হৃদয়ে আছে, তাহা আমাকে ব্যথিত করিতেছে।

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা-প্রধান।
নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণনাম ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩২)-ধৃত বিল্বমঙ্গলবাক্য—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥২৯॥ *

ভঃ রঃ সিঃ (১/৩/৩৮)—

রোদনবিন্দুমরন্দ-স্যন্দি-দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥৩০॥

হে গোবিন্দ, এই স্বল্পবয়স্কা রাধিকা অদ্য তাঁহার নয়নকমলে লোতকবিন্দুর সহিত মধুরকণ্ঠে তোমার নামাবলী গান করিতেছেন।

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলা-স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥৩১॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৯২) বিল্বমঙ্গলবাক্য—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্ ॥ †

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/১৫৪)—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবম্ ॥৩৩॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আমি কবে তোমার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে উদ্বাষ্প হইয়া যমুনাতীরে নৃত্য করিতে থাকিব। (?)

কৃষ্ণে 'রতির' চিহ্ন এই কৈলুঁ বিবরণ।
'কৃষ্ণপ্রেমের' চিহ্ন এবে শুন, সনাতন ॥৩৪॥
যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥৩৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/৪/১৭)—

ধন্যস্যায়ং নরঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥৩৬॥

যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে নবপ্রেম উদিত হয়, তাঁহার ক্রিয়া ও মুদ্রাসকল অর্থাৎ চিহ্নসকল শাস্ত্রজ্ঞ-পুরুষদিগেরও সুদুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৩৭॥ ‡

প্রেমা ক্রমে বাড়ি' হয়—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥৩৮॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, সার।
শর্করা, সিতা-মিছরি, শুদ্ধমিছরি আর ॥৩৯॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি-প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ ॥৪০॥
অধিকারী-ভেদে রতি—পঞ্চ প্রকার।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর ॥৪১॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাবে হয় পঞ্চ 'রস'।
যে-রসে ভক্ত 'সুখী', কৃষ্ণ হয় 'বশ' ॥৪২॥
প্রেমাদি স্থায়ীভাব সামগ্রী-মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ॥৪৩॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব 'রস' হয় এই চারি মিলি' ॥৪৪॥
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে।
'রসালাখ্য' রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে ॥৪৫॥

---

* আদি ২য় পঃ ৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ২১ পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

দ্বিবিধ 'বিভাব',—আলম্বন, উদ্দীপন।
বংশীস্বরাদি—'উদ্দীপন', কৃষ্ণাদি—'আলম্বন' ॥
'অনুভব'—স্মিত, নৃত্য, গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি—'সাত্ত্বিক' অনুভাবের ভিতর ॥৪৭॥
নির্ব্বেদ-হর্ষাদি—তেত্রিশ 'ব্যভিচারী'।
সব মিলি' 'রস' হয় চমৎকারকারী ॥৪৮॥
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য।
মধুর-রসে শৃঙ্গারভাবের প্রাবল্য ॥৪৯॥
শান্তরসে শান্তি-রতি 'প্রেম' পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি 'রাগ' পর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ॥৫০॥
সখ্য-বাৎসল্য-রতি পায় 'অনুরাগ' সীমা।
সুবলাদ্যের 'ভাব' পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ॥৫১॥
শান্তাদি রসের 'যোগ', 'বিয়োগ'—দুই ভেদ।
সখ্য-বাৎসল্যে যোগাদির অনেক বিভেদ ॥৫২॥
'রূঢ়', 'অধিরূঢ় ভাব—কেবল 'মধুরে'।
মহিষীগণের 'রূঢ়', 'অধিরূঢ়' গোপিকা-নিকরে॥
অধিরূঢ়-মহাভাব—দুই ত' প্রকার।
সম্ভোগে 'মাদন', বিরহে 'মোহন' নাম তার ॥
'মাদনে'—চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ।
'উদ্‌ঘূর্ণা', 'চিত্রজল্প'—'মোহনে' দুই ভেদ ॥
চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ—প্রজল্পাদি-নাম।
'ভ্রমর-গীতা'র দশ শ্লোক তাহাতে প্রমাণ ॥৫৬॥
উদ্‌ঘূর্ণা, বিরহ-চেষ্টা—দিব্যোন্মাদ-নাম।
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে 'কৃষ্ণ' জ্ঞান ॥৫৭॥
'সম্ভোগ' 'বিপ্রলম্ভ' ভেদে দ্বিবিধ শৃঙ্গার।
সম্ভোগের অনন্ত অঙ্গ, নাহি অন্ত তার ॥৫৮॥
'বিপ্রলম্ভ' চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান।
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য-আখ্যান ॥৫৯॥
রাধিকাদ্যে 'পূর্ব্বরাগ' প্রসিদ্ধ 'প্রবাস', 'মানে'।
'প্রেমবৈচিত্ত্য' শ্রীদশমে মহিষীগণে ॥৬০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৯০/১৫)—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।
বয়মিব সখি কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা
নলিন-নয়ন-হাসোদার-লীলেক্ষিতেন ॥৬১॥

(কৃষ্ণ-মহিষীগণ বলিলেন,—) হে সখি, কুররি দেখ, রাত্রে গুপ্তবোধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রা যাইতেছেন, আর তোমার নিদ্রা না থাকায় তুমি শুইতেছ না, কেবল বিলাপ করিতেছ! তাহা হইলে তুমিও কি আমাদের ন্যায় পদ্মনয়ন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য ও উদারলীলা দর্শনে নির্ব্বিদ্ধ (গাঢ়বিদ্ধ) চিত্ত হইয়া এরূপ করিতেছ?

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী ॥৬২॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/১৭)—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥৬৩॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই নায়কগণের শিরোরত্ন; সেই কৃষ্ণে মহাগুণসকল নিত্যরূপে বিরাজমান।

বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র-বাক্য—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥*

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টি-প্রধান।
এক এক গুণ শুনি' জুড়ায় ভক্ত-কাণ ॥৬৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/২৩-২৯)—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥৬৬॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী ॥৬৮॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ ॥
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥৭০॥

---

* আদি ৪র্থ পঃ ৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥৭১॥
বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্ দুর্বিগাহা হরেরমী ॥৭২॥

এই নায়করূপী কৃষ্ণ—১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্ব্ব-সল্লক্ষণযুক্ত, ৩। সুন্দর, ৪। মহাতেজা, ৫। বলবান্, ৬। কিশোরবয়সযুক্ত, ৭। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়বাক্যযুক্ত, ১০। বাক্পটু, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান্, ১৩। প্রতিভাযুক্ত, ১৪। বিদগ্ধ, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১। শুচি, ২২। বশী, ২৩। স্থির, ২৪। দমনশীল, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্, ২৮। সমসৌম্যচরিত, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্ম্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মানদ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। লজ্জাযুক্ত, ৩৭। শরণাগতপালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তবন্ধু, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্ব্বশুভকারী, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্ত্তিমান্, ৪৪। লোকানুরক্ত, ৪৫। সাধুদিগের সমাশ্রয়, ৪৬। নারীমনোহারী, ৪৭। সর্ব্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। শ্রেষ্ঠ ও ৫০। ঐশ্বর্য্যযুক্ত,—এই পঞ্চাশটি গুণযুক্ত।

তত্রৈব (২/১/৩০)—

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥৭৩॥

এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দু-রূপে সর্ব্ব-জীবে আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররূপে পুরুষোত্তম কৃষ্ণে বর্ত্তমান।

তত্রৈব (২/১/৩৭,৩৮)—

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু।
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ ॥৭৪॥
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ।
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥৭৫॥

এই পঞ্চাশের উপর আরও পাঁচটী মহাগুণ পূর্ণস্বরূপে কৃষ্ণে (বিষ্ণুতে) এবং আংশিকরূপে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান— (১) সর্ব্বদা, স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (২) সর্ব্বজ্ঞ, (৩) নিত্যনুতন, (৪) সচ্চিদানন্দঘনীভুত-স্বরূপ (৫) অখিল-সিদ্ধিবশকারী অতএব সর্ব্বসিদ্ধি-নিষেবিত।

তত্রৈব (২/১/৩৯,৪০)—

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥৭৬॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥৭৭॥

পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও পাঁচটী গুণ বর্ত্তমান। তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদি দেবতা কিংবা জীবে নাই,— (১) অবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্ব, (২) কোটি-ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহত্ব, (৩) সকল অবতার বীজত্ব, (৪) হতশত্রু-সুগতিদায়কত্ব, (৫) আত্মারামগণের আকর্ষণত্ব,—এই পাঁচটী গুণ নারায়াণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

তত্রৈব (২/১/৪১,৪২)—

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকার-লীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেম-মণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥৭৮॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী-বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥৭৯॥

এই ষাট্‌গুণের অতিরিক্ত আরও চারিটী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে,—(১) সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্যপ্রেম-দ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, (৩) ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষি-মুরলী-গীতগানকারী, (৪) যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই, এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়াছে,—এবম্বিধ সৌন্দর্য্যশালী।

তত্রৈব (২/১/৪৩,৪৪)—

লীলা-প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্ ॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥৮০॥

এই প্রকার (প্রেমময়ী) লীলা, অত্যুৎকৃষ্ট প্রিয়াসঙ্গ (অর্থাৎ প্রেমিক-প্রিয়জনবাৎসল্য), রূপমাধুর্য্য ও বেণুমাধুর্য্য,—এই চারিটী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ। চারি প্রকার ভেদে অর্থাৎ সাধারণ-জীব, গিরিশাদি-দেবতা, নারায়ণাদি পরমেশ্বরস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ (স্বয়ংরূপ) গোবিন্দ-ভেদে, সর্ব্বশুদ্ধ গণনায় চতুঃষষ্টি গুণ উদাহৃত হইয়াছে।

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ—প্রধান।
যেই গুণের 'বশ' হয় কৃষ্ণ ভগবান্ ॥৮১॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীরাধা-প্রকরণে (১১-১৫)—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ।
মধুরেয়ং নব-বয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥৮২॥
চারু-সৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥৮৩॥
বিনীতা করুণা-পূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যা গাম্ভীর্য্যশালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী।
গোকুল-প্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥৮৫॥
গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রব-কেশবা ॥৮৬

এখন বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্ত্তন করা যাইতেছে—১। মধুরা, ২। নবীনবয়সযুক্তা, ৩। চঞ্চলনেত্রা, ৪। উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, ৫। সুন্দরসৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা, ৬। সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, ৭। সঙ্গীতপ্রসারজ্ঞা, ৮। রমণীয়-বাগ্‌বিশিষ্ট, ৯। নর্ম্মগুণে পণ্ডিতা, ১০। বিনীতা, ১১। করুণা-পূর্ণ, ১২। চতুরা, ১৩। পাটবান্বিতা, ১৪। লজ্জাশীলা, ১৫। সুমর্য্যাদা, ১৬। ধৈর্য্যযুক্তা, ১৭। গাম্ভীর্য্যময়ী, ১৮। সুবিলাসযুক্তা, ১৯। পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, ২০। গোকুলপ্রেমের বসতি, ২১। আশ্রয়-জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্ত-যশোযুক্তা, ২২। গুরু লোকে অর্পিত গুরু-স্নেহবতী, ২৩। সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, ২৪। কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, ২৫। সর্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীন-কারিণী।

নায়ক, নায়িকা,—দুই রসের 'আলম্বন'।
সেই দুই শ্রেষ্ঠ,—রাধা, ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৮৭॥
এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ।
যৈছে রস হয়, শুন তাহার লক্ষণ ॥৮৮॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/৭-১০)—

ভক্তিনির্ধূত-দোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাম্।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥৮৯॥
জীবনীভূত-গোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াম্।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাম্ ॥৯০॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাম্ ॥৯১॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দশ্চমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাম্ ॥৯২॥

যাঁহারা—ভক্তিদ্বারা নির্ধূতদোষ, প্রসন্ন ও উজ্জ্বল-চিত্ত, শ্রীভাগবতে অনুরক্ত, রসিকগণের সঙ্গে রঙ্গযুক্ত, গোবিন্দচরণ-ভক্তি-সুখশ্রীই যাঁহাদের জীবস্বরূপ, প্রেমের অন্তরঙ্গভূত কৃত্যসকলের অনুষ্ঠানকারী, সেই ভক্তদিগের হৃদয়ে পুরাতন ও আধুনিক সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বলা আনন্দরূপা রতি রস্যতা লাভ করিয়া বিরাজমানা হন। উহা কৃষ্ণাদি-বিভাবাদির দ্বারা অনুভব-পথে প্রৌঢ়ানন্দ-চমৎকাররূপ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে ॥৯৩॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/৫/১৩১)—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥৯৪॥

অভক্তগণের পক্ষে এই ভগবদ্রস—সর্ব্বপ্রকারে দুরূহ; কৃষ্ণপাদপদ্মই যাঁহাদের সর্ব্বস্ব, ভক্তিরস—তাঁহাদেরই লভ্য।

সংক্ষেপে কহিলুঁ এই 'প্রয়োজন' বিবরণ।
পঞ্চম-পুরুষার্থ—এই 'কৃষ্ণপ্রেম' মহাধন ॥৯৫॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈলুঁ শক্তি-সঞ্চারে ॥৯৬॥
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার ॥৯৭॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার ॥৯৮॥
যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্কবৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল ॥৯৯॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১২/১৩-২০)—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১০০॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যার্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যে-ভক্ত সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা, মৈত্র, করুণ, মমতা-রহিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, ক্ষমা-শীল, সতত সন্তুষ্ট, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয়, ভক্তি-যোগী এবং মদর্পিত-মনোবুদ্ধি, তিনি—আমার প্রিয়।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ পায় না, যিনি লোককে উদ্বেগ দেন না, এবং হর্ষ, ক্রোধ ও ভয়রূপ উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিও আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

আমার যে ভক্ত—অপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, পটু, উদাসীন, ব্যথারহিত, সর্ব্বারম্ভত্যাগী, তিনি—আমার প্রিয়।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

যিনি—হর্ষ, দ্বেষ, শোক ও আকাঙ্ক্ষা-রহিত এবং যিনি শুভাশুভ-ফলত্যাগী ও ভক্তিমান্, তিনি—আমার প্রিয়।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১০৫॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

শত্রুমিত্রে ও মানাপমানে সমবুদ্ধি, শীতোষ্ণ ও সুখ-দুঃখে সমবুদ্ধি আসক্তিরহিত, নিন্দা ও স্তুতিতে তুল্যবুদ্ধি, মৌনী, যাহাতে তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহরহিত স্থিরমতি ভক্তিমান্ ব্যক্তি—আমার প্রিয়।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥

যাঁহারা এই (২য় শ্লোক হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত) ধর্ম্মামৃত শ্রদ্দধান এবং মৎপর হইয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্ত ও অতিশয় প্রিয় হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/২/৫)—

চিরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥১০৮॥

(শ্রীশুক কহিলেন,—) অহো, পথে কি জীর্ণ কাপড় পড়িয়া থাকে না, পরপালক বৃক্ষসকল কি ভিক্ষা দান করে না, নদী ইত্যাদি কি সব শুষ্ক হইয়াছে? গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়াছে? ঈশ্বর কি উপসন্ন ব্যক্তিদিগকে পালন করেন না? যদি তাহাই হয়, তবে পণ্ডিতসকল ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিদিগকে কেন ভজন করেন?

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিলা।
ভাগবত-গূঢ়সিদ্ধান্ত প্রভু সকলি কহিলা ॥১০৯॥

হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকে নিত্যস্থিতি।
ইন্দ্র আসি' করিল যবে শ্রীকৃষ্ণেরে স্তুতি ॥১১০॥
মৌষল-লীলা, আর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধান।
কেশাবতার, আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান ॥১১১॥
মহিষী-হরণ আদি, সব—মায়াময়।
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয় ॥১১২॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ-গুচ্ছ লঞা ॥১১৩॥
নীচজাতি, নীচসেবী, মুঞি—সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিখাইলা,—যেই ব্রহ্মার অগোচর ॥১১৪॥
তুমি যে কহিলা, এই সিদ্ধান্তামৃত-সিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু ॥১১৫॥
পঙ্গু নাচাইতে যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ' মোর মাথে ধরিয়া চরণ ॥১১৬॥
মুঞি যে শিখাই তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল ॥১১৭॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি' করে।
বর দিলা—এই সব স্ফুরুক তোমারে ॥১১৮॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ—'প্রেম' প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি' কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ ॥১১৯॥
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাৎ মিলয়ে তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥১২০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজন-বিচারো নাম ত্রয়োবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥১॥

যিনি "আত্মারামেতি" পদ্যসূর্য্যের অর্থরূপ কিরণসকল প্রকাশ করিয়া জগতের তমো হরণ করিয়াছিলেন, সেই উদয়াচলরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগৎকে পালন করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ॥৩॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছোঁ, তুমি সার্ব্বভৌম-স্থানে।
এক শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে ॥৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৫॥*

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপা করি' কহ যদি, জুড়ায় শ্রবণ ॥৬॥
প্রভু কহে,—আমি বাতুল, আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি' মানে ॥৭॥
কিবা প্রলাপিলাঙ, তার নাহি কিছু মনে।
তোমার সঙ্গ-বলে যদি কিছু হয় মনে ॥৮॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা-সবার সঙ্গ-বলে যে কিছু প্রকাশে ॥৯॥
একাদশ পদ এই শ্লোকে সুনির্ম্মল।
পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল ॥১০॥
'আত্মা' শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন, যত্ন, ধৃতি।
বুদ্ধি, স্বভাব,—এই সাত অর্থ-প্রাপ্তি ॥১১॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু। প্রযত্নে চ ॥

'আত্মা'-শব্দে দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি ও যত্ন।

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ।
আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন ॥১৩॥
'মুনি' আদি শব্দের অর্থ শুন, সনাতন।
পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি, পাছে করিব মিলন ॥১৪॥
'মুনি' শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।
তপস্বী, ব্রতী, যতি, আর ঋষি, মুনি ॥১৫॥

* মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

'নির্গ্রন্থ' শব্দে কহে, অবিদ্যা-গ্রন্থি-হীন।
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন ॥১৬॥
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ আদি শাস্ত্রবিরক্তগণ।
ধনসঞ্চয়ী—নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ॥১৭॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

নির্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নির্নির্ম্মাণ-নিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনেঽথ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রথনেঽপি চ ॥১৮॥

'নির্' উপসর্গ—নিশ্চয়ে, ক্রমার্থে, নির্ম্মাণে, নিষেধে ব্যবহৃত। 'গ্রন্থ'-শব্দ—ধনে, সন্দর্ভে, বর্ণ-সংগ্রথনে ব্যবহৃত।

'উরুক্রম' শব্দে কহে, বড় যাঁর ক্রম।
'ক্রম' শব্দে কহে, এই পাদবিক্ষেপণ ॥১৯॥
শক্তি কম্পযুক্ত পরিপাট্যে আক্রমণ।
চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ॥২০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৭/৪০)—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্ ॥২১॥

(ব্রহ্মা নারদের নিকট বামনদেবের অপরিমেয় বীর্য্য-মহিমা বর্ণন করিতেছেন,—) পৃথিবীর রজোসমূহ গণনা করিতে পারিলেও বিষ্ণুর বীর্য্যসকল কে গণনা করিতে পারে? তিনি বামনরূপে তাঁহার অস্খলিত-পদবেগে ত্রিগুণ-ময়ী প্রকৃতি-মূল হইতে ত্রিপৃষ্ঠ (সত্যলোক) পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন।

বিভুরূপে ব্যাপে, শক্ত্যে ধারণ-পোষণ।
মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ॥২২॥
মায়া-শক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী-সৃজন।
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ॥২৩॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং ক্রমশ্চালনকম্পয়োঃ ॥

ক্রম-শব্দে—শক্তি, পরিপাটি, চালন ও কম্পন।

'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয়।
কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয় ॥২৫॥

তথাহি পাণিনিঃ (১/৩/৭২); সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে—
স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥২৬॥

উভয়পদী ধাতুর স্বরিত স্বর ও ঞ 'ইৎ' হয়। ক্রিয়ার ফল যদি কর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে 'আত্মনেপদ' হয়। এস্থলে তাহা না হওয়ায় 'পরস্মৈপদ' প্রযুক্ত হইয়াছে।

'হেতু' শব্দে কহে—ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি, সিদ্ধি, মুক্তি,—মুখ্য এই তিন প্রকারে ॥
এক ভুক্তি কহে, ভোগ—অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি—অষ্টাদশ, মুক্তি—পঞ্চবিধাকার ॥২৮॥
এই যাঁহা নাহি, সেই ভক্তি—'অহৈতুকী'।
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী ॥২৯॥
'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক—'সাধন', 'প্রেম-ভক্তি'—নব প্রকার ॥৩০॥
'রতি' লক্ষণা, 'প্রেম' লক্ষণা, ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাব-লক্ষণরূপা আর ॥৩১॥
শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে 'প্রেম' পর্য্যন্ত।
দাস্য-ভক্তের রতি হয় 'রাগ' দশা-অন্ত ॥৩২॥
সখাগণের রতি হয় 'অনুরাগ' পর্য্যন্ত।
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ আদি 'অনুরাগ' অন্ত ॥৩৩॥
কান্তাগণের রতি পায় 'মহাভাব' সীমা।
'ভক্তি' শব্দে কহিলুঁ এই অর্থের মহিমা ॥৩৪॥
'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান।
'ইত্থম্ভূত' শব্দের ভিন্ন অর্থ, 'গুণ' শব্দের আন ॥
'ইত্থম্ভূত' শব্দের অর্থ—পূর্ণানন্দময়।
যাঁর আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয় ॥৩৬॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪/৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যপি জগদ্গুরো ॥ *

সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বাহ্লাদক, মহারসায়ন।
আপনার বলে করে সর্ব্ব-বিস্মারণ ॥৩৮॥

* আদি ৭ম পঃ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-সুখ ছাড়য় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তি-গুণে কৃষ্ণকৃপায় বান্ধে ॥৩৯॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত-বিচার।
এই স্বভাব-গুণে, যাতে মাধুর্য্যের সার ॥৪০॥
'গুণ' শব্দের অর্থ—কৃষ্ণের গুণ অনন্ত।
সচ্চিদ্রূপে-গুণে সর্ব্বপূর্ণানন্দ ॥৪১॥
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্যে স্বরূপ-পূর্ণতা।
ভক্তবাৎসল্যে আত্মা-পর্য্যন্ত বদান্যতা ॥৪২॥
আলৌকিক রূপ, রস, সৌরভাদি গুণ।
কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণ ॥৪৩॥
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি গুণে।
শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে ॥৪৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/১৫/৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৪৫॥ *

তত্রৈব (২/১/৯)—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥৪৬॥

হে রাজর্ষে, নৈর্গুণ্যে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হইয়া আমি শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ করিয়াছিলাম।

শ্রীঅঙ্গ-রূপ হরে গোপিকার মন।
রূপ-গুণ শ্রবণে রুক্মিণ্যাদির আকর্ষণ ॥৪৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/৩৯)—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৪৮॥

হে কৃষ্ণ, তোমার অলকাবৃত মুখ, তোমার কুণ্ডলশ্রীগণ্ডস্থলাধরসুধাযুক্ত ঈষদ্ধাস্যের সহিত অবলোকন, অভয়-প্রদ ভুজদণ্ডদ্বয় এবং একমাত্র শ্রীদ্বারা শোভিত বক্ষ দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইলাম।

তত্রৈব (১০/৫২/৩৭)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥৪৯॥

হে ভুবনসুন্দর, তোমার গুণসমূহ শ্রবণকারী ব্যক্তিদিগের কর্ণবিবরদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের অঙ্গতাপ নাশ করে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের তোমার রূপ-দর্শনে অখিলার্থ লাভ হয়। হে অচ্যুত, সেই গুণসকল শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিলর্জ্জ হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে।

বংশী-গীতে হরে কৃষ্ণ লক্ষ্ম্যাদির মন।
যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীর গণ ॥৫০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৬/৩৬)—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৫১॥ †

তত্রৈব (১০/২৯/৪০)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥৫২॥

হে কৃষ্ণ, তোমার কমলপদামৃত বেণুগীত দ্বারা সম্মোহিত হইয়া ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোন্ স্ত্রী আর্য্যচরিত (ধর্ম্ম) হইতে বিচলিত না হয়? ত্রৈলোক্যের সৌভাগ্যস্বরূপ তোমার এই রূপ দেখিয়া গো-সকল, পক্ষিসকল, দ্রুমসকল ও মৃগসকল পুলক-ধারণ করিয়া থাকে।

* মধ্য ১৭ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† মধ্য ৮ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ।
দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদি গণ ॥৫৩॥
পক্ষী, মৃগ, বৃক্ষ, লতা, চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি' আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥৫৪॥
'হরিঃ' শব্দে নানার্থ, দুই—মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥৫৫॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥৫৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/১৯)—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥৫৭॥

হে উদ্ধব, অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে, ভগবদ্ভক্তিও তদ্রূপ জীবের যাবতীয় পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ করিয়া থাকে।

তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম, অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥৫৮॥
নিজ-গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয়মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ ॥৫৯॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন।
'হরি' শব্দের এই মুখ্য কহিলুঁ লক্ষণ ॥৬০॥
'চ', 'অপি'—দুই শব্দ তাতে 'অব্যয়' হয়।
যেই অর্থ লাগাইয়ে, সেই অর্থ হয় ॥৬১॥
তথাপি চ-কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত।
অপি-শব্দে মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত ॥৬২॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোঽন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণেঽপ্যবধারণে ॥৬৩॥

অন্বাচয়ে অর্থাৎ অনুগম্যসমূহার্থে, সমাহারে, অন্যোন্যার্থে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে ও অবধারণে অর্থাৎ নিশ্চয়ার্থে 'চ'-শব্দের প্রয়োগ হয়।

তত্রৈব—

অপি সম্ভাবনা-প্রশ্ন-শঙ্কা-গর্হা-সমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামচারক্রিয়াসু চ ॥৬৪॥

'অপি'-শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, গর্হা, সমুচ্চয়, যুক্তপদার্থ, কামচার-ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

এই ত' একাদশ পদের অর্থ-নির্ণয়।
এবে শ্লোকার্থ করি, যথা যে লাগয় ॥৬৫॥
'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য করি' নাহি যাঁর সম ॥৬৬॥

বিষ্ণুপুরাণে (১/১২/৫৭)—

বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ তদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।
তস্মৈ নমস্তে সর্ব্বাত্মন্ যোগিচিন্ত্যাবিকারবৎ ॥

বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত, বৃংহণত্ব অর্থাৎ বৃদ্ধিকারকত্ব-প্রযুক্ত সেই তত্ত্বকে 'পরমব্রহ্ম' বলে। হে সর্ব্বাত্মন, যোগিচিন্ত্য অবিকারী যে তুমি, তোমাকে প্রণাম।

ভাঃ ১১/২/৪৫-শ্লোক-ব্যাখ্যায়
শ্রীধরস্বামি-ধৃত তন্ত্র-বাক্য—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥৬৮॥

বিস্তৃতত্ব-প্রযুক্ত ও পরিমাতৃত্ব-প্রযুক্ত হরিই পরমাত্মা।

সেই ব্রহ্ম-শব্দে কহে স্বয়ং ভগবান্।
অদ্বিতীয়-জ্ঞান, যাঁহা বিনা নাহি আন ॥৬৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৭০॥ *

সেই অদ্বয়-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
তিনকালে সত্য তিঁহো, শাস্ত্র-প্রমাণ ॥৭১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ †

'আত্মা' শব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ।
সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বসাক্ষী, পরমস্বরূপ ॥৭৩॥

ভাঃ ১১/২/৪৫-শ্লোক-ব্যাখ্যায়

---

* আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ১ম পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীধরস্বামি-ধৃত তন্ত্র-বাক্য—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥ *

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ 'সাধন'।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিনের পৃথক্ লক্ষণ ॥৭৫॥
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্তা,—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৭৭॥ †

'ব্রহ্ম-আত্মা' শব্দে যদি কৃষ্ণেরে কহয়।
'রূঢ়িবৃত্ত্যে' নির্ব্বিশেষ অন্তর্যামী কয় ॥৭৮॥
জ্ঞানমার্গে—নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে।
যোগমার্গে—অন্তর্যামী-স্বরূপেতে ভাসে ॥৭৯॥
রাগভক্তি, বিধিভক্তি হয় দুইরূপ।
'স্বয়ং ভগবত্তা', 'প্রকাশ'—দুইত' 'স্বরূপ' ॥৮০॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবানে পায়।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদ-দেহে বৈকুণ্ঠতে যায় ॥৮১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৯/২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ‡

তত্রৈব (৩/১৫/২৫)—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে-যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥৮৩॥

(ব্রহ্মা দেবগণের নিকট কহিলেন,—) পরস্পর কৃষ্ণকথা-বর্ণনে যাঁহারা অনুরাগ-বৈক্লব্যজনিতবাষ্প-কলা দ্বারা পুলকিতাঙ্গ, তাঁহারা দেবাদিদেব কৃষ্ণের অনুবৃত্তিক্রমে যম-নিয়মাদি দূরে নিক্ষেপ করতঃ আমাদের উপরিভাগে স্পৃহাশীল হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম, মোক্ষকাম, সর্ব্বকাম আর ॥৮৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০)—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ §

বুদ্ধিমান্-অর্থে—যদি 'বিচারজ্ঞ' হয়।
নিজ-কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৮৬॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥৮৭॥
অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥৮৮॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৬)—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥৮৯॥

হে অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী, এই চারি প্রকার লোক ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিমান্ হইলে সেই সেই কাম পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজন করে।

আর্ত্ত, অর্থার্থী,—দুই সকাম-ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী,—দুই মোক্ষকামী মানি ॥৯০॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্।
তত্তৎকামাদি ছাড়ি' হয় শুদ্ধভক্তিমান্ ॥৯১॥
সাধুসঙ্গ-কৃপা কিংবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি' শুদ্ধভক্তি পায় ॥৯২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১০/১১)—

সৎসঙ্গান্মুক্ত-দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্ ॥৯৩॥

সৎসঙ্গক্রমে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পণ্ডিত-ব্যক্তি যাঁহার কীর্ত্ত্যমান্ রুচিকর যশ একবার শুনিয়া কখনও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥৯৪॥

---

* মধ্য ১৪শ পঃ ৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ৮ম পঃ ২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ মধ্য ২২ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/২)—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥*

'প্র' শব্দে—মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছেন ব্যাখ্যান ॥৯৬॥
সকাম ভক্তে 'অজ্ঞ' জানি' দয়ালু ভগবান্।
স্ব-চরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান ॥৯৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৯/২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছা-পিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥৯৮॥†

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব' ॥৯৯॥
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব।
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব ॥১০০॥
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি' এই করিলুঁ আভাস।
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ॥১০১॥
জ্ঞানমার্গে উপাসক—দুই ত' প্রকার।
কেবল-ব্রহ্মোপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥১০২॥
কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয় ॥১০৩॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' নাহি হয়।
ভক্তি সাধন করে যেই 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়' ॥১০৪॥
ভক্তির স্বভাব,—ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ।
দিব্য দেহ দিয়া করায় কৃষ্ণের ভজন ॥১০৫॥
ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥১০৬॥

ভাঃ ১০/৮৭/২১ শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত
সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥

মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ করিয়া ভগবান্‌কে ভজন করেন।

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি 'ব্রহ্মময়'।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয় ॥১০৮॥
সনকাদ্যের কৃষ্ণকৃপায় সৌরভে হরে মন।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥১০৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/১৫/৪৩)—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥১১০॥‡

ব্যাসকৃপায় শুকদেবের লীলাদি-স্মরণ।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন ॥১১১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/১১)—

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥১১২॥

হরির গুণে আক্ষিপ্তমতি হইয়া বৈষ্ণবপ্রিয় ভগবান্ শুকদেব এই মহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

নব-যোগীশ্বর জন্ম হৈতে 'সাধক' জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি' ॥১১৩॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ-স্কন্ধে তাঁর ভক্তি-বিবরণ ॥১১৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (৩/১/২০)-ধৃত মহোপনিষদ্বচন—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥১১৫॥

ব্রহ্মার ক্লেশশূন্য গোষ্ঠীতে প্রবেশপূর্ব্বক নবযোগীন্দ্র উপনিষৎ শ্রবণ করতঃ শ্রুতজ্ঞ ও পুলকধারী হইয়া (যদুপুরী দ্বারকায় গমনের জন্য) রঙ্গক্ষেত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

* আদি ১ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ২২ পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ১৭ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার।
মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ॥১১৬॥
'মুমুক্ষু' জগতে অনেক সংসারী জন।
'মুক্তি' লাগি' ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন ॥১১৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/২৬) —

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণ-কলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥১১৮॥

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতিদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অথচ তাহাদের প্রতি অসূয়া-রহিত হইয়া, নারায়ণের কলা-সকলকে ভজন করেন।

সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায়।
কৃষ্ণভজন করায়, 'মুমুক্ষা' ছাড়ায় ॥১১৯॥

ভঃ রঃ সিঃ (৩/২/২৭)-ধৃত হরিভক্তিসুধোদয়-বচন—

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥১২০॥

হে মহাত্মন্ এই ভবসংসারে বহুদোষ থাকিলেও সাধুসঙ্গরূপ একটী মহাগুণ আছে। সেই এক সুখাবহ গুণের দ্বারা অদ্য আমাদের মুক্তিবাঞ্ছা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈলা কৃষ্ণের ভজন ॥১২১॥
কৃষ্ণের দর্শনে, কারো কৃষ্ণের কৃপায়।
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পা'য় ॥১২২॥

ভঃ রঃ সিঃ (৩/১/৩৪) —

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥

এই বৃষ্ণিপত্তন দ্বারকায় চিৎসুখঘনমূর্ত্তি কৃষ্ণ স্ফুরিত হইলে আমার সুখোদয় হইল। হায়, আত্মারামতা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার অনেক দিন বৃথা গিয়াছে!

'জীবন্মুক্ত' অনেক, সেই দুই ভেদ জানি।
'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত', 'জ্ঞানে জীবন্মুক্ত' মানি ॥১২৪॥
'ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত' গুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে ॥১২৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২/৩২) —

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥১২৬॥ *

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪) —

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ †

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলবাক্য —

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১২৮॥ ‡

ভক্তিবলে 'প্রাপ্তস্বরূপ' দিব্যদেহ পায়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণ-পা'য় ॥১২৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১০/৬) —

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥১৩০॥

শক্তিগণের সহিত আত্মার অনুশয়নকে জীবের 'নিরোধ' বলা যায়। অন্যপ্রকার রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে ব্যবস্থিতির (বিশেষভাবে অবস্থানের) নামই 'মুক্তি'।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখী মুক্তি হৈতে মায়া-মুক্তি হয় ॥১৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৭) —

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১৩২॥ §

* মধ্য ২২ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ৮ম পঃ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব
‡ মধ্য ১০ পঃ ১৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব
§ মধ্য ২০ পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৪)—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥*

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
ভক্ত্যে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥১৩৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৪)—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥১৩৫॥†

তত্রৈব (১০/২/৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥১৩৬॥‡

তত্রৈব (১১/৫/৩)—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥১৩৭॥§

ভাঃ ১০/৮৭/২১ শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত
সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥১৩৮॥¶

এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয়।
পৃথক্ পৃথক্ চ-কারে ইহা 'অপি'র অর্থ কয় ॥
'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি।
'মুনয়ঃ সন্তঃ' ইতি কৃষ্ণমননে আসক্তি ॥১৪০॥
'নির্গ্রন্থাঃ'—অবিদ্যাহীন, কেহ—বিধিহীন।
যাঁহা যেই যুক্ত, সেই অর্থের অধীন ॥১৪১॥
চ-শব্দে করি যদি 'ইতরেতর' অর্থ।
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ॥১৪২॥
'আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ' করি' বার ছয়।
পঞ্চ আত্মারাম, ছয়ে চ-কারে লুপ্ত হয় ॥১৪৩॥
এক 'আত্মারামঃ' শব্দ অবশেষ রহে।
এক 'আত্মারামঃ' শব্দে ছয়জন কহে ॥১৪৪॥

তথাহি বিশ্বপ্রকাশ, পাণিনিতে (১/২/৬৪) ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতে অজন্ত পুংলিঙ্গ-প্রকরণে—

'স্বরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ'। উক্তার্থানাম-প্রয়োগঃ। রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥১৪৫॥

সমানরূপবিশিষ্ট বহু শব্দ থাকিলে একশেষে ও এক বিভক্তিতে যাহাদের অর্থ উক্ত হয়, তথায় একটীমাত্র শব্দ রাখিয়া অন্য সব শব্দের অপ্রয়োগ হয়; যথা, 'রামশ্চ, রামশ্চ, রামশ্চ',—ইহাদের পরিবর্ত্তে একটী 'রামঃ' প্রয়োগ হয়।

তবে যে চ-কার, সেই 'সমুচ্চয়' কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥১৪৬॥
'নির্গ্রন্থা অপি'র এই 'অপি'—সম্ভাবনে।
এই সাত অর্থ প্রথমে করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥১৪৭॥
অন্তর্যামি-উপাসকে 'আত্মারাম' কয়।
সেই আত্মারাম যোগীর দুই ভেদ হয় ॥১৪৮॥
সগর্ভ, নিগর্ভ,—এই হয় দুই ভেদ।
এক এক তিন ভেদে ছয় বিভেদ ॥১৪৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/২/৮)—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥১৫০॥

কোন কোন যোগী স্বীয় দেহস্থিত হৃদয়মধ্যে প্রাদেশমাত্র চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পুরুষকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করিয়া থাকেন,—ইহাই 'সগর্ভ' যোগীর লক্ষণ।

তত্রৈব (৩/২৮/৩৪)—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।

---

* মধ্য ২০ পঃ ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব
† মধ্য ২২ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব
‡ মধ্য ২২ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব
§ মধ্য ২২ পঃ ২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব
¶ মধ্য ২৪ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব

ঔৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥১৫১॥

এইরূপে ভগবান্ হরিতে লব্ধভাব হইয়া ভক্তি দ্বারা হৃদয় দ্রব এবং আনন্দভরে পুলকাদি উৎপন্ন হয়, উৎকণ্ঠা-হেতু আনন্দ বাষ্পকলার দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পীড্যমান (আনন্দে নিমজ্জমান) হইতে থাকে; তখন বড়িশের (মাছধরা কাঁটার) ন্যায় ধ্যানযুক্ত চিত্ত (ধ্যেয়বস্তুর ধারণা হইতে) অল্প অল্প করিয়া বাহির করয়িা ফেলে,—ইহাই 'নিগর্ভ' যোগীর উদাহরণ।

'যোগারুরুক্ষু', 'যোগারূঢ়', 'প্রাপ্তসিদ্ধি' আর।
এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার ॥১৫২॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/৩,৪)—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥১৫৩॥
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥১৫৪॥

যাঁহার যোগে আরোহণ করিবার ইচ্ছা, তিনি—'আরুরুক্ষু'; সেই আরুরুক্ষু মুনির যম, নিয়ম, ও আসন প্রাণায়ামরূপ কর্ম্মই 'কারণ'। যোগারূঢ় ব্যক্তির ধ্যানধারণাপ্রত্যাহাররূপ-শমই 'কারণ'। ইন্দ্রিয়ার্থ কর্ম্মেতে যখন আসক্তি থাকে না, তখন সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগী 'সমাধিযুক্ত' বা 'যোগারূঢ়' হন।

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি-হেতু পাঞা।
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হঞা ॥১৫৫॥
চ-শব্দে 'অপি'র অর্থ ইহাও কহয়।
'মুনি', 'নির্গ্রন্থ' শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয় ॥১৫৬॥
উরুক্রমে অহৈতুকী কাহাঁ কোন অর্থ।
এই তের অর্থ কহিলুঁ পরম সমর্থ ॥১৫৭॥
এই সব শান্ত ভক্ত যবে ভজে ভগবান্।
'শান্ত' ভক্ত করি' তবে কহি তাঁর নাম ॥১৫৮॥
'আত্মা' শব্দে 'মন' কহে,—মনে যেই রমে।
সাধুসঙ্গে সেই ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥১৫৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/১৮)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৬০॥

(আদিঋষি শ্রীনারায়ণ শ্রুতিগণের ভগবৎস্তব নারদের নিকট বর্ণন করিতেছেন,—) (ঋষিগণের সম্প্রদায়মার্গে) যাঁহারা কর্ম্মযোগে উদর অর্থাৎ মণিপুরস্থ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা (অর্থাৎ 'শার্করাক্ষ' ঋষিগণ)—কূর্পদৃক্ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি এবং আরুণি-ঋষিগণ—সম্প্রদায়ভুক্ত ঋষিগণ নাড়ীসমূহের প্রসরণ-স্থান দহরে অর্থাৎ হৃদয়াকাশে (সূক্ষ্ম ব্রহ্মের) উপাসনা করেন। হে অনন্ত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট, শিরোগত—অর্থাৎ মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া হৃদয়মধ্যে হইতে মস্তক, ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গত সহস্রদল-পদ্মস্বরূপ তোমার উপলব্ধিক্ষেত্র সুষুম্না-নামক পরমশ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ম্ময় ধামে উঠিয়া যোগিগণ আর কৃতান্তমুখে সংসারে পতিত হন না।

এই কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা।
অহৈতুকী ভক্তি করে নির্গ্রন্থ হঞা ॥১৬১॥
'আত্মা' শব্দে 'যত্ন' কহে—যত্ন করিয়া।
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে নির্গ্রন্থ হঞা ॥১৬২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১৮)—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীর-রংহসা ॥১৬৩॥

(নারদ কহিলেন,—) যাহা সত্যলোক বা ব্রহ্মলোক প্রভৃতি উপরিধামে এবং সুতল ও অতল প্রভৃতি অধোদেশে ভ্রমণ করিলেও পাওয়া যায় না, এরূপ দুর্ল্লভ বস্তুর জন্য পণ্ডিতসকল যত্ন করিবেন; কেননা চতুর্দ্দশভুবনের উপরি এবং অধোদেশে যে

সুখ আছে, সে সমস্তই গভীরবেগযুক্ত কালের দ্বারা দুঃখের ন্যায় অনায়াসেই পাওয়া যায়।

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/১০১)-ধৃত নারদীয়-বাক্য—

অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ ॥ *

চ-শব্দে অপি-অর্থে, 'অপি'—অবধারণে।
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥১৬৫॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/১/৩৫)—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥১৬৬॥

ভক্তি দুই প্রকার সুদুর্ল্লভা,—অর্থাৎ, আসঙ্গ (কৃষ্ণ-প্রীতিবাঞ্ছা)-শূন্য সহস্র সহস্র সাধনেও শীঘ্র লভ্যা হন না এবং কৃষ্ণও সহসা ভক্তি দেন না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/১০)—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ †

'আত্মা' শব্দে 'ধৃতি' কহে—ধৈর্য্যে যেই রমে।
ধৈর্য্যবন্ত তবে হঞা করয় ভজনে ॥১৬৮॥
'মুনি' শব্দে—পক্ষী, ভৃঙ্গ; 'নির্গ্রন্থে'—মূর্খজন।
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দোঁহার ভজন ॥১৬৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২১/১৪)—

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥১৭০॥

(গোপীগণ কহিলেন,—) হে মাতঃ, এই বনে যে সকল পক্ষী সুন্দর সুন্দর পল্লব-শোভিত বৃক্ষশাখাদিত আরোহণপূর্ব্বক চক্ষু নিমীলিত করিয়া এবং অন্যশব্দ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণমুখবিনির্গত কলবেণু-গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রায়শঃ মুনির ন্যায়।

তত্রৈব (১০/১৫/৬)—

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিল-লোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥১৭১॥

(শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের নিকট কহিলেন,—) হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এই অলিসকল অখিললোক-পবিত্রকারী তোমার যশঃ-সমূহ গান করিতে করিতে (তোমার গমনপথে পশ্চাৎ গমন করিয়া) ভজন করিতেছে; এই অলিবেশী মুনিগণ আত্মদেবতারূপ তোমাকে তোমার গূঢ়রূপ সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিতেছে না।

তত্রৈব (১০/৩৫/১১)—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥১৭২॥

শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় অধরে বংশী সংযোগ করেন তখন সরোবরস্থিত সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষিগণ ঐ সুমধুর বংশীসঙ্গীতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক চিত্ত সংযত লোচনযুগল নিমিলিত ও মৌনভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করে।

তত্রৈব (২/৪/১৮)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥১৭৩॥

কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, (কঙ্ক) শুম্ভা, যবন ও খশাদি এবং আর যে সকল পাপযোনি জাতি আছে, সেই সকল জাতিই যাঁহার আশ্রিত-বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে পরিশুদ্ধ হয়, সেই

* মধ্য ২০ পঃ ১০৬ সংখ্যা দ্রষ্টব

† আদি ১ম পঃ ৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব

প্রভাববিশিষ্ট বিষ্ণুকে নমস্কার করি।

কিংবা 'ধৃতি' শব্দে নিজপূর্ণতাদি-জ্ঞান কয়।
দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ॥১৭৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/৪/১৪৪) —

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতা-জ্ঞানং দুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥১৭৫॥

উত্তম লাভ দ্বারা দুঃখাভাব এবং পূর্ণতাজ্ঞানেই 'ধৃতি'। অপ্রাপ্ত এবং অতীত অর্থ নষ্ট হইলে যে শোক হয়, তাহাকে ধৃতিই নিবারণ করে।

কৃষ্ণভক্ত,—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তর-হীন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ ॥১৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/৬৭) —

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্ ॥*

শ্রীগোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোক—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে ॥১৭৮॥

এই জীবচঞ্চল অর্থাৎ ক্ষণভঙ্গুর সংসারে যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল হৃষীকেশ কৃষ্ণে স্থির হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই ধৈর্য্য লাভ করিয়াছেন।

'চ'—অবধারণে, ইহা 'অপি'—সমুচ্চয়ে।
ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী-মূর্খ-চয়ে ॥১৭৯॥
'আত্মা' শব্দে 'বুদ্ধি' কহে বুদ্ধিবিশেষ।
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ ॥১৮০॥
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম—দুই ত' প্রকার।
'পণ্ডিত' মুনিগণ, নির্গ্রন্থ 'মূর্খ' আর ॥১৮১॥
কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি' কৃষ্ণভক্তি শুদ্ধবুদ্ধ্যে পায় ॥১৮২॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৮) —

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥১৮৩॥

আমি সকলের প্রভব (উৎপত্তি)-স্থান এবং আমা হইতে সকলই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; এরূপ জানিয়া পণ্ডিতসকল ভক্তিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৭/৪৬) —

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীল-শিক্ষা-
স্তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥১৮৪॥

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপজীব এবং পক্ষ্যাদি তির্য্যক্-জাতিগণও যখন অদ্ভুতক্রম (ভগবান্ শ্রীউরুক্রম)-পরায়ণগণের (অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণের আচরণানুসরণে) শিক্ষা প্রাপ্ত (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত) হইয়া (দুস্তরা দৈবী) মায়া হইতে উদ্ধার পায়, তখন শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিদিগের কথা কি?

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণ-পায়।
সেই বুদ্ধি দেন তাঁরে, যাতে কৃষ্ণ পায় ॥১৮৫॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/১০) —

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥†

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চসাধন প্রধান ॥১৮৭॥
এই পঞ্চ-মধ্যে এক 'স্বল্প' যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥১৮৮॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/২/২৩৬) —

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥‡

উদার মহতী যাঁর সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি ॥১৯০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) —

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥§

* আদি ৪র্থ পঃ ২০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব

† আদি ১ম পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব
‡ মধ্য ২২ পঃ ১২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব
§ মধ্য ২২ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব

ভক্তি-প্রভাব,—সেই কাম ছাড়াঞা।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥১৯২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৯/২৬)—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছা-পিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥১৯৩॥ *

'আত্মা' শব্দে 'স্বভাব' কহে, তাতে যেই রমে।
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে ॥১৯৪॥
জীবের স্বভাব—কৃষ্ণে 'দাস' অভিমান।
দেহে আত্ম-জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই 'জ্ঞান' ॥
চ-শব্দে 'এব', 'অপি' শব্দ সমুচ্চয়ে।
'আত্মারামা এব' হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ॥১৯৬॥
এই জীব—সনকাদি সব মুনিজন।
'নির্গ্রন্থ'—মূর্খ, নীচ, স্থাবর-জঙ্গম ॥১৯৭॥
ব্যাস-শুক-সনকাদির প্রসিদ্ধ ভজন।
'নির্গ্রন্থ' স্থাবরাদির শুন বিবরণ ॥১৯৮॥
কৃষ্ণকৃপাদি-হেতু হৈতে স্বভাব উদয়।
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ॥১৯৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৫/৮)—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণ-বীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥

(শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের স্তুতিচ্ছলে নিজেই নিজের স্তুতি করিতেছেন,—) এই ভূমি (ব্রজভূমি) অদ্য ধন্য হইয়াছে; তোমার পাদস্পর্শে তৃণবীরুধ্‌সকল, তোমার অঙ্গুলীস্পর্শে দ্রুমলতা, তোমার সদয়াবলোকনে নদী-অদ্রি-খগ-মৃগ-সকল এবং লক্ষ্মীরও স্পৃহণীয়, তোমার ভুজান্তর-মধ্য প্রাপ্ত হইয়া গোপীসকল, সকলেই ধন্য হইয়াছেন।

* মধ্য ২২ পঃ ৪০ সংখ্যা দ্রষ্টব

তত্রৈব (১০/২১/১৯)—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥২০১॥

(গোপীগণ কহিলেন,—) হে সখিগণ, গো-গোপদিগের সহিত বনে বনে গমনশীল, গোবর্দ্ধনরজ্জুপাশ-ধারণাদি-লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণ-বলদেবের উদার বেনুরব ও গীত দ্বারা দেহী(প্রাণী)-দিগের মধ্যে গমণশীল (জঙ্গম)-দিগের স্তম্ভ এবং স্থাবর তরুদিগের পুলক হইতেছে,—এই সকল অতি বিচিত্র।

তত্রৈব (১০/৩৫/৯)—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥২০২॥ †

তত্রৈব (২/৪/১৮)—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥২০৩॥ ‡

আগে 'তের' অর্থ করিলুঁ, আর 'ছয়' এই।
উনবিংশতি অর্থ হইল মিলি' এই দুই ॥২০৪॥
এই উনিশ অর্থ করিলুঁ, আগে শুন আর।
'আত্মা' শব্দে 'দেহ' কহে,—চারি অর্থ তার ॥
দেহারামী দেহে ভজে 'দেহোপাধি ব্রহ্ম'।
সৎসঙ্গে সেহ করে কৃষ্ণের ভজন ॥২০৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৮৭/১৮)—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরম্।

† মধ্য ৮ম পঃ ২৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব
‡ মধ্য ২৪ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব

তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥*

দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ—যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে 'কর্ম্ম' ত্যজি' করয় ভজন ॥২০৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৮/১২)—

কর্ম্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥২০৯॥

(হে সূত,) আশ্বাস (অর্থাৎ নিশ্চয়ফল-প্রত্যাশা)-রহিত এই কর্ম্মমার্গে ধূমদ্বারা ধূম্রমলিনীভূত আমাদিগকে আপনি গোবিন্দ-পাদপদ্মের মধুময় আসব পান করাইতেছেন।

'তপস্বী' প্রভৃতি যত দেহারামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি' শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥২১০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৪/২১/৩১)—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥২১১॥

(পৃথু-মহারাজ কহিলেন,—) কৃষ্ণপাদাঙ্গুষ্ঠ-বিনিঃসৃত গঙ্গানদীর ন্যায় যাঁহার পাদ-সেবা-রুচি প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইয়া (বিষয়ী) তপস্বীদিগের অশেষ-জন্মলব্ধ বুদ্ধিমল সদ্য নাশ করে।

দেহারামী, সর্ব্বকাম—সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি' সব কাম ॥২১২॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে ধ্রুবচরিত্রে (৭/২৮)—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥২১৩॥†

এই চারি অর্থ সহ হইল 'তেইশ' অর্থ।
আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥২১৪॥

চ-শব্দে 'সমুচ্চয়ে', আর অর্থ কয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
'নির্গ্রন্থাঃ' হঞা ইঁহা 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে ॥২১৬॥
চ-শব্দে 'অন্বাচয়ে' অর্থ কহে আর।
'বটো, ভিক্ষামট, গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার ॥
কৃষ্ণমননে মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয়।
'আত্মারামা অপি' ভজে,—গৌণ অর্থ কয় ॥২১৮॥
'চ' এবার্থে 'মুনয়ঃ এব' কৃষ্ণেরে ভজয়।
'আত্মারামা অপি'—'অপি' 'গর্হা' অর্থ কয় ॥
'নির্গ্রন্থ হঞা'—এই তুঁহার 'বিশেষণ'।
আর অর্থ শুন, যৈছে সাধুর সঙ্গম ॥২২০॥
নির্গ্রন্থ-শব্দে কহে তবে 'ব্যাধ', 'নির্ধন'।
সাধুসঙ্গে সেহ করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥২২১॥
'কৃষ্ণারামাশ্চ' এব—হয় কৃষ্ণ-মনন।
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ॥২২২॥
এক ভক্ত-ব্যাধের কথা শুন সাবধানে।
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গ-মহিমার জ্ঞানে ॥২২৩॥
এক দিন শ্রীনারদ দেখি' নারায়ণ।
ত্রিবেণী-স্নানে প্রয়াগ করিলা গমন ॥২২৪॥
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমে পড়ি'।
বাণ-বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড়ি ॥২২৫॥
আর কতদূরে এক দেখেন শূকর।
তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপাদ করে ধড়্ফড় ॥২২৬॥
ঐছে এক শশক দেখে আর কতদূরে।
জীবের দুঃখ দেখি' নারদ ব্যাকুল অন্তরে ॥২২৭॥
কতদূরে দেখে ব্যাধে বৃক্ষে ওঁত হঞা।
মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ॥২২৮॥
শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে,—যেন যম দণ্ডধর ॥২২৯॥
পথ ছাড়ি' নারদ তার নিকটে চলিল।
নারদে দেখি' মৃগ সব পলাঞা গেল ॥২৩০॥
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায়।
নারদ-প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ॥২৩১॥

---

* মধ্য ২৪ পঃ ১৬০ সংখ্যা দ্রষ্টব

† মধ্য ২২ পঃ ৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব

'বৃক্ষাঃ'-শব্দে অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিত্থবৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ উক্ত হয়; অতএব এইস্থলে উক্তার্থ-দিগের অপ্রয়োগ।

'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয়।
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণে ভক্তি করয় ॥২৯৫॥
'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে চ-কার।
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে,—এই অর্থ তার ॥২৯৬॥
'নির্গ্রন্থা এব' হঞা, 'অপি'—নির্দ্ধারণে।
এই 'ঊনষষ্টি' প্রকার অর্থ করিলুঁ ব্যাখ্যানে ॥
সর্ব্বসমুচ্চয়ে আর এক অর্থ হয়।
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নির্গ্রন্থাশ্চ' ভজয় ॥২৯৮॥
'অপি' শব্দ—অবধারণে, সেই চারি বার।
চারিশব্দ-সঙ্গে 'এব' করিব উচ্চার ॥২৯৯॥

প্রভুপাদোক্ত-ব্যাখ্যা—

উরুক্রমে এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্ব্বন্ত্যেব ॥

'উরুক্রম', 'ভক্তি', 'অহৈতুকী' এবং 'কুর্ব্বন্তি', এই চারি শব্দের সহিত 'এবং' যোগ করিয়া আর একটী অর্থ করিব।

এই ত' কহিলুঁ শ্লোকের 'ষষ্টি' সংখ্যক অর্থ।
আর এক অর্থ শুন প্রমাণে সমর্থ ॥৩০১॥
'আত্মা' শব্দে কহে 'ক্ষেত্রজ্ঞ জীব' লক্ষণ।
ব্রহ্মাদি কীটপর্য্যন্ত—তাঁর শক্তিতে গণন ॥৩০২॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬/৭/৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা-কর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥*

অমর-কোষে—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষঃ প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াম্ ॥

'ক্ষেত্রজ্ঞ'-শব্দে—আত্মা, পুরুষ, প্রধান ও প্রকৃতিকে বুঝায়।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
সব ত্যজি' তবে তিঁহো কৃষ্ণেরে ভজয় ॥৩০৫॥
ষাটি অর্থ কহিলুঁ, সব—কৃষ্ণের ভজনে।
সেই অর্থ হয়, এই সব উদাহরণে ॥৩০৬॥

'একষষ্টি' অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা-সঙ্গে।
তোমার ভক্তি-বশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥৩০৭॥
অর্থ শুনি' সনাতন বিস্মিত হঞা।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া ॥৩০৮॥
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ববেদ-প্রবর্ত্তন ॥৩০৯॥
তুমি—বক্তা ভাগবতের, তুমি জান অর্থ।
তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমর্থ ॥৩১০॥
প্রভু কহে,—কেনে কর আমার স্তবন।
ভাগবতের স্বরূপ কেনে না কর বিচারণ? ৩১১॥
কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি-শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥৩১৩॥

প্রাচীনকৃত শ্লোকে শ্রীশিব-বাক্য—

অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥৩১৪॥

মহাদেব বলিলেন,—আমি জানি, শুক জানেন, ব্যাস জানেন বা নাও জানেন। ভক্তি দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ্য হন, বুদ্ধি বা টীকাদ্বারা কখনই গ্রাহ্য হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/২৩)—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ ॥

যোগেশ্বর ব্রহ্মণ্যদেব ধর্ম্মবর্ম্মস্বরূপ কৃষ্ণ স্বীয় কাষ্ঠা (নিত্যধাম) লাভ করায় ধর্ম্ম সম্প্রতি কাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন, বল।

তত্রৈব (১/৩/৪৩)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥

ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত কৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলে, নষ্টচক্ষু কলিহতজনের হিতার্থ এই পুরাণার্কই এখন উদিত হইয়াছেন।

এইমত কহিলুঁ এক শ্লোকের ব্যাখ্যান।
বাতুলের প্রলাপ করি' কে করে প্রমাণ? ৩১৭॥

* আদি ৭ম পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

আমা-হেন যেবা কেহ 'বাতুল' হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥৩১৮॥
পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি' দুই করে।
প্রভু, আজ্ঞা দিলা 'বৈষ্ণবস্মৃতি' করিবারে ॥
মুঞি—নীচ-জাতি, কিছু না জানি বিচার।
মো-হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ॥৩২০॥
সূত্র করি' দিশা যদি করহ উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ ॥৩২১॥
তবে তার দিশা স্ফুরে মো-নীচের হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি,—যে করাহ, সেই সিদ্ধ হয়ে ॥৩২২॥
প্রভু কহে,—যে করিতে করিবা তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবে স্ফুরণ ॥৩২৩॥
তথাপি এই সূত্রের শুন দিগ্দরশন।
সকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ॥৩২৪॥
গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দোঁহার পরীক্ষণ।
সেব্য—ভগবান্, সর্ব্বমন্ত্র-বিচারণ ॥৩২৫॥
মন্ত্র-অধিকারী, মন্ত্র-সিদ্ধ্যাদি-শোধন।
দীক্ষা, প্রাতঃস্মৃতি-কৃত্য, শৌচ, আচমন ॥৩২৬॥
দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন।
গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র চক্রাদি-ধারণ ॥৩২৭॥
গোপীচন্দন-মালা-ধৃতি, তুলসী-আহরণ।
বস্ত্র-পীঠ-গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥৩২৮॥
পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন।
পঞ্চকাল পূজা আরতি, কৃষ্ণের ভোজন-শয়ন ॥
শ্রীমূর্ত্তিলক্ষণ, আর শালগ্রামলক্ষণ।
কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন ॥৩৩০॥
নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন।
বৈষ্ণবলক্ষণ, সেবাপরাধ-খণ্ডন ॥৩৩১॥
শঙ্খ-জল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি-লক্ষণ।
জপ, স্তুতি, পরিক্রমা, দণ্ডবৎ বন্দন ॥৩৩২॥
পুরশ্চরণ-বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন।
অনিবেদিত-ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি-বর্জ্জন ॥৩৩৩॥
সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥৩৩৪॥
দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ।
মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি-বিচারণ ॥৩৩৫॥
একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী ॥৩৩৬॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন ॥৩৩৭॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন।
শ্রীমূর্ত্তি-বিষ্ণুমন্দিরকরণ-লক্ষণ ॥৩৩৮॥
'সামান্য' সদাচার, আর 'বৈষ্ণব' আচার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য 'স্মার্ত্ত' ব্যবহার ॥৩৩৯॥
এই ত' সংক্ষেপে কহিলুঁ দিগ্দরশন।
যবে তুমি লিখিবা, কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ ॥৩৪০॥
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর সনাতনে প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥৩৪১॥
নিজ-গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া।
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া ॥৩৪২॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৯/৩৪)—

গৌড়েন্দ্রস্য সভা-বিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণসরসো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহা-সর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥

গৌড়েন্দ্র হুসেনসাহ পাৎসাহার সভায় বিভূষণ-মণি-স্বরূপ রূপাগ্রজ এই সনাতন সমৃদ্ধ-রাজশ্রী পরিত্যাগপূর্ব্বক নবীনবৈরাগ্য-লক্ষ্মী ধারণ করিয়াছিলেন। অন্তঃকরণে ভক্তিরসে পূর্ণহৃদয়, বাহিরে অবধুতকার, শৈবাল-দ্বারা আচ্ছাদিত মহা-সরোবরের ন্যায় সেই শ্রীসনাতন ভক্তি-তত্ত্ববিদ্গণের প্রীতিপ্রদ ছিলেন।

তত্রৈব (৯/৩৫)—

তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো-
র্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়ত-দোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পক-গৌরঃ ॥৩৪৪॥

সনাতন উপস্থিত হইলেন দেখিবামাত্র সেই চম্পকবর্ণ গৌরসুন্দর অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া দুইহস্ত প্রসারিত করিয়া অনুকম্পা প্রকাশ করতঃ আলিঙ্গন করিলেন।

তত্রৈব (৯/৩৮)—

কালেন বৃন্দাবনকেলি-বার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥৩৪৫॥ *

এই ত' কহিলুঁ সনাতনে প্রভুর প্রসাদ।
যাহার শ্রবণে চিত্তের খণ্ডে অবসাদ ॥৩৪৬॥
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় 'জ্ঞান'।
বিধি-রাগ-মার্গে 'সাধনভক্তি'র বিধান ॥৩৪৭॥
'কৃষ্ণপ্রেম', 'ভক্তিরস', 'ভক্তির সিদ্ধান্ত'।
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত ॥৩৪৮॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-চরণ।
যাঁর প্রাণধন, সেই পায় এই ধন ॥৩৪৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩৫০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগমৎ ॥১॥

সন্ন্যাসি-প্রভৃতি কাশীবাসীদিগকে 'বৈষ্ণব' করিয়া এবং সনাতনকে উত্তমরূপে সংস্কার করতঃ প্রভু নীলাদ্রি আগমন করিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥

এইমত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত।
শিখাইলা তাঁরে ভক্তিসিদ্ধান্তের অন্ত ॥৩॥
'পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া'—শেখরের সঙ্গী।
প্রভুরে কীর্ত্তন শুনায়, অতি বড় রঙ্গী ॥৪॥
সন্ন্যাসীর গণ প্রভুরে যদি উপেক্ষিল।
ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে তারে কৃপা কৈল ॥৫॥
সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছোঁ বিস্তারিয়া।
উদ্দেশে কহিয়ে ইঁহা সংক্ষেপ করিয়া ॥৬॥
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীর গণ।
শুনি' দুঃখে মহারাষ্ট্রীয় বিপ্র করয়ে চিন্তন ॥৭॥
প্রভুর স্বভাব,—যেবা দেখে সন্নিধানে।
'স্বরূপ' অনুভবি' তাঁরে 'ঈশ্বর' করি' মানে ॥
কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে।
ইহা দেখি' সন্ন্যাসিগণ হবে ইঁহার ভক্তে ॥৯॥
বারাণসী-বাস আমার হয় সর্ব্বকালে।
সর্ব্বকাল দুঃখ পাব, ইহা না করিলে ॥১০॥
এত চিন্তি' নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে।
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ॥১১॥
হেনকালে নিন্দা শুনি' শেখর, তপন।
দুঃখ পাঞা প্রভু-পদে কৈলা নিবেদন ॥১২॥
ভক্ত-দুঃখ দেখি' প্রভু মনেতে চিন্তিল।
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হইল ॥১৩॥
হেনকালে বিপ্র আসি' করিল নিমন্ত্রণ।
অনেক দৈন্যাদি করি' ধরিল চরণ ॥১৪॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা।
আর দিন মধ্যাহ্ন করি' তাঁর ঘরে গেলা ॥১৫॥
তাঁহা যৈছে কৈলা প্রভু সন্ন্যাসী-নিস্তার।
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ॥১৬॥
গ্রন্থ বাড়ে, পুনরুক্তি হয় ত' কথন।
তাঁহা যে না লিখিলুঁ, তাহা করিয়ে লিখন ॥১৭॥
যে দিবস প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল।
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ॥১৮॥
লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে।
নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ॥১৯॥

* মধ্য ১৯শ পঃ ১১৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি' প্রভু 'ভক্তি' করে সার।
সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার ॥২০॥
উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
সর্ব্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥২১॥
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীর গণ।
আত্মমধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি' অধ্যয়ন ॥২২॥
প্রকাশানন্দের শিষ্য এক তাঁহার সমান।
সভামধ্যে কহে প্রভুর করিয়া সম্মান ॥২৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয় 'সাক্ষাৎ নারায়ণ'।
'ব্যাসসূত্রের' অর্থ করেন অতি-মনোরম ॥২৪॥
উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান।
শুনিয়া পণ্ডিত-লোকের জুড়ায় মন-কাণ ॥২৫॥
সূত্র-উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া।
আচার্য্য 'কল্পনা' করে আগ্রহ করিয়া ॥২৬॥
আচার্য্য-কল্পিত অর্থ যে পণ্ডিত শুনে।
মুখে 'হয়' 'হয়' করে, হৃদয় না মানে ॥২৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্য দৃঢ় সত্য মানি।
কলিকালে সন্ন্যাসে 'সংসার' নাহি জিনি ॥২৮॥
হরের্নাম-শ্লোকের যেই করিলা ব্যাখ্যান।
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ ॥২৯॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে, ভাগবতে কয়।
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ॥৩০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৪)—

শ্রেয়ঃস্থতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥৩১॥ *

তত্রৈব (১০/২/৩২)—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩২॥ †

'ব্রহ্ম' শব্দে কহে 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্'।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি, 'পূর্ণতা' হয় হান ॥৩৩॥
শ্রুতি-পুরাণ কহে—কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি-বিলাস।
তাহা নাহি মানি' পণ্ডিত করে উপহাস ॥৩৪॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি' মানি।
এই বড় 'পাপ',—সত্য চৈতন্যের বাণী ॥৩৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৯/৩)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥৩৬॥

(ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—) হে পরম, তোমার এই আনন্দমাত্র অবিকল্প এবং মায়াতীত তেজঃ-স্বরূপ—যে স্বরূপ এখন আমি দেখিতেছি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ-স্বরূপ আর নাই। হে আত্মন, বিশ্বসৃজনকারী অথচ বিশ্ব হইতে পৃথক্ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক তোমার এই যে-রূপ দেখিতেছি,—ইহাকে আমি উপাশ্রয় (প্রপত্তি) করিতেছি।

তত্রৈব (৩/৯/৪)—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৩৭॥

হে ভুবনমঙ্গল, আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের উপাসনার যোগ্য তোমার এই স্বরূপ,—যাহা তুমি ধ্যানে দেখাইলে, সেই ভগবৎস্বরূপকে—আমরা নমস্কার এবং পরিচর্য্যা করি। অসৎপ্রসঙ্গ-দূষিত নরকভাক্ ব্যক্তিগণ এই নিত্যমূর্ত্তি আদর করে না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১)—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥৩৮॥

মনুষ্যের আকারধারী আমাকে মূঢ়লোকগণ অবজ্ঞা করে, অর্থাৎ আমার নিত্য

* মধ্য ২২ পঃ ২২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ২২ পঃ ৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

চিন্ময়দেহকে মায়াশ্রিত বোধ করিয়া অবজ্ঞা করে; কেননা, তাহারা সর্ব্বভূতমহেশ্বর স্বরূপ আমার (কৃষ্ণমূর্ত্তির) সর্ব্বোত্তম চিন্ময় স্বভাবকে জানে না।

তত্রৈব (১৬/১৯)—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥৩৯॥

আমার শ্রীমূর্ত্তিবিদ্বেষী ক্রূর নরাধমদিগকে এই সংসারে আসুরী প্রভৃতি যোনিতে আমি মুহুর্মুহুঃ নিক্ষেপ করি।

সূত্রের পরিণাম-বাদ, তাহা না মানিয়া।
'বিবর্ত্তবাদ' স্থাপে, 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলিয়া ॥৪০॥
এই ত' কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায়।
শাস্ত্র ছাড়ি' কুকল্পনা পাষণ্ডে বুঝায় ॥৪১॥
পরমার্থ-বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাহাঁ মুক্তি পাব, কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥৪২॥
ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করিয়াছে আচ্ছাদন।
এই হয় সত্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বচন ॥৪৩॥
চৈতন্য-গোসাঞি যেই কহে, সেই মত সার।
আর যত মত, সেই সব ছারখার ॥৪৪॥
এত কহি' সেই করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
শুনি' প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন ॥৪৫॥
আচার্য্যের আগ্রহ—'অদ্বৈতবাদ' স্থাপিতে।
তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে ॥৪৬॥
'ভগবত্তা' মানিলে 'অদ্বৈত' না যায় স্থাপন।
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ॥৪৭॥
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে ॥৪৮॥
'মীমাংসক' কহে,—ঈশ্বর হয় কর্ম্মের অঙ্গ।
'সাংখ্য' কহে,—জগতের প্রকৃতি কারণ ॥৪৯॥
'ন্যায়' কহে,—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়।
'মায়াবাদী' নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয় ॥৫০॥
'পাতঞ্জল' কহে,—ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্ ॥৫১॥
ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্ত্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত' বর্ণন ॥৫২॥
'বেদান্ত' মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ' ॥
পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ॥৫৪॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি ॥৫৫॥

মহাভারতে বনপর্ব্বে (৩১৩/১১৭)—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৫৬॥ *

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার ॥৫৭॥
এ সব বৃত্তান্ত শুনি' মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে কহিতে সুখে করিলা গমন ॥৫৮॥
হেনকালে মহাপ্রভু পঞ্চনদে স্নান করি'।
দেখিতে চলিয়াছেন 'বিন্দুমাধব হরি' ॥৫৯॥
পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি' মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল ॥৬০॥
মাধব-সৌন্দর্য্য দেখি' আবিষ্ট হইলা।
অঙ্গনেতে আসি' প্রেমে নাচিতে লাগিলা ॥৬১॥
শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন।
চারিজন মিলি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৬২॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥৬৩॥
চৌদিকেতে লক্ষ লোক বলে 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি' ॥৬৪॥
নিকটে হরিধ্বনি শুনি' প্রকাশানন্দ।
দেখিতে কৌতুকে আইলা লঞা শিষ্যবৃন্দ ॥৬৫॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য, প্রেম, দেহের মাধুরী।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সেই বলে 'হরি' 'হরি' ॥৬৬॥

* মধ্য ১৭ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি 'সঞ্চারী' বিকার।
দেখি' কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার ॥৬৭॥
লোকসংঘট্ট দেখি' প্রভুর 'বাহ্য' যবে হৈল।
সন্ন্যাসীর গণ দেখি' নৃত্য সম্বরিল ॥৬৮॥
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ।
প্রকাশানন্দ আসি' তাঁর ধরিল চরণ ॥৬৯॥
প্রভু কহে,—তুমি জগদ্‌গুরু পূজ্যতম।
আমি তোমার না হই 'শিষ্যের শিষ্য' সম ॥৭০॥
শ্রেষ্ঠ হঞা কেনে কর হীনের বন্দন।
আমার সর্ব্বনাশ হয়, তুমি ব্রহ্ম-সম ॥৭১॥
যদ্যপি তোমার সব ব্রহ্ম-সম ভাস।
লোকশিক্ষা লাগি' এমত করিতে না আইস ॥৭২॥
তেঁহো কহে,—তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল।
তোমার চরণ-স্পর্শে, সব ক্ষয় গেল ॥৭৩॥

বাসনা-ভাষ্য-ধৃত পরিশিষ্ট-বচন—

জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ ॥৭৪॥

জীবন্মুক্তগণও যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি ভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে তাঁহারা পুনরায় সংসার বাসনায় পতিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৪/৯)—

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥৭৫॥

(শ্রীশুক কহিলেন,—) সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে বিগতাশুভ হইয়া সর্পশরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিদ্যাধরদিগের অর্চ্চিত পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

প্রভু কহে,—'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে 'বিষ্ণু' মানি—এই অপরাধ-চিহ্ন ॥৭৬॥
জীবে 'বিষ্ণু' বুদ্ধি করে,—যেই ব্রহ্মা-রুদ্র-সম।
নারায়ণে মানে, তার 'পাষণ্ডে' গণন ॥৭৭॥

বৈষ্ণবতন্ত্র-বাক্য, পাদ্মোত্তর-খণ্ডে (২৩/১২)—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মারুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥৭৮॥ *

* মধ্য ১৮ পঃ ১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রকাশানন্দ কহে,—তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।
তবু যদি কর তাঁর 'দাস' অভিমান ॥৭৯॥
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা-হৈতে।
সর্ব্বনাশ হয় মোর তোমার নিন্দাতে ॥৮০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/১৪/৫)—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥৮১॥ †

তত্রৈব (১০/৪/৪৬)—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ‡

তত্রৈব (৭/৫/৩২)—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৮৩॥ §

এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি।
তথি লাগি' করি তোমার চরণে প্রণতি ॥৮৪॥
এত বলি' প্রভুরে লঞা তথায় বসিল।
প্রভুরে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিল ॥৮৫॥
মায়াবাদে করিলা যত দোষের আখ্যান।
সবে এই জানি' আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ॥
সূত্রের করিলা তুমি মুখ্যার্থ-বিবরণ।
তাহা শুনি' সবার হৈল চমৎকার মন ॥৮৭॥
তুমি ত' ঈশ্বর, তোমার আছে সর্ব্বশক্তি।
সংক্ষেপরূপে কহ তুমি, শুনিতে হয় মতি ॥৮৮॥
প্রভু কহে,—আমি 'জীব', অতি তুচ্ছ জ্ঞান!
ব্যাসসূত্রের গম্ভীর অর্থ, ব্যাস—ভগবান্ ॥৮৯॥
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে।
অতএব আপনে সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে ॥
যেই সূত্রকর্ত্তা, সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান।
তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ॥৯১॥

† মধ্য ১৯ পঃ ১৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ১৫ পঃ ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ মধ্য ২২ পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রণবের সেই অর্থ, গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয় ॥৯২॥
ব্রহ্মারে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকী যে কহিলা।
ব্রহ্মা নারদে সেই উপদেশ কৈলা ॥৯৩॥
নারদ সেই অর্থ ব্যাসেরে কহিলা।
শুনি' বেদব্যাস মনে বিচার করিলা ॥৯৪॥
এই অর্থ—আমার সূত্রের ব্যাখ্যানুরূপ।
'ভাগবত' করিব সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ ॥৯৫॥
চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥৯৬॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্—বিষয়-বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ॥৯৭॥
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য—শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক' মত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৮/১/১০)—

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥৯৯॥

(শ্রীশুক, পরীক্ষিৎ রাজার প্রতি মনুর উক্তি বলিতেছেন,—) যাহা কিছু এই জগতে দেখিতেছ, সমস্তই অর্থাৎ এই বিশ্বই আত্মা কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত। হে জীবসকল, সেই আত্মাই তোমাদের নিয়ন্তা ও পাতা, তাঁহার প্রসাদদত্ত দ্রব্য বলিয়া জগতের সমস্ত দ্রব্য ভোগ কর; অন্যের ধন হরণ করিও না।

ভাগবতের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ॥
আমি—'সম্বন্ধ' তত্ত্ব, আমার জ্ঞান-বিজ্ঞান।
আমা পাইতে সাধন-ভক্তি 'অভিধেয়' নাম ॥
সাধনের ফল—'প্রেম' মূল-প্রয়োজন।
সেই প্রেমে পায় জীব আমার 'সেবন' ॥১০২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩০)—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্।
স-রহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥১০৩॥ *

* আদি ১ম পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এই 'তিন' তত্ত্ব আমি কহিনু তোমারে।
'জীব' তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে ॥১০৪॥
যৈছে আমার 'স্বরূপ', যৈছে আমার 'স্থিতি'।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য-শক্তি ॥১০৫॥
আমার কৃপায় এই সব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিলা তাঁহারে ॥১০৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩১)—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥১০৭॥ †

সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ আমি ত' হইয়ে।
'প্রপঞ্চ', 'প্রকৃতি', 'পুরুষ' আমাতেই লয়ে ॥
সৃষ্টি করি' তার মধ্যে আমি ত' বসিয়ে।
প্রপঞ্চ যে দেখ সব, সেহ আমি হইয়ে ॥১০৯॥
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি 'পূর্ণ' হইয়ে।
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ॥১১০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩২)—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ‡

'অহমেব' শ্লোকে 'অহম্'—তিনবার।
পূর্ণৈশ্বর্য্য-বিগ্রহের স্থিতির নির্দ্ধার ॥১১২॥
যে 'বিগ্রহ' নাহি মানে, 'নিরাকার' মানে।
তারে তিরস্করিবারে করিলা নির্দ্ধারণে ॥১১৩॥
এই সব শব্দে হয়—'জ্ঞান' 'বিজ্ঞান' বিবেক।
মায়া-কার্য্য, মায়া হৈতে আমি—ব্যতিরেক ॥১১৪॥
যৈছে সূর্য্যের স্থানে ভাসয়ে 'আভাস'।
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ ॥১১৫॥
মায়াতীত হৈলে হয় আমার 'অনুভব'।
এই 'সম্বন্ধ' তত্ত্ব কহিলুঁ, শুন আর সব ॥১১৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩৩)—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ §

† আদি ১ম পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ১ম পঃ ৫৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ১ম পঃ ৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

'অভিধেয়' সাধনভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্ব-জন-দেশ-কাল-দশাতে ব্যাপ্তি যার ॥১১৮॥
'ধর্ম্মাদি' বিষয়ে যৈছে এ 'চারি' বিচার।
সাধন-ভক্তি—এই চারি বিচারের পার ॥১১৯॥
সর্ব্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥১২০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩৫)—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥*

আমাতে যে 'প্রীতি', সেই 'প্রেম'—'প্রয়োজন'।
কার্য্যদ্বারে কহি তার 'স্বরূপ' লক্ষণ ॥১২২॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরে আমি বাহিরে-অন্তরে ॥১২৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৯/৩৪)—

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥১২৪॥†

ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা দেখয়ে আমারে ॥১২৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৫৫)—

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥১২৬॥

সর্ব্বপাপবিনাশক হরি অবশে অভিহিত হইলেও যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়রজ্জুদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে আবদ্ধ আছে, তিনিই 'ভাগবত-প্রধান'।

তত্রৈব (১১/২/৪৫)—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥১২৭॥‡

তত্রৈব (১০/৩০/৪)—

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতাঃ
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥১২৮॥

একত্র মিলিত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় একবন হইতে অন্যবনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতের বহিঃ ও অন্তঃস্থিত সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের বিষয়ে বনস্পতি-দিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয়।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥১২৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১)—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১৩০॥§

এই ত' 'সম্বন্ধ', শুন 'অভিধেয়' ভক্তি।
ভাগবতে প্রতি-শ্লোকে ব্যাপে যার স্থিতি ॥১৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৩২॥¶

এবে শুন, প্রেম, যেই—মূল 'প্রয়োজন'।
পুলকাশ্রু-নৃত্য-গীত—যাহার লক্ষণ ॥১৩৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৩/৩১)—

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্ ॥

অঘসমূহ-হরণকারী হরিকে পরস্পর স্মরণ করিতে করিতে ও স্মরণ করাইতে করাইতে তাঁহারা সাধনভক্তি-সঞ্জাত প্রেমভক্তি দ্বারা উৎপুলকিত তনু ধারণ করেন।

তত্রৈব (১১/২/৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

* আদি ১ম পঃ ৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ১ম পঃ ৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ৮ম পঃ ২৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ২য় পঃ ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
¶ মধ্য ২০ পঃ ১৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৩৫॥ *

অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ' রূপ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ 'ভাষ্য' স্বরূপ ॥১৩৬॥

গরুড়পুরাণ-বাক্য—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥১৩৭॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত—ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য্যনির্ণয়, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং সমস্ত বেদের তাৎপর্য্য দ্বারা সম্বন্ধিত। এই শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ১৮০০০ শ্লোকপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৩/৪২)—

সর্ব্ব-বেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্ ॥

সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সমুদ্ধৃত সার-স্বরূপ (শ্রীমদ্ভাগবত স্বপুত্র শ্রীশুকদেবকে অধ্যয়ন করাইলেন)।

তত্রৈব (১২/১৩/১৫)—

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ ॥১৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদান্তসার বলিয়া বলা যায়, ভাগবতের রসামৃততৃপ্ত পুরুষের অন্য কোন শাস্ত্রে রতি হয় না।

গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ-আরম্ভন।
'সত্যং পরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/১,২)—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥ †
ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ‡

'কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ' শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥১৪৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১/৩)—

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥১৪৪॥

এই ভাগবতশাস্ত্র বেদরূপ কল্পতরুর গলিত-ফল ও শুকদেবের মুখামৃতদ্রবসংযুক্ত; হে রসিকসকল, এই রসস্বরূপ ফলকে সর্ব্বদা পান কর। হে ভাবুকসকল, রসতত্ত্বে পরমলয় অর্থাৎ নিমগ্নভাব যে পর্য্যন্ত না হয়, তৎ-কালাবধি এই জগতে (অপ্রাকৃত ভাবুকরূপে) ভাগবতের আস্বাদন কর, নিমগ্ন হইলেও এই পরম রস আবার নিত্যই পান করিতে থাকিবে।

তত্রৈব (১/১/১৯)—

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥১৪৫॥

(শৌনকাদি কহিলেন,—) আমরা উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণের বিক্রম যত শুনিতেছি, ততই আমাদের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃষ্ণোপশমরূপ তৃপ্তি হইতেছে না; কেননা, রসজ্ঞ শ্রোতৃদিগের কৃষ্ণকথায় পদে পদে স্বাদের উদয় হয়।

অতএব ভাগবত করহ বিচার।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥১৪৬॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
হেলায় 'মুক্তি' পাবে, পাবে প্রেমধন ॥১৪৭॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৪)—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ §

* আদি ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ৮ম পঃ ২৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ১ম পঃ ৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ মধ্য ৮ম পঃ ৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ভাঃ ১০/৮৭/২১ শ্লোকে শ্রীধর-ধৃত
সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকার ব্যাখ্যা—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥*
শ্রীমদ্ভাগবতে (২/১/৯)—
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥†
তত্রৈব (৩/১৫/৪৩)—
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥১৫১॥‡
তত্রৈব (১/৭/১০)—
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥*§
হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
সভাতে কহিল সেই শ্লোক-বিবরণ ॥১৫৩॥
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু 'একষষ্টি' প্রকার।
করিয়াছেন, যাহা শুনি' লোকে চমৎকার ॥১৫৪॥
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল।
'একষষ্টি' অর্থ প্রভু বিবরি' কহিল ॥১৫৫॥
শুনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল।
চৈতন্য-গোসাঞি—'শ্রীকৃষ্ণ', নির্দ্ধারিল ॥১৫৬॥
এত কহি' উঠিয়া চলিলা গৌরহরি।
নমস্কার করে লোক হরিধ্বনি করি' ॥১৫৭॥
সব কাশীবাসী করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমে হাসে, কাঁদে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥১৫৮॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার ॥১৫৯॥
নিজ-লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর ॥১৬০॥
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি'।
কাশীতে আমি আইলাঙ বেচিতে ভাবকালি ॥১৬১॥
কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায়।
পুনরপি দেশে বহি' লওয়া নাহি যায় ॥১৬২॥
আমি বোঝা বহিমু, তোমা-সবার দুঃখ হৈল।
তোমা-সবার ইচ্ছায় বিনামূল্যে বিলাইল ॥১৬৩॥
সবে কহে,—লোক তারিতে তোমার অবতার।
'পূর্ব্ব' 'দক্ষিণ' 'পশ্চিম' করিলা নিস্তার ॥১৬৪॥
'এক' বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ।
তাহা নিস্তারিয়া কৈলা আমা-সবার সুখ ॥১৬৫॥
বারাণসী-গ্রামে যদি কোলাহল হৈল।
শুনি' গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ॥১৬৬॥
লক্ষ কোটি লোক আইসে, নাহিক গণন।
সঙ্কীর্ণস্থানে প্রভুর না পায় দরশন ॥১৬৭॥
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে।
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে ॥১৬৮॥
বাহু তুলি' প্রভু কহে—বল 'কৃষ্ণ' 'হরি'।
দণ্ডবৎ করে লোকে হরিধ্বনি করি' ॥১৬৯॥
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া।
আর দিন চলিলা প্রভু উদ্বিগ্ন হঞা ॥১৭০॥
রাত্রে উঠি' প্রভু যদি করিলা গমন।
পাছে লাগ্ লইলা তবে ভক্ত পঞ্চজন ॥১৭১॥
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।
চন্দ্রশেখর, কীর্ত্তনীয়া-পরমানন্দ—পঞ্চজন ॥
সবে চাহে প্রভু-সঙ্গে নীলাচল যাইতে।
সবারে বিদায় দিলা প্রভু যত্ন-সহিতে ॥১৭৩॥
যাঁর ইচ্ছা, পাছে আইস আমারে দেখিতে।
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড-পথে ॥১৭৪॥
সনাতনে কহিলা,—তুমি যাহ' বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ॥১৭৫॥
কাঁথা-করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইলে তাঁদের করিহ পালন ॥১৭৬॥
এত বলি' চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া।
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হঞা ॥১৭৭॥

---

* মধ্য ২৪ পঃ ১০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ২৪ পঃ ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ১৭ পঃ ১৪২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৮৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কতক্ষণে উঠি' সবে দুঃখে ঘরে আইলা।
সনাতন-গোসাঞি বৃন্দাবনেরে চলিলা ॥১৭৮॥
এথা রূপ-গোসাঞি যবে মথুরা আইলা।
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধিরায় মিলিলা ॥১৭৯॥
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিলা গৌড়ে 'অধিকারী'।
হুসেন-খাঁ 'সৈয়দ' করে তাহার চাকরী ॥১৮০॥
দীঘি খোদাইতে তারে 'মুন্‌সীফ' কৈলা।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিলা ॥১৮১॥
পাছে যবে হুসেন-খাঁ গৌড়ে 'রাজা' হইল।
সুবুদ্ধি-রায়েরে তিঁহো বহু বাড়াইল ॥১৮২॥
তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজা-স্থানে ॥১৮৩॥
রাজা কহে,—আমার পোষ্টা রায় হয় 'পিতা'।
তাহারে মারিব আমি,—ভাল নহে কথা ॥১৮৪॥
স্ত্রী কহে,—জাতি লহ, যদি প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে,—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥
স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িল।
করোঁয়ার পানি তার মুখে দেওয়াইল ॥১৮৬॥
তবে সুবুদ্ধি-রায় সেই 'ছদ্ম' পাঞা।
বারাণসী আইলা, সব বিষয় ছাড়িয়া ॥১৮৭॥
প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিঁহো পণ্ডিতের গণে।
তাঁরা কহে,—তপ্ত-ঘৃত খাঞা ছাড়' প্রাণে ॥১৮৮॥
কেহ কহে,—এই নহে, 'অল্প' দোষ হয়।
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয় ॥১৮৯॥
তবে যদি মহাপ্রভু বারণসী আইলা।
তাঁরে মিলি' রায় আপন-বৃত্তান্ত কহিলা ॥১৯০॥
প্রভু কহে,—ইঁহা হৈতে যাহ' বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥১৯১॥
এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥১৯২॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥১৯৩॥
পাঞা আজ্ঞা রায় বৃন্দাবনেরে চলিলা।
প্রয়াগ, অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা ॥১৯৪॥

কতক দিবস রায় নৈমিষারণ্যে রহিলা।
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগ যাইলা ॥১৯৫॥
মথুরা আসিয়া রায় প্রভু বার্ত্তা পাইল।
প্রভুর লাগ্‌ না পাঞা মনে বড় দুঃখ হৈল ॥১৯৬॥
শুষ্ককাষ্ঠ আনি' রায় বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় এক এক বোঝাতে ॥১৯৭॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চাবাঞা।
আর পয়সা বাণিয়া-স্থানে রাখেন ধরিয়া ॥১৯৮॥
দুঃখী বৈষ্ণব দেখি' তাঁরে করান ভোজন।
গৌড়ীয়া আইলে দধি, ভাত, তৈল-মর্দ্দন ॥১৯৯॥
রূপ-গোসাঞি আসি' তাঁরে বহু প্রীতি কৈলা।
আপন-সঙ্গে লঞা 'দ্বাদশ বন' দেখাইলা ॥
মাসমাত্র রূপ-গোসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে।
শীঘ্র চলি' আইলা সনাতনানুসন্ধানে ॥২০১॥
গঙ্গাতীর-পথে প্রভু প্রয়াগেরে আইলা।
তাহা শুনি' দুই ভাই সে পথে চলিলা ॥২০২॥
এথা সনাতন গোসাঞি প্রয়াগে আসিয়া।
মথুরা আইলা সনাতন রাজপথ দিয়া ॥২০৩॥
মথুরাতে সুবুদ্ধি-রায় তাঁহারে মিলিলা।
রূপ-অনুপম-কথা সকলি কহিলা ॥২০৪॥
গঙ্গাপথে দুই ভাই রাজপথে সনাতন।
অতএব তাঁহা সনে না হৈল মিলন ॥২০৫॥
সুবুদ্ধি-রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে।
ব্যবহার-স্নেহ সনাতন নাহি মানে ॥২০৬॥
মহা-বিরক্ত সনাতন ভ্রমেন বনে বনে।
প্রতিবৃক্ষে, প্রতিকুঞ্জে রহে রাত্রি-দিনে ॥২০৭॥
মথুরামাহাত্ম্য-শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া।
লুপ্ততীর্থ প্রকট কৈলা বনেতে ভ্রমিয়া ॥২০৮॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনেতে রহিলা।
রূপ-গোসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা ॥২০৯॥
মহারাষ্ট্রীয় দ্বিজ, শেখর, মিশ্র-তপন।
তিনজন-সহ রূপ করিলা মিলন ॥২১০॥
শেখরের ঘরে বাসা, মিশ্র ঘরে ভিক্ষা।
মিশ্রমুখে শুনে সনাতনে প্রভুর 'শিক্ষা' ॥২১১॥

কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি' তিনের মুখে।
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি' পাইলা বড় সুখে ॥২১২॥
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া।
সুখী হৈলা লোকমুখে কীর্ত্তন শুনিয়া ॥২১৩॥
দিন দশ রহি' রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল।
সনাতন-রূপের এই চরিত্র কহিল ॥২১৪॥
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা।
নির্জ্জন বনপথে মহা-সুখ পাইলা ॥২১৫॥
সুখে চলি' আইসে প্রভু বলভদ্র-সঙ্গে।
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানারঙ্গে ॥২১৬॥
আঠারনালাতে আসি' ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণে।
পাঠাঞা বোলাইলা নিজ-ভক্তগণে ॥২১৭॥
শুনিয়া ভক্তের গণ যেন পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলে,—যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥২১৮॥
আনন্দে বিহ্বল ভক্তগণ ধাঞা আইলা।
নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা ॥২১৯॥
পুরী-ভারতীর প্রভু বন্দিলেন চরণ।
দোঁহে মহাপ্রভুরে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥
দামোদর-স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর ॥২২১॥
কাশী-মিশ্র, প্রদ্যুম্ন-মিশ্র, পণ্ডিত-দামোদর।
হরিদাস-ঠাকুর, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥২২২॥
আর সব ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥২২৩॥
আনন্দ-সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে।
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ-দরশনে ॥২২৪॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
ভক্ত-সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈলা ॥২২৫॥
জগন্নাথ-সেবক আনি' মালা-প্রসাদ দিলা।
তুলসী-পড়িছা আসি' চরণ বন্দিলা ॥২২৬॥
মহাপ্রভু আইলা—গ্রামে কোলাহল হৈল।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ মিলিল ॥২২৭॥
সবা সঙ্গে লঞা প্রভু মিশ্র-বাসা আইলা।
সার্ব্বভৌম-পণ্ডিত গোসাঞিরে নিমন্ত্রণ কৈলা ॥

প্রভু কহে,—মহাপ্রসাদ আন' এই স্থানে।
সবা-সঙ্গে ইহা আজি করিমু ভোজনে ॥২২৯॥
তবে দুঁহে জগন্নাথপ্রসাদ আনিলা।
সবা-সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিলা ॥২৩০॥
এই ত' কহিলুঁ,—প্রভু দেখি' বৃন্দাবন।
পুনঃ করিলেন যৈছে নীলাদ্রি-গমন ॥২৩১॥
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি' করয়ে শ্রবণ।
অচিরাৎ পায় সেই চৈতন্য-চরণ ॥২৩২॥
মধ্যলীলার করিলুঁ এই দিগ্দরশন।
ছয় বৎসর কৈলা যৈছে গমনাগমন ॥২৩৩॥
শেষ অষ্টাদশ বৎসর নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ-সঙ্গে করে কীর্ত্তন-বিলাস ॥২৩৪॥
মধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ।
অনুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ ॥২৩৫॥
প্রথম পরিচ্ছেদে—শেষলীলার সূত্রগণ।
তথি-মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার-বর্ণন ॥২৩৬॥
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর প্রলাপ-বর্ণন।
তথি-মধ্যে নানা-ভাবের দিগ্দরশন ॥২৩৭॥
তৃতীয় পরিচ্ছেদে—প্রভুর কহিলুঁ সন্ন্যাস।
আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিলা বিলাস ॥২৩৮॥
চতুর্থে মাধব-পুরীর চরিত্র-আস্বাদন।
গোপাল-স্থাপন, ক্ষীর-চুরির বর্ণন ॥২৩৯॥
পঞ্চমে—সাক্ষিগোপাল-চরিত্র-বর্ণন।
নিত্যানন্দ কহে, প্রভু করেন আস্বাদন ॥২৪০॥
ষষ্ঠে—সার্ব্বভৌমের করিলা উদ্ধার।
সপ্তমে—তীর্থযাত্রা, বাসুদেব-নিস্তার ॥২৪১॥
অষ্টমে—রামানন্দ-সংবাদ বিস্তার।
আপনে শুনিলা 'সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার' ॥২৪২॥
নবমে—কহিলুঁ দক্ষিণ-তীর্থ-ভ্রমণ।
দশমে—কহিলুঁ সর্ব্ববৈষ্ণব-মিলন ॥২৪৩॥
একাদশে—শ্রীমন্দিরে 'বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন'।
দ্বাদশে—গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-ক্ষালন ॥২৪৪॥
ত্রয়োদশে—রথ-আগে প্রভুর নর্ত্তন।
চতুর্দ্দশে—'হেরাপঞ্চমী'—যাত্রা-দরশন ॥২৪৫॥

তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ।
স্বরূপ কহিলা, প্রভু কৈলা আস্বাদন ॥২৪৬॥
পঞ্চদশে—ভক্তের গুণ আপনে কহিলা।
সার্ব্বভৌম-ঘরে ভিক্ষা, অমোঘ তারিলা ॥২৪৭॥
ষোড়শে—বৃন্দাবনযাত্রা গৌড়দেশ-পথে।
পুনঃ নীলাচলে আইলা, নাটশালা হৈতে ॥২৪৮॥
সপ্তদশে—বনপথে মথুরা-গমন।
অষ্টাদশে—বৃন্দাবন-বিহার-বর্ণন ॥২৪৯॥
ঊনবিংশে—মথুরা হৈতে প্রয়াগ-গমন।
তার মধ্যে শ্রীরূপেরে শক্তি-সঞ্চারণ ॥২৫০॥
বিংশতি পরিচ্ছেদে—সনাতনের মিলন।
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ-বর্ণন ॥২৫১॥
একবিংশে—কৃষ্ণৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বর্ণন।
দ্বাবিংশে—দ্বিবিধ সাধনভক্তির বিবরণ ॥২৫২॥
ত্রয়োবিংশে—প্রেমভক্তিরসের কথন।
চতুর্ব্বিংশে—'আত্মারামাঃ' শ্লোকার্থ-বর্ণন ॥২৫৩॥
পঞ্চবিংশে—কাশীবাসীরে বৈষ্ণবকরণ।
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ॥২৫৪॥
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে এই কৈলুঁ অনুবাদ।
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ-আস্বাদ ॥২৫৫॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই মধ্যলীলা-সার।
কোটিগ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার ॥২৫৬॥
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে-দেশে।
আপনে আস্বাদি' ভক্তি করিলা প্রকাশে ॥২৫৭॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব-সার ॥২৫৮॥
শ্রীভাগবত-তত্ত্বরস করিলা প্রচারে।
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত, জানাইলা সংসারে ॥২৫৯॥
ভক্ত লাগি' বিস্তারিলা আপন-বদনে।
কাহাঁ ভক্ত-মুখে কহাই শুনিলা আপনে ॥২৬০॥
শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য ॥২৬১॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন, ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাইবা চৈতন্য-চরণ ॥২৬২॥
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহাঁ পাইবা পার ॥২৬৩॥

যথা রাগঃ—

কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনো-হংস চরাহ তাহাতে ॥২৬৪॥
ভক্তগণ, শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমা-সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি',
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন ॥২৬৫॥ ধ্রুব॥
কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু করি' আস্বাদন।
প্রেমরস-কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি-দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ ॥২৬৬॥
নানা-ভাবের ভক্তজন, হংস-চক্রবাকগণ,
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণকেলি-মৃণাল, যাহা পাই' সর্ব্বকাল,
ভক্ত-হংস করয়ে আহার ॥২৬৭॥
সেই সরোবরে গিয়া, হংস-চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবা পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস ॥২৬৮॥
এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত-মেঘগণ,
বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে অমৃত-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজন ॥২৬৯॥
চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥২৭০॥
যে লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবে ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥২৭১॥

এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড়' কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশ আবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ ॥২৭২॥
শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, ভক্তবৃন্দ,
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা-সবার শ্রীচরণ, করি' শিরে বিভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট-পূরণ ॥২৭৩॥
শ্রীরূপ-সনাতন- রঘুনাথ-জীব-চরণ,
শিরে ধরি,—যার করি আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥২৭৪॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥২৭৫॥

শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্যচরিতামৃত কৃষ্ণচৈতন্যার্পিত হউক।

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলু সমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যম্।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়-সুমনোভির্মোদমেষাং তনোতি ॥২৭৬॥

এই অতিরহস্যময় গৌরলীলামৃত ভক্তের প্রাণধন হইলেও অনধিকারিগণ ইহাকে নিশ্চয় আদর করিবে না; ইহাতে আমার ক্ষতি নাই, পরন্তু এই লীলামৃত যে সকল সহৃদয় সাধুকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আস্বাদিত হইয়াছে এই গ্রন্থ সেই মহাত্মাদিগের আনন্দ বিস্তার করুক।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশী-বাসি-বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচল-গমনঞ্চ পঞ্চবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি মধ্যলীলা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

অন্ত্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েচ্ছ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥১॥

যাঁহার কৃপা পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করিতে শক্তি দেয় এবং বোবাকে শ্রুতি পাঠ করায়, সেই ঈশ্বর কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥২॥

সাধুগণ স্বীয় কৃপা-যষ্টি দানপূর্ব্বক দুর্গমপথে মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপাদ ও অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন।

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥৩॥
এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ, অভীষ্ট-পূরণ ॥৪॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥৫॥ *
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৬॥ †
শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ ॥ ‡
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥৮॥
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিলুঁ বর্ণন।
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন, ভক্তগণ ॥৯॥
মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ।
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন ॥১০॥
আমি জরাগ্রস্ত, নিকটে জানিয়া মরণ।
অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন ॥১১॥
পূর্ব্ব-লিখিত গ্রন্থসূত্র অনুসারে।
যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে ॥১২॥
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু নীলাচলে আইলা।
স্বরূপ-গোসাঞি গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা ॥১৩॥
শুনি' শচী আনন্দিত, সব ভক্তগণ।
সবে মিলি' নীলাচলে করিলা গমন ॥১৪॥
কুলীনগ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী।
আচার্য্য, শিবানন্দে মিলিলা সবে আসি' ॥১৫॥
শিবানন্দ করে সবার ঘাটি সমাধান।
সবারে পালন করে, দেয় বাসা স্থান ॥১৬॥
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ-সনে।
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে ॥১৭॥
এক দিন এক স্থানে নদী পার হৈতে।
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে ॥১৮॥
কুক্কুর রহিলা,—শিবানন্দ দুঃখী হৈলা।
দশ পণ কড়ি দিয়া কুক্কুরে পার কৈলা ॥১৯॥
এক দিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা।
কুক্কুরকে ভাত দিতে সেবক পাসরিলা ॥২০॥
রাত্রে আসি' শিবানন্দ ভোজনের কালে।
কুক্কুর পাঞাছে ভাত?—সেবকে পুছিলে ॥২১॥
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি' দুঃখী হৈলা।
কুক্কুর চাহিতে দশ মনুষ্য পাঠাইলা ॥২২॥

---

* আদি ১ম পঃ ১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† আদি ১ম পঃ ১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইলা।
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈলা ॥২৩॥
প্রভাতে কুক্কুর চাহি' কাহাঁ না পাইল।
সকল বৈষ্ণবের মনে চমৎকার হৈল ॥২৪॥
উৎকণ্ঠায় চলি' সবে আইলা নীলাচলে।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে ॥২৫॥
সবা লঞা কৈলা জগন্নাথ দরশন।
সবা লঞা মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥২৬॥
পূর্ব্ববৎ সবারে প্রভু পাঠাইলা বাসা স্থানে।
প্রভু-স্থানে আর দিন সবার গমনে ॥২৭॥
আসিয়া দেখিল সবে সেই ত' কুক্কুরে।
প্রভু-পাশে বসিয়াছে কিছু অল্পদূরে ॥২৮॥
প্রসাদ নারিকেল-শস্য দেন ফেলাঞা।
'রাম' 'কৃষ্ণ' 'হরি' কহ—বলেন হাসিয়া ॥২৯॥
শস্য খায় কুক্কুর, 'কৃষ্ণ' কহে বার বার।
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার ॥৩০॥
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি' দণ্ডবৎ কৈলা।
দৈন্য করি' নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা ॥৩১॥
আর দিন কেহ তার দেখা না পাইলা।
সিদ্ধ-দেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা ॥৩২॥
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন।
কুক্কুরকে 'কৃষ্ণ' কহাঞা করিলা মোচন ॥৩৩॥
এথা প্রভু-আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল মন ॥৩৪॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিলা।
মঙ্গলাচরণ 'নান্দী-শ্লোক' তথাই লিখিলা ॥৩৫॥
পথে চলি' আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে ॥৩৬॥
এইমতে দুই ভাই গৌড়দেশে আইলা।
গৌড়ে আসি' অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি হৈলা ॥৩৭॥
রূপ-গোসাঞি প্রভুপাশে করিলা গমন।
প্রভুরে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ॥৩৮॥
অনুপমের লাগি' তাঁর বিলম্ব হইল।
ভক্তগণ-পাশ আইলা, লাগ্ না পাইল ॥৩৯॥

উড়িয়া-দেশে 'সত্যভামাপুর' নামে গ্রাম।
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্রাম ॥৪০॥
রাত্রে স্বপ্নে দেখে,—এক দিব্যরূপা নারী।
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি' ॥৪১॥
আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন।
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ ॥৪২॥
স্বপ্ন দেখি' রূপ-গোসাঞি করিলা বিচার।
সত্যভামার আজ্ঞা—পৃথক্ নাটক করিবার ॥
ব্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা।
দুই ভাগ করি' এবে করিমু রচনা ॥৪৪॥
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে।
আসি' উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ॥৪৫॥
হরিদাস-ঠাকুর তাঁরে বহুকৃপা কৈলা।
তুমি আসিবে,—মোরে প্রভু যে কহিলা ॥৪৬॥
'উপল-ভোগ' দেখি' হরিদাসেরে দেখিতে।
প্রতিদিন আইসেন, প্রভু আইলা আচম্বিতে ॥৪৭॥
রূপ দণ্ডবৎ করে,—হরিদাস কহিলা।
হরিদাসে মিলি' প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা ॥৪৮॥
হরিদাস, রূপে লঞা প্রভু বসিলা একস্থানে।
কুশল-প্রশ্ন, ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণে ॥৪৯॥
সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞি পুছিল।
রূপ কহে,—তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল ॥৫০॥
আমি গঙ্গাপথে আইলাঙ, তিঁহো রাজপথে।
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে ॥৫১॥
প্রয়াগে শুনিলুঁ—তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে।
অনুপমের গঙ্গা-প্রাপ্তি কৈল নিবেদনে ॥৫২॥
রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞি চলিলা।
গোসাঞির সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা ॥৫৩॥
আর দিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা।
রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত' করিয়া ॥৫৪॥
সবার চরণ রূপ করিলা বন্দন।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥৫৫॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ, তোমরা দুইজনে।
প্রভু কহে,—রূপে কৃপা কর কায়মনে ॥৫৬॥

তোমা-তুঁহার কৃপাতে ইঁহার হউ শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি ॥৫৭॥
গৌড়ীয়া, উড়িয়া, যত প্রভুর ভক্তগণ।
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন ॥৫৮॥
প্রতিদিন আসি' রূপে করেন মিলনে।
মন্দিরে যে প্রসাদ পা'ন, দেন দুইজনে ॥৫৯॥
ইষ্টগোষ্ঠী দুঁহা-সনে করি' কতক্ষণ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করিলা গমন ॥৬০॥
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার।
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার ॥৬১॥
ভক্তগণ লঞা কৈলা গুণ্ডিচা মার্জ্জন।
আইটোটা আসি' কৈলা বন্য-ভোজন ॥৬২॥
প্রসাদ খায়, 'হরি' বলে সর্ব্বভক্তজন।
দেখি' হরিদাস-রূপের হরষিত মন ॥৬৩॥
গোবিন্দদ্বারা প্রভুর শেষ-প্রসাদ পাইলা।
প্রেমে মত্ত দুইজন নাচিতে লাগিলা ॥৬৪॥
আর দিন প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা।
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা ॥৬৫॥
কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি' কৃষ্ণ কভু না যান কাহাঁতে ॥৬৬॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/৪৬১)-ধৃত যামলবচন—
কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥৬৭॥

যদুকুমার কৃষ্ণ — বাসুদেব তত্ত্ব, অতএব তিনি — গোপেন্দ্রনন্দন হইতে পৃথক্; তিনিই মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করেন। যিনি গোপেন্দ্রনন্দন, তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না।

এত কহি' মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মনে কিছু বিস্ময় হইলা ॥৬৮॥
পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা আজ্ঞা দিল।
জানিলু, পৃথক্ নাটক করিতে প্রভু-আজ্ঞা হৈল ॥
পূর্ব্বে দুই নাটক ছিল একত্র রচনা।
দুইভাগ করি এবে করিমু ঘটনা ॥৭০॥
দুই 'নান্দী' 'প্রস্তাবনা', দুই 'সংঘটনা'।
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা ॥৭১॥
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিলা।
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিলা ॥৭২॥
প্রভুর নৃত্য-শ্লোক শুনি' শ্রীরূপ-গোসাঞি।
সেই শ্লোকার্থ লঞা শ্লোক করিলা তথাই ॥৭৩॥
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন।
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপে কথন ॥৭৪॥
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে।
কেনে শ্লোক পড়ে,—ইহা কেহ নাহি জানে ॥৭৫॥
সবে একা স্বরূপ-গোসাঞি শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোকানুরূপ পদ প্রভুকে করান আস্বাদনে ॥৭৬॥
রূপ-গোসাঞি প্রভুর জানিয়া অভিপ্রায়।
সেই অর্থে শ্লোক কৈলা প্রভুরে যে ভায় ॥৭৭॥

কাব্যপ্রকাশে (১/৪), সাহিত্যদর্পণে (১/১০) ও পদ্যাবলীতে (৩৮২)—
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥*

পদ্যাবলীতে (৩৮৩)
শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোক—
প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥†

তালপত্রে শ্লোক লিখি' চালেতে রাখিলা।
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ-গোসাঞি গেলা ॥৮০॥
হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে।
চালে শ্লোক দেখি' প্রভু লাগিলা পড়িতে ॥৮১॥
শ্লোক পড়ি' প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
হেনকালে রূপ-গোসাঞি স্নান করি' আইলা ॥৮২॥

---

* মধ্য ১ম পঃ ৫৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রভু দেখি' দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা।
প্রভু তাঁরে চাপড় মারি' কহিতে লাগিলা ॥৮৩॥
গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে?
এত কহি' রূপে কৈলা দৃঢ় আলিঙ্গনে ॥৮৪॥
সেই শ্লোক লঞা প্রভু স্বরূপে দেখাইলা।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি' তাঁহারে পুছিলা ॥৮৫॥
মোর অন্তর-বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে?
স্বরূপ কহে,—জানি, কৃপা করিয়াছ আপনে ॥৮৬॥
অন্যথা এ অর্থ কার নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলা, করি অনুমান ॥৮৭॥
প্রভু কহে,—ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিল।
যোগ্যপাত্র জানি' মোর কৃপা ত' হইল ॥৮৮॥
তবে শক্তি সঞ্চারি' আমি কৈলুঁ উপদেশ।
তুমিহ কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ ॥৮৯॥
স্বরূপ কহে,—যাতে এই শ্লোক দেখিলুঁ।
তুমি করিয়াছ কৃপা, তবহিঁ জানিলুঁ ॥৯০॥

তথাহি ন্যায়-বচন—

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥৯১॥

ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমতি হয়।

নৈষধীয়ে (৩/১৭) দময়ন্তীর প্রতি হংসবাক্য—

স্বর্গাপগা-হেমমৃণালিনীনাং
নানা-মৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥৯২॥

স্বর্গঙ্গার সুবর্ণমৃণালনালাগ্র ভোজন করিয়াই আমরা তদনুরূপ শরীর-সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছি; কারণ, নিদানানুরূপই গুণগণ উদিত হইয়া থাকে।

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥৯৩॥
এক দিন রূপ করেন নাটক লিখন।
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন ॥৯৪॥
সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি' দণ্ডবৎ হৈলা।
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥৯৫॥
ক্যা পুঁথি লিখ? বলি' এক পত্র নিলা।
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হৈলা ॥৯৬॥
শ্রীরূপের অক্ষর—যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করেন প্রভু অক্ষরের স্তুতি ॥৯৭॥
সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা।
পড়িতেই শ্লোক, প্রেমে আবিষ্ট হইলা ॥৯৮॥

বিদগ্ধমাধবে (১/১৫) নান্দীর প্রতি পৌর্ণমাসীর বাক্য—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

'কৃষ্ণ' এই দুইটি বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না;—দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহের প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্ব্বুদকর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়; যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

শ্লোক শুনি' হরিদাস হইলা উল্লাসী।
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি' ॥১০০॥
কৃষ্ণনামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু-মুখে জানি।
নামের মহিমা ঐছে কাহাঁ নাহি শুনি ॥১০১॥
তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি' আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥১০২॥
আর দিন মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথ।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি-সাথ ॥১০৩॥
সবে মিলি' চলি' আইলা শ্রীরূপে মিলিতে।
পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিলা কহিতে ॥১০৪॥
দুই শ্লোক কহি' প্রভুর হৈল মহাসুখ।
নিজ-ভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ ॥১০৫॥
সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে।
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে ॥১০৬॥

'ঈশ্বর স্বভাব'—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥১০৭॥

ভঃ রঃ সিঃ (২/১/১৩৮)—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং মনাগপি কৃতাং বহুধাভ্যুপৈতি।
আবিষ্করোতি পিশুনেম্বপি নাভ্যসূয়াং
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ পুরুষোত্তমোহয়ম্ ॥১০৮॥

এই ভগবান্ পুরুষোত্তম—নির্ম্মল-মতি, শীলতাধর্ম্মের দ্বারা ইনি ভৃত্যের গুরু-অপরাধসকলও দৃষ্টি করেন না; অতিস্বল্প সেবাকে বহু জ্ঞান করেন এবং আত্মনিন্দাকারী খলের প্রতিও অসূয়া আবিষ্কার (প্রকাশ) করেন না।

ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা, দেখি' দুইজন।
দণ্ডবৎ হঞা কৈলা চরণ বন্দন ॥১০৯॥
ভক্তসঙ্গে কৈলা প্রভু দুঁহারে মিলন।
পিণ্ডাতে বসিলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ॥১১০॥
রূপ-হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে।
সবার অগ্রে না উঠিলা পিঁড়ার উপরে ॥১১১॥
পূর্ব্বশ্লোক পড়, রূপ, প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
লজ্জাতে না পড়ে রূপ মৌন ধরিলা ॥১১২॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে সেই শ্লোক পড়িল।
শুনি' সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল ॥১১৩॥

পদ্যাবলীতে (৩৮৩) শ্রীরূপগোস্বামিকৃত-শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ *

রায়, ভট্টাচার্য্য বলে,—তোমার প্রসাদ বিনে।
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ॥১১৫॥
আমাতে সঞ্চারি' পূর্ব্বে কহিলা সিদ্ধান্ত।
যে সব সিদ্ধান্তে ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত ॥১১৬॥
তাতে জানি,—পূর্ব্বে তোমার পাঞাছে প্রসাদ।
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ ॥১১৭॥
প্রভু কহে,—কহ রূপ, নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ-শোক ॥
বার বার প্রভু তারে আজ্ঞা যদি দিলা।
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিলা ॥১১৯॥

বিদগ্ধমাধবে (১/১৫)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥১২০॥ †

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায়।
শ্লোক শুনি' সবার হইল আনন্দ-বিস্ময় ॥১২১॥
সবে বলে,—নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার।
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥১২২॥
রায় কহে,—কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি?
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি? ১২৩॥
স্বরূপ কহে,—কৃষ্ণলীলার নাটক করিতে।
ব্রজলীলা-পুরলীলা একত্র বর্ণিতে ॥১২৪॥
আরম্ভিয়াছিলা, এবে প্রভু-আজ্ঞা পাঞা।
দুই নাটক করিয়াছেন বিভাগ করিয়া ॥১২৫॥
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব ॥১২৬॥
রায় কহে,—নান্দী-শ্লোক পড় দেখি, শুনি?
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু-আজ্ঞা মানি' ॥১২৭॥

বিদগ্ধমাধবে মঙ্গলাচরণে (১/১)—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদ-দমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাম্।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গম-বিষমসংসার-সরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলা-শিখরিণী ॥

* মধ্য ১ম পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† অন্ত্য ১ম পঃ ৯৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এই হরিলীলা-শিখরিণী সন্তাপোৎপাদক বিষয়-সংসার-মার্গ-ভ্রমণ-জনিত তোমার অসত্তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে হরণ করুন। এই হরিলীলা-শিখরিণী চান্দ্রীসুধার মধুরিমা-জনিত মত্ততা দমন করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধাদির প্রণয়-কর্পূরদ্বারা বিশেষ সৌরভ ধারণ করিয়াছেন।

রায় কহে,—কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন ॥১২৯॥
প্রভু কহে,—কহ না কেনে, কি সঙ্কোচ-লাজে?
গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব-সমাজে? ১৩০॥
তবে রূপ-গোসাঞি শ্লোক পড়িল।
শুনি' প্রভু কহে,—এই অতি স্তুতি হৈল ॥১৩১॥

বিদগ্ধমাধবে (১/২)—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥১৩২॥*

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাঞা ॥১৩৩॥
রায় কহে,—কোন্ আমুখে পাত্র-সন্নিধান?
রূপ কহে,—কালসাম্যে 'প্রবর্ত্তক' নাম ॥১৩৪॥

নাটকচন্দ্রিকায় (১২)—

আক্ষিপ্তঃ কালসাম্যেন প্রবেশঃ স্যাৎ প্রবর্ত্তকম্ ॥

উপযুক্ত (উপস্থিত) কালদ্বারা আক্ষিপ্ত (প্রেরিত) হইয়া (নটরূপী পাত্রের) রঙ্গপ্রবেশকে 'প্রবর্ত্তক' বলে।

তস্যোদাহরণং যথা—

বিদগ্ধমাধবে (১/১০)

পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—

সোহয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়-নবানুরাগম্।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধায়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥১৩৬॥

বসন্তকাল উদিত হইয়াছে; পৌর্ণমাসী নিশা-কালে এই সময়ে নবানুরাগপ্রাপ্ত সেই পূর্ণতম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লীলাসৌন্দার্য্য-সম্বর্দ্ধনার্থ পরম-সুন্দরী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিতকরাইবেন। এই শ্লোকের অর্থ দুইপ্রকার—অর্থাৎ, চন্দ্রপক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণপক্ষে; তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণপক্ষার্থই মুখ্য।

রায় কহে,—প্ররোচনাদি কহ দেখি, শুনি?
রূপ কহে,—মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি ॥১৩৭॥

বিদগ্ধমাধবে (১/৮) সূত্রধারের প্রতি পারিপার্শ্বিকোক্তি—

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ স বল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোহপ্যসৌ।
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরীপাকোহয়মুন্মীলতি ॥

অনর্গলবুদ্ধি উজ্জ্বলস্বভাব ভক্তবর্গ উপস্থিত হইয়াছেন; গোপবধু-প্রাণনাথ-শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক এই প্রবন্ধও নানাগুণে পল্লবিত; আবার এই রঙ্গভূমিও বৃন্দাবনস্থ রাসমণ্ডলের নৃত্যবিধির চত্বরস্বরূপ; অতএব আমি মনে করিতেছি, আমাদের ন্যায় জনগণের সুকৃতিমণ্ডলের এই পরিপক্কাবস্থা উন্মীলিত হইয়াছে।

বিদগ্ধমাধবে (১/৬) পারিপার্শ্বিকের প্রতি সূত্রধারোক্তি—

অভিব্যক্তা মত্তঃ প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ম্।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাম্ ॥১৩৯॥

হে পণ্ডিতসকল, স্বভাবতঃ লঘুরূপ আমা হইতেও এই হরিগুণবর্ণনময়ী রচনা অভিব্যক্তা (প্রকটিতা হইয়া) আপনাদের সিদ্ধার্থ (সিদ্ধ মনোরথ) বিধান করুক। (অতি নীচজাতি) পুলিন্দ কর্ত্তৃক সমিধ-সংঘৃষ্ট (অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে মথিত) অগ্নি

* আদি ১ম পঃ ৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কি সুবর্ণশ্রেণীর অন্তঃকলুষতা (মল) হরণ (নাশ) করিতে পারে না?

রায় কহে,—কহ দেখি প্রেমোৎপত্তি-কারণ?
পূর্ব্বানুরাগ, বিকার, চেষ্টা, কামলিখন? ১৪০॥
ক্রমে শ্রীরূপ-গোসাঞি সকলি কহিল।
শুনি' প্রভুর ভক্তগণের চমৎকার হৈল ॥১৪১॥

তত্র রত্যুৎপত্তিহেতুর্যথা—
বিদগ্ধমাধবে (২/৯) ললিতা ও বিশাখার
প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥

পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা রাধিকা কহিতেছেন,—কোন এক পরপুরুষের 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে; অপর কোন এক পুরুষের বংশীধ্বনি আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় করাইতেছে; আবার পটে পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি দর্শন করা অবধি, উহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে। হা ধিক্ আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।

তত্র বিকারো যথা—
বিদগ্ধমাধবে (২/৮) ললিতা ও বিশাখার
প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

ইয়ং সখি সুদুঃসাধ্যা রাধা-হৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥

হে সখি, রাধার হৃদয়বেদনা আরোগ্য করা দুঃসাধ্য; ইহার চিকিৎসা করা হইলেও কুৎসাতেই পর্য্যবসান হইতেছে।

কন্দর্পলেখো যথা—

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং সুন্দর
মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং
জহ জহ চইদা পলাএম্হি ॥১৪৪॥

হে সুন্দর, প্রতিচ্ছন্দগুণ চিত্রপটরূপ ধারণপূর্ব্বক তুমি আমার মন্দিরে বাস করিতেছ; আমি যে-দিকে চকিত হইয়া পলাই, তুমি সেই দিকেই পথ রোধ কর। প্রাকৃত-ভাষায় লিখিত শ্লোকের সংস্কৃত-ভাষান্তর—"ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি। তথা তথা রুণৎসি বলিতং যথা যথা চকিতা পলায়ে ॥"

তত্র চেষ্টা যথা—বিদগ্ধমাধবে (২/১৫)
পৌর্ণমাসীর প্রতি মুখরার উক্তি—

অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমচিরাদুৎকম্পমালম্বতে
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ সাস্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটনক্রীড়া-চমৎকারিতাং
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ ॥

সম্মুখে ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া সহসা এই বালা উৎকম্প আশ্রয় করেন, গুঞ্জা দর্শনপূর্ব্বক অশ্রুপতনের সহিত চিৎকার করেন; কোন্ নবীনগ্রহ ইহার চিত্তভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক অপূর্ব্ব নটন-ক্রীড়ার চমৎকারিতা উৎপন্ন করিতেছে, তাহা আমি জানি না।

তত্র ব্যবসায়ো যথা—
বিদগ্ধমাধবে (২/৪৭) বিশাখার প্রতি
শ্রীরাধার উক্তি—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং
মুধা মা রোদীর্মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিম্।
তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিত-দোর্ব্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥১৪৬॥

যখন কৃষ্ণই আমার প্রতি অকরুণ হইলেন, তখন হে সখি, তোমার দোষ কি? তুমি বৃথা রোদন করিও না; তুমি আমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ারূপ একটি কার্য্য করিতে পার,—বৃন্দাবনে তমালস্কন্ধে আমার এই ভুজবল্লী বন্ধনপূর্ব্বক আমার তনুকে চিরকাল রাখিও।

রায় কহে,—কহ দেখি ভাবের স্বভাব ?
রূপ কহে,—ঐছে হয় কৃষ্ণবিষয়ক 'ভাব' ॥১৪৭॥

বিদগ্ধমাধবে (২/১৮) নান্দীমুখীর প্রতি
পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা-গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধা-মধুরিমাহঙ্কার-সঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ *

রায় কহে,—কহ সহজ-প্রেমের লক্ষণ।
রূপ-গোসাঞি কহে,—সাহজিক প্রেমধর্ম্ম ॥১৪৯॥

বিদগ্ধমাধবে (৫/৪) মধুমঙ্গলের প্রতি
পৌর্ণমাসীর উক্তি—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি পরিহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী
প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥

স্বারসিক অর্থাৎ স্বাভাবিক-প্রেমের প্রক্রিয়া এইরূপ ক্রীড়া করে,—(প্রিয়ের মুখে) স্বীয় স্তুতি শ্রবণ করিলে উদাসীনতা দেখাইয়া বিশেষ ব্যথা ধারণ করে; (প্রিয়ের মুখে স্বীয়) নিন্দা শুনিলে উহা পরিহাস-শ্রী ধারণপূর্ব্বক (প্রভূত) আনন্দ প্রদান করে; প্রেমের পাত্রের কোন দোষ দেখিলে তাহাতে প্রেমের কোন ক্ষয় হয় না, আবার তাহার কোন গুণ দেখিলে (তাহাতে প্রেমের) বৃদ্ধিও হয় না।

রাগপরীক্ষানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা—
বিদগ্ধমাধবে (২/৪০) মধুমঙ্গলসমক্ষে
শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিংবা পামর-কাম-কার্ম্মুকপরিত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্
হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥

আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করতঃ চন্দ্রবদনী রাধা প্রেমাঙ্কুর ভেদপূর্ব্বক স্বীয় ব্যথিতান্তঃকরণে কোনমতে শান্তি বা ধৈর্য্যভাব বিধানপূর্ব্বক হয়ত বিমুখী হইয়া পড়িবেন; অথবা পামর কন্দর্পের ধনুককে ভয় করিয়া তিনি জীবন পরিত্যাগ করিবেন। হায়, আমি মূঢ়তাপূর্ব্বক ফলোন্মুখী মৃদু মনোরথলতাকে একেবারেই উন্মূলিত করিলাম।

বিদগ্ধমাধবে (২/৪১) বিশাখাকর্ত্তৃক
প্রবোধ্যমানা শ্রীরাধার উক্তি—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্‌ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং
জীবামি পাপীয়সী ॥১৫২॥

হে সখি, যাঁহার আলিঙ্গন-সুখার্থিনী হইয়া গুরুলোকদিগের সম্মুখে গুরুতর লজ্জাও শিথিল করিয়াছিলাম, আর তোমরা আমার প্রাণ অপেক্ষা সুহৃত্তম হইলেও তোমাদিগকে যাঁহার জন্য বহু ক্লেশ দিয়াছি, সাধ্বী-স্ত্রীগণের অধ্যাসিত (আশ্রিত) যে (পাতিব্রত্য) ধর্ম্ম, তাহাকেও যাঁহার জন্য (আশ্রয়িতব্য) বস্তু বলিয়া গণনা করি নাই; হায়, সেই কৃষ্ণকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা হইয়াও এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি! অতএব আমার ধৈর্য্যকে ধিক্।

বিদগ্ধমাধবে (২/৪৬) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
শ্রীরাধার উক্তি—

গৃহান্তঃখেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনা-
দভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি হি ন জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥১৫৩॥

* মধ্য ২য় পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

আমি নিজের সহজ-বাল্যভাব-বশে গৃহমধ্যে খেলা করিতেছিলাম, কাহাকে 'ভদ্র' বলে, কাহাকে 'অভদ্র' বলে, কিছুমাত্র জানিতাম না! এরূপ আমাদিগকে সহায়হীন দশায় লইয়া ফেলা কি তোমার পক্ষে যুক্ত হইয়াছে? আর এখন তোমার উদাসীনপদবী (পথ) বিস্তার করা কি ন্যায্য?

বিদগ্ধমাধবে (২/৩৭) শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে
ললিতার উক্তি—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং
হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈর্
আভীরপল্লীবিটে
হা মেধাবিনি রাধিকে তব কথং
প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥১৫৪॥

ক্লেশকলঙ্কিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট আমরা অদ্যই যমপুরী গমন করিতেছি, কিন্তু এই কৃষ্ণ বঞ্চনাপূর্ণ-প্রণয়-হাস্য (প্রচুর বঞ্চনাকারক নিষ্ঠুর হাস্য) পরিত্যাগ করিতেছে না! হে বুদ্ধিমতি রাধিকে, এই গভীর কাপট্যপূর্ণ আভীর-পল্লীলম্পটে তোমার এত অধিক উৎকৃষ্ট প্রেম কিরূপে জন্মিয়াছিল?

বিদগ্ধমাধবে (৩/৯) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
পৌর্ণমাসীর উক্তি—

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকা-বাহিনী ত্বাং
বাগ্বীচিভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যাস্তনোষি ॥

হে কৃষ্ণার্ণব, ধর্ম্মপতিরূপ তরুর নৈকট্য-পথ দূরে পরিত্যাগ করিয়া, তীব্রবেগে ধর্ম্মসেতু ভাঙ্গিয়া, গুরুজনরূপ পর্ব্বত বলপূর্ব্বক লঙ্ঘন করতঃ নবরসস্বরূপা রাধিকা-নদী তোমাকে লাভ করিয়াছিল, তুমি এখন বাগূর্ম্মিদ্বারা ইহার প্রতি বিমুখ-ভাব কিরূপে বিস্তার করিতেছ?

রায় কহে,—বৃন্দাবন, মুরলী-নিঃস্বন।
কৃষ্ণ, রাধিকার কৈছে করিয়াছে বর্ণন? ১৫৬॥
কহ, তোমার কবিত্ব শুনি' হয় চমৎকার।
ক্রমে রূপ-গোসাঞি কহে করি' নমস্কার ॥১৫৭॥

তত্র বৃন্দাবনং যথা—
বিদগ্ধমাধবে (১/২৩,২৪)—
যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের ও বলদেবের উক্তিদ্বয়—

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদম্।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দা-বিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥১৫৮॥

বৃন্দাবনং দিব্যলতা-পরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥১৫৯॥

আম্রমুকুলসমূহের মধুদ্বারা মধুর, সুগন্ধি সুমিষ্ট নিস্যন্দে মুহুর্মুহু বন্দীকৃত ভ্রমরবৃন্দে পরিপূর্ণ, চন্দন-পর্ব্বত (মলয়)-প্রবাহিত পবনের মন্দ মন্দ সঞ্চালনদ্বারা আন্দোলিত এই শ্রীবৃন্দাবন আমার অতুল আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

দেখ, এই বৃন্দাবন—দিব্যলতায় বেষ্টিত; লতাগুলির অগ্রভাগে পুষ্প শোভা পাইতেছে; পুষ্পগুলি মধুকরদ্বারা স্ফীত হইয়াছে; মধুকরগুলি—শ্রুতিহারি-গীত-পরায়ণ।

তত্রৈব (১/৩১) মধুমঙ্গলের প্রতি
শ্রীকৃষ্ণোক্তি—

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লীপরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালী-রসভরো
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদম্ ॥১৬০॥

হে সখে, এই বৃন্দাবন আমাদের ইন্দ্রিয়-বৃন্দকে এই নানাভাবে আনন্দিত করিতেছে,

—কোনস্থলে ভৃঙ্গীগণের গীত হইতেছে, কোনস্থল মন্দ মন্দ মলয়ানিলদ্বারা শীতল হইতেছে, কোনস্থলে বল্লীগণ নৃত্য করিতেছে, কোনস্থলে মল্লিকাফুলের অমল পরিমল প্রবাহিত হইতেছে, কোনস্থলে বা ধারাবিশিষ্ট দাড়িম্বফলসমূহ রসভরে রস নিঃসরণ করিতেছে।

তত্র মুরলী যথা—

বিদগ্ধমাধবে (৩/১) ললিতার প্রতি
পৌর্ণমাসীর উক্তি—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো
বহন্তী সঙ্কীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ।
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমল-জাম্বূনদময়ী
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী॥

তিন অঙ্গুলী পরিমিত, ইন্দ্রনীলমণিখচিত, উভয়পার্শ্বে অরুণমণি দ্বারা তৎপরিমাণ-স্থল-শোভিত- তাহার মধ্যে হীরকোজ্জ্বলিত বিমল-স্বর্ণময়ী এই কল্যাণী কৃষ্ণকেলিমুরলী কৃষ্ণকরে বিহার করিতেছেন।

বিদগ্ধমাধবে (৫/১৭) বিশাখার সমক্ষে
শ্রীরাধার উক্তি—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য
পাণৌ স্থিতির্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া সখি গুরোর্বিষমা গৃহীতা
গোপাঙ্গনাগণবিমোহনমন্ত্রদীক্ষা॥১৬২॥

হে সখি মুরলি, তুমি—সদ্বংশজাত, পুরুষোত্তমের হস্তস্থিত এবং জাতিতে সরলা হইয়াও কেন গোপাঙ্গনাগণের বিমোহনকারী বিশেষ গুরুতর (বিষম) মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ?

বিদগ্ধমাধবে (৪/৭)
পদ্মার প্রতি চন্দ্রাবলীর উক্তি—

সখি মুরলি বিশালচ্ছিদ্রজালেন পূর্ণা
লঘুরতিকঠিনা ত্বং গ্রন্থিলা নীরসাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন॥১৬৩॥

হে সখি মুরলি, তুমি—মহাছিদ্রসমূহে পূর্ণ, লঘু, অতিকঠিন, নীরস ও জটিল হইয়াও কোন্ পুণ্যোদয়-হেতু নিরন্তর কৃষ্ণ-বদন-চুম্বনানন্দঘনত্বময় কৃষ্ণকরালিঙ্গন-ভজন স্বীকার করিতেছ?

তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা—

বিদগ্ধমাধবে (১/২৭) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
মধুমঙ্গলোক্তি কালে আকাশধ্বনি—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং কুর্ব্বন্মুহুস্তুম্বুরুং
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্ বিস্মাপয়ন্ বেধসম্।
ঔৎসুক্যাবলিভির্বলিং চটুলয়ন্ ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্
ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিমভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ॥

মেঘের গতিরোধপূর্ব্বক, তুম্বুরাদি গন্ধর্ব্বকে চমৎকার করতঃ, সনন্দনাদি ঋষিগণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া, ব্রহ্মার বিস্ময় উৎপাদনপূর্ব্বক ধীর-স্থির (অর্থাৎ অটল-অচল) বলিরাজকে ঔৎসুক্যসমূহের দ্বারা চটুল চঞ্চল করতঃ, পৃথ্বীধারী সর্পরাজ অনন্তকে ঘূর্ণনপূর্ব্বক এবং ব্রহ্মাণ্ডকটাহভিত্তি ভেদপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভ্রমণ করিয়াছিল।

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা—

বিদগ্ধমাধবে (১/১৭) নান্দীমুখীর প্রতি
পৌর্ণমাসীর উক্তি—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ
প্রভাতি নবজাগুড়-দ্যুতিবিড়ম্বিপীতাম্বরঃ।
অরণ্যজপরিক্রিয়া-দমিতদিব্যবেশাদরো
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জ্বলাঙ্গো হরিঃ॥১৬৫॥

এই কৃষ্ণ নয়নশোভায় অতিসুন্দর শ্বেতপদ্মের প্রভা হরণ করিয়াছেন; ইঁহার নবকুঙ্কুমদ্যুতি-বিড়ম্বি-পীতাম্বর শোভা পাইতেছে; ইনি বন্য-বেশালঙ্কারাদি দ্বারা দিব্য-বেশাদির আদর দূর করিয়াছেন;—এবম্ভুত ইন্দ্রনীলমণি

অপেক্ষাও মনোহরদ্যুতিসম্পন্ন উজ্জ্বল কৃষ্ণ-চন্দ্র শোভা পাইতেছেন।

বিদগ্ধমাধবে (৪/২৭)

শ্রীরাধার প্রতি ললিতার উক্তি—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারিনেত্রাঞ্চলম্।
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
বিভ্রদ্ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥

হে সখি, হে বরাঙ্গি, যাঁহার বাম-জঙ্ঘার অধস্তটে দক্ষিণ পদ ন্যস্ত, যাঁহার অঙ্গ-মধ্য-ভাগ—কিঞ্চিৎ ত্রিভঙ্গময়, যাঁহার কন্ধর তির্য্যক্ স্তম্ভিত (স্থির), যাঁহার নেত্রাঞ্চল (অপাঙ্গ-দৃষ্টি) বঙ্কিম, সেই ঈষদুন্মীলিত (মুকুলিত) অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর সংলগ্ন বংশীধারী এবং মুখপদ্মে ভ্রূরূপি ভ্রমর-পরিশোভিত তোমার সম্মুখস্থিত এই পরমানন্দময় পুরুষকে তুমি স্বীকার কর।

বিদগ্ধমাধবে (১/৫২)

ললিতার প্রতি শ্রীরাধার উক্তি—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা
মরকতমণিলক্ষৈর্গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥১৬৭॥

হে সুমুখি, আমাদের সম্মুখে ইনি কোন্ বিশ্বকর্ম্মা?—যিনি তীক্ষ্ণ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ টঙ্কের ছটা দ্বারাই কুলবধূদিগের স্বধর্ম্মরূপ পাষাণবৃন্দকে ভেদ করতঃ অসংখ্য মরকত-মণিতুল্য স্বীয় শ্যামসুন্দর বপুর্দ্বারা গোষ্ঠপ্রকোষ্ঠ যুগপৎ রচনা করিতেছেন?

বিদগ্ধমাধবে (১/৪৯) শ্রীরাধার প্রতি
ললিতার উক্তি—

মহেন্দ্রমণিমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি-
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা।
সখি স্থিরকুলাঙ্গনা-নিকর-নীবি-বন্ধার্গল-
চ্ছিদাকরণ-কৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥

হে সখি, মহা-ইন্দ্রমণিমণ্ডলীর মদবিনাশিনী দেহ-দ্যুতিবিশিষ্ট ব্রজরাজকুলচন্দ্রস্বরূপ কোন নব্যযুবা স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছেন;—ধৈর্য্যশীলা কুলাঙ্গনা-সমূহেরনীবিবন্ধচ্ছেদনকারী কৌতুক-বিশিষ্টা ইহার বংশীধ্বনি জয়যুক্ত হইতেছে।

তত্র শ্রীরাধা যথা—

বিদগ্ধমাধবে (১/৩২) পৌর্ণমাসীর উক্তি—

বলাদক্ষ্ণোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥

যাঁহার নয়নশোভা নবীন নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমলবনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বূনদকে কষ্টদশায় নীত করায়, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস অর্থাৎ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতেছে।

বিদগ্ধমাধবে (৫/২০)

মধুমঙ্গলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্ ॥১৭০॥

চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও দিবাভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে মলিন (মুদিত) হয়, কিন্তু হে সখে, আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল, সুতরাং কাহার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে?

বিদগ্ধমাধবে (২/৫১) শ্রীকৃষ্ণের স্বগতোক্তি —

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষঃ ॥১৭১॥

যাঁহার মন্দমন্দ হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল প্রমদরস-তরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, কামধেনুর ন্যায় যাঁহার ভ্রূলতা নৃত্য করিতেছে, সেই পক্ষ্মলাক্ষীর কটাক্ষ মদকলচঞ্চলা ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিরূপা ভঙ্গী ধারণপূর্ব্বক আমার হৃদয়কে দংশন করিয়াছে।

রায় কহে,—তোমার কবিত্ব অমৃতের ধার।
দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী-ব্যবহার ॥১৭২॥
রূপ কহে,—কাহাঁ তুমি সূর্য্যোপম ভাস।
মুঞি কোন ক্ষুদ্র,—যেন খদ্যোত-প্রকাশ ॥১৭৩॥
তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখ-ব্যাদান।
এত বলি' নান্দী-শ্লোক করিলা ব্যাখ্যান ॥১৭৪॥

ললিতমাধবে (১/১)—

স্বররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-
ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।
চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী
দিশতু মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥১৭৫॥

স্বররিপু-পত্নীদিগের স্তনরূপ চক্রবাক্ ও মুখরূপ কমলসমূহ খিন্ন অর্থাৎ দুঃখগ্রস্ত করিয়া মুকুন্দের যে অখণ্ড যশশ্চন্দ্র স্বীয় অখিল সুহৃদ্‌রূপ চকোরদিগের চিরদিন আনন্দ বিধান করেন, তাহা তোমাদিগের সুখ বিধান করুন।

দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি?—রায় পুছিলা।
সঙ্কোচ পাঞা রূপ কহিতে লাগিলা ॥১৭৬॥

ললিতমাধবে (১/৩) সূত্রধারের ইষ্টদেব-প্রণাম—

নিজপ্রণয়িতাং সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিত-তমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥১৭৭॥

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ-প্রণয়-রসসুধা বিস্তার করিতেছেন, সেই দ্বিজকুলের অধিরাজরূপে অবস্থিতি-অঙ্গী-কারকারী, তমঃ-সমূহ-দূরকারী, জগন্মানস-বশকারী শচী-নন্দনাখ্য চন্দ্র আমার মঙ্গল বিধান করুন।

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহেন কিছু করি' রোষাভাস ॥১৭৮॥
কাহাঁ তোমার কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে মিথ্যা কেনে স্তুতি-ক্ষারবিন্দু? ১৭৯॥
রায় কহে,—রূপের কাব্য অমৃতের পূর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর ॥১৮০॥
প্রভু কহে,—রায়, তোমার ইহাতে উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস ॥১৮১॥
রায় কহে,—লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্ট-দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে ॥১৮২॥
রায় কহে,—কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ?
তবে রূপ-গোসাঞি কহে তাহার বিশেষ ॥১৮৩॥

ললিতমাধবে (১/১১) নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি—

নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা।
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥

নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ (কংসকে) নাশ করিয়া কলানিধির (কৃষ্ণচন্দ্রের) 'পূর্ণমনোরথ'-নামক গুণযুক্ত সময়ে তাহার (শ্রীরাধার) পাণিগ্রহণ-কার্য্য বিধেয় হইতেছে।

'উদ্‌ঘাত্যক' নাম এই 'আমুখ'—'বীথী' অঙ্গ।
তোমার আগে কহি—ইহা ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ ॥

সাহিত্যদর্পণে দৃশ্যশ্রব্যনিরূপণে (৬/২৮৯)—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে ॥

মনুষ্যগণ অস্ফুটার্থ পদসকলের অর্থ বুঝিবার জন্য অন্যপদের সহিত যাহা যোজনা করে, তাহাকে 'উদ্‌ঘাত্যক' বলে।

রায় কহে,—কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।
শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ-উদ্দেশ ॥১৮৭॥

তত্র শ্রীবৃন্দাবনং যথা—ললিতমাধবে (১/২৩) গার্গীর প্রতি পৌর্ণমাসীর উক্তি—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।

ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ
প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥১৮৮॥

গোখুরোত্থ রজঃ হরিকে সূচনা করিতেছে; সম্মুখে তমঃ (অন্ধকার) গোপীদিগের সহিত তাঁহাকে মিলিত করাইতেছে; সুতরাং গোপবধূদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞশ্রুতিরও অগোচর হইয়াছে।

তত্র মুরলীনিঃস্বনং যথা —

ললিতমাধবে (১/২৪) পৌর্ণমাসীর প্রতি গার্গীর উক্তি —

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥

নিপুণা তাৎপর্য্যশালিনী, শ্রেষ্ঠবংশজ-বংশীর কাকলীরূপা যে দূতী লজ্জা দূর করাইয়া গৃহ হইতে শ্রীরাধাকে বনে আকর্ষণ করেন, তিনি জয়যুক্তা হউন।

তত্র শ্রীকৃষ্ণো যথা —

ললিতমাধবে (২/১১) শ্রীকৃষ্ণদর্শনে সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি —

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চলতস্করৈ-
র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাদ্বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥১৯০॥

হে সহচরি, নবঘনদ্যুতি, মদমত্তহস্তীর ন্যায় লীলাকারী, আশঙ্কা-শূন্য এই যুবা কে? ইনি কোথা হইতে ব্রজ-ভূমিতে আসিয়াছেন? আহা, ইনি চঞ্চলগতিদ্বারা এবং চৌরের ন্যায় দৃষ্টিদ্বারা চিত্তকোষ হইতে আমার চিত্তের ধৃতিধন লুটিয়া লইতেছেন।

তত্র শ্রীরাধা যথা —

ললিতমাধবে (২/১০)

শ্রীরাধা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি —

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥১৯১॥

যে রাধিকা — আমার মনঃকরীন্দ্রের নিকট বিহারগঙ্গাস্বরূপা, আমার চক্ষুচকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভারূপা এবং আমার বক্ষঃরূপ আকাশের নিকট তদাভরণ-স্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, অদ্য আমি সেই রাধিকাকে উন্নত-মনোরথের সহিত প্রাপ্ত হইলাম।

এত শুনি' রায় কহে প্রভুর চরণে।
রূপের কবিত্ব প্রশংসি' সহস্র-বদনে ॥১৯২॥
কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥১৯৩॥
প্রেম-পরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন।
শুনি' চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন ॥১৯৪॥

প্রাচীনকৃত শ্লোক —

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ॥১৯৫॥

অপরের হৃদয়লগ্ন হইয়া যদি তাহার মস্তকই চঞ্চল না করিতে পারে, তবে কবির কাব্যে এবং ধানুকীর ধনুতে কি প্রয়োজন?

তোমার শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী।
তুমি শক্তি দিয়া কহাও, — হেন অনুমানি ॥১৯৬॥
প্রভু কহে, — প্রয়াগে আমা-সনে হইল মিলন।
ইঁহার গুণে ইঁহাতে আমার তুষ্ট হৈল মন ॥১৯৭॥
মধুর প্রসঙ্গ ইঁহার কাব্য সালঙ্কার।
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার ॥১৯৮॥
সবে কৃপা করি' ইঁহারে দেহ' এই বর।
ব্রজলীলা-প্রেমরস যেন বর্ণে নিরন্তর ॥১৯৯॥
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম — 'সনাতন'।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥২০০॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥২০১॥
এই দুই ভাইয়ে আমি পাঠাইলুঁ বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে ॥২০২॥

রায় কহে,—ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে।
কাষ্ঠের পুতলী তুমি পার নাচাইতে ॥২০৩॥
মোর মুখে যে সব রস করিলা প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে ॥২০৪॥
ভক্তে কৃপা-হেতু প্রকাশিতে চাহ ব্রজ-রস।
যারে করাও, সেই করিবে, জগৎ তোমার বশ ॥
তবে মহাপ্রভু কৈলা রূপে আলিঙ্গন।
তাঁরে করাইলা সবার চরণ বন্দন ॥২০৬॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ।
কৃপা করি' রূপে সবে কৈলা আলিঙ্গন ॥২০৭॥
প্রভু-কৃপা রূপে, আর রূপের সদ্‌গুণ।
দেখি' চমৎকার হৈল সবাকার মন ॥২০৮॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা।
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা ॥২০৯॥
হরিদাস কহে,—তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।
যে সব বর্ণিলা, ইহার কে জানে মহিমা ? ২১০॥
শ্রীরূপ কহেন,—আমি কিছুই না জানি।
যেই মহাপ্রভু কহান, সেই কহি বাণী ॥২১১॥

ভঃ রঃ সি (১/১/২)—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥*

এইমত দুইজন কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে ॥২১৩॥
চারি মাস রহি' সব প্রভুর ভক্তগণ।
গোসাঞি বিদায় দিলা, গৌড়ে করিলা গমন ॥
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা।
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা ॥২১৫॥
দোলযাত্রা রহি' প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা।
অনেক প্রসাদ করি' শক্তি সঞ্চারিলা ॥২১৬॥
বৃন্দাবনে যাহ' তুমি, রহিহ বৃন্দাবনে।
একবার ইহাঁ পাঠাইহ সনাতনে ॥২১৭॥
ব্রজে যাই' রসশাস্ত্র করিহ নিরূপণ।
লুপ্ত-তীর্থ সব তাঁহা করিহ প্রচারণ ॥২১৮॥
কৃষ্ণসেবা, রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে তাঁহা যাইমু একবার ॥২১৯॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
রূপ-গোসাঞি শিরে ধরে প্রভুর চরণ ॥২২০॥
প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা।
পুণরপি গৌড়-পথে বৃন্দাবনে আইলা ॥২২১॥
এই ত' কহিলাঙ পুনঃ রূপের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥২২২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২২৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরূপ-সঙ্গোৎসবো নাম প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথা-
ন্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

আমি শ্রীগুরুর পদকমল, এবং গুরুসকল, বৈষ্ণবসকল, রূপগোস্বামী, সনাতনগোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও জীব, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং পরিজনসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতাবিশাখাদিযুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
সর্ব্ব-লোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার।
নিস্তারের হেতু তার ত্রিবিধ প্রকার ॥৩॥

* মধ্য ১৯ পঃ ১৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সাক্ষাৎ-দর্শন, আর যোগ্যভক্ত-জীবে।
'আবেশ' করয়ে কাহাঁ হঞা 'আবির্ভাবে' ॥৪॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে প্রায় সব নিস্তারিলা।
নকুল-ব্রহ্মচারীর দেহে 'আবিষ্ট' হইলা ॥৫॥
প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দ আগে কৈলা 'আবির্ভাব'।
'লোক নিস্তারিব',—এই ঈশ্বর-স্বভাব ॥৬॥
সাক্ষাৎ-দর্শনে সব জগৎ তারিলা।
একবার যে দেখিলা, সে কৃতার্থ হইলা ॥৭॥
গৌড়-দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া।
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুরে মিলিয়া ॥৮॥
আর নানা-দেশের লোক আসি' জগন্নাথ।
চৈতন্য-চরণ দেখি' হইল কৃতার্থ ॥৯॥
সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী।
দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর মনুষ্য-বেশে আসি' ॥১০॥
প্রভুরে দেখিয়া যায় 'বৈষ্ণব' হঞা।
কৃষ্ণ বলি' নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥১১॥
এইমত দর্শনে ত্রিজগৎ নিস্তারি'।
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী ॥১২॥
তা-সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে।
যোগ্যভক্ত-জীবদেহে করেন 'আবেশে' ॥১৩॥
সেই জীবে নিজ-শক্তি করেন প্রকাশে।
তাহার দর্শনে 'বৈষ্ণব' হয় সর্ব্বদেশে ॥১৪॥
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন।
গৌড়ে যৈছে আবেশ, করি দিগ্দরশন ॥১৫॥
আম্বুয়া-মুলুকে হয় নকুল-ব্রহ্মচারী।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী ॥১৬॥
গৌড়দেশের লোক নিস্তারিতে মন হৈল।
নকুল-হৃদয়ে প্রভু 'আবেশ' করিল ॥১৭॥
গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় উন্মত্ত হঞা ॥১৮॥
অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, স্বেদ, সাত্ত্বিক বিকার।
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার ॥১৯॥
তৈছে গৌরকান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ।
তাহা দেখিবারে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ ॥২০॥
যারে দেখে, তারে কহে,—কহ কৃষ্ণনাম।
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম ॥২১॥
চৈতন্যের আবেশ হয় নকুলের দেহে।
শুনি' শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে ॥২২॥
পরীক্ষা করিতে তাঁর যবে ইচ্ছা হৈল।
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল ॥২৩॥
আপনে বোলান মোরে, ইহা যদি জানি।
আমার ইষ্ট-মন্ত্র জানি' কহেন আপনি ॥২৪॥
তবে জানি, ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশে।
এত চিন্তি' শিবানন্দ রহিলা দূরদেশে ॥২৫॥
অসংখ্য লোকের ঘটা,—কেহ আইসে যায়।
লোকের সংঘট্ট কেহ দর্শন না পায় ॥২৬॥
ব্রহ্মচারী কহে,—শিবানন্দ আছে দূরে।
জন দুই-চারি যাহ', বোলাহ তাহারে ॥২৭॥
চারিদিকে ধায় লোক 'শিবানন্দ' বলি'।
'শিবানন্দ' কোন্, তোমায় বোলায় ব্রহ্মচারী ॥
শুনি' শিবানন্দ সেন তাঁহা শীঘ্র আইল।
নমস্কার করি' তাঁর নিকটে বসিল ॥২৯॥
ব্রহ্মচারী বলে,—তুমি করিলা সংশয়।
এক-মনা হঞা তাহা শুনহ নিশ্চয় ॥৩০॥
'গৌরগোপাল-মন্ত্র' তোমার চারি-অক্ষর।
অবিশ্বাস ছাড়, যেই করিয়াছ অন্তর ॥৩১॥
তবে শিবানন্দের মনে প্রতীতি হইল।
অনেক সম্মান করি' বহু ভক্তি কৈল ॥৩২॥
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব।
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় 'আবির্ভাব' ॥৩৩॥
শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে, আর রাঘব-ভবনে ॥৩৪॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাকৃষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ-স্বভাব ॥৩৫॥
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা।
ভোজন করিলা, তাহা শুন মন দিয়া ॥৩৬॥
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম।
প্রভুর কৃপাতে তেঁহো বড় ভাগ্যবান্ ॥৩৭॥

এক বৎসর তেঁহো প্রথম একেশ্বর।
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা-অন্তর ॥৩৮॥
মহাপ্রভু তারে দেখি' বড় কৃপা কৈলা।
মাস-দুই তেঁহো প্রভুর নিকটে রহিলা ॥৩৯॥
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈলা গৌড়ে যাইতে।
ভক্তগণে নিষেধিলা ইহাঁকে আসিতে ॥৪০॥
এ-বৎসর তাঁহা আমি যাইমু আপনে।
তাঁহাই মিলিমু সব অদ্বৈতাদি সনে ॥৪১॥
শিবানন্দে কহিহ,—আমি এই পৌষ-মাসে।
আচম্বিতে অবশ্য আমি যাইমু তাঁর পাশে ॥৪২॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা, তেঁহো ভিক্ষা দিবে।
সবারে কহিহ,—এ বৎসর কেহ না আসিবে ॥৪৩॥
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল।
শুনি' ভক্তগণ-মনে আনন্দ হইল ॥৪৪॥
চলিতেছিলা আচার্য্য, রহিলা স্থির হঞা।
শিবানন্দ, জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া ॥৪৫॥
পৌষ-মাসে আইল, দুঁহে সামগ্রী করিয়া।
সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ॥৪৬॥
এইমত মাস গেল, গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ, শিবানন্দ দুঃখিত হইলা ॥৪৭॥
আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা।
দুঁহে তাঁরে মিলি' তবে স্থানে বসাইলা ॥৪৮॥
দুঁহে দুঃখী দেখি' তাঁরে কহে নৃসিংহানন্দ।
তোমা দুঁহাকারে কেনে দেখি নিরানন্দ? ৪৯॥
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা।
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেনে না আইলা?
শুনি' ব্রহ্মচারী কহে,—করহ সন্তোষে।
আমি ত' আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে ॥৫১॥
তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুইজনে।
আনিবে প্রভুরে এবে, নিশ্চয় কৈলা মনে ॥৫২॥
'প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী'—তাঁর নিজ-নাম।
'নৃসিংহানন্দ' নাম তাঁর কৈলা গৌরধাম ॥৫৩॥
দুই দিন ধ্যান করি' শিবানন্দেরে কহিল।
পাণিহাটি-গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল ॥৫৪॥
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহো আসিবেন তোমার ঘরে।
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি ভিক্ষা দিমু তাঁরে ॥
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর।
নিশ্চয় কহিলাঙ, কিছু সন্দেহ না কর ॥৫৬॥
যে চাহিয়ে, তাহা কর হঞা তৎপর।
অতি ত্বরায় করিব পাক, শুন অতঃপর ॥৫৭॥
পাক-সামগ্রী আনহ, আমি যাহা চাই।
যে মাগিল, শিবানন্দ আনি' দিলা তাই ॥৫৮॥
প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিলা অপার।
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর-উপহার ॥৫৯॥
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িলা।
চৈতন্য প্রভুর লাগি' আর ভোগ কৈলা ॥৬০॥
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি' পৃথক্ বাড়িলা।
তিন জনে সমর্পিয়া বাহিরে ধ্যান কৈলা ॥৬১॥
দেখে, শীঘ্র আসি' বসিলা চৈতন্য-গোসাঞি।
তিন ভোগ খাইলা, কিছু অবশিষ্ট নাই ॥৬২॥
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন, পড়ে অশ্রুধার।
হা হা কিবা কর বলি' করয়ে ফুৎকার ॥৬৩॥
জগন্নাথে-তোমায় ঐক্য, খাও তাঁর ভোগ।
নৃসিংহের ভোগ কেনে কর উপযোগ? ৬৪॥
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস।
ঠাকুর উপবাসী রহে, জিয়ে কৈছে দাস? ৬৫॥
ভোজন দেখি' যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস।
নৃসিংহ লক্ষ্য করি' বাহে কিছু করে দুঃখাভাস ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি।
জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই ॥৬৭॥
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন।
তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন ॥৬৮॥
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পাণিহাটি।
সন্তোষ পাইলা দেখি' ব্যঞ্জন-পরিপাটী ॥৬৯॥
শিবানন্দ কহে,—কেনে করহ ফুৎকার?
ব্রহ্মচারী কহে,—দেখ প্রভুর ব্যবহার ॥৭০॥
তিন জনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা।
জগন্নাথ-নৃসিংহ উপবাসী হইলা ॥৭১॥

শুনি' শিবানন্দের চিত্তে হইল সংশয়।
কিবা প্রেমাবেশে কহে, কিবা সত্য হয় ॥৭২॥
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী।
সামগ্রী আনহ নৃসিংহের পুনঃ পাক করি ॥৭৩॥
তবে শিবানন্দ ভোগ-সামগ্রী আনিলা।
পাক করি' নৃসিংহের ভোগ লাগাইলা ॥৭৪॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ।
নীলাচলে দেখে যাঞা প্রভুর চরণ ॥৭৫॥
এক দিন সভাতে প্রভু বাত্ চালাইলা।
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা ॥৭৬॥
গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন-ব্যঞ্জন ॥৭৭॥
শুনি' ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল।
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল ॥৭৮॥
এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন-দর্শন ॥৭৯॥
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে।
'নিরন্তর আবির্ভাব' রাঘবের ঘরে ॥৮০॥
প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
প্রেমবশ হঞা তাঁহা দেন দরশন ॥৮১॥
শিবানন্দের প্রেমলীলা কে কহিতে পারে?
যাঁর প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে বারে ॥৮২॥
এই ত' কহিলুঁ গৌরের 'আবির্ভাব'।
ইহা যেই শুনে, জানে চৈতন্য-প্রভাব ॥৮৩॥
পুরুষোত্তমে প্রভু-পাশে ভগবান্-আচার্য্য।
পরম-বৈষ্ণব তেঁহো সুপণ্ডিত আর্য্য ॥৮৪॥
সখ্যভাবাক্রান্ত-চিত্ত, গোপ-অবতার।
স্বরূপ-গোসাঞি-সহ সখ্য-ব্যবহার ॥৮৫॥
একান্তভাবে আশ্রিয়াছেন চৈতন্যচরণ।
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহো করেন নিমন্ত্রণ ॥৮৬॥
ঘরে ভাত করি' করেন বিবিধ ব্যঞ্জন।
একলে গোসাঞি লঞা করান ভোজন ॥৮৭॥
তাঁর পিতা 'বিষয়ী' বড় শতানন্দ-খাঁন।
'বিষয়বিমুখ' আচার্য্য—'বৈরাগ্যপ্রধান' ॥৮৮॥

'গোপাল-ভট্টাচার্য্য' নাম, তাঁর ছোট-ভাই।
কাশীতে 'বেদান্ত' পড়ি' গেলা আচার্য্য-ঠাঞি ॥
আচার্য্য তাহারে প্রভুপদে মিলাইলা।
অন্তর্যামী প্রভু, চিত্তে সুখ না পাইলা ॥৯০॥
আচার্য্য-সম্বন্ধে বাহে করে প্রীত্যাভাস।
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস ॥৯১॥
স্বরূপ-গোসাঞিরে আচার্য্য কহে আর দিনে।
বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে ॥৯২॥
সবে মেলি' আইস, শুনি 'ভাষ্য' ইহার স্থানে।
প্রেম-ক্রোধ করি' স্বরূপ বলয় বচনে ॥৯৩॥
বুদ্ধি ভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপলের সঙ্গে।
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে ॥৯৪॥
বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে ॥
মহাভাগবত যেই, কৃষ্ণ প্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর ॥৯৬॥
আচার্য্য কহে,—আমা-সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্তে।
আমা-সবার মন ভাষ্য নারে ফিরাইতে ॥৯৭॥
স্বরূপ কহে,—তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে।
'চিৎ ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা'—এইমাত্র শুনে ॥৯৮॥
জীবজ্ঞান—কল্পিত, ঈশ্বরে—সকল অজ্ঞান।
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন-প্রাণ ॥৯৯॥
লজ্জা-ভয় পাঞা আচার্য্য মৌন হইলা।
আর দিন গোপালেরে দেশে পাঠাইলা ॥১০০॥
এক দিন আচার্য্য প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি' করে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১০১॥
'ছোট-হরিদাস' নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া।
তাহারে কহেন ডাকি' আপনে আনিয়া ॥১০২॥
মোর নামে শিখি-মাহিতির ভগিনী-স্থানে গিয়া।
শুক্লচাউল এক-মান আনহ মাগিয়া ॥১০৩॥
মাহিতির ভগিনীর নাম—মাধবী-দেবী।
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরমা-বৈষ্ণবী ॥১০৪॥
প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার 'গণ'।
জগতের মধ্যে 'পাত্র'—সাড়ে তিন জন ॥১০৫॥

স্বরূপ-গোসাঞি, আর রায়-রামানন্দ।
শিখি-মাহিতি—তিন, তাঁর ভগিনী—অর্দ্ধজন ॥
তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি' আনিল হরিদাস।
তণ্ডুল দেখি' আচার্য্যের অধিক উল্লাস ॥১০৭॥
স্নেহে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন।
দেউল-প্রসাদ, আদা-চাকি, লেম্বু-সলবণ ॥১০৮॥
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা।
শাল্যন্ন দেখি' প্রভু আচার্য্যে পুছিলা ॥১০৯॥
উত্তম অন্ন এত তণ্ডুল কাহাঁতে পাইলা ?
আচার্য্য কহে,—মাধবী-পাশ মাগিয়া আনিলা ॥
প্রভু কহে,—কোন্ যাই' মাগিয়া আনিল ?
ছোট-হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল ॥১১১॥
অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা।
নিজগৃহে আসি' গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা ॥১১২॥
আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহাঁ আসিতে না দিবা ॥১১৩॥
দ্বার-মানা, হরিদাস দুঃখী হৈল মনে।
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, কেহ নাহি জানে ॥১১৪॥
তিন দিন হরিদাস করে উপবাস।
স্বরূপাদি সবে পুছিলা প্রভুর পাশ ॥১১৫॥
কোন্ অপরাধ, প্রভু, কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার-মানা, করে উপবাস ? ১১৬॥
প্রভু কহে,—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন ॥১১৭॥
দুর্ব্বার-ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥১১৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/১৯/১৭) ও মনুসংহিতায় (২/২১৫)—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥১১৯॥

মাতার সহিত, ভগ্নীর সহিত এবং দুহিতার সহিত নির্জ্জনে কখনও থাকিবে না; কেননা, বলবান্ ইন্দ্রিয়-সমূহ বিদ্বান্-পুরুষেরও মন আকর্ষণ করিতে পারে।

ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে 'প্রকৃতি' সম্ভাষিয়া ॥১২০॥
এত কহি' মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা।
গোসাঞির আবেশ দেখি' সবে মৌন হৈলা ॥
আর দিন সবে মেলি' প্রভুর চরণে।
হরিদাস লাগি' কিছু কৈলা নিবেদনে ॥১২২॥
অল্প অপরাধ, প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হইল না করিবে অপরাধ ॥১২৩॥
প্রভু কহে,—মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥১২৪॥
নিজ-কার্য্যে যাহ' সবে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ যদি কহ আমা না দেখিবে হেথা ॥১২৫॥
এত শুনি' সবে নিজ-কর্ণে হস্ত দিয়া।
নিজ-নিজ-কার্য্যে সবে গেল ত' উঠিয়া ॥১২৬॥
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি' গেলা।
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা ॥১২৭॥
আর দিন সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে।
প্রভুকে প্রসন্ন কর—কৈলা নিবেদনে ॥১২৮॥
তবে পুরী-গোসাঞি একা প্রভু-স্থানে আইলা।
নমস্করি' প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা ॥১২৯॥
পুছিলা,—কি আজ্ঞা ? কেনে হৈল আগমন ?
হরিদাসে প্রসাদ লাগি' কৈলা নিবেদন ॥১৩০॥
শুনিয়া কহেন প্রভু,—শুনহ, গোসাঞি।
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি ॥১৩১॥
মোরে আজ্ঞা হয়, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা, গোবিন্দ-মাত্র সাথ ॥১৩২॥
এত বলি' প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা।
পুরীরে নমস্কার করি' উঠিয়া চলিলা ॥১৩৩॥
আস্তে-ব্যস্তে পুরী-গোসাঞি প্রভু-আগে গেলা।
অনুনয় করি' প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা ॥১৩৪॥
তোমার যে ইচ্ছা, কর, স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ? ১৩৫॥
লোক-হিত লাগি' তোমার সব ব্যবহার।
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥১৩৬॥

এত বলি' পুরী-গোসাঞি গেলা নিজ-স্থানে।
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে ॥১৩৭॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহে,—শুন, হরিদাস।
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি, করহ বিশ্বাস ॥১৩৮॥
প্রভু হঠে পড়িয়াছে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু-অন্তর ॥১৩৯॥
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে।
স্নান ভোজন কৈলে, আপনে ক্রোধ যাবে ॥১৪০॥
এত বলি' তারে স্নান ভোজন করাঞা।
আপন-ভবন আইলা তারে আশ্বাসিয়া ॥১৪১॥
প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে।
দূরে রহি' হরিদাস করেন দরশনে ॥১৪২॥
মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে?
নিজ-ভক্তে দণ্ড করেন 'ধর্ম্ম' বুঝাইতে ॥১৪৩॥
দেখি' ত্রাস উপজিল সব-ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥১৪৪॥
এইমতে হরিদাসের এক বৎসর গেল।
তবু মহাপ্রভুর মনে প্রসাদ নহিল ॥১৪৫॥
রাত্রি-শেষে প্রভুরে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রয়াগেতে গেল কারেহ কিছু না বলিয়া ॥১৪৬॥
প্রভুপদপ্রাপ্তি লাগি' সংকল্প করিল।
ত্রিবেণী প্রবেশ করি' প্রাণ ছাড়িল ॥১৪৭॥
সেইক্ষণে প্রভু-স্থানে দিব্য-দেহে আইলা।
প্রভুকৃপা পাঞা অন্তর্দ্ধানেই রহিলা ॥১৪৮॥
গন্ধর্ব্ব-দেহে গান করেন অন্তর্দ্ধানে।
রাত্রে প্রভুরে শুনায়, অন্যে নাহি জানে ॥১৪৯॥
এক দিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে।
হরিদাস কাহাঁ? তারে আনহ এখানে ॥১৫০॥
সবে কহে,—হরিদাস বর্ষপূর্ণ দিনে।
রাত্রে উঠি' কাহাঁ গেলা, কেহ নাহি জানে ॥১৫১॥
শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা।
সব-ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিলা ॥১৫২॥
এক দিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ।
কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর, মুকুন্দ ॥১৫৩॥

সমুদ্রস্নানে গেলা সবে, শুনে কথো দূরে।
হরিদাস গায়েন, যেন ডাকি' কণ্ঠস্বরে ॥১৫৪॥
মনুষ্য না দেখে,—মধুর গীতমাত্র শুনে।
গোবিন্দাদি সবে মেলি' কৈল অনুমানে ॥১৫৫॥
বিষাদি খাঞা হরিদাস আত্মঘাত কৈল।
সেই পাপে জানি 'ব্রহ্মরাক্ষস' হৈল ॥১৫৬॥
আকার না দেখি, মাত্র শুনি তার গান।
স্বরূপ কহেন,—এই মিথ্যা অনুমান ॥১৫৭॥
আ-জন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥১৫৮॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি সে হয়।
প্রভু-ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥১৫৯॥
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপ আইল।
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহো সবারে কহিল ॥১৬০॥
যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল।
শুনি' শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় হইল ॥১৬১॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা।
প্রভুরে মিলিলা আসি' আনন্দিত হঞা ॥১৬২॥
হরিদাস কাহাঁ? যদি শ্রীবাস পুছিলা।
'স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্'—প্রভু উত্তর দিলা ॥
তবে শ্রীবাস তার বৃত্তান্ত কহিল।
যৈছে সংকল্প, যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিল ॥১৬৪॥
শুনি' প্রভু হাসি' কহে সুপ্রসন্ন-চিত্ত।
প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥১৬৫॥
স্বরূপাদি মিলি' তবে বিচার করিলা।
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশ আইলা ॥
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন।
যাহা শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ-মন ॥১৬৭॥
আপন-কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
স্বভক্তের গাঢ়-অনুরাগ-প্রকটীকরণ ॥১৬৮॥
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ।
এক-লীলায় করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত ॥১৬৯॥
মধুর চৈতন্যলীলা—সমুদ্র-গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই 'ভক্ত' 'ধীর' ॥

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥১৭১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৭২॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-দণ্ডরূপ-শিক্ষা নাম দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনা-
থান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥*
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া-ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু-ব্যবহার ॥৩॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার।
প্রভু-সনে বাত্ কহে, প্রভু 'প্রাণ' তার ॥৪॥
প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে।
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে ॥৫॥
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে।
প্রভুরে না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ॥৬॥
নিত্য আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত।
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে,—বালকের রীত ॥৭॥
তাহা দেখি' দামোদর দুঃখ পায় মনে।
বলিতে না পারে, বালক নিষেধ না মানে ॥৮॥
আর দিন সেই বালক প্রভু-স্থানে আইলা।
গোসাঞি তারে প্রীতি করি' বার্ত্তা পুছিলা ॥৯॥

* অন্ত্য ২য় পঃ ১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কতক্ষণে সে বালক উঠি' যবে গেলা।
সহিতে না পারে, দামোদর কহিতে লাগিলা ॥
অন্যোপদেশে পণ্ডিত—কহে গোসাঞির ঠাঞি।
'গোসাঞি' 'গোসাঞি' এবে জানিমু 'গোসাঞি ॥
এবে গোসাঞির গুণ সব লোকে গাইবে।
গোসাঞি-প্রতিষ্ঠা সব পুরুষোত্তমে হইবে ॥১২॥
শুনি' প্রভু কহে,—ক্যা কহ, দামোদর?
দামোদর কহে,—তুমি স্বতন্ত্র 'ঈশ্বর' ॥১৩॥
স্বচ্ছন্দে আচার কর, কে পারে বলিতে?
মুখর জগতের মুখ পার আচ্ছাদিতে ॥১৪॥
পণ্ডিত হঞা মনে কেনে বিচার না কর?
রাণ্ডী-ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেনে কর? ১৫॥
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ—সুন্দরী যুবতী ॥১৬॥
তুমিহ—পরম-যুবা, পরম-সুন্দর।
লোকের কাণাকাণি-বাতে দেহ' অবসর ॥১৭॥
এত বলি' দামোদর মৌন হইলা।
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি' বিচারিলা ॥১৮॥
ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর-সম মোর নাহি 'অন্তরঙ্গ' ॥১৯॥
এতেক বিচারি' প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা।
আর দিনে দামোদরে নিভৃতে বোলাইলা ॥২০॥
প্রভু কহে,—দামোদর, চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা ॥২১॥
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি আন।
আমাকেহ যাতে তুমি কৈলা সাবধান ॥২২॥
তোমা-সম 'নিরপেক্ষ' নাহি মোর গণে।
'নিরপেক্ষ' নহিলে 'ধর্ম্ম' না যায় রক্ষণে ॥২৩॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমারে করিলা দণ্ড, আন কেবা হয় ॥২৪॥
মাতার গৃহে রহ যাই' মাতার চরণে।
তোমার আগে নাহি কারো স্বচ্ছন্দাচরণে ॥২৫॥
মধ্যে মধ্যে আসিবা কভু আমার দরশনে।
শীঘ্র করি' পুনঃ তাঁহা করহ গমনে ॥২৬॥

মাতারে কহিহ মোর কোটী নমস্কারে।
মোর সুখ-কথা কহি' সুখ দিহ' তাঁরে ॥২৭॥
নিরন্তর নিজ-কথা তোমারে শুনাইতে।
এই লাগি' প্রভু মোরে পাঠাইলা ইহাঁতে ॥২৮॥
এত কহি' মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইহ।
আর গুহ্যকথা তাঁরে স্মরণ করাইহ ॥২৯॥
বারে বারে আসি' আমি তোমার ভবনে।
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে ॥৩০॥
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান'।
বাহ্য বিরহে তাহা স্ফূর্ত্তি করি' মান' ॥৩১॥
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা।
নানা ব্যঞ্জন, ক্ষীর, পিঠা, পায়স রান্ধিলা ॥৩২॥
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞা যবে কৈলা ধ্যান।
আমার স্ফূর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ন ॥৩৩॥
আস্তে-ব্যস্তে আমি গিয়া সকলি খাইল।
আমি খাই,—দেখি' তোমার সুখ উপজিল ॥৩৪॥
ক্ষণেকে অশ্রু মুছিয়া শূন্য দেখি' পাত।
স্বপ্ন দেখিলুঁ, যেন নিমাঞি খাইল ভাত ॥৩৫॥
বাহ্য-বিরহ-দশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল।
ভোগ না লাগাইলুঁ,—এই জ্ঞান হৈল ॥৩৬॥
পাকপাত্রে দেখিলা, সব অন্ন আছে ভরি'।
পুনঃ ভোগ লাগাইলা, স্থান-সংস্কার করি' ॥৩৭॥
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন।
তোমার শুদ্ধপ্রেমে মোরে করে আকর্ষণ ॥৩৮॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে।
নিকটে লঞা যাও আমা তোমার প্রেমবলে ॥৩৯॥
এইমত বার বার করাইহ স্মরণ।
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিহ চরণ ॥৪০॥
এত কহি' জগন্নাথের প্রসাদ আনাইলা।
মাতাকে, বৈষ্ণবে দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিলা ॥৪১॥
তবে দামোদর চলি' নদীয়া আইলা।
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা ॥৪২॥
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিলা।
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা, পণ্ডিত তাহা আচরিলা ॥৪৩॥

দামোদর-আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার।
তার ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার ॥৪৪॥
প্রভুগণে যাঁর দেখে অল্পমর্য্যাদা-লঙ্ঘন।
বাক্যদণ্ড করি' করে মর্য্যাদা স্থাপন ॥৪৫॥
এই ত' কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড।
যাহার শ্রবণে ভাগে 'অজ্ঞান' 'পাষণ্ড' ॥৪৬॥
চৈতন্যের লীলা—গম্ভীর, কোটিসমুদ্র হৈতে।
কি লাগি' কি করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥৪৭॥
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি।
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি ॥৪৮॥
এক দিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা।
তাঁহা লঞা গোষ্ঠী করি' তাঁহারে পুছিলা ॥৪৯॥
হরিদাস, কলিকালে যবন অপার।
গো-ব্রাহ্মণে হিংসা করে মহা-দুরাচার ॥৫০॥
ইহা-সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার?
তাহার হেতু না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥৫১॥
হরিদাস কহে,—প্রভু, চিন্তা না করিহ।
যবনের সংসার দেখি' দুঃখ না ভাবিহ ॥৫২॥
যবনসকলের 'মুক্তি' হবে অনায়াসে।
হা রাম, হা রাম বলি' কহে নামাভাসে ॥৫৩॥
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে,—'হা রাম', 'হা রাম'।
যবনের ভাগ্য দেখ, লয় সেই নাম ॥৫৪॥
যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে হয় নামাভাস।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥৫৫॥

নৃসিংহ-পুরাণ-বচন—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হা রামেতি পুনঃ পুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥

কোন ম্লেচ্ছ কোন দংষ্ট্রী বরাহকর্ত্তৃক দন্তাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঘৃণাপূর্ব্বক 'হা রাম', 'হা রাম' এই শব্দ বলিয়াও মরণ-সময়ে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। 'হারাম'-শব্দে 'হা রাম' এই সাঙ্কেতিক 'রাম'-শব্দ থাকায়, সেই ম্লেচ্ছ নাম-সঙ্কেতে (নামাভাস বলে) উদ্ধার পাইয়া গেল। শ্রদ্ধা করিয়া 'রাম'-নাম লইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।

অজামিল পুত্রে বোলায় বলি' 'নারায়ণ'।
বিষ্ণুদূত আসি' ছাড়ায় তাহার বন্ধন ॥৫৭॥
'রাম' দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত।
প্রেমবাচী 'হা' শব্দ তাহাতে ভূষিত ॥৫৮॥
নামের অক্ষর-সবের এই ত' স্বভাব।
ব্যবহিত নৈলে না ছাড়ে আপন-প্রভাব ॥৫৯॥

পদ্মপুরাণ-বচন—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিত-রহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণপথগত বা শ্রোত্রমূল প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক, নাম-গ্রহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ ইত্যাদি পাষাণস্বরূপ অপরাধ-মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র-ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ-নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্বপাপক্ষয়।
নামাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয় ॥৬১॥

ভঃ রঃ সি (২/১/১০৩)—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং
শ্রদ্ধা-রজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিম্।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্ ॥

হে গুণনিধি, তুমি পরম-পাবন উত্তমঃশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধাযুক্ত মতির সহিত অতিশয়-শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর; কেননা, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/২/৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৬৩॥

পুত্রোপচারে হরিনাম গ্রহণ করিয়াই মুমূর্ষু অজামিল যখন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল, তখন শ্রদ্ধা করিয়া নাম লইলে যে কি হয়, বলা যায় না (বৈকুণ্ঠ গমনের ত' কথাই নাই)।

নামাভাসে 'মুক্তি' হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি।
শ্রীভাগবতে তাতে অজামিল—সাক্ষী ॥৬৪॥
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি' পুছয়ে তাঁহারে ॥৬৫॥
পৃথিবীতে বহুজীব—স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা-সবার কি প্রকারে হইবে মোচন? ৬৬॥
হরিদাস কহে,—প্রভু, সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার ॥৬৭॥
তুমি যে করিয়াছ এই উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত' শ্রবণ ॥৬৮॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার-ক্ষয়।
স্থাবরে সে শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয় ॥৬৯॥
'প্রতিধ্বনি' নহে, সেই করয়ে 'কীর্ত্তন'।
তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন ॥৭০॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম ॥৭১॥
যৈছে কৈলা ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে।
বলভদ্র-ভট্টাচার্য্য কহিয়াছেন আমাতে ॥৭২॥
বাসুদেব জীব লাগি' কৈল নিবেদন।
তবে অঙ্গীকার কৈলা জীবের মোচন ॥৭৩॥
জগৎ নিস্তারিতে তোমার অবতার।
ভক্তভাব আগে তাতে কৈলা অঙ্গীকার ॥৭৪॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥৭৫॥
প্রভু কহে,—সব জীব মুক্তি যবে পাবে।
এই ত' ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে! ৭৬॥
হরিদাস বলে,—তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।

তাবৎ স্থাবর-জঙ্গম, সর্ব্বজীব-জাতি ॥৭৭॥
সব মুক্ত করি' তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবা।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবা ॥৭৮॥
সেই জীব হবে ইহাঁ স্থাবর-জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব-সম ॥৭৯॥
পূর্ব্বে যেন রঘুনাথ সব অযোধ্যা লঞা।
বৈকুণ্ঠকে গেলা, অন্য জীবে অযোধ্যা ভরাঞা ॥
অবতরি' তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট।
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট ॥৮১॥
পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি' অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড-জীবের খণ্ডাইলা সংসার ॥৮২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/১৬)—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥৮৩॥

(শ্রীশুক কহিলেন,—) যাঁহা হইতে এই স্থাবরাস্থাবর জগৎ সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হয় জন্মরহিত ভগবান্ যোগেশ্বর সেই কৃষ্ণের কার্য্যে এইরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই।

বিষ্ণুপুরাণে (৪/১৫/১০)—

অয়ং হি ভগবান্ দৃষ্টঃ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিল-সুরাসুরাদিদুর্ল্লভং ফলং
প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্ভক্তিমতাম্ ইতি ॥৮৪॥

এই ভগবান্ দ্বেষানুবন্ধের সহিতও দৃষ্ট, কীর্ত্তিত বা সংস্মৃত হইলেও যখন অখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল দিয়া থাকেন, তখন সম্যক্ ভক্তিমান্‌দিগের সম্বন্ধে কথা কি?

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি' অবতার।
সকল-ব্রহ্মাণ্ড-জীবের করিলা নিস্তার ॥৮৫॥
যে কহে,—চৈতন্য-মহিমা মোর গোচর হয়।
সে জানুক, মোর পুনঃ এই ত' নিশ্চয় ॥৮৬॥
তোমার যে লীলা মহা-অমৃতের সিন্ধু।
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু ॥৮৭॥
এত শুনি' প্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল? ৮৮॥
মনের সন্তোষে তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বাহ্যে প্রকাশিতে তাহা করিলা বর্জ্জন ॥৮৯॥
ঈশ্বর-স্বভাব,—ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত-ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয় ত' বিদিতে ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্ররত্নে (১৮)—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবম্।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥৯১॥ *

তবে মহাপ্রভু নিজভক্ত-পাশে যাঞা।
হরিদাসের গুণ কহে শতমুখ হঞা ॥৯২॥
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস।
ভক্তগণ-শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস ॥৯৩॥
হরিদাসের গুণগণ—অসংখ্য, অপার।
কেহ কোন অংশে বর্ণি' নাহি পায় পার ॥৯৪॥
চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস।
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছেন প্রকাশ ॥৯৫॥
সব কহা না যায় হরিদাসের চরিত্র।
কেহ কিছু কহে করিতে আপনা পবিত্র ॥৯৬॥
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈলা বর্ণন।
হরিদাসের গুণ কিছু শুন, ভক্তগণ ॥৯৭॥
হরিদাস যবে নিজ-গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বন-মধ্যে কতদিন রহিলা ॥৯৮॥
নির্জ্জন-বনে কুটীর করি' তুলসী সেবন।
রাত্রি-দিনে তিন-লক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৯৯॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন ॥১০০॥
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম—রামচন্দ্র-খাঁন।
বৈষ্ণববিদ্বেষী সেই পাষণ্ড-প্রধান ॥১০১॥
হরিদাসে লোকে পূজে, সহিতে না পারে।
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে ॥১০২॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণে আনি' করে ছিদ্রের উপায় ॥১০৩॥

* আদি ৩য় পঃ ৮৮ দ্রষ্টব্য

বেশ্যাগণে কহে,—এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি-সব কর ইহার বৈরাগ্য-ধর্ম্ম-নাশ ॥১০৪॥

বেশ্যাগণ-মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সে কহে,—তিন দিনে হরিব তাঁর মতি ॥১০৫॥

খাঁন কহে,—মোর পাইক যাউক তোমার সনে।
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি' যেন আনে ॥

বেশ্যা কহে,—মোর সঙ্গ হউক একবার।
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইমু তোমার ॥১০৭॥

রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া।
হরিদাসের বাসায় গেল উল্লসিত হঞা ॥১০৮॥

তুলসী নমস্করি' হরিদাসের দ্বারে যাঞা।
গোসাঞিরে নমস্করি' রহিলা দাণ্ডাঞা ॥১০৯॥

অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিলা দুয়ারে।
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর-স্বরে ॥১১০॥

ঠাকুর, তুমি—পরমসুন্দর, প্রথম যৌবন।
তোমা দেখি' কোন্ নারী ধরিতে পারে মন? ১১১॥

তোমার সঙ্গম লাগি' লুব্ধ মোর মন।
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ ॥১১২॥

হরিদাস কহে,—তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নাম-কীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার ॥১১৩॥

তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন ॥১১৪॥

এত শুনি' সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা ॥১১৫॥

প্রাতঃকাল দেখি' বেশ্যা উঠিয়া চলিলা।
সমাচার রামচন্দ্র-খাঁনেরে কহিলা ॥১১৬॥

আজি আমার সঙ্গ করিবে কহিলা বচনে।
অবশ্য তাহার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে ॥১১৭॥

আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল।
হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিল ॥১১৮॥

কালি দুঃখ পাইলা, অপরাধ না লইবা মোর।
অবশ্য করিমু আমি তোমায় অঙ্গীকার ॥১১৯॥

তাবৎ ইহাঁ বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন ॥১২০॥

তুলসীরে তবে বেশ্যা নমস্কার করি'।
দ্বারে বসি' নাম শুনে বলে 'হরি' 'হরি' ॥১২১॥

রাত্রি-শেষ হৈল, বেশ্যা উসিমিসি করে।
তার রীতি দেখি' হরিদাস কহেন তাহারে ॥১২২॥

কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি' শেষে ॥১২৩॥

আজি সমাপ্ত হইবেক,—হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিলুঁ নাম সমাপ্ত না হৈল ॥১২৪॥

কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ।
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ ॥১২৫॥

বেশ্যা গিয়া সমাচার খাঁনেরে কহিল।
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর-ঠাঞি আইল ॥১২৬॥

তুলসীকে, ঠাকুরকে নমস্কার করি'।
দ্বারে বসি' নাম শুনে, বলে 'হরি' 'হরি' ॥১২৭॥

নাম পূর্ণ হবে আজি,—বলে হরিদাস।
তবে পূর্ণ করিমু তোমার অভিলাষ ॥১২৮॥

কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি-শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি' গেল ॥১২৯॥

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে।
রামচন্দ্র-খাঁনের কথা কৈল নিবেদনে ॥১৩০॥

বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার।
কৃপা করি' কর মো-অধমে নিস্তার ॥১৩১॥

ঠাকুর কহে,—খাঁনের কথা সব আমি জানি।
অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি ॥১৩২॥

সেইদিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাঙ তোমার লাগিয়া ॥১৩৩॥

বেশ্যা কহে,—কৃপা করি' করহ উপদেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভব-ক্লেশ ॥১৩৪॥

ঠাকুর কহে,—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান।
এই ঘরে আসি' তুমি করহ বিশ্রাম ॥১৩৫॥

নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥১৩৬॥

এত বলি' তারে 'নাম' উপদেশ করি'।
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি' 'হরি' 'হরি' ॥১৩৭॥

তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল।
গৃহবিত্ত যেবা ছিল, ব্রাহ্মণেরে দিল ॥১৩৮॥
মাথা মুড়ি' একবস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি-দিনে তিন-লক্ষ নাম গ্রহণ করে ॥১৩৯॥
তুলসী সেবন করে, চর্ব্বণ, উপবাস।
ইন্দ্রিয়-দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ ॥১৪০॥
প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হইল পরম-মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি ॥১৪১॥
বেশ্যার চরিত্র দেখি' লোকে চমৎকার।
হরিদাসের মহিমা কহে করি' নমস্কার ॥১৪২॥
রামচন্দ্র-খাঁন অপরাধ-বীজ কৈল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল ॥১৪৩॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাঞা কহি, শুন, ভক্তগণ ॥১৪৪॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র-খাঁন।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান ॥১৪৫॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে, বৈষ্ণব-অপমান।
বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম ॥১৪৬॥
নিত্যানন্দ-গোসাঞি গৌড়ে যবে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা ॥১৪৭॥
প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ ॥১৪৮॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে ॥১৪৯॥
অনেক লোকজন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল ॥১৫০॥
সেবক বলে,—গোসাঞি, মোরে পাঠাইল খাঁন।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিমু বাসা স্থান ॥১৫১॥
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার।
ইহঁ সঙ্কীর্ণ-স্থল, তোমার মনুষ্য—অপার ॥১৫২॥
ভিতরে আছিলা, শুনি' ক্রোধে বাহিরিলা।
অট্ট অট্ট হাসি' গোসাঞি কহিতে লাগিলা ॥১৫৩॥
সত্য কহে,—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে, তার যোগ্য হয় ॥১৫৪॥
এত বলি' ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা ॥১৫৫॥
ইহাঁ রামচন্দ্র-খাঁন সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাঁহা বসিলা, তার মাটী খোদাইল ॥
গোময়-জলে লেপিলা সব মন্দির-প্রাঙ্গণ।
তবু রামচন্দ্রে মন না হৈল প্রসন্ন ॥১৫৭॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র রাজারে না দেয় কর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর ॥১৫৮॥
আসি' সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল।
'অবধ্য' বধ করি' ঘরে মাংস রান্ধিল ॥১৫৯॥
স্ত্রী-পুত্র-সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর-গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া ॥১৬০॥
সেই ঘরে তিন দিন অমেধ্য রন্ধন।
আর দিন সবা লঞা করিলা গমন ॥১৬১॥
জাতি-ধন-জন খাঁনের সকল লইল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল ॥১৬২॥
মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥১৬৩॥
হরিদাস-ঠাকুর চলি' আইলা চান্দপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে ॥১৬৪॥
হিরণ্য, গোবর্দ্ধন—মুলুকের মজুমদার।
তার পুরোহিত—'বলরাম' নাম তাঁর ॥১৬৫॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র, তাতে ভক্তিমানে।
যত্ন করি' ঠাকুরেরে রাখিলা সেই গ্রামে ॥১৬৬॥
নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম-আচার্য্য-গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ ॥১৬৭॥
রঘুনাথ-দাস বালক করেন অধ্যয়ন।
হরিদাস-ঠাকুরেরে যাই' করেন দর্শন ॥১৬৮॥
হরিদাস কৃপা করেন তাঁহার উপরে।
সেই কৃপা 'কারণ' হৈল চৈতন্য পাইবারে ॥১৬৯॥
তাঁহা যৈছে হৈল হরিদাসের কথন।
ব্যাখ্যান,—অদ্ভুত কথা শুন, ভক্তগণ ॥১৭০॥
এক দিন বলরাম মিনতি করিয়া।
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুরে লঞা ॥১৭১॥

ঠাকুর দেখি' দুই ভাই কৈলা অভ্যুত্থান।
পায় পড়ি' আসন দিলা করিয়া সম্মান ॥১৭২॥
অনেক পণ্ডিত সভায়, ব্রাহ্মণ, সজ্জন।
দুই ভাই মহাপণ্ডিত—হিরণ্য, গোবর্দ্ধন ॥১৭৩॥
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে।
শুনিয়া ত' দুই ভাই পাইলা বড় সুখে ॥১৭৪॥
তিন-লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ ॥১৭৫॥
কেহ বলে,—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কহে বলে,—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহেন,—নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥১৭৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা-
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৭৮॥ *

আনুষঙ্গিক ফল নামের—'মুক্তি', 'পাপনাশ'।
তাহা দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥১৭৯॥

পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীলক্ষ্মীধর-স্বামি-কৃত
'নামকৌমুদী' শ্লোক—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥

সূর্য্য যেরূপ উদিত হইয়া তিমিরসমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ যে হরিনাম একবারও উদিত হইলে সকল-লোকের পাপ নাশ করেন, সেই জগন্মঙ্গল হরিনাম জয়যুক্ত হউন।

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।
সবে কহে,—তুমি কহ অর্থ-বিবরণ ॥১৮১॥
হরিদাস কহেন,—যৈছে সূর্য্যের উদয়।
উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয় ॥১৮২॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ।
উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ ॥১৮৩॥

* আদি ৭ম পঃ ৯৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়।
উদয় কৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয় ॥১৮৪॥
'মুক্তি' তুচ্ছ-ফল হয় নামাভাস হৈতে।
যে মুক্তি ভক্ত না লয়, সে কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৬/২/৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ †

তত্রৈব (৩/২৯/১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ‡

'গোপাল-চক্রবর্ত্তী' নাম একজন।
মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা-ব্রাহ্মণ ॥১৮৮॥
গৌড়ে রহি' পাৎসাহা-আগে আরিন্দাগিরি করে।
বার-লক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসাহারে ভরে ॥১৮৯॥
পরম-সুন্দর, পণ্ডিত, নূতন-যৌবন।
নামাভাসে 'মুক্তি' শুনি' না হৈল সহন ॥১৯০॥
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন।
ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন, পণ্ডিতের গণ ॥১৯১॥
কোটি-জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই 'মুক্তি' নয়।
এই কহে,—নামাভাস-মাত্রে সেই 'মুক্তি' হয় ॥
হরিদাস কহেন,—কেনে করহ সংশয়?
শাস্ত্রে কহে,—নামাভাস-মাত্রে 'মুক্তি' হয় ॥১৯৩॥
ভক্তিসুখ-আগে 'মুক্তি' অতি-তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ 'মুক্তি' নাহি লয় ॥১৯৪॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪/৩৬)—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ §

বিপ্র কহে,—নামাভাসে যদি 'মুক্তি' নয়।
তবে তোমার নাক কাটি' করহ নিশ্চয় ॥১৯৬॥
হরিদাস কহেন,—যদি নামাভাসে 'মুক্তি' নয়।
তবে আমার নাক কাটিমু,—এই সুনিশ্চয় ॥১৯৭॥

† অন্ত্য ৩য় পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ আদি ৪র্থ পঃ ২০৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ আদি ৭ম পঃ ৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শুনি' সভাসদ্ উঠে করি' হাহাকার।
মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার ॥১৯৮॥
বলাই-পুরোহিত তারে করিলা ভর্ৎসন।
ঘট-পটিয়া মূর্খ তুঞি, ভক্তি কাহাঁ জান? ১৯৯॥
হরিদাস-ঠাকুরে তুঞি কৈলি অপমান!
সর্ব্বনাশ হবে তোর, না হবে কল্যাণ ॥২০০॥
শুনি' হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা।
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥২০১॥
সভা-সহিতে হরিদাসের পড়িলা চরণে।
হরিদাস হাসি' কহে মধুর-বচনে ॥২০২॥
তোমা-সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥২০৩॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব।
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব? ২০৪॥
যাহ' ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার।
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউক কাহার ॥২০৫॥
তবে সে হিরণ্যদাস নিজ-ঘরে আইল।
সেই ব্রাহ্মণে নিজ দ্বার-মানা কৈল ॥২০৬॥
তিন দিন রহি' সেই বিপ্রের 'কুষ্ঠ' হৈল।
অতি-উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥২০৭॥
চম্পক-কলি-সম হস্ত-পদাঙ্গুলি।
কোঁকড় হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি' ॥২০৮॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
হরিদাসে প্রশংসি' তাঁরে করে নমস্কার ॥২০৯॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥২১০॥
ভক্ত-স্বভাব,—অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব,—ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥
বিপ্র-দুঃখ শুনি' হরিদাস মনে দুঃখী হৈলা।
বলাই-পুরোহিতে কহি' শান্তিপুর আইলা ॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈলা দণ্ডবৎ প্রণাম।
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি' করিলা সম্মান ॥২১৩॥
গঙ্গাতীরে গোঁফা করি' নির্জ্জনে তাঁরে দিলা।
ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইলা ॥২১৪॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
দুইজনা মিলি' কৃষ্ণ-কথা-আস্বাদন ॥২১৫॥
হরিদাস কহে,—গোসাঞি, করি নিবেদনে।
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ' কোন্ প্রয়োজনে? ২১৬॥
মহা-মহা-বিপ্র এথা কুলীন-সমাজ।
আমারে আদর কর, না বাসহ লাজ! ২১৭॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয়।
সেই কৃপা করিবা,—যাতে তোমার রক্ষা হয় ॥
আচার্য্য কহেন,—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয় ॥২১৯॥
তুমি খাইলে হয় কোটিব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধ-পাত্র করাইলা ভোজন ॥২২০॥
জগৎ-নিস্তার লাগি' করেন চিন্তন।
অবৈষ্ণব-জগৎ কেমনে হইবে মোচন? ২২১॥
কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিলা।
জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিলা ॥২২২॥
হরিদাস করে গোঁফায় নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন,—এই তাঁর মন ॥২২৩॥
দুইজনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈলা অবতার।
নাম-প্রেম প্রচার করি' কৈলা জগৎ উদ্ধার ॥২২৪॥
আর অলৌকিক এক চরিত্র তাঁহার।
যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥২২৫॥
তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি।
বিশ্বাস করিয়া শুন, করিয়া প্রতীতি ॥২২৬॥
এক দিন হরিদাস গোঁফাতে বসিয়া।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া ॥২২৭॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিক্ সুনির্ম্মল।
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝল-মল ॥২২৮॥
দ্বারে তুলসী—লেপা-পিণ্ডির উপর।
গোঁফার শোভা দেখি' লোকের জুড়ায় অন্তর ॥
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইল।
তাঁর অঙ্গকান্ত্যে স্থান পীতবর্ণ হইল ॥২৩০॥
তাঁর অঙ্গ-গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত।
ভূষণ-ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত ॥২৩১॥

আসিয়া তুলসীরে সেই কৈলা নমস্কার।
তুলসী পরিক্রমা করি' গেলা গোঁফা-দ্বার ॥২৩২॥
যোড়-হাতে হরিদাসের বন্দিলা চরণ।
দ্বারে বসি' কহে কিছু মধুর বচন ॥২৩৩॥
জগতের বন্ধু তুমি রূপগুণবান্।
তব সঙ্গ লাগি' মোর এথাকে প্রয়াণ ॥২৩৪॥
মোরে অঙ্গীকার কর হঞা সদয়।
দীনে দয়া করে,—এই সাধু-স্বভাব হয় ॥২৩৫॥
এত বলি' নানাভাব করয়ে প্রকাশ।
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্য-নাশ ॥২৩৬॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়।
বলিতে লাগিলা তাঁরে হঞা সদয় ॥২৩৭॥
সংখ্যা-নাম-সঙ্কীর্ত্তন—এই 'মহাযজ্ঞ' মন্যে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে ॥২৩৮॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে, হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥২৩৯॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি-আচরণ ॥
এত বলি' করেন তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনাম-শ্রবণ ॥২৪১॥
কীর্ত্তন করিতে আসি' প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি' নারী উঠিয়া চলিল ॥২৪২॥
এইমত তিনদিন করে আগমন।
নানা-ভাব দেখায়, যাতে ব্রহ্মার হরে মন ॥
কৃষ্ণে নামাবিষ্ট-মনা সদা হরিদাস।
অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাব-প্রকাশ ॥২৪৪॥
তৃতীয় দিবসের রাত্রি-শেষ যবে হৈল।
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল ॥২৪৫॥
তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি' আশ্বাসন।
রাত্রি-দিনে নহে তোমার নাম-সমাপন ॥২৪৬॥
হরিদাস ঠাকুর কহেন,—আমি কি করিমু?
নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িমু? ২৪৭॥
তবে নারী কহে তাঁরে করি' নমস্কার।
'আমি—মায়া' করিতে আইলাঙ পরীক্ষা তোমার ॥
ব্রহ্মাদি জীব, আমি সবারে মোহিলুঁ।
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিলুঁ ॥২৪৯॥
মহাভাগবত তুমি,—তোমার দর্শনে।
তোমার শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে ॥২৫০॥
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে।
'কৃষ্ণ-নাম' উপদেশি' কৃপা করহ আমাতে ॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥২৫২॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব—ছার।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥২৫৩॥
পূর্ব্বে আমি রাম-নাম পাঞাছি 'শিব' হৈতে।
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে ॥
মুক্তি-হেতু তারকব্রহ্ম হয় 'রামনাম'।
'কৃষ্ণ-নাম' পারক হঞা করে প্রেমদান ॥২৫৫॥
'কৃষ্ণনাম' দেহ' তুমি মোরে কর ধন্যা।
আমারে ভাসাও যৈছে এই প্রেমবন্যা ॥২৫৬॥
এত বলি' বন্দিলা হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে,—কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ॥২৫৭॥
উপদেশ পাঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত।
এ-সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত ॥২৫৮॥
প্রতীত করিতে কহি কারণ ইহার।
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার ॥২৫৯॥
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া ॥২৬০॥
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ-প্রহ্লাদাদি আসে মনুষ্য-প্রকাশে ॥২৬১॥
লক্ষ্মী-আদি করি' কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম-প্রেম আস্বাদিলা মনুষ্যে জন্মিয়া ॥২৬২॥
অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি' করেন প্রেম-নাম আস্বাদন ॥২৬৩॥
মায়া-দাসী 'প্রেম' মাগে,—ইথে কি বিস্ময়?
'সাধুকৃপা', 'নাম' বিনা 'প্রেম' না জন্মায় ॥
চৈতন্য-গোসাঞির লীলার এই ত' স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে, গায়, পাঞা প্রেমভাব ॥২৬৫॥

কৃষ্ণ-আদি, আর যত স্থাবর-জঙ্গমে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে ॥২৬৬॥
স্বরূপ-গোসাঞি কড়চায় যে-লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস-মুখে যে সব শুনিল ॥২৬৭॥
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥২৬৮॥
হরিদাস-ঠাকুরের কহিলুঁ মহিমার কণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ ॥২৬৯॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৭০॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠাকুর-মহিমা-কথনং নাম তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥১॥

বৃন্দাবন হইতে আগত সনাতনকে শ্রীগৌরচন্দ্র স্নেহক্রমে দেহপাত হইতে উদ্ধার করিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক শুদ্ধ করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা।
মথুরা হৈতে সনাতন নীলাচল আইলা ॥৩॥
ঝারিখণ্ড-বনপথে আইলা একেলা চলিয়া।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া ॥৪॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষে, উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়াইতে ॥৫॥
নির্ব্বেদ হইল পথে, করেন বিচার।
নীচ-জাতি, দেহ মোর—অত্যন্ত অসার ॥৬॥
জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইমু।
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিমু ॥৭॥
মন্দির-নিকটে শুনি তাঁর বাসা-স্থিতি।
মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি ॥৮॥
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য-অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হবে অপরাধে ॥৯॥
তাতে যদি এই দেহ ভাল-স্থানে দিয়ে।
দুঃখ-শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে ॥১০॥
জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির।
তাঁর রথ-চাকায় ছাড়িমু এই শরীর ॥১১॥
মহাপ্রভুর আগে, আর দেখি' জগন্নাথ।
রথে দেহ ছাড়িমু,—এই পরম-পুরুষার্থ ॥১২॥
এই ত' নিশ্চয় করি' নীলাচলে আইলা।
লোকে পুছি' হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা ॥১৩॥
হরিদাসের কৈলা তেঁহ চরণ বন্দন।
জানি' হরিদাস তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥১৪॥
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
হরিদাস কহে,—প্রভু আসিবেন এখন ॥১৫॥
হেনকালে প্রভু 'উপলভোগ' দেখিয়া।
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা ॥১৬॥
প্রভু দেখি' দুঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গিলা হরিদাসেরে উঠাঞা ॥১৭॥
হরিদাস কহে,—সনাতন করে নমস্কার।
সনাতনে দেখি' প্রভু হৈলা চমৎকার ॥১৮॥
সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগু হৈলা।
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা ॥১৯॥
মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম, আর কণ্ডুরসা গায় ॥২০॥
বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
কণ্ডুক্লেদ মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥২১॥
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইলা সনাতনে।
সনাতন কৈলা সবার চরণ বন্দনে ॥২২॥
প্রভু লঞা বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ।
পিণ্ডার তলে বসিলা হরিদাস সনাতন ॥২৩॥
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে।
তেঁহ কহেন,—পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে ॥২৪॥
মথুরার বৈষ্ণব-সবের কুশল পুছিলা।
সবার কুশল সনাতন জানাইলা ॥২৫॥

প্রভু কহে,—ইহাঁ রূপ ছিল দশমাস।
ইহাঁ হৈতে গৌড়ে গেলা, হৈল দিন দশ ॥২৬॥
তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গা-প্রাপ্তি।
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি ॥২৭॥
সনাতন কহে,—নীচ-বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত,—আমার কুলধর্ম্ম ॥২৮॥
হেন বংশ ঘৃণা ছাড়ি' কৈলা অঙ্গীকার।
তোমার কৃপায় বংশে মঙ্গল আমার ॥২৯॥
সেই অনুপম-ভাই শিশুকাল হৈতে।
রঘুনাথ উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে ॥৩০॥
রাত্রি-দিনে রঘুনাথের 'নাম' আর 'ধ্যান'।
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান ॥৩১॥
আমি আর রূপ—তার জ্যেষ্ঠ-সহোদর।
আমা-দোঁহা-সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর ॥৩২॥
আমা-সবা-সঙ্গে কৃষ্ণকথা, ভাগবত শুনে।
তাহার পরীক্ষা কৈলুঁ আমি-দুইজনে ॥৩৩॥
শুনহ বল্লভ, কৃষ্ণ—পরম-মধুর।
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম-বিলাস—প্রচুর ॥৩৪॥
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা-দুঁহার সঙ্গে।
তিন ভাই একত্র রহিমু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥৩৫॥
এইমত বার বার কহি দুইজন।
আমা-দুঁহার গৌরবে কিছু ফিরি' গেল মন ॥৩৬॥
তোমা-দুঁহার আজ্ঞা আমি কেমনে লঙ্ঘিমু?
দীক্ষা-মন্ত্র দেহ', কৃষ্ণ-ভজন করিমু ॥৩৭॥
এত কহি' রাত্রিকালে করেন চিন্তন।
কেমনে ছাড়িমু রঘুনাথের চরণ ॥৩৮॥
সব রাত্রি ক্রন্দন করি' কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আমা-দুঁহায় কৈল নিবেদন ॥৩৯॥
রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা ॥৪০॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ ॥৪১॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি' যায় ॥৪২॥
তবে আমি-দুঁহে তারে আলিঙ্গন কৈলুঁ।
সাধু, দৃঢ়ভক্তি তোমার—কহি' প্রশংসিলুঁ ॥৪৩॥
যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ।
সকল মঙ্গল তাহে খণ্ডে সব ক্লেশ ॥৪৪॥
গোসাঞি কহেন,—এইমত মুরারি গুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলুঁ তার এই রীত ॥৪৫॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজ-জন ॥৪৬॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য-স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি' আনে ॥৪৭॥
ভাল হৈল, তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস-সনে ॥৪৮॥
কৃষ্ণভক্তিরসে দুঁহে পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদন কর, লহ কৃষ্ণনাম ॥৪৯॥
এত বলি' মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা।
গোবিন্দ-দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা ॥৫০॥
এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
জগন্নাথের চক্র দেখি' করেন প্রণামে ॥৫১॥
প্রভু আসি' প্রতিদিন মিলেন দুইজনে।
ইষ্টগোষ্ঠী, কৃষ্ণকথা রহে কতক্ষণে ॥৫২॥
দিব্য প্রসাদ পাঞা নিত্য জগন্নাথ-মন্দিরে।
তাহা আনি' নিত্য অবশ্য দেন দোঁহাকারে ॥৫৩॥
এক দিন আসি' প্রভু দুঁহারে মিলিলা।
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা ॥৫৪॥
সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি-দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥৫৫॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি 'ভক্তি' বিনে ॥
দেহত্যাগাদি যত, সব—তমো-ধর্ম্ম।
তমো-রজো-ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥৫৭॥
'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়'।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥৫৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১৪/২০)—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥ *

দেহত্যাগাদি তমো-ধর্ম্ম—পাতক-কারণ।
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ ॥৬০॥
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে।
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পারে মরিতে ॥৬১॥
গাঢ়ানুরাগের বিয়োগ না যায় সহন।
তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ ॥৬২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৫২/৪৩)—

যস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশাঞ্ছতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥৬৩॥

(শ্রীরুক্মিণীর প্রেমপত্র—) হে অম্বুজাক্ষ, আত্মতমো-বিনাশের জন্য শিবের ন্যায় মহান্তসকল যাঁহার পাদপদ্মরজে স্নান বাঞ্ছা করেন, তোমার সেই প্রসাদ আমি যদি না পাই, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রতকৃশ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করতঃ শতজন্মের পরেও তোমার প্রসাদ লাভ করিব।

তত্রৈ (১০/২৯/৩৫)—

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কলগীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥৬৪॥

(গোপীগণ কহিলেন,—) হে প্রিয়, তোমার হাস্যাবলোকন-দর্শন ও কলগীত-শ্রবণে আমাদের যে কামাগ্নি বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা তোমার অধরামৃত-পূর দ্বারা সেচন-পূর্ব্বক শীতল কর; তাহা না করিলে, হে সখে, আমরা তোমার বিরহজ-অগ্নিদগ্ধ-দেহ লইয়া ধ্যানের দ্বারা তোমার চরণপদবী লাভ করিব।

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥৬৫॥

* আদি ১৭ পঃ ৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥৬৬॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার ॥৬৭॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥৬৮॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৯/১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৬৯॥ †

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥৭০॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥৭১॥
এত শুনি' সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ-বিচার ॥৭২॥
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিলা মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি' কহেন তাঁহারে ॥৭৩॥
সর্ব্বজ্ঞ, কৃপালু তুমি—ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
যৈছে নাচাও, তৈছে নাচি,—যেন কাষ্ঠযন্ত্র ॥৭৪॥
নীচ, অধম, পামর মুঞি পামর-স্বভাব।
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ? ৭৫॥
প্রভু কহে,—তোমার দেহ মোর নিজ-ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥৭৬॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে? ৭৭॥
তোমার শরীর—মোর প্রধান 'সাধন'।
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন ॥৭৮॥
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব-আচার ॥৭৯॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমসেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার, আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ ॥৮০॥

† মধ্য ২০ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

নিজ-প্রিয়স্থান মোর—মথুরা-বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ ॥৮১॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা 'ধর্ম্ম' শিখাইতে নাহি নিজ-বলে ॥৮২॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিমু।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিমু? ৮৩॥
তবে সনাতন কহে,—তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে? ৮৪॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে, পুতলী কিবা নাচে গায়! ৮৫॥
যারে যৈছে নাচাও, সে তৈছে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে॥
হরিদাসে কহে প্রভু,—শুন, হরিদাস।
পরের দ্রব্য ইঁহ চাহেন করিতে বিনাশ ॥৮৭॥
পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায়, বিলায়।
নিষেধিহ ইঁহারে,—যেন না করে অন্যায় ॥৮৮॥
হরিদাস কহে,—মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি ॥৮৯॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে ॥৯০॥
এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এত সৌভাগ্য ইহাঁ না হয় কাহার ॥৯১॥
তবে মহাপ্রভু করি' দুঁহারে আলিঙ্গন।
'মধ্যাহ্ন' করিতে উঠি' করিলা গমন ॥৯২॥
সনাতনে কহে হরিদাস করি' আলিঙ্গন।
তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ॥৯৩॥
তোমার দেহ কহেন প্রভু 'মোর নিজ-ধন'।
তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন ॥৯৪॥
নিজ-দেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে।
সে কার্য্য করাইবে তোমা, সেহ মথুরাতে ॥৯৫॥
যে করাইতে চাহে ঈশ্বর, সেই সিদ্ধ হয়।
তোমার সৌভাগ্য এই কহিলুঁ নিশ্চয় ॥৯৬॥
ভক্তিসিদ্ধান্ত, শাস্ত্র-আচার-নির্ণয়।
তোমা-দ্বারে করাইবেন, বুঝিলুঁ আশয় ॥৯৭॥

আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল।
ভারত-ভূমিতে জন্মি' এই দেহ ব্যর্থ হৈল! ৯৮॥
সনাতন কহে,—তোমা-সম কেবা আছে আন?
মহাপ্রভুর গণে তুমি—মহাভাগ্যবান্! ॥৯৯॥
অবতার-কার্য্য প্রভুর—নাম-প্রচারে।
সেই নিজ-কার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে ॥১০০॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন ॥১০১॥
আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥১০২॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য্য।
তুমি—সর্ব্ব-গুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥১০৩॥
এইমত দুইজন নানা-কথা-রঙ্গে।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয় রহি' একসঙ্গে ॥১০৪॥
যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ কৈলা সবে রথযাত্রা দর্শন ॥১০৫॥
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিলা নর্ত্তন।
দেখি' চমৎকার হৈল সনাতনের মন ॥১০৬॥
বর্ষার চারি-মাস রহিলা সব নিজ-ভক্তগণে।
সবা-সঙ্গে প্রভু মিলাইলা সনাতনে ॥১০৭॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর।
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর ॥১০৮॥
পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত-গদাধর।
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর ॥১০৯॥
কাশীশ্বর, গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ।
সবা-সনে সনাতনের করাইলা মিলন ॥১১০॥
যথাযোগ্য সবার কৈলা চরণ বন্দন।
তাঁরে করাইলা সবার কৃপার ভাজন ॥১১১॥
সদ্গুণে, পাণ্ডিত্যে, সবার প্রিয়—সনাতন।
যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন ॥১১২॥
সকল বৈষ্ণব যবে গৌড়দেশে গেলা।
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা ॥১১৩॥
দোলযাত্রা-আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল।
দিনে-দিনে প্রভু-সঙ্গে আনন্দ বাড়িল ॥১১৪॥

পূর্ব্বে বৈশাখ-মাসে সনাতন যবে আইলা।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা ॥১১৫॥
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর-টোটা আইলা।
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা ॥১১৬॥
মধ্যাহ্ন-ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল।
প্রভু বোলাইলা, তাঁর আনন্দ বাড়িল ॥১১৭॥
মধ্যাহ্ন সমুদ্র-বালু হঞাছে অগ্নি-সম।
সেইপথে সনাতন করিলা গমন ॥১১৮॥
প্রভু বোলাঞাছে,—এই আনন্দিত মনে।
তপ্ত-বালুকাতে পা পোড়ে, তাহা নাহি জানে॥
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল, তবু গেলা প্রভু-স্থানে।
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিয়াছেন বিশ্রামে ॥১২০॥
ভিক্ষা-অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তারে দিলা।
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভুপাশে আইলা ॥১২১॥
প্রভু কহে,—কোন্ পথে আইলা, সনাতন?
তেঁহ কহে,—সমুদ্র-পথে, করিলুঁ আগমন ॥১২২॥
প্রভু কহে,—তপ্ত-বালুকাতে কেমনে আইলা?
সিংহদ্বারের পথ—শীতল, কেনে না আইলা?
তপ্ত-বালুকায় তোমার পায় হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমনে করিলা সহন? ১২৪॥
সনাতন কহে,—দুঃখ বহুত না পাইলুঁ।
পায়ে ব্রণ হঞাছে, তাহা না জানিলুঁ ॥১২৫॥
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ—ঠাকুরের তাঁহা সেবকের প্রচার ॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর।
তাঁর স্পর্শ হৈলে, সর্ব্বনাশ হবে মোর ॥১২৭॥
শুনি' মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা।
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা ॥১২৮॥
যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥১২৯॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্য্যাদা-রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥১৩০॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক,—দুই হয় নাশ ॥১৩১॥
মর্য্যাদা রখিলে, তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন? ১৩২॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল ॥১৩৩॥
বার বার নিষেধেন, তবু করেন আলিঙ্গন।
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন ॥১৩৪॥
এইমতে সেবক-প্রভু দুঁহে ঘর গেলা।
আর দিন জগদানন্দ সনাতনেরে মিলিলা ॥১৩৫॥
দুইজন বসি' কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈলা।
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিলা ॥১৩৬॥
ইহাঁ আইলাঙ প্রভুরে দেখি' দুঃখ খণ্ডাইতে।
যেবা মনে, তাহা প্রভু না দিলা করিতে ॥১৩৭॥
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করেন মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥১৩৮॥
অপরাধ হয় মোর, নাহিক নিস্তার।
জগন্নাথেহ না দেখিয়ে,—এ দুঃখ অপার ॥১৩৯॥
হিত-নিমিত্ত আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥১৪০॥
পণ্ডিত কহে,—তোমার বাসযোগ্য 'বৃন্দাবন'।
রথযাত্রা দেখি' তাঁহা করহ গমন ॥১৪১॥
প্রভুর আজ্ঞা হঞাছে তোমা দুই ভায়ে।
বৃন্দাবনে বৈস, তাঁহা সর্ব্বসুখ পাইয়ে ॥১৪২॥
যে-কার্য্য আইলা, প্রভুর দেখিলা চরণ।
রথে জগন্নাথ দেখি' করহ গমন ॥১৪৩॥
সনাতন কহে,—ভাল কৈলা উপদেশ।
তাঁহা যাব, সেই মোর 'প্রভুদত্ত দেশ' ॥১৪৪॥
এত বলি' দুঁহে নিজ-কার্য্যে উঠি' গেলা।
আর দিন মহাপ্রভু মিলিবারে আইলা ॥১৪৫॥
হরিদাস কৈলা প্রভুর চরণ বন্দন।
হরিদাসে কৈলা প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ॥১৪৬॥
দূর হৈতে দণ্ড-পরণাম করে সনাতন।
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন ॥১৪৭॥
অপরাধ-ভয়ে তেঁহ মিলিতে না আইল।
মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঞি আইল ॥১৪৮॥

সনাতন ভাগি' পাছে করেন গমন।
বলাৎকারে ধরি' প্রভু কৈলা আলিঙ্গন ॥১৪৯॥
দুইজন লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে।
নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে ॥১৫০॥
হিত লাগি' আইনু মুঞি, হৈল বিপরীত।
সেবাযোগ্য নহি, অপরাধ করোঁ নিতি নিতি ॥
সহজে নীচ-জাতি মুঞি, দুষ্ট, 'পাপাশয়'।
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয় ॥১৫২॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডু-রসা-রক্ত চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শহ তুমি বলে ॥
বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা-লেশে।
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে ॥১৫৪॥
তাহে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় 'কল্যাণ'।
আজ্ঞা দেহ'—রথ দেখি' যাঙ বৃন্দাবন ॥১৫৫॥
জগদানন্দ-পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তেঁহ উপদেশ দিল ॥১৫৬॥
এত শুনি' মহাপ্রভু সরোষ-অন্তরে।
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে ॥১৫৭॥
কালিকার বটুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল।
তোমা-সবারেহ উপদেশ করিতে লাগিল? ১৫৮॥
ব্যবহারে-পরমার্থে তুমি—তার গুরু-তুল্য।
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন-মূল্য?
আমার উপদেষ্টা তুমি—প্রামাণিক আর্য্য।
তোমারেহ উপদেশে বালকা—করে ঐছে কার্য্য ॥
শুনি' সনাতন পায়ে ধরি' প্রভুরে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল ॥১৬১॥
আপনার 'অসৌভাগ্য' আজি হৈল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ-সম ভাগ্যবান্ ॥১৬২॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারস।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্ব-নিশিন্দা-রস ॥
আজিহ নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান!
মোর অভাগ্য, তুমি—স্বতন্ত্র ভগবান্! ১৬৪॥
শুনি' মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈলা মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥১৬৫॥

জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে ॥১৬৬॥
কাহাঁ তুমি—প্রামাণিক, শাস্ত্রেতে প্রবীণ!
কাহাঁ জগা—কালিকার বটুয়া নবীন! ১৬৭॥
আমাকেহ বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি।
কত ঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥১৬৮॥
তোমারে উপদেশ করে, না যায় সহন।
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন ॥১৬৯॥
বহিরঙ্গ-জ্ঞানে তোমারে না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায় যৈছে তোমার গুণ ॥
যদ্যপি কাহার 'মমতা' বহুজনে হয়।
প্রীতি-স্বভাবে কাহাঁ কোন ভাবোদয় ॥১৭১॥
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎস-জ্ঞান।
তোমার দেহ আমারে লাগে অমৃত-সমান ॥১৭২॥
অপ্রাকৃত-দেহ তোমার 'প্রাকৃত' কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি হয় ॥১৭৩॥
'প্রাকৃত' হৈলেহ তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র-বস্তুজ্ঞান নাহি 'অপ্রাকৃতে' ॥১৭৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৮/৪)—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥১৭৫॥

(অদ্বয়জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রতীতি ব্যতীত তদ্ভিন্ন মায়িকপ্রতীতিবিশিষ্ট) দ্বৈতবস্তুর অবাস্তবতা-হেতু বাক্যদ্বারা উদিত (কথিত) এবং মনঃ-কর্তৃক ধ্যাত (যাহা কিছু, তাহা) সমস্তই 'অনৃত'; অতএব তাহাতে ভদ্রই বা কি আর অভদ্রই বা কি? (অর্থাৎ তাহাতে 'ভদ্র' বা 'অভদ্র' এরূপ জড়ীয়) ভেদ আছে বটে, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর প্রতীতিতে সে রকম কিছুই নাই।

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম্ম'।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥১৭৬॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৫/১৮)—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৭৭॥

যাঁহারা বিদ্যা-বিনয়বিশিষ্ট-ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে, গরুতে এবং হস্তিতে ও কুক্কুরে সমদর্শী, তাঁহারাই পণ্ডিত।

তত্রৈব (৬/৮)—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥১৭৮॥

যিনি জ্ঞানবিজ্ঞান দ্বারা পরিতৃপ্ত, কূটস্থ অর্থাৎ চিৎস্বভাবে স্থিত, জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমবুদ্ধি, তাঁহাকেই 'যোগী' অর্থাৎ 'যোগারূঢ়' বলা যায়।

আমি ত'—সন্ন্যাসী, আমার 'সম-দৃষ্টি' ধর্ম্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় 'সম' ॥১৭৯॥
এই লাগি' তোমা ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণা-বুদ্ধি করি যদি, নিজ-ধর্ম্ম যায় ॥১৮০॥
হরিদাস কহে,—প্রভু, যে কহিলা তুমি।
এই 'বাহ্য প্রতারণা' নাহি মানি আমি ॥১৮১॥
আমা-সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার।
দীনদয়ালু-গুণ তোমার তাহাতে প্রচার ॥১৮২॥
প্রভু হাসি' কহে,—শুন, হরিদাস, সনাতন।
তত্ত্বতঃ কহি তোমা-বিষয়ে আমার যৈছে মন ॥
তোমারে 'লাল্য', আপনাকে 'লালক' অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষ পরিজ্ঞান ॥১৮৪॥
আপনারে হয় মোর অমান্য-সমান।
তোমা-সবারে করোঁ মুঞি বালক-অভিমান ॥
মাতার যৈছে বালকের 'অমেধ্য' লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আর মহাসুখ পায় ॥১৮৬॥
'লাল্যামেধ্য' লালকের চন্দন-সম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায় ॥
হরিদাস কহে,— তুমি ঈশ্বর দয়াময়।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥১৮৮॥
বাসুদেব—গলৎকুষ্ঠী, তাতে অঙ্গ—কীড়াময়।
তারে আলিঙ্গন কৈলা হঞা সদয় ॥১৮৯॥
আলিঙ্গিয়া কৈলা তার কন্দর্প-সম অঙ্গ।
বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥১৯০॥
প্রভু কহে,—বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়' ॥১৯১॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥১৯২॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥১৯৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৯/৩৪)—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥১৯৪॥ *

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিলা পাঠাঞা ॥১৯৫॥
ঘৃণা করি' আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণ-ঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥১৯৬॥
পারিষদ-দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ।
প্রথম দিবসে পাইলুঁ চতুঃসম-গন্ধ ॥১৯৭॥
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈলা আলিঙ্গন।
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হৈল চন্দনের সম ॥১৯৮॥
প্রভু কহে,—সনাতন না মানিহ দুঃখ।
তোমার আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ ॥১৯৯॥
এ বৎসর তুমি ইহাঁ রহ আমা-সনে।
বৎসর রহি' তোমারে আমি পাঠাইমু বৃন্দাবনে ॥
এত বলি' পুনঃ তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম ॥২০১॥
দেখি' হরিদাস মনে হৈল চমৎকার।
প্রভুরে কহেন,—এই ভঙ্গী যে তোমার ॥২০২॥
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা।
সেই পানী-লক্ষ্যে ইহার কণ্ডু উপজাইলা ॥২০৩॥
কণ্ডু করি' পরীক্ষা করিলে সনাতনে।
এই লীলা-ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে ॥২০৪॥
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়।
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময় ॥২০৫॥

* মধ্য ২২ পঃ ১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এইমত সনাতন রহে প্রভু-স্থানে।
কৃষ্ণচৈতন্য-গুণ-কথা হরিদাস-সনে ॥২০৬॥
দোলযাত্রা দেখি' প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা।
বৃন্দাবনে যে করিবেন, সব শিখাইলা ॥২০৭॥
যে-কালে বিদায় হৈলা প্রভুর চরণে।
দুইজনার বিচ্ছেদ-দশা না যায় বর্ণনে ॥২০৮॥
যেই বন-পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন।
সেইপথে যাইতে মন কৈলা সনাতন ॥২০৯॥
যে-পথে, যে-গ্রাম-নদী-শৈল, যাঁহা যেই লীলা।
বলভদ্রভট্ট-স্থানে সব লিখি' নিলা ॥২১০॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণে সবারে মিলিয়া।
সেইপথে চলি' যায় সে-স্থান দেখিয়া ॥২১১॥
যে-যে-লীলা প্রভু পথে কৈলা যে-যে-স্থানে।
তাহা দেখি' প্রেমাবেশ হয় সনাতনে ॥২১২॥
এইমত সনাতন বৃন্দাবনে আইলা।
পাছে আসি' রূপ-গোসাঞি তাঁহারে মিলিলা ॥
একবৎসর রূপ-গোসাঞির গৌড়ে বিলম্ব হৈল।
কুটুম্বের 'স্থিতি' অর্থ বিভাগ করি' দিল ॥২১৪॥
গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব-ব্রাহ্মণ-দেবালয়ে বাঁটি' দিলা ॥২১৫॥
সব মনঃকথা গোসাঞি করি' নির্ব্বাহণ।
নিশ্চিন্ত হঞা শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥২১৬॥
দুই ভাই মিলি' বৃন্দাবনে বাস কৈলা।
প্রভুর যে আজ্ঞা, দুঁহে সব নির্ব্বাহিলা ॥২১৭॥
নানাশাস্ত্র আনি' লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধারিলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিলা ॥২১৮॥
সনাতন গ্রন্থ কৈলা 'ভাগবতামৃতে'।
ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে ॥২১৯॥
সিদ্ধান্তসার গ্রন্থ কৈলা 'দশম-টিপ্পনী'।
কৃষ্ণলীলারস-প্রেম যাহা হৈতে জানি ॥২২০॥
'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থ কৈলা বৈষ্ণব-আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥২২১॥
আর যত গ্রন্থ কৈলা, তাহা কে করে গণন।
মদনগোপাল-গোবিন্দের 'সেবা' প্রকাশন ॥
রূপ-গোসাঞি কৈলা 'রসামৃতসিন্ধু' সার।
কৃষ্ণভক্তি-রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার ॥২২৩॥
'উজ্জ্বলনীলমণি' নাম গ্রন্থ কৈল আর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস তাঁহা পাইয়ে পার ॥২২৪॥
'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব',—নাটকযুগল।
কৃষ্ণলীলা-রস তাঁহা পাইয়ে সকল ॥২২৫॥
'দানকেলিকৌমুদী' আদি লক্ষগ্রন্থ কৈলা।
সেই সব গ্রন্থে ব্রজের রস বিচারিলা ॥২২৬॥
তাঁর লঘুভ্রাতা—শ্রীবল্লভ-অনুপম।
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত—শ্রীজীব-নাম ॥২২৭॥
সর্ব্ব ত্যজি' তেঁহো পাছে আইলা বৃন্দাবন।
তেঁহ ভক্তিশাস্ত্র বহু কৈলা প্রচারণ ॥২২৮॥
'ভাগবত-সন্দর্ভ' নাম কৈলা গ্রন্থ-সার।
ভাগবত-সিদ্ধান্তের তাঁহা পাইয়ে পার ॥২২৯॥
'গোপাল-চম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজ-প্রেম-লীলা-রস-সার দেখাইলা ॥২৩০॥
'ষট্সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥২৩১॥
জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥২৩২॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥২৩৩॥
আজ্ঞা দিলা,—শীঘ্র তুমি যাহ' বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে ॥২৩৪॥
তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা ॥২৩৫॥
এই তিনগুরু, আর রঘুনাথ দাস।
ইঁহা-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুঞি 'দাস' ॥
এই ত' কহিলুঁ পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥২৩৭॥
চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥২৩৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥২৩৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥১॥

বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত ও দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম।

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥২॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতন ॥৩॥
এক দিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি' কিছু করে নিবেদনে ॥৪॥
শুন, প্রভু, মুঞি দীন গৃহস্থ অধম!
কোন ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥৫॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হঞা সদয় ॥৬॥
প্রভু কহেন,—কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি ॥৭॥
ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই' করহ শ্রবণ ॥৮॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার—বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্ ॥৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥১০॥

পুরুষের উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণকথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেইধর্ম্মও শ্রমমাত্র।

তবে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥১১॥
রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥১২॥
দুই দেব-কন্যা হয় পরম-সুন্দরী।
নৃত্য-গীতে সুনিপুণা, বয়সে কিশোরী ॥১৩॥
সেই দুঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ-নাটক-গীতের শিখায় নর্ত্তনে ॥১৪॥
তুমি ইহাঁ বসি' রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ', সেই করিবেন ॥১৫॥
তবে প্রদ্যুম্ন-মিশ্র তাঁহা রহিল বসিয়া।
রামানন্দ নিভৃতে সেই দুইজন লঞা ॥১৬॥
স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান, গাত্র সংমার্জ্জন ॥১৭॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ॥১৮॥
কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব' ॥১৯॥
সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ ॥২০॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা।
তাহে রামানন্দের ভাবভক্তি-প্রেম-সীমা ॥২১॥
তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা ॥২২॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ি-ভাবের লক্ষণ।
মুখে-নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥২৩॥
ভাবপ্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায়।
জগন্নাথের আগে দুঁহে প্রকট দেখায় ॥২৪॥
তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইলা।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ-ঘরে পাঠাইলা ॥২৫॥
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাহাঁ তাঁর মন? ২৬॥
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥২৭॥
মিশ্রেরে নমস্কার করে সম্মান করিয়া।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হঞা ॥২৮॥

বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কহিল।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল ॥২৯॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর।
আজ্ঞা কর, ক্যা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥৩০॥
মিশ্র কহে,—তোমা দেখিতে হৈল আগমনে।
আপনা পবিত্র কৈলুঁ তোমার দরশনে ॥৩১॥
অতিকাল দেখি' মিশ্র কিছু না কহিল।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ-ঘর গেল ॥৩২॥
আর দিন মিশ্র আইল প্রভু-বিদ্যমানে।
প্রভু কহে,—কৃষ্ণকথা শুনিলা রায়-স্থানে? ৩৩॥
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা।
শুনি' মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥৩৪॥
আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি।
দর্শন রহু দূরে, 'প্রকৃতি'র নাম যদি শুনি ॥৩৫॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন? ৩৬॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন ॥৩৭॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥৩৮॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন ॥৩৯॥
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ ॥৪০॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ-সম!
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন! ৪১॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার ॥৪২॥
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥৪৩॥
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ ॥৪৪॥
ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥৪৫॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয়।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয় ॥৪৬॥
উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায়।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥৪৭॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৪৮॥

যিনি অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাস-পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীরপুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা-ভক্তি লাভ করতঃ হৃদ্‌রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎ প্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছুমাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

যে শুনে, যে পড়ে, তাঁর ফল এতাদৃশী।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি ॥৪৯॥
তাঁর ফল কি কহিমু, কহনে না যায়।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায় ॥৫০॥
রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তাতে 'প্রাকৃত' নহে মন ॥৫১॥
আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি, পুনঃ যাহ' তথা ॥৫২॥
মোর নামে কহিহ,— তেঁহো পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥৫৩॥

শীঘ্র যাহ', যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে।
এত শুনি' প্রদ্যুম্ন-মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥৫৪॥
রায়-পাশ গেল, রায় প্রণতি করিল।
আজ্ঞা কর, যে লাগি' আগমন হৈল ॥৫৫॥
মিশ্র কহে,—মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥৫৬॥
শুনি' রামানন্দ মনে হইলা সন্তোষে।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে ॥৫৭॥
প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ? ৫৮॥
এত কহি' তারে লঞা নিভৃতে বসিলা।
কি কথা শুনিতে চাহ? মিশ্রেরে পুছিলা ॥৫৯॥
তেঁহো কহে,—যে কহিলা বিদ্যানগরে।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবা আমারে ॥৬০॥
আনের কি কথা, তুমি—প্রভুর উপদেষ্টা!
আমি ত' ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি—মোর পোষ্টা ॥৬১॥
ভাল, মন্দ, কিছু আমি পুছিতে না জানি।
'দীন' দেখি' কৃপা করি' কহিবা আপনি ॥৬২॥
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা ॥৬৩॥
আপনে প্রশ্ন করি' পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত ॥৬৪॥
বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দুঁহে প্রেমাবেশে।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাহাঁ জানে দিন-শেষে ॥৬৫॥
সেবক কহিল,—দিন হৈল অবসান।
তবে রায় কৃষ্ণকথার করিলা বিশ্রাম ॥৬৬॥
বহুসম্মান করি' মিশ্রে বিদায় দিলা।
কৃতার্থ হইলাঙ বলি' মিশ্র নাচিতে লাগিলা ॥৬৭॥
ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান, ভোজন।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥৬৮॥
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত-মনে।
প্রভু কহে,—কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণে ? ৬৯॥
মিশ্র কহে,—প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥৭০॥

রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয়।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥৭১॥
আর এক কথা রায় কহিলা আমারে।
কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিহ মোরে ॥৭২॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র ॥৭৩॥
মোর মুখে কথা ইঁহা করে পরচার।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ-লীলা তাঁহার? ৭৪॥
যে-সব শুনিলুঁ, কৃষ্ণ—রসের সাগর।
ব্রহ্মাদি-দেবের এ সব না হয় গোচর ॥৭৫॥
হেন 'রস' মোরে পান করাইলা তুমি।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি ॥৭৬॥
প্রভু কহে,—রামানন্দ বিনয়ের খনি।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি' ॥৭৭॥
মহানুভবের এই সহজ 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥৭৮॥
রামানন্দ রায়ের এই কহিলুঁ গুণ-লেশ।
প্রদ্যুম্ন-মিশ্রেরে যৈছে কৈলা উপদেশ ॥৭৯॥
'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥৮০॥
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥৮১॥
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নানা-ভঙ্গীতে প্রকাশি' নিজ-লাভ মানে ॥৮২॥
আর এক 'স্বভাব' গৌরের শুন, ভক্তগণ।
গূঢ় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব করে প্রকটন ॥৮৩॥
সন্ন্যাসী-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥৮৪॥
'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা' ॥৮৫॥
হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস ॥৮৬॥
শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ? ৮৭॥

শ্রীচৈতন্যলীলা এই—অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥৮৮॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান' ॥৮৯॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥৯০॥
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে ॥৯১॥
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তার পরিচয়।
তাঁরে মিলি' তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥৯২॥
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥৯৩॥
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম'।
মহাপ্রভুরে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥৯৪॥
গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব,—যেই করি' আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥৯৫॥
স্বরূপ-ঠাঞি উত্তরে যদি, লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥৯৬॥
'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥৯৭॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছেন নিয়মে ॥৯৮॥
স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন।
এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥৯৯॥
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুরে তবে করাইমু শ্রবণে ॥১০০॥
স্বরূপ কহে,—তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥১০১॥
'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥১০২॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥১০৩॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার' জ্ঞান নাহিক যাহার ॥১০৪॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার!
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার! ১০৫॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণ-ধন ॥১০৬॥
গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ' ॥১০৭॥
রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে ॥১০৮॥
ভগবান্-আচার্য্য কহে,—শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিবে বিচার ॥১০৯॥
দুই-তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥১১০॥
সবা লঞা স্বরূপ-গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী-শ্লোক পড়িলা ॥১১১॥

বঙ্গদেশীয়-বিপ্রকৃত-শ্লোক—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥১১২॥

যিনি কনককান্তি আপনাতে ন্যস্ত বা বিস্তৃত করিয়া বিকশিত কমল-নেত্রস্বরূপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রকৃতি-জড়কে অশেষ চেতনা দানপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

শ্লোক শুনি' সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে,—এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥১১৩॥
কবি কহে,—জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর ॥১১৪॥
সহজে জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥১১৫॥
শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥১১৬॥
আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস! ১১৭॥

পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়! ১১৮॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান! ১১৯॥
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি! ১২০॥
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'!
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে 'অপরাধ'! ১২১॥
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥১২২॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/৩৪২)—
দেহ-দেহি-বিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥
ঈশ্বরে দেহদেহি-ভেদ নাই

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/৯/৩,৪)—
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥১২৪॥*
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্।
তস্মৈ নমো ভগবতেহনুবিধেম তুভ্যং
যোহনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥১২৫॥†

কাহাঁ 'পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য' কৃষ্ণ 'মহেশ্বর'!
কাহাঁ 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর'! ১২৬॥

ভগবৎসন্দর্ভে-ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য, ভাঃ ১/৭/৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য—
হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥‡

শুনি' সভাসদের হৈল মহাচমৎকার।
সত্য কহে গোসাঞি, দুঁহারে করিয়াছে তিরস্কার ॥
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয় বিস্ময়।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥১২৯॥
তার দুঃখ দেখি' স্বরূপ পরম-সদয়।
উপদেশ কৈলা তারে যৈছে 'হিত' হয় ॥১৩০॥
যাহ', ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥১৩১॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥১৩২॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল ॥১৩৩॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাঞা সন্তোষ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহার লাগে 'দোষ' ॥
তুমি যৈছে-তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি।
সরস্বতী সেইশব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥১৩৫॥
যৈছে ইন্দ্র, দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন।
সেইশব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৩৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৫/৫)—
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥
ইন্দ্র কহিলেন,—এই বাচাল মূঢ়, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক গোপসকল আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে।

ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ইন্দ্র,—যেন মাতোয়াল।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সাম্ভাল ॥১৩৮॥
ইন্দ্র বলে,—মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন।
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৩৯॥
'বাচাল' কহিয়ে—'বেদপ্রবর্ত্তক' ধন্য।
'বালিশ'—তথাপি 'শিশু-প্রায়' গর্ব্বশূন্য ॥১৪০॥
বন্দ্যাভাবে 'অনম্র'—'স্তব্ধ' শব্দে কয়।
যাহা হৈতে অন্য 'বিজ্ঞ' নাহি—সে 'অজ্ঞ' হয় ॥
পণ্ডিতের মান্য-পাত্র—হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য' অভিমানী ॥১৪২॥
জরাসন্ধ কহে,—কৃষ্ণ—'পুরুষ-অধম'।
তোর সঙ্গে না যুঝিমু, 'যাহি বন্ধুহন্' ॥১৪৩॥

---
* মধ্য ২৫ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ২৫ পঃ ৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ১৮ পঃ ১১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

যাহা হৈতে অন্য পুরুষসকল—'অধম'।
সেই হয় 'পুরুষোত্তম'—সরস্বতীর মন ॥১৪৪॥
'বান্ধে সবারে'—তাতে অবিদ্যা 'বন্ধু' হয়।
'অবিদ্যা-নাশক',—'বন্ধুহন্' শব্দে কয় ॥১৪৫॥
এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন।
সেইবাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥১৪৬॥
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে 'নিন্দা' আইসে।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে 'স্তুতি' ভাসে ॥১৪৭॥
জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ'।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—'স্থাবর-স্বরূপ' ॥১৪৮॥
তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ—দুইরূপ হঞা ॥১৪৯॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা-শক্তি।
তাহার মিলন করি' একতা ঐছে প্রাপ্তি ॥১৫০॥
সকল সংসারী-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর-জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার ॥১৫১॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার ॥১৫২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা ॥১৫৩॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলুঁ বিবরণ।
এহো ভাগ্য তোমার—ঐছে করিল বর্ণন ॥১৫৪॥
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার 'মুক্তি'র কারণ ॥১৫৫॥
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা ॥১৫৬॥
তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা।
তার গুণ কহি' মহাপ্রভুরে মিলাইলা ॥১৫৭॥
সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে? ১৫৮॥
এই ত' কহিলুঁ প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥১৫৯॥
তার মধ্যে কহিলুঁ রামানন্দের মহিমা।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা ॥১৬০॥
প্রস্তাবে কহিলুঁ কবির নাটক-বিবরণ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥১৬১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা—অমৃতের সার।
একলীলা-প্রবাহে বহে শত-শত ধার ॥১৬২॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যেই পড়ে, শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রস-তত্ত্ব জানে ॥১৬৩॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১॥

যিনি কৃপা-গুণে গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করতঃ তাঁহাকে অন্তরঙ্গ-ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণে আমি প্রপন্ন হই।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা-রঙ্গে ॥৩॥
যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণ-বিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয় ভক্ত-দুঃখ-ভয়ে ॥৪॥
উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥৫॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥৬॥
দিনে প্রভু নানা-সঙ্গে হয় অন্য মন।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদন ॥৭॥

তাঁর সুখ-হেতু সঙ্গে রহে দুই জনা।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥৮॥
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায়।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রাম-রায় ॥৯॥
পূর্ব্বে যৈছে রাধার ললিতা সহায়-প্রধান।
তৈছে স্বরূপ-গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥১০॥
দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায়।
প্রভুর 'অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥১১॥
এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন, ভক্তগণ ॥১২॥
পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা।
মহাপ্রভু কৃপা করি' তাঁরে শিখাইলা ॥১৩॥
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায়।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হইলা 'বিষয়ী-প্রায়' ॥১৪॥
ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব-কর্ম্ম।
দেখিয়া ত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥১৫॥
মথুরা হৈতে প্রভু আইলা,—বার্ত্তা যবে পাইলা।
প্রভু-পাশ চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥১৬॥
হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় 'চৌধুরী' ॥১৭॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল 'মক্‌ররি' করিয়া।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥১৮॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ।
সে 'তুরুক্' কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥১৯॥
রাজ-ঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজিরে আনিল।
হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥২০॥
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা।
বাপ-জ্যেঠারে আন', নহে পাইবা যাতনা ॥২১॥
মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে।
মন ফিরি' যায়, তবে না পারে মারিতে ॥২২॥
বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥২৩॥
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায়।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥২৪॥
আমার পিতা, জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই।
ভাই-ভাইয়ে তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥২৫॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি—ইহার নিশ্চয় নাই।
কালি পুনঃ তিন ভাই হইবা এক-ঠাঞি ॥২৬॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥২৭॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায়।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান 'জিন্দাপীর' প্রায় ॥২৮॥
এত শুনি' সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল।
দাড়ি বহি' অশ্রু পড়ে, কাঁদিতে লাগিল ॥২৯॥
ম্লেচ্ছ বলে,—আজি হৈতে তুমি—মোর 'পুত্র'।
আজি' ছাড়াইমু তোমা করি' এক সূত্র ॥৩০॥
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল।
প্রীতি করি' রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥৩১॥
তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায়।
আমি—ভাগী, আমারে কিছু দিবারে যুয়ায় ॥
যাহ' তুমি, তোমার জ্যেঠারে মিলাহ আমারে।
যে-মতে ভাল হয় করুন, ভার দিলুঁ তাঁরে ॥
রঘুনাথ আসি' তবে জ্যেঠারে মিলাইল।
ম্লেচ্ছ-সহিতে বশ কৈলা—সব শান্ত হৈল ॥৩৪॥
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥৩৫॥
রাত্রে উঠি' একেলা চলিলা পলাঞা।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥৩৬॥
এইমতে বারে বারে পলায়, ধরি' আনে।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা-সনে ॥৩৭॥
পুত্র 'বাতুল' হইল, রাখহ বান্ধিয়া।
তাঁর পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হঞা ॥৩৮॥
ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন ॥৩৯॥
দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে ॥৪০॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে? ৪১॥

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে।
নিত্যানন্দ-গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥
পানিহাটি-গ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥৪৩॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডার উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু,—যেন সূর্য্যোদয় করে ॥৪৪॥
তলে-উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত।
দেখি' প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ—বিস্মিত ॥৪৫॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে।
সেবক কহে,—রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥৪৬॥
শুনি' প্রভু কহে,—চোরা দিলি দরশন।
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥৪৭॥
প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকটে না করে গমন।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিলা চরণ ॥৪৮॥
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
রঘুনাথে কহে কিছু হঞা সদয় ॥৪৯॥
নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে ॥৫০॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥৫১॥
সেইক্ষণে নিজ-লোক পাঠাইলা গ্রামে।
ভক্ষ্য-দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥৫২॥
চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, আর চিনি, কলা।
সব দ্রব্য আনাঞা চৌদিকে ধরিলা ॥৫৩॥
'মহোৎসব' নাম শুনি' ব্রাহ্মণ-সজ্জন।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য-গণন ॥৫৪॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল।
শত দুই-চারি হোল্না আনাইল ॥৫৫॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে।
এক বিপ্র প্রভু লাগি' চিড়া ভিজায় তাতে ॥৫৬॥
এক-ঠাঞি তপ্ত-দুগ্ধে চিড়া ভিজাঞা।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া ॥৫৭॥
আর অর্দ্ধেক ঘনাবৃত-দুগ্ধেতে ছানিল।
চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল ॥৫৮॥
ধুতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥৫৯॥
চবুতরা-উপরে যত প্রভুর নিজগণে।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচনে ॥৬০॥
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস-গদাধর।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর ॥৬১॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর-দাস।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড়-কৃষ্ণদাস ॥৬২॥
উদ্ধারণ দত্ত আদি যত নিজ-জন।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন? ৬৩॥
শুনি' পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা।
মান্য করি' প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥৬৪॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল।
একে দুগ্ধ-চিড়া, আরে দধি-চিড়া কৈল ॥৬৫॥
আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে।
মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা, তার না হয় গণনে ॥৬৬॥
একেক জনারে দুই দুই হোল্না দিল।
দধি-চিড়া, দুগ্ধ চিড়া, দুইতে ভিজাইল ॥৬৭॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাঞা।
দুই হোল্নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥৬৮॥
তীরে স্থান না পাঞা আর কতজন।
জলে নামি' দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥৬৯॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশ জন তিন ঠাঞি পরিবেশন করে ॥৭০॥
হেনকালে আইলা তথা রাঘব-পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি' হঞা বিস্মিত ॥৭১॥
নি-সক্ড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি' দিলা ॥৭২॥
প্রভুরে কহে,—তোমা লাগি' ভোগ লাগাইল।
তুমি ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥৭৩॥
প্রভু কহে,—এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিমু ভক্ষণ ॥৭৪॥
গোপজাতি আমি বহু গোপগণ সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥৭৫॥

রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেওয়াইলা।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইলা ॥৭৬॥
সকল-লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥৭৭॥
মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥৭৮॥
সকল কুণ্ডীর, হোল্নার চিড়ার এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস ॥৭৯॥
হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥৮০॥
এইমত নিতাই বুলে সকল-মণ্ডলে।
দাণ্ডাঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে ॥৮১॥
কি করিয়া বেড়ায়,—ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥৮২॥
তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া-চিড়া রাখিলা ডাহিনে ॥৮৩॥
আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥৮৪॥
দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥৮৫॥
আজ্ঞা দিলা,—হরি বলি' করহ ভোজন।
'হরি' 'হরি' ধ্বনি উঠি' ভরিল ভুবন ॥৮৬॥
'হরি' 'হরি' বলি' বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥৮৭॥
নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু—কৃপালু, উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈলা অঙ্গীকার ॥৮৮॥
নিত্যানন্দ-প্রভাব-কৃপা জানিবে কোন্ জন?
মহাপ্রভু আনি' করায় পুলিন-ভোজন ॥৮৯॥
শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে 'যমুনা-পুলিন' জ্ঞান কৈলা ॥৯০॥
মহোৎসব শুনি' পসারি নানা-গ্রাম হৈতে।
চিড়া, দধি, সন্দেশ, কলা আনিল বেচিতে ॥৯১॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্য করি' লয়।
তার দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥৯২॥
কৌতুক দেখিতে আইল, যত যত জন।
সেই চিড়া, দধি, কলা করিল ভক্ষণ ॥৯৩॥
ভোজন করি' নিত্যানন্দ আচমন কৈলা।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিলা ॥৯৪॥
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল।
গ্রাসে-গ্রাসে করি' বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥৯৫॥
পুষ্পমালা বিপ্র আনি' প্রভু-গলে দিল।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥৯৬॥
সেবক তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥৯৭॥
মালা-চন্দন-তাম্বূল শেষ যে আছিল।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি' দিল ॥৯৮॥
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর 'শেষ' পাঞা।
আপনার গণ-সহ খাইলা বাঁটিয়া ॥৯৯॥
এই ত' কহিলুঁ নিত্যানন্দের বিহার।
'চিড়া-দধি-মহোৎসব' নামে খ্যাতি যার ॥১০০॥
প্রভু বিশ্রাম কৈলা, যদি দিন-শেষ হৈল।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥১০১॥
ভক্ত সব নাচাঞা নিত্যানন্দ রায়।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥১০২॥
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দরশন।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন ॥১০৩॥
নিত্যানন্দের নৃত্য,—যেন তাঁহার নর্ত্তনে।
উপমা দিবার নাহি এ তিন ভুবনে ॥১০৪॥
নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে।
মহাপ্রভু আইসে যেই নৃত্য দেখিবারে ॥১০৫॥
নৃত্য করি' প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা।
ভোজনের লাগি' পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥১০৬॥
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥১০৭॥
মহাপ্রভু আসি' সেই আসনে বসিলা।
দেখি' রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা ॥১০৮॥
দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা।
সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥১০৯॥

নানাপ্রকার পিঠা, পায়স, দিব্য শাল্য-অন্ন।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১১০॥
রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥১১১॥
পাক করি' রাঘব যবে ভোগ লাগায়।
মহাপ্রভুর লাগি' ভোগ পৃথক্ বাড়য় ॥১১২॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন।
মধ্যে মধ্যে কভু তাঁরে দেন দরশন ॥১১৩॥
দুই ভাইরে রাঘব আনি' পরিবেশে।
যত্ন করি' খাওয়ায়, না রহে অবশেষে ॥১১৪॥
কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী ॥১১৫॥
দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাঞাছেন বর।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥১১৬॥
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥১১৭॥
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন।
পণ্ডিত কহে,—ইঁহ পাছে করিবে ভোজন ॥১১৮॥
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন।
'হরি' ধ্বনি করি' উঠি' কৈল আচমন ॥১১৯॥
ভোজন করি' দুই ভাই কৈলা আচমন।
রাঘব আনি' পরাইলা মাল্য-চন্দন ॥১২০॥
বিড়া খাওয়াইলা, কৈলা চরণ বন্দন।
ভক্তগণে দিলা বিড়া, মাল্য-চন্দন ॥১২১॥
রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে।
দুই ভাইএর অবশিষ্ট পাত্র দিলা তাঁরে ॥১২২॥
কহিলা,—চৈতন্য-গোসাঞি করিয়াছেন ভোজন।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥১২৩॥
ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥১২৪॥
সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥১২৫॥
প্রাতে নিত্যানন্দ প্রভু গঙ্গাস্নান করিয়া।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥১২৬॥

রঘুনাথ আসি' কৈলা চরণ বন্দন।
রাঘবপণ্ডিত-দ্বারা কৈলা নিবেদন ॥১২৭॥
অধম, পামর মুই হীন জীবাধম!
মোর ইচ্ছা হয়,—পাঙ চৈতন্য-চরণ ॥১২৮॥
বামন হঞা যেন চান্দ ধরিবারে চায়।
অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥১২৯॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া।
পিতা, মাতা—দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥১৩০॥
তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায়।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায় ॥১৩১॥
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয়।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ' গোসাঞি হঞা সদয় ॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ—কর আশীর্ব্বাদ ॥১৩৩॥
শুনি' হাসি' কহে প্রভু সব ভক্তগণে।
ইঁহার বিষয়সুখ—ইন্দ্রসুখ-সমে ॥১৩৪॥
চৈতন্য-কৃপাতে সেহ নাহি ভায় মনে।
সবে আশীর্ব্বাদ কর,—পাউক চৈতন্য-চরণে ॥
কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায়।
ব্রহ্মলোক-আদি-সুখ তাঁরে নাহি ভায় ॥১৩৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/১৪/৪৩)—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥১৩৭॥ *

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা।
তাঁর মাথে পদ ধরি' কহিতে লাগিলা ॥১৩৮॥
তুমি যে করাইলা এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি' গৌর কৈলা আগমন ॥১৩৯॥
কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি' রাত্রে কৈলা প্রসাদ ভক্ষণ ॥১৪০॥
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি-বন্ধনে ॥১৪১॥
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে ॥১৪২॥

* মধ্য ২৩ পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

নিশ্চিন্ত হঞা যাহ' আপন-ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥১৪৩॥
সব ভক্তদ্বারে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইলা।
তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিলা ॥১৪৪॥
প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লইলা।
রাঘব-সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিলা ॥১৪৫॥
যুক্তি করি' শত মুদ্রা, সোণা তোলা-সাতে।
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে ॥১৪৬॥
তাঁরে নিষেধিলা,—প্রভুরে এবে না কহিবা।
নিজ-ঘরে যাবেন যবে তবে নিবেদিবা ॥১৪৭॥
তবে রাঘব-পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাঞা মালা-চন্দন দিলা ॥১৪৮॥
অনেক 'প্রসাদ' দিলা পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে ॥১৪৯॥
প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত, ভৃত্য, আশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥১৫০॥
বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ হয়।
মুদ্রা দেহ' বিচারিয়া যোগ্য যত হয় ॥১৫১॥
সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যাঁর নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥১৫২॥
একশত মুদ্রা, আর সোণা তোলা-দ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয় ॥১৫৩॥
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥১৫৪॥
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করেন গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥১৫৫॥
তাঁহা জাগি' রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন ॥১৫৬॥
হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥১৫৭॥
তাঁ-সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহিঁ ধরা পড়ে ॥১৫৮॥
এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছেন শয়নে ॥১৫৯॥

দণ্ড-চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন-আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥১৬০॥
বাসুদেব-দত্তের তেঁহ হয় 'অনুগৃহীত'।
রঘুনাথের 'গুরু' তেঁহো হয় 'পুরোহিত' ॥১৬১॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ 'শিষ্য অন্তরঙ্গ'।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে—চৈতন্য 'প্রাণধন' ॥
অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা।
রঘুনাথ আসি' তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥১৬৩॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥১৬৪॥
রঘুনাথে কহে,—তারে করহ সাধন।
সেবা যেন করে, আর নাহিক 'ব্রাহ্মণ' ॥১৬৫॥
এত কহি' রঘুনাথে লঞা চলিলা।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥১৬৬॥
আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্বদিশাতে।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥১৬৭॥
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে।
আমি সেই বিপ্রে সাধি' পাঠাইমু তোমা স্থানে ॥
তুমি ঘরে যাহ' সুখে,—মোরে আজ্ঞা হয়।
এই ছলে আজ্ঞা মাগি' করিলা নিশ্চয় ॥১৬৯॥
সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে।
পলাইতে আমার ভাল এই ত' প্রসঙ্গে ॥১৭০॥
এত চিন্তি' পূর্ব্বমুখে করিলা গমন।
উলটিয়া চাহে পাছে,—নাহি কোন জন ॥১৭১॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া।
পথ ছাড়ি' উপপথে যায়েন ধাঞা ॥১৭২॥
গ্রামে-গ্রামের পথ ছাড়ি' যায় বনে-বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥১৭৩॥
পঞ্চদশ-ক্রোশ-পথ চলি' গেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥১৭৪॥
উপবাসী দেখি' গোপ দুগ্ধ আনি' দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি' পড়িয়া রহিলা ॥১৭৫॥
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া।
তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥১৭৬॥

তেঁহ কহে,—আজ্ঞা মাগি' গেল নিজ-ঘর।
পলাইল রঘুনাথ—উঠিল কোলাহল ॥১৭৭॥
তাঁর পিতা কহে,—গৌড়ের ভক্তগণ।
প্রভু-স্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥১৭৮॥
সেই-সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাঞা।
দশ জন যাহ', তারে আনহ ধরিয়া ॥১৭৯॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া।
আমার পুত্রেরে তুমি দিবা বাহুড়িয়া ॥১৮০॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জনে।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণে ॥১৮১॥
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল।
শিবানন্দ কহে,—তেঁহ এথা না আইল ॥১৮২॥
বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর।
তাঁর মাতা-পিতা হইল চিন্তিত অন্তর ॥১৮৩॥
এথা রঘুনাথ দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি' চলে দক্ষিণ-মুখ হঞা ॥১৮৪॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরাণ।
কুগ্রাম-কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ ॥১৮৫॥
ভক্ষণ অপেক্ষা নাহি, সমস্ত-দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ প্রাপ্ত্যে মন ॥১৮৬॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ-প্রাণ ॥১৮৭॥
বারদিনে চলি' গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥১৮৮॥
স্বরূপাদি-সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিলা আসিয়া ॥১৮৯॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি' করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দ-দত্ত কহে,—এই আইল রঘুনাথ ॥১৯০॥
প্রভু কহেন,—আইস, তেঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি' প্রভু কৃপায় তাঁরে করিলা আলিঙ্গন ॥১৯১॥
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা।
প্রভু-কৃপা দেখি' সবে আলিঙ্গন কৈলা ॥১৯২॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥১৯৩॥
রঘুনাথ কহে মনে,—কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি ॥১৯৪॥
প্রভু কহেন,—তোমার পিতা-জ্যেঠা, দুইজনে।
চক্রবর্ত্তী-সম্বন্ধে আমি 'আজা' করি' মানে ॥১৯৫॥
চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ 'দাস'।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥১৯৬॥
তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥১৯৭॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়' ॥১৯৮॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥১৯৯॥
হেন 'বিষয়' হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥২০০॥
রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্র-চিত্ত হঞা ॥২০১॥
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥২০২॥
তিন 'রঘুনাথ' নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে ॥
এত কহি' রঘুনাথের হস্ত ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥২০৪॥
স্বরূপ কহে,—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল।
এত কহি' রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥২০৫॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি' ॥২০৬॥
পথে ইঁহ করিয়াছে বহু ত' লঙ্ঘন।
কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥২০৭॥
রঘুনাথে কহে,—যাঞা, কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি' আসি' করহ ভোজন ॥২০৮॥
এত বলি' প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথ দাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥২০৯॥
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণ।
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য প্রশংসন ॥২১০॥

রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি' গোবিন্দ-পাশ আইলা ॥২১১॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা।
আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইলা ॥২১২॥
এইমত রহে তেঁহ স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দেন পঞ্চদিনে ॥২১৩॥
আর দিন হৈতে 'পুষ্প-অঞ্জলি' দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া ॥২১৪॥
জগন্নাথের সেবক যত—'বিষয়ীর গণ'।
সেবা সারি' রাত্র্যে করে গৃহেতে গমন ॥২১৫॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত' করিয়া ॥২১৬॥
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার ॥২১৭॥
সর্ব্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন ॥২১৮॥
কেহ ছত্রে মাগি' খায়, যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি' সিংহদ্বারে রয় ॥২১৯॥
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥২২০॥
প্রভুরে গোবিন্দ কহে,—রঘুনাথ 'প্রসাদ' না লয়।
রাত্র্যে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি' খায় ॥২২১॥
শুনি' তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল।
ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল ॥২২২॥
বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥২২৩॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥২২৪॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥২২৫॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥২২৬॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥২২৭॥
আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি' কৈলা নিবেদনে ॥২২৮॥
কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ ॥২২৯॥
প্রভুর আগে কথা-মাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দ-দ্বারা কহায় নিজ-বাত্ ॥২৩০॥
প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিলা আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥২৩১॥
কি মোর কর্ত্তব্য, মুই না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥২৩২॥
হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল ॥২৩৩॥
'সাধ্য' 'সাধন' তত্ত্ব শিখ' ইঁহার স্থানে।
আমি তত নাহি জানি, ইঁহো যত জানে ॥২৩৪॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় শ্রদ্ধা যদি হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥২৩৫॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভালি না পরিবে ॥২৩৬॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে ॥২৩৭॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥২৩৮॥

পদ্যাবলীতে ধৃত
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকের
৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ *

এত শুনি' রঘুনাথ বন্দিলা চরণ।
মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥২৪০॥
পুনঃ সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
'অন্তরঙ্গ-সেবা' করে স্বরূপের সনে ॥২৪১॥
হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিলা মিলন ॥২৪২॥

* আদি ১৭ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা লঞা কৈলা প্রভু বন্য-ভোজন ॥২৪৩॥
রথযাত্রায় সবা লঞা করিলা নর্ত্তন।
দেখি' রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥২৪৪॥
রঘুনাথ দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥২৪৫॥
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন ॥
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাঞা গেল ঘরে ॥২৪৭॥
চারি মাস রহি' ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি' রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥২৪৮॥
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিল।
মহাপ্রভুর স্থানে এক 'বৈষ্ণব' দেখিল ॥২৪৯॥
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো, নাম—'রঘুনাথ'।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ? ২৫০॥
শিবানন্দ কহে,—তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে? ২৫১॥
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥২৫২॥
রাত্রি-দিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥২৫৩॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ ॥২৫৪॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে 'পুষ্পাঞ্জলি' দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥২৫৫॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥২৫৬॥
এত শুনি' সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে ॥২৫৭॥
শুনি' তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হইল।
পুত্র-ঠাঞি দ্রব্য-মনুষ্য পাঠাইল ॥২৫৮॥
চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥২৫৯॥
শিবানন্দ কহে,—তুমি সব যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা ॥২৬০॥
এবে ঘর যাহ', যবে আমি সব চলিমু।
তবে তোমা-সবাকারে সঙ্গে লঞা যামু ॥২৬১॥
এই ত' প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর।
রঘুনাথ-মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥২৬২॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (১০/৩)—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্নকস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্॥

(কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি যদুনন্দনাচার্য্য; তাঁহার শিষ্যই—আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয়দ্বারা সতত-স্নিগ্ধ, স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্যরাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে না জানেন?

তত্রৈব (১০/৪)—

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং
তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ ॥২৬৪॥

যিনি সর্ব্বলোকের মনোভিরুচি (চিত্তরঞ্জন) দ্বারা কোন এক (অনির্ব্বচনীয়) অকৃষ্টপচ্যা (স্বতঃপ্রকটিত) সৌভাগ্যের ভূমি (আধার-স্বরূপ) হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ-সমারোপণ-সময়েই (শ্রীচৈতন্যের) অতুল্য (অনুপম) প্রেম-শাখী (বৃক্ষ) ফলবান্ হইয়াছিল।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিলা।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোক বর্ণিলা ॥২৬৫॥
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে।
রঘুনাথের সেবক, বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥২৬৬॥

সেই বিপ্র, ভৃত্য, চারি-শত মুদ্রা লঞা।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥২৬৭॥
রঘুনাথ-দাস অঙ্গীকার না করিল।
দ্রব্য লঞা দুই জন তাঁহাই রহিল ॥২৬৮॥
তবে রঘুনাথ করি' অনেক যতন।
মাসে দুই দিন কৈলা প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥২৬৯॥
দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করেন এতেক গ্রহণ ॥২৭০॥
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈলা।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিলা ॥২৭১॥
মাস-দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥২৭২॥
রঘু কেনে আমায় নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল?
স্বরূপ কহে,—মনে কিছু বিচার করিল ॥২৭৩॥
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥২৭৪॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা' মাত্র ফল ॥২৭৫॥
উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন ॥২৭৬॥
এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিলা।
শুনি' মহাপ্রভু হাসি' বলিতে লাগিলা ॥২৭৭॥
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥২৭৮॥
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা,—দুঁহার মলিন হয় মন ॥২৭৯॥
ইঁহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল।
ভাল হৈল,—জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা।
ছাত্রে যাই' মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলা ॥২৮১॥
গোবিন্দ-পাশ শুনি' প্রভু পুছেন স্বরূপেরে।
রঘু ভিক্ষা লাগি' ঠাড় কেনে নহে সিংহদ্বারে?
স্বরূপ কহে,—সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভবিয়া।
ছত্রে মাগি' খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥২৮৩॥
প্রভু কহে,—ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥২৮৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-বাক্য—

অয়মাগচ্ছতি, অয়ং দাস্যতি, অনেন দত্তময়মপরঃ। সমেত্যয়ং দাস্যতি, অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি, স দাস্যতি ॥২৮৫॥

'ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন; ইনি দিয়াছেন; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন, এই যে ব্যক্তি গেলেন ইনি দিলেন না; অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন'; —অযাচক বৈরাগিবেষিগণ (নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার ন্যায়) এরূপ আশা করিয়া থাকেন।

ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥২৮৬॥
এত বলি' তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা।
'গোবর্দ্ধনের শিলা', 'গুঞ্জা-মালা' তাঁরে দিলা ॥
শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা।
তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥২৮৮॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন-শিলা।
দুইবস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা ॥২৮৯॥
দুই অপূর্ব্ব-বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা।
স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা ॥২৯০॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে-নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥২৯১॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলারে কহেন প্রভু—'কৃষ্ণকলেবর' ॥২৯২॥
এইমত তিনবৎসর শিলা-মালা ধরিলা।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা ॥২৯৩॥
প্রভু কহে,—এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥২৯৪॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক পূজন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥২৯৫॥
এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি' ॥২৯৬॥

দুইদিকে দুইপত্র-মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি' ॥২৯৭॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥২৯৮॥
এক-বিতস্তি দুইবস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি ॥২৯৯॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজা-কালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥৩০০॥
প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।
এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা ॥৩০১॥
জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥৩০২॥
এইমত কতদিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপ-গোসাঞি তাঁরে কহিলা বচন ॥৩০৩॥
অষ্ট-কৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি' দিলে, সেই অমৃতের সম ॥৩০৪॥
তবে অষ্ট-কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥৩০৫॥
রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা ॥৩০৬॥
শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা-চরণে' ॥৩০৭॥
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥৩০৮॥
অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ॥৩০৯॥
সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারি-দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে ॥৩১০॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥৩১১॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরেন বসন।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ॥৩১২॥
প্রাণ-রক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনার করে নির্ব্বেদন ॥৩১৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/১৫/৪০)—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ ॥

(ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি নারদ উপদেশ বলিতেছেন,—) জ্ঞানদ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে যখন সমস্তই লাভ করেন, তবে তাহা না করিয়া লম্পটগণ কি অভিপ্রায়ে, কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করিয়া থাকে?

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায়।
দুই-তিন দিন হৈলে, ভাত সড়ি' যায় ॥৩১৫॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥৩১৬॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি'।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥৩১৭॥
ভিতরেতে দড়ভাত মাজি' যেই পায়।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥৩১৮॥
এক দিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিলা।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইলা ॥৩১৯॥
স্বরূপ কহে,—ঐছে অমৃত খাও নিতি-নিতি।
আমা-সবায় নাহি দেহ',—কি তোমার প্রকৃতি?
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা।
আর দিন আসি' প্রভু কহিতে লাগিলা ॥৩২১॥
খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?
এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে ॥৩২২॥
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা।
তব যোগ্য নহে বলি' বলে কাড়ি' নিলা ॥৩২৩॥
প্রভু বলে,—নিতি-নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥৩২৪॥
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে ॥৩২৫॥
আপন-উদ্ধার এই রঘুনাথ দাস।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥৩২৬॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (১১)—

মহাসম্পদ্দাবাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥

আমি মহা-কুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া বিষয়রূপ দাবাগ্নি হইতে উদ্ধার করতঃ শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জা-মালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন।

এই ত' কহিলুঁ রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ ॥৩২৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৩২৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥

যাঁহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তি ও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥৩॥
এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥৪॥
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু 'ভাগবতবুদ্ধ্যে' কৈলা আলিঙ্গনে ॥৫॥
মান্য করি' প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥৬॥
বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিলুঁ তোমারে ॥৭॥
তোমার দর্শন যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে,—যেন সাক্ষাৎ ভগবান্ ॥৮॥
তোমারে যে স্মরণ করে, সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হবে,—ইথে কি বিচিত্র? ৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/১৯/৩৩)—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥১০॥

(রাজা পরীক্ষিত কহিলেন,—) যাঁহাদিগের স্মরণমাত্র মনুষ্যের গৃহ-সকল পবিত্র হয়, তাঁহাদিগকে দর্শন, স্পর্শন, পাদধৌতি ও আসনাদি প্রদানদ্বারা কত লাভ হয়, বলা যায় না।

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন ॥১১॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি,—এই ত' 'প্রমাণ'।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি,—ইথে নাহি আন ॥১২॥
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে, সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে ॥১৩॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'—এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে ॥১৪॥

লঘুভাগবতামৃতে (১/৫/৩৭) বিল্বমঙ্গল-বাক্য—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো-ভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥ *

মহাপ্রভু কহে,—শুন, ভট্ট মহামতি।
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি, না জানি কৃষ্ণভক্তি ॥
অদ্বৈতাচার্য্য-গোসাঞি—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল ॥১৭॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব 'অদ্বৈত-আচার্য্য' তাঁর নাম ॥১৮॥

* আদি ৩য় পঃ ২৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

যাঁহার কৃপাতে স্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি? ১৯॥
নিত্যানন্দ-অবধূত—'সাক্ষাৎ ঈশ্বর'।
ভাবোন্মাদ মত্ত কৃষ্ণপ্রেমের সাগর ॥২০॥
ষড়্‌দর্শন-বেত্তা ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ষড়্‌দর্শনে জগদ্‌গুরু ভাগবতোত্তম ॥২১॥
তেঁহ দেখাইলা মোরে ভক্তিযোগ-পার।
তাঁর প্রসাদে জানিলুঁ 'কৃষ্ণভক্তিযোগ' সার ॥২২॥
রামানন্দ রায়—কৃষ্ণ-রসের 'নিধান'।
তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ॥২৩॥
তাতে প্রেমভক্তি—'পুরুষার্থ-শিরোমণি'।
রাগমার্গে প্রেমভক্তি 'সর্ব্বাধিক' জানি ॥২৪॥
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর যে শৃঙ্গার।
দাস, সখা, গুরু, কান্তা,—'আশ্রয়' যাহার ॥২৫॥
'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত', 'কেবলা' ভাব আর।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে না পাই ব্রজেন্দ্রকুমার ॥২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৯/২১)—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ *

'আত্মভূত' শব্দে কহে 'পারিষদগণ'।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইলা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৪৭/৬০)—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥২৯॥ †

শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ।
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করেন বন্ধন ॥৩০॥
'মোর সখা', 'মোর পুত্র',—এই 'শুদ্ধ' মন।
অতএব শুক-ব্যাস করে প্রশংসন ॥৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১২/১১)—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৩২॥ ‡

তত্রৈব (১০/৮/৪৫-৪৬)—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাঙ্খ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সাঽমন্যতাত্মজম্ ॥ §
নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥ ¶

ঐশ্বর্য্য দেখিলেহ 'শুদ্ধের' ঐশ্বর্য্য নহে জ্ঞান।
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে 'কেবলা' ভাব প্রধান ॥
এ সব শিখাইলা মোরে রায়-রামানন্দ।
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ ॥৩৬॥
কহন না যায় রামানন্দের প্রভাব।
রায়-প্রসাদে জানিলুঁ ব্রজের 'শুদ্ধ' ভাব ॥৩৭॥
দামোদর-স্বরূপ—'প্রেমরস' মূর্ত্তিমান্।
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান ॥৩৮॥
'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর—কামগন্ধহীন।
'কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য',—এই তার চিহ্ন ॥৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/১৯)—

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৪০॥ **

তত্রৈব (১০/৩১/১৬)—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৪১॥ ††

সর্ব্বোত্তম ভজন এই সর্ব্বভক্তি জিনি'।

---

* মধ্য ৮ম পঃ ২২৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ৮ম পঃ ৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ৮ম পঃ ৭৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
§ মধ্য ১৯ পঃ ২০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
¶ মধ্য ৮ম পঃ ৭৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
** আদি ৪র্থ পঃ ১৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
†† মধ্য ১৯ পঃ ২১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

অতএব কৃষ্ণ কহে,—'আমি তোমার ঋণী' ॥৪২॥

শ্রীমদ্ভাগবতে
(১০/৩২/২২)—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাঽভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥৪৩॥*

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান হৈতে কেবলা-ভাব—প্রধান।
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-সমান ॥৪৪॥
তেঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন।
স্বরূপের সঙ্গে পাইলুঁ এ সব শিক্ষণ ॥৪৫॥
হরিদাস-ঠাকুর—মহাভাগবত-প্রধান।
প্রতিদিন লয় তেঁহ তিনলক্ষ নাম ॥৪৬॥
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঞি শিখিলুঁ।
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিলুঁ ॥৪৭॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত-গদাধর।
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥৪৮॥
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারি।
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি' ॥৪৯॥
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম কৈলা জগতে প্রচার।
ইঁহা-সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার ॥৫০॥
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি'।
ভঙ্গী করি' মহাপ্রভু কহে এত বাণী ॥৫১॥
আমি সে 'বৈষ্ণব',—ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি।
আমি সে ভাগবত-অর্থ উত্তম বাখানি ॥৫২॥
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব।
প্রভুর বচন শুনি' সে হইল খর্ব্ব ॥৫৩॥
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার।
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ-সবারে দেখিবার ॥৫৪॥
ভট্ট কহে,—এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে?
কোন্‌প্রকারে পাইমু ইঁহা-সবার দর্শনে? ৫৫॥
প্রভু কহে,—কেহ গৌড়ে, কেহ দেশান্তরে।
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে ॥৫৬॥

* আদি ৪র্থ পঃ ১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ইঁহাই রহেন সবে, বাসা—নানা-স্থানে।
ইঁহাই পাইবা তুমি সবার দর্শনে ॥৫৭॥
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয় বচন।
বহু যত্ন করি' প্রভুরে কৈল নিমন্ত্রণ ॥৫৮॥
আর দিন সব বৈষ্ণব প্রভু-স্থানে আইলা।
সবা-সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা ॥৫৯॥
'বৈষ্ণবে'র তেজ দেখি' ভট্টের চমৎকার।
তাঁ-সবার আগে ভট্ট—খদ্যোত-আকার ॥৬০॥
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইল।
গণ-সহ মহাপ্রভুরে ভোজন করাইল ॥৬১॥
পরমানন্দ-পুরী-সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ।
একদিকে বৈসে সব করিতে ভোজন ॥৬২॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ-রায়—পার্শ্বে দুইজন।
মধ্যে মহাপ্রভু বসিলা, আগে-পাছে ভক্তগণ ॥
গৌড়ের ভক্ত যত কহিতে না পারি।
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি-সারি ॥৬৪॥
প্রভুর ভক্তগণ দেখি' ভট্টের চমৎকার।
প্রত্যক্ষে সবার পদে কৈল নমস্কার ॥৬৫॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
পরিবেশন করে, আর রাঘব, দামোদর ॥৬৬॥
মহাপ্রসাদ বল্লভ-ভট্ট বহু আনাইল।
প্রভু-সহ সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিল ॥৬৭॥
প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ, বলে 'হরি' 'হরি'।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি' ॥৬৮॥
মালা, চন্দন, গুবাক, পান অনেক আনিল।
সবা' পূজা করি' ভট্ট আনন্দিত হৈল ॥৬৯॥
রথযাত্রা-দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিলা।
পূর্ব্ববৎ সাত-সম্প্রদায় পৃথক্ করিলা ॥৭০॥
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
শ্রীবাস, রাঘব, পণ্ডিত-গদাধর ॥৭১॥
সাত জন সাত ঠাঞি করেন কীর্ত্তন।
'হরিবোল' বলি' প্রভু করেন ভ্রমণ ॥৭২॥
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
এক এক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন ॥৭৩॥

দেখি' বল্লভ-ভট্টের হৈল চমৎকার।
আনন্দে বিহ্বল নাহি আপন-সাম্ভাল ॥৭৪॥
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিল।
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হৈল ॥৭৫॥
যাত্রান্তরে ভট্ট যাই' মহাপ্রভু-স্থানে।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে ॥৭৬॥
ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন।
আপনে মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ ॥৭৭॥
প্রভু কহে,—ভাগবতার্থ বুঝিতে না পারি।
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী ॥৭৮॥
বসি' কৃষ্ণনাম মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
সংখ্যা-নাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রি-দিনে ॥৭৯॥
ভট্ট কহে,—কৃষ্ণনামের অর্থ-ব্যাখ্যানে।
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে ॥৮০॥
প্রভু কহে,—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর' 'যশোদানন্দন',—এইমাত্র জানি ॥

শ্রীলক্ষ্মীধর-কৃত নামকৌমুদী-শ্লোক—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়ঃ ॥৮২॥

তমাল-শ্যামবর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী,—এই দুইটী কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সর্ব্ব-অর্থে মোর নাহি অধিকার ॥৮৩॥
ফল্গুপ্রায় ভট্টের নামাদি সব-ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি' তারে করেন উপেক্ষা ॥৮৪॥
বিমনা হঞা ভট্ট গেলা নিজ-ঘর।
প্রভু-বিষয়ে ভক্তি কিছু হইল অন্তর ॥৮৫॥
তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিত-গোসাঞির ঠাঞি।
নানা মতে প্রীতি করি' করে আসা-যাই ॥৮৬॥
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন।
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ ॥৮৭॥
লজ্জিত হৈল ভট্ট, হৈল অপমানে।
দুঃখিত হঞা গেল পণ্ডিতের স্থানে ॥৮৮॥
দৈন্য করি' কহে,—নিলুঁ তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি' রাখ আমার জীবন ॥৮৯॥
কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জা-পঙ্ক হয় প্রক্ষালন ॥৯০॥
সঙ্কটে পড়িলা পণ্ডিত, করয়ে সংশয়।
কি করিবেন,—ইহা করিতে নারেন নিশ্চয় ॥৯১॥
যদ্যপি পণ্ডিত আর না কৈলা অঙ্গীকার।
ভট্ট যাই' তবু পড়ে করি' বলাৎকার ॥৯২॥
আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন।
এ সঙ্কটে, কৃষ্ণ রাখ, লইলাঙ শরণ ॥৯৩॥
অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন।
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, 'বিষম' তাঁর গণ ॥৯৪॥
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ।
তথাপি প্রভুর গণ করে প্রণয়-রোষ ॥৯৫॥
প্রত্যহ বল্লভ-ভট্ট আইসে প্রভু-স্থানে।
'উদ্‌গ্রাহাদি' প্রায় করে আচার্য্যাদি-সনে ॥৯৬॥
যেই কিছু করে ভট্ট 'সিদ্ধান্ত' স্থাপন।
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন ॥৯৭॥
আচার্য্যাদি-আগে ভট্ট যবে যবে যায়।
রাজহংস-মধ্যে যেন রহে বকপ্রায় ॥৯৮॥
এক দিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে।
জীব-'প্রকৃতি' 'পতি' করি' মানয়ে কৃষ্ণেরে ॥
পতিব্রতা হঞা পতির নাম নাহি লয়।
তোমরা কৃষ্ণনাম-লহ,—কোন্ ধর্ম্ম হয়? ১০০॥
আচার্য্য কহে,—আগে তোমার 'ধর্ম্ম' মূর্ত্তিমান্।
ইঁহারে পুছহ, ইঁহ করিবেন প্রমাণ ॥১০১॥
প্রভু কহেন,—তুমি না জানহ 'ধর্ম্মাধর্ম্ম'।
স্বামী-আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা-ধর্ম্ম ॥১০২॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে ॥১০৩॥
অতএব নাম লয়, নামের 'ফল' পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে 'প্রেম' উপজায় ॥১০৪॥
শুনিয়া বল্লভ-ভট্ট হৈল নির্ব্বচন।
ঘরে যাই' মনে দুঃখে করেন চিন্তন ॥১০৫॥

নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষাপাত।
এক দিন উপরে যদি হয় মোর বাত্ ॥১০৬॥
তবে সুখ হয়, আর সব লজ্জা যায়।
স্ব-বচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায়? ১০৭॥
আর দিন আসি' বসিলা প্রভুরে নমস্করি'।
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি' ॥১০৮॥
ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যান করিয়াছি খণ্ডন।
লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান-বচন ॥১০৯॥
সেই ব্যাখ্যা করেন যাঁহা যেই পড়ে আনি'।
একবাক্যতা নাহি, তাতে 'স্বামী' নাহি মানি ॥১১০॥
প্রভু হাসি' কহে,—স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥১১১॥
এত কহি' মহাপ্রভু মৌন ধরিলা।
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা ॥১১২॥
জগতের হিত লাগি' গৌর-অবতার।
অন্তরের অভিমান জানেন তাহার ॥১১৩॥
নানা অবজ্ঞানে ভট্টে শোধেন ভগবান্।
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান ॥১১৪॥
অজ্ঞ জীব নিজ 'হিতে' 'অহিত' করি' মানে।
গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে, পাছে উঘাড়ে নয়নে ॥১১৫॥
ঘরে আসি' রাত্র্যে ভট্ট চিন্তিতে লাগিল।
পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহা-কৃপা কৈল ॥১১৬॥
স্বগণ-সহিতে মোর মানিলা নিমন্ত্রণ।
এবে কেনে প্রভুর মোতে ফিরি' গেল মন? ১১৭॥
আমি জিতি,—এই গর্ব্ব-শূন্য হউক ইঁহার চিত।
ঈশ্বর-স্বভাব,—করেন সবাকার হিত ॥১১৮॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করেন অপমান ॥১১৯॥
আমার 'হিত' করেন,—ইহো আমি মানি 'দুঃখ'।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ ॥১২০॥
এত চিন্তি' প্রাতে আসি' প্রভুর চরণে।
দৈন্য করি' স্তুতি করি' লইল শরণে ॥১২১॥
আমি অজ্ঞ জীব,—অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈলুঁ।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য প্রকাশিলুঁ॥
তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা কৈলা।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা ॥১২৩॥
আমি—অজ্ঞ, 'হিত' স্থানে মানি 'অপমানে'।
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে ॥১২৪॥
তোমার কৃপা-অঞ্জনে গর্ব্ব-আন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈলা,—এবে 'জ্ঞান' হৈল ॥১২৫॥
অপরাধ কৈনু, ক্ষম', লইনু শরণ।
কৃপা করি' মোর মাথে ধরহ চরণ ॥১২৬॥
প্রভু কহে,—তুমি 'পণ্ডিত' 'মহাভাগবত'।
দুইগুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব-পর্ব্বত ॥১২৭॥
শ্রীধরস্বামী নিন্দি' নিজ-টীকা কর!
শ্রীধরস্বামী নাহি মান',—এত 'গর্ব্ব' ধর! ১২৮॥
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে 'ভাগবত' জানি।
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী 'গুরু' করি' মানি ॥১২৯॥
শ্রীধর-উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে।
'অর্থব্যস্ত' লিখন সেই, লোকে না মানিবে ॥১৩০॥
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন।
সব লোক মান্য করি' করিবে গ্রহণ ॥১৩১॥
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত-ব্যাখ্যান।
অভিমান ছাড়ি' ভজ কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১৩২॥
অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ ॥১৩৩॥
ভট্ট কহে,—যদি মোরে হইলা প্রসন্ন।
এক দিন পুনঃ মোর মান' নিমন্ত্রণ ॥১৩৪॥
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগৎ তারিতে।
মানিলেন নিমন্ত্রণ, তারে সুখ দিতে ॥১৩৫॥
জগতের 'হিত' হউক,—এই প্রভুর মন।
দণ্ড করি' করে তার হৃদয় শোধন ॥১৩৬॥
স্বগণ-সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
মহাপ্রভু তারে তবে প্রসন্ন হইলা ॥১৩৭॥
জগদানন্দ-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
সত্যভামা-প্রায় প্রেম 'বাম্য-স্বভাব' ॥১৩৮॥
বার বার প্রণয় কলহ করে প্রভু-সনে।
অন্যোহন্যে খট্মটি চলে দুইজনে ॥১৩৯॥

গদাধর-পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব।
রুক্মিণী-দেবীর যৈছে 'দক্ষিণ-স্বভাব' ॥১৪০॥
তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয়।
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে তাঁর রোষ নাহি উপজয় ॥১৪১॥
এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাস।
শুনি' পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস ॥১৪২॥
পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল।
শুনি' রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল ॥১৪৩॥
বল্লভ-ভট্টের হয় বাৎসল্য-উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন ॥১৪৪॥
পণ্ডিতের সনে তার মন ফিরি' গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন দিল ॥১৪৫॥
পণ্ডিতের ঠাঞি চাহি মন্ত্রাদি শিখিতে।
পণ্ডিত কহে,—এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে ॥১৪৬॥
আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই 'স্বতন্ত্র' ॥১৪৭॥
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন।
তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন ॥১৪৮॥
এইমত ভট্টের কথেক দিন গেল।
শেষে যদি প্রভু তারে সুপ্রসন্ন হৈল ॥১৪৯॥
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা।
স্বরূপ, জগদানন্দ, গোবিন্দে পাঠাইলা ॥১৫০॥
পথে পণ্ডিতেরে স্বরূপ কহেন বচন।
পরীক্ষিতে প্রভু তোমারে কৈলা উপেক্ষণ ॥১৫১॥
তুমি কেনে আসি' তাঁরে না দিলা ওলাহন?
ভীতপ্রায় হঞা কেনে করিলা সহন? ১৫২॥
পণ্ডিত কহেন,—প্রভু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তাঁর সনে 'হঠ' করি,—ভাল নাহি মানি ॥১৫৩॥
যেই কহে, সেই সহি নিজ-শিরে ধরি'।
আপনে করিবেন কৃপা গুণ-দোষ বিচারি' ॥১৫৪॥
এত বলি' পণ্ডিত প্রভুর স্থানে আইলা।
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা ॥১৫৫॥
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈলা আলিঙ্গন।
সবারে শুনাঞা কহেন মধুর বচন ॥১৫৬॥
আমি চালাইলুঁ তোমা, তুমি না চলিলা।
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা ॥১৫৭॥
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা।
সুদৃঢ় সরলভাব আমারে কিনিলা ॥১৫৮॥
পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায়।
'গদাধর-প্রাণনাথ' নাম হৈল যায় ॥১৫৯॥
পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায়।
'গদাই-গৌরাঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥১৬০॥
চৈতন্যপ্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে?
একলীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে ॥১৬১॥
পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণ্যতা-গুণ।
দৃঢ় প্রেমমুদ্রা লোকে করিলা খ্যাপন ॥১৬২॥
অভিমান-পঙ্ক ধুঞা ভট্টেরে শোধিলা।
সেইদ্বারা আর সব লোকে শিখাইলা ॥১৬৩॥
অন্তরে 'অনুগ্রহ', বাহ্যে 'উপেক্ষার প্রায়'।
বাহ্যার্থ যেই লয়, সেই নাশ যায় ॥১৬৪॥
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি?
সেই বুঝে, গৌরচন্দ্রে যাঁর দৃঢ় ভক্তি ॥১৬৫॥
দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লঞা ভক্তগণ ॥১৬৬॥
তাঁহাই বল্লভ-ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈল।
পণ্ডিত-ঠাঞি পূর্ব্বপ্রার্থিত সব সিদ্ধি হৈল ॥১৬৭॥
এই ত' কহিলুঁ বল্লভ-ভট্টের মিলন।
যাহার শ্রবণে পায় গৌরপ্রেমধন ॥১৬৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬৯॥

ইতিশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেঅন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্ট-মিলনং নাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ॥

যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে প্রাত্যহিক লৌকিক

আহার হইতে স্বীয় ভিক্ষান্ন স্বল্প করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-অবতার।
ব্রহ্মা-শিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার ॥২॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু—যাঁর প্রাণধন ॥৩॥
এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত-সঙ্গে।
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে ॥৪॥
হেনকালে রামচন্দ্রপুরী-গোসাঞি আইলা।
পরমানন্দ-পুরীরে আর প্রভুরে মিলিলা ॥৫॥
পরমানন্দ-পুরী কৈল চরণ বন্দন।
পুরী-গোসাঞি কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন ॥৬॥
মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে দণ্ডবৎ নতি।
আলিঙ্গন করি' তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি ॥৭॥
তিনজনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈলা কতক্ষণ।
জগদানন্দ-পণ্ডিত তাঁরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥৮॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনিলা ভিক্ষার লাগিয়া।
যথেষ্ট ভিক্ষা করিলা তেঁহো নিন্দার লাগিয়া ॥৯॥
ভিক্ষা করি' কহে পুরী,—শুন, জগদানন্দ।
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ ॥১০॥
আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি' খাওয়াইল।
আপনে আগ্রহ করি' পরিবেশন কৈল ॥১১॥
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল।
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিল ॥১২॥
শুনি, চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ।
সত্য সেই বাক্য,—সাক্ষাৎ দেখিলুঁ এখন ॥১৩॥
সন্ন্যাসীরে এত খাওয়াঞা করে ধর্ম্ম নাশ।
বৈরাগী হঞা এত খায়, বৈরাগ্যের নাহি 'ভাস' ॥
এই ত' স্বভাব তাঁর আগ্রহ করিয়া।
পিছে নিন্দা করে, আগে বহুত খাওয়াঞা ॥১৫॥
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান ॥১৬॥
পুরী-গোসাঞি করেন কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন ॥১৭॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে ॥১৮॥
তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন? ১৯॥
শুনি' মাধবেন্দ্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর, দূর, পাপিষ্ঠ বলি' ভর্ৎসনা করিল ॥২০॥
'কৃষ্ণ-কৃপা' না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন-দুঃখে মরোঁ,—এই দিতে আইল জ্বালা ॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে, মোর হবে অসদ্গতি ॥২২॥
কৃষ্ণ না পাইনু মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে ॥২৩॥
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্রপাদ উপেক্ষা করিল।
সেই অপরাধে ইঁহার 'বাসনা' জন্মিল ॥২৪॥
শুষ্ক-ব্রহ্মজ্ঞানী, নাহি কৃষ্ণের 'সম্বন্ধ'।
সর্ব্বলোকের নিন্দা করে, নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ ॥২৫॥
ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন ॥২৬॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করয়ে স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ ॥২৭॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন ॥২৮॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্বনিন্দাকর ॥২৯॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজনে।
এই দুইদ্বারে শিখাইলা জগজনে ॥৩০॥
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি' প্রেম দান।
এই শ্লোক পড়ি' তেঁহো করিলা অন্তর্দ্ধান ॥৩১॥

পদ্যাবলীতে (৩৩০) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদবাক্য—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥৩২॥*

* মধ্য ৪র্থ পঃ ১৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম করে উপদেশ।
কৃষ্ণের বিরহে, ভক্তের ভাববিশেষ ॥৩৩॥
পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥৩৪॥
প্রস্তাবে কহিলুঁ পুরী-গোসাঞির নির্যাণ।
যেই ইহা শুনে, সেই বড় ভাগ্যবান্ ॥৩৫॥
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে।
বিরক্ত স্বভাব, কভু রহে কোন স্থলে ॥৩৬॥
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে, নাহিক নির্ণয়।
অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয় ॥৩৭॥
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারি পণ।
কভু কাশীশ্বর, গোবিন্দ খান তিন জন ॥৩৮॥
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি-উতি হয়।
কেহ যদি মূল্য আনে, চারিপণ-নির্ণয় ॥৩৯॥
প্রভুর স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, প্রয়াণ।
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান ॥৪০॥
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল।
ছিদ্র চাহি' বুলে, কাহাঁ ছিদ্র না পাইল ॥৪১॥
সন্ন্যাসী হঞা করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ? ৪২॥
এই নিন্দা করি' কহে সর্ব্বলোক-স্থানে।
প্রভুরে দেখিতেহ অবশ্য আইসে প্রতিদিনে ॥
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করেন সম্ভ্রম, সম্মান।
তেঁহো ছিদ্র চাহি' বুলে,—এই তার কাম ॥৪৪॥
যত নিন্দা করে, তাহা প্রভু সব জানে।
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে ॥৪৫॥
এক দিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর।
পিপীলিকা দেখি' কিছু কহেন উত্তর ॥৪৬॥

রামচন্দ্রপুরী-বাক্য—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ, তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো! বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসেতি-ব্রুবন্নুত্থায় গতঃ ॥৪৭॥

"রাত্রিকালে এইস্থানে ইক্ষুজাত গুড় ছিল, সেই কারণে পিপীলিকা-সকল বেড়াইতেছে! অহো, বিরক্ত সন্ন্যাসিদিগেরই এইরূপ ইন্দ্রিয়লালসা!" —এই কথা বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

প্রভু পরম্পরায় নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ।
এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন 'কল্পিত' নিন্দন ॥৪৮॥
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায়।
তাহাতে তর্ক উঠাঞা দোষ লাগায় ॥৪৯॥
শুনি' তাহা প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মনে।
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচনে ॥৫০॥
আজি হৈতে ভিক্ষা আমার এই ত' নিয়ম।
পিণ্ডাভোগের এক চৌঠি, পাঁচগণ্ডার ব্যঞ্জন ॥৫১॥
ইহা বই অধিক আর কিছু না লইবা।
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা ॥৫২॥
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহে এই বাত্।
শুনি' সবার মাথে যৈছে হৈল বজ্রাঘাত ॥৫৩॥
রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার।
এই পাপিষ্ঠ আসি' প্রাণ লইল সবার ॥৫৪॥
সেইদিন একবিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ।
এক-চৌঠি ভাত, পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন ॥৫৫॥
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার।
মাথায় ঘা মারে বিপ্র, করে হাহাকার ॥৫৬॥
সেই ভাত-ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল।
যে কিছু রহিল, তাহা গোবিন্দ পাইল ॥৫৭॥
অর্দ্ধাশন করেন প্রভু, গোবিন্দ অর্দ্ধাশন।
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন ॥৫৮॥
গোবিন্দ-কাশীশ্বরে প্রভু কৈলা আজ্ঞাপন।
দুঁহে অন্যত্র মাগি' কর উদর ভরণ ॥৫৯॥
এইরূপ মহাদুঃখে দিন কত গেল।
শুনি' রামচন্দ্রপুরী প্রভু-পাশ আইল ॥৬০॥
প্রণাম করি' প্রভু কৈলা চরণ বন্দন।
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ॥৬১॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে 'ইন্দ্রিয়-তর্পণ'।
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ ॥৬২॥
তোমারে ক্ষীণ দেখি, শুনি,—কর অর্দ্ধাশন।
এই 'শুষ্ক-বৈরাগ্য' নহে সন্ন্যাসীর 'ধর্ম্ম' ॥৬৩॥

যথাযোগ্য উদর ভরে, না করে 'বিষয়' ভোগ।
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ ॥৬৪॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৬/১৬,১৭)—

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥৬৫॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৬৬॥

হে অর্জ্জুন, অনেক ভোজনে 'যোগ' হয় না; একান্ত ভোজনশূন্য হইলেও 'যোগ' হয় না এবং অধিক নিদ্রা বা নিদ্রা-ত্যাগ-দ্বারাও 'যোগ' হয় না। আহার-বিহারকর্ম্ম-সকলে চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণাদি উপযুক্ত-রূপে নিয়মিত হইলে দুঃখনাশক 'যোগ' হয়।

প্রভু কহে,—অজ্ঞ বালক মুই 'শিষ্য' তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ',—এই ভাগ্য আমার ॥৬৭॥
এত শুনি' রামচন্দ্রপুরী উঠি' গেলা।
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে,—গোসাঞি শুনিলা ॥
আর দিন ভক্তগণ-সহ পরমানন্দপুরী।
প্রভু-পাশে নিবেদিলা দৈন্য-বিনয় করি' ॥৬৯॥
রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব।
তার বোলে অন্ন ছাড়ি' কিবা হবে লাভ? ৭০॥
পুরীর স্বভাব,—যথেষ্ট আহার করাঞা।
যে না খায়, তারে খাওয়ায় যতন করিয়া ॥৭১॥
খাওয়াঞা পুনঃ তারে করয়ে নিন্দন।
এত অন্ন খাও,—তোমার কত আছে ধন? ৭২॥
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াঞা কর ধর্ম্ম নাশ!
অতএব জানিনু,—তোমার কিছু নাহি 'ভাস' ॥
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়।
এই অনুসন্ধান তেঁহো করয় সদায় ॥৭৪॥
শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন।
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহার করণ ॥৭৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২৮/১)—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥৭৬॥

(শ্রীউদ্ধবের নিকট শ্রীভগবান্ কহিলেন,—) প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্বকে একস্বরূপ দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্ম কখনও প্রশংসা বা গর্হণ করিবেন না।

তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি 'প্রশংসা' ছাড়িয়া।
পরবিধি 'নিন্দা' করে 'বলিষ্ঠ' জানিয়া ॥৭৭॥

তথাহি ন্যায়ঃ—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্ ॥৭৮॥

পূর্ব্ব ও পরবিধির মধ্যে পরবিধিই বলবান্।

যাঁহা গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ।
গুণমধ্যে ছলে করে দোষ-আরোপণ ॥৭৯॥
ইঁহার স্বভাব ইঁহা কহিতে না যুয়ায়।
তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম-দুঃখ পায় ॥৮০॥
ইঁহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ কর?
পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান',—সবার বোল ধর ॥৮১॥
প্রভু কহে,—সবে কেনে পুরীরে কর রোষ?
'সহজ' ধর্ম্ম কহে তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ?
যতি হঞা জিহ্বা-লাম্পট্য,—অত্যন্ত অন্যায়।
যতির ধর্ম্ম,—প্রাণ রাখিতে আহারমাত্র খায় ॥
তবে সবে মেলি' প্রভুরে বহু যত্ন কৈলা।
সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিলা ॥৮৪॥
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে।
কভু দুইজন ভোক্তা, কভু তিনজনে ॥৮৫॥
অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ।
প্রসাদ-মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ ॥৮৬॥
ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে।
কিছু 'প্রসাদ' আনে, কিছু পাক করে ঘরে ॥৮৭॥
পণ্ডিত-গোসাঞি, ভগবান্-আচার্য্য, সার্ব্বভৌম।
নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ॥৮৮॥
তাঁ-সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন।
তাহাঁ প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই, যৈছে তাঁর মন ॥৮৯॥
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর 'অবতার'।
যাহাঁ যৈছে যোগ্য, তাহাঁ করেন ব্যবহার ॥৯০॥
কভু লৌকিক রীতি,—যেন 'ইতর' জন।
কভু স্বতন্ত্র, করেন 'ঐশ্বর্য্য' প্রকটন ॥৯১॥

কভু রামচন্দ্রপুরীর হয় ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণ-প্রায় ॥৯২॥
ঈশ্বর-চরিত্র প্রভুর—বুদ্ধির অগোচর।
যবে যেই করেন, সেই সব—মনোহর ॥৯৩॥
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে।
দিন কত রহি' গেলা 'তীর্থ' করিবারে ॥৯৪॥
তেঁহো গেলে প্রভুর গণ হৈল হরষিত।
শিরের পাথর যেন পড়িল আচম্বিত ॥৯৫॥
স্বচ্ছন্দে নিমন্ত্রণ, প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন ॥৯৬॥
গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বরপর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয় ॥৯৭॥
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তার দোষ না লইল।
তার ফলদ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল ॥৯৮॥
শ্রীচৈতন্যচরিত্র—যেন অমৃতের পূর।
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর ॥৯৯॥
চৈতন্যচরিত্র লিখি, শুন একমনে।
অনায়াসে পাবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে ॥১০০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভিক্ষা-সঙ্কোচো নাম অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুঃ শশ্বদনূপতাম্ ॥১॥

অগণ্য-চৈতন্যভক্তের প্রেমবন্যা-দ্বারা-অধন্য-জনগণের অন্তঃকরণরূপ মরুদেশ জলময় হইয়াছিল।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণ-হৃদয় ॥২॥
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় জয় দয়াময়।
জয় গৌরভক্তগণ সব রসময় ॥৩॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে বাস করেন কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে ॥৪॥
অন্তরে-বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ।
নানা-ভাবে ব্যাকুল প্রভুর মন আর অঙ্গ ॥৫॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, জগন্নাথ-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥৬॥
ত্রিজগতের লোক আসি' করেন দরশন।
যেই দেখে, সেই পায় কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥৭॥
মনুষ্যের বেশে দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সপ্তপাতালের যত দৈত্য বিষধর ॥৮॥
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে বৈসে যত জন।
নানা-বেশে আসি' করে প্রভুর দরশন ॥৯॥
প্রহ্লাদ, বলি, ব্যাস, শুক আদি মুনিগণ।
আসি' প্রভু দেখি' প্রেমে হয় অচেতন ॥১০॥
বাহিরে ফুকারে লোক, দর্শন না পাঞা।
'কৃষ্ণ কহ' বলেন প্রভু বাহিরে আসিয়া ॥১১॥
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে।
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে ॥১২॥
এক দিন লোক আসি' প্রভুরে নিবেদিল।
গোপীনাথেরে 'বড় জানা' চাঙ্গে চড়াইল ॥১৩॥
তলে খড়্গ পাতি' তারে উপরে ডারিবে।
প্রভু রক্ষা করেন যবে, তবে নিস্তারিবে ॥১৪॥
সবংশে তোমার সেবক—ভবানন্দ রায়।
তাঁর পুত্র—তোমার সেবকে রাখিতে যুয়ায় ॥১৫॥
প্রভু কহে,—রাজা কেনে করয়ে তাড়ন?
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ ॥১৬॥
গোপীনাথ-পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভাই।
সর্ব্বকাল হয় সেই 'রাজবিষয়ী' তাই ॥১৭॥
'মালজাঠ্যা-দণ্ডপাটে' তার অধিকার।
সাধি' পাড়ি' আনি' দ্রব্য দিল রাজদ্বার ॥১৮॥
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঞি বাকী হইল।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা ত' মাগিল ॥১৯॥
তেঁহ কহে,—স্থূলদ্রব্য নাহি যে দিব।
ক্রমে-ক্রমে বেচি' কিনি' দ্রব্য ভরিব ॥২০॥

ঘোড়া দশ-বার হয়, লহ মূল্য করি'।
এত বলি' ঘোড়া আনে রাজদ্বারে ধরি' ॥২১॥
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে।
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র সনে ॥২২॥
সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাঞা।
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া ॥২৩॥
সেই রাজপুত্রের স্বভাব,—গ্রীবা ফিরায়।
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইত-উতি চায় ॥২৪॥
তারে নিন্দা করি' কহে সগর্ব্ব বচনে।
রাজা কৃপা করে তারে, ভয় নাহি মানে ॥২৫॥
আমার ঘোড়া গ্রীবা উঠায়, ঊর্দ্ধে নাহি চায়।
তাতে ঘোড়ায় মূল্য ঘাটি করিতে না যুয়ায় ॥২৬॥
শুনি' রাজপুত্র-মনে ক্রোধ উপজিল।
রাজার ঠাঞি যাই' বহু লাগানি করিল ॥২৭॥
কৌড়ি নাহি দিবে এই, বেড়ায় ছদ্ম করি'।
আজ্ঞা কর,—চাঙ্গে চড়াঞা লই কৌড়ি ॥২৮॥
রাজা বলে,—যেই ভাল, কর সেই যাই'।
যে উপায়ে কৌড়ি পাই, কর সে উপায় ॥২৯॥
রাজপুত্র আসি' তারে চাঙ্গে চড়াইল।
খড়্গ-উপরে ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল ॥৩০॥
শুনি' প্রভু কহে কিছু করি' প্রণয়-রোষ।
রাজ-কৌড়ি দিতে নারে, রাজার কিবা দোষ?
রাজ-বিলাত্ সাধি' খায়, নাহি রাজ-ভয়।
দারী-নাটুয়ারে দিয়া করে নানা ব্যয় ॥৩২॥
যেই চতুর, সেই করুক রাজ-বিষয়।
রাজ-দ্রব্য শোধি' পায়, তার করুক ব্যয় ॥৩৩॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা।
বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বান্ধিয়া ॥৩৪॥
প্রভু কহে,—রাজা আপনে লেখার দ্রব্য লইব।
আমি—বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাহে কি করিব? ৩৫॥
তবে স্বরূপাদি গোসাঞির ভক্তগণ।
প্রভুর চরণে সবে কৈলা নিবেদন ॥৩৬॥
রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী, সব—তোমার 'দাস'।
তোমার উচিত নহে ঐছন উদাস ॥৩৭॥
শুনি' মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে।
মোরে আজ্ঞা দেহ' সবে, যাঙ রাজ-স্থানে! ৩৮॥
তোমা-সবার এই মত,—রাজ-ঠাঞি যাঞা।
কৌড়ি মাগি' লই আঁচল পাতিয়া ॥৩৯॥
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ।
মাগিলে বা কেনে দিবে দুই লক্ষ কাহন? ৪০॥
হেনকালে আর লোক আইল ধাঞা।
খড়্গের উপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া ॥৪১॥
শুনি' প্রভুর গণ প্রভুরে করে অনুনয়।
প্রভু কহে,—আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে কিছু নয়॥
তাতে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে।
সবে মেলি' যাহ' জগন্নাথের চরণে ॥৪৩॥
ঈশ্বর জগন্নাথ,—যাঁর হাতে সর্ব্ব 'অর্থ'।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ ॥৪৪॥
ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা।
হরিচন্দন-পাত্র যাই' রাজারে কহিলা ॥৪৫॥
গোপীনাথ-পট্টনায়ক—সেবক তোমার।
সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার ॥৪৬॥
বিশেষ তাহার ঠাঞি কৌড়ি বাকী হয়।
প্রাণ নিলে কিবা লাভ? নিজ ধন-ক্ষয় ॥৪৭॥
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ, যেবা বাকী হয়।
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেনে লয় ॥৪৮॥
রাজা কহে,—এই বাত্ আমি নাহি জানি।
প্রাণ কেনে লইব, তার দ্রব্য চাহি আমি ॥৪৯॥
তুমি যাই' কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান।
দ্রব্য যৈছে আইসে, আর রহে তার প্রাণ ॥৫০॥
তবে হরিচন্দন আসি' জানারে কহিল।
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল ॥৫১॥
দ্রব্য দেহ' রাজা মাগে,—উপায় পুছিল।
যথার্থ-মূল্য ঘোড়া লহ, তেঁহ ত' কহিল ॥৫২॥
ক্রমে ক্রমে দিমু, আর যত কিছু পারি।
অবিচারে প্রাণ লহ,—কি বলিতে পারি? ৫৩॥
যথার্থ মূল্য করি' তবে ঘোড়া সব লইল।
আর দ্রব্যের মুদ্দতী করি' ঘরে পাঠাইল ॥৫৪॥

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল।
বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল? ৫৫॥
সে কহে,—বাণীনাথ নির্ভয়ে লয় কৃষ্ণনাম।
'হরে কৃষ্ণ', 'হরে কৃষ্ণ' কহে অবিশ্রাম ॥৫৬॥
সংখ্যা লাগি' দুই-হাতে অঙ্গুলীতে লেখা।
সহস্রাদি পূর্ণ হৈলে, অঙ্গে কাটে রেখা ॥৫৭॥
শুনি' মহাপ্রভু হইলা পরম আনন্দ।
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপা-ছদ্মবন্ধ? ৫৮॥
হেনকালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ-বচনে ॥৫৯॥
ইঁহা রহিতে নারি, যামু আলালনাথ।
নানা উপদ্রব ইঁহা, না পাই সোয়াথ ॥৬০॥
ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী করে রাজবিষয়।
নানা-প্রকারে করে তারা রাজদ্রব্য ব্যয় ॥৬১॥
রাজার কি দোষ? রাজা নিজ-দ্রব্য চায়।
দিতে নারে দ্রব্য, দণ্ড আমারে জানায় ॥৬২॥
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল।
চারিবারে লোকে আসি' মোরে জানাইল ॥৬৩॥
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী।
আমায় দুঃখ দেয়, নিজ-দুঃখ কহি' আসি' ॥৬৪॥
আজি তারে জগন্নাথ করিলা রক্ষণ।
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন? ৬৫॥
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি' ক্ষুব্ধ হয় মন।
তাতে ইঁহা রহি' মোর নাহি প্রয়োজন ॥৬৬॥
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে।
তুমি কেনে এই বাতে ক্ষোভ কর মনে? ৬৭॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তোমার কা-সনে সম্বন্ধ?
ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই জ্ঞান-অন্ধ ॥
তোমার ভজন-ফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমা ভজে, সেই মূর্খ জন ॥৬৯॥
তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয়' ছাড়িলা ॥৭০॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল ॥৭১॥
তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে।
ছত্রে মাগি' খায়, 'বিষয়' স্পর্শ নাহি করে ॥৭২॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ-মহাশয়।
তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয় ॥৭৩॥
তার দুঃখ দেখি' তার সেবকাদিগণ।
তোমারে জানাইল,—যাতে 'অনন্যশরণ' ॥৭৪॥
সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে তোমা লাগি'।
আপনার সুখ-দুঃখে হয় ভোগ-ভোগী ॥৭৫॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁরে তোমার চরণ ॥৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/১৪/৮)—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৭৭॥ *

এথা তুমি বসি' রহ, কেনে যাবে আলালনাথ?
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত্ ॥৭৮॥
যদি তোমার তারে রাখিতে হয় মন।
আজি যে রাখিল, সেই করিবে রক্ষণ ॥৭৯॥
এত বলি' কাশীমিশ্র গেলা স্ব-মন্দিরে।
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইলা তাঁর ঘরে ॥৮০॥
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে।
যত দিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে ॥৮১॥
নিত্য আসি' করে মিশ্রের পাদ সম্বাহন।
জগন্নাথ-সেবার করে ভিয়ান শ্রবণ ॥৮২॥
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ভঙ্গীতে কহিলা ॥৮৩॥
দেব, শুন আর এক অপরূপ বাত্!
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি' যাবেন আলালনাথ! ৮৪॥
শুনি' রাজা দুঃখী হৈলা, পুছিলেন কারণ।
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ ॥৮৫॥
গোপীনাথ-পট্টনায়কে চাঙ্গে চড়াইলা।
তার সেবক আসি' প্রভুরে কহিলা ॥৮৬॥

* মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ ২৬১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
ক্রোধে গোপীনাথে কৈলা বহুত ভর্ৎসন ॥৮৭॥
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয়।
নানা অসৎপথে করে রাজদ্রব্য ব্যয় ॥৮৮॥
ব্রহ্মস্ব-অধিক এই হয় রাজধন।
তাহা হরি' ভোগ করে মহাপাপী জন ॥৮৯॥
রাজার বর্ত্তন খায়, আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে ॥৯০॥
নিজ-কৌড়ি মাগে, রাজা নাহি করে দণ্ড।
রাজা—মহাধার্ম্মিক, এই হয় পাপী ভণ্ড! ৯১॥
রাজ-কড়ি না দেয়, আমারে ফুকারে।
এই মহাদুঃখ ইঁহা কে সহিতে পারে? ৯২॥
আলালনাথ যাই' তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিমু।
বিষয়ীর ভাল মন্দ বার্ত্তা না শুনিমু ॥৯৩॥
এত শুনি' কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা।
সব দ্রব্য ছাড়োঁ, যদি প্রভু রহেন এথা ॥৯৪॥
একক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দরশন।
কোটিচিন্তামণি-লাভ নহে তার সম ॥৯৫॥
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন?
প্রাণ-রাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন ॥৯৬॥
মিশ্র কহে, কৌড়ি ছাড়িবা,—নহে প্রভুর মন।
তারা দুঃখ পায়,—এই না যায় সহন ॥৯৭॥
রাজা কহে,—তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে।
চাঙ্গে চড়া, খড়্গে ডারা,—আমি না জানিয়ে ॥
পুরুষোত্তম-জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস।
সেই 'জানা' তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ॥৯৯॥
তুমি যাহ', প্রভুরে রাখহ যত্ন করি'।
এই মুই তাহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি ॥১০০॥
মিশ্র কহে, কৌড়ি ছাড়িবা,—নহে প্রভুর মনে।
কৌড়ি' ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ দুঃখ মানে ॥১০১॥
রাজা কহে, কৌড়ি ছাড়িমু,—ইহা না কহিবা।
সহজে মোর প্রিয় তা'রা—ইহা জানাইবা ॥১০২॥
ভবানন্দ রায়—আমার পূজ্য-গর্ব্বিত।
তাঁর পুত্রগণে আমার সহজেই প্রীত ॥১০৩॥
এত বলি' মিশ্রে নমস্করি' ঘরে গেলা।
গোপীনাথে 'বড় জানা' ডাকিয়া আনিলা ॥১০৪॥
রাজা কহে,—সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িলুঁ।
সেই মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট তোমারে ত' দিলুঁ ॥
আর বার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হৈতে দিলুঁ তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন ॥১০৬॥
এত বলি' 'নেতধটী' তারে পরাইল।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা যাহ', বিদায় তোমা দিল ॥১০৭॥
পরমার্থে প্রভুর কৃপা, সেহ রহু দূরে।
অনন্ত তাহার ফল, কে বলিতে পারে? ১০৮॥
'রাজ্য-বিষয়' ফল এই—কৃপার 'আভাসে'!
তাহার গণনা কারো, মনে নাহি আইসে! ১০৯॥
কাহাঁ চাঙ্গে চড়াঞা লয় ধন-প্রাণ!
কাহাঁ সব ছাড়ি' সেই রাজ্যাদি-প্রদান! ১১০॥
কাহাঁ সর্ব্বস্ব বেচি' লয়, দেয়া না যায় কৌড়ি!
কাহাঁ দ্বিগুণ বর্ত্তন, পরায় নেতধড়ি! ১১১॥
প্রভুর ইচ্ছা নাহি, তাঁরে কৌড়ি ছাড়াইবে।
দ্বিগুণ বর্ত্তন করি' পুনঃ 'বিষয়' দিবে ॥১১২॥
তথাপি তার সেবক আসি' কৈল নিবেদন।
তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন ॥১১৩॥
বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল।
নিবেদন-প্রভাবেহ তবু ফলে এত ফল ॥১১৪॥
কে কহিতে পারে গৌরের আশ্চর্য্য স্বভাব?
ব্রহ্মা-শিব-আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব ॥১১৫॥
এথা কাশীমিশ্র আসি' প্রভুর চরণে।
রাজার চরিত্র সব কৈলা নিবেদনে ॥১১৬॥
প্রভু কহে,—কাশীমিশ্র, কি তুমি করিলা?
রাজ-প্রতিগ্রহ তুমি আমা করাইলা? ১১৭॥
মিশ্র কহে,—শুন, প্রভু, রাজার বচনে।
অকপটে রাজা এই কৈলা নিবেদনে ॥১১৮॥
প্রভু যেন নাহি জানেন,—রাজা আমার লাগিয়া।
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি দিলেক ছাড়িয়া ॥১১৯॥
ভবানন্দের পুত্র সব—মোর প্রিয়তম।
ইঁহা-সবাকারে আমি দেখি আত্মসম ॥১২০॥

অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার।
খায়, পিয়ে, লুটে, বিলায়, না করোঁ বিচার ॥১২১॥
রাজমহীন্দ্রে 'রাজা' কৈনু রাম-রায়ে।
যে খাইল, যেবা দিল, নাহি লেখা-দায়ে ॥১২২॥
গোপীনাথ এইমত 'বিষয়' করিয়া।
দুইচারি-লক্ষ কাহন রহে ত' খাঞা ॥১২৩॥
কিছু দেয়, কিছু না দেয়, না করি বিচার।
'জানা' সহিত অপ্রীত্যে দুঃখ পাইল এইবার ॥
'জানা' এত কৈলা,—ইহা মুই নাহি জানোঁ।
ভবানন্দের পুত্র-সবে আত্মসম মানোঁ ॥১২৫॥
তাঁহা লাগি' দ্রব্য ছাড়ি'—ইহা মাৎ মানে।
সহজেই মোর প্রীতি হয় তাহা-সনে ॥১২৬॥
শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ।
হেনকালে আইলা তথা রায় ভবানন্দ ॥১২৭॥
পঞ্চপুত্র-সহিতে আসি' পড়িলা চরণে।
উঠাঞা প্রভু তাঁরে কৈলা আলিঙ্গনে ॥১২৮॥
রামানন্দ রায় আদি সবাই মিলিলা।
ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা ॥১২৯॥
তোমার কিঙ্কর এই সব মোর কুল।
এ বিপদে রাখি' প্রভু, পুনঃ নিলা মূল ॥১৩০॥
ভক্তবাৎসল্য এবে প্রকট করিলা।
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলা ॥১৩১॥
'নেতধটী' মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা।
রাজার কৃপা-বৃত্তান্ত সকল কহিলা ॥১৩২॥
বাকী-কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্ত্তন কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটী' পরাইলা ॥১৩৩॥
কাহাঁ চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ!
কাহাঁ 'নেতধটী' পুনঃ,—এ সব প্রসাদ! ১৩৪॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ-ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইলুঁ ॥১৩৫॥
লোকে চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা ॥১৩৬॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই 'মুখ্যফল'।
'ফলাভাস' এই,—যাতে 'বিষয়' চঞ্চল ॥১৩৭॥
রাম-রায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্ব্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে ঐছে হয়!
শুদ্ধ কৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্ব্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয় ॥১৩৯॥
প্রভু কহে,—সন্ন্যাসী যবে হইবা পঞ্চজন।
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ? ১৪০॥
মহাবিষয় কর, কিবা বিরক্ত উদাস।
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ—মোর 'নিজদাস' ॥
কিন্তু মোর করিহ এক 'আজ্ঞা' পালন।
ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥১৪২॥
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিহ নানা ধর্ম্মে-কর্ম্মে ব্যয় ॥১৪৩॥
অসদ্ব্যয় না করিহ,—যাতে দুইলোক যায়।
এত বলি' সবাকারে দিলেন বিদায় ॥১৪৪॥
রায়ের ঘরে প্রভুর 'কৃপা-বিবর্ত্ত' কহিল।
ভক্তবাৎসল্য-গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল ॥১৪৫॥
সবায় আলিঙ্গিয়া বিদায় যবে দিলা।
হরিধ্বনি করি' সব ভক্ত উঠি' গেলা ॥১৪৬॥
প্রভুর কৃপা দেখি' সবার হৈল চমৎকার।
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার ॥১৪৭॥
তারা সবে যদি কৃপা করিতে সাধিল।
'আমা' হৈতে কিছু নহে—প্রভু তবে কহিল ॥
গোপীনাথের নিন্দা, আর আপন-নির্ব্বেদ।
এইমাত্র কহিল, ইহার না বুঝিবে ভেদ ॥১৪৯॥
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজারে না সাধিল।
উদ্‌যোগ বিনা এতসব ফল দিল ॥১৫০॥
চৈতন্যচরিত্র এই পরম গম্ভীর।
সেই বুঝে, তাঁর পদে যাঁর মন 'ধীর' ॥১৫১॥
যেই ইঁহা শুনে প্রভুর বাৎসল্য-প্রকাশ।
প্রেমভক্তি পায়, তাঁর বিপদ যায় নাশ ॥১৫২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৩॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথ-পট্টনায়কোদ্ধারো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥১॥

ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে কিছু বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহকারক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম-আনন্দে সবে নীলাচলে যাইতে ॥৩॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞি—সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস আদি ধন্য ॥৪॥
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥৫॥
অনুরাগের লক্ষণ এই,—'বিধি' নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥৬॥
রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি' তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥৭॥
আজ্ঞা-পালনে কৃষ্ণের যৈছে পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিসুখ-পোষ ॥৮॥
বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস ॥
মুরারি, গরুড়-পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত-খাঁন।
সঞ্জয়-পুরুষোত্তম, পণ্ডিত-ভগবান্ ॥১০॥
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সবাই চলিলা, নাম না যায় লিখন ॥১১॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দ সেন আইলা সবারে লঞা ॥১২॥
রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥১৩॥
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক প্রভু যাহা করেন উপযোগ ॥১৪॥
আম্র-কাশন্দি, আদা-ঝাল-কাশন্দি-নাম।
নেম্বু-আদা-আম্রকলি বিবিধ বিধান ॥১৫॥
আম্‌সি, আমখণ্ড, তৈলাম্র, আমসত্তা।
যত্ন করি' গুণ্ডা করি' পুরাণ সুকুতা ॥১৬॥
'সুকুতা' বলি' অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে।
সুকুতায় যে সুখ হয়, নহে পঞ্চামৃতে ॥১৭॥
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুকুতাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ হয় ॥১৮॥
'মনুষ্য' বুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
গুরু-ভোজনে উদরে কভু 'আম' হঞা যায় ॥
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ।
সেই স্নেহ মনে ভাবি' প্রভুর উল্লাস ॥২০॥

ভারবী-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ে (৮/২০)—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষ-সন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনে।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্‌ণি গুণা ন বস্তুনি ॥২১॥

কোন প্রিয়ব্যক্তি মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ (সপত্নী)-সন্নিধানে কোন পীবরস্তনীর বক্ষে দিলে তিনি পঙ্কিল বলিয়া উহা পরিত্যাগ করেন নাই, কেননা, বস্তুতে গুণসকল থাকে না, প্রেমেই থাকে

ধনিয়া-মৌহরীর তণ্ডুল গুণ্ডা করিয়া।
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি-পাক করিয়া ॥২২॥
শুণ্ঠীখণ্ড, নাড়ু, আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি' বস্ত্রের কুথলী-ভিতর ॥২৩॥
কোলিশুণ্ঠি,কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লইব, আর শতপ্রকার 'আচার' ॥২৪॥
নারিকেল-খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজলি।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিলা সকলি ॥২৫॥
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার, মণ্ডাদি-বিকার।
অমৃত-কর্পূর আদি অনেক প্রকার ॥২৬॥
শালিকাচটি-ধান্যের 'আতপ' চিঁড়া করি'।
নূতন-বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি' ॥২৭॥

কতেক চিঁড়া হুড়ুম করি' ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি-পাকে নাড়ু কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥২৮॥
শালি-ধান্যের তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈলা চিনি-পাক দিয়া ॥২৯॥
কর্পূর, মরিচ, লবঙ্গ, এলাচি, রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈলা পরম সুবাস ॥৩০॥
শালি-ধান্যের খই পুনঃ ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনি-পাক উখ্ড়া কৈলা কর্পূরাদি দিয়া ॥৩১॥
ফুট্‌কলাই চূর্ণ করি' ঘৃতে ভাজাইল।
চিনি-পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল ॥৩২॥
কহিতে না জানি নাম এ-জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্রপ্রকার ॥৩৩॥
রাঘবের আজ্ঞা, আর করেন দময়ন্তী।
দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-ভকতি ॥৩৪॥
গঙ্গা-মৃত্তিকা আনি' বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাপড়ি করিয়া দিলা গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥৩৫॥
পাতল মৃৎপাত্রে চন্দনাদি ভরি'।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী ॥৩৬॥
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈলা।
পরিপাটি করি' সব ঝালি ভরাইলা ॥৩৭॥
ঝালি বান্ধি' মোহর দিলা আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া ॥৩৮॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি' বিখ্যাতি যাহার ॥৩৯॥
ঝালির উপর 'মুন্‌সিব' মকরধ্বজ-কর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হঞা তৎপর ॥৪০॥
এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সে দিন জল-লীলা ॥৪১॥
নরেন্দ্রের জলে 'গোবিন্দ' নৌকাতে চড়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ॥৪২॥
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে ॥৪৩॥
সেইকালে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভু-সঙ্গে হইল মিলন ॥৪৪॥

ভক্তগণ পড়ে আসি' প্রভুর চরণে।
উঠাঞা প্রভু সবারে কৈলা আলিঙ্গনে ॥৪৫॥
গৌড়ীয়-সম্প্রদায় সব করেন কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥৪৬॥
জলক্রীড়া, বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥৪৭॥
গৌড়ীয়া-সঙ্কীর্ত্তনে আর রোদন মিলিয়া।
মহাকোলাহল-শব্দ হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥৪৮॥
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে।
সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ॥৪৯॥
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিয়াছেন বর্ণন ॥৫০॥
পুনঃ ইহাঁ বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয়, মোর গ্রন্থ বাড়য় ॥৫১॥
জললীলা করি' গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয় ॥৫২॥
জগন্নাথ দেখি' পুনঃ নিজ-ঘরে আইলা।
প্রসাদ আনাঞা ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥৫৩॥
ইষ্টগোষ্ঠী সবা লঞা কতক্ষণ কৈলা।
নিজ-নিজ-পূর্ব্ব-বাসায় সবায় পাঠাইলা ॥৫৪॥
গোবিন্দ-ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজন-গৃহের কোণে ঝালি রাখিলা ॥৫৫॥
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্য গৃহে লঞা ॥৫৬॥
আর দিন মহাপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥৫৭॥
বেড়া-সঙ্কীর্ত্তন তাঁহা আরম্ভ করিলা।
সাত-সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিলা ॥৫৮॥
সাত-সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাত জন।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ॥৫৯॥
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস।
সত্যরাজ-খাঁন, আর নরহরিদাস ॥৬০॥
সাত-সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
মোর সম্প্রদায়ে প্রভু—ঐছে সবার মন ॥৬১॥

সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥৬২॥
রাজা আসি' দূরে দেখে নিজগণ লঞা।
রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া ॥৬৩॥
কীর্ত্তন-আবেশে পৃথিবী করে টলমল।
'হরিধ্বনি' করে লোক, হৈল কোলাহল ॥৬৪॥
এইমত কতক্ষণ করাইলা কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥৬৫॥
সাত-দিকে সাত-সম্প্রদায় গায়, বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌর রায় ॥৬৬॥
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥৬৭॥

যথা পদ—

'জগমোহন-পরিমুণ্ডা যাউ' ॥৬৮॥
এই পদে নৃত্য করে আপন-আবেশে।
সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে ॥৬৯॥
'বোল্' 'বোল্' বলেন প্রভু শ্রীবাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥৭০॥
প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার ॥৭১॥
সঘন পুলক,—যেন শিমুলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু ॥৭২॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ, রক্তোদ্গম।
'জজ' 'গগ' 'পরি' 'মুমু'—গদগদ বচন ॥৭৩॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত,—যেন ভূমে খসি' পড়ে ॥৭৪॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ-আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হইল, নৃত্য নহে শেষ ॥৭৫॥
সব লোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সব লোক পাসরিল দেহ-আত্ম-ঘর ॥৭৬॥
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিলা উপায়।
ক্রমে-ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায় ॥৭৭॥
প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেই মন্দস্বর গায় ॥৭৮॥

কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥৭৯॥
ভক্তশ্রম জানি' কৈলা কীর্ত্তন সমাপন।
সবা লঞা আসি' কৈলা সমুদ্রে স্নপন ॥৮০॥
সব লঞা প্রভু কৈলা প্রসাদ ভোজন।
সবারে বিদায় দিলা করিতে শয়ন ॥৮১॥
গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ॥৮২॥
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় 'নিয়ম'।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥৮৩॥
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন।
তবে যাই' প্রভুর 'শেষ' করেন ভোজন ॥৮৪॥
সব দ্বার যুড়ি' প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন ॥
একপাশ হও, মোরে দেহ' ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে,—শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥৮৬॥
বার বার গোবিন্দ কহে একদিক্ হইতে।
প্রভু কহে,—অঙ্গ আমি নারি চালাইতে ॥৮৭॥
গোবিন্দ কহে,—করিতে চাহি পাদ-সম্বাহন।
প্রভু কহে,—কর বা না কর, যেই তোমার মন ॥
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতর-ঘরে গেলা গোবিন্দ প্রভুরে লঙ্ঘিয়া ॥৮৯॥
পাদ-সম্বাহন কৈল, কটি-পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর-মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥৯০॥
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর, গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ড-দুই রই প্রভুর হৈলা নিদ্রা-ভঙ্গ ॥৯১॥
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা।
আজি কেনে এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া ? ৯২॥
মোর নিদ্রা হৈলে কেনে না গেলা প্রসাদ লৈতে?
গোবিন্দ কহে,—দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে॥
প্রভু কহে,—ভিতরে তবে আইলা কেমনে?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলা গমনে? ৯৪॥
গোবিন্দ কহে,—আমার 'সেবা' সে 'নিয়ম'।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥৯৫॥

'সেবা' লাগি' কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥৯৬॥
এত সব মনে করি' গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥৯৭॥
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রায় যান প্রসাদ লইতে।
সে দিবসের শ্রম দেখি' লাগিলা চাপিতে ॥৯৮॥
যাইতেহ পথ নাহি, যাইবেন কেমনে?
মহা-অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥৯৯॥
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্র-সূক্ষ্মমর্ম্ম।
চৈতন্যের কৃপায় জানে এই সব ধর্ম্ম ॥১০০॥
ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥১০১॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ এই পরিমুণ্ডা-নৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥১০২॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ।
গুণ্ডিচা-গৃহের কৈলা ক্ষালন, মার্জ্জন ॥১০৩॥
পূর্ব্ববৎ কৈলা প্রভু কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটায় কৈলা বন্য-ভোজন ॥১০৪॥
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিলা নর্ত্তন।
হেরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈলা দরশন ॥১০৫॥
চারিমাস বর্ষায় রহিলা সব ভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈলা দরশন ॥১০৬॥
পূর্ব্বে যদি গৌড় হইতে ভক্তগণ আইল।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥১০৭॥
কেহ কোন প্রসাদ আনি' দেয় গোবিন্দ-ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥১০৮॥
কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা।
বহুমূল্য উত্তম-প্রসাদ-প্রকার যার নানা ॥১০৯॥
অমুক্ এই দিয়াছে গোবিন্দ করে নিবেদন।
ধরি' রাখ, বলি' প্রভু না করেন ভক্ষণ ॥১১০॥
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ণ ॥১১১॥
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন।
আমা-দত্ত প্রসাদ প্রভুরে কি করাইলা ভক্ষণ?
কাহাঁ কিছু কহি' গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুরে কহে নির্ব্বেদ-বচন ॥১১৩॥
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমারে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে ॥
তুমি সে না খাও, তাঁরা পুছে বার বার।
কত বঞ্চনা করিমু, কেমনে আমার নিস্তার? ১১৫॥
প্রভু কহে,—'আদিবস্যা' দুঃখ কাঁহে মানে?
কেবা কি দিয়াছে, তাহা আনহ এখানে ॥১১৬॥
এত বলি' মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে।
নাম ধরি' গোবিন্দ করে নিবেদনে ॥১১৭॥
আচার্য্যের এই পৈড়, নানা রস-পূপী।
এই অমৃত-গুটিকা, মণ্ডা, কর্পূর-কূপী ॥১১৮॥
শ্রীবাস-পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার।
পিঠা, পানা, অমৃতমণ্ডা, পদ্ম-চিনি আর ॥১১৯॥
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার ॥১২০॥
বাসুদেব-দত্তের, মুরারি-গুপ্তের আর।
বুদ্ধিমন্ত-খাঁনের এই বিবিধ প্রকার ॥১২১॥
শ্রীমান্-সেন, শ্রীমান্-পণ্ডিত, আচার্য্যনন্দন।
তাঁ-সবার দত্ত এই করহ ভোজন ॥১২২॥
কুলীনগ্রামের এই আগে দেখ যত।
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত ॥১২৩॥
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হঞা প্রভু সব ভোজন করে ॥১২৪॥
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুতা নারিকেল।
অমৃত-গুটিকাদি, পানাদি সকল ॥১২৫॥
তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
'বাসি' 'বিস্বাদ' নহে সেই প্রভুর প্রসাদ ॥১২৬॥
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইলা!
আর কিছু আছে? বলি' গোবিন্দে পুছিলা ॥
গোবিন্দ বলে,—রাঘবের ঝালি মাত্র আছে।
প্রভু কহে,—আজি রহু, তাহা দেখিমু পাছে ॥
আর দিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈলা।
রাঘবের ঝালি খুলি' সকল দেখিলা ॥১২৯॥

সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈলা।
স্বাদু, সুগন্ধি দেখি' বহু প্রশংসিলা ॥১৩০॥
বৎসরেক তরে আর রাখিলা ধরিয়া।
ভোজন-কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাঞা ॥১৩১॥
কভু রাত্রিকালে কিছু করায় উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ ॥
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥১৩৩॥
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১৩৪॥
মরিচের ঝাল, আর মধুরাম্ল আর।
আদা, লবণ, লেম্বু, দুগ্ধ, দধি, খণ্ডসার ॥১৩৫॥
শাক দুই-চারি, আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ব-বার্ত্তাকী, আর ভৃষ্ট-পটোল ॥১৩৬॥
ভৃষ্ট ফুলবড়ী, আর মুদ্গ-ডালি-সূপ।
বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর 'অনুরূপ' ॥১৩৭॥
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাহাঁ একা যায়েন, কাহাঁ গণের সহিত ॥১৩৮॥
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত, বিপ্র সব ॥১৩৯॥
এইমত নিমন্ত্রণ করেন যত্ন করি'।
বাসুদেব, গদাধর, গুপ্ত মুরারি ॥১৪০॥
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি' করেন নিমন্ত্রণ ॥১৪১॥
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড়-পুত্রের 'চৈতন্যদাস' নাম ॥
প্রভুরে মিলাইতে তাঁরে সঙ্গেই আনিলা।
মিলাইলে, প্রভু তাঁর নাম ত' পুছিলা ॥১৪৩॥
'চৈতন্যদাস' নাম শুনি' কহে গৌর রায়।
কি নাম ধরাঞাছে, বুঝন না যায় ॥১৪৪॥
সেন কহে,—যে জানিলুঁ, সেই নাম ধরিল।
এত বলি' মহাপ্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল ॥১৪৫॥
জগন্নাথের বহুমূল্য প্রসাদ আনাইলা।
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥১৪৬॥

শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিলা ভোজন।
অতিগুরু-ভোজনে প্রসন্ন নহে মন ॥১৪৭॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈলা নিমন্ত্রণ।
প্রভুর 'অভীষ্ট' বুঝি' আনিলা ব্যঞ্জন ॥১৪৮॥
দধি, লেম্বু, আদা, আর ফুলবড়া, লবণ।
সামগ্রী দেখি' প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥১৪৯॥
প্রভু কহে,—এ বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাঙ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥১৫০॥
এত বলি' দধি-ভাত করিলা ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে কৈলা উচ্ছিষ্ট-ভাজন ॥১৫১॥
চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণ যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব 'দিবস' নাহি পায় ॥১৫২॥
গদাধর-পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য-সার্ব্বভৌম।
ইঁহা-সবার আছে ভিক্ষার দিবস-নিয়ম ॥১৫৩॥
গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর।
ভগবান্, রামভদ্রাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর ॥১৫৪॥
মধ্যে মধ্যে ঘর-ভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদে কৌড়ি দুই পণ ॥১৫৫॥
প্রথমে আছিল 'নির্ব্বন্ধ' কৌড়ি চারি পণ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ ॥১৫৬॥
চারিমাস রহি' গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥১৫৭॥
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈলা আস্বাদন ॥১৫৮॥
তার মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের কথন ॥১৫৯॥
শ্রদ্ধা করি' শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥১৬০॥
শুনিতে অমৃত-সম জুড়ায় কর্ণ-মন।
সেই ভাগ্যবান্, যেই করে আস্বাদন ॥১৬১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৬২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম দশমঃ পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভূম্।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ ॥১॥

আমি হরিদাসকে নমস্কার করি এবং তাঁহার প্রভু সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার করি,—যিনি হরিদাসের পরিত্যক্তদেহ কোলে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয়াদ্বৈতপ্রিয় নিত্যানন্দপ্রিয় জয় ॥২॥
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর হরিদাসনাথ।
জয় গদাধরপ্রিয় স্বরূপ-প্রাণনাথ ॥৩॥
জয় কাশীশ্বর-প্রিয় জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর।
জয় রূপ-সনাতন-রঘুনাথেশ্বর ॥৪॥
জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
কৃপা করি' দেহ', প্রভু, নিজ পদদান ॥৫॥
নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ' দান ॥৬॥
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ' জয়াদ্বৈতাচার্য্য ॥৭॥
জয় গৌরভক্তগণ,—গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি' মোরে ভক্তি দেহ' দান ॥৮॥
জয় রূপ, সনাতন, জীব, রঘুনাথ।
রঘুনাথ, গোপাল,—ছয় মোর 'প্রাণনাথ' ॥৯॥
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্যলীলা-গুণ।
যৈছে তৈছে লিখি, করি আপন পাবন ॥১০॥
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তন-বিলাস ॥১১॥
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন, ঈশ্বর-দরশন।
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন ॥১২॥
এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায়।
কৃষ্ণের বিরহ-বিকার অঙ্গে নানা হয় ॥১৩॥
দিনে দিনে বাড়ে বিকার, রাত্রে অতিশয়।
চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয় ॥১৪॥
স্বরূপ-গোসাঞি, আর রামানন্দ রায়।
রাত্রি-দিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায় ॥১৫॥
এক দিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লঞা।
হরিদাসে দিতে গেলা আনন্দিত হঞা ॥১৬॥
দেখে,—হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সঙ্কীর্ত্তন ॥১৭॥
গোবিন্দ কহে,—উঠ আসি' করহ ভোজন।
হরিদাস কহে,—আজি করিমু লঙ্ঘন ॥১৮॥
সংখ্যা-কীর্ত্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইমু?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিমু? ১৯॥
এত বলি' মহাপ্রসাদ করিলা বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিলা ভক্ষণ ॥২০॥
আর দিন মহাপ্রভু তাঁর ঠাঞি আইলা।
সুস্থ হও, হরিদাস বলি' তাঁরে পুছিলা ॥২১॥
নমস্কার করি' তেঁহো কৈলা নিবেদন।
শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি-মন ॥২২॥
প্রভু কহে,—কোন্ ব্যাধি, কহ ত' নির্ণয়?
তেঁহো কহে,—সংখ্যা-কীর্ত্তন না পূরয় ॥২৩॥
প্রভু কহে,—বৃদ্ধ হইলা 'সংখ্যা' অল্প কর।
সিদ্ধ-দেহ তুমি, সাধনে আগ্রহ কেনে কর? ২৪॥
লোক নিস্তারিতে এই তোমার 'অবতার'।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার ॥২৫॥
এবে অল্প সংখ্যা করি' কর সঙ্কীর্ত্তন।
হরিদাস কহে,—শুন মোর নিবেদন ॥২৬॥
হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর।
হীনকর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর ॥২৭॥
অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥২৮॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥২৯॥
অনেক নাচাইলা মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু 'ম্লেচ্ছ' হঞা ॥৩০॥

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি,—লয় মোর চিত্তে ॥৩১॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা ॥৩২॥
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন ॥৩৩॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার 'কৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা,—ছাড়িমু পরাণ ॥৩৪॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়।
এই নিবেদন মোর কর, দয়াময় ॥৩৫॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে।
এই বাঞ্ছা-সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে ॥৩৬॥
প্রভু কহে,—হরিদাস, যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে ॥৩৭॥
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ, সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে,—যাবে আমারে ছাড়িয়া ॥
চরণে ধরি' কহে হরিদাস,—না করিহ 'মায়া'।
অবশ্য মো-অধমে, প্রভু, কর এই 'দয়া' ॥৩৯॥
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ॥৪০॥
আমা-হেন যদি এক কীট মরি' গেল।
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহাঁ হানি হৈল?
'ভকতবৎসল' তুমি, মুই 'ভক্তাভাস'।
অবশ্য পূরিবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥৪২॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে।
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবেন দরশনে ॥৪৩॥
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি' আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন ॥৪৪॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি' সব ভক্ত লঞা।
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া ॥৪৫॥
হরিদাসের আগে আসি' দিলা দরশন।
হরিদাস বন্দিলা প্রভুর আর বৈষ্ণব-চরণ ॥৪৬॥
প্রভু কহে,—হরিদাস, কহ সমাচার।
হরিদাস কহে,—প্রভু, যে আজ্ঞা তোমার ॥৪৭॥
অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসঙ্কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥৪৮॥
স্বরূপ-গোসাঞি আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি' করে নাম-সঙ্কীর্ত্তন ॥৪৯॥
রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে ॥৫০॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হইলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ ॥৫১॥
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন।
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥৫২॥
হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা।
নিজ-নেত্র—দুই ভৃঙ্গ—মুখপদ্মে দিলা ॥৫৩॥
স্ব-হৃদয়ে আনি' ধরি' প্রভুর চরণ।
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তক-ভূষণ ॥৫৪॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু' বলেন বার বার।
প্রভুমুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্রে জলধার ॥৫৫॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'—শব্দ করিতে উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ করিলা উৎক্রামণ ॥৫৬॥
মহাযোগেশ্বর-প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
'ভীষ্মের নির্যাণ' সবার হইল স্মরণ ॥৫৭॥
'হরি' 'কৃষ্ণ' শব্দে সবে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল ॥৫৮॥
হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাঞা।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥৫৯॥
প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্বভক্তগণ।
প্রেমাবেশে সবে নাচে, করেন কীর্ত্তন ॥৬০॥
এইমতে নৃত্য প্রভু কৈলা কতক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে কৈলা নিবেদন ॥৬১॥
হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লঞা গেলা তবে কীর্ত্তন করিয়া ॥৬২॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে ॥৬৩॥
হরিদাসে সমুদ্র-জলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে,—সমুদ্র এই 'মহাতীর্থ' হইলা ॥৬৪॥

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥৬৫॥
ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্ত্র, অঙ্গে দিলা।
বালুকার গর্ত্ত করি' তাহে শোয়াইলা ॥৬৬॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন ॥৬৭॥
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলেন গৌররায়।
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তাঁর গায় ॥৬৮॥
তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বাঁধাইলা।
চৌদিকে-পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা ॥৬৯॥
তবে মহাপ্রভু কৈলা কীর্ত্তন, নর্ত্তন।
হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ॥৭০॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান-জলকেলি রঙ্গে ॥৭১॥
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি' আইল সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন-কোলাহল সকল নগরে ॥৭২॥
সিংহদ্বারে আসি' প্রভু পসারির ঠাঁই।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই ॥৭৩॥
হরিদাস-ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহ' ত' আমারে ॥৭৪॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞা।
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হঞা ॥৭৫॥
স্বরূপ-গোসাঞি পসারিকে নিষেধিল।
চাঙ্গ্ড়া লঞা পসারি পসারে বসিল ॥৭৬॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা।
চারি বৈষ্ণব, চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা ॥৭৭॥
স্বরূপ-গোসাঞি কহিলেন সব পসারিরে।
এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জা দেহ' মোরে ॥৭৮॥
এইমতে নানা-প্রসাদ বোঝা বান্ধাঞা।
লঞা আইলা চারি-জনের মস্তকে চড়াঞা ॥৭৯॥
বাণীনাথ-পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা ॥৮০॥
সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা-চারি ॥৮১॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে ॥
স্বরূপ কহে,—প্রভু, বসি' করহ দর্শন।
আমি ইঁহা-সবা লঞা করি পরিবেশন ॥৮৩॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর।
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর ॥৮৪॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুরে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ ॥৮৫॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লঞা।
প্রভুরে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া ॥৮৬॥
পুরী-ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা ॥৮৭॥
আকণ্ঠ পূরাঞা করাইলা ভোজন।
দেহ' দেহ' বলি' প্রভু বলেন বচন ॥৮৮॥
ভোজন করিয়া সবে কৈলা আচমন।
সবারে পরাইলা প্রভু মাল্য-চন্দন ॥৮৯॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করেন বর-দান।
শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম ॥৯০॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন ॥৯১॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন ॥৯২॥
অচিরেই সবাকার হবে 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'।
হরিদাস-দরশনের হয় ঐছে 'শক্তি' ॥৯৩॥
কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা,—কৈলা সঙ্গ-ভঙ্গ ॥৯৪॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে ॥৯৫॥
ইচ্ছামাত্রে কৈলা নিজপ্রাণ নিষ্ক্রামণ।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছে ভীষ্মের মরণ ॥৯৬॥
হরিদাস আছিল পৃথিবীর 'শিরোমণি'।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী ॥৯৭॥
জয় জয় হরিদাস বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি' মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥৯৮॥

সবে গায়,—জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহ করিলা প্রকাশ ॥৯৯॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিলা।
হর্ষ-বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিলা ॥১০০॥
এই ত' কহিলুঁ হরিদাসের বিজয়।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয় ॥১০১॥
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা ন্যাসী-শিরোমণি ॥১০২॥
শেষকালে দিলা তাঁরে দর্শন-স্পর্শন।
তাঁরে কোলে করি' কৈলা আপনে নর্ত্তন ॥১০৩॥
আপনে শ্রীহস্তে কৃপায় তাঁরে বালু দিলা।
আপনে প্রসাদ মাগি' মহোৎসব কৈলা ॥১০৪॥
মহাভাগবত হরিদাস—পরম-বিদ্বান্।
এ সৌভাগ্য লাগি' আগে করিলা প্রয়াণ ॥১০৫॥
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু ॥১০৬॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত ॥১০৭॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১০৮॥
ইতিশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-নির্যাণ-বর্ণনং নাম একাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥১॥

হে ভক্তগণ, এই চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য শ্রবণ কর, গান কর এবং আনন্দে চিন্তা কর।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় দয়াময়।
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃপাসিন্ধু জয় ॥২॥
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় করুণা-সাগর।
জয় গৌরভক্তগণ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥৩॥
অতঃপর মহাপ্রভু বিষন্ন-অন্তর।
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর ॥৪॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন!
কাহাঁ যাঙ কাহাঁ পাঙ, মুরলীবদন! ৫॥
রাত্রি-দিন এই দশা স্বস্তি নাহি মনে।
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥৬॥
এথা গৌড়দেশে প্রভুর যত ভক্তগণ।
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন ॥৭॥
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য-গোসাঞি।
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈলা এক ঠাঞি ॥৮॥
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী।
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি' ॥৯॥
নিত্যানন্দ-প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই।
তথাপি দেখিতে চলেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥১০॥
শ্রীবাসাদি চারি ভাই, সঙ্গেতে মালিনী।
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ॥১১॥
শিবানন্দ-পত্নী চলে তিন-পুত্র লঞা।
রাঘব-পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাঞা ॥১২॥
দত্ত, গুপ্ত, বিদ্যানিধি, আর যত জন।
দুই-তিন শত ভক্ত করিলা গমন ॥১৩॥
শচীমাতা দেখি' সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা।
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া ॥১৪॥
শিবানন্দ সেন করে ঘাটী-সমাধান।
সবারে পালন করি' সুখে লঞা যান ॥১৫॥
সবার সব কার্য্য করেন, দেন বাসা স্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান ॥১৬॥
এক দিন সব লোক ঘাটিতে রাখিলা।
সব ছাড়াঞা শিবানন্দ একেলা রহিলা ॥১৭॥
সবে গিয়া রহিলা গ্রাম-ভিতর বৃক্ষতলে।
শিবানন্দ বিনা বাসা স্থান নাহি মিলে ॥১৮॥
নিত্যানন্দপ্রভু ভোকে ব্যাকুল হঞা।
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাঞা ॥১৯॥
তিন পুত্র মরুক শিবার, এখন না আইল।
ভোকে মরি' গেনু, মোরে বাসা না দেওয়াইল ॥

শুনি' শিবানন্দের পত্নী কান্দিতে লাগিলা।
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইলা ॥২১॥
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কান্দিয়া।
পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাঞা ॥২২॥
তেঁহো কহে,—বাউলি, কেনে মরিস্ কান্দিয়া?
মরুক আমার তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা ॥২৩॥
এত বলি' প্রভু-পাশে গেলা শিবানন্দ।
উঠি' তাঁরে লাথি মাইলা প্রভু নিত্যানন্দ ॥২৪॥
আনন্দিত হৈলা শিবাই পাদপ্রহার পাঞা।
শীঘ্র বাসা ঘর কৈলা গৌড়-ঘরে গিয়া ॥২৫॥
চরণে ধরিয়া প্রভুরে বাসায় লঞা গেলা।
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা ॥২৬॥
আজি মোরে ভৃত্য করি' অঙ্গীকার কৈলা।
যেমন অপরাধ ভৃত্যের, যোগ্য ফল দিলা ॥২৭॥
'শাস্তি' ছলে কৃপা কর,—এ তোমার 'করুণা'।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা? ২৮॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ তোমার শ্রীচরণ-রেণু।
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু ॥২৯॥
আজি মোর সফল হৈল জন্ম, কুল, কর্ম্ম।
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি, অর্থ, কাম, ধর্ম্ম ॥৩০॥
শুনি' নিত্যানন্দ-প্রভুর আনন্দিত মন।
উঠি' শিবানন্দে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥৩১॥
আনন্দিত শিবানন্দ করে সমাধান।
আচার্য্যাদি-বৈষ্ণবেরে দিলা বাসা স্থান ॥৩২॥
নিত্যানন্দ প্রভুর সব চরিত্র—'বিপরীত'।
ক্রুদ্ধ হঞা লাথি মারি' করে তার হিত ॥৩৩॥
শিবানন্দের ভাগিনা,—শ্রীকান্ত-সেন নাম।
মামার অগোচরে কহে করি' অভিমান ॥৩৪॥
চৈতন্যের পারিষদ মোর মাতুলের খ্যাতি।
'ঠাকুরালী' করেন গোসাঞি, তাঁরে মারে লাথি ॥
এত বলি' শ্রীকান্ত-বালক আগে চলি' যান।
সঙ্গ ছাড়ি' আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান ॥৩৬॥
পেটাঙ্গি-গায় করে দণ্ডবৎ-নমস্কার।
গোবিন্দ কহে,—শ্রীকান্ত, আগে পেটাঙ্গি উতার ॥

প্রভু কহে,—শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ।
কিছু না বলিহ, করুক, যাতে ইহার সুখ ॥৩৮॥
বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞি পুছিলা।
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইলা ॥৩৯॥
দুঃখ পাঞা আসিয়াছে, এই প্রভুর বাক্য শুনি'।
জানিলা 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি' ॥৪০॥
শিবানন্দে লাথি মারিলা,—ইহা না কহিলা।
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা ॥৪১॥
পূর্ব্ববৎ প্রভু কৈলা সবার মিলন।
স্ত্রী-সব দূর হইতে কৈলা প্রভুর দরশন ॥৪২॥
বাসা ঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেওয়াইলা।
মহাপ্রসাদ-ভোজনে সবারে বোলাইলা ॥৪৩॥
শিবানন্দ তিনপুত্রে গোসাঞিরে মিলাইলা।
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহুকৃপা কৈলা ॥৪৪॥
ছোটপুত্রে দেখি' প্রভু নাম পুছিলা।
'পরমানন্দ দাস' নাম সেন জানাইলা ॥৪৫॥
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥৪৬॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি' নাম ধরিহ তাহার ॥৪৭॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেই ত' কুমার।
শিবানন্দ ঘরে গেলে, জন্ম হৈল তার ॥৪৮॥
প্রভু-আজ্ঞায় ধরিলা নাম—'পরমানন্দ দাস'।
'পুরীদাস' করি' প্রভু করেন উপহাস ॥৪৯॥
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা ॥৫০॥
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার?
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে 'আপনার' ॥৫১॥
তবে সব ভক্ত লঞা করিলা ভোজন।
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি' আচমন ॥৫২॥
শিবানন্দের 'প্রকৃতি', পুত্র—যাবৎ এথায়।
আমার অবশেষ-পাত্র তারা যেন পায় ॥৫৩॥
নদীয়া-বাসী মোদক, তার নাম—'পরমেশ্বর'।
মোদক বেচে, প্রভুর বাটীর নিকট তার ঘর ॥৫৪॥

বালক-কালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান।
দুগ্ধ খণ্ড মোদক দেয়, প্রভু তাহা খান ॥৫৫॥
প্রভু-বিষয়ে স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে।
সে বৎসর সে আইল প্রভুরে দেখিতে ॥৫৬॥
পরমেশ্বর্য্যা মুঞি, বলি' দণ্ডবৎ কৈল।
তারে দেখি' প্রভু প্রীতে তাহারে পুছিল ॥৫৭॥
পরমেশ্বর কুশল হও, ভাল হৈল, আইলা।
মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে, প্রভুরে কহিলা ॥৫৮॥
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি' প্রভু সঙ্কোচ হৈলা।
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা ॥৫৯॥
প্রশ্রয়-প্রাগল্ভ্য শুদ্ধ-বৈদগ্ধী না জানে।
অন্তরে সুখী হৈলা প্রভু তার সেই গুণে ॥৬০॥
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন ॥৬১॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।
মালিনী প্রভৃতি প্রভুরে কৈলা নিমন্ত্রণ ॥৬২॥
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়াছে দেশ হৈতে।
সেই ব্যঞ্জন করি' ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে ॥৬৩॥
দিনে নানা ক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
রাত্রে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভু করেন রোদন ॥৬৪॥
এইমত নানা-লীলায় চাতুর্ম্মাস্য গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল ॥
সব ভক্ত করেন মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ।
সর্ব্বভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন ॥৬৬॥
প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহুমতে ॥৬৭॥
তোমা-সবার দুঃখ জানি' চাহি নিষেধিতে।
তোমা-সবার সঙ্গসুখে লোভ বাড়ে চিত্তে ॥৬৮॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ গৌড়েতে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি' আইলা, কি পারি বলিতে? ৬৯॥
আইলেন আচার্য্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি'।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শুধিতে না পারি ॥৭০॥
মোর লাগি' স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি' আইসেন ধাঞা ॥৭১॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া ॥৭২॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর, নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন? ৭৩॥
দেহমাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ।
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥৭৪॥
প্রভুর বচনে সবার প্রীত হৈল মন।
অঝোর-নয়নে সবে করেন ক্রন্দন ॥৭৫॥
প্রভু সবার গলা ধরি' করেন রোদন।
কান্দিতে কান্দিতে সবায় কৈলা আলিঙ্গন ॥৭৬॥
সবাই রহিল, কেহ চলিতে নারিল।
আর দিন পাঁচ-সাত এইমতে গেল ॥৭৭॥
অদ্বৈত-অবধূত কিছু কহে প্রভু-পায়।
সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায় ॥৭৮॥
আবার তাতে বান্ধ'—ঐছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।
তোমা ছাড়ি' কেবা কাহাঁ যাইবারে পারে? ৭৯॥
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া।
সবারে বিদায় দিলা সুস্থির হঞা ॥৮০॥
নিত্যানন্দে কহিলা—তুমি না আসিহ বার বার।
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার ॥৮১॥
চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া।
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হঞা ॥৮২॥
নিজ-কৃপাগুণে প্রভু বান্ধিলা সবারে।
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে? ৮৩॥
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
তাতে তাঁরে ছাড়ি' লোক যায় দেশান্তর ॥৮৪॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায় ॥৮৫॥
পূর্ব্ববর্ষে জগদানন্দ 'আই' দেখিবারে।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা আইলা নদীয়া-নগরে ॥৮৬॥
আইর চরণ যাই' করিলা বন্দন।
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈলা নিবেদন ॥৮৭॥
প্রভুর নামে মাতারে দণ্ডবৎ কৈলা।
প্রভুর বিনতি-স্তুতি মাতারে কহিলা ॥৮৮॥

জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে।
তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি-দিনে ॥

জগদানন্দ কহে,—মাতা, কোন কোন দিনে।
তোমার এথা আসি' প্রভু করেন ভোজনে ॥৯০॥

ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা।
মাতা আজি খাওয়াইলা আকণ্ঠ পূরিয়া ॥৯১॥

আমি যাই' ভোজন করি, মাতা নাহি জানে।
সাক্ষাতে খাই আমি, তেঁহো 'স্বপ্ন' হেন মানে ॥

মাতা কহে,—কত রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন।
নিমাঞি ইহাঁ খায়,— ইচ্ছা হয় মোর মন ॥৯৩॥

নিমাঞি খাঞাছে,—ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয়,—মুঞি দেখিনু 'স্বপন' ॥৯৪॥

এইমত জগদানন্দ শচীমাতা-সনে।
চৈতন্যের সুখ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ॥৯৫॥

নদীয়ার ভক্তগণে সবারে মিলিলা।
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা ॥৯৬॥

আচার্য্য মিলিতে তবে গেলা জগদানন্দ।
জগদানন্দে পাঞা হৈলা আচার্য্য আনন্দ ॥৯৭॥

বাসুদেব, মুরারি-গুপ্ত জগদানন্দে পাঞা।
আনন্দে রাখিলা ঘরে, না দেন ছাড়িয়া ॥৯৮॥

চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে।
আপনা পাসরে সবে চৈতন্য-কথা-সুখে ॥৯৯॥

জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই ভক্ত-ঘরে।
সেই সেই ভক্ত সুখে আপনা পাসরে ॥১০০॥

চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য।
যারে মিলে, সেই মানে,—'পাইলুঁ চৈতন্য' ॥১০১॥

শিবানন্দসেন-গৃহে যাঞা রহিলা।
'চন্দনাদি' তৈল তাঁহা একমাত্রা কৈলা ॥১০২॥

সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া।
নীলাচলে লঞা আইলা যতন করিয়া ॥১০৩॥

গোবিন্দের ঠাঞি তৈল ধরিয়া রাখিলা।
প্রভু-অঙ্গে দিহ' তৈল গোবিন্দে কহিলা ॥১০৪॥

তবে প্রভু-ঠাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন ॥১০৫॥

তাঁর ইচ্ছা,—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায়।
পিত্ত-বায়ু-ব্যাধি-প্রকোপ শান্ত হঞা যায় ॥১০৬॥

এক-কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া।
ইহাঁ আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া ॥১০৭॥

প্রভু কহে,—সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার! ১০৮॥

জগন্নাথে দেহ' তৈল,—দীপ যেন জ্বলে।
তার পরিশ্রম হবে পরম-সফলে ॥১০৯॥

এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল।
মৌন করি' রহিল পণ্ডিত, কিছু না কহিল ॥১১০॥

দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আর বার।
পণ্ডিতের ইচ্ছা,—তৈল করুন অঙ্গীকার ॥১১১॥

শুনি' প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন।
মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন! ১১২॥

এই সুখ লাগি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস!
আমার 'সর্ব্বনাশ'—তোমা-সবার 'পরিহাস' ॥

পথে যাইতে তৈলগন্ধ মোর যেই পাবে।
'দারীসন্ন্যাসী' করি' আমারে কহিবে ॥১১৪॥

শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা।
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থান আইলা ॥

প্রভু কহে,—পণ্ডিত, তৈল আনিলা গৌড় হইতে।
আমি ত' সন্ন্যাসী, তৈল না পারি লইতে ॥১১৬॥

জগন্নাথে দেহ' লঞা দীপ যেন জ্বলে।
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে ॥১১৭॥

পণ্ডিত কহে,—কে তোমারে কহে মিথ্যা-বাণী?
আমি গৌড় হৈতে তৈল কভু নাহি আনি ॥১১৮॥

এত বলি' ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া।
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥১১৯॥

তৈল ভাঙ্গি' সেই পথে নিজ-ঘর গিয়া।
শুইয়া রহিলা ঘরে কপাট খিলিয়া ॥১২০॥

তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা।
উঠহ পণ্ডিত, করি' কহেন ডাকিয়া ॥১২১॥

আজি ভিক্ষা দিবা আমায় করিয়া রন্ধনে।
মধ্যাহ্নে আসিমু, এবে যাই দরশনে ॥১২২॥

এত বলি' প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা।
স্নান করি' নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা ॥১২৩॥
মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে।
পাদ প্রক্ষালন করি' বসিলা আসনে ॥১২৪॥
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈলা।
কলার ডোঙ্গা ভরি' ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা ॥১২৫॥
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী।
জগন্নাথের পিঠা-পানা আগে আনে ধরি' ॥১২৬॥
প্রভু কহে,—দ্বিতীয়-পাতে বাড়' অন্ন-ব্যঞ্জন।
তোমায় আমায় আজি একত্র করিমু ভোজন ॥
হস্ত তুলি' রহেন প্রভু, না করেন ভোজন।
তবে পণ্ডিত কহেন কিছু সপ্রেম বচন ॥১২৮॥
আপনে প্রসাদ লহ, পাছে মুঞি লইমু।
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিমু? ১২৯॥
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা।
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥১৩০॥
ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের 'প্রসাদ' ॥১৩১॥
আপনে খাইবে কৃষ্ণ, তাহার লাগিয়া।
তোমার হস্তে পাক করায় উত্তম করিয়া ॥১৩২॥
ঐছে অমৃত-অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ।
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন? ১৩৩॥
পণ্ডিত কহে,—যে খাইবে, সেই পাককর্ত্তা।
আমি-সব—কেবলমাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা ॥১৩৪॥
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে।
ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু, খায়েন হরিষে ॥১৩৫॥
আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইলা ভোজন।
আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ ॥১৩৬॥
বার বার প্রভু উঠিতে করেন মন।
সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন ॥১৩৭॥
কিছু বলিতে নারেন প্রভু, খায়েন তরাসে।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥১৩৮॥
তবে প্রভু কহেন করি' বিনয়-সম্মান।
দশগুণ খাওয়াইলা এবে কর সমাধান ॥১৩৯॥
তবে মহাপ্রভু উঠি' কৈলা আচমন।
পণ্ডিত আনিল, মুখবাস, মাল্য, চন্দন ॥১৪০॥
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেই স্থানে।
আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে ॥১৪১॥
পণ্ডিত কহে,—প্রভু যাই' করুন বিশ্রাম।
মুই এবে প্রসাদ লইমু করি' সমাধান ॥১৪২॥
রসুইর কার্য্য করিয়াছে রামাই, রঘুনাথ।
ইঁহা-সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন-ভাত ॥১৪৩॥
প্রভু কহেন,—গোবিন্দ, তুমি ইহাঁই রহিবা।
পণ্ডিত ভোজন কৈলে, আমারে কহিবা ॥১৪৪॥
এত কহি' মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ॥১৪৫॥
তুমি শীঘ্র যাহ' করিতে পাদসম্বাহনে।
কহিহ,—পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে ॥১৪৬॥
তোমারে প্রভুর 'শেষ' রাখিমু ধরিয়া।
প্রভু নিদ্রা গেলে, তুমি খাইহ আসিয়া ॥১৪৭॥
রামাই, নন্দাই, আর গোবিন্দ, রঘুনাথ।
সবারে বাঁটিয়া দিলা প্রভুর ব্যঞ্জন-ভাত ॥১৪৮॥
আপনে প্রভুর 'শেষ' করিলা ভোজন।
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইলা পুনঃ ॥১৪৯॥
দেখ,—জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায়।
শীঘ্র আসি' সমাচার কহিবে আমায় ॥১৫০॥
গোবিন্দ আসি' দেখি' কহিল পণ্ডিতের ভোজন।
তবে মহাপ্রভু করিলা স্বচ্ছন্দে শয়ন ॥১৫১॥
জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে।
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥১৫২॥
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা?
জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহ সে উপমা ॥
জগদানন্দের 'প্রেমবিবর্ত্ত' শুনে যেই জন।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥১৫৪॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৫॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-তৈল-ভঞ্জনং নাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈর্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥১॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদ-জাত আর্ত্তিক্রমে মন ও তনু ক্ষীণ হইলেও ভাবোদয়-সময়ে যিনি প্রফুল্লতা ধারণ করিতেন, সেই গৌরচন্দ্রকে আমি আশ্রয় করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ-সঙ্গে।
নানামতে আস্বাদয় প্রেমের তরঙ্গে ॥৩॥
কৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়।
ভাবাবেশে প্রভু কভু প্রফুল্লিত হয় ॥৪॥
কলার শরলাতে শয়ন, অতি ক্ষীণ কায়।
শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা হয় গায় ॥৫॥
দেখি' সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়।
সহিতে নারে জগদানন্দ, সৃজিলা উপায় ॥৬॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি' গেরি দিয়া রাঙ্গাইলা।
শিমুলীর তূলা দিয়া তাহা পূরাইলা ॥৭॥
এক তূলি-বালিশ গোবিন্দের হাতে দিলা।
প্রভুরে শোয়াইহ ইহায়—তাহারে কহিলা ॥৮॥
স্বরূপ-গোসাঞিকে কহে জগদানন্দ।
আজি আপনে যাঞা প্রভুরে করাইহ শয়ন ॥৯॥
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা।
তূলি-বালিশ দেখি' প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইলা ॥১০॥
গোবিন্দেরে পুছেন,—ইহা করাইল কোন্ জন?
জগদানন্দের নাম শুনি' সঙ্কোচ হৈল মন ॥১১॥
গোবিন্দেরে কহি' সেই তূলি দূর কৈলা।
কলার শরলা-উপর শয়ন করিলা ॥১২॥
স্বরূপ কহে,—তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি?
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারী ॥১৩॥
প্রভু কহেন,—খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে ॥১৪॥
সন্ন্যাসী-মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন।
আমারে খাট-তূলি-বালিশ মস্তক মুণ্ডন! ১৫॥
স্বরূপ-গোসাঞি আসি' পণ্ডিতে কহিলা।
শুনি' জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইলা ॥১৬॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে সৃজিলা প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিলা অপার ॥১৭॥
নখে চিরি' চিরি' তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈলা।
প্রভুর বহির্ব্বাসেতে সে সব ভরিলা ॥১৮॥
এইমত দুই কৈলা ওড়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈলা প্রভু অনেক যতনে ॥১৯॥
তাতে শয়ন করেন প্রভু,—দেখি' সবে সুখী।
জগদানন্দ—ভিতর-বাহিরে মহাদুঃখী ॥২০॥
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে।
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাঁরে, না পারে চলিতে ॥
ভিতরের দুঃখ বাহে প্রকাশ না কৈলা।
মথুরা যাইতে প্রভু-স্থানে আজ্ঞা মাগিলা ॥২২॥
প্রভু কহে,—মথুরা যাইবা আমায় ক্রোধ করি'।
আমায় দোষ লাগাঞা তুমি হইবা ভিখারী ॥২৩॥
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ।
পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন ॥২৪॥
প্রভু-আজ্ঞা নাহি, তাতে না পারি যাইতে।
এবে আজ্ঞা দেহ', অবশ্য যাইমু নিশ্চিতে ॥২৫॥
প্রভু, প্রীতে তাঁর গমন না করেন অঙ্গীকার।
তেঁহো প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা মাগে বার বার ॥২৬॥
স্বরূপ-গোসাঞিরে পণ্ডিত কৈলা নিবেদন।
পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন ॥২৭॥
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি।
এবে আজ্ঞা না দেন মোরে, ক্রোধে যাহ' বলি' ॥
সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয়।
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ', করিয়ে বিনয় ॥২৯॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি কহে প্রভুর চরণে।
জগদানন্দের ইচ্ছা বড় যাইতে বৃন্দাবনে ॥৩০॥
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বার বার।
আজ্ঞা দেহ',—মথুরা দেখি' আইসে একবার ॥

আইরে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায়।
তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি' আয় ॥৩২॥
স্বরূপ-গোসাঞির বোলে প্রভু আজ্ঞা দিলা।
জগদানন্দে বোলাঞা তাঁরে শিখাইলা ॥৩৩॥
বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাইবা পথে।
আগে সাবধানে যাইবা ক্ষত্রিয়াদি-সাথে ॥৩৪॥
কেবল গৌড়ীয়া পাইলে 'বাটপাড়' করি' বান্ধে।
সব লুটি' বাঁধি' রাখে, যাইতে বিরোধে ॥৩৫॥
মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গে রহিবা।
মথুরার স্বামী-সবের চরণ বন্দিবা ॥৩৬॥
দূরে রহি' ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা ॥৩৭॥
সনাতন-সঙ্গে করিহ বন দরশন।
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবা একক্ষণ ॥৩৮॥
শীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিহ চিরকাল।
গোবর্দ্ধনে না চড়িহ দেখিতে 'গোপাল' ॥৩৯॥
আমিহ আসিতেছি,—কহিহ সনাতনে।
আমার তরে একস্থানে করে বৃন্দাবনে ॥৪০॥
এত বলি' জগদানন্দে কৈলা আলিঙ্গন।
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ ॥৪১॥
সব ভক্তগণ-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা।
বনপথে চলি' চলি' বারাণসী আইলা ॥৪২॥
তপনমিশ্র, চন্দ্রশেখর,—দোঁহারে মিলিলা।
তাঁর ঠাঞি প্রভুর কথা সকল শুনিলা ॥৪৩॥
মথুরাতে আসি' মিলিলা সনাতনে।
দুইজনের সঙ্গে দুঁহে আনন্দিত মনে ॥৪৪॥
সনাতন করাইলা তাঁরে দ্বাদশ বন দরশন।
গোকুলে রহিলা দুঁহে দেখি' মহাবন ॥৪৫॥
সনাতনের গোফাতে দুঁহে রহে একঠাঞি।
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই' ॥৪৬॥
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই' মহাবনে।
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে ॥৪৭॥
সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান।
মহাবনে দেন আনি' মাগি' অন্ন-পান ॥৪৮॥

এক দিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিলা।
নিত্যকৃত্য করি' তেঁহ পাক চড়াইলা ॥৪৯॥
'মুকুন্দ সরস্বতী' নাম সন্ন্যাসী মহাজনে।
এক বহির্ব্বাস তেঁহো দিল সনাতনে ॥৫০॥
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া।
জগদানন্দের বাসা-দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥৫১॥
রাতুল বস্ত্র দেখি' পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইলা।
'মহাপ্রভুর প্রসাদ' জানি' তাঁহারে পুছিলা ॥৫২॥
কাহাঁ পাইলা তুমি এই রাতুল বসন?
'মুকুন্দ-সরস্বতী' দিল,—কহেন সনাতন ॥৫৩॥
শুনি' পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিল।
ভাতের হাণ্ডি হাতে লঞা মারিতে আইল ॥৫৪॥
সনাতন তাঁরে জানি' লজ্জিত হইলা।
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত, হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা ॥
তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদ-প্রধান।
তোমা-সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন ॥৫৬॥
অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে।
কোন্ ঐছে হয়,—ইহা পারে সহিবারে? ৫৭॥
সনাতন কহে,—সাধু পণ্ডিত-মহাশয়!
তোমা-সম চৈতন্যের প্রিয় কেহ নয় ॥৫৮॥
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে।
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিমু কেমতে? ৫৯॥
যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিলুঁ।
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষ দেখিলুঁ ॥৬০॥
রক্তবস্ত্র 'বৈষ্ণবের' পরিতে না যুয়ায়।
কোন প্রবাসীরে দিমু, কি কাজ উহায়? ৬১॥
পাক করি' জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিলা।
দুইজন বসি' তবে প্রসাদ পাইলা ॥৬২॥
প্রসাদ পাই' দুইজনে কৈলা আলিঙ্গন।
চৈতন্যবিরহে দুঁহে করিলা ক্রন্দন ॥৬৩॥
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে।
চৈতন্যবিরহ-দুঃখ না যায় সহনে ॥৬৪॥
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিলা সনাতনে।
আমিহ আসিতেছি, রহিতে করিহ একস্থানে ॥

জগদানন্দ-পণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিলা।
সনাতন প্রভুরে কিছু ভেটবস্তু দিলা ॥৬৬॥
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা।
শুষ্ক পক্ক পীলুফল আর গুঞ্জামালা ॥৬৭॥
জগদানন্দ-পণ্ডিত চলিলা সব লঞা।
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া ॥৬৮॥
প্রভুর নিমিত্ত একস্থান মনে বিচারিলা।
দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক 'মঠ' পাইলা ॥৬৯॥
সেই স্থান রাখিলা গোসাঞি সংস্কার করিয়া।
মঠের আগে রাখিলা এক চালি বান্ধিয়া ॥৭০॥
শীঘ্র চলি' নীলাচলে গেলা জগদানন্দ।
ভক্ত সহ গোসাঞি হৈলা পরম আনন্দ ॥৭১॥
প্রভুর চরণ বন্দি' সবারে মিলিলা।
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥৭২॥
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈলা।
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিলা ॥৭৩॥
সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন বাঁটিয়া।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি' খাইলা হৃষ্ট হঞা ॥৭৪॥
যে কেহ জানে, আঁটি চুষিতে লাগিল।
যে না জানে গৌড়ীয়া, পীলু চাবাঞা খাইল ॥৭৫॥
মুখে তার ঝাল গেল, জিহ্বা করে জ্বালা।
বৃন্দাবনের 'পীলু' খাইতে এই এক লীলা ॥৭৬॥
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস।
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস ॥৭৭॥
এক দিন প্রভু যমেশ্বর-টোটা যাইতে।
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে ॥৭৮॥
গুর্জ্জরীরাগিণী লঞা সুমধুর-স্বরে।
'গীতগোবিন্দ' পদ গায় জগমন হরে ॥৭৯॥
দূরে গান শুনি' প্রভুর হইল আবেশ।
স্ত্রী, পুরুষ, কে গায়,—না জানি' বিশেষ ॥৮০॥
তারে মিলিবারে প্রভু আবেশে ধাইলা।
পথে 'সিজের বাড়ী' হয়, ফুটিয়া চলিলা ॥৮১॥
অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিলা!
আস্তে-ব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইলা ॥
ধাঞা যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে।
স্ত্রীগান বলি' গোবিন্দ প্রভুরে কৈলা কোলে ॥৮৩॥
স্ত্রী-নাম শুনি' প্রভুর বাহ্য হইলা।
পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি' চলিলা ॥৮৪॥
প্রভু কহে,—গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥৮৫॥
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার।
গোবিন্দ কহে,—জগন্নাথ রাখেন মুই কোন্ছার?
প্রভু কহে,—গোবিন্দ, মোর সঙ্গে রহিবা।
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হইবা ॥৮৭॥
এত বলি' লেউটি' প্রভু গেলা নিজ-স্থানে।
শুনি' মহা-ভয় পাইলা স্বরূপাদি-মনে ॥৮৮॥
এথা তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্য।
প্রভুরে দেখিতে চলিলা ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥৮৯॥
কাশী হৈতে চলিলা তেঁহো গৌড় পথ দিয়া।
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাঞা ॥৯০॥
পথে তারে মিলিলা বিশ্বাস-রামদাস।
বিশ্বাসখানার কায়স্থ তেঁহো রাজার বিশ্বাস ॥৯১॥
সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক।
পরমবৈষ্ণব, রঘুনাথ-উপাসক ॥৯২॥
অষ্টপ্রহর রামনাম জপেন রাত্রি-দিনে।
সর্ব্বত্যজি' চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥৯৩॥
রঘুনাথ-ভট্টের সনে পথেতে মিলিলা।
ভট্টের ঝালি মাথে করি' বহিয়া চলিলা ॥৯৪॥
নানা সেবা করি' করে পাদ-সম্বাহন।
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন ॥৯৫॥
তুমি বড় লোক, পণ্ডিত, মহাভাগবত।
সেবা না করিহ, সুখে চল মোর সাথ ॥৯৬॥
রামদাস কহে,—আমি শূদ্র অধম!
ব্রাহ্মণের সেবা,—এই মোর নিজ-ধর্ম্ম ॥৯৭॥
সঙ্কোচ না কর তুমি, আমি—তোমার 'দাস'।
তোমার সেবা করিলে হয় হৃদয়ে উল্লাস ॥৯৮॥
এত বলি' ঝালি বহেন, করেন সেবনে।
রঘুনাথের তারকমন্ত্র জপেন রাত্রি-দিনে ॥৯৯॥

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে।
প্রভুর চরণে যাঞা মিলিলা কুতূহলে ॥১০০॥
দণ্ডপরণাম করি' ভট্ট পড়িলা চরণে।
প্রভু 'রঘুনাথ' বলি' কৈলা আলিঙ্গনে ॥১০১॥
মিশ্র আর শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা।
মহাপ্রভু তাঁ-সবার বার্ত্তা পুছিলা ॥১০২॥
ভাল হইল আইলা দেখ 'কমললোচন'।
আজি আমার এথা করিবা প্রসাদ ভোজন ॥১০৩॥
গোবিন্দেরে কহি' এক বাসা দেওয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥১০৪॥
এইমত প্রভু-সঙ্গে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে দিনে প্রভুর কৃপা বাড়য়ে উল্লাস ॥১০৫॥
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ।
ঘর-ভাত করেন, আর বিবিধ ব্যঞ্জন ॥১০৬॥
রঘুনাথ-ভট্ট—পাকে অতি-সুনিপুণ।
যেই রান্ধে, সেই হয় অমৃতের সম ॥১০৭॥
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন।
প্রভুর অবশিষ্ট-পাত্র ভট্টের ভক্ষণ ॥১০৮॥
রামদাস যদি প্রথম প্রভুরে মিলিলা।
মহাপ্রভু অধিক তাঁরে কৃপা না করিলা ॥১০৯॥
অন্তরে মুমুক্ষু তেঁহো, বিদ্যা-গর্ব্ববান্।
সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা প্রভু—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ ॥১১০॥
রামদাস কৈলা তবে নীলাচলে বাস।
পট্টনায়ক-গোষ্ঠীকে পড়ায় 'কাব্যপ্রকাশ' ॥
অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
বিবাহ না করিহ বলি' নিষেধ করিলা ॥১১২॥
বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥১১৩॥
পুনরপি একবার আসিহ নীলাচলে।
এত বলি' কণ্ঠ-মালা দিলা তাঁর গলে ॥১১৪॥
আলিঙ্গন করি' প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা।
প্রেমে গর গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা ॥১১৫॥
স্বরূপ-আদি ভক্ত-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভুর আজ্ঞা পাঞা ॥১১৬॥
চারিবৎসর ঘরে পিতা-মাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত-ঠাঞি ভাগবত পড়িলা ॥১১৭॥
পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা।
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া ॥১১৮॥
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু-পাশ ছিলা।
অষ্টমাস রহি' পুনঃ প্রভু আজ্ঞা দিলা ॥১১৯॥
আমার আজ্ঞায়, রঘুনাথ, যাহ' বৃন্দাবনে।
তাঁহা যাঞা রহ রূপ-সনাতন-স্থানে ॥১২০॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥১২১॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥১২২॥
চৌদ্দ-হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা-পান-বিড়া মহোৎসবে পাঞাছিলা ॥১২৩॥
সেই মালা, ছুটা-পান প্রভু তাঁরে দিলা।
'ইষ্টদেব' করি' মালা ধরিয়া রাখিলা ॥১২৪॥
প্রভুর ঠাঞি আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥১২৫॥
রূপ-গোসাঞির সভায় করেন ভাগবত-পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আউলায় তাঁর মন ॥
অশ্রু, কম্প, গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারেন পড়িতে ॥১২৭॥
পিকস্বর-কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
একশ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন-চারি রাগ ॥১২৮॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে, শুনে।
প্রেমেতে বিহ্বল তবে, কিছুই না জানে ॥১২৯॥
গোবিন্দ-চরণে কৈলা আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ—যাঁর প্রাণধন ॥১৩০॥
নিজ শিষ্যে কহি' গোবিন্দের মন্দির করাইলা।
বংশী, মকর, কুণ্ডলাদি 'ভূষণ' করি' দিলা ॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥১৩২॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে ॥১৩৩॥

মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে।
প্রসাদ-কড়ার-সহ বান্ধি' লন গলে ॥১৩৪॥
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল।
এই ত' কহিলুঁ তাতে চৈতন্য-কৃপাফল ॥১৩৫॥
জগদানন্দের কহিলুঁ বৃন্দাবনগমন।
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ ॥১৩৬॥
মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপা-মহাফল।
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিলুঁ সকল ॥১৩৭॥
যে এই সকল কথা শুনে শ্রদ্ধা করি'।
তাঁরে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ॥১৩৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৩৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবন-গমনং নাম ত্রয়োদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্‌যদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥১॥

শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রমক্রমে মন বুদ্ধি ও শরীরের দ্বারা যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখন বলিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
জয় জয় গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-প্রাণ ॥২॥
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-জীবন।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরপ্রিয়তম ॥৩॥
জয় স্বরূপ, শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ।
শক্তি দেহ',—করি যেন চৈতন্য বর্ণন ॥৪॥
প্রভুর বিরহোন্মাদ-ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ, যদ্যপি হয় 'ধীর' ॥৫॥
বুঝিতে না পারি' যাহা, বর্ণিতে কে পারে?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥৬॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুইর কড়চাতে এ-লীলা প্রকাশ ॥৭॥
সেকালে এ দুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহেন দূরদেশে ॥৮॥
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি' এই দুই জন।
সংক্ষেপে বাহুল্যে করেন কড়চা-গ্রন্থন ॥৯॥
স্বরূপ—'সূত্রকর্ত্তা', রঘুনাথ—'বৃত্তিকার'।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি-টীকা-ব্যবহার ॥১০॥
তাতে বিশ্বাস করি' শুন ভাবের বর্ণন।
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবা প্রেমধন ॥১১॥
কৃষ্ণ মথুরায় গেলে, গোপীর যে দশা হৈল।
কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল ॥১২॥
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ।
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর উন্মাদ-বিলাপ ॥১৩॥
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা 'অভিমান'।
সেই ভাবে আপনাকে হয় 'রাধা' জ্ঞান ॥১৪॥
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়?
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ-প্রলাপ হয় ॥১৫॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে স্থায়িভাব-প্রকরণে (১৯০)—
এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।
উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥১৬॥

মোহনাখ্য-ভাবের কোনপ্রকার গতিক্রমে ভ্রমাভা হইলে 'বৈচিত্রী' নামে দিব্যোন্মাদের উদয় হয়। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদি—দিব্যোন্মাদের বহুভেদ-বিশেষ।

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন।
কৃষ্ণ রাসলীলা করে,—দেখিলা স্বপন ॥১৭॥
ত্রিভঙ্গ-সুন্দর দেহ, মুরলীবদন।
পীতাম্বর, বনমালা, মদনমোহন ॥১৮॥
মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধা-সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৯॥
দেখি' প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হৈলা।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু—এই জ্ঞান কৈলা ॥২০॥
প্রভুর বিলম্ব দেখি' গোবিন্দ জাগাইলা।
জাগিলে 'স্বপ্ন' জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা ॥২১॥

দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি' সমাপন।
কালে যাই' কৈলা জগন্নাথ দরশন ॥২২॥
যাবৎ কাল দর্শন করেন গরুড়ের পাছে।
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে লাখে ॥২৩॥
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা।
গরুড়ে চড়ি' দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ॥২৪॥
দেখিয়া গোবিন্দ ব্যস্তে সেই স্ত্রীরে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা ॥২৫॥
'আদিবস্যা' এই স্ত্রীরে না কর বর্জ্জন।
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন ॥২৬॥
আস্তে-ব্যস্তে সেই নারী ভূমেতে নামিলা।
মহাপ্রভুরে দেখি' তাঁর চরণ বন্দিলা ॥২৭॥
তার আর্ত্তি দেখি' প্রভু কহিতে লাগিলা।
এত আর্ত্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা! ২৮॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥২৯॥
অহো ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয় ॥৩০॥
পূর্ব্বে আমি যবে কৈলুঁ জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৩১॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলী-বদন ॥৩২॥
এবে যদি স্ত্রীরে দেখি' প্রভুর বাহ্য হৈল।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥৩৩॥
কুরুক্ষেত্রে দেখি' কৃষ্ণে ঐছে হৈল মন।
কাহাঁ কুরুক্ষেত্রে আইলাঙ, কাহাঁ বৃন্দাবন? ৩৪॥
প্রাপ্তরত্ন হারাঞা ঐছে ব্যগ্র হইলা।
বিষণ্ণ হঞা প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥৩৫॥
ভূমির উপর বসি' নিজ-নখে ভূমি লিখে।
অশ্রু-গঙ্গা নেত্রে বহে, কিছুই না দেখে ॥৩৬॥
পাইনু বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইনু।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ? কাহাঁ মুই আইনু? ৩৭॥
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন।
বাহ্য হৈলে হয়,—যেন হারাইল ধন ॥৩৮॥
উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান-নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করেন স্নান-ভোজন-কৃত্য ॥৩৯॥
রাত্রি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লঞা।
আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া ॥৪০॥

গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোক—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা
যযৌ বিষাদোজ্ঝিত-দেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৪১॥

আমার আত্মা কৃষ্ণরূপ বিত্তকে একবার প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ হারাইয়া বিষাদক্রমে দেহগেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কাপালিকযোগীর ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ স্বীয় ইন্দ্রিয়রূপি-শিষ্যবৃন্দের সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। ইহাতে 'উপমালঙ্কার' দ্রষ্টব্য।

যথা রাগঃ—

প্রাপ্তরত্ন হারাঞা, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি', কহে হা হা 'হরি' 'হরি',
ধৈর্য্য গেল, হইলা চপল ॥৪২॥
শুন, বান্ধব, কৃষ্ণের মাধুরী।
যার লোভে মোর মন, ছাড়ি' লোক-বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥৪৩॥ধ্রু॥
কৃষ্ণলীলা-মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর।
সেই কুণ্ডল কাণে পরি', তৃষ্ণা-লাউ-থালী ধরি',
আশা-ঝুলি কান্ধের উপর ॥৪৪॥
চিন্তা-কান্থা উড়ি' গায়, ধূলি-বিভূতি-মলিন-কায়,
'হা হা কৃষ্ণ' প্রলাপ-উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলি নিল মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥৪৫॥
ব্যাস, শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ।
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ে অনুক্ষণ ॥৪৬॥

দশেন্দ্রিয়ে শিষ্য করি', 'মহা-বাউল' নাম ধরি',
শিষ্য লঞা করিল গমন।
মোর দেহ স্ব-সদন, বিষয়-ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি' গেলা বৃন্দাবন ॥৪৭॥
বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম,
বৃক্ষ-লতা গৃহস্থ-আশ্রমে।
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥৪৮॥
কৃষ্ণ-গুণ, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ।
তা-সবার গ্রাস-শেষে, আনি' পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥৪৯॥
শূন্যকুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥৫০॥
মন কৃষ্ণবিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাঞা,
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥৫১॥
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয় ॥৫২॥

উজ্জ্বলনীলমণিতে শৃঙ্গারভেদকথনে (১৬৭)—
চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু,—এই দশটী দশা।

এই দশ-দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রি-দিনে।
কভু কোন দশা উঠে, স্থির নহে মনে ॥৫৪॥
এত কহি' মহাপ্রভু মৌন করিলা।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥৫৫॥
স্বরূপ-গোসাঞি করে কৃষ্ণলীলা গান।
দুইজনে কিছু কৈলা প্রভুর বাহ্য জ্ঞান ॥৫৬॥
এইমত অর্দ্ধরাত্রি কৈলা নির্যাপণ।
ভিতর-প্রকোষ্ঠে প্রভুরে করাইলা শয়ন ॥৫৭॥
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ-ঘরে।
স্বরূপ-গোবিন্দ দুঁহে শুইলেন দ্বারে ॥৫৮॥
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি' কহে কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন ॥৫৯॥
শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈলা দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে ॥৬০॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভুরে না দেখিয়া।
প্রভু চাহি' বুলে সবে ব্যাকুল হঞা ॥৬১॥
সিংহদ্বারের উত্তর-দিশায় আছে এক ঠাঞি।
তার মধ্যে পড়ি' আছেন চৈতন্য-গোসাঞি ॥৬২॥
দেখি' স্বরূপ-গোসাঞি-আদি আনন্দিত হৈলা।
প্রভুর দশা দেখি' চিন্তিতে লাগিলা ॥৬৩॥
প্রভু পড়ি' আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ-ছয়।
অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি রয় ॥৬৪॥
এক এক হস্ত-পাদ—দীর্ঘ তিন-হাত।
অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তাত ॥৬৫॥
হস্ত, পাদ, গ্রীবা, কটি, অস্থি, সন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হঞাছে তত ॥৬৬॥
চর্ম্মমাত্র উপরে, সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুঃখিত হৈলা সবে প্রভুরে দেখিয়া ॥৬৭॥
মুখে লালা-ফেন প্রভুর উত্তান-নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ ॥৬৮॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥৬৯॥
বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা।
'হরিবোল' বলি' প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিলা ॥৭০॥
চেতন পাইতে অস্থি-সন্ধি লাগিল।
পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল ॥৭১॥
এই লীলা মাহপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥৭২॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-
স্তবে (৪)—

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদগদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭৩॥

কোন সময়ে কাশীমিশ্রের বাটীতে কৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্লথ হইয়া হস্তপদের দৈর্ঘ্য অধিক হইয়াছিল। ভূমিতে কাকুস্বরে বিকল-ভাবে গদ্‌গদ-বচনে লুটিতে লুটিতে রোদনকারী সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

সিংহদ্বারে দেখি' প্রভুর বিস্ময় হইলা।
ক্যা কর, কিবা—এই স্বরূপে পুছিলা ॥৭৪॥
স্বরূপ কহে,—উঠ, প্রভু, চল নিজ-ঘরে।
তথাই তোমারে সব করিমু গোচরে ॥৭৫॥
এত বলি' প্রভুরে ধরি' ঘরে লঞা গেলা।
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিলা ॥৭৬॥
শুনি' মহাপ্রভু বড় হৈলা চমৎকার।
প্রভু কহে,—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার! ৭৭॥
সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান ॥৭৮॥
হেনকালে জগন্নাথের পাণি-শঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি' মহাপ্রভু দরশনে গেলা ॥৭৯॥
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥৮০॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে, শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি ॥৮১॥
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর-লোকের তাতে না হয় নিশ্চয় ॥৮২॥
রঘুনাথ-দাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি।
তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি ॥৮৩॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।
'চটক' পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে ॥৮৪॥
গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত-দিশাতে প্রভু ধাঞা চলিলা ॥৮৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২১/১৮)—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ-গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥৮৬॥ *

এই শ্লোক পড়ি' প্রভু চলেন বায়ুবেগে।
গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥৮৭॥
ফুকার পড়িল, মহা-কোলাহল হইল।
যেই যাঁহা ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥৮৮॥
স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত-গদাধর।
রামাই, নন্দাই, আর পণ্ডিত-শঙ্কর ॥৮৯॥
পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে।
ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥৯০॥
প্রথমে চলিলা প্রভু,—যেন বায়ুগতি।
স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি ॥৯১॥
প্রতি-রোমকূপে মাংস—ব্রণের আকার।
তার উপরে রোমোদ্‌গম—কদম্বপ্রকার ॥৯২॥
প্রতি-রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার ॥৯৩॥
দুই নেত্রে ভরি' অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার ॥৯৪॥
বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায়, শ্বেত হৈল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে,—যেন সমুদ্রে তরঙ্গ ॥৯৫॥
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমেতে পড়িলা।
তবে ত' গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥৯৬॥
করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন।
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গ সংবীজন ॥৯৭॥
স্বরূপাদিগণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা।
প্রভুর অবস্থা দেখি' কান্দিতে লাগিলা ॥৯৮॥
প্রভুর অঙ্গে দেখি' অষ্টসাত্ত্বিক বিকার।
আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি' হৈলা চমৎকার ॥৯৯॥
উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে।
শীতল জলে করে প্রভুর অঙ্গ সম্মার্জ্জনে ॥১০০॥

* মধ্য ১৮ পঃ ৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

এইমত বহুবার কীর্ত্তন করিতে।
'হরিবোল' বলি' প্রভু উঠে আচম্বিতে ॥১০১॥
সানন্দে সকল বৈষ্ণব বলে 'হরি' 'হরি'।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি' ॥১০২॥
উঠি' মহাপ্রভু বিস্মিত, ইতি উতি চায়।
যে দেখিতে চায়, তাহা দেখিতে না পায় ॥১০৩॥
'বৈষ্ণব' দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।
স্বরূপ-গোসাঞিরে কিছু কহিতে লাগিল ॥১০৪॥
গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহাঁ আনিল?
পাঞা কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥১০৫॥
ইহাঁ হৈতে আজি মুই গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখোঁ,—যদি কৃষ্ণ করেন গোধন-চারণে ॥১০৬॥
গোবর্দ্ধনে চড়ি' কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥১০৭॥
বেণুনাদ শুনি' আইলা রাধা-ঠাকুরাণী।
সব সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনি ॥১০৮॥
রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ॥১০৯॥
হেনকালে তুমি-সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হৈতে ধরি' মোরে ইহাঁ লঞা আইলা ॥১১০॥
কেনে বা আনিলা মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাঞা কৃষ্ণের লীলা, না পাইনু দেখিতে! ১১১॥
এত বলি' মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি' 'বৈষ্ণব' করেন রোদন ॥১১২॥
হেনকালে আইলা পুরী, ভারতী,—দুইজন।
দুঁহে দেখি' মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ॥১১৩॥
নিপট্ট-বাহ্য হইলে প্রভু দুঁহারে বন্দিলা।
মহাপ্রভুরে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ॥১১৪॥
প্রভু কহে,—দুঁহে কেনে আইলা এত দূরে?
পুরীগোসাঞি কহে,—তোমার নৃত্য দেখিবারে॥
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে।
সমুদ্রঘাট আইলা সব বৈষ্ণব-সনে ॥১১৬॥
স্নান করি' মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা।
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ॥১১৭॥

এই ত' কহিলুঁ প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব।
ব্রহ্মাও কহিতে নারে যাহার প্রভাব ॥১১৮॥
'চটক' গিরি গমন-লীলা রঘুনাথ দাস।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥১১৯॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৮)—
সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনা-
দয়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ।
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥১২০॥

নীলাচলের নিকটে সমুদ্র-বালুকা-পর্ব্বতরূপ চটকগিরি দেখিয়া, 'ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিরাজকে দর্শন করিব' বলিয়া মহাপ্রভু দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ-বেষ্টিত সেই গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া অমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

এবে প্রভু যত কৈলা অলৌকিক লীলা।
কে বুঝিতে পারে সেই মহাপ্রভুর খেলা? ১২১॥
সংক্ষেপে করিয়া করি দিগ্দরশন।
যেই ইহা শুনে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥১২২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটক-গিরি-গমন-রূপ-দিব্যোন্মাদবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশঃ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥১॥

দুর্গম কৃষ্ণভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া উন্মগ্নচিত্ত গৌর-হরি অনেকপ্রকার প্রেমমর্য্যাদা দেখাইয়াছিলেন।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ পূর্ণানন্দ-কলেবর ॥২॥

জয়াদ্বৈতাচার্য্য কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম।
জয় শ্রীবাস-আদি প্রভুর ভক্তগণ ॥৩॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে ॥৪॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধ-বাহ্যস্ফূর্ত্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি,—তিন রীতে প্রভুস্থিতি ॥৫॥
স্নান, দর্শন, ভোজন দেহ-স্বভাবে হয়।
কুমারের চাক যেন সতত ফিরয় ॥৬॥
এক দিন করেন প্রভু জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৭॥
একবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ।
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ ॥৮॥
এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে।
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে ॥৯॥
হেনকালে ঈশ্বরের উপলভোগ সরিল।
ভক্তগণ মহাপ্রভুরে ঘরে লঞা আইল ॥১০॥
স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন লঞা।
বিলাপ করেন দুঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া ॥১১॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখারে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ ॥১২॥
সেই শ্লোক পড়ি' আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দুঁহারে করিয়া বিলাপ ॥১৩॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৮/৩) বিশাখার প্রতি
শ্রীরাধা-বাক্য—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনা-চিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযূষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ
পঞ্চেন্দ্রিয়াণ্যালি মে ॥১৪॥

যিনি সৌন্দর্য্যের অমৃতসিন্ধুপ্রবাহে নারীদিগের চিত্তপর্ব্বতের সংপ্লাবক, যিনি কর্ণের আনন্দজনক নর্ম্ম-রম্য-বচনযুক্ত হইয়া কোটিচন্দ্রের ন্যায় শীতল এবং যিনি সৌরভ্য-রূপ অমৃতপ্লব দ্বারা জগৎকে আবৃত করিয়াছেন এবং পীযুষপূর্ণ অধরযুক্ত, হে সখি, সেই গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ আমার পঞ্চেন্দ্রিয়কে বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছেন।

যথা রাগঃ—

কৃষ্ণ-রূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ্য-অধর-রস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায়।
দেখি' লোভে পঞ্চ জন, এক অশ্ব—মোর মন,
চড়ি' পঞ্চ পাঁচদিকে ধায় ॥১৫॥
সখি হে, শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহা-লম্পট দস্যুগণ,
সবে কহে,—হর' পরধন ॥১৬॥ধ্রু॥
এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচ পাঁচ দিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায়?
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায় ॥১৭॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইঁহা-সবার কাহাঁ দোষ,
কৃষ্ণরূপাদির মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
মোর দেহে না রহে জীবন ॥১৮॥
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায়।
ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত-উচ্চগিরি,
তাহা ডুবাই আগে উঠি' ধায় ॥১৯॥
কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানা-রস-নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কথন না যায়।
জগতের নারীর কাণে, মাধুরী গুণে বান্ধি' টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায় ॥২০॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিমু তার বল,
ছটায় জিনে কোটীন্দু-চন্দন।
সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ-মন ॥২১॥
কৃষ্ণাঙ্গ—সৌরভ্যভর, মৃগমদ মনোহর,
নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব-ধন।

জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ ॥২২॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, তাতে কর্পূর-মন্দস্মিত,
স্ব-মাধুর্য্যে হরে নারীর মন।
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনে ক্ষোভ,
ব্রজনারীগণের মূলধন ॥২৩॥
এত কহি' গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি',
কহে,—শুন, স্বরূপ-রামরায়।
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
দুঁহে মোরে কহ সে উপায় ॥২৪॥
এইমত গৌরপ্রভু প্রতিদিনে-দিনে।
বিলাপ করেন স্বরূপ-রামানন্দ-সনে ॥২৫॥
সেই দুইজন প্রভুরে করে আশ্বাসন।
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন ॥২৬॥
কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ ॥২৭॥
এক দিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে।
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখেন আচম্বিতে ॥২৮॥
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিলা ধাঞা।
প্রেমাবেশে বুলে তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া ॥২৯॥
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি' বেড়াইলা ॥৩০॥
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি-তরুলতা।
শ্লোক পড়ি' পড়ি' চাহি' বুলে যথা তথা ॥৩১॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩০/৯)—

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৩২॥

হে চূত (আম্রজাতিবিশেষ), পিয়াল, কাঁঠাল, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ (কদম্ব-বিশেষ ইত্যাদি তরুগণ) এবং হে অন্যান্য যমুনোপকূলবাসী পরমঙ্গলচিত্তক (পরিহিতব্রত) বৃক্ষসকল, রহিতাত্মস্বরূপ (শূন্যামনাঃ) আমাদিগকে, কৃষ্ণ কোথায় আছে, তাহা বল।

তত্রৈব (১০/৩০/৭)—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥

ওগো কল্যাণি, গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে তুলসি, তুমি—অচ্যুতের অতিপ্রিয়; তুমি কি কৃষ্ণকে অলিকুলের সহিত তোমাকে ধারণপূর্ব্বক যাইতে দেখিয়াছ?

তত্রৈব (১০/৩০/৮)—

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥

হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, তোমরা কি তোমাদিগকে করস্পর্শপূর্ব্বক তোমাদের আনন্দ জন্মাইয়া কৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ?

আম্র, পনস, পিয়াল, জম্বু, কোবিদার।
তীর্থবাসী সবে, কর পর-উপকার ॥৩৫॥
কৃষ্ণ তোমার ইহাঁ আইলা, পাইলা দরশন?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি' রাখহ জীবন ॥৩৬॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান।
এই সব—পুরুষ-জাতি, কৃষ্ণের সখার সমান ॥
এ কেনে কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায়?
এ—স্ত্রীজাতি লতা, আমার সখীপ্রায় ॥৩৮॥
অবশ্য কহিবে,—পাঞাছে কৃষ্ণের দর্শনে।
এত অনুমানি' পুছে তুলস্যাদি-গণে ॥৩৯॥
তুলসি, মালতি, যূথি, মাধবি, মল্লিকে।
তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে?
তুমি-সব—হও আমার সখীর সমান।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি' সবে রাখহ পরাণ ॥৪১॥
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে।
এহ—কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে ॥৪২॥
আগে মৃগীগণ দেখি' কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা।
তার মুখ দেখি' পুছেন নির্ণয় করিয়া ॥৪৩॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩০/১১)—

অপ্যেণ-পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখী সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥৪৪॥

কান্তার অঙ্গসঙ্গ-দ্বারা কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালা-ধারি-কৃষ্ণের গন্ধ এই দিক্ হইতে আসিতেছে। হে মৃগি, রাধিকার সহিত কৃষ্ণ তোমাদের চক্ষের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া কি এইপথে গিয়াছেন?

কহ, মৃগি, রাধা-সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা।
তোমায় সুখ দিতে আইলা? না কহ অন্যথা ॥৪৫॥
রাধা-প্রিয়সখী আমরা, নহি বহিরঙ্গ।
দূর হৈতে জানি তার যৈছে অঙ্গ-গন্ধ ॥৪৬॥
রাধা-অঙ্গ-সঙ্গে কুচকুঙ্কুম-ভূষিত।
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু—সুবাসিত ॥৪৭॥
কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি' গেলা, ইঁহ—বিরহিণী।
কিবা উত্তর দিবে এই, না শুনে কাহিনী ॥৪৮॥
আগে বৃক্ষগণ দেখে পুষ্পফলভরে।
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী-উপরে ॥৪৯॥
কৃষ্ণে দেখি' এই সব করেন নমস্কার।
কৃষ্ণগমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার ॥৫০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩০/১২)—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিংবাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৫১॥

হে তরুসকল, বল, রামানুজ কৃষ্ণ রাধিকার স্কন্ধে বাহু ন্যাসকরতঃ হস্তে পদ্ম ধারণপূর্ব্বক তুলসিকার মদান্ধ অলিগণের দ্বারা অন্বিত (অনুসৃতবা পশ্চাদ্ধাবিত) হইয়া চলিতে চলিতে প্রণয়াবলোকনদ্বারা তোমাদের প্রণামগ্রহণ-পূর্ব্বক তিনি কি অভিনন্দন করিতেছেন?

প্রিয়া-মুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে।
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে ॥৫২॥
তোমার প্রণামে কি করিয়াছেন অবধান?
কিবা নাহি করেন, কহ বচনপ্রমাণ ॥৫৩॥
কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত।
কিবা উত্তর দিবে, ইহার নাহিক সম্বিৎ ॥৫৪॥
এত বলি' আগে চলে যমুনার কূলে।
দেখে,—তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে ॥৫৫॥
কোটিমন্মথমোহন মুরলী-বদন।
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগন্নেত্র-মন ॥৫৬॥
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা।
হেনকালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া ॥৫৭॥
পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিকভাবসকল।
অন্তরে আনন্দ-আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল ॥৫৮॥
পূর্ব্ববৎ সবে মিলি' করাইলা চেতন।
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন ॥৫৯॥
কাহাঁ গেলা কৃষ্ণ? এখন পাইনু দরশন!
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন! ৬০॥
পুনঃ কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন!
তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময় নয়ন ॥৬১॥
বিশাখারে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা ॥৬২॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৮/৪) শ্রীরাধিকা-বাক্য—

নবাম্বুদ-লসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীস্ফুরচ্ছরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্রস্পৃহাম্ ॥

হে সখি, নবীন-মেঘ-শোভি-নববিদ্যুতের ন্যায়মনোজ্ঞ পীতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুন্দর মুরলীবদন, ফুল্ল শরৎশোভিচন্দ্রমুখ, ময়ূরদলভূষিত, সুভগ-তারহার-প্রভা-যুক্ত সেই মদনমোহন আমার নেত্রস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

যথা রাগঃ—

নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন-চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল।

জিনি' উপমার গণ, হরে সবার নেত্র-মন,
কৃষ্ণকান্তি পরম প্রবল ॥৬৪॥
কহ, সখি, কি করি উপায় ?
কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র-চাতক,
না দেখি' পিয়াসে মরি' যায় ॥৬৫॥ধ্রু॥
সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল।
ইন্দ্রধনু-শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল ॥৬৬॥
মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি',
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূরচয়।
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয় ॥৬৭॥
লীলামৃত-বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দ ভুবনে,
হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাপবনে, মেঘে নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পিতে না পাইল ॥৬৮॥
পুনঃ কহে,— হায় হায়, পড় পড় রামরায়,
কহে প্রভু গদগদ আখ্যানে।
রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি' প্রভু হর্ষ-শোক,
আপনে প্রভু করেন ব্যাখ্যানে ॥৬৯॥
শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/৩৯)—
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৭০॥ *

যথা রাগঃ—
কৃষ্ণ জিনি' পদ্ম-চান্দ, পাতিয়াছে মুখ-ফান্দ,
তাতে অধর মধুস্মিত চার।
ব্রজনারী আসি' আসি', ফান্দে পড়ি' হয় দাসী,
ছাড়ি' লাজ-পতি-ঘর-দ্বার ॥৭১॥
বান্ধব কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার।
নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারী-মৃগী-মর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥৭২॥ধ্রু॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয়।
সস্মিত কটাক্ষ-বাণে, তা-সবার হৃদয়ে হানে,
নারী-বধে নাহি কিছু ভয় ॥৭৩॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী-শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা-সবার মনোবক্ষ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ ॥৭৪॥
সুললিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে,—কৃষ্ণসর্পকায়।
দুই শৈল-ছিদ্রে পশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায় ॥৭৫॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
জিনি' কর্পূর-বেণামূল-চন্দন।
একবার যার স্পর্শে, স্মরজ্বালা-বিষ নাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারী-মন ॥৭৬॥
এতেক বিলাপ করি', বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক।
এই শ্লোক পাঞা রাধা, বিশাখারে কহে রাধা,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ॥৭৭॥
শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৮/৭)—
হরিন্মণিকবাটিকাপ্রততহারিবক্ষঃস্থলঃ
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ।
সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাম্ ॥
হে সখি, যাঁহার বক্ষঃস্থল—ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত কবাটের ন্যায় বিস্তৃত ও মনোহর, যাঁহার ভুজদ্বয় কামার্ত্ত তরুণীগণের মনঃ-কলুষ (কাম-তাপ) হরণ করে, যাঁহার অঙ্গ সুধাংশু, হরিচন্দন, উৎপল ও কর্পূরের শীতলতা ধারণ করে, সেই মদনমোহন আমার বক্ষঃস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

* মধ্য ২৪ পঃ ৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

প্রভু কহে,—কৃষ্ণ মুই এখন দেখিনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু ॥৭৯॥
চঞ্চল-স্বভাব কৃষ্ণের, না রয় এক স্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি' করে অন্তর্দ্ধানে ॥৮০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/৪৮)—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৮১॥

তাহাদিগের সৌভাগ্যাহঙ্কার দেখিয়া কৃষ্ণ তাহা প্রশমন করিবার জন্য ও তাহাদিগের প্রতি প্রসাদ করিবার জন্য সেইস্থানে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

স্বরূপ-গোসাঞিরে কহেন,—গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ে ত' 'সম্বিৎ' ॥৮২॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুরে শুনাইয়া ॥৮৩॥

গীতগোবিন্দে (২/৩)—

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্ ॥৮৪॥

এই রাসে বহুবিলাসযুক্ত এবং পরিহাসকারী হরিকে আমার মন স্মরণ করিতেছে।

স্বরূপ-গোসাঞি যবে এই পদ গাহিলা।
উঠি' প্রেমাবেশে তবে নাচিতে লাগিলা ॥৮৫॥
'অষ্টসাত্ত্বিক' ভাব অঙ্গে প্রকট হইল।
হর্ষাদি 'ব্যভিচারী' সব উথলিল ॥৮৬॥
ভাবোদয়, ভাব-সন্ধি, ভাব-শাবল্য।
ভাবে-ভাবে মহাযুদ্ধে সবার প্রাবল্য ॥৮৭॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্ত্তন ॥৮৮॥
এইমত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি পদ কৈলা সমাপন ॥৮৯॥
'বল্' 'বল্' বলি' প্রভু, কহেন বার বার।
না গায় স্বরূপ-গোসাঞি শ্রম দেখি' তাঁর ॥৯০॥
'বল্'-'বল্' প্রভু বলেন, ভক্তগণ শুনি'।
চৌদিকেতে সবে মেলি' করে হরিধ্বনি ॥৯১॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুরে বসাইলা।
ব্যজনাদি করি' প্রভুর শ্রম ঘুচাইলা ॥৯২॥
প্রভুরে লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাঞা পুনঃ তাঁরে লঞা আইলা ঘরে ॥
ভোজন করাঞা প্রভুরে করাইলা শয়ন।
রামানন্দ-আদি সবে গেলা নিজ-স্থান ॥৯৪॥
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর উদ্যান-বিহার।
বৃন্দাবন-ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥৯৫॥
বিলাপ-সহিত এই উন্মাদ-বর্ণন।
শ্রীরূপ-গোসাঞি ইহা করিয়াছেন লিখন ॥৯৬॥

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৬)—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥

সমুদ্রতীরে সুন্দর উপবনশ্রেণী দর্শন করতঃ প্রভু মুহুর্ম্মুহু বৃন্দারণ্যস্মরণ-প্রযুক্ত প্রেমবিবশ হইতেন; প্রচল(চঞ্চল)রসনায় ভক্তিরসিক গৌরাঙ্গ 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিতেছেন,—এবম্ভুত চৈতন্যদেব কি আমার দর্শনপথে পুনরায় আসিবেন?

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন।
দিঙ্মাত্র দেখাঞা তাহা করিয়ে সূচন ॥৯৮॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৯৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া, প্রেম-দীক্ষা-বিষয়ক দিব্যজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু রহেন নীলাচলে।
ভক্তগণ-সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে ॥৩॥
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ আসি' কৈল প্রভুর মিলন ॥৪॥
তাঁ-সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম।
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি জানে আন ॥৫॥
মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার।
কৃষ্ণনাম 'সঙ্কেতে' চালায় ব্যবহার ॥৬॥
কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়।
'হরেকৃষ্ণ' 'হরেকৃষ্ণ' করি' পাশক চালায় ॥৭॥
রঘুনাথ-দাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি-খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হৈল বুড়া ॥৮॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহো করিল ভোজন ॥৯॥
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত—ছোট, বড় হয়।
উত্তম-বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায় ॥১০॥
তাঁর ঠাঞি শেষ-পাত্র লয়েন মাগিয়া।
কাহাঁ না পায়, তবে রহে লুকাঞা ॥১১॥
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাঞা যায়।
লুকাঞা সেই পাত্র আনি' চাটি' খায় ॥১২॥
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা।
এইমত তাঁর উচ্ছিষ্ট খায় লুকাঞা ॥১৩॥
ভুঁইমালি-জাতি, 'বৈষ্ণব'—'ঝড়ু' তাঁর নাম।
আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান ॥১৪॥
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা।
তাঁর পত্নীরে তবে নমস্কার কৈলা ॥১৫॥
পত্নী-সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া।
বহু সম্মান কৈলা কালিদাসেরে দেখিয়া ॥১৬॥
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি' তাঁর সনে।
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে ॥১৭॥
আমি—নীচজাতি, তুমি,—অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিমু তোমার সেবন? ১৮॥
আজ্ঞা দেহ',—ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও, তবে আমি জীয়ে ॥১৯॥
কালিদাস কহে,—ঠাকুর, কৃপা কর মোরে।
তোমার দর্শনে আইনু মুই পতিত পামরে ॥২০॥
পবিত্র হইনু মুই, পাইনু দরশন।
কৃতার্থ হইনু, মোর সফল জীবন ॥২১॥
এক বাঞ্ছা হয়,— যদি কৃপা করি' কর।
পাদরজ দেহ', পাদ মোর মাথে ধর ॥২২॥
ঠাকুর কহে,—ঐছে বাত্ কহিতে না যুয়ায়।
আমি—নীচজাতি, তুমি—সুসজ্জন রায় ॥২৩॥
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি' শুনাইল।
শুনি' ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হইল ॥২৪॥

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১০/৯১) ইতিহাস-
সমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্য—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্ ॥*

শ্রীমদ্ভাগবতে (৭/৯/১০)—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥২৬॥ †

তত্রৈব (৩/৩৩/৭)—

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥২৭॥ ‡

শুনি' ঠাকুর কহে,—শাস্ত্রে এই সত্য হয়।
সেই নীচ নহে,—যাঁতে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥২৮॥
আমি—নীচজাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।
অন্য ঐছে হয়, আমায় নাহি ঐছে শক্তি ॥২৯॥
তাঁরে নমস্করি' কালিদাস বিদায় মাগিলা।

---

* মধ্য ১৯ পঃ ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
† মধ্য ২০ পঃ ৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য
‡ মধ্য ১১ পঃ ১৯২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁর অনুব্রজি' আইলা ॥৩০॥
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইল।
তাঁর চরণ-চিহ্ন যেই ঠাঞি পড়িল ॥৩১॥
সেই ধূলি লঞা কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিলা।
তাঁর নিকট একস্থানে লুকাঞা রহিলা ॥৩২॥
ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাই' দেখি' আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিলা সকল ॥৩৩॥
কলার পাটুয়া-খোলা হৈতে আম্র নিকাশিয়া।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন, খায়েন চুষিয়া ॥৩৪॥
চুষি' চুষি' চোষা আঁটি ফেলিলা পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াঞা তাঁর পত্নী খায় পশ্চাতে ॥৩৫॥
আঁটি-চোষা সেই পাটুয়া-খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্ট-গর্ত্তে ফেলাইলা লঞা ॥৩৬॥
সেই খোলা, আঁটি, চোকলা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস ॥৩৭॥
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিলা অবশেষে ॥৩৮॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা ॥৩৯॥
প্রতিদিন প্রভু যদি যান দরশনে।
জল-করঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভু-সনে ॥৪০॥
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে।
বাইশ 'পহাচ' তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে ॥৪১॥
সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে।
তবে করিবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে ॥৪২॥
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছেন নিয়ম।
মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন ॥৪৩॥
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই জল।
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি' কোন ছল ॥৪৪॥
এক দিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে।
কালিদাস আসি' তাঁহা পাতিলেন হাতে ॥৪৫॥
এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পিলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিলা ॥৪৬॥
অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার।
এতাবতা বাঞ্ছা-পূরণ করিলুঁ তোমার ॥৪৭॥
সর্ব্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস, জানেন অন্তর ॥৪৮॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥৪৯॥
বাইশ 'পহাচ' পাছে, উপর দক্ষিণ-দিকে।
এক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আছেন উঠিতে বামভাগে ॥৫০॥
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার।
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বার বার ॥৫১॥

নৃসিংহ-পুরাণ-বচন—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥৫২॥

প্রহ্লাদের আহ্লাদদায়ক নরসিংহকে নমস্কার; হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃশিলা-ছেদক-নখ-ধারী নৃসিংহকে নমস্কার।

তত্রৈব—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৫৩॥

এদিকে নৃসিংহ, ওদিকে নৃসিংহ, যেখানে যেখানে যাই, সেইখানে নৃসিংহ, বাহিরে নৃসিংহ, আর হৃদয়ে নৃসিংহ,— এবম্বিধ সেই আদি-নৃসিংহের আমি শরণাপন্ন হইলাম।

তবে প্রভু করিলা জগন্নাথ দরশন।
ঘরে আসি' করিলা মধ্যাহ্ন-ভোজন ॥৫৪॥
বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া।
গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া ॥৫৫॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে দিল প্রভুর শেষপাত্র-দানে ॥৫৬॥
বৈষ্ণবের শেষ-ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা ॥৫৭॥
তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হইতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ ॥৫৮॥

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান ॥৫৯॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥৬০॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥৬১॥
তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন-সেবন ॥৬২॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস ॥৬৩॥
নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এইমতে।
কালিদাসে মহাকৃপা কৈলা অলক্ষিতে ॥৬৪॥
সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইলা।
'পুরীদাস'—ছোটপুত্রে সঙ্গেতে আনিলা ॥৬৫॥
পুত্র সঙ্গে লঞা তেঁহো আইলা প্রভু-স্থানে।
পুত্রেরে করাইলা প্রভুর চরণ বন্দনে ॥৬৬॥
কৃষ্ণ কহ বলি' প্রভু বলেন বার বার।
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার ॥৬৭॥
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন করিলা।
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিলা ॥৬৮॥
প্রভু কহে,—আমি নাম জগতে লওয়াইলুঁ।
স্থাবরে-পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইলুঁ ॥৬৯॥
ইহারে নারিলুঁ কৃষ্ণনাম কহাইতে!
শুনিয়া স্বরূপ-গোসাঞি লাগিলা কহিতে ॥৭০॥
তুমি কৃষ্ণনাম-মন্ত্র কৈলা উপদেশে।
মন্ত্র পাঞা কার আগে না করে প্রকাশে ॥৭১॥
মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান।
এই ইহার মনঃকথা—করি অনুমান ॥৭২॥
আর দিন কহেন প্রভু,—পড়, পুরীদাস।
এই শ্লোক করি' তেঁহো করিলা প্রকাশ ॥৭৩॥

কবিকর্ণপূর-কৃত আর্য্যশতকে (১)—
শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥৭৪॥

যিনি—শ্রবণযুগলের নীলকমল, চক্ষের অঞ্জন, বক্ষের মহেন্দ্রমণিদাম, বৃন্দাবন-রমণীদিগের অখিলভূষণ, সেই হরি জয়যুক্ত হইতেছেন।

সাত-বৎসরের শিশু, নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে,—লোকে চমৎকার মন ॥৭৫॥
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি-দেব যার নাহি পায় সীমা ॥৭৬॥
ভক্তগণ প্রভু-সঙ্গে রহে চারিমাসে।
প্রভু আজ্ঞা দিলা সবে গেলা গৌড়দেশে ॥৭৭॥
তাঁ-সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান।
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈলা উন্মাদ প্রধান ॥৭৮॥
রাত্রি-দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপ-গন্ধ-রস।
সাক্ষাদনুভবে,—যেন কৃষ্ণ-উপস্পর্শ ॥৭৯॥
এক দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দরশনে।
সিংহদ্বারে দলই আসি' করিল বন্দনে ॥৮০॥
তারে বলে,—কোথা কৃষ্ণ, মোর প্রাণনাথ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও বলি' ধরে তার হাত ॥৮১॥
সেহ কহে,—ইহাঁ হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাঙ দরশন ॥৮২॥
তুমি মোর সখা, দেখাহ,—কাহাঁ প্রাণনাথ?
এত বলি' জগমোহন গেলা ধরি' তার হাত ॥
সেহ বলে,—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দরশন ॥৮৪॥
গরুড়ের পাছে রহি' করেন দরশন।
দেখেন,—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥৮৫॥
এই লীলা নিজ-গ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৮৬॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৭)—
ক্ব মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে
ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।
দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত-তদ্-
ভুজান্তর্গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮৭॥

'হে সখে দ্বারপাল, আমার প্রাণনাথ কৃষ্ণ কোথায়? তুমি তাঁহাকে এখানে শীঘ্র দেখাও',— দ্বারপালকে উন্মত্তের ন্যায়

এইরূপ বলিয়া, তাহার হাত ধরিয়া কৃষ্ণ দেখিবার জন্য দ্রুত চলিলেন । এবম্ভুত গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করিতেছেন ।

হেনকালে 'গোপাল-বল্লভ'-ভোগ লাগাইল ।
শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি সহ আরতি বাজিল ॥৮৮॥
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ ।
প্রসাদ লঞা প্রভু-ঠাঞি কৈল আগমন ॥৮৯॥
মালা পরাঞা প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে ।
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মন মাতে ॥৯০॥
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম ।
তার অল্প খাওয়াইতে সেবক করিল যতন ॥৯১॥
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিলা ।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিলা ॥৯২॥
কোটি-অমৃত-স্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৯৩॥
এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাহাঁ হইতে আইল ?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল ॥৯৪॥
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ।
জগন্নাথের সেবক দেখি' সম্বরণ কৈল ॥৯৫॥
সুকৃতি-লভ্য ফেলা-লব বলেন বার বার ।
ঈশ্বর-সেবক পুছে,—কি অর্থ ইহার ? ৯৬॥
প্রভু কহে,—এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত ।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে 'অমৃত' ! ৯৭॥
কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ, তার 'ফেলা' নাম ।
তার এক 'লব' যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥৯৮॥
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণ কৃপা, সেই তাহা পায় ॥৯৯॥
'সুকৃতি' শব্দে কহে 'কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য' ।
সেই যাঁর হয়, 'ফেলা' পায় সেই ধন্য ॥১০০॥
এত বলি' প্রভু তা-সবারে বিদায় দিলা ।
উপল-ভোগ দেখিয়া প্রভু নিজ-বাসা আইলা ॥
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈলা ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ।
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্মরণ ॥১০২॥
বাহ্য-কৃত্য করেন, প্রেমে গরগর মন ।
কষ্টে সম্বরণ করেন, আবেশ সঘন ॥১০৩॥
সন্ধ্যা-কৃত্য করি' পুনঃ নিজগণ-সঙ্গে
নিভৃতে বসিলা নানা-কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥১০৪॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিলা ।
পুরী-ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইলা ॥১০৫॥
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম-স্বরূপাদি-গণে ।
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টনে ॥১০৬॥
প্রসাদের সৌরভ্য-মাধুর্য্য করি' আস্বাদন ।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন ॥
প্রভু কহে,—এই সব হয় 'প্রাকৃত' দ্রব্য ।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাইচ, লবঙ্গ, গব্য ॥
রসবাস, গুড়ত্বক-আদি যত সব ।
'প্রাকৃত' বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব ॥১০৯॥
এই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত ।
আস্বাদ করিয়া দেখ,—সবার প্রতীত ॥১১০॥
আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন ।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ ॥১১১॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর-স্পর্শ হৈল ।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥১১২॥
অলৌকিক-গন্ধ-স্বাদ, অন্য-বিস্মারণ ।
মহা-মাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥১১৩॥
অনেক 'সুকৃতে' ইহা হঞাছে সম্প্রাপ্তি ।
সবে এই আস্বাদ কর করি' মহাভক্তি ॥১১৪॥
হরিধ্বনি করি' সবে কৈলা আস্বাদন ।
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন ॥১১৫॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ।
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১১৬॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩১/১৪)—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥১১৭॥

হে বীর, তোমার প্রেমবর্দ্ধক, জগতের শোক-

নাশক, স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা সুন্দররূপ চুম্বিত, নরগণের চিদিতর-রাগবিস্মারক তোমার যে অধরামৃত তাহা আমাদিগকে দাও।

শ্লোক শুনি' মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥১১৮॥

গোবিন্দলীলামৃতে (৮/৮) বিশাখার প্রতি শ্রীরাধা-বাক্য—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতর-রসালিতৃষ্ণাহর-
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্য-ফেলা-লবঃ।
সুধাজিদহিবল্লিকা-সুদলবীটিকা-চর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাম্॥

হে সখি, যাঁহার অধরামৃত—ব্রজের অতুলনীয়া কুলাঙ্গনাদিগের ইতর-রসসমূহ তৃষ্ণা-হরণকারী, যাঁহার ফেলাকণ—সুকৃতিলভ্য, সুধাজয়কারিণী পর্ণবীটিকা-চর্ব্বণশীল সেই মদনমোহন আমার জিহ্বা-স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

এত কহি' গৌরপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
দুই শ্লোকের অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥১২০॥

যথা রাগঃ—

তনু-মন করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত-লোভ,
হর্ষ-শোকাদি-ভার বিনাশয়।
পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥১২১॥

নাগর, শুন তোমার অধর-চরিত।
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥১২২॥ধ্রু॥

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তোমার অধর বড় ধৃষ্ট-রায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
অন্যরস সব পাসরায় ॥১২৩॥

সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর—বড় বাজিকর।
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয়-মন,
তারে আপনা পিয়ায় নিরন্তর ॥১২৪॥

বেণু ধৃষ্ট-পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিয়া পিয়া,
গোপীগণে জানায় নিজ-পান।
ওহে, শুন, গোপীগণ, বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥১২৫॥

তবে মোরে ক্রোধ করি', লজ্জা, ভয়, ধর্ম্ম, ছাড়ি',
ছাড়ি' দিমু, কর আসি' পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান ॥১২৬॥

অধরামৃত নিজ-স্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয় ত্রিজগৎ-জন।
আমরা ধর্ম্ম-ভয় করি', রহি' যদি ধৈর্য্য ধরি',
তবে আমায় করে বিড়ম্বন ॥১২৭॥

নীবি খসায় গুরু-আগে, লজ্জা-ধর্ম্ম করায় ত্যাগে,
কেশে ধরি' যেন লঞা যায়।
আনি' করায় তোমার দাসী, শুনি' লোক করে হাসি,
এইমত নারীরে নাচায় ॥১২৮॥

শুষ্ক বাঁশের লাঠিখান, এত করে অপমান,
এই দশা করিল, গোসাঞি।
না সহি' কি করিতে পারি, তাহে রহি মৌন ধরি',
চোরার মাকে ডাকি' কান্দিতে নাই ॥১২৯॥

অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর-সনে যার মেলা।
সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য-পান, হয় অমৃত-সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণ-ফেলা' ॥১৩০॥

সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
এ দম্ভে কেবা পাতিয়ায়?
বহুজন্ম পুণ্য করে, তবে 'সুকৃতি' নাম ধরে,
সে 'সুকৃতে' তার লব পায় ॥১৩১॥

কৃষ্ণ যে খায় তাম্বূল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ-পরিপাটী।
তার যেবা উদ্গার, তারে কয় 'অমৃতসার',
গোপীর মুখ করে 'আলবাটী' ॥১৩২॥

এ সব—তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী,
বেণুদ্বারে কাঁহে হর' প্রাণ।

আপনার হাসি লাগি',   নহ নারীর বধভাগী,
দেহ' নিজাধরামৃত দান ॥১৩৩॥
কহিতে কহিতে প্রভুর মন ফিরি' গেল।
ক্রোধ মন শান্ত হৈল, উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥১৩৪॥
পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত।
তাহা যেই পায়, তার সফল জীবিত ॥১৩৫॥
যোগ্য হঞা কেহ করিতে না পায় পান।
তথাপি সে নির্লজ্জ, বৃথা ধরে প্রাণ ॥১৩৬॥
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে।
যোগ্য জন নাহি পায়, লোভে মাত্র মরে ॥১৩৭॥
তাতে জানি,—কোন তপস্যার আছে বল।
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত-ফল ॥১৩৮॥
কহ রাম-রায়, কিছু শুনিতে হয় মন।
ভাব জানি' পড়ে রায় গোপীর বচন ॥১৩৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২১/৯)—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥১৪০॥

হে গোপীগণ, এই বেণু কি সুকৃতি করিয়ছিল যে, গোপিকাদিগের লভ্য কৃষ্ণাধরসুধা নিজে রসাবশেষ রাখিয়া ভোগ করিতেছে? আর্য্য-ব্যক্তিগণ যেরূপ (কোন ভগবদ্ভক্ত) মহৎ-সন্তানের জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-সকল নদীর জলে পুষ্ট হইয়াছে, সেই সকল নদী স্ব-স্ব-উপরিভাগাস্থিত বিকশিত পদ্মনিচয়রূপ রোমসমূহদ্বারা হৃষ্ট হইতেছে এবং (যে-তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে) তজ্জাতীয় সকলেই (আনন্দে মধুধারা-রূপ) অশ্রু মোচন করিতেছে।

এই শ্লোক শুনি' প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া ॥১৪১॥

যথা রাগঃ—

অহো ব্রজেন্দ্রনন্দন,   ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিব পরিণয়।
সে-সম্বন্ধে গোপীগণ,   যারে জানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয় ॥১৪২॥
গোপীগণ, কহ সব করিয়া বিচারে।
কোন্ তীর্থ, কোন্ তপ,   কোন্ সিদ্ধমন্ত্র-জপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে? ১৪৩॥ধ্রু॥
হেন কৃষ্ণাধর-সুধা,   যে কৈল অমৃত-মুদা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ।
এই বেণু অযোগ্য অতি,   স্থাবর 'পুরুষ জাতি',
সেই সুধা সদা করে পান ॥১৪৪॥
যার ধন, না কহে তারে,   পান করে বলাৎকারে,
পিতে তারে ডাকিয়া জানায়।
তার তপস্যার ফল,   দেখ ইহার ভাগ্য-বল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥১৪৫॥
মানসগঙ্গা, কালিন্দী,   ভুবন-পাবনী নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান।
বেণু-ঝুটাধর রস,   হঞা লোভে পরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান ॥১৪৬॥
এত নদী রহু দূরে,   বৃক্ষ সব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী।
নদীর শেষ-রস পাঞা,   মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেনে পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥১৪৭॥
নিজাঙ্কুরে পুলকিত,   পুষ্পে হাস্য বিকসিত,
মধু-মিষে বহে অশ্রুধার।
বেণুরে মানি' নিজ-জাতি, আর্য্যের যেন পুত্র-নাতি,
'বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥১৪৮॥
বেণুর তপ জানি যবে,   সেই তপ করি তবে,
এ—অযোগ্য, আমরা—যোগ্যা নারী।
যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,
তাহা লাগি' তপস্যা বিচারি ॥১৪৯॥
এতেক বিলাপ করি',   প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায়।

কভু নাচে, কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রি-দিন যায় ॥১৫০॥
স্বরূপ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি' করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥১৫১॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাস-প্রসাদ-বিরহোন্মাদ-প্রলাপো নাম ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

লিখ্যতে শ্রীল-গৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকম্।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম্ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত অলৌকিক দিব্যোন্মাদচেষ্টা যাঁহার (স্বচক্ষে) দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াই লিখিতেছি।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
উন্মাদের চেষ্টা, প্রলাপ করে প্রেমাবেশে ॥৩॥
এক দিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে।
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥৪॥
যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়।
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ-মহাশয় ॥৫॥
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়েন রায়-রামানন্দ ॥৬॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করেন প্রভু বিলাপ করিয়া ॥৭॥
এইমতে নানাভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈল।
গোসাঞিরে শয়ন করাই' দুঁহে ঘরে গেল ॥৮॥
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন।
অর্দ্ধরাত্রিতে প্রভু করেন উচ্চসঙ্কীর্ত্তন ॥৯॥
আচম্বিতে শুনেন প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান।
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা প্রয়াণ ॥১০॥
তিনদ্বারে কপাট ঐছে আছে ত' লাগিয়া।
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হঞা ॥১১॥
সিংহদ্বার-দক্ষিণে আছে তৈলঙ্গী-গাভীগণ।
তাঁহা যাই' পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন ॥১২॥
এথা গোবিন্দ মহাপ্রভুর শব্দ না পাঞা।
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া ॥১৩॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি সঙ্গে লঞা ভক্তগণ।
দেউটি জ্বালিয়া করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥১৪॥
ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।
গাভীগণ-মধ্যে যাই' প্রভুরে পাইলা ॥১৫॥
পেটের ভিতর হস্ত-পাদ—কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার ॥১৬॥
অচেতন পড়িয়াছেন,—যেন কুষ্মাণ্ড-ফল।
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥১৭॥
গাভী সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সঙ্গ ॥১৮॥
অনেক করিলা যত্ন, না হয় চেতন।
প্রভুরে উঠাঞা ঘরে আনিলা ভক্তগণ ॥১৯॥
উচ্চ করি' শ্রবণে করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইলা চেতন ॥২০॥
চেতন হইলে হস্ত-পাদ বাহিরে আইল।
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥২১॥
উঠিয়া বসিলেন প্রভু, চাহেন ইতি-উতি।
স্বরূপে কহেন,—তুমি আমা আনিলা কতি?
বেণু-শব্দ শুনি' আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥২৩॥
সঙ্কেত-বেণু-নাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেরে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥২৪॥
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন।
তাঁর ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥২৫॥
গোপীগণ-সহ বিহার, হাস, পরিহাস।
কণ্ঠধ্বনি-উক্তি শুনি' মোর কর্ণোল্লাস ॥২৬॥

হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি'।
আমা ইহাঁ লঞা আইলা বলাৎকার করি' ॥২৭॥
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি ॥২৮॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহেন গদ্গদ-বাণী।
কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি, পড় 'রসামৃত' শুনি ॥২৯॥
স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া।
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া ॥৩০॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/২৯/৪০)—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥৩১॥*

শুনি' প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা।
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা ॥৩২॥

যথা রাগঃ—

হৈল গোপী-ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
কৃষ্ণের শুনি' উপেক্ষা-বচন।
কৃষ্ণের মুখ-হাস্য-বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি',
রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন ॥৩৩॥
নাগর, কহ, তুমি করিয়া নিশ্চয়।
এই ত্রিজগৎ ভরি', আছে যত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাহাঁ না আকর্ষয়? ৩৪॥ধ্রু॥
কৈলা জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রা যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারী-মন।
মহোৎকণ্ঠা বাড়াঞা, আর্য্যপথ ছাড়াঞা,
আনি' তোমায় করে সমর্পণ ॥৩৫॥
ধর্ম্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ-কামশরে,
লজ্জা, ভয়, সকল ছাড়ায়।
এবে আমায় করি' রোষ, কহি' পতিত্যাগে 'দোষ',
ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও! ৩৬॥
অন্যকথা, অন্যমন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটী।

* মধ্য ২৪ পঃ ৫২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
ছাড় এই সব কুটীনাটী ॥৩৭॥
বেণুনাদ অমৃত-ঘোলে, অমৃত-সমান মিঠা বোলে,
অমৃত-সমান ভূষণ-শিঞ্জিত।
তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত? ৩৮॥
এত কহি' ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন।
রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী, পড়ি' আপনে বাখানি,
কৃষ্ণমাধুর্য্য করে আস্বাদন ॥৩৯॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৮/৫)—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণকর্ষিসচ্ছিঞ্জিতঃ
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রমাদিক-বরাঙ্গনা-হৃদয়হারি-বংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাম্ ॥

হে সখি, যাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের ন্যায় গম্ভীর, যাঁহার ভূষণের শব্দ কর্ণকে আকর্ষণ করে, যাঁহার নর্ম্মবাক্যে অনেক ভঙ্গী আছে, যাঁহার মুরলীধ্বনি লক্ষ্মীপ্রভৃতি স্ত্রীগণের হৃদয় আকর্ষণ করে, সেই মদনমোহন আমার কর্ণের স্পৃহা বৃদ্ধি করিতেছেন।

পুনর্যথা রাগঃ—

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি জিনি',
যার গানে কোকিল লাজ পায়।
তার এক শ্রুতি-কণে, ডুবায় জগতের কাণে,
পুনঃ কাণ বাহুড়ি' না আয় ॥৪১॥
কহ, সখি, কি করি উপায়?
কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিলে আমার কাণে,
এবে না পায়, তৃষ্ণায় মরি' যায় ॥৪২॥ধ্রু॥
নূপুর-কিঙ্কিণী-ধ্বনি, হংস-সারস জিনি',
কঙ্কণ-ধ্বনি চটকে লাজায়।
একবার যেই শুনে, ব্যাপি' রহে তার কাণে,
অন্যশব্দ সে কাণে না যায় ॥৪৩॥
সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত।

শব্দ, অর্থ,—দুই শক্তি, নানা-রস করে ব্যক্তি,
প্রত্যক্ষর—নর্ম্ম-বিভূষিত ॥৪৪॥
সে অমৃতের এক কণ, কর্ণ-চকোর-জীবন,
কর্ণ-চকোর জীয়ে সেই আশে।
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু না পায়,
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে ॥৪৫॥
যেবা বেণু-কলধ্বনি, একবার তাহা শুনি',
জগন্নারী-চিত্ত আউলায়।
নীবি-বন্ধ পড়ে খসি', বিনা-মূলে হয় দাসী,
বাউলী হঞা কৃষ্ণ-পাশে ধায় ॥৪৬॥
যেবা লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি',
কৃষ্ণ-পাশ আইসে প্রত্যাশায়।
না পায় কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণা-তরঙ্গ,
তপ করে, তবু নাহি পায় ॥৪৭॥
এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণে ইহা করে পান।
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কাণ জন্মিল কেনে,
কাণাকড়ি-সম সেই কাণ ॥৪৮॥
করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ, ভাব,
মনে কাহো নাহি আলম্বন।
উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, ঔৎসুক্য, ত্রাস, ধৃতি, স্মৃতি,
নানা-ভাবের হইল মিলন ॥৪৯॥
ভাবশাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি,
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক।
উন্মাদের সামর্থ্যে, সেই শ্লোকের করে অর্থে,
যেই অর্থ নাহি জানে লোক ॥৫০॥

কৃষ্ণকর্ণামৃতে (৪২) বিল্বমঙ্গল-কৃত শ্লোক—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥৫১॥

হায়, আমি কি করিব! কাহাকেই বা বলিব! তাঁহার আশায় যাহা করিয়ছি, সেইপর্য্যন্ত থাকুক, এখন অন্য ধন্য (ভাল) কথা বল। (কামরূপে) তিনিই আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কথা কিরূপেই বা ছাড়িব? সেই মধুর-মধুর-হাস্য-মূর্ত্তি মনোনয়নোৎসব-স্বরূপ কৃষ্ণে আমার দৈন্য-ভাবময়ী (দীনা) তৃষ্ণা সর্ব্বদা বৃদ্ধি অবলম্বন করিতেছে (বাড়িতেছে)।

যথা রাগঃ—

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগে মন স্থির নহে,
প্রাপ্ত্যুপায়-চিন্তন না যায়।
যেবা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ, কে কহে উপায়? ৫২॥
হা হা সখি, কি করি উপায়!
ক্যা করোঁ কাহাঁ যাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥৫৩॥
ক্ষণে মম স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
বলিতে হইল ভাবোদগম।
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব-মতি,
তাতে করে অর্থ-নির্দ্ধারণ ॥৫৪॥
দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ-আশা ছাড়ি' দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড়ি' কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্যকথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণ-বিস্মরণ ॥৫৫॥
কহিতেই হৈল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি,
সখীরে কহে হঞা বিস্মিতে।
যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুঞা আছে চিত্তে,
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে ॥৫৬॥
রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় 'কাম' জ্ঞান,
কাম-জ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে।
কহে—যে জগৎ মোরে, সে পশিল অন্তরে,
এই বৈরী না দেয় পাসরিতে ॥৫৭॥
ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি' অন্য ভাব-সৈন্য,
উদয় হৈল নিজ-রাজ্য-মনে।
মনে হৈল লালস, না হয় আপন-বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে ॥৫৮॥

মন মোর বাম-দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি' যায়।
মধুর-হাস্য-বদনে, মন-নেত্র-রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায় ॥৫৯॥
হা হা কৃষ্ণ প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর!
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বরধর,
হা হা রাসবিলাস নাগর! ৬০॥
কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ,—তাহাঁ যাই,
এত কহি' চলিলা ধাঞা।
স্বরূপ উঠি' কোলে করি', প্রভুরে আনিল ধরি',
নিজ-স্থানে বসাইলা নিয়া ॥৬১॥
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য হৈলা, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিলা,
স্বরূপ, কিছু কর মধুর গান।
স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি' প্রভুর জুড়াইল কাণ ॥৬২॥
এইমত মহাপ্রভু প্রতিরাত্রি-দিনে।
উন্মাদ-চেষ্টিত হয় প্রলাপ-বচনে ॥৬৩॥
একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র-মুখে বর্ণে যদি, নাহি পায় পার ॥৬৪॥
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন?
শাখা-চন্দ্র-ন্যায় করি' দিগ্‌দরশন ॥৬৫॥
ইহা যেই শুনে, তার জুড়ায় মন-কাণ।
অলৌকিক গূঢ়প্রেম-চেষ্টা হয় জ্ঞান ॥৬৬॥
অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য-মহিমা।
আপনি আস্বাদি' প্রভু দেখাইলা সীমা ॥৬৭॥
অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য—অদ্ভুত-বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥৬৮॥
সর্ব্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥৬৯॥
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর 'কূর্ম্মাকৃতি' ভাব।
উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ-প্রলাপ ॥৭০॥
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৭১॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৫)—
অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাদ্-
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭২॥

বদ্ধ দ্বারত্রয় খোলা হয় নাই, অথচ সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তিনটী প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক তৈলঙ্গী গাভীদিগের মধ্যে নিপতিত, সমস্ত শরীর সঙ্কোচপূর্ব্বক কৃষ্ণবিরহে কমঠাকৃতি হইয়া যে শ্রীগৌরাঙ্গদেব বিরাজ করিয়াছিলেন, তিনি আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥৭৩॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে
কূর্ম্মাকারানু-ভাবোন্মাদপ্রলাপো নাম
সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

শরজ্জ্যোৎস্না-সিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাং
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥১॥

যিনি শরজ্জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সমুদ্রকে দেখিয়া যমুনা-ভ্রমে হরিবিরহ-তাপার্ণবে নিমগ্ন হইয়া জলমধ্যে পড়িয়া সমস্তরাত্রি মূর্চ্ছিত ছিলেন এবং প্রভাতে (স্বরূপাদি নিজ-অন্তরঙ্গগণ-কর্ত্তৃক) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন নিজ-লীলাদ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে ॥৩॥

শরৎকালের রাত্রি, সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল।
প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥৪॥
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমেন কৌতুক দেখিতে।
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥৫॥
প্রভু প্রেমাবেশে করেন গান, নর্ত্তন।
কভু প্রেমাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥৬॥
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায়।
ভূমে পড়ি' কভু মূর্চ্ছা, কভু গড়ি' যায় ॥৭॥
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে, শুনে।
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে ॥৮॥
এইমত রাসলীলায় হয় যত শ্লোক।
সবার অর্থ করে, পায় কভু হর্ষ-শোক ॥৯॥
সে সব শ্লোকের অর্থ, সে সব 'বিকার'।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি-বিস্তার ॥১০॥
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে-ক্ষণে।
অতিবাহুল্য-ভয়ে গ্রন্থ না কৈলুঁ লিখনে ॥১১॥
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্দরশন।
তৈছে জানিহ 'বিকার' 'প্রলাপ' বর্ণন ॥১২॥
সহস্র-বদনে যবে কহয়ে 'অনন্ত'।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত ॥১৩॥
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখয়ে গণেশ।
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ ॥১৪॥
ভক্তের প্রেম-বিকার দেখি' কৃষ্ণের চমৎকার!
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর? ১৫॥
ভক্ত-প্রেমার যে দশা, যে গতি প্রকার।
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার ॥১৬॥
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারি জানিতে।
ভক্তভাব অঙ্গীকরে তাহা আস্বাদিতে ॥১৭॥
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা, ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচয়ে,—তিনে নাচে একঠাঞি ॥১৮॥
প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন।
চান্দ ধরিতে চাহে, যেন হঞা 'বামন' ॥১৯॥
বায়ু যৈছে সিন্ধু-জলের হরে এক 'কণ'।
কৃষ্ণপ্রেম-কণ তৈছে জীবের স্পর্শন ॥২০॥
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত।
জীব ছার কাহাঁ তার পাইবেক অন্ত? ২১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি 'গণ' ॥২২॥
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয়ে এক 'কণ' ॥২৩॥
এইমত রাসের শ্লোকসকল পড়িলা।
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/২২)—

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২৫॥

গজীগণসহ গজরাজ যেরূপ জলক্রীড়া করে, তদ্রূপ লোক-ধর্ম্মাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলায় শ্রান্ত হইয়া গন্ধর্ব্বপতিগণের ন্যায় অলিগণের দ্বারা অনুগত (পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসৃত) হইয়া শ্রম অপনোদন করিবার আশায় জলে প্রবেশ করিলেন। সে সময়ে গোপীর কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিত মালা তাহাদের অঙ্গ-সঙ্গদ্বারা ঘৃষ্ট (মর্দ্দিত) হইয়াছিল।

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখেন আচম্বিতে ॥২৬॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে,—যেন 'যমুনার জল' ॥২৭॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাঞা চলিলা।
অলক্ষিতে যাই' সিন্ধু-জলে ঝাঁপ দিলা ॥২৮॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা, কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে ॥২৯॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে,—যেন শুষ্ক কাষ্ঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট? ৩০॥
কোণার্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভাসাঞা লঞা যায় ॥

যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ-সঙ্গে।
কৃষ্ণ করেন—মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥৩২॥
ইহাঁ স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাহাঁ গেলা প্রভু? কহে চমকিত হঞা ॥৩৩॥
মনোবেগে গেলা প্রভু, দেখিতে নারিলা।
প্রভুরে না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা ॥৩৪॥
জগন্নাথ দেখিতে, কিবা দেবালয়ে গেলা?
অন্য উদ্যানে, কিবা উন্মাদে পড়িলা? ৩৫॥
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা, কিবা নরেন্দ্রেরে?
চটক-পর্ব্বতে গেলা, কিবা কোণার্কেরে? ৩৬॥
এত বলি' সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কতজন লঞা ॥৩৭॥
চাহিয়ে বেড়াইতে ঐছে রাত্রি-শেষ হৈল।
অন্তর্দ্ধান হইলা প্রভু,—নিশ্চয় করিল ॥৩৮॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কার দেহে নাহি প্রাণ।
অনিষ্টাশঙ্কা বিনা কার মনে নাহি আন ॥৩৯॥

তথাহি অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকে—
অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥৪০॥

বন্ধু-হৃদয় সর্ব্বদা বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কা করে।

সমুদ্রের তীরে আসি' যুকতি করিলা।
চিরায়ু-পর্ব্বত-দিকে কতজন গেলা ॥৪১॥
পূর্ব্ব-দিশায় চলে স্বরূপ লঞা কতজন।
সিন্ধু-তীরে-নীরে করেন প্রভুর অন্বেষণ ॥৪২॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক 'চেতন'।
তবু প্রেমে বুলে করি' প্রভুর অন্বেষণ ॥৪৩॥
দেখেন, এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি'।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়, বলে 'হরি' 'হরি' ॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি' সবার চমৎকার।
স্বরূপ-গোসাঞি তারে পুছেন সমাচার ॥৪৫॥
কহ, জালিয়া, এইদিকে দেখিলা একজন?
তোমার এই দশা কেনে,—কহ ত' কারণ? ৪৬॥
জালিয়া কহে,—ইহাঁ এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল ॥
বড় মৎস্য বলি' আমি উঠাইলুঁ যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে ॥৪৮॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হইল।
স্পর্শমাত্রে সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥৪৯॥
ভয়ে কম্প হৈল, মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্গদ বাণী, রোম উঠিল সকল ॥৫০॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত, কহনে না যায়।
দর্শনমাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায় ॥৫১॥
শরীর দীঘল তার—হাত পাঁচ-সাত।
একেক-হস্ত-পদ তার, তিন তিন হাত ॥৫২॥
অস্থি-সন্ধি ছুটি' চর্ম্ম করে নড়-বড়ে।
তাহা দেখি' প্রাণ কার নাহি রহে ধড়ে ॥৫৩॥
মড়া-রূপ ধরি' রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু দেখি অচেতন ॥৫৪॥
সাক্ষাৎ দেখেছোঁ,—মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী-পুত্ ॥৫৫॥
সেই ত' ভূতের কথা কহন না যায়।
ওঝা-ঠাঞি যাইছোঁ,—যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥
একা রাত্র্যে বুলি' মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে।
ভূত-প্রেত আমার না লাগে 'নৃসিংহ' স্মরণে ॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে ॥৫৮॥
ওথা না যাইহ, আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥৫৯॥
এত শুনি' স্বরূপ-গোসাঞি সব তত্ত্ব জানি'।
জালিয়ারে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥৬০॥
আমি—বড় ওঝা, জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি' শ্রীহস্ত দিলা তাহার মাথাতে ॥৬১॥
তিন চাপড় মারি' কহে,—ভূত পলাইল।
ভয় না পাইহ—বলি' সুস্থির করিল ॥৬২॥
একে প্রেম আরে ভয়,—দ্বিগুণ অস্থির।
ভয়-অংশ গেল,—সে হৈল কিছু ধীর ॥৬৩॥
স্বরূপ কহে,—যাঁরে তুমি কর 'ভূত' জ্ঞান।
ভূত নহে,—তেঁহো কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥৬৪॥

প্রেমাবেশে পড়িলা তেঁহো সমুদ্রের জলে।
তাঁরে তুমি উঠাইলা আপনার জালে ॥৬৫॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয় ॥৬৬॥
এবে ভয় গেল, তোমার মন হৈল স্থিরে।
কাহাঁ তাঁরে উঠাঞাছ, দেখাহ আমারে ॥৬৭॥
জালিয়া কহে,—প্রভুরে দেখিয়াছোঁ বার বার।
তেঁহো নহেন, এই অতিবিকৃত আকার ॥৬৮॥
স্বরূপ কহে,—তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি-সন্ধি ছাড়ে, হয় অতি দীর্ঘাকার ॥৬৯॥
শুনি' সেই জালিয়া আনন্দিত হইল।
সবা লঞা গেল, মহাপ্রভুরে দেখাইল ॥৭০॥
ভূমিতে পড়ি' আছেন দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত-তনু, বালু লাগিয়াছে গায় ॥৭১॥
অতিদীর্ঘ শিথিল তনু-চর্ম্ম নট্‌কায়।
দূর পথ উঠাঞা আনান না যায় ॥৭২॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি' শুষ্ক পরাঞা।
বহির্ব্বাসে শোয়াইলা বালুকা ছাড়াঞা ॥৭৩॥
সবে মেলি' উচ্চ করি' করেন সঙ্কীর্ত্তনে।
উচ্চ করি' কৃষ্ণনাম কহেন প্রভুর কাণে ॥৭৪॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ পরশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল ॥৭৫॥
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ-স্থানে।
'অর্দ্ধবাহ্যে' ইতি-উতি করেন দরশনে ॥৭৬॥
তিন-দশায় মহাপ্রভু রহেন সর্ব্বকাল।
'অন্তর্দ্দশা', 'বাহ্যদশা', 'অর্দ্ধবাহ্য' আর ॥৭৭॥
অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহ্য-জ্ঞান।
সেই দশা কহেন ভক্ত 'অর্দ্ধবাহ্য' নাম ॥৭৮॥
'অর্দ্ধবাহ্যে' কহেন প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আভাসে কহেন প্রভু, শুনেন ভক্তগণে ॥৭৯॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি,—জলক্রীড়া করেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥৮০॥
রাধিকাদি গোপীগণ-সঙ্গে একত্র মেলি'।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করেন কেলি ॥৮১॥
তীরে রহি' দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে ॥৮২॥

যথা রাগঃ—

পট্টবস্ত্র, অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী-করে,
সূক্ষ্ম-শুক্লবস্ত্র-পরিধান।
কৃষ্ণ লঞা কান্তা-গণ, কৈলা জলাবগাহন,
জলকেলি রচিলা সুঠাম ॥৮৩॥
সখি হে, দেখ কৃষ্ণের জলকেলি-রঙ্গে।
কৃষ্ণ মত্ত করিবর, চঞ্চল কর-পুষ্কর,
গোপীগণ করি' নিজ সঙ্গে ॥৮৪॥ধ্রু॥
আরম্ভিলা জলকেলি, অন্যোহন্যে জল ফেলাফেলি,
হুড়াহুড়ি, বর্ষে জলধার।
সবে জয়-পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥৮৫॥
বর্ষে স্থির তড়িদ্‌গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
ঘন বর্ষে তড়িৎ-উপরে।
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
সেই অমৃত সুখে পান করে ॥৮৬॥
প্রথমে যুদ্ধ 'জলাজলি', তবে যুদ্ধ 'করাকরি',
তার পাছে যুদ্ধ 'মুখামুখি'।
তবে যুদ্ধ 'হৃদাহৃদি', তবে হৈল 'বাদাবাদি',
তবে হৈল যুদ্ধ 'নখানখি' ॥৮৭॥
সহস্র-করে জল সেকে, সহস্র নেত্রে গোপী দেখে,
সহস্র-পদে নিকট গমনে।
সহস্রমুখ-চুম্বনে, সহস্রবপু-সঙ্গমে,
গোপীনর্ম্ম শুনে সহস্র-কাণে ॥৮৮॥
কৃষ্ণ রাধা লঞা বলে, গেলা কণ্ঠলগ্ন-জলে,
ছাড়িলা তাঁহা, যাঁহা অগাধ পানী।
তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি', ভাসে জলের উপরে,
গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী ॥৮৯॥
যত গোপ-সুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি',
সবার বস্ত্র করিলা হরণে।
যমুনা-জল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
সুখে কৃষ্ণ করে দরশনে ॥৯০॥

পদ্মিনীলতা—সখীচয়, কৈল কারো সহায়,
তার হস্তে পত্র সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলি ধরিল ॥৯১॥
কৃষ্ণের কলহ রাধা-সনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ-বনে গেলা লুকাইতে।
আকণ্ঠ-বপু জলে পৈশে, মুখমাত্র জলে ভাসে,
পদ্মে-মুখে না পারি চিনিতে ॥৯২॥
এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈলা যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখী-মধ্যে আসিয়া মিলিলা ॥৯৩॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে, তত নীলাব্জ তার পাশে,
আসি' আসি' করয়ে মিলন।
নীলাব্জে হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
কৌতুকে দেখে তীরে সখীগণ ॥৯৪॥
চক্রবাক-মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদগম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন ॥৯৫॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
পদ্মগণের কৈল নিবারণ।
'পদ্ম' চাহে লুটি' নিতে, 'উৎপল' চাহে রাখিতে,
'চক্রবাক' লাগি' দুঁহার রণ ॥৯৬॥
পদ্মোৎপল—অচেতন, চক্রবাক—সচেতন,
চক্রবাক পদ্ম আস্বাদয়।
ইঁহা দুঁহার উল্টা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈল বিপরীতি,
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥৯৭॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী, চক্রবাকে লুটে আসি',
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল,—এ বড় চিত্র,
এই বড় 'বিরোধ-অলঙ্কার' ॥৯৮॥
অতিশয়োক্তি, বিরোধাভাস, দুই অলঙ্কার প্রকাশ,
করি' কৃষ্ণ প্রকট দেখাইল।
যাহা করি' আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র-কর্ণ-যুগ্ম জুড়াইল ॥৯৯॥
ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি', তীরে আইলা শ্রীহরি,
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ।
গন্ধ-তৈল-মর্দ্দন, আমলকী-উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ ॥১০০॥
পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্ন-মন্দিরে কৈলা আগমন।
বৃন্দা-কৃত সম্ভার, গন্ধপুষ্প-অলঙ্কার,
বন্যবেশ করিল রচন ॥১০১॥
বৃন্দাবনে তরুলতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বারমাস ধরে ফুল-ফল।
বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি' আনিয়া সকল ॥১০২॥
উত্তম সংস্কার করি', বড় বড় থালী ভরি',
রত্ন-মন্দিরে পিণ্ডার উপরে।
ভক্ষণের ক্রম করি', ধরিয়াছে সারি সারি,
আগে আসন বসিবার তরে ॥১০৩॥
এক নারিকেল নানা-জাতি, এক আম্র নানা ভাতি,
কলা, কোলি—বিবিধপ্রকার।
পনস, খর্জ্জুর, কমলা, নারঙ্গ, জাম, সান্তারা,
দ্রাক্ষা, বাদাম, মেওয়া যত আর ॥১০৪॥
খরমুজা, খীরিকা, তাল, কেশুর, পানীফল, মৃণাল,
বিল্ব, পীলু, দাড়িম্বাদি যত।
কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সব-প্রাপ্তি,
সহস্রজাতি, লেখা যায় কত? ১০৫॥
গঙ্গাজল, অমৃতকেলি, পীযূষগ্রন্থি, কর্পূরকেলি,
সরপূরী, অমৃতি, পদ্মচিনি।
খণ্ডক্ষীরিসার-বৃক্ষ, ঘরে করি' নানা ভক্ষ্য,
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি' আনি ॥১০৬॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি', কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী,
বসি' কৈল বন্য ভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ, রাধা কৈলা ভোজন,
দুঁহে কৈলা মন্দিরে শয়ন ॥১০৭॥

কেহ করে বীজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি' আমার সুখী হৈল মন ॥১০৮॥
হেনকালে মোরে ধরি', মহা কোলাহল করি',
তুমি-সব ইহাঁ লঞা আইলা।
কাহাঁ যমুনা, বৃন্দাবন, কাহাঁ কৃষ্ণ, গোপীগণ,
সেই সুখ ভঙ্গ করাইলা! ১০৯॥
এতেক কহিতে প্রভুর কেবল 'বাহ্য' হৈল।
স্বরূপ-গোসাঞিরে দেখি' তাঁহারে পুছিল ॥
ইহাঁ কেনে তোমরা আমারে লঞা আইলা?
স্বরূপ-গোসাঞি তবে কহিতে লাগিলা ॥১১১॥
যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা।
সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসি' এত দূর আইলা! ১১২॥
এই জালিয়া জালে করি' তোমা উঠাইল।
তোমার পরশে এই প্রেমে মত্ত হইল ॥১১৩॥
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমারে অন্বেষিয়া।
জালিয়ার মুখে শুনি' পাইনু আসিয়া ॥১১৪॥
তুমি মূর্চ্ছা-ছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া।
তোমার মূর্চ্ছা দেখি' সবে মনে পায় পীড়া ॥১১৫॥
কৃষ্ণনাম লইতে তোমার 'অর্দ্ধবাহ্য' হইল।
তাতে যে প্রলাপ কৈলা, তাহা যে শুনিল ॥১১৬॥
প্রভু কহে,—স্বপ্নে দেখি' গেলাঙ বৃন্দাবনে।
দেখি,—কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ-সনে ॥১১৭॥
জলক্রীড়া করি' কৈলা বন্য-ভোজনে।
দেখি' আমি প্রলাপ কৈলুঁ, হেন লয় মনে ॥১১৮॥
তবে স্বরূপ-গোসাঞি, তাঁরে স্নান করাঞা।
প্রভুরে লঞা ঘর আইলা আনন্দিত হঞা ॥
এই ত' কহিলুঁ প্রভুর সমুদ্র-পতন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥১২০॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১২১॥
ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্র-পতনং নাম অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিম্।
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥১॥
যিনি মাতৃভক্ত-শিরোমণি এবং প্রলাপ করিতে করিতে গৃহ-ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিয়াছিলেন এবং যিনি কৃষ্ণপ্রেমলালসা-প্রদর্শনার্থ জগন্নাথ-বল্লভরূপ মধূদ্যানে লীলা করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে আমি বন্দনা করি।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে ॥৩॥
প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ ॥৪॥
প্রতিবৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ-দুঃখিতা জানি' জননী আশ্বাসিতে ॥
নদীয়া চলহ, মাতারে কহিহ নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥৬॥
কহিহ তাঁহারে,—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি' তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥৭॥
যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সে-দিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ ॥৮॥
তোমার সেবা ছাড়ি' আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
'বাউল' হঞা আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ ॥৯॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র সে তোমার ॥১০॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব' তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥১১॥
গোপ-লীলায় পাইলা যেই প্রসাদ-বসনে।
মাতারে পাঠান তাহা পুরীর বচনে ॥১২॥
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে।
মাতারে পৃথক্ পাঠান, আর ভক্তগণে ॥১৩॥

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী ॥১৪॥
জগদানন্দ নদীয়া গিয়া মাতারে মিলিলা।
প্রভুর যত নিবেদন, সকল কহিলা ॥১৫॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিলা প্রসাদ দিয়া।
মাতা-ঠাঞি আজ্ঞা লইলা মাসেক রহিয়া ॥১৬॥
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিলা।
আচার্য্য-গোসাঞি প্রভুরে সন্দেশ কহিলা ॥১৭॥
তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহেন ঠারে ঠোরে।
প্রভু-মাত্র বুঝেন, কেহ বুঝিতে না পারে ॥১৮॥
প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥১৯॥
বাউলকে কহিহ,—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ,—হাটে না বিকায় চাউল ॥২০॥
বাউলকে কহিহ,—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥২১॥

২০-২১। (শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পণ্ডিত-জগদানন্দকে দিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন,—) "মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল-বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সংসারিক-কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।

এত শুনি' জগদানন্দ হাসিতে লাগিলা।
নীলাচলে আসি' তবে প্রভুরে কহিলা ॥২২॥
তরজা শুনি' মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।
তাঁর যেই আজ্ঞা—বলি' মৌন ধরিলা ॥২৩॥
জানিয়া স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে পুছিল।
এই তরজার অর্থ বুঝিতে নারিল ॥২৪॥
প্রভু কহেন,—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥২৫॥
উপাসনা লাগি' দেবের করেন আবাহন।
পূজা লাগি' কত কাল করেন নিরোধন ॥২৬॥
পূজা-নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসর্জ্জন।
তরজার না জানি অর্থ, কিবা তাঁর মন ॥২৭॥
মহাযোগেশ্বর আচার্য্য—তরজাতে সমর্থ।
আমিহ বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥২৮॥
শুনিয়া বিস্মিত হইলা সব ভক্তগণ।
স্বরূপ-গোসাঞি কিছু হইলা বিমন ॥২৯॥
সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হইল।
কৃষ্ণের বিরহ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥৩০॥
উন্মাদ-প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে ॥৩১॥
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্ঘূর্ণা-দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ ॥৩২॥
রামানন্দের গলা ধরি' করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি' নিজ-সখীগণ ॥৩৩॥
পূর্ব্বে যেন বিশাখারে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥৩৪॥

ললিতমাধবে (৬/২৫)—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্বিধিম্ ॥৩৫॥

হে সখি, সেই নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়? সেই শিখি-চন্দ্রকের (ময়ূরপুচ্ছের) দ্বারা অলঙ্কৃত কৃষ্ণই বা কোথায়? ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতিমান্ কৃষ্ণ কোথায়? রাসরসে সেই নর্ত্তনকারীই বা কোথায়? জীবনরক্ষার ঔষধিস্বরূপ শ্যামই বা কোথায়? আমার সেই সুহৃত্তম নিধিই বা কোথায়? হায়! হায়! বিধাতাকে ধিক্।

যথা রাগঃ—

ব্রজেন্দ্রকুল—দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ—তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি' কৈলা জগৎ উজোর।
কান্ত্যমৃত যেবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,
ব্রজ-জনের নয়ন-চকোর ॥৩৬॥

সখি হে, কোথা কৃষ্ণ, করাহ দরশন।
ক্ষণেকে যাহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাহ, না রহে জীবন ॥৩৭॥ধ্রু॥
এই ব্রজের রমণী, কামার্কতপ্ত-কুমুদিনী,
নিজ-করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,
দেখাহ, সখি, রাখ মোর প্রাণ ॥৩৮॥
কাহাঁ সে চূড়ায় ঠাম, শিখিপিঞ্ছের উড়ান,
নব-মেঘে যেন ইন্দ্রধনু।
পীতাম্বর—তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা—বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি' শ্যামতনু ॥৩৯॥
একবার যার নয়নে লাগে, সদা তার হৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু—যেন আম্র-আঠা।
নারী-মনে পশি' যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা ॥৪০॥
জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীল-সম কান্তি,
সে কান্তিতে জগৎ মাতায়।
শৃঙ্গার-রস-সার-ছানি', তাতে চন্দ্র-জ্যোৎস্না সানি',
জানি' বিধি নিরমিলা তায় ॥৪১॥
কাহাঁ সে মুরলীধ্বনি, নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি',
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি' ধায় ব্রজ-জন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি' পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার ॥৪২॥
মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
সখি, মোর তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন! ৪৩॥
যে-জন জীতে নাহি চায়, তারে কেনে জীয়ায়,
বিধিপ্রতি উঠে ক্রোধ-শোক।
বিধিরে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি' ভাগবতের এক শ্লোক ॥৪৪॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৯/১৯)—

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥৪৫॥

হে বিধাতঃ, তোমার দয়া নাই! মৈত্রী ও প্রণয়-দ্বারা দেহীদিগকে সংযোগ করতঃ অকৃতার্থ অবস্থাতেই তাহাদিগকে পুনরায় পৃথক্ করিয়া দেও। তোমার এইরূপ চেষ্টাগুলিকে শিশুচেষ্টার ন্যায় বলিতে হইবে।

যথা রাগঃ—

না জানিস্ প্রেম-মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা—বালক-সমান।
তোর যদি লাগ্ পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥৪৬॥
অরে বিধি, তুই বড়ই নিষ্ঠুর।
অন্যোঽন্য দুর্ল্লভ জন, প্রেমে করাঞা সম্মিলন,
'অকৃতার্থ' কেনে করিস্ দূর? ৪৭॥ধ্রু॥
অরে বিধি অকরুণ, দেখাঞা কৃষ্ণানন,
নেত্র-মন লোভাইলা মোর।
ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি' নিলা অন্যস্থান,
পাপ কৈলি 'দত্ত-অপহার' ॥৪৮॥
অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেনে কর রোষ,
ইহা যদি কহ 'দুরাচার'।
তুই 'অক্রূর-মূর্ত্তি' ধরি', কৃষ্ণ নিলি চুরি করি',
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥৪৯॥
আপনার কর্ম্ম-দোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
তোর আমার সম্বন্ধ বিদূর।
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিষ্ঠুর! ৫০॥
সব ত্যজি' ভজি যাঁরে, সেই আপন-হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয়।
তাঁর লাগি' আমি মরি, উলটি' না চাহে হরি,
ক্ষণমাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয় ॥৫১॥
কৃষ্ণে কেনে করি রোষ, আপন দুর্দ্দৈব দোষ,
পাকিল মোর এই পাপফল।

যে কৃষ্ণ—মোর প্রেমাধীন, তারে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল ॥৫২॥
এইমত গৌর রায়, বিষাদে করে হায় হায়,
হা হা কৃষ্ণ, তুমি গেলা কতি?
গোপীভাব হৃদয়ে, তার বাক্য বিলাপয়ে,
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৫৩॥
তবে স্বরূপ-রামরায়, করি' নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন।
গায়েন মঙ্গল-গীত, প্রভুর ফিরাইলা চিত,
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন ॥৫৪॥
এইমত প্রলাপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল।
গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল ॥
প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে।
স্বরূপ, গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরার দ্বারে ॥৫৬॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন।
নামসঙ্কীর্ত্তন করি' করেন জাগরণ ॥৫৭॥
বিরহে ব্যকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরার ভিত্ত্যে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥৫৮॥
মুখে, গণ্ডে, নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানেন প্রভু, পড়ে রক্তধার ॥৫৯॥
সর্ব্বরাত্রি করেন ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।
গোঁ-গোঁ-শব্দ করেন,—স্বরূপ শুনিলা তখন ॥
দীপ জ্বালি' ঘরে গেলা, দেখি' প্রভুর মুখ।
স্বরূপ, গোবিন্দ দুঁহার হৈল বড় দুঃখ ॥৬১॥
প্রভুরে শয্যাতে আনি' শয়ন করাইলা।
কাঁহে কৈলা এই তুমি?—স্বরূপ পুছিলা ॥৬২॥
প্রভু কহেন,—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে।
দ্বার চাহি' ফিরি' শীঘ্র বাহির হইতে ॥৬৩॥
দ্বার নাহি পাঞা মুখ লাগে চারিভিতে।
ক্ষত হয়, রক্ত পড়ে, না পাই যাইতে ॥৬৪॥
উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন।
যেই করে, যেই বোলে,—উন্মাদ-লক্ষণ ॥৬৫॥
স্বরূপ-গোসাঞি তবে চিন্তা পাইলা মনে।
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈলা আর দিনে ॥৬৬॥
সব ভক্ত মেলি' তবে প্রভুরে সাধিল।
শঙ্কর-পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল ॥৬৭॥
প্রভু-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন।
প্রভু তাঁর উপর করেন পাদ-প্রসারণ ॥৬৮॥
'প্রভু-পাদোপধান' বলি' তাঁর নাম হইল।
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল ॥৬৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/১৩/৫)—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধানম্।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥৭০॥

সহস্রশীর্ষপুরুষ কৃষ্ণের চরণোপধান-স্বরূপ বিনীত বিদুর যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন মৈত্রেয়মুনি ভগবৎ কথায় আনন্দবশতঃ হৃষ্টরোমা হইয়া বলিতে লাগিলেন।

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন।
ঘুমাঞা পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ॥৭১॥
উঘাড়-অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়।
প্রভু উঠি' আপন-কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥৭২॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র-চেতন।
বসি' পাদ চাপি' করে রাত্রি জাগরণ ॥৭৩॥
তাঁর ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে।
তাঁর ভয়ে নারেন ভিত্ত্যে মুখাব্জ ঘষিতে ॥৭৪॥
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস।
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছেন প্রকাশ ॥৭৫॥

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (৬)—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতি কুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৭৬॥

নিজের অসংখ্য প্রাণসদৃশ ব্রজবিরহক্রমে প্রলাপোন্মাদ জন্মিলে সর্ব্বদা সেই চেষ্টা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার বিকলবুদ্ধি গৌরচন্দ্র

অনুদিন স্বীয় চন্দ্রবদন ভিত্তিতে ঘর্ষণপূর্ব্বক ক্ষতোত্থ রুধির ধারণ করিতেন। এবম্বিধ গৌরাঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছেন।

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে।
প্রেমসিন্ধু-মগ্ন রহে, কভু ডুবে, ভাসে ॥৭৭॥
এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী-দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥৭৮॥
'জগন্নাথবল্লভ' নাম উদ্যান প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥৭৯॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষ-বল্লী,—যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥৮০॥
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন।
'গুরু' হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ॥৮১॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল ॥৮২॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি' আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্ ॥৮৩॥
'ললিত-লবঙ্গলতা' পদ গাওয়াঞা।
নৃত্য করি' বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা ॥৮৪॥
প্রতিবৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥৮৫॥
কৃষ্ণ দেখি' মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইলা ॥৮৬॥
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তাঁরে পুনঃ হারাঞা।
ভূমেতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হঞা ॥৮৭॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গগন্ধে ভরিছে উদ্যানে।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতনে ॥৮৮॥
নিরন্তর নাসায় পশে কৃষ্ণ-পরিমল।
গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল ॥৮৯॥
কৃষ্ণগন্ধ-লুব্ধা রাধা সখীরে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি' প্রভু অর্থ করিলা ॥৯০॥

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (৮/৬)
বিশাখার প্রতি শ্রীরাধিকা-বাক্য—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃপরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গ-নলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধিচর্চ্চার্চ্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাম্ ॥

যিনি মৃগমদজয়ী স্বীয় বপুগন্ধের ঊর্ম্মিদ্বারা স্ত্রীগণের চিত্ত আকৃষ্ট করেন, যিনি নিজের অষ্ট অঙ্গে অষ্টপদ্মযুক্ত এবং কর্পূরযুক্ত পদ্মগন্ধ প্রচার করেন, এবং যিনি—মৃগনাভি-কর্পূর-চন্দন-অগুরু-সুগন্ধদ্বারা চর্চ্চিত, হে সখি, সেই মদন-মোহন আমার নাসাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন।

যথা রাগঃ—

কস্তুরিকা-নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জিনি' কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ-ভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥৯২॥
সখি হে, কৃষ্ণগন্ধ জগৎ মাতায়।
নারীর নাসাতে পশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বসে,
কৃষ্ণপাশ ধরি' লঞা যায় ॥৯৩॥ধ্রু॥
নেত্র-নাভি, বদন, কর-যুগ-চরণ,
এই অষ্টপদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূর-লিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে ॥৯৪॥
হেম-কীলিত চন্দন, তাহা করি' ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু, কুঙ্কুম, কস্তুরী।
কর্পূর-সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
মিলি' তারে যেন কৈল চুরি ॥৯৫॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন,
খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ।
করিয়া আগে বাউরী, নাচায় জগৎ-নারী,
হেন ডাকাতিয়া কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ ॥৯৬॥
সেই গন্ধবশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা,
কভু পায়, কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, পিঙ পিঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায় ॥৯৭॥

মদনমোহন-নাট, পসারি চাঁদের হাট,
জগন্নারী-গ্রাহকে লোভায়।
বিনা-মূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘর যাইতে পথ নাহি পায় ॥৯৮॥
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায়।
যায় বৃক্ষলতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে—সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ॥৯৯॥
স্বরূপ-রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে, সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ-রামানন্দরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল ॥১০০॥
মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখ-ঘর্ষণ,
কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্ত্যে দিব্যনৃত্য।
এই চারিলীলা-ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি-ভৃত্য ॥১০১॥
এইমত মহাপ্রভু পাঞা চেতন।
স্নান করি' কৈল জগন্নাথ দরশন ॥১০২॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা, দিব্যশক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥১০৩॥
এই প্রেম সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেহ তার চেষ্টা বুঝিতে না পারে ॥১০৪॥

ভঃ রঃ সিঃ (১/৪/১৭)—

ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥১০৫॥*
অলৌকিক প্রভুর 'চেষ্টা', 'প্রলাপ' শুনিয়া।
তর্ক না করিহ, শুন বিশ্বাস করিয়া ॥১০৬॥
ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে।
শ্রীরাধার প্রলাপ 'ভ্রমর-গীতা'তে ॥১০৭॥
মহিষীর গীত যেন 'দশমে'র শেষে।
পণ্ডিতে না বুঝে তার অর্থবিশেষে ॥১০৮॥
মহাপ্রভু-নিত্যানন্দ, দোঁহার দাসের দাস।
যারে কৃপা করেন, তার হয় ইথে বিশ্বাস ॥১০৯॥

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি-দুঃখ ॥১১০॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-নিত্য নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ ॥১১১॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১১২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহ-প্রলাপ মুখসঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রেমোদ্ভাবিতহর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতম্।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥১॥

ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই গৌরচন্দ্রের প্রেমোদ্-ভাবিত হর্ষ, ঈর্ষ্যা, দৈন্য ও আর্ত্তিমিশ্রিত বিলাপ নিষেবণ করেন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥২॥
এইমত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী-দিবসে কৃষ্ণবিরহে বিহ্বলে ॥৩॥
স্বরূপ, রামানন্দ,—এই দুইজন-সনে।
রাত্রি-দিনে রস-গীত-শ্লোক আস্বাদনে ॥৪॥
নানা-ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ, শোক, রোষ।
দৈন্যোদ্বেগ-আর্ত্তি উৎকণ্ঠা, সন্তোষ ॥৫॥
সেই সেই ভাবে নিজ-শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুইবন্ধু লঞা ॥৬॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥৭॥
হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায় ॥৮॥
সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/৫/৩২)—

* মধ্য ২৩ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥*

নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥১১॥

পদ্যাবলীতে (১০)-ধৃত শিক্ষাষ্টকের ১ম শ্লোক—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী,পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতল-কারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম ॥১৩॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥১৪॥
উঠিল বিষাদ, দৈন্য,—পড়ে আপন-শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক ॥১৫॥

পদ্যাবলীতে (১৯)-ধৃত শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোক—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥১৬॥

হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ' 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং এই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।

অনেক-লোকের বাঞ্ছা—অনেক-প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥১৭॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥১৮॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ! ১৯॥
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায় ॥২০॥

পদ্যাবলীতে (২০)-ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥২১॥†

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥২২॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥২৩॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥২৪॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ' অধিষ্ঠান ॥২৫॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥২৬॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥২৭॥
প্রেমের স্বভাব,—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ ॥২৮॥

পদ্যাবলীতে (৮৫)-ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৪র্থ শ্লোক—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; (আমি মনে এই

* মধ্য ৩য় পঃ ৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

† আদি ১৭ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য

কামনা করি যে) জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

ধন, জন নাহি মাগোঁ, কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ, কৃপা করি' ॥
অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥৩১॥

পদ্যাবলীতে (১৩)-ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৫ম শ্লোক—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত
ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৩২॥

ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর।

তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥৩৩॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলী-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥৩৪॥
পুনঃ অতি-উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥৩৫॥

পদ্যাবলীতে (৮৪)-ধৃত
শিক্ষাষ্টকের ৬ষ্ঠ শ্লোক—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্যনিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ স্বর বাহির হইব এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হইবে?

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন!
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন! ৩৭॥
রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ।
উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥৩৮॥

পদ্যাবলীতে (৩২৭)-ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৭ম শ্লোক—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে!

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম!
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন! ৪০॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন!
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥৪১॥
কৃষ্ণ উদাসীন হইলা করিতে পরীক্ষণ।
সখী সব কহে,—কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ ॥৪২॥
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়।
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥৪৩॥
ঈর্ষ্যা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়।
এত ভাব এক-ঠাঞি করিল উদয় ॥৪৪॥
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হৈলা।
সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা ॥৪৫॥
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা।
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥৪৬॥

পদ্যাবলীতে (১৩৪)-ধৃত শিক্ষাষ্টকের ৮ম শ্লোক—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৪৭॥

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মহতাই করুন, তিনি—লম্পটপুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ।

যথা রাগঃ—

আমি—কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।

কিবা না দেন দরশন, জারেন মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥৪৮॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ,—অন্য নয় ॥৪৯॥ধ্রু॥
ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সবারে দেন পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥৫০॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট,
অন্য নারীগণ করি' সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া,
মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥৫১॥
না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য ॥৫২॥
যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা হয় দুঃখী।
মুই তার পায়ে পড়ি', লঞা যাঙ হাতে ধরি',
ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী ॥৫৩॥
কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে।
যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পা'ন,
ছাড়ে মান অল্প-সাধনে ॥৫৪॥
সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম্ম নাহি জানে,
তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ।
নিজ-সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ ॥৫৫॥
যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥৫৬॥
কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা।
স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা ॥৫৭॥
কৃষ্ণ—মোর জীবন, কৃষ্ণ—মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয়-উপরে ধরোঁ, সেবা করি' সুখী করোঁ,
এই মোর সদা রহে ধ্যান ॥৫৮॥
মোর সুখ—সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান।
কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি', কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরী',
মোর হয় 'দাসী' অভিমান ॥৫৯॥
কান্ত-সেবা-সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
নারায়ণ-হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
সেবা করে 'দাসী' অভিমানী ॥৬০॥
এই রাধার বচন, শুদ্ধপ্রেম-লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায়।
ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিক ব্যাপে শরীর,
মন-দেহ ধারণ না যায় ॥৬১॥
ব্রজের বিশুদ্ধপ্রেম, যেন জাম্বূনদ হেম,
আত্ম-সুখের যাঁহা নাহি গন্ধ।
স্ব-প্রেম জানা'তে লোকে, প্রভু কৈলা এই শ্লোকে,
পদ কৈলা অর্থের নির্ব্বন্ধ ॥৬২॥
এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা।
প্রলাপ করিলা কিছু শ্লোক পড়িয়া ॥৬৩॥
পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে শিক্ষা দিলা।
সেই অষ্ট-শ্লোক আপনে আস্বাদিলা ॥৬৪॥
প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক' শ্লোক যেই পড়ে, শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥৬৫॥
যদ্যপিহ প্রভু—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর।
নানা-ভাব-চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির ॥৬৬॥
যেই যেই শ্লোক জয়দেব, ভাগবতে।
রায়ের নাটকে, যেই আর কর্ণামৃতে ॥৬৭॥

সেই সেই ভাবে শ্লোক করিয়া পঠনে।
সেই সেই ভাবাবেশে করেন আস্বাদনে ॥৬৮॥
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা—রাত্রি-দিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুইবন্ধু-সনে ॥৬৯॥
সেই সব লীলা-রস আপনে অনন্ত।
সহস্র-বদনে বর্ণি' নাহি পা'ন অন্ত ॥৭০॥
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে?
তার এক কণা স্পর্শি আপনা শোধিতে ॥৭১॥
যত চেষ্টা, যত প্রলাপ,—নাহি পারাবার।
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার ॥৭২॥
বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল।
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল ॥৭৩॥
তাঁর ত্যক্ত 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল।
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥৭৪॥
অতএব সেই সব লীলা না পারি বর্ণিবারে।
সমাপ্ত করিলুঁ লীলা করি' নমস্কারে ॥৭৫॥
যে কিছু কহিলুঁ, এই দিগ্‌দরশন।
এই অনুসারে হবে তার আস্বাদন ॥৭৬॥
প্রভুর গম্ভীর-লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি তাতে, না পারি বর্ণিতে ॥৭৭॥
সব শ্রোতা-বৈষ্ণবেরে বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈলুঁ সমাপন ॥৭৮॥
আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥৭৯॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর-পার।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার?
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিলুঁ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ ॥৮১॥
নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র—বৃন্দাবন দাস।
চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়েন 'আদি ব্যাস' ॥৮২॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥৮৩॥
যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেহ সংক্ষেপ করিয়া।
লিখিতে না পারেন, তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া ॥
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছেন স্থানে-স্থানে।
সেই বচন শুন, সেই পরম-প্রমাণে ॥৮৫॥
সংক্ষেপে কহিলুঁ, বিস্তার না যায় কথনে।
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে ॥৮৬॥
চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে-স্থানে।
সত্য কহেন,—আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে ॥৮৭॥
চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান ॥৮৮॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা ॥৮৯॥
আমি—অতিক্ষুদ্র জীব, পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী ॥৯০॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলুঁ লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥৯১॥
'আমি লিখি',—ইহা মিথ্যা করি অনুমান।
আমার শরীর—কাষ্ঠপুতলী-সমান ॥৯২॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ, বধির।
হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥৯৩॥
নানা-রোগগ্রস্ত,—চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগ-পীড়া-ব্যাকুল, রাত্রি-দিনে মরি ॥৯৪॥
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন।
তথাপি লিখিয়ে, শুন ইহার কারণ ॥৯৫॥
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত, আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ ॥৯৬॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
শ্রীরঘুনাথ-দাস শ্রীগুরু-শ্রীজীব-চরণ ॥৯৭॥
ইঁহা-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে।
আর এক হয়—তেঁহো অতিকৃপা করে ॥৯৮॥
শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'।
কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥৯৯॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ।
দম্ভ করি বলি', শ্রোতা, না করিহ রোষ ॥১০০॥
তোমা-সবার চরণ-ধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্য-লীলা হৈলা, যে কিছু লিখন ॥

এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ।
'অনুবাদ' কৈলে পাই লীলার 'আস্বাদ' ॥১০২॥
প্রথম পরিচ্ছেদে—রূপের দ্বিতীয়-মিলন।
তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান-শ্রবণ ॥১০৩॥
তার মধ্যে শিবানন্দ-সঙ্গে কুক্কুর আইলা।
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাঞা মুক্ত করিলা ॥১০৪॥
দ্বিতীয়ে—ছোট-হরিদাসে করাইলা শিক্ষণ।
তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন ॥১০৫॥
তৃতীয়ে—হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড।
দামোদর-পণ্ডিত কৈলা প্রভুরে বাক্যদণ্ড ॥
প্রভু 'নাম' দিয়া কৈলা ব্রহ্মাণ্ড-মোচন।
হরিদাস করিলা নামের মহিমা-স্থাপন ॥১০৭॥
চতুর্থে—শ্রীসনাতনের দ্বিতীয়-মিলন।
দেহত্যাগ হৈতে তাঁর করিলা রক্ষণ ॥১০৮॥
জ্যৈষ্ঠ-মাসে প্রভু তাঁরে কৈলা পরীক্ষণ।
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥১০৯॥
পঞ্চমে—প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈলা।
রায়-দ্বারা কৃষ্ণকথা তাঁরে শুনাইলা ॥১১০॥
তার মধ্যে 'বাঙ্গাল' কবির নাটক-উপেক্ষণ।
স্বরূপ-গোসাঞি কৈলা বিগ্রহের মহিমা স্থাপন ॥
ষষ্ঠে—রঘুনাথ দাস প্রভুরে মিলিলা।
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব কৈলা ॥
দামেদার-স্বরূপ-ঠাঞি তাঁরে সমর্পিল।
'গোবর্দ্ধন-শিলা', 'গুঞ্জামালা' তাঁরে দিল ॥১১৩॥
সপ্তম-পরিচ্ছেদে—বল্লভ-ভট্টের মিলন।
নানা-মতে কৈলা তাঁর গর্ব্ব-খণ্ডন ॥১১৪॥
অষ্টমে—রামচন্দ্র-পুরীর আগমন।
তাঁর ভয়ে কৈলা প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন ॥১১৫॥
নবমে—গোপীনাথ-পট্টনায়ক-মোচন।
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দরশন ॥১১৬॥
দশমে—কহিলুঁ ভক্তদত্ত-আস্বাদন।
রাঘব-পণ্ডিতের তাঁহা ঝালির সাজন ॥১১৭॥
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈলা পরীক্ষণ।
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন ॥১১৮॥

একাদশে—হরিদাস-ঠাকুরের নির্যাণ।
ভক্ত-বাৎসল্য যাঁহা দেখাইলা গৌর ভগবান্ ॥
দ্বাদশে—জগদানন্দের তৈল-ভঞ্জন।
নিত্যানন্দ কৈলা শিবানন্দেরে তাড়ন ॥১২০॥
ত্রয়োদশে—জগদানন্দ মথুরা যাই' আইলা।
মহাপ্রভু দেবদাসীর গীত শুনিলা ॥১২১॥
রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন।
প্রভু তাঁরে কৃপা করি' পাঠাইলা বৃন্দাবন ॥১২২॥
চতুর্দ্দশে—দিব্যোন্মাদ-আরম্ভ বর্ণন।
'শরীর' এথা প্রভুর, 'মন' গেলা বৃন্দাবন ॥
তার মধ্যে প্রভুর সিংহদ্বারে পতন।
অস্থি-সন্ধি-ত্যাগ, অনুভাবের উদ্গম ॥১২৪॥
চটক-পর্ব্বত দেখি' প্রভুর ধাবন।
তার মধ্যে প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন ॥১২৫॥
পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে—উদ্যান-বিলাসে।
বৃন্দাবনভ্রমে যাঁহা করিলা প্রবেশে ॥১২৬॥
তার মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ।
তার মধ্যে করিলা রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ ॥১২৭॥
ষোড়শে—কালিদাসে প্রভু কৃপা করিলা।
বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইলা ॥১২৮॥
শিবানন্দের বালকে শ্লোক করাইলা।
সিংহদ্বারের দ্বারী প্রভুরে কৃষ্ণ দেখাইলা ॥১২৯॥
মহাপ্রসাদের তাঁহা মহিমা বর্ণিলা।
কৃষ্ণাধরামৃতের ফল-শ্লোক আস্বাদিলা ॥১৩০॥
সপ্তদশে—গাভী-মধ্যে প্রভুর পতন।
কূর্ম্মাকার-অনুভাবের তাঁহাই উদ্গম ॥১৩১॥
কৃষ্ণের শব্দ-গুণে প্রভুর মন আকর্ষিলা।
'কাস্ত্র্যঙ্গ তে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিলা ॥
ভাব-শাবল্যে পুনঃ কৈলা প্রলাপন।
কর্ণামৃত-শ্লোকের অর্থ কৈলা বিবরণ ॥১৩৩॥
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে—সমুদ্রে পতন।
কৃষ্ণ-গোপী-জলকেলি তাঁহা দরশন ॥১৩৪॥
তাঁহাই দেখিলা কৃষ্ণের বন্য-ভোজন।
জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্ব-ভবন ॥১৩৫॥

ঊনবিংশে—ভিত্তে প্রভুর মুখসংঘর্ষণ।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি-প্রলাপ-বর্ণন ॥১৩৬॥
বসন্ত-রজনীতে পুষ্পোদ্যানে বিহরণ।
কৃষ্ণের সৌরভ্য-শ্লোকের অর্থ-বিবরণ ॥১৩৭॥
বিংশতি-পরিচ্ছেদে—নিজ 'শিক্ষাষ্টক' পড়িয়া।
তার অর্থ আস্বাদিলা প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥১৩৮॥
ভক্তে শিখাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কহিলা।
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিলা ॥১৩৯॥
মুখ্য-মুখ্য-লীলার অর্থ করিলুঁ কথন।
'অনুবাদ' হৈতে স্মরে গ্রন্থ-বিবরণ ॥১৪০॥
এক এক পরিচ্ছেদের কথা—অনেকপ্রকার।
মুখ্য মুখ্য কহিলুঁ, কথা না যায় বিস্তার ॥১৪১॥
শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীমদনমোহন'।
শ্রীরাধা-সহ 'শ্রীগোবিন্দ' চরণ ॥১৪২॥
শ্রীরাধা-সহ শ্রীল 'শ্রীগোপীনাথ'।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়িয়ার নাথ' ॥১৪৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ ॥১৪৪॥
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন।
শ্রীগুরু শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব-চরণ ॥১৪৫॥
নিজ-শিরে ধরি' এই সবার চরণ।
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত-পূরণ ॥১৪৬॥
সবার চরণ-কৃপা—'গুরু উপাধ্যায়ী'।
তার বাণী—শিষ্যা, তারে বহুত নাচাই ॥১৪৭॥
শিষ্যার শ্রম দেখি' গুরু নাচান রাখিলা।
'কৃপা' না নাচায়, 'বাণী' বসিয়া রহিলা ॥১৪৮॥
অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইলা, নাচি' করিলা বিশ্রামে ॥১৪৯॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ ॥১৫০॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥১৫১॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ-অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥১৫২॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥১৫৩॥

চরিতমমৃতমেতচ্ছ্রীলচৈতন্যবিষ্ণোঃ
শুভদমশুভনাশি শ্রদ্ধয়াস্বাদয়েদ্যঃ।
তদমলপদপদ্মে ভৃঙ্গতামেত্য সোঽয়ং
রসয়তি রসমুচ্চৈঃ প্রেমমাধ্বীকপূরম্ ॥১৫৪॥

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের এই অমৃতসদৃশ শুভদ এবং অশুভনাশি চরিত্র আস্বাদন করেন, এই লেখক তাঁহার অমলপাদপদ্মের ভৃঙ্গ হইয়া প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ এই রস অতিশয় আস্বাদন করেন।

শ্রীমন্মদনগোপাল-গোবিন্দদেব-তুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেতচ্চৈতন্যচরিতামৃতম্ ॥১৫৫॥

শ্রীমন্মদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দদেবের পরিতোষ-হেতু এই শ্রীমচ্চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবে সমর্পিত হউক।

পরিমলবাসিতভুবনং
স্বরসোন্মাদিত-রসিকালম্বম্।
গিরিধরচরণাম্ভোজং কঃ
খলু রসিকঃ সমীহতে হাতুম্ ॥১৫৬॥

কৃষ্ণের যে চরণকমল পরিমলের দ্বারা ভুবনকে সৌরভিত করিয়া, স্বীয় রসে উন্মাদিত করিয়া, রসিকদিগের আলম্বনস্বরূপ হইয়াছেন, তাহা কোন্ রসিক ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন?

মৎপ্রাণসর্ব্বস্বপদাব্জরেণো-
র্মদীশ্বরী-শ্রীযুতরাধিকায়াঃ।
প্রাণোরুসর্ব্বস্বপদাব্জরেণুং
শ্রীশ্রীল-গোবিন্দমহং প্রপদ্যে ॥১৫৭॥

আমার প্রাণসর্ব্বস্বের পদাব্জরেণুর বলে মদীশ্বরী শ্রীমতী রাধিকার প্রাণের অধিক ও সর্ব্বস্ব রূপ পদাব্জরেণুকে ধ্যান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে প্রপত্তি করি।

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ
জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং
গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ ॥১৫৮॥

১৫৩৭ শকাব্দায় জ্যৈষ্ঠমাসে রবিবারে কৃষ্ণ-পঞ্চমী-তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শিক্ষা-শ্লোকার্থাস্বাদনং নাম বিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি অন্ত্যলীলা সমাপ্তা
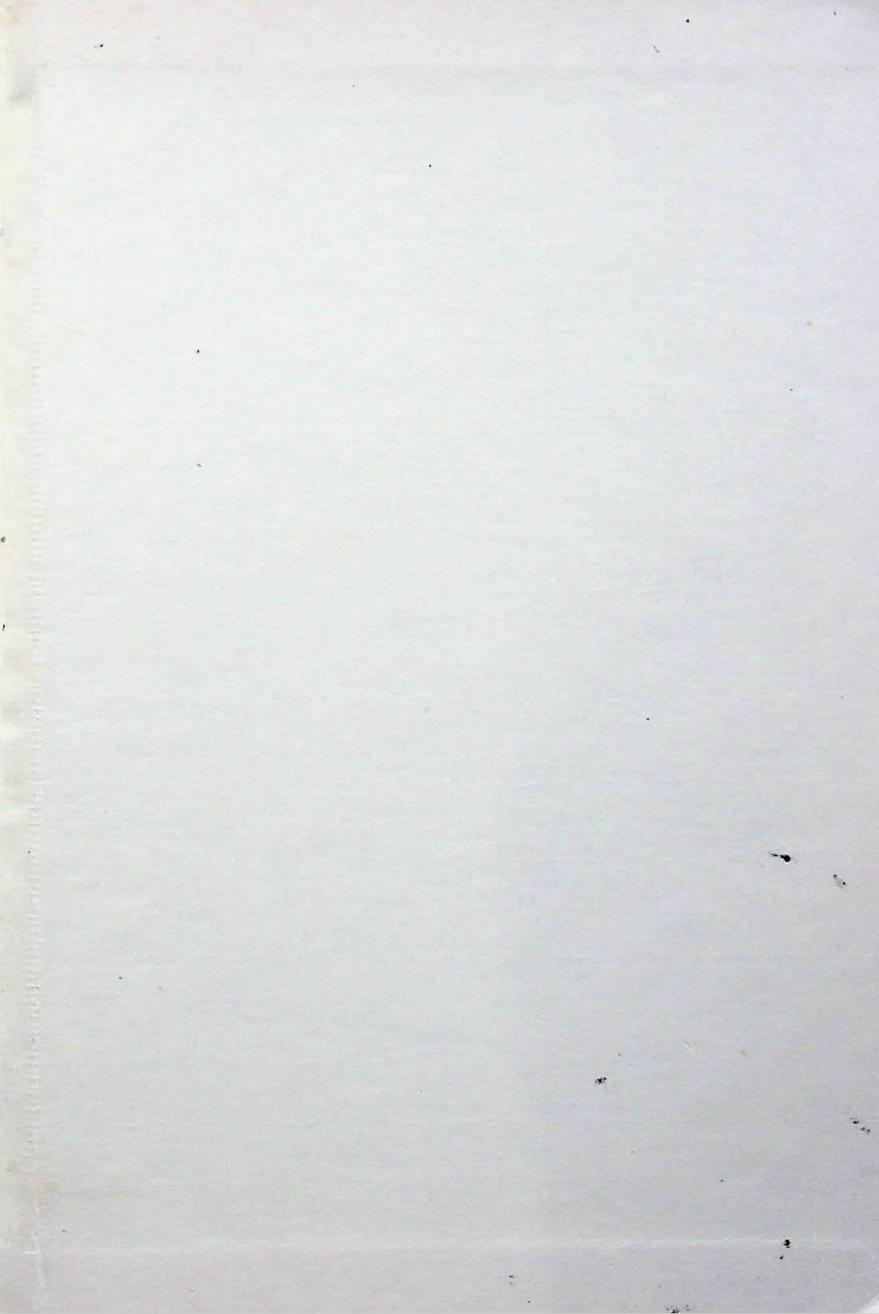
শ্রীমচ্চৈতন্য-সারস্বত-মঠবর-উদ্গীতকীর্ত্তির্জয়শ্রীং
বিভ্রৎসংভাতিগঙ্গাতট-নিকট-নবদ্বীপ-কোলাদ্রি-রাজে।
যত্র শ্রীগৌর-সারস্বত-মঠ-নিরতা-গৌরগাথা-গৃণন্তি
নিত্যং রূপানুগ-শ্রীকৃতমতি-গুরুগৌরাঙ্গ-রাধাজিতাশা ॥